সামবেদ-সংহিতা।

(পবমানাদি পর্ব্ব)।

(৮৭)

জনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-

ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

হাওড়া-সহরস্থে

"পৃথিবীর-ইতিহাস"-মুদ্রা-যন্ত্রে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকে—পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং। ১৪।

* * *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ক২র
কস্তে জামির্জ্জনানামগ্নে কো দাশ্বধ্বরঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩২
কো হ কস্মিন্নসি শ্রিতঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'জনানাং' (মনুষ্যাণাং মধ্যে) 'তে' (তব) 'জামিঃ' (শত্রুঃ প্রতিদ্বন্দ্বী বা) 'কঃ' (কো বিদ্যতে); জ্ঞানস্য প্রতিযোগী কোঽপি নাস্তি ইতি ভাবঃ; তথা 'দাশ্বধ্বরঃ' (সৎকর্ম্মপ্রাপকঃ—ভবৎসদৃশঃ) 'কঃ' (কো বিদ্যতে); জ্ঞানাৎ শ্রেষ্ঠঃ সৎকর্ম্ম-প্রাপকঃ কোঽপি নাস্তি ইতি ভাবঃ; তথা 'হ' (হন্তা বজ্রপশক্তিসম্পন্নঃ বা) 'কঃ' (কো বিদ্যতে); জ্ঞানস্য হন্তা দমনশক্তিসম্পন্নঃ বা কোঽপি নাস্তি ইতি ভাবঃ; অতঃ 'কস্মিন্' (স্থানে কর্ম্মণি বা) 'শ্রিতঃ' (আশ্রিতঃ, অবস্থিতঃ) 'অসি' (ভবসি), তৎ অনুসন্ধেয়ং ইতি শেষঃ। জ্ঞানস্য—প্রভাবং অনুভূয় জ্ঞানানুসরণায় সর্ব্বৈষাং অনুরাগোৎপাদনং কর্ত্তব্যং—ইতি ভাবঃ। (১৫অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে জ্ঞানদেব! মনুষ্যগণের মধ্যে আপনার শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী কে আছে? (ভাব এই যে,—জ্ঞানের প্রতিযোগী কেহই নাই); আর, আপনার সদৃশ সৎকর্ম্মপ্রাপকই বা কে আছে? (ভাব এই যে,—জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম্মপ্রাপক কেহই নাই); আর, আপনার হন্তা বা স্বরূপশক্তিসম্পন্ন কে আছে? (ভাব এই যে,—জ্ঞানের হন্তা বা সমশক্তিসম্পন্ন কেহই নাই); অতএব, কোন্ স্থানে বা কোন্ কর্ম্মে আপনি অবস্থিত আছেন, তাহা অনুসরণ করা আবশ্যক। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের প্রভাব অনুভব করিয়া জ্ঞানের অনুসরণে সকলের অনুরাগোপজনন কর্ত্তব্য।)। (১৫অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে 'অগ্নে'! 'জনানাং' মনুষ্যাণাং মধ্যে 'তে' তব 'কঃ' 'জামিঃ' কো বন্ধুঃ? ত্বং সর্ব্বেভ্যো বৈরধিকোঽসি ত্বৎস্বরূপো বন্ধুর্নাস্তীতি ভাবঃ। 'কঃ' 'দাশ্বধ্বরঃ'। দাশুর্দত্ত অধ্বরো যজ্ঞো যেন স তথোক্তঃ। ত্বাং যষ্টু মতিসমর্থঃ কোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ। 'কো হ' ত্বং কথম্ভূতঃ? স্বমীদৃগ্রূপ ইতি সর্ব্বেন জানাতীত্যর্থঃ। 'কস্মিন্' স্থানে 'শ্রিতঃ' আশ্রিতঃ 'অসি' ভবসি বর্ত্তসে? তৎস্থানমপি ন কেন বিজ্ঞায়তে। অতস্তমসাভিঃ মাংসদৃষ্টিভিঃ কথমুপলব্ধব্যঃ?—ইত্যগ্নিঃ প্রশস্যতে। (১৫অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৫৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের ভাব আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। তথাপি কি সূত্রে কি ভাব আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রে একটী 'জামিঃ' পদ আছে। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ঐ পদে 'মিত্রঃ' অর্থ গ্রহণ করা হয়। পূর্ব্বে 'জামিঃ' (জাময়ঃ) পদে ভাষ্যে 'ভগ্নী' অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখিয়াছি। এখানে 'বন্ধুঃ' প্রতিবাক্য দেখিলাম। আমরা কিন্তু ঐ পদে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব 'শত্রুঃ' অর্থ গ্রহণ করি। কি প্রকারে ঐ পদে 'শত্রুঃ' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করা গিয়াছে। এখানেও সেই প্রতিবাক্যেরই সঙ্গতি দেখা যায়। অলস্ত অগ্নি পক্ষে অর্থ করিতে গেলে, অগ্নির মিত্র বা শত্রু সন্ধান করিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানের শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী সংসারে কে আছে? এ পক্ষে, "জনানাং তে জামিঃ কঃ" পদ-কয়েকটীর ভাব এই যে,—'জ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী এ সংসারে কেহই নাই।' পূর্ব্বে ভাষ্যকার 'জামিঃ' পদে

যে 'ভগ্নী' অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, সে দৃষ্টিতে 'ভগ্নী' বা 'সহজাতা' হইতে জ্ঞান যে পৃথক নহে, এই ভাবই মনে আসে। কেন-না, জ্ঞানের 'ভগ্নী' বা 'সহজাতা' বলিতে 'ভক্তির' প্রতিই দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু তাহাতে 'কঃ' পদের ভাব সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। সুতরাং 'জামিঃ' পদের 'শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী' অর্থ ই আমরা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—"দাশধ্বরঃ কঃ।" ঐ অংশের 'দাশধ্বরঃ' পদের ভাষ্যানুসারী প্রতিবাক্য হইতেই 'সৎকর্ম্মপ্রাপক' ভাব প্রাপ্ত হই। জ্ঞানের দ্বারা যেরূপ সৎকর্ম্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমন আর অন্ত কিছুতেই নহে। তাই প্রশ্ন দেখিতে পাই—'দাশধ্বরঃ কঃ'। অর্থাৎ, জ্ঞানের ন্যায় সৎকর্ম্মসাধক এ সংসারে কে আছে? মন্ত্রের তৃতীয় অংশ—'হ কঃ'। 'হ' পদে 'হন্তা বা স্বরূপশক্তিসম্পন্ন' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে পারি। জ্ঞানকে হনন করিতে পারে, অথবা জ্ঞানের সহিত সমশক্তিসম্পন্ন, এমন আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। তাই বলা হইয়াছে;—'হ কঃ'। মন্ত্রের চতুর্থ অংশ—"কস্মিন্ শ্রিতঃ অসি"। উহার অর্থ—'জ্ঞান কোথায় অবস্থিতি করেন।' ভাব এই যে,—'তাহা অবগত হইয়া জ্ঞানের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।' আমাদিগের মনে হয়, এই শেষোক্ত প্রশ্নের মধ্যেই মন্ত্রের মেরুদণ্ড অবস্থিত। কিরূপে জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারি? কোন্ পথে অগ্রসর হইলে জ্ঞানের আশ্রয়-স্থান দেখিতে পাই? সেই পথ মানুষ যখন সন্ধান করিয়া পায়, তখনই তাহার শ্রেয়ঃ অধিগত হয়। সে পথ কি আর এখানে নির্দ্দেশ করার প্রয়োজন হয়? সে পথ—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের মধ্যে, সে পথ—ভগবানের উপাসনার মধ্যে, বিস্তৃত রহিয়াছে। যাঁহারা সে পথ দেখিতে পান, সেই পথের অনুসারী হইয়া জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন, শ্রেয়ঃ তাঁহাদিগেরই অধিগত হইয়া থাকে। এই মন্ত্রের ভাবে ও শিক্ষায় সেই তত্ত্বই পরিজ্ঞাত হই। (১৫অ—১খ—১সূ—১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

ত্বং জামির্জ্জনানামগ্নে মিত্রো অসি প্রিয়ঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সখা সখিভ্য ঈড্যঃ ॥ ২ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব।) 'ত্বং' (পূর্ব্বোক্তগুণশক্তিসম্পন্নস্ত্বং) 'জনানাং' (লোকানাং—বিষয়িনাং কুটিলানাং পক্ষে ইতি ভাবঃ) 'জামিঃ' (শত্রুঃ) তথা 'জনানাং' (সরলচিত্তানাং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সাধুনাং পক্ষে ইতি ভাবঃ) 'প্রিয়ঃ' (প্রীতিসাধকঃ) 'মিত্রঃ' (সুহৃৎ) 'অসি' (ভবসি); তথা ত্বং 'সখিভ্যঃ' (অনুরক্তেভ্যঃ) 'ঈড্যঃ' (স্তুত্যঃ, পূজ্যঃ) 'সখা' (অত্যন্তপ্রিয়ঃ) অসি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ যে জ্ঞানানুসারিণঃ সন্তি জ্ঞানং তেষাং হিতসাধনং করোতি, তথা জ্ঞানোন্মেষেণ সহ পাপিনঃ অনুতপ্তাঃ ভবন্তি। (১৫অ—১খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! পূর্ব্বোক্তগুণশক্তিসম্পন্ন আপনি মনুষ্যগণের অর্থাৎ বিদ্বেষী কুটিলগণের শত্রু এবং সরলচিত্ত সাধুজনগণের প্রিয় মিত্র হয়েন; আর, অনুরাগসম্পন্ন জনগণের পূজ্য সখা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় হয়েন। (ভাব এই যে,—যাঁহারা জ্ঞানের অনুসারী, জ্ঞান তাঁহাদিগের হিতসাধন করেন, এবং জ্ঞানোন্মেষের সহিত পাপিগণ অনুতপ্ত হয়।)॥ (১৫অ—১খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'ত্বং' উক্ত-প্রকারেণ অচিন্ত্য-রূপোহপি অনুগৃহীতৃতয়া সর্ব্বেষাং 'জনানাং' 'আমিঃ' বন্ধুঃ 'অসি'। তথা 'প্রিয়ঃ' প্রীণয়িতা ত্বং যজমানানাং 'মিত্রঃ' অসি। 'ঈড্যঃ' স্তুতিভিঃ স্তুত্যঃ ত্বং 'সখিভ্যঃ' সমানখ্যানেভ্যঃ ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ 'সখা' সখিবদত্যন্তং প্রিয়োহসি ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৫৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে 'জনানাং' পদটীকে আমরা দুই বার গ্রহণ করিয়াছি; এবং তাহাতে ঐ পদ দুইরূপ বিপরীত ভাব প্রকাশক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদ্দ্বারা আমরা 'আমিঃ' ও 'মিত্রঃ' পদদ্বয়ের ভাব-সঙ্গতি রক্ষার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'আমিঃ' পদ মিত্র-পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে একই ভাব-প্রকাশক দুই পদের প্রয়োগ পুনরুক্তি-দোষ দুষ্ট বলিয়া মনে হয়। 'মিত্র' ও 'আমিঃ' পদদ্বয়ের যুগপৎ ব্যবহারে, আমরা তাই মনে করি, এখানে জ্ঞান-সম্বোধনে বলা হইয়াছে,—জ্ঞান মনুষ্যের শত্রু এবং জ্ঞান মনুষ্যের মিত্র।

জ্ঞান কাহাদিগের পক্ষে শত্রু এবং জ্ঞান কাহাদিগের পক্ষে মিত্র তাহা বুঝিতে গেলে, পাপী কুটিলগণের প্রতি এবং সরল সাধুগণের প্রতি যুগপৎ দৃষ্টি পড়ে। কুটিল পাপিগণের পক্ষে জ্ঞান দুই প্রকারে শত্রু বা শত্রুর ন্যায় কষ্টদায়ক হয়। জ্ঞান-সান্নিধ্যে আসিয়া পাপীর যে অনুতাপ, এক দৃষ্টিতে তাহাকে 'আমির' কার্য্য বলা যাইতে পারে; অন্য দৃষ্টিতে পাপীর বিকৃত পথে পরিচালিত হইয়া জ্ঞান (বিকৃত জ্ঞান) যে সর্ব্বনাশ সাধন করে, তাহাতেও 'আমির'

কার্য্য বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারি। সৎজ্ঞান প্রভাবে সাধুগণ যে আনন্দ লাভ করেন, তাহাই মিত্রের কার্য্য। যখন সরল সাধুদিগের হৃদয়ে তাহার বিকাশ দেখিতে পাই, জ্ঞানকে তখনই 'প্রিয়ঃ মিত্রঃ' বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই বিষয়ই মন্ত্রের শেষ চরণে 'সখা সখিভ্যঃ ঈড্যঃ" পদ-কয়েকটীতে পরিস্ফুট দেখি। যাঁহারা সখিবৎ জ্ঞানের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন, জ্ঞান তাঁহাদিগের পূজনীয় সখা-স্বরূপ অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় হয়েন। এইরূপে জ্ঞানোন্মেষে কুটিল পাপিগণের কষ্ট এবং সরল সাধুগণের আনন্দ - ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ,—'মানুষ! তোমরা সরল সাধু হও, জ্ঞান তোমাদিগের সখার ন্যায় হিতকারী হইবেন।' * (১৫অ—১খ—১সূ—১সা)। †

— • —

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১

যজা নো মিত্রাবরুণা যজা দেবাঁ ঋতং বৃহৎ।

২ ৩ ২ ৩ ১র ২র

অগ্নে যক্ষি স্বং দমম্ ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব! হে অস্মাকং জ্ঞান ইতি ভাবঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মদর্থং, অস্মাকং হিতসাধনায় ইত্যর্থঃ) 'মিত্রাবরুণাঃ' (মিত্রাবরুণৌ দেবৌ, মিত্রবরুণাং হিতসাধকং তথা অভীষ্টবর্ষকরূপং শ্রেয়ঃবিধায়কং দেবদ্বয়ং) 'যজ' (পূজয়, অস্মান্ প্রাপয় ইতি ভাবঃ); তথা দেবান (দীপ্তিদানাদিগুণান, সর্ব্বান দেবভাবান্) 'যজ' (পূজয় অস্মান্ প্রাপয়

---

* এই মন্ত্রের আমরা যে ব্যাখ্যা করিলাম, সে ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত ব্যাখ্যাদির পার্থক্য বুঝাইবার জন্য এই মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"Thou, O Agni, art the kinsman, the dear friend ('Mitra') of men, a friend who is to be magnified by his friends."

উক্ত ইংরাজী অনুবাদে 'জামিঃ' পদে আত্মীয় (Kinsman) অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে এবং 'মিত্রঃ' পদটীকে মিত্রদেবতার দ্যোতক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী মন্ত্রে মিত্রবরুণের প্রসঙ্গ আছে; এখানে মিত্রদেবতার সম্বন্ধ সূচনা নিরর্থক।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ইত্যর্থঃ); তথা 'বৃহৎ' (শ্রেষ্ঠং) 'ঋতং' (সত্যং, সৎকর্ম্ম) তথা 'স্বং' (স্বকীয়ং, আত্মানং) 'দমং' (আবাসস্থানং, যদ্বা - শাসনং, কুকর্ম্মণঃ মনোনিবৃত্তিং) 'যক্ষি' (পূজয়, প্রাপয় ইতি শেষঃ)। অস্মাকং জ্ঞানং অস্মান্ দেবভাবসম্পন্নান্ সৎকর্ম্মণি নিয়োজিতান্ তথা কুকর্ম্মণঃ প্রতিনিবৃত্তান্ করোতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা—ইতি ভাবঃ॥ (১৫অ-১খ-১সূ-৩সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব (হে আমাদিগের জ্ঞান)! আপনি আমাদিগের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত, মিত্র ও বরুণ দেবতাদ্বয়কে (অর্থাৎ মিত্রস্বরূপ হিতসাধক এবং অভীষ্টবর্ষক-রূপ শ্রেয়ঃবিধায়ক দেবদ্বয়কে) পূজা করুন অর্থাৎ আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন; এবং দীপ্তিদানাদি-গুণসমূহকে অর্থাৎ সকল দেবভাবকে পূজা করুন অর্থাৎ আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন; এবং শ্রেষ্ঠ সত্যকে বা সৎকর্ম্মকে আর আপনার আবাস-স্থানকে (অথবা শাসনকে—কুকর্ম্ম হইতে মনের নিবৃত্তিকে) পূজা করুন অর্থাৎ আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের জ্ঞান আমাদিগকে দেবভাব-প্রদানে, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও কুকর্ম্মের নিবৃত্তিতে আমাদিগকে নিয়োজিত করুক।)। (১৫অ—১খ—১সূ—৩সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'নঃ' অস্মদর্থং 'মিত্রাবরুণা' এতৎসংজ্ঞৌ দেবৌ 'যজ' হবিষা পূজয়। তথা 'দেবান্' ইন্দ্রাদীন্ 'যজ' পূজয় 'ঋতং' সত্যং যথার্থ-ফলং যজ্ঞঞ্চ যজেত্যেব। তদর্থং 'বৃহৎ' প্রৌঢ়ং 'স্বং' স্বকীয়ং 'দমং' যজ্ঞগৃহং 'যক্ষি' যজ সঙ্গচ্ছস্ব ত্বয়ি অন্তর্বেদিস্থানে সতি হি যজ্ঞগৃহং পূজ্যতে। (১৫অ ১খ—১সূ-৩সা)॥

* . *

তৃতীয় (১৫৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'যজ' ও 'যক্ষি' পদদ্বয়ের মর্ম্মানুধাবন করিলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসে। সুতরাং ঐ দুই পদের বিশ্লেষণ উপলক্ষে দুই এক কথা আলোচনা করিতেছি। ঐ দুই পদ 'পূজা' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। 'পূজা' বলিতে—অনুসরণ বা তত্ত্বজ্ঞান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। আমরা যে দেবগণের পূজা করি, তাহাতে কিছু-না-কিছু প্রাপ্তির প্রার্থনা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকে। দেবতা যাহার অধিকারী, দেবতাকে যাহা পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত, মানুষ

তাহাই প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে। সেই দৃষ্টিতেই পূজা অর্থে অনুসরণ বা প্রাপ্তির ভাব দ্যোতিত হয়।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই মন্ত্রের 'যজ' ও 'বক্ষি' পদদ্বয়ের মর্ম্ম, ব্যাখ্যা-পক্ষে কেমন সুষ্ঠু ভাব ব্যঞ্জনা করে। মিত্র ও বরুণদেবতাদ্বয়কে আমাদিগের জ্ঞান অনুসরণ করুক,—মন্ত্রের প্রথমাংশে এই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। এ পক্ষে মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে আমাদিগের জ্ঞান! তোমার সাহায্যে আমরা যেন মিত্রদেবতাকে ও বরুণদেবতাকে প্রাপ্ত হই। অর্থাৎ, যিনি সুহৃৎরূপে হিতসাধন করেন, আর যাঁহার দ্বারা সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সেই দুই দেবতার কৃপা আমাদিগের মধ্যে বর্দ্ধিত হউক।' মিত্র ও বরুণদেবতা বলিতে কি ভাব প্রকাশ পায়, নানাস্থানে আমরা তাহার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এখানে পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র।

এখন, "দেবান্ যজ" পদদ্বয়ে কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে—বুঝিয়া দেখুন। সকল ব্যাখ্যাতেই প্রকাশ,—'দেবান্ যজ' পদদ্বয়ে এখানে অগ্নিকে বলা হইয়াছে,—'হে অগ্নি! তুমি দেবগণকে পূজা কর।' * কিন্তু আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানদেবতাকে সম্বোধন করিয়া এখানে বলা হইয়াছে,—'জ্ঞানের অধিকারী হইয়া আমরা যেন দেবোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত হই,—জ্ঞানের সাহায্যে আমরা যেন সকল দেবভাবের অধিকারী হই।' আমরা বলি, এতদর্থই এখানে প্রকাশ পাইতেছে। 'বৃহৎ ঋতং' পদদ্বয়ে 'শ্রেষ্ঠ সত্যকে বা সৎকর্ম্মকে' প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ সত্যকে বা সৎকর্ম্মকে আনয়ন করে। তাই সেই আকাঙ্ক্ষা। 'দমং' পদে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। ঐ পদের এক অর্থ—'আবাসস্থান'; অন্য অর্থ—'শাসন' বা 'কুকর্ম্ম হইতে মনের প্রতিনিবৃত্তি।' ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'আবাসস্থান' অর্থই পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা দুই প্রকার অর্থেই ভাব-সঙ্গতি দেখিতে পাই। জ্ঞানের আবাস-স্থানের আকাঙ্ক্ষায়, 'আমাতে জ্ঞানের আবাস-স্থান হউক' বলায়, 'আমার মধ্যে জ্ঞানোন্মেষ হউক আমি যেন সৎজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারি'—এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে, 'আমার জ্ঞান আমায় যেন কুকর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে'—'দমং বক্ষি' পদদ্বয়ে সেই ভাব প্রকাশ পায়। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রে আপনাকে দেবভাব-সমন্বিত করিবার এবং কুকর্ম্মে প্রতিনিবৃত্ত করাইবার কামনা প্রকাশ পাইতেছে। মন্ত্রটীকে আত্মোদ্বোধনামূলক বলিয়া মনে করিতে পারি। জ্ঞানের সাহায্যে দেবত্ব-প্রাপ্তিই মন্ত্রের সঙ্কল্প। (১৫ন—১খ ১স্ ৩সা)। †

---

* প্রচলিত প্রায় সকল অর্থেই অগ্নি-সম্বোধনে বলা হইয়াছে,—'হে অগ্নি! তুমি মিত্র-বরুণকে আনিয়া দাও, তোমার গৃহে লইয়া যাও।' মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই সে ভাব উপলব্ধ হইবে। যথা,—

"Bring to us Mitra, Varuna, bring the Gods to mighty sacrifice.

Bring them, O Agni, to thine home."

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ক২র ৩ ১র ২র ৩ ২
ঈড়েন্যো নমস্যস্তিরস্তমাং্সি দর্শতঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
সমগ্নিরিধ্যতে বৃষা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঈড়েন্যঃ' (স্তোতৃভিঃ আরাধিতঃ) 'নমস্যঃ' (পূজনীয়ঃ) 'তমাংসি তিরঃ' (অন্ধকার-নাশকঃ, অজ্ঞানতানাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'দর্শতঃ' (সর্ব্বেষাং দর্শকঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'বৃষা' (অভীষ্ট-বর্ষকঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'সমিধ্যতে' (প্রজ্বলিতঃ ভবতি, বিশ্বং জ্ঞানালোকিতং করোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া তস্য জ্ঞানালোকেন জগতঃ তমাংসি দূরীভূতানি ভবন্তি ইতি ভাবঃ। (১৫অ ১খ—২সূ - ১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্তোতাগণের দ্বারা আরাধিত পূজনীয় অজ্ঞানতানাশক সর্ব্বজ্ঞ অভীষ্ট-বর্ষক জ্ঞানদেব বিশ্বকে জ্ঞানালোকিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবৎকৃপায় তাঁহার জ্ঞানালোকের দ্বারা জগতের তমঃ দূরীভূত হয়)। (১৫অ—১খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ঈড়েন্যঃ' স্তোতৃভিরীড্যঃ অতএব 'নমস্যঃ' সর্ব্বৈর্নমস্কার্য্যঃ 'তমাংসি তিরঃ' ধ্বান্তানি স্বাভাভিস্তিরস্কুর্ব্বন্ 'দর্শতঃ' কমনীয়তয়া সর্ব্বৈর্দর্শনীয়ঃ; তাদৃশঃ 'অগ্নিঃ' 'বৃষা' যজমানস্য কামানাং বর্ষিতা 'সমিধ্যতে' আহুতি-প্রক্ষেপেণ প্রজ্বাল্যতে। উক্তার্থে বাজসনেয়কং— ঈড়েন্যো হ্যেষ নমস্যো হ্যেষ তিরস্তমাংসি দদৃশে সমিদ্ধঃ—ইতি। (১৫অ - ১খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

প্রথম (১৫৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্যোতির জ্যোতিঃ, বিশ্বের সকল জ্যোতির মূলকারণ সেই ভগবান্ হইতে জগতে বিকীরিত হয়। তাঁহার জ্যোতিঃকণা লাভ করিয়া চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান হয়। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—

তাঁহার জ্যোতিঃলাভ করিয়া সকল বস্তু জ্যোতিষ্মান হয়, তাঁহার আলোকেই জগৎ দীপ্তি পায়। তাই বর্ত্তমান মন্ত্রও বলিতেছেন—'অগ্নি সমিধ্যতে'। সেই অগ্নি কিরূপ? তিনি 'ঈড়েন্যঃ' - সকলের কর্ত্তৃক আরাধিত। জ্ঞানময় জ্যোতিঃস্বরূপ সেই পরম দেবতাকে সকল লোক আরাধনা করে, তাঁহার পূজায় রত হয়। বিশ্বরূপে তিনি বিরাজিত, বিভিন্ন দেবতা, বিশ্ব-দেবতা তাঁহারই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। যেরূপে, যে নামে, ইষ্টদেবের আরাধনা করা যাউক না কেন, সেই আরাধনা পূজা নামরূপাতীত সেই পরমদেবতার চরণেই পৌঁছে। তাই তিনি 'ঈড়েন্যঃ' অর্থাৎ সকলের পূজনীয়।

তিনি 'তমাংসি তিরঃ' অর্থাৎ অন্ধকার নাশ করেন। জগতের অন্ধকাররূপ ঘোরতমসা দূরীভূত করিতে সমর্থ -জ্যোতিঃস্বরূপ তিনি। তাঁহার জ্যোতিঃপ্রভাবেই জগৎ জ্ঞানালোক লাভ করে। তিনি 'দর্শতঃ' সকলের দ্রষ্টা, তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতেই জগৎ ভাসমান রহিয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে,—"পূজনীয়, নমস্কার যোগ্য, দর্শনীয়, অভীষ্টবর্ষী, অগ্নি অন্ধকার দূরকরতঃ প্রজ্বলিত হইতেছেন।" আমাদের ভাব যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। (১৫প—১খ—২সূ—১সা)।*

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র৩ ২ ৩ ১ ২৩১২
বৃষো অগ্নিঃ সমিধ্যতেঽশ্বো ন দেববাহনঃ।
২ ৩ ১২
তং হবিষ্মন্ত ঈড়তে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বঃ' (ব্যাপকজ্ঞানং) 'ন' (যথা) 'দেববাহনঃ' (দেবত্বপ্রাপকং) তদ্বৎ দেবত্বপ্রাপকঃ ইতি যাবৎ 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'উ' (নিশ্চিতং) 'সমিধ্যতে' দীপ্যতে, অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু—ইতি ভাবঃ); 'হবিষ্মন্তঃ' (পূজাপরায়ণাঃ, সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'তং' (তং প্রসিদ্ধং জ্ঞানদেবং ইত্যর্থঃ) 'ঈড়তে' (আরাধয়ন্তি)। নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি; বয়ং পরাজ্ঞানং লভেমহি—ইতি ভাবঃ। (১৫প—১খ—২সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

সাধকজ্ঞান যেমন দেবত্বপ্রাপক সেইরূপ দেবত্বপ্রাপক অভীষ্টবর্ষক জ্ঞানদেব নিশ্চিতভাবে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; সাধকগণ সেই প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেবতাকে আরাধনা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন; আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করি।)। (১অ—১খ—২সু—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বৃষা উ' বৃষৈব কামানাং বর্ষিতা 'দেববাহনঃ'। দেবান্ হবীংষি বাহয়তি প্রাপয়তীতি দেববাহনঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'অশ্বো ন' যথাশ্বো রাজানং বাহয়তি স্ব-পুরং প্রাপয়তীতি বাহনভূতো যঃ 'অগ্নিঃ' 'সমিধ্যতে' আহুতি-প্রদানেন সম্যগ্ দীপ্যতে 'তং' তাদৃশমগ্নিং 'হবিষ্মন্তঃ' সম্ভৃত-হবিষ্কা যজমানাঃ 'ঈড়তে' 'কর্ম্ম-সিদ্ধ্যর্থং স্তুবন্তি। (৫অ ১খ ২সূ ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৫৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত প্রথম অংশে পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই অংশে একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে—'অশ্বঃ ন দেববাহনঃ'। উহার তাৎপর্য 'যথা অশ্বঃ রাজানং বাহয়তি, স্বপুরং প্রাপয়তি' অর্থাৎ অশ্ব প্রভৃতি বাহন যেমন রাজাদিগকে বহন করিয়া তাঁহাদের আলয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। সেইরূপ কি হয়? সেইরূপ ভাবে অগ্নি দেবতাদিগের নিকট হব্য পৌঁছাইয়া দেয়। এখানে অশ্বের বাহনসামর্থ্যের সহিত অগ্নির হবিঃপ্রাপণ-সামর্থ্যের তুলনা করা হইয়াছে। অগ্নির হবিঃপ্রাপণ সম্বন্ধে প্রচলিত মত এই যে, অগ্নিতে দেবোদ্দেশে যে হবিঃ প্রদান করা হয়, তাহা অগ্নিদেব গ্রহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট দেবতার নিকট প্রেরণ করেন, তাই বলা হয়—'অগ্নিমুখাঃ বৈ দেবাঃ' অর্থাৎ দেবতাগণ অগ্নিরূপ মুখের দ্বারাই হবিঃ গ্রহণ করেন। অগ্নিতে যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা বিনষ্ট হয় না। সেই আহুতি অগ্নির দ্বারা দেবতাগণই গ্রহণ করে। এই মতানুসারে অগ্নিদেবতার দুই স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। প্রথমরূপে তাঁহার (অর্থাৎ অগ্নির) নিজের উদ্দেশে যে আহুতি প্রদান করা হয়, তাহা তিনি নিজেই গ্রহণ করেন, দ্বিতীয়রূপে তিনি সাধক ও দেবতার মধ্যে মধ্যবর্ত্তীর কাজ করেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে প্রচলিত ব্যাখ্যায় তাঁহার এই দ্বিতীয়রূপই প্রকাশিত হইয়াছে, এবং এই উদ্দেশ্যেই 'অশ্বঃ ন দেববাহনঃ' উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা মন্ত্রের এই ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই। কারণ, প্রথমতঃ 'অগ্নিঃ' ও 'অশ্বঃ' পদদ্বয়-সম্বন্ধেই আমাদের সহিত প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মতবিরোধ ঘটিয়াছে। 'অগ্নিঃ'

ও 'অশ্বঃ' এই পদদ্বয়ে আমরা যথাক্রমে, 'জ্ঞানদেবঃ' ও 'ব্যাপকজ্ঞানং' অর্থ সঙ্গত মনে করি। 'অগ্নি' বলিতে কাষ্ঠাদি দাহনশীল অগ্নিকে লক্ষ্য করে নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে একটী নিত্যসত্য বিবৃত হইয়াছে। উহার সারমর্ম্ম এই যে, সাধকগণ ভগবানের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র, যাঁহারা ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তাঁহারা স্বতঃই ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করেন। আমরা মন্ত্রের এই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের যে অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এবং কিরূপে এই অসামঞ্জস্যের সূত্রপাত হইল তাহাও বলা হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি, তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। অনুবাদটী এই,—"অভীষ্টবর্ষী এবং অশ্বের ন্যায় দেবগণের হব্যবাহক অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন। হবিষ্মান্ অগ্নিকে পূজা করিতেছে।" এই ব্যাখ্যা হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে, মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যায় অগ্নির পূর্ব্ববর্ণিত দুইটী ভাবই গৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের মতের জন্য মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য। (১৫অ—১খ—২সূ—২সা)॥০

— * —

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১২ ৩১ ২৩ ১২৩ ১২
বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষন্ বৃষণঃ সমিধীমহি।
২৩ ১২ ৩২
অগ্নে দীদ্যতং বৃহৎ ॥৩॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষন্' (অভীষ্টবর্ষক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'বৃষণঃ' (আহুতীনাং সেক্তারঃ, প্রার্থনাপরায়ণাঃ ইতি ভাবঃ) 'বয়ং' 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'দীদ্যতং' (দীপ্যমানং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'বৃহৎ' (মহান্তং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সমিধীমহি' (দীপয়াম, অস্মাকং হৃদি প্রোজ্জ্বলং করবাম ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং হৃদি পরাজ্ঞানং সমুৎপাদিতুং সমর্থাঃ ভবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৫অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের চতুর্দ্দশী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক হে জ্ঞানদেব! প্রার্থনাপরায়ণ আমরা অভীষ্টবর্ষক
জ্যোতির্ম্ময় মহান আপনাকে আমাদের হৃদয়ে যেন প্রোজ্জ্বল
করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই
যে,—আমরা হৃদয়ে যেন পরাজ্ঞান সমুৎপাদিত করিতে সমর্থ
হই।)॥ (১৫অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বৃষণ' কামানাং বর্ষিতঃ। হে 'অগ্নে'! 'বৃষণঃ' বৃষণাঃ ঘৃতাদ্যাহুতীনাং সেক্তারো
বয়ং বৃষণং আহুতি-দ্বারা উদকস্য সেক্তারং তথা চ স্মৃতিঃ—'অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপ-
তিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ (মনু ৩।৭৬)'—ইতি 'দ্যোতমানং'
দীপ্যমানং 'বৃহৎ' অতএব মহান্তং ত্বমিমগ্নিং 'সমিধীমহি' সম্যগ্দীপয়ামঃ॥ ৩।

* * *

তৃতীয় (১৫৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

'বৃষন্', 'বৃষণঃ' এবং 'বৃষণং' এই তিনটী একার্থক পদ মন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে।
বর্ষণার্থক 'বৃষ্' ধাতু হইতে এই তিনটী পদই নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বৃষন' সম্বোধন পদে
অভীষ্টবর্ষক দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহাকেই মন্ত্রে সম্বোধন করা হইয়াছে।
দ্বিতীয় পদ 'বৃষণঃ'। এই পদে প্রার্থনাকারীকেই বুঝাইতেছে। আমরা এই পদের
অর্থ করিয়াছি—"আহুতীনাং সেক্তারঃ, প্রার্থনাপরায়ণাঃ'। এই অর্থের একটু ব্যাখ্যা
করা প্রয়োজন। দেবতার প্রতি যে পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, সাধকের—প্রার্থনাকারীর
প্রতিও সেই পদ কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে? ভগবান মানুষকে তাহার অভীষ্ট
প্রার্থনীয় বস্তু প্রদান করেন, অপরপক্ষে সাধকও তাঁহাকে আপনার হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি
অর্পণ করেন, সেই ভক্তি ও আরাধনা অর্পণ করাকে লক্ষ্য করিয়াই সাধক আপনাকে
'বৃষণঃ' বলিয়াছেন। অপিচ, 'বৃষণং' পদে সেই অভীষ্টদায়ক দেবতাকেই লক্ষ্য করা
হইয়াছে। যাহাতে আমরা সেই পরমদেবতাকে হৃদয়ে লাভ করিতে পারি, মন্ত্রে সেই
প্রার্থনাই আছে।

সমগ্র মন্ত্রের ভাব এই "পরমকল্যাণদায়ক, জীবনের চরম অভীষ্টপূরক দেবতার
স্পর্শ যেন আমরা লাভ করিতে—হৃদয়ে যেন তাঁহার জন্য আসন প্রস্তুত করিবার
উপযোগিতা প্রাপ্ত হই। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানের মধ্য দিয়া যেন তাঁহাকে লাভ করিতে
পারি, তিনি আমাদিগকে সেই শক্তি প্রদান করুন।" প্রচলিত যে ব্যাখ্যা আছে
তন্মধ্যে একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা এই, "হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি!

আমরা (ঘৃতাদি) সেক করি, তুমি জল সেক কর, আমরা তোমাকে দীপ্ত করিতেছি, তুমি দীপ্তিমান্ ও বৃহৎ।" (১৫অ-১খ-২সূ-৩সা)॥ *

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উত্তে বৃহন্তো অর্চ্চয়ঃ সমিধানস্য দীদিবঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে শুক্রাস ঈরতে॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দীদিবঃ' (দীপ্যমন্) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'সমিধানস্য' (উজ্জ্বলস্য, জ্যোতির্ম্ময়স্য) 'তে' (তব) 'বৃহন্তঃ' (মহান্তঃ) 'শুক্রাসঃ' (শুভ্রাঃ, নির্ম্মলাঃ) 'অর্চ্চয়ঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'উদীরতে' (উদগচ্ছন্তু, অস্মাকং হৃদি আবির্ভবন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! ত্বৎকৃপয়া বয়ং পরাজ্ঞানং লভেমহি - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৫অ-১খ-৩সূ-১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্যমান্ হে জ্ঞানদেব! জ্যোতির্ম্ময় আপনার মহান্ নির্ম্মল জ্ঞান-কিরণসমূহ আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করি)। (১৫অ-১খ-৩সূ-১সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দীদিবঃ' দীপ্তাগ্নে! 'সমিধানস্য' সমিধ্যমানস্য 'তে' তব 'বৃহন্তঃ' মহান্তঃ 'শুক্রাসঃ' শুক্লাঃ 'অর্চ্চয়ঃ' দীপ্তয়ঃ 'উদীরতে' উদগচ্ছন্তি। (১৫অ-১খ-৩সূ-১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের পঞ্চদশী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম (১৫৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে জ্ঞানলাভের প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে নিত্যসত্তামূলক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"হে দীপ্ত অগ্নি! তুমি প্রজ্বালিত হইলে তোমার মহৎ উজ্জ্বল শিখা সকল প্রকাশ পায়।" কিন্তু এই অনুবাদ হইতে যে বিশিষ্ট কোন ভাব পাওয়া যায় তাহা মনে করি না। অগ্নি প্রজ্বালিত হওয়ার অর্থই তাহার শিখার প্রকাশ। সুতরাং অগ্নি প্রজ্বালিত হইলে শিখা প্রকাশ হয়—একথার বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই।

কিন্তু আমাদের মত এই যে,—মন্ত্রে জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা হইয়াছে। 'অগ্নিং' পদে সেই জ্ঞানাগ্নিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই পরম জ্ঞানস্বরূপ দেবতা আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন, অথবা তাঁহার জ্ঞানশক্তি আমরা যেন প্রাপ্ত হই—ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব। কিন্তু প্রচলিত মত যে ভিন্ন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী অনুবাদ হইতেও তাহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হে দীপ্ত অগ্নে! ভলে প্রকার প্রজ্বলিত কিয়েজাতে হুয়ে তেরী বড়ী আউর জাজ্বল্যমান লপটেঁ নিকলতী হ্যায়।" (১৫অ ১খ—৩সূ—১সা)॥ *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
উপ ত্বা জুহ্বো৩ মম ঘৃতাচীর্যন্তু হর্য্যত।
১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে হব্যা জুষস্ব নঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হর্য্যত' (পাপহারক, যদ্বা—কামনাপূরক!) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'মম' (প্রার্থনাকারিণঃ মম) 'ঘৃতাচীঃ' (ঘৃতসমন্বিতাঃ, অমৃতকামযুতাঃ ইত্যর্থঃ) 'জুহ্বঃ' (পূজাঃ, আরাধনাঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযন্তু' (উপগচ্ছন্তু, প্রাপ্নুবন্তু); 'নঃ' (অস্মাকং) 'হব্যা' (হব্যানি, প্রার্থনীয়ানি) 'জুষস্ব' (সেবস্ব, গৃহাণ ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন!

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুশ্চত্বারিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বয়ং ভবারাধনাপরায়ণাঃ ভবেম; অকিঞ্চনানাং অস্মাকং পূজাং কৃপয়া গৃহাণ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৫অ ১খ—৩সূ—২সা)।

* * *

মন্ত্রানুবাদ।

পাপহারক (অথবা কামনাপূরক) হে জ্ঞানদেব! প্রার্থনাকারী আমার অমৃতকামী আরাধনা আপনাকে প্রাপ্ত হউক; আমাদিগের প্রার্থনা প্রভৃতি গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন আপনার আরাধনাপরায়ণ হই; অকিঞ্চন আমাদিগের পূজা কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন)। (১৫অ—১খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'হর্য্যত' কাময়মানাগ্নে! 'মম' মদীয়া 'ঘৃতাচীঃ' ঘৃতমঞ্চন্ত্যঃ জুহ্বঃ স্রুচঃ 'ত্বা' ত্বাং 'উপ যন্তু'। 'নঃ' অস্মাকং 'হব্যা' হব্যানি 'জুষস্ব' সেবস্ব চ। (১৫অ—১খ—৩সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৫৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথম পদ 'হর্য্যত'; ভাষ্যকার উক্তপদে 'কাময়মান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'হর্য্যত' পদের 'পাপহারক' অর্থও সঙ্গত। আমরা ভাষ্যার্থ আংশিকভাবেই গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানদেবের পক্ষে এই উভয় বিশেষণই প্রযুক্ত হইতে পারে। জ্ঞান মানুষের সর্ব্ববিধ পাপ বিনাশ করে। জ্ঞানাগ্নিতে মানবের সর্ব্ববিধ কালিমা ভস্মীভূত হইয়া যায়। অজ্ঞানতাই পাপের জনক, অজ্ঞানতা হইতেই পাপ উৎপন্ন হয়। আবার অজ্ঞানতাকৃত পাপসমূহ প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, জ্ঞানপ্রভাবে মানবের হৃদয় পরিষ্কার নির্ম্মল হয়। তাই জ্ঞানকে পাপহারক বলা হইয়াছে। অপিচ, 'হর্য্যত' পদে 'কামনাপূরক' অর্থ সূচিত করে। কিন্তু ভাষ্যকার উক্তপদের 'কাময়মান' অর্থ করিয়াছেন। এক দিক দিয়া এই অর্থও সঙ্গত। কারণ ভগবানও মানুষকে চাহেন, তাঁহার প্রিয় সন্তানের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহেন। সেই মিলন সম্ভবপর হয় জ্ঞানের সাহায্যে। জ্ঞানই মানুষ ও ভগবানের মধ্যে মিলনের ভিত্তিভূমি। তাই 'কাময়মান' অর্থও গৃহীত হইতে পারে।

দ্বিতীয় পদ 'ঘৃতাচীঃ'; উহার ভাষ্যার্থ 'ঘৃতমঞ্চন্ত্যঃ' অর্থাৎ ঘৃতযুক্ত। 'ঘৃত' অমৃতবাচক শব্দ। আমরা তাই 'ঘৃতাচীঃ' পদে অর্থ করিয়াছি—'অমৃতকামিন্যঃ'। উক্ত পদ 'জুহ্বঃ' পদের বিশেষণ। 'জুহ্বঃ' পদ হোমার্থক আরাধনার্থক 'হু' ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ আরাধনা, পূজা। তাই 'ঘৃতাচীঃ' 'জুহ্বঃ' পদদ্বয়ের অর্থ—'অমৃতকামিন্যঃ আরাধনাঃ' অর্থাৎ অমৃতপ্রাপ্তির কামনামূলক প্রার্থনা। অন্যান্য পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই

পরিস্ফুট হইয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব বুঝিতে সমর্থ হওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"হে কামনাবিশিষ্ট অগ্নি! আমার ঘৃতদায়িনী স্রুক্ সকল তোমার নিকট গমন করুক, তুমি আমাদের হব্য-সেবা কর" (১৫অ-১খ—৩সূ-২সা)।

—*—

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

মন্দ্রং হোতারমৃত্বিজং চিত্রভানুং বিভাবসুম্।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অগ্নিমীড়ে স উ শ্রবৎ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মন্দ্রং' (পরমানন্দদায়কং) 'হোতারং' (দেবানাং আহ্বাতারং, দেবভাবপ্রাপকং) 'চিত্রভানুং' (বিবিধদীপ্তিং, সর্ব্বজ্ঞানময়ং) 'ঋত্বিজং' (সৎকর্ম্মসাধকং) 'বিভাবসুং' (দীপ্তি-ধনং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'ঈড়ে' (স্তৌমি, আরাধয়ামি); 'সঃ' (সঃ পরমদেবঃ) 'উ' (নিশ্চিতং) 'শ্রবৎ' (শৃণোতু, মম প্রার্থনাং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অহং জ্ঞানপ্রাপ্তয়ে প্রার্থয়ামি; ভগবান কৃপয়া মহ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৫প-১খ ৩সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দদায়ক, দেবভাবপ্রাপক, সর্ব্বজ্ঞানময়, সৎকর্ম্মসাধক জ্যোতি-র্ম্ময় জ্ঞানদেবকে আরাধনা করিতেছি; সেই পরমদেবতা নিশ্চিতভাবে আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছি; ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)। (১৫প—১খ—৩সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুশ্চত্বারিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মন্দ্রং' মোদনং 'হোতারং' দেবানামাহ্বাতারং 'ঋত্বিজং' ঋতৌ যষ্টারং 'চিত্রভানুং' বিবিধদীপ্তিং 'বিভাবসুং' দীপ্তিধনং 'অগ্নিং' 'ঈড়ে' স্তৌমি। 'সঃ' অগ্নিঃ 'শ্রবৎ উ' অস্মদীয়াং স্তুতিং শৃণোতোব। (১৫অ—১খ ৩সূ-৩সা)।

• • •

তৃতীয় (১৫৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আমাদের সহিত ভাষ্যাদির কোনও বিশেষ মত পার্থক্য ঘটে নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটী এই, "অগ্নি হর্ষযুক্ত হোতা, ঋত্বিক্ বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত ও বিভাবসু, তাঁহাকে স্তব করিতেছি, তিনি শ্রবণ করুন।" এই অনুবাদের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার সামান্য অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। 'মন্দ্রং' পদের ভাষ্যার্থ—'মোদনং'; অনুবাদকার অর্থ করিয়াছেন—'হর্ষযুক্ত'। কিন্তু 'মন্দ্রং' অথবা 'মোদনং' পদের প্রকৃত অর্থ 'আনন্দদায়ক', আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং এই পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কোন কোনও প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের মতবৈষম্য ঘটিয়াছে। বিবরণকার 'বিভাবসুং' পদে 'বিশ্বস্য সর্ব্বস্য ভাবয়িতারং'। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভাষ্যকার-কৃত অর্থই অধিকতর সঙ্গত। কারণ 'বিভাবসু' শব্দ দুইটী শব্দের সমষ্টি, তাহা 'বিভা' এবং 'বসু'। এই উভয় শব্দের অর্থ যথাক্রমে, 'দীপ্তি' এবং 'ধন'। সুতরাং দীপ্তি এবং ধন এই দুই শব্দের সমাসে যে 'দীপ্তিধন' পদ পাওয়া যায়, ভাষ্যকার বিভাবসু পদের সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী অনুবাদ হইতে ভাষ্যের মর্ম্ম উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হর্ষ দেনেওয়ালে আউর দেবতাওকে আহ্বানকর্ত্তা প্রত্যেক ঋতুমে যজন আউর নানাপ্রকারকী কিরণোঁওয়ালে দীপ্তিরূপ-ধনওয়ালে অগ্নিকো স্তুতি করতা হুঁ; ওঁযাহ করণেযোগ্য অগ্নি হমারী স্তুতিকো অবশ্যা হী সুনতা হ্যায়।" (১৫অ—১খ—৩সূ-৩সা)।*

— • —

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ র২ ৪ র ৫ ২ ১ ২ -- ১ ২ ১র
২। উত্তেব. ৩ হন্তোঅর্চ্চয়াঃ। সমাগ্নিধা ১ মা ২। অদা ২ ৩ য়িদিবাঃ। অগ্নে-

২ ১ ২ ৫ ২ ৪ ৫র ২ ১ ২
শুক্রা। সজাং ৩ ম্নিরভাউ। বা ৩। উপস্থা ৩ জুহবোমমা। ধৃতাচা ১

-- ১ ২ ১র২ ১ ২ ৫
য়িৰ্য্যা ২। ওহা ২ ৩ র্য্যতা। অগ্নেহব্যা। জুষা ২ ৩ স্বসাউ। বা ৩। মন্দ্র৬

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুঃচত্বারিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, সপ্তত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ৪র৫ ২১২ .. ১ ২ ১২র১
হো ৩ তায়মৃষিজাম। চিত্রাভা ১ নু ২ স। বিং। ২ ৩ বসুম। অগ্নিমীড়াগ্নি।

২ ২র ১১১১
সউ ২ ৩ শ্রবাউ। বা ৩। হোবে ২ ৩ ৪ ৫।

* ● *
*

২ র ১২ ১২১ ২১ ২ র১
২। মন্দ্রঅ৺হোতোবা। য়ামৃষিজাম। চিত্রাভা ২ ৩ মুম। বিভাবাসুব। অগ্না

২ ৪ ৫ ৩২
য়িমা ১ য়িড়া ২ ৩ য়িসাঃ। উ। শ্রবো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা ॥ ১।২।৩ ॥ *

—— * ——

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

● ১ ২ ৩ ১২ ৩৩ ২ ৩১২
পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যু৩ত দ্বিতীয়য়া।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জাং পতে

৩ ১ ২ ● ১ ২
পাহি চতসৃভির্ব্বসো ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) ত্বং 'একয়া' (কর্ম্মমূর্ত্ত্যা) 'নঃ' (অস্মান) 'পাহি' (রক্ষ); 'উত' (অপিচ) 'দ্বিতীয়য়া' (জ্ঞানমূর্ত্ত্যা) 'পাহি' (অস্মান্ রক্ষ); 'ঊর্জাংপতে' (বলপালক হে দেব!) ত্বং 'গীর্ভিঃ' (অস্মাকং স্তুতিভিঃ স্তুতঃ সন্নিতি শেষঃ) 'তিসৃভিঃ' (কর্ম্মজ্ঞানভক্তিরূপাভিঃ মূর্ত্তিভিঃ) 'পাহি' (অস্মান পালয়); 'বসো' (নিবাসভূত হে দেব!) ত্বং 'চতসৃভিঃ' (কর্ম্মজ্ঞানভক্তিমোক্ষস্বরূপাভিঃ মূর্ত্তিভিঃ) 'পাহি' (অস্মান রক্ষ)। অত্র সাধনমার্গস্য স্তরপর্য্যায়ো বিবৃতঃ। যথাক্রমেণ কর্ম্মজ্ঞানভক্তিসমবায়েন মোক্ষরূপাং চতুর্থাবস্থাং সাধকো লভতে—ইতি ভাবঃ। (১প্র-১খ-৪৮—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "আমহীয়বম্" এবং (২) "অরাবোধীয়ম্,।"

মন্ত্রানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ দেবতা! আপনি প্রথম—কর্ম্মমূর্ত্তি দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন; এবং দ্বিতীয়—জ্ঞানমূর্ত্তিদ্বারা আমাদিগকে রক্ষ করুন বল-পালক হে দেব! আপনি আমাদিগের স্তুতি দ্বারা স্তুত হইয়া, কর্ম্মজ্ঞান-ভক্তিরূপ মূর্ত্তিত্রয় দ্বারা আমাদিগকে পালন করুন। নিবাসস্থানীয় হে দেব! আপনি কর্ম্মজ্ঞানভক্তিমোক্ষ-রূপ মূর্ত্তি-চতুষ্টয় দ্বারাও আমাদিগকে রক্ষা করুন। এখানে সাধনমার্গের স্তর-পর্য্যায় বিবৃত হইয়াছে। ভাব এই যে,—সাধক যথাক্রমে কর্ম্মজ্ঞানভক্তিসমবায়ে মোক্ষরূপ চতুর্থাবস্থা লাভ করে। (১৫অ—১খ—৪সূ—১স।)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে' 'নঃ' অস্মান 'একয়া' ঋচা গিরা 'পাহি' রক্ষ। 'উত' অপিচ 'দ্বিতীয়য়া' ঋচা 'পাহি' পালয়। 'পাহি' 'তিসৃভিঃ' 'গীর্ভিঃ' 'ঊর্জ্জাং' অন্নানাং বলানাং বা 'পতে' স্বামিন্! তথা 'পাহি' 'চতসৃভিঃ' গীর্ভিঃ হে 'বসো' বাসকাগ্নে। (১৫অ—১খ—৪সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (১৫৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী নিগূঢ়-তত্ত্বমূলক। কিন্তু ইহার অন্তর্গত 'একয়া' 'দ্বিতীয়য়া' প্রভৃতি পদ-কয়েকটী লইয়া ব্যাখ্যাকারগণ বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। 'একয়া' 'দ্বিতীয়য়া' পদদ্বয়, গুণবাচক বিশেষণ পদ। ইহারা কোনও বিশেষ্যপদকে অবশ্যই আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু মন্ত্রমধ্যে বিশেষ্য-পদ পরিদৃষ্ট হয় না। তাই, কেহ বলিয়াছেন,—এখানকার 'একয়া' পদের অর্থ—এক ঋকের দ্বারা; কাহারও মত—'এক বাণীর দ্বারা'। সে পক্ষে 'দ্বিতীয়য়া' পদে দুইটী ঋকের বা দুইটী বাণীর দ্বারা অর্থ আসে। এতদনুসারে মন্ত্রের তৃতীয় পাদের অন্তর্গত 'তিসৃভিঃ গীর্ভিঃ' পদের অর্থকল্পনা পক্ষে ভাষ্যকার বলেন,—তিনটী বাক্য দ্বারা। তৃতীয়াংশে বাণী-অর্থবোধক 'গীর্ভিঃ' পদ থাকায় আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ 'বাক্য দ্বারা' অর্থ পরিকল্পিত করিয়া লয়েন। শেষাংশে যে 'চতসৃভিঃ' পদ দৃষ্ট হয় তাহারও বিশেষ্য-পদ না থাকা প্রযুক্ত, উক্ত 'গীর্ভিঃ' পদের সহিতই অন্বিত হইয়া থাকে। এ মতে ভাষ্যানুমোদিত অর্থ হয় এই যে,—'হে অগ্নিদেব! আপনি একটী ঋকের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন; অপিচ, দ্বিতীয় ঋকের দ্বারা (আমাদিগকে) পালন করুন। অন্ন অথবা স্বামী হে দেব, আপনি তিনটী স্তুতি দ্বারা সেইরূপ রক্ষা করুন। বাসক (গার্হপত্য-নামক) হে অগ্নি! চারিটী বাক্যের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।' ব্যাখ্যাকারগণ কেহ কেহ আবার

ইহা হইতে অর্থ নিষ্কাশিত করিয়াছেন, একটী বাণীর দ্বারা স্তুত হইয়া, দুইটী বাণীর দ্বারা স্তুত হইয়া, ইত্যাদি।

একণে, আমরা এ মন্ত্রটীর মধ্যে যে ভাব প্রাপ্ত হই, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে, কর্ম্মই মনুষ্য-জীবনের প্রথম উপায় ও অবলম্বন। কর্ম্মযজ্ঞ দ্বারাই সাধককে সাধনার প্রথম স্তরে অগ্রসর হইতে হয়। তাই প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—'হে দেব! আপনি প্রথম—কর্ম্ম-মূর্ত্তি দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। অর্থাৎ আমরা যেন আপনার অনুগ্রহে সৎকর্ম্মসাধনে বাধাবিপত্তিহীন হইয়া থাকি। আমাদের কর্ম্ম যেন আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।' এইরূপে কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানের পর, সাধক সাধনার দ্বিতীয় স্তর জ্ঞান-মার্গে উপনীত হইয়া থাকেন। তখন প্রার্থনা হয়,—'হে দেব! আপনার দ্বিতীয় অর্থাৎ জ্ঞানমূর্ত্তি দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।' তাহার পর তৃতীয় স্তর—ভক্তির স্তর। এ স্তরে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি তিনেরই প্রয়োজন। এই জন্য প্রার্থনাকারী এখানে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে বলপালক দেব। আপনি কর্ম্মজ্ঞান-ভক্তিস্বরূপ মূর্ত্তিত্রয় দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।' অতঃপর সাধনার চরম—চতুর্থ স্তর বা তুরীয় অবস্থা। এই অবস্থাতেই—এই স্তরে আরোহণ করিতে পারিলেই—মানুষ জীবনের চরম-লক্ষ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে চাই—কর্ম্ম, চাই—জ্ঞান, চাই ভক্তি, চাই—মোক্ষ। এই চারি ভাবের যুগপৎ সমন্বয় যখনই ঘটিবে, তখনই সাধক ভগবৎসাযুজ্য লাভ করিবেন। এখানে তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে নির্বাণহেতুভূত দেব। কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-মুক্তি—আপনার এবম্বিধ মূর্ত্তি-চতুষ্টয় দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।' এই জন্যই এখানে 'বসো' সম্বোধনে সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে সম্বুদ্ধ করা হইয়াছে। মুক্তির স্বরূপ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিলেই সাধক ভগবানকে 'হে নির্বাণদায়ীন্' বলিয়া সম্বোধন করিতে সমর্থ হয়।

এইবার সমগ্র প্রার্থনার বিষয়টী আরও একটু বিশেষভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। সে পক্ষে, রসায়ন বিজ্ঞানের রাসায়নিক বিমিশ্রণের প্রক্রিয়া-পরিণতির স্তরপর্য্যায় অনুধাবন করা যাইতে পারে। একের সহিত অন্যের সংমিশ্রণে একটা নূতন অবস্থার উৎপত্তি হয়। সে অবস্থায় সেই দুই মূল বস্তুর সত্তা বিদ্যমান থাকে; অথচ, আর এক নূতন বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে। তাহার সহিত যদি অপর কোনও সামগ্রীর মিশ্রণ ঘটে, তাহাতে অপর এক রূপান্তর উপস্থিত হয়। ইহাতে তিন অবস্থার মধ্যে আবার এক চতুর্থ অবস্থা আসিয়া থাকে। এখানে সেই মিশ্রণের ভাব ব্যক্ত আছে। প্রথম ছিল—কর্ম্ম; তার পর আসিল জ্ঞান; তার পর আসিল—ভক্তি। তখন আর তিনের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারিল না। সে তিন যখন এক হইয়া রহিল অথবা একাধারে তিনই রহিল, তখনই তাহাদের সম্মিলন-সংমিশ্রণ-জনিত চতুর্থ অবস্থা উপস্থিত হইল। সেই অবস্থাকেই মুক্তি বা মোক্ষ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, সে অবস্থায় তিন হইতে চারের উৎপত্তি বুঝিতে পারি। মন্ত্রের চারিটী পাদের ('চতস্হৃভিঃ'র) সার্থকতা এই অনুভাবনাতেই প্রতিভাত হয়।

তাহাতে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে আমার পরমাশ্রয়-স্থান! নিরাশ্রয় আমি। সমুদ্র-জলে তৃণ-খণ্ডের ন্যায় ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছি। তাই প্রার্থনা,—আমার কর্ম্মের মধ্য দিয়া, আমার জ্ঞানের মধ্য দিয়া, আমার ভক্তির মধ্য দিয়া, আপনার সেই আশ্রয়ে লইয়া যাউন; আপনার সেই পরমাশ্রয়-স্থানে লইয়া গিয়া আমাকে চিরশান্তি প্রদান করুন।' (১৫অ ১খ-৪সূ-১সা)।•

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

পাহি বিশ্বস্মাদক্ষসো অরাব্ণঃ প্র স্ম বাজেষু নোঽব।

২র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র

ত্বামিদ্ধি নেদিষ্ঠং দেবতাতয় আপিং

২র ৩ ২

নক্ষামহে বৃধে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'বিশ্বস্মাৎ' (সর্ব্বস্মাৎ) 'অরাব্ণঃ' (মিথ্যাকর্ম্মকারিভ্যঃ, অসৎকর্ম্মণি নিয়োজকেভ্যঃ) 'রক্ষসঃ' (রাক্ষসেভ্যঃ, রিপুভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'স্ম' (অস্মান্ ইতি ভাবঃ) 'পাহি' (রক্ষ); 'বাজেষু' (রিপুসংগ্রামে) 'নঃ' (অস্মান্) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'অব' (রক্ষ); 'দেবতাতয়ে' (দেবত্বলাভায়) তথা 'বৃধে' (বর্দ্ধনায়, উৎকর্ষপ্রাপ্তয়ে) 'নেদিষ্ঠং' (অন্তিকতমং, শ্রেষ্ঠতমং ইতি ভাবঃ) 'আপিং' (বন্ধুভূতং) 'ত্বাং ইৎ হি' (ত্বামেব) 'নক্ষামহে' (শরণং যাচামহে, লভেমহি ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মান্ সর্ব্বরিপুকবলাৎ রক্ষঃ, যেন বয়ং ত্বাং প্রাপ্নুয়াম তথা কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাব। (১৫অ—১খ ৪সূ-২সা)।

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ঊনপঞ্চাশ সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ ১প্র ৪দ—২সা) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সকল অসৎকর্ম্মে নিয়োজক রিপুগণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন; রিপুসংগ্রামে আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন; দেবভাব ও উৎকর্ষপ্রাপ্তির জন্য নিকটতম—শ্রেষ্ঠতম বন্ধুভূত আপনাকেই যেন লাভ করিতে পারি (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে সর্ব্বরিপুকবল হইতে রক্ষা করুন; যেরূপে আমরা আপনাকে প্রাপ্ত হই, তাহা করুন।)। (১৫অ—১খ—৪সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে' 'বিশ্বস্মাৎ' সর্ব্বস্মাৎ 'রক্ষসঃ' 'অরাব্ণঃ' অদাতুঃ সকাশাৎ 'পাহি' রক্ষ। সোঢ়ব্যান 'বাজেষু' সংগ্রামেষু 'প্রাব' প্রকর্ষেণ রক্ষ। 'স্ম'—ইতি পূরণঃ। 'হি' যস্মাৎ 'নেদিষ্ঠং' অন্তিকতমং 'আপিং' বন্ধুভূতং 'ত্বাং ইৎ' ত্বামেব 'দেবতাতয়ে' যজ্ঞায় সিদ্ধ্যর্থং 'বৃধে' বর্দ্ধনায় 'নক্ষামহে' ব্যাপ্নুমঃ। নক্ষতির্ব্যাপ্তিকর্ম্মা। (নিঘ০ ২।১৮।২)। (১৫অ—১খ—৪সূ—২সা)॥

ইতি পঞ্চদশাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বিতীয় (১৫৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ——:§:০:§:——

মানুষ যখন ভীষণ রিপুকুলের আক্রমণে বিব্রত হইয়া উঠে, যখন বিপদসাগর হইতে উদ্ধারলাভের কোন উপায় খুঁজিয়া পায় না, তখন বিপদের বন্ধু, অসহায়ের সহায় সেই পরম দয়াল প্রভুকেই মানুষ স্মরণ করে, তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হয়। মানুষ দুর্ব্বল, তদুপরি চারিদিকে—অন্তর্শত্রু বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত আছে। সেই সঙ্কটজনক অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার একমাত্র উপায়—দুর্ব্বলের বল, রিপুদমন, ভবভয়হরণ ভগবান। তাই মন্ত্রে সেই দেবতার চরণেই রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে।

মানুষকে অহরহঃ রিপুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সেই ভীষণসংগ্রামে মানুষের একমাত্র সহায় ভগবান। তিনি 'নেদিষ্ঠং'—মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম, আত্মীয়তম বন্ধু। তাহাই 'আপিং' পদে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। 'আপিং' পদের ভাষ্যার্থ—'বন্ধুভূতং'। ভগবান মানুষের বন্ধু, ইহাপেক্ষা মানুষের পক্ষে সুখকর সংবাদ আর কি হইতে পারে? ভগবানের অপেক্ষা প্রিয়তম হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষের আর কেহই নাই। 'নেদিষ্ঠং আপিং' পদদ্বয়ে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রের ভাব বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে,—"সমস্ত রাক্ষস ও দানশূন্য লোক হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। সংগ্রামে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি নিকটবর্ত্তী ও বন্ধুস্বরূপ; যজ্ঞের জন্য ও সমৃদ্ধির জন্য তোমায় প্রাপ্ত হইব।" (১৫অ—১খ—৪সূ—২সা)।*

—•—

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

২র র ১ ৫ ১ র র র র র
১। পাহিনোঅগ্না ৩ আয়িকা ২ ৩ ৪ য়া। পাহ্যাতদ্বিতীয়য়াপাহিগীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জ্জা।

১৩২ ১২ ২ ১র ২ ১২ ২
২ম্পতায়ি। ওহা ৩ উবা। পাহিচতসৃভা ২ ৩ য়িহীয়ি। ওহা ৩ উবা।

১ ২ ৪৫ ২র ৫ ১
বসা। ঔ ৩ হোবা। পাহিচত্তদ্ ৩ ভির্ব্ব। ২ ৩ ৪ সাউ। পাহিচতসৃভির্ব্ব-

র র র র ০৩র ২ ১২ ২ ১ র র ২
সোপাহিবিশ্বস্যাত্রক্ষসোআ ২ রাব্ণাঃ। ওহা ৩ উবা। প্রাস্মবাজেষুনা ২ ৩ হায়ি।

১২ ২ ১ ২ ৪৫ ২ র র ২র ৫
ওহা ৩ উবা। অবা। ঔ ৩ হোবা। প্রাস্মবাজেষ্ ৩ নোআ ২ ৩ ৪ বা।

১ র র র র র র ০৩২ ১২ ২ ১র র
পাস্মবাজেষুনোবস্থামিদ্ধিজেদিষ্টেস্কেগতা ২ তয়ায়ি। ওহা ৩ উবা। আপিস্থকা-

২ ১২ ২ ১ ২ ৪৫ ৪
মহা ২ ৩ য়িহায়ি। ওহা ৩ উবা। বৃধা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা।

• • •

২র র র র র র২২ ৩ ১র ০০ ১২১র ০০২ ৪ ২
২॥ পাহিনোঅগ্নএকয়াওহাওহা ৩ এ। পাহা ২ উতদ্বিতীয়া ২ য়া। ও ৩ হা।

৪ ২ ২ ৩র২ ৩র২ ১ ২ র১ ২
ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। পাহা ৩ ৪ য়িগীর্ভায়িঃ। ত্রায়িসৃভিঃ। ঊর্জ্জাম্পতায়ি।

৪ ২ ৪ ২ ২ ৩র২ ৩২ ২১ ৫
ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। পাহা ৩ ৪ য়িচতা ৩। সৃভো ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫
সা ৫ সো ৬ হায়ি॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ঊনপঞ্চাশ সূক্তের দশমী ঋক্ ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

২র১ ২র ১২১ র র র র র ২
৩। পাহিবিশ্বস্মাদ্রক্ষসাঃ। অরাব্ণঃপ্রস্মবাজেষুমোঅগ। ভুবামা ২ ৩ ঝিদ্ধৌ।

১ ২ র ২ ২n ৩র ২ ৩র২ ১র ২
নায়িবিষ্টন্দে। বত্তাভায়া। ঔহো ৩ ৪ বাহায়ি। আ। পাহিয়া ২ ৩ক্ষা ৩।

১ ২ ২ ১র ২ ১
হোবা ৩ হায়ি। মহেবা ২ ৩র্দ্ধা ৩ ৪ ৩ য়ি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা।

* * *

৩র২ ২ ৪ ৫র ৩ ৫ ১২
৪। পাহা ৩ ১ য়ি। নো ৩ অ। গ্ন। আয়িকা ২ ৩ ৪ য়া। পাহা ৩ য়ি।

১ n ৩ ২ ৩ ৫ ২র১ ২র১ ২ ১ n
ঊতা ২। বিত্তা ৩ ৪ ৫। বা ২ ৩ ৪ য়া। পাহায়িগার্ভায়ি। তি। স্বতা ২

৩র ২ ১ ৫ ২র -- ১ n ৩২
য়িঃ। ঊর্জা ৩ ৪ ৫ ম্। পা ২ ৩ ৪ ভো। পাহা ২ য়ি। চত্তা ২। মৃত্তা

৩ ৫ ৩র২ ২ ৪ ৫ ২ ৩
৩ ৪ ৫ য়িঃ। বা ২ ৩ ৪ গো। পাহা ৩ ১ য়ি। চা ৩ ত্ত। স্থ। ভির্ষা ২

৫ ১ ২ ১ n ৩ ২ ৩ ৫
৩ ৪ পাউ। পাহা ৩ য়ি। চত্তা ২। স্বত্তা ৩ ৪ ৫ য়িঃ। বা ২ ৩ ৪ গো।

২র১ ২১ ২র ১ n ৩র ২ ৩ ৫ ২
পাহায়িবিশ্বা। স্মাৎ। রক্ষা ২। সোআ ৩ ৪ ৫। রা ২ ৩ ৪ ব্ণাঃ। প্রশ্বা

-- র n ৩ ২ ৩ ৫ ৩ ২ ২
২ য়ি। বাজা ২ য়ি। যুমো ৩ ৪ ৫। আ ২ ৩ ৪ বা। প্রশ্বা ৩ ১। বা ৩

৪র ৫ ২n ৩ ৫ ১ ২ ১র n ৩ ২
জে। ষু। মোআ ২ ৩ ৪ গা। প্রাশ্বা ৩। বাজা ২ য়ি। যুমো ৩ ৪ ৫।

৩ ৫ ২১২১২ র ১ n ৩৩ ৩
আ ২ ৩ ৪ বা। ভুবাযিদ্ধায়ি। নে। দিষ্ঠন্দা ২ য়ি। বত্তা ৩ ৪ ৫। তা ২ ৩ ৪

৫ ২র -- ১ n ৩ ২ ৩
য়ে। আপা ২ য়িম্। মাক্ষা ২। মহে ৩ ৪ ৫। বা ২ ৩ ৪ বৈ। ১।২। *

---

* এই গুচ্ছান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারিটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে ;- (১) "সৌরবদ", (২) "বৈর্ষপ্রবসম্", (৩) "দম্যভম্" এবং (৪) "যৌধাজয়ম্।"

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩
ইনো রাজন্নরতিঃ সমিদ্ধো
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
রৌদ্রো দক্ষায় সুষুমাঁ অদর্শি।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১
চিকিদ্বিভাতি ভাসা বৃহতা-
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সিক্নীমেতি রুশতীমপাজন্ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রাজন্' (হে জ্যোতির্ম্ময় প্রভো!) ত্বং 'ইনঃ' (ঈশ্বরঃ, বিশ্বাধিপতিঃ ভবসি ইতি শেষঃ); 'সমিদ্ধঃ' (উজ্জ্বলঃ) 'সুষুমান্' (শোভনপ্রদানঃ, মঙ্গলদায়কঃ) 'অরতিঃ' (হবিরাদায় দেবান্ প্রতি গন্তা, দেবারাধনায়াঃ প্রযোজকঃ ইত্যর্থঃ) 'রৌদ্রঃ' (শত্রূণাং ভয়ঙ্করঃ, রিপুনাশকঃ ইতি ভাবঃ) সঃ দেবঃ 'দক্ষায়' (কর্ম্মসাধনায়, সাধকানাং সৎকর্ম্মসাধনায় ইত্যর্থঃ) অদর্শি' (দর্শয়তি, তেভ্যঃ দৃষ্টিশক্তিং -দিব্যদৃষ্টিং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ); 'চিকিৎ' (সর্ব্বজ্ঞঃ সঃ) 'বৃহতা' (মহতা) 'ভাসা' (জ্যোতিষা সহ) 'বিভাতি' (বিশেষেণ দীপ্যতে, বিশ্বে জ্ঞানালোকং বিস্তরতি); তস্য অনুগ্রহেণ 'অসিক্নীং' (রাত্রিং, অজ্ঞানান্ধকারং ইত্যর্থঃ) 'অপাজন্' (অপগময়ন্) 'রুশতীং' (উজ্জ্বলাং দীপ্তিং) 'এতি' (আগচ্ছতু—অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ) নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বিশ্বাধিপতিঃ পরমদেবঃ সাধকানাং রিপুনাশং কৃত্বা তেভ্যঃ পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি; সঃ অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ। (১০ম - ২খ - ১সূ - ১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্যোতির্ম্ময় প্রভো! আপনি বিশ্বাধিপতি হয়েন; উজ্জ্বল, মঙ্গল-দায়ক দেবারাধনায় প্রযোজক রিপুনাশক সেই দেবতা সাধকদিগের

সৎকর্ম্মসাধনের জন্য তাঁহাদিগকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন; সর্ব্বজ্ঞ তিনি মহৎ জ্যোতির সহিত বিশ্বে জ্ঞানালোক বিতরণ করেন; তাঁহার অনুগ্রহে অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া উজ্জ্বল দীপ্তি আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—বিশ্বাধিপতি পরমদেব সাধকদিগের রিপুনাশ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন; তিনি আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১৫অ—২খ—১সূ—১গা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'রাজন্' দীপ্যমানাগ্নে! ত্বং 'ইনঃ' ঈশ্বরঃ সর্ব্বস্য ভবসি। অথ পরোক্ষঃ 'অরতিঃ' হবিরাদায় দেবান্ প্রতি গন্তা 'সমিদ্ধঃ' সন্দীপ্তঃ 'রৌদ্রঃ' শত্রূণাং ভয়ঙ্করঃ 'সুষুমানঃ' ওষধ্যাত্মনা স্থিতেরংশুঃ সুষ্ঠু সুয়ত ইতি সুসোমঃ, তেন তদ্বান্ শোভন-প্রসবো বা সোঽগ্নিঃ 'দক্ষায়' যজমানানাং ধনাদিবৃদ্ধ্যর্থং কর্ম্ম-বৃদ্ধ্যর্থং বা 'অদর্শি' সর্ব্বৈর্দৃশ্যতে। কিঞ্চ 'চিকিৎ' সর্ব্বং জানানোঽগ্নিঃ 'বিভাতি' বিশেষেণ দীপ্যতে তথা 'বৃহতা' মহতা 'ভাসা' তেজসা আলা-লক্ষণেন 'অসিক্নীং' রাত্রিং 'এতি' সায়ং-হোম-সিদ্ধ্যর্থং গচ্ছতি। কিং কুর্ব্বন্? 'রুশতীং' শ্বেতবর্ণাং দীপ্তিং 'অপাজন্' অপগময়ন্ সর্ব্বতো বিকিরন্। যদ্বা, রুশতীং দীপ্তামুষসমাগচ্ছন্ অপক্ষিপন্ পরিত্যজন্ রাত্রিং গচ্ছতি। সামর্থ্যাদ্রাত্রিং পরিত্যজন্নুষসং প্রাতর্হোমসিদ্ধ্যর্থং গচ্ছতীত্যর্থো লভ্যতে॥ (১৫অ—২খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৫৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যে যথেষ্ট মতবৈষম্য আছে। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"হে রাজন! সেই প্রভু অগ্নির স্বভাবই অগ্রসর হওয়া, যিনি ভয়ঙ্কর ও সুন্দর, তিনি বিশিষ্টরূপ উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিলেন। তিনি সচেতন হইয়া বিপুল আলোকে শোভা পাইতেছেন; তিনি কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে দূর করিয়া শুক্লবর্ণ দীপ্তিধারণ করিতেছেন।" এই অনুবাদের সহিত ভাষ্যের অনেক স্থলে অনৈক্য লক্ষিত হইবে। আমরা ভাষ্যানুযায়ী একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নে! তু সবকা ঈশ্বর হ্যায়। হবি লেকর দেবতাওঁকো প্রাপ্ত হোনেওয়ালা আউর সম্যক্ প্রকার দীপ্ত শত্রুওঁকো ভয়দায়ক আউর উপাসকোঁকে লিয়ে শ্রেষ্ঠ পদার্থ উৎপন্ন করনেওয়ালা যজমানোঁকী ধনাদি বৃদ্ধি বা কর্ম্মবৃদ্ধিকে লিয়ে সর্ব্বা করকে দেখাজাতা

হ্যায়; সবকো জাননেওয়ালা বিশেষরূপসে দীপ্ত হোতা হ্যায়; শ্বেত দীপ্তিকো সব ওর ফৈলাতা হুআ বড়ী ভারী জ্বালাওঁকে তেজসংযুক্ত সায়ংকালকে হোমকো সিদ্ধিকে লিয়ে রাত্রিকো প্রাপ্ত হোতা হ্যায়।"

এই উভয় অনুবাদ একত্র পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটাই মন্ত্রের ভাব প্রকাশ করিতেছে না। 'রাজন্' শব্দ সম্বোধনবাচক। কিন্তু এই সম্বোধনে কাহাকে বুঝাইতেছে, তাহা বঙ্গানুবাদ হইতে বুঝিবার উপায় নাই। অনুবাদ হইতে মনে হয় – যেন 'রাজন্' পদে একজনকে সম্বোধন করা হইয়াছে এবং অন্য কাহারও মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা সত্য নয়। কারণ যাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে, মন্ত্রে তাঁহারই মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভাষ্যকার এই ভাবই গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা মনে করি, এই অংশে ভাষ্যার্থই সঙ্গত হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রের শেষাংশে ভাষ্যকার যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। তিনি মন্ত্রের যে অন্বয় করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের সহিত মত-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ 'রুশতীং অপাজন অসিক্নীং এতি' অন্বয়ে এই অর্থ সূচিত করে যে, দীপ্তি অপসারিত করিয়া অন্ধকার আসিতেছে, অথবা রাত্রিকে প্রাপ্ত হইতেছে। সায়ংকালের হোম, প্রাতঃকালের হোম প্রভৃতি নানা দূরার্থ আনিয়া মন্ত্রের ভাব বিকৃত করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

আমাদের মতে মন্ত্রাংশের অন্বয় হইবে—'অসিক্নীং অপাজন্ রুশতীং এতি' অর্থাৎ জগতের (অথবা আমাদের হৃদয়স্থিত) অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া দিব্যজ্যোতিঃ আগমন করুক। এই অর্থ সমগ্র মন্ত্রের ভাবের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে। যে পরমদেবতার মহিমা মন্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহার বিশেষণ 'সমিদ্ধঃ' 'অরতিঃ' 'সুবুধান' অর্থাৎ তিনি পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানের মূলীভূত কারণ, সৎকর্ম্মে নিয়োজক। সুতরাং তাঁহার মহিমাখ্যাপনপ্রসঙ্গে 'অসিক্নীং এতি' অন্বয় আদৌ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাই আমরা মনে করি, মন্ত্রের শেষাংশের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার মন্ত্রের ভাব রক্ষা করিতে পারেন নাই। অন্যান্য অংশের পদসমূহের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আমাদের সহিত ভাষ্যা(কারে)র বিশেষ কোনও মতভেদ ঘটে নাই। যে সামান্য একটু পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা ভাষ্যের সহিত আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। ফলতঃ, মন্ত্রে একপক্ষে যেমন ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে, অন্যপক্ষে তেমনি সাধক প্রার্থনা জানাইয়া কহিতেছেন, –'হে পরমদেব, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধক যাঁহারা, তাঁহারা তো আপনাদের কর্ম্মসামর্থ্যেই আপনার অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু অকিঞ্চন আমরা; আমাদিগের উপায় কি? আপনি দয়া করিয়া অনুগ্রহ করুন; – অন্তরে দিব্যজ্ঞান দিব্যদৃষ্টি সঞ্চার করিয়া দিউন। (১৫অ ২খ -১সূ ১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ২
কৃষ্ণাং যদেনীমভি বর্পসাভূ-

৩ ২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
জ্জনয়ন্যোষাং বৃহতঃ পিতুর্জ্জাম্।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
ঊর্দ্ধ্বম্ভানুꣳ সূর্য্যস্য স্তভায়ন্

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
দিবো বসুভিররতির্বিভাতি॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অরতিঃ' (দেবারাধনায়াঃ প্রযোজকঃ দেবঃ) 'যৎ' (যদা) 'বৃহতঃ' (মহতঃ) 'পিতুঃ' (জগৎপালকস্য দেবস্য) 'জাং' (জায়মানং) 'যোষাং' (শক্তিং) 'জনয়ন্' (বিকাশয়ন্) 'বর্পসা' (স্বতেজসা) 'কৃষ্ণাং এনীং' (ঘনকৃষ্ণতমসাং, অজ্ঞানান্ধকারং ইত্যর্থঃ) 'অভিভূৎ' (অভিভবতি) তদা 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানদেবস্য) 'ভানুং' (জ্যোতিঃ) 'বিভাতি' (প্রকাশয়তি সাধকহৃদি ইতি শেষঃ) তথা সঃ পরমদেবঃ 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'বসুভিঃ' (পরমধনৈঃ সহ) সাধকং 'ঊর্দ্ধং স্তভায়ন্' (ঊর্দ্ধগতিং প্রাপয়তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ জগতঃ অজ্ঞানান্ধকারং স্বজ্যোতিষা নিবারয়ন্ সাধকেভ্যঃ মোক্ষং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (১৫অ - ২খ - ১সূ - ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবারাধনায় প্রযোজক দেবতা যখন মহান্ জগৎপালক দেবতার (অর্থাৎ ভগবানের) জায়মান শক্তিকে বিকাশ করিয়া স্বতেজে অজ্ঞানান্ধকারকে অভিভূত করেন, তখন জ্ঞানদেবের জ্যোতিঃ সাধক-হৃদয়ে প্রকাশিত হয়; এবং সেই পরমদেবতা দ্যুলোকের পরমধন সহ সাধককে ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ জগতের অজ্ঞানান্ধকার স্বজ্যোতিঃতে নিবারণ করিয়া সাধকদিগকে মোক্ষ প্রদান করেন।)। (১৫অ—২খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সোঽগ্নিঃ 'যৎ' যদা 'কৃষ্ণাং' কৃষ্ণ-বর্ণাং 'এনীং' গচ্ছন্তীং রাত্রিং 'বর্পসা' আত্মীয়েন জ্বালা-লক্ষণেন রূপেণ 'অভিভূৎ' অভিভবতি। কিংকুর্ব্বন্? 'বৃহতঃ' মহতঃ 'পিতুঃ' সর্ব্বস্য জগতঃ পালয়িতুঃ পিতৃভূতাৎ আদিত্যাৎ 'জাং' জায়মানাং 'যোষাং' উষসং 'জনয়ন্' অভিব্যঞ্জয়ন্। তদা 'অরতিঃ' গমনশীলোঽগ্নিঃ 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'বসুভিঃ' বাসয়িতৃভিঃ আচ্ছাদকৈঃ আত্মীয়ৈস্তেজোভিঃ 'সূর্য্যস্য' 'ভানুং' দীপ্তিং 'উর্দ্ধং' উপরিষ্টাৎ 'স্তভায়ং' স্তম্ভয়ন্ 'বি ভাতি' বিশেষেণ দীপ্যতে। (১৫অ ২খ—১সূ ২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (১৫৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আপাততঃ একটু জটিল ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একটু অনুধাবন করিলেই মন্ত্রের জটিলতা দূরীভূত হইয়া যাইবে। প্রথমতঃ আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—এই অগ্নি পলায়নোদ্যত কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে পরাভব করিলেন। সেই বৃহৎ পিতা অর্থাৎ সূর্য্যের পত্নী উষাদেবীকে জন্ম দান করিলেন। তিনি উর্দ্ধে আলোক বিস্তার করিয়া সূর্য্যের কিরণ আচ্ছাদন-পূর্ব্বক গগনবিসারী নিজ তেজের দ্বারা সুশোভিত হইতেছেন।" এই ব্যাখ্যা হইতে অনেকগুলি জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, প্রচলিত মতানুসারেও অগ্নি ও সূর্য্য এক এবং অভিন্ন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে সূর্য্য ও অগ্নি যে শুধু বিভিন্ন তাহা নয়, সূর্য্য যে স্থলে উষাদেবীর স্বামী, সেই স্থলে অগ্নি তাঁহার পিতা। আবার বেদের অন্যত্র সূর্য্যকেও উষার পিতা বলা হইয়াছে বলিয়া প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণের ধারণা; শুধু তাই নয়, কেহ কেহ সূর্য্য ও উষার সম্বন্ধে উপন্যাস সৃষ্টিও করিয়াছেন—যেমন উষার পশ্চাতে সূর্য্য ধাবমান হয়েন বলিয়া সূর্য্যের কন্যাবলাৎকার অপবাদ আছে। আবার অন্যত্র সূর্য্য ও উষার মধ্যে প্রণয় সম্বন্ধ সূচনারও অভাব নাই। সুতরাং এই সকল পরস্পরবিরোধী মতবাদ হইতে আমরা কি জানিতে পারি? আমরা বহুত্রই বলিয়াছি যে, বেদে উপন্যাস বা জন্মবৃত্তান্ত খুঁজিতে গেলে পথভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ ইতিহাস বলিতে বর্ত্তমান সময়ে যাহা বুঝায়, বেদ সে প্রকৃতির ইতিহাস বা আখ্যায়িকা নহে। উহাতে পবিত্র ভগবন্মহিমা কীর্ত্তন, আরাধনা, প্রার্থনা প্রভৃতিই আছে। এই মূলসত্য বিস্মৃত হইয়া ব্যাখ্যাকারগণ নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমরা যে ভাবে মন্ত্রটীকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা আলোচনা করা যাউক। আমরা বলিয়াছি চন্দ্রসূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি যে সমস্ত পার্থিব পদার্থ জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া পরিচিত, তাহা সমস্তই সেই এক পরমজ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিঃর কণিকাবিকাশ মাত্র। সুতরাং সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি পদের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিলেও তাহাদের স্বরূপতঃ অভেদত্ব প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এখানে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি শব্দে যে বস্তুর দ্যোতনা করে, তাহা পার্থিব পদার্থের অতীত সেই পরম জ্যোতির সন্ধানই দেয়। সুতরাং মন্ত্রে সেই এক পরম জ্যোতির্ম্ময়ের মহিমাই

কীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনিই জগতের তমঃ বিনাশ করেন, তিনি মানবের অন্তরে জ্ঞানরূপে, বিবেকশক্তিরূপে বিরাজমান থাকিয়া মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করিতেছেন। মন্ত্রে তাঁহারই মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। (১৫অ-২খ-১সূ-২সা)। *

— • —

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩

ভদ্রো ভদ্রয়া সচমান আগাৎ

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২

স্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১

সুপ্রকেতৈর্দ্যুভিরগ্নির্ব্বিতিষ্ঠন্

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

রুশদ্ভির্ব্বর্ণৈরভি রামমস্থাৎ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সচমানঃ' (সেব্যমানঃ, পরমারাধনীয়ঃ) 'ভদ্রঃ' (ভজনীয়ঃ, কল্যাণদায়কঃ দেবঃ) 'ভদ্রয়া' (ভজনীয়য়া, পরমকল্যাণেন সহ ইত্যর্থঃ) 'আগাৎ' (আগচ্ছতু, অস্মান প্রাপ্নোতু); 'পশ্চাৎ' (তদনন্তরং) 'জারঃ' (শত্রূণাং জারয়িতাঃ, রিপুনাশকঃ) সঃ দেবঃ 'স্বসারং' (ভগিনীভূতাং, জ্ঞানশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'অভ্যেতি' (প্রাপ্নোতি, অস্মান প্রাপয়তু-ইতি ভাবঃ); 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'সুপ্রকেতৈঃ' (সুপ্রজ্ঞানৈঃ, পরাজ্ঞানেন) 'দ্যুভিঃ' (জ্যোতির্ভিঃ) 'বিতিষ্ঠন' (সর্ব্বত্রঃ বর্ত্তমানঃ ভবতি ইত্যর্থঃ); সঃ দেবঃ 'রুশদ্ভির্ব্বর্ণৈঃ' (নিত্যৈঃ তেজোভিঃ, জ্যোতির্ভিঃ) 'অভিরামং' (পরমরমণীয়ং—ধনং ইতি যাবৎ) 'অস্থাৎ' (স্থাপয়তু, অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনা-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে পরমদেব! অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং পরমধনং চ প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৫অ—২খ-১সূ-৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

পরমারাধনীয় কল্যাণদায়ক দেবতা পরমকল্যাণের সহিত আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; তারপর রিপুনাশক সেই দেবতা ভগিনীভূত জ্ঞানশক্তি আমাদিগকে প্রাপ্ত করান; জ্ঞানদেব পরাজ্ঞানের সহিত, জ্যোতির সহিত, সর্ব্বত্র বর্ত্তমান হয়েন; সেই দেবতা নির্ম্মল জ্যোতির সহিত, পরম রমণীয় ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে পরমদেবতা। আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং পরমধন প্রদান করুন :)। (১৫অ—২খ—১সূ—৬সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ভদ্রঃ' ভজনীয়ঃ কল্যাণঃ 'ভদ্রয়া' ভজনীয়য়া 'সচমানঃ' 'আগাৎ' আগচ্ছতি। ততঃ 'পশ্চাৎ' 'জারঃ' জরয়িতা শত্রূণাং 'সোঽগ্নিঃ' 'স্বসারং' স্বয়ং সারিণীং ভগিনীং বা আগতামুষসং 'অভ্যেতি' অভিগচ্ছতি। তথা 'সুপ্রকেতৈঃ' সুপ্রজ্ঞানৈঃ 'দ্যুভিঃ' দীপ্তিভিস্তেজোভিঃ সহ 'বিতিষ্ঠন' সর্ব্বতো বর্ত্তমানঃ সোঽগ্নিঃ 'উশদ্ভিঃ' শ্বেতৈঃ 'বর্ণৈঃ' বারকৈরাত্মীয়ৈ স্তেজোভিঃ 'রামং' কৃষ্ণং শার্ব্বরং তমঃ 'অভ্যস্থাৎ' সায়ং-হোম-কালে অভিভূয় তিষ্ঠতি। ৩॥

• • •

তৃতীয় (১৫৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রটীর প্রচলিত মতানুসারী একটী বঙ্গানুবাদ প্রথমে প্রদান করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"অগ্নি নিজে সুরূপ, সুরূপা দীপ্তির সহিত সমাগত হইয়া আসিতেছেন, তিনি উপপতির ন্যায় উষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। উজ্জ্বল আলোকে পরিপূর্ণ হইয়া তিনি আপনার শ্বেতবর্ণ কিরণসংকারে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারকে পরাভব করিতেছেন।" এই সঙ্গে এই মন্ত্রের ঠিক পূর্ব্বমন্ত্রের বঙ্গানুবাদের একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই,—'এই অগ্নি সূর্য্যের পত্নী উষাদেবীকে জন্মদান করিলেন।' এখন এই উভয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা একত্র পাঠ করিলে আমরা কি বুঝিতে পারি? পূর্ব্বমন্ত্রে আমরা দেখিলাম যে, অগ্নি উষার পিতা, আবার ঠিক তাহার পরমন্ত্রেই আছে 'তিনি উষার উপপতির ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন!' কি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য! সূর্য্য ও উষা সম্বন্ধে যে সকল আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বমন্ত্রের ব্যাখ্যাতে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে ইহাই দ্রষ্টব্য যে, অগ্নিকে উষার পিতাও বলা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপপতির সহিতও তুলনা করা হইয়াছে। এরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যা দেখিয়া কেহ যদি বেদের প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা

প্রদর্শন করেন, বা প্রাচীনু ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে কোন বিকৃত ধারণা পোষণ করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সেজন্য এরূপ ব্যাখ্যাতাগণই সম্পূর্ণ দায়ী।

এই বিকৃত ব্যাখ্যার কারণ মন্ত্রান্তর্গত 'জারঃ' পদ। অনুবাদকার উক্ত পদের 'উপপতি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উহার ভাষ্যার্থ—"শত্রূণাং জারয়িতা" অর্থাৎ শত্রুদিগকে যিনি বিনাশ করেন। ইহাই সঙ্গত অর্থ। কিন্তু অনুবাদকার তাহা গ্রহণ না করিয়া অন্য একটা বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। বিশেষতঃ উপমাবাচক 'উপপতির ন্যায়' অর্থ কোথা হইতে আসিল, তাহা বুঝা যায় না। কারণ, মন্ত্রে উপমাবাচক কোন পদ নাই।

আমরা নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী প্রচলিত একটী হিন্দী ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি, তাহা হইতেই ভাষ্যের মর্ম্ম অধিগত হইবে। ব্যাখ্যাটী এই,—'কল্যাণরূপ আউর সেবনীয় উষাসে সেবন কিয়াহুয়া অগ্নি গার্হপত্যসে আহবনীয়কো প্রাপ্ত হোতা হ্যায়, তদনন্তর শত্রুওঁকা নাশক বহ (ওয়াহ) স্বয়ং আইহুই উষাকো প্রাপ্ত হোতা হ্যায়। পরমচেতন তেজোকে সাথ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান্ বহ (ওয়াহ) অগ্নি শ্বেতবর্ণকে কৈলেহুএ অপনে তেজোঁসে রাত্রিকে অন্ধকারকো সায়ং হোমকে সময় হটাকর স্থিত হোতা হ্যায়।

ভাষ্যের সহিতও আমাদের কোন কোনও স্থলে মতবৈষম্য ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ ভাষ্যকার 'স্বসারং' পদে বিকল্পে 'উষা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে 'উষা' অর্থ গ্রহণ করার বিশেষ কোনও প্রয়োজন দেখি না, অবশ্য এই অর্থ যে অসঙ্গত তাহাও বলা যায় না। তবে সমগ্র মন্ত্রের ভাব হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, 'স্বসারং' পদে এখানে জ্ঞানশক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহা ভগিনীর ন্যায় স্নেহপরায়ণা অর্থাৎ কল্যাণদায়িকা। আমরা এই অর্থই সঙ্গতবোধে গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ ভাষ্যকার 'অভি' এবং 'রামং এই দুইটীকে পৃথকরূপে গ্রহণ করিয়া 'রামং' পদের অর্থ করিয়াছেন 'কৃষ্ণং শার্ব্বরং তমঃ' অর্থাৎ ঘনান্ধকার। আমরা বিবরণকারের অনুসরণে "অভিরামং' পদকে একটী পদরূপে গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে ভাষ্যের সহিত যে পার্থক্য ঘটিয়াছে তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের একত্র অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। (১৫অ—২খ—১সূ—৩সা)॥ *

—— • ——

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

১ ২ ১র ২ ২ ১র ২ ২
আগ্নিনাঃ। রাজস্তরভারিঃ। সমা ৩ রিষাঃ। রাজানরভারিঃ। সমা ৩ রিদ্ধাঃ।

র ১র২ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ১ র র ৭ ২
রোত্রোদক্ষা। বা ৩ সুযু। মা৮ অদশা। চিকিদ্বিভাতিভাসা। বুহা ২ ৩ তা।

১২র১ ২ ১ ২ ২ ৪
অসিক্লীমায়ি। তী ৩ রুশ। তী ০ ৪ ৩ ম। আ ২ পা ৫ আ ৬ ৫ ৬ ম।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২　　১র র　　২ ২　　১২ ১　২ ১　২
কাঞ্চ্য়া। যদেনীমভিবা। পসা ৩ ভূৎ। জনয়ন্তো। বা ৩ বৃহ। তঃ-

৩ ৪ ৫　১র র　র　৭　২　১ র ২ ১　২　১
পিতুর্জ্জাম্। উর্দ্ধস্তানুষ্ সূর্য্যং স্তা। স্তভা ২ ৩ য়ান। দিবোবহ। তী ৩ রর।

২　２　８　　১২　১ র　২
তা ৩ ৪ ৩ য়িঃ। বা ৩ য়িভা ৫ তা ৬ ৫ ৬ য়ি। ভাত্রাঃ। তদ্রয়াণচযা। নআ ৩

২　১র২ ১　২　২　২ ৩ ৪ ৫　১ র　র
গাৎ। স্বসারঞ্জা। রো ৩ অভি। এতিপশ্চাৎ। সুপ্রকেতৈদ্যুভিরগ্নায়িঃ।

৭　২　১ ২ ১　২　২　৩　৪
বিভা ২ ৩ য়িষ্ঠান্। রুশস্তিব্বা। বৈ ৩ রভি। য়া ৩ ৪ ৩। মা ৩ মা ৫

হা ৬ ৫ ৬ ৭। ১।২।৩। *

— • —

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয় খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২　　৩ ১ ২　　৩ ১ ২
কয়া তে অগ্নে অঙ্গির উর্জ্জো নপাদুপস্তুতিম্।

১ ২　　৩ ১ ২
বরায় দেব মন্যবে ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অঙ্গিরঃ' (অঙ্গিরসাং বরণীয়! জ্ঞানিনাং আরাধনীয়!) 'উর্জ্জঃনপাৎ' (শক্তিরক্ষক, আত্মশক্তিদায়ক!) 'অগ্নিদেব' (হে জ্ঞানদেব!) 'বরায়' (বরণীয়ায়) 'মন্যবে' (শত্রুনভিমন্যমানায়, রিপুদমনায়) ত্বাং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ 'তে' (তব) 'উপস্তুতিং' (মহিমাকীর্ত্তনং) 'কয়া'. (কয়া বাচা—সম্পাদয়ামঃ ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অবাঙ্মনসোগোচরস্য পরমদেবস্য মহিমাকীর্ত্তনং অস্মদৃশানাং জনানাং সাধ্যাতীতং ভবতি; সঃ দেবঃ কৃপয়া অস্মান্ তদারাধনাং কর্ত্তুং সমর্থান্ করোতু—ইতি ভাবঃ। (১৫অ-২খ-২সূ-১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"ঔশনম্।"

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানিগণের আরাধনীয় আত্মশক্তিদায়ক হে জ্ঞানদেব! বরণীয় রিপুদমন আপনাকে প্রাপ্তির জন্য আপনার মহিমাকীর্ত্তন কোন্ বাক্য দ্বারা সম্পাদন করিব? (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—বাক্যমনের অগোচর পরমদেবতার মহিমাকীর্ত্তন আমাদের মত লোকের সাধ্যাতীত; সেই দেবতা কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার আরাধনা করিতে সমর্থ করুন।)॥ (১২অ—২খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অঙ্গিরঃ' অঙ্গিরসাং বরিষ্ঠ! যদ্বা, অঙ্গতি সর্ব্বত্রং গচ্ছতীতি অঙ্গিরাঃ তাদৃশ! হে 'ঊর্জ্জোনপাৎ' 'নপাৎ' ইত্যন্ননাম (নিঘ০ ২।২।১৩)। অন্নস্য পুত্র! হবির্ভির্ব্বর্দ্ধমানত্বাৎ! যদ্বা নপাদিতি নপ্তা, হবির্লক্ষণস্যান্নস্য নপ্তঃ! 'অগ্নৌ' প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্ব্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ (মনুঃ ৩।৭০) ইতি বৃষ্টেরোষধয় ওষধিভ্যোঽগ্নি-রিতি অন্নস্য নপ্তা। হে 'দেব' দ্যোতমান! 'অগ্নে' 'বরায়' সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়ায় 'মন্যবে' শত্রুন-ভিমন্যমানায় 'তে' তুভ্যং 'কয়া' কীদৃশ্যা বাচা 'উপস্তুতিং' স্তোত্রং অতঃ মহেয়ং। ত্বং মহান্ খলু অহমল্পঃ তদর্থং কথং স্তুতিং কুর্য্যামিতি ঋষিরগ্নিং প্রতি বদতি। ১।

• • •

প্রথম (১৫৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে 'কয়া বাচা উপস্তুতিং' পদত্রয়ে যে মহান্ সত্য প্রকটিত হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভগবান অবাঙ্মনসোগোচরং—বাক্যমনের অতীত। সসীম মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি লইয়া সেই অসীম অনন্তকে বুঝিতে পারে না। অনন্ত অসীম জ্ঞানভাণ্ডারের কত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ মানুষের মধ্যে আছে! সামান্য বালু-কণার জ্ঞান লইয়া তাহারা মরুকে বুঝিবে কিরূপে? যে বল্মীকস্তূপমাত্র দেখিয়াছে, সে কিরূপে হিমালয়ের বিশালতা অনুভব করিতে পারিবে? এই জ্ঞানজগতের কত ক্ষুদ্র অংশ মাত্র তাহার অধিকারে আছে! বাক্য মন সেই দেবতাকে পায় না, পাইতে পারে না। কারণ তিনি তো বাক্য বা মনের মধ্য দিয়া ধরা দেন না। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন, "যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—বাক্য ও মন তাঁহার নাগাল না পাইয়া ফিরিয়া আসে। মানুষ তাঁহাকে জানিতে পারে না—যদি তিনি নিজে তাহার নিকট আপনাকে ধরা না দেন। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন, আত্মা (অর্থাৎ বিশ্বাত্মা ভগবান্) যাহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন। তাই সেই পরমদেবতাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—"ওগো দয়াল

প্রভো! আমরা অজ্ঞান, কিরূপে তোমার আরাধনা করিতে হয় জানি না, আমরা দুর্ব্বল, তোমার পূজা করিবার শক্তি নাই। ওগো দয়াময়, আমাদিগকে জ্ঞানদান কর, যেন তোমাকে জানিতে পারি, শক্তি দাও, যেন তোমার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি। 'ওমা, শিখায়ে দে তুই আমারে কেমন করে তোরে ডাকি।' আমি তো জানি না কি উপচারে তোমার পূজা করিতে হয়, কোন মন্ত্রে তোমার আরাধনা করিতে হয়। ওগো, আমায় বলিয়া দাও কিরূপে তোমার পূজা করিব।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত কোন কোনও পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের মতানৈক্য ঘটিলেও মন্ত্রের মূলভাব সম্বন্ধে বিশেষ কোনও মতভেদ নাই। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে অঙ্গিরা! হে বলের পুত্র! হে দেব! তুমি সকলের বরণীয় ও শত্রুদিগের অভিগামী, কিরূপ বাক্যে তোমার স্তুতি করিব?" ভাষ্যকারও এই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" মন্ত্রেও এই ভাব প্রকাশিত রহিয়াছে। ভগবান্ বাক্যমনের অতীত। বাক্য তাঁহার মহিমা ব্যক্ত করিতে পারে না, মন তাঁহাকে ধারণা করিতে অসমর্থ। তাঁহার সহিত মানবের মিলন হয়—আত্মাতে। মানুষের মধ্যে তিনি বিরাজমান, সাধক যখন সাধনার উচ্চভূমিতে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়েন, তখনই আত্মাতে তাঁহার আবির্ভাব অনুভব করেন, ব্রহ্মানুভূতি লাভ করেন। নতুবা শুধু স্তোত্র দ্বারা, মনন দ্বারা সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতেই সিদ্ধিলাভ ঘটে না। মন্ত্রের ইহাই প্রধান তাৎপর্য্য বলিয়া আমরা মনে করি। মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের অর্থসম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। 'নপাৎ' শব্দের অর্থ যাহা হইতে বা যাহা দ্বারা পতন হয় না, অর্থাৎ যাহা রক্ষা করে। তাই 'ঊর্জ্জঃ নপাৎ' পদে 'আত্মশক্তিদায়ক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (১৫অ ২খ-২সূ—১সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১২
দাশেম কস্য মনসা যজ্ঞস্য সহসো যহো।

১২ ৩১ ২
কদু বোচ ইদং নমঃ॥ ২॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রিসপ্ততিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহসঃ' (আত্মশক্তেঃ) তথা 'যজ্ঞস্য' (সংকর্ম্মণঃ) 'যহো' (পুত্র!) আত্মশক্তেঃ তথা সংকর্ম্মণঃ উৎপন্ন হে জ্ঞানদেব! ইতি ভাবঃ, বয়ং 'কস্য' (কস্য দেবস্য) 'মনসা' (মনোশক্ত্যা—যুক্তাঃ সন্তঃ ইতি যাবৎ) 'দাশেম' (প্রযচ্ছেম—পূজাং ইতি শেষঃ) ; 'কং উ' (কদা) 'ইদং' (অস্মাকং হৃন্নিহিতং) 'নমঃ' (ভক্ত্যাদিকং নমস্কারং, প্রার্থনাং ইত্যর্থঃ) 'বোচে' (উচ্চারয়ামঃ, সম্পাদয়ামঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্। কৃপয়া অস্মভ্যং ভবারাধনাশক্তিং প্রদেহি - ইতি মন্ত্রস্য অন্তর্নিহিতঃ ভাবঃ। (১৫অ - ২খ - ২সূ - ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তি এবং সৎকার্য্যের পুত্র অর্থাৎ আত্মশক্তি এবং সৎকর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হে জ্ঞানদেব! আমরা কোন দেবতার মনোশক্তির সহিত যুক্ত হইয়া পূজা প্রদান করিব? কখন আমাদের হৃন্নিহিত ভক্ত্যাদি নমস্কার অর্থাৎ প্রার্থনা উচ্চারণ করিব? (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আপনাকে আরাধনা করিবার শক্তি প্রদান করুন।)। (১৫অ—২খ—২সূ—২সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঋষিরগ্নিপ্রতি ব্রূতে—হে 'সহসোযহো'। 'যহুঃ—ইত্যপত্যনাম (নিঘ• ২।২।১১) বলেন নিষ্পাদ্যমানত্বাৎ। বলস্য পুত্র! হে অগ্নে! 'কস্য' কীদৃশস্য 'যজ্ঞস্য' যজ্ঞবতো যজনীয়-দেব-বতো বা যজমানস্য 'মনসা' যুক্তাঃ সন্তো হবীংষি তুভ্যং বয়ং 'দাশেম' প্রযচ্ছেম। পূজায়াং বহুবচনং। কিঞ্চ, তুভ্যং 'ইদং' 'নমঃ' হবির্নমস্কারং বা 'কং' কদা 'বোচে' অহং বদামি? 'উ' ইতি প্রশ্নে। ঋষিঃ, কদা দাস্যামি? কদা স্তোষ্যামি? ইত্যগ্নিং পৃচ্ছতি। বোচে - ব্রূঞাদেশস্য লুঙাত্মনে পদে উত্তমৈকবচনে রূপং। (১৫অ—২খ—২সূ—২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (১৫৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটী আত্মদৈন্যনিবেদক ও প্রার্থনামূলক। পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় সাধক এখানেও ভগবানের নিকট আপনার দুর্ব্বলতা ও দৈন্য নিবেদন করিতেছেন। ভগবদারাধনাতে, তাঁহার চরণে আত্মনিবেদনই যে মানুষের পরম পুরুষার্থ তৎসম্বন্ধে ধারণা মানুষের হৃদয়ে আছেই। কিন্তু সাংসারিক নানাবিধ ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে

মানুষ তাহার সেই পরম কর্ত্তব্যের কথা ভুলিয়া যায়। কিন্তু কোন শুভ মুহূর্ত্তে যদি মানুষের সেই কর্ত্তব্য জ্ঞান জাগরিত হয়, তবেই সে তখন বুঝিতে পারে আপনার পরমাত্মাই ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়াছে। মানুষ মূলতঃ হীন বা পতিত নয়, কিন্তু রিপুগণের আক্রমণে, মায়ার প্রলোভনে মানুষ আপনার সেই চরম ও পরম কর্ত্তব্যের কথা ভুলিয়া থাকে। যখন সেই কর্ত্তব্যজ্ঞান সাড়া দেয়, তখনই আপনার দৈন্য বুঝিতে পারিয়া তাহা দূর করিবার জন্য মানুষ ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করে। তাহার মনে তখন প্রশ্ন জাগে - কিরূপে কোন মন্ত্রে তাঁহার আরাধনা করিব? কোন উপচারে তাঁহার পূজা করিব? আমি তো অজ্ঞান, কিরূপে তাঁহার পূজা করিতে হয় জানি না - কিরূপে এই দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইব? কে আমাকে বলিয়া দিবে কোন পথে গেলে তাঁহার সন্ধান মিলিবে? তখন মানুষের মনে ব্যাকুলতা জাগে— ওগো, কোথায় কোন সুদূর দেশে, কোন্ অজানিত লোকে তিনি বাস করেন - কিরূপে তাঁহার মহিমা অবগত হওয়া যায়? ভবপারাবারের কাণ্ডারী তিনি, কিরূপে তাঁহার সন্ধান পাইব? মানুষের মনে যখন এইরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হয়, তখন আত্মানুসন্ধানের ফলে বুঝিতে পারে, তাহার নিজের মধ্যে কত দৈন্য দুর্ব্বলতা আছে, সেই দৈন্য দূর করিবার জন্য ভগবানের নিকটই প্রার্থনা করে। মন্ত্রে সেই দৈন্য নিবেদনের ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে।*

সাধক ভগবানের নিকট নিবেদন করিতেছেন - 'কদু ইদং মমঃ বোচে" - 'হে প্রভো! কখন আমি তোমার চরণে প্রণত হইব, তোমার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইব? আমার কি সেই শুভদিন আসিবে?' মন্ত্রে এই ব্যাকুলতাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যেও এই ভাব অনেকাংশে বিদ্যমান। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"হে বলের পুত্র। কীদৃশ যজমানের অভিপ্রায় অনুসারে আমরা হব্য দান করিব এবং কখনই বা এই নমস্কার উচ্চারণ করিব?" এই অনুবাদের মধ্যেও প্রার্থনার ব্যাকুলতা পরিদৃষ্ট হয়।

মন্ত্রান্তর্গত দুই একটী পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'সহসঃ যহো' পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থ 'বলস্য পুত্র' অর্থাৎ বলের, শক্তির পুত্র। তাহার ভাব এই যে, শক্তি হইতে, আত্মশক্তির দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আমরা আরও মনে করি যে, সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষের হৃদয়ে পরাজ্ঞান উপজিত হইয়া থাকে। তাই 'যহো' পদের সহিত 'যজ্ঞস্য' পদেরও অন্বয় করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যায় সহিত আমাদের বিশেষ অনৈক্য ঘটে নাই। উপরোক্ত অনুবাদ অপেক্ষা নিম্নের হিন্দী অনুবাদ হইতে ভাষ্যের ভাব অনেক পরিমাণেই পরিস্ফুট হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হে বলসে উৎপন্ন হুএ অগ্নিদেব! কৌনসে দেবযজন করনেওয়ালে যজমানকে মনসে যুক্ত হুএ হাম তুম্হৈ হবি অর্পণ করেঁ? যহ হবি বা নমস্কার কব উচ্চারণ করুঁ?" (১৩অ-২খ-২সূ ২সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রিসপ্ততিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অধা ত্ব৺ হি নস্করো বিশ্বা অস্মভ্য৺ সুক্ষিতীঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
বাজদ্রবিণসো গিরঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'ত্বং হি' (ত্বমেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'গিরঃ' (বাচঃ, প্রার্থনাঃ) 'বাজদ্রবিণসঃ' (শক্তিধনযুতাঃ, আত্মশক্তিদায়িকাঃ) 'করঃ' (কুরু); 'অধা' (ততঃ, তদনন্তরং) 'অস্মভ্যং' 'সুক্ষিতীঃ' (শোভন-নিবাসান, স্বর্গং, মোক্ষং ইতি ভাবঃ) প্রদেহি ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মাকং প্রার্থনয়া প্রীতঃ সন্ অস্মভ্যং মোক্ষং প্রদেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৫অ - ২খ - ২সূ - ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনিই আমাদিগের সকল প্রার্থনাকে আত্মশক্তি-দায়িকা করুন; তদনন্তর আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের প্রার্থনা দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করুন।)। (১৫অ—২খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'অধ' অথানন্তরং 'ত্বং হি'। হিরবধারণে। ত্বমেব 'অস্মভ্যং' 'করঃ' কুরু দেহীত্যর্থঃ। করোতেলেটাড়াগমঃ। কিমিত্যাপেক্ষায়ামাহ—'নঃ' অস্মদীয়াঃ 'গিরঃ' স্তুতিরূপাঃ 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ স্তুতীঃ এবং কুরু যথা 'সুক্ষিতীঃ'। ক্ষিয়ন্তি নিবসন্ত্যাত্রেতি, ক্ষিতয়ো গৃহাঃ শোভন-নিবাসাঃ যদ্বা। তিত-মনুষ্যাঃ—কল্যাণ-পুত্র-পৌত্র-যুক্তাঃ, তথা 'বাজদ্রবিণসঃ' অন্ন-যুক্তা ধনবতীঃ অথবা বাজো দীপ্তিঃ সর্ব্বতো দীপ্তিধনাশ্চ কুরু। ত্বমস্মাভিঃ স্তুতঃ সন্ গৃহ-পুত্রান্ন-ধনাদীনি দেহীত্যর্থঃ। (১৫অ—২খ ২সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৫৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। উভয় অংশেই প্রার্থনার ভাব নিহিত আছে। প্রথম অংশের সহিত পরের অংশের নিত্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম অংশের ভাব এই যে,— আমরা যে প্রার্থনা উচ্চারণ করিব, তাহা যেন আমাদিগকে শক্তিমান্ করে, আমাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করে। 'আমাদের প্রার্থনাকে আত্মশক্তিদায়িকা করুন'—ইহার মর্ম্ম এই যে, প্রার্থনা দ্বারা যেন আমরা আত্মশক্তির অধিকারী হইতে পারি। এই অংশের 'ত্বং হি' পদ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। 'হি' অবধারণে, 'হি' নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আপনিই আমাদের শক্তিলাভের উপায় বিধান করুন। কারণ মানবের পরম মঙ্গল বিধাতা আপনি ব্যতীত আর কে আমাদের শক্তিলাভের উপায় করিবে? আপনি ব্যতীত মানবের প্রকৃত বন্ধু আর কেহ নাই। আপনি বিশ্ববন্ধু পতিতপাবন। পাপী হীন দুর্ব্বল সন্তানগণকে কোলে তুলিয়া লইতে আপনি ব্যতীত আর কে আছে? অনাথের নাথ, দুর্ব্বলের বল, আপনিই আমাদের চরম অভীষ্ট লাভে, আমাদের মোক্ষযাত্রার সহায় হউন, হৃদয়ে স্বর্গীয় শক্তির সঞ্চার করিয়া দিউন। যাহাতে আমরা মোক্ষলাভে সমর্থ হই তাহা করুন। 'ত্বং হি' পদে এই ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে।

'সুক্ষিতীঃ' ভাষ্যার্থ 'শোভননিবাসাঃ', কিন্তু দ্বিতীয়ান্ত 'সুক্ষিতীঃ' পদের প্রথমান্ত 'শোভননিবাসাঃ' গ্রহণ করিয়া বিভক্তি ব্যত্যয় স্বীকার করিবার আমরা কোন প্রয়োজন দেখি না। 'শোভননিবাস' বলিতে শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থান বুঝায়, স্বর্গ, পরমপদ ব্যতীত 'শ্রেষ্ঠ নিবাসস্থান' আর কি হইতে পারে। আমরা তাই উক্ত পদে 'মোক্ষং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আর প্রার্থনার ভাবের সহিতও এই অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

মন্ত্রের প্রথম অংশে আত্মশক্তিলাভের আর তার পরের অংশে মোক্ষলাভের প্রার্থনা আছে। আত্মশক্তি লাভ করিতে পারিলে মানুষ অনায়াসেই ভগবৎকৃপায় মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। তাই এই উভয় প্রার্থনার মধ্যে সাধনার একটা ক্রমও প্রকটিত হইয়াছে। প্রথমে শক্তিলাভ, তারপর মোক্ষ। কারণ আত্মশক্তিলাভ করিতে না পারিলে মোক্ষ লাভ করা অসম্ভব।

ভাষ্যকার 'করঃ' পদের 'দেহি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ বস্তু লাভের জন্য প্রার্থনা তাহা বলা হয় নাই। 'করঃ' পদে কোন কোনও স্থলে দানার্থ প্রকাশ করে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে এই অর্থ গ্রহণের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখি না। আমরা 'করঃ' পদের স্বাভাবিক 'কুরু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের যে প্রচলিত অর্থ আছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত দুইটী অনুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদ এই,—"তুমিই আমাদিগের উদ্দেশে আমাদের সমস্ত স্তুতিকেই উত্তম গৃহ-বিশিষ্ট ও অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট কর।" অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"হে অগ্নে! ইসকে অনন্তর তুম হী হমারে লিয়ে ঐসা (ঐসা) করো কি হমারী সকল স্তুতিরূপ বাণিয়োঁ ইমে শ্রেষ্ঠ

পুত্র-পৌত্রাদিযুক্ত বা শ্রেষ্ঠস্থানকে স্বামী আউর অন্ন তথা ধনযুক্ত করে।" এই উভয় অনুবাদ হইতে ইহা উপলব্ধ হইবে যে, হিন্দী অনুবাদটাই ভাষ্যানুসারী। (১৫অ - ১খ—২সূ—৩সা) ॥*

—— • ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৩ র র৪ ২ ৪ ৫ ১ র র ২ ১
১। কাহ৫ য়া। ত্বেআ ৩ য়ে ৩ অঙ্গিরাঃ। উ। জোনয়াহূপস্ত। তারিপ।

র ২ ১ ২A ৩র ২ ১ — ১ A
ঔ ২ ৩ হোহারি। বয়া ২ ৩ য়দারি। বমোহো ৩। হুম্মা ২। স্থাহ ২

২ ৩ র ৪ ২ ৪ ৫ ১ ২ র ১
বো ৩ ৫ হারি॥ দাহ ৫ শে। মক্ষা ৩ স্বা ৩ মনসা। য়া। শন্তমহসোর।

২ র ২ ১ র ২ ৩ র ২ ১ — ১ A
হা। ঔ ৩ হোহারি। কদূ ২ ৩ বোচ্চারি। ইদোহো ৩। হুম্মা ২। নাহ ২

২ ৩ র ৪ ২ ৪ ৫ ১ র
মো ৩ ৫ হারি। আহ ৫ ধা। ভুবা ৩ ৮ হা ৩ য়িনস্করাঃ। বারি। খাঅস্ম-

২ ১ র ২ ১র ২A ৩ র ২
ভ্য৮ সুক্ষি। তারিঃ। ঔ ২ ৩ হোহারি। বাজা ২ ৩ দ্রবারি। পসোহো ৩।

১ — ১ ২
হুম্মা ২। গাহ ২ য়িয়ো ৩ ৫ হারি। ১।২।৩॥ †

—— * ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অগ্ন আ যাহ্যগ্নিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
আ ত্বামনক্তু প্রযতা হবিষ্মতী

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যজিষ্ঠং বর্হিরাসদে॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রিসপ্ততিতম (বালখিল্য সূক্তসহ চতুরশীতিতম) সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;— "মহাবমদেব্যম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'হোতারং' (দেবানাং আহ্বাতারং, দেবভাবপ্রাপকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বৃণীমহে' (প্রার্থয়ামঃ, আরাধয়ামঃ); ত্বং 'অগ্নিভিঃ' (তব বিভূতিভিঃ, জ্ঞানকিরণৈঃ সহ) 'আয়াহি' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); 'হবিষ্মতী' (হবিষ্মান অহং, অয়ং পূজাপরায়ণঃ জনঃ) 'প্রযতা' (প্রযত্নেন) 'যজিষ্ঠং' (যজনীয়ং, আরাধনীয়ং) 'ত্বাং' 'অনক্তু' (হৃদি সিঞ্চতু, প্রাপ্নোতু); হে দেব! 'বর্হিঃ' (বর্হিষি, অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'আসদে' (আগচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ং পরাজ্ঞানং প্রদেহি - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৫অ—২খ ৩সূ - ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! দেবভাবপ্রদানকারী আপনাকে আরাধনা করিতেছি; আপনি জ্ঞানকিরণসমূহের সহিত আগমন করুন—আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; এই পূজাপরায়ণ জন অতিযত্নের সহিত আরাধনীয় আপনাকে প্রাপ্ত হউক; হে দেব! আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১৫অ—২খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'অগ্নিভিঃ' যষ্টব্যৈঃ সহ 'আ যাহি' আগচ্ছ। তদর্থং 'হোতারং' দেবানামাহ্বাতারং 'ত্বা' ত্বাং 'বৃণীমহে' ত্বামাগতং 'প্রযতা' অধ্বর্য্যু-হস্তাভ্যাং নিয়তা 'হবিষ্মতী' স্রুগ্‌ঘৃতবতী 'যজিষ্ঠং' 'বর্হিঃ' বর্হিষি 'আসদে'। আসাদ্য চ 'অনক্তু' সিঞ্চতু॥ ১॥

• • •

প্রথম (১৫৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর প্রথম অংশের অর্থ—হে দেব। আপনাকে আরাধনা করিতেছি। সেই দেবতা কিরূপ? তিনি 'হোতারং' দেবভাবপ্রাপক, হৃদয়ে দেবভাব, পরাজ্ঞান উপজিত করেন। তিনি সৎকর্ম্মে, ভগবৎসাধনে 'হোতা'—যজ্ঞসাধক, যজ্ঞে, সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তক। তিনিই মানুষকে সৎকর্ম্মে মানুষের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করেন, তাঁহারই কৃপায় মানুষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। সেই যজ্ঞের ফল দেবভাব-প্রাপ্তি, অমৃতত্ব-লাভ। 'হোতারং' পদের ভাষ্যার্থ—'দেবানাং আহ্বাতারং' অর্থাৎ দেবতাকে যিনি আহ্বান করেন, যাঁহার কৃপায় মানুষ দেবত্বলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে, তিনিই যজ্ঞের হোতা। সেই হোতাকে—পরম-

দেবতাকে আরাধনা করা হইতেছে। এই আরাধনার উদ্দেশ্য কি? তাহার উত্তর স্বরূপেই যেন বলা হইতেছে—'অগ্নিভিঃ আয়াহি'—জ্ঞানকিরণের সহিত, পরাজ্ঞানের সহিত আপনি আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। অর্থাৎ সেই দেবতার কৃপায় আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করি।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশে পরোক্ষভাবে সাধক নিজের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। 'হবিষ্মতী যজিষ্ঠং ত্বাং আনক্তু'—এই পূজাপরায়ণ জন আপনাকে প্রাপ্ত হউক। মন্ত্রের প্রথম অংশে বলা হইয়াছে—'ত্বা বৃণীমহে'—আপনাকে আরাধনা করিতেছি। এই অংশের সহিত 'ত্বাং আনক্তু' অংশ পাঠ করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, সাধক নিজের জন্যই প্রার্থনা করিয়াছেন। বিনীতভাব প্রদর্শনের জন্য প্রথমপুরুষ স্থলে তৃতীয়পুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন প্রার্থনার সময় বলা হয়—এই অধমজনকে ত্রাণ করুন। এখানে অধম জন বলিতে সাধক নিজকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান স্থলেও 'ত্বাং আনক্তু' অংশে সাধকের নিজের প্রার্থনাই প্রকাশিত হইয়াছে। 'বর্হিঃ আসদে' অংশেও এই মতই সমর্থন করিতেছে। (১৫অ—২খ—৩সূ-১সা।) *

— — • — —

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অচ্ছা হি ত্বা সহসঃ সূনো অঙ্গিরঃ স্রুচশ্চরন্ত্যধ্বরে।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২
ঊর্জ্জো নপাতং ঘৃতকেশমীমহেঽগ্নিং

৩ ১ ২ ৩ ২
যজ্ঞেষু পূর্ব্ব্যম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহসঃ' (বলস্য, আত্মশক্তেঃ) 'সূনো' (পুত্র) আত্মশক্তেঃ উৎপন্ন। ইতি ভাবঃ 'অঙ্গিরঃ' (জ্ঞানিনাং বরণীয় হে জ্ঞানদেব!) 'অধ্বরে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'হি' (এব) 'অচ্ছ' (অভিপ্রাপ্তুং, সম্যক্‌রূপেণ প্রাপ্তুং ইত্যর্থঃ) 'স্রুচঃ' (অন্তর্নির্গলিতাঃ প্রার্থনাঃ, অস্মাকং ঐকান্তিকাঃ প্রার্থনাঃ ইত্যর্থঃ) 'চরন্তি' (উদ্গচ্ছন্ত); 'যজ্ঞেষু' (সৎকর্ম্মসাধনেষু) 'ঊর্জ্জঃ নপাতং' (আত্মশক্তেঃ রক্ষকং, যদ্বা—আত্মশক্তিদায়কং)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ঊনপঞ্চাশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

'ঘৃতকেশং' (অমৃতাশিরস্কং, অমৃতদায়কং ইতি ভাবঃ) 'পূর্ব্ব্যং' (পুরাতনং, নিত্যং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) বয়ং 'ঈমহে' (যাচামহে, আরাধয়াম ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! বয়ং প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবেম; বয়ং পরাজ্ঞানং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৫অ—২খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তির পুত্র অর্থাৎ আত্মশক্তি হইতে উৎপন্ন, জ্ঞানিগণের বরণীয় হে জ্ঞানদেব! সৎকর্ম্মসাধনে আপনাকেই সম্যক্‌রূপে পাইবার জন্য আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা উদ্‌গমন করুক; সৎকর্ম্মসাধনে আত্মশক্তির রক্ষক (অথবা আত্মশক্তিদায়ক) অমৃতদায়ক নিত্য জ্ঞানদেবকে আমরা যেন আরাধনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই; আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করি।)॥ (১৫অ—২খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সহসঃ সূনো' বলস্য পুত্র! বলেন মথ্যমানত্বাৎ, হে 'অঙ্গিরঃ' অঙ্গিরসাং মধ্যে মুখ্য! অথবা অঙ্গতির্গতি-কর্ম্মা সর্ব্বত্র গন্তঃ! 'ত্বা' ত্বাং 'অধ্বরে' যাগে 'অচ্ছ' অভিপ্রাপ্তুং 'স্রুচঃ' 'চরন্তি' গচ্ছন্তি। অতঃ 'ঊর্জ্জঃ' অন্নস্য 'নপাতং' নপাতয়িতারং রক্ষকং বলস্য বা নপ্তারং 'ঘৃতকেশং' প্রদীপ্তকেশং 'পূর্ব্ব্যং' পুরাতনং পূরকং বা 'অগ্নিং' 'যজ্ঞেষু' অধ্বরেষু 'ঈমহে' স্তৌমি। (১৫অ—২খ—৩সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৫৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত 'সহসঃ সূনো' বাক্যের ভাবার্থ 'বলস্য পুত্র' অর্থাৎ শক্তির দ্বারা বা শক্তি হইতে উৎপন্ন। আত্মশক্তি হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সাধনার আত্মনিয়োগের ফলে সাধকের হৃদয় বিশুদ্ধ হয়, চিত্ত নির্ম্মল হয়। সুতরাং সেই পবিত্র হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকশিত হয়। কঠোর সাধনার ফলে, আত্মশক্তি-বিকাশের ফলে জ্ঞানের উন্মেষ হয়। তাই জ্ঞানকে 'সহসঃ সূনো' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। আমরা যাহাতে জ্ঞান লাভ করিতে পারি, জ্ঞান-লাভের জন্য যাহাতে আমরা উদ্বুদ্ধ হই, মন্ত্রে সেই জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'ত্বা অচ্ছা স্রুচঃ চরন্তি'—আপনাকে লাভ করিবার জন্য আমাদের প্রার্থনা উদ্‌গমন করুক, আপনার অভিমুখে প্রধাবিত হউক। পরাজ্ঞান লাভ করিবার জন্য যেন আমরা প্রার্থনা-

পরায়ণ হই, আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা যেন তদুদ্দেশেই নিয়োজিত হয়,—মন্ত্রাংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

'ঊর্জ্জঃ নপাতং' উপমাবাক্য আমরা পূর্ব্বেও পাইয়াছি। উহার অর্থ আত্মশক্তির রক্ষক। জ্ঞান যেমন আত্মশক্তির দ্বারা উৎপন্ন, তেমনি আবার তাহা আত্মশক্তিকে রক্ষাও করে। এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর জন্যজনকসম্বন্ধ। একটীর দ্বারা অন্যটী উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হয়। 'ঘৃতকেশং' পদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। ভাষ্যের মতে 'ঘৃত' শব্দের অর্থ 'প্রদীপ্ত'। আবার বিবরণকারের মতে শিখাই অগ্নির কেশ, ঘৃত দ্বারা তাহা প্রবর্দ্ধিত হয় বলিয়া অগ্নির নাম 'ঘৃতকেশ'। আমাদের মতে 'ঘৃত' শব্দ অমৃতবাচক। আমরা তদনুযায়ী অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

নিম্নে একটী প্রচলিত অর্থও প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"হে বলের পুত্র অঙ্গিরা! স্রুক সকল যজ্ঞে তোমাকে লাভ করিবার জন্য গমন করিতেছে। বলের পুত্র প্রদীপ্ত জ্বালাযুক্ত, পুরাতন অগ্নিকে আমরা যজ্ঞে স্তব করি।" (১৫অ ২খ-৩সূ—২সা)।*

—— • ——

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

১ ৫র৪র৫ ৪ ৫ ২র১র ২ ১ ২ ২
১। পা ২ ৩ ৪। প্রআয়াহিয়। প্রাযি প্রযিঃ। হোতারস্তা। বা ৩ পাযিয়া ৩ হাযি।

১ ২ ১ ২ ১২ ১ ২৩ ৫ ১ ২
আ ২ ৩ বাম্। আনক্। প্রায়। তা। হাবিষা ২ ৩ ৪ তৌ। যা ২ ৩ জাযি।

১ ২ ১ ৫ ৩ ৫ ১ ৫ র ৪৫
ত্ত্বাহিয়ো ২ ৩ ৪ বা। পা ২ ৩ ৪ দে। যা ২ ৩ ৪। জিষ্ঠম্বহিরা। সাদাযি।

২ ১ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২র ১২ ১
সজিষ্ঠম্বা। হৌ ৩ রাপা ৩ দাযি। আ ২ ৩ চ্ছা। হাযিত্বা। সহ। পাঃ।

২ ৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ১ ৫ ৩
নো অঙ্গা ২ ৩ ৪ যিরাঃ। স্রু ২ ৩ চাঃ। চারন্তিযো ২ ৩ ৪ পা। ধ্বা ২ ৩ ৪

৫ ১ ৫ ৪৫ ২ ১ ২ ১ ২
রে। স্রু ২ ৩ ৪। চশ্চরন্তিয। ধ্বারাযি। স্রুচশ্চরা। তৌ ৩ আধ্বা ৩

২ ১ ২ ২র২ ১২ ১ ২ ৩ ৫
রাযি। উ ২ ৪ র্জ্জো। নাপাতম্। ঘৃত। কে। শামাযিষা ২ ৩ ৪ হাযি।

১ ২ ১র২১ ৫ ৩ ৫
আ ২ ৩ যীম্। যাজ্ঞেষুপো ২ ৩ ৪ বা। বী ২ ৩ ৪ রাম্॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ঊনপঞ্চাশত্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ র র　　２　১ র ২ র　১　২　২A　৩র

২। অগ্নআয়াহ্যগ্নিভা ৩ যিরে। হোতারস্তা। বৃণাগ্নিমহা ৩ য়ি। হা। ঔহো

৫　১র র২　১২র　১　৭　２A　৩র

২ ৩ ৪ হা। আত্বামনক্তু প্রয়তা। হবাগ্নিস্মতা ২ ৩ য়ি। হা। ঔহো ২ ৩ ৪

৫　২ ১　２　２A　৩র　৫　২ A ৩　৫র র

হা। যজ্ঞাগ্নিষ্টাম্বা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। হা ২ য়িরা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

৩　৫　২　র　২　১　২　১　২　২A

বা ২ ৩ ৪ দে। যজিষ্ঠম্বহিরাসদা ৩ এ। যাজিষ্ঠম্ব। হিরাসদা ৩ য়ি। হা।

৩র　৫　১ র ১ র ১ ২ ১র　২র ১ ৭　২A　৩র

ঔহো ২ ৩ ৪ হা। অচ্ছাহিত্বাসহস.সূ। নোঅঙ্গিরা ২ ৩ঃ। হা। ঔহো

৫　২ ১ ২　২A　৩র　৫　১ A ৩

২ ৩ ৪ হা। স্রুচাশ্বারা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। স্তা ২ আ ২ ৩ ৪

৫র র　৩　৫　২　২　১ ২　১ ২

ঔহোবা। ধ্বা ২ ৩ ৪ রে। স্রুচশ্চরন্ত্যধ্বরা ৩ এ। স্রুচশ্চর। ন্তিয়াধ্বরা ৩

২A　৩র　৫　২র১র　র২　১২র　১　৭

য়ি। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। উর্জ্জোনপাতজ্যুতকে। শমাগ্নিমহা ২ ৩ য়ি।

২A　৩র　৫　২ ১　২　২A　৩র　৫　১A

হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। অগ্নাগ্নিংযাজ্ঞা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। যূ ২

৩　৫র র　৩　৫

পূ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বা ২ ৩ ৪ য়াম্। ৭।২। *

—— * ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২　৩ ১ ২ ৩　১ ২　৩ ২

অচ্ছা নঃ শীরশোচিষং গিরো যন্তু দর্শতম্।

১ ২　৩ ২ ৩　১২　৩ ১ ২

অচ্ছা যজ্ঞাসো নমসা পুরূবসুং

৩ ২ ৩ ১ ২

পুরুপ্রশস্তমূতয়ে ॥ ১ ॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথা ;—(১) "নৌধসম্," এবং (২) "নৈপাতিথম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নঃ' (অস্মাকং) 'গিরঃ' (স্তুতয়ঃ, প্রার্থনাঃ) 'শীরশোচিষং' (দীপ্তিশীলং জ্যোতির্ম্ময়ং) 'দর্শতং' (সর্ব্বং দ্রষ্টারং, সর্ব্বজ্ঞং দেবং) 'অচ্ছ' (অভিমুখং) 'যন্তু' (গচ্ছন্তু); 'ঊতয়ে' (রক্ষালাভায়—রিপুকবলাৎ ইতি যাবৎ) অস্মাকং যজ্ঞাসঃ' (সৎকর্ম্মাণি) 'নমসা' (নমস্কারেণ, ঐকান্তিকয়া ভক্ত্যা সহ ইত্যর্থঃ) 'পুরুবসুং' (প্রভূতধনং, প্রভূতধনসম্পন্নং) 'পুরুপ্রশস্তং' (বহুভিঃ প্রশংসনীয়ং, সর্ব্বৈঃ আরাধনীয়ং - জ্ঞানদেবং ইতি যাবৎ) 'অচ্ছ' (অভিমুখং—গচ্ছন্তু ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ঐকান্তিকয়া প্রার্থনয়া পরাজ্ঞানং লভেমহি; বয়ং ভগবতি সর্ব্বকর্ম্মফলার্পণং কর্ত্তুং সমর্থাঃ ভবেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৫অ—২খ—৪সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের প্রার্থনা জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বজ্ঞ দেবতার অভিমুখে গমন করুক; রিপুকবল হইতে রক্ষালাভের জন্য আমাদের সৎকর্ম্মসমূহ ঐকান্তিক ভক্তির সহিত প্রভূতধনসম্পন্ন সকললোককর্ত্তৃক আরাধনীয় জ্ঞানদেবতার অভিমুখে গমন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ঐকান্তিক প্রার্থনার দ্বারা পরাজ্ঞান লাভ করি; আমরা যেন ভগবানে সর্ব্বকর্ম্মফলার্পণ করিতে সমর্থ হই।)॥ (১৫অ—২খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অচ্ছ' অভিমুখং 'যন্তু' গচ্ছন্তু 'নঃ' অস্মাকং 'গিরঃ' স্তুতয়ঃ। কং? শীরশোচিষং' অজ্ঞানশীলজ্বালং বাহ্নিং 'দর্শতং' সর্ব্বৈর্দ্দর্শনীয়ং। তথা 'যজ্ঞাসঃ' যজ্ঞস্ত অস্মদীয়া 'নমসা' হবিষা আজ্যাদি-লক্ষণেন 'অচ্ছ' অভিমুখং 'যন্তু' গচ্ছন্তু। কীদৃশং? 'পুরুবসুং' প্রভূত-ধনং 'পুরুপ্রশস্তং' বহুভিঃ সম্যক্ স্তুতং। কিমর্থং? 'ঊতয়ে' অস্মাকং রক্ষণায়। ১।

* * *

প্রথম (১৫৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ জ্ঞানদেবতার চরণে নিবেদিত হইয়াছে। আমাদের প্রার্থনা যেন জ্ঞানলাভের জন্য নিয়োজিত হয়। 'নঃ গিরঃ শীরশোচিষং দর্শতং অচ্ছ যন্তু' - আমাদের প্রার্থনা যেন সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতির্ম্ময় দেবতার অভিমুখে গমন করে, অর্থাৎ আমরা যেন জ্ঞানলাভের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হই। ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের মর্ম্ম।

দ্বিতীয় অংশে ভগবানে সর্ব্বকর্ম্মফল অর্পণের ভাব নিহিত আছে। আমরা যাহা করি, যাহা ভাবি, তাহা যেন ভগবানের চরণে অর্পণ করিতে পারি। কর্ম্ম-মাত্রই কোন না কোনও উপায়ে বন্ধনের সৃষ্টি করে! এমন কি সৎকর্ম্ম মানুষের মোক্ষযাত্রায় প্রাথমিক সহায় হইলেও

চরমে সেই সৎকর্ম্মকে অর্থাৎ কর্ম্মফলকে পরিত্যাগ করিতে হয়, নতুবা কর্ম্মফলজনিত বন্ধন অবশ্যম্ভাবী। আমরা যাহাই করি না কেন, তাহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে, যদি না আমরা মিথ্যা কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিতে পারি। 'আমি কর্ম্ম করিতেছি' এই ভাবই বন্ধনের কারণ হয়। কারণ, আমি যাহা করিতেছি তাহার ফল আমাকেই ভোগ করিতে হইবে। 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান'—প্রত্যেককেই আপনার কর্ম্মফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু সাধক যখন কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন, তখন তাহাকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না, সুতরাং কর্ম্মফল তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না। সেই জন্যই নিষ্কাম কর্ম্মের এত প্রশংসা কীর্ত্তন শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে, কর্ম্মফলে অধিকার নাই-তোমার যেন কখনও কর্ম্মফলে আসক্তি না হয়।" হিন্দুশাস্ত্রের এই বিশেষত্ব বুঝিতে না পারিয়া অথবা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মাহাত্ম্য অনুভবে অসমর্থ হইয়া অনেক পাশ্চাত্যমতাবলম্বী পণ্ডিত ইহাকে অলসতার নামান্তর বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই উচ্চ মতবাদে অলসতার স্থান নাই। কারণ প্রত্যেককেই কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করিতে বলা হয় নাই। কর্ম্মযোগের ইহাই সার উপদেশ।

বর্ত্তমান মন্ত্রেও নিষ্কামভাবে কর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। "যজ্ঞাসঃ পুরুবসুং অচ্ছা"—আমাদের কর্ম্মসমূহ সেই পরমধনদাতার প্রতি-ভগবানের প্রতি গমন করুক, আমরা যেন 'শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া আমাদের সর্ব্বকর্ম্মের পাপপুণ্যের বোঝা তাঁহারই চরণে নিবেদন করিতে পারি। হে প্রভো! আমাদের নিজের বলিতে যেন কিছুই থাকে না, সমস্তই যেন তোমার চরণে নিবেদন করিয়া চিরতরে নিশ্চিন্ত হই। আমার মিথ্যা কর্ত্তৃত্বাভিমান দূরীভূত হউক, তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র—এই তত্ত্ব যেন হৃদয়ে অনুভব করিতে পারি। ওগো প্রভো! তুমি আমার সকলই গ্রহণ কর, জলবুদ্বুদ আমি, যেন অনন্ত জলধিতে আত্মহারা হইয়া এ জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারি। মন্ত্রের শেষাংশে এই প্রার্থনাই পরিলক্ষিত হয়।

প্রচলিত মন্ত্রাদিতে কি ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে,—"আমাদের স্তুতি সকল দাহকর শিখাবিশিষ্ট দর্শনীয় অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। যজ্ঞসকল রক্ষার নিমিত্ত হব্যবিশিষ্ট হইয়া প্রভূতধনবিশিষ্ট অনেকের স্তুত অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। যজ্ঞসকল রক্ষার নিমিত্ত হব্যবিশিষ্ট হইয়া প্রভূত ধনবিশিষ্ট, অনেকের স্তুত অগ্নির অভিমুখে গমন করুক।" এতৎসহ ভাষ্যানুসারী একটী হিন্দী অনুবাদও প্রদান করিতেছি। তাহা হইতে ভাষ্যের ভাবও অধিগত হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হমারী স্তুতিয়েঁ জ্বালাওয়ালে দর্শনীয় অগ্নিকে অভিমুখ জায় হমারী রক্ষাকে লিয়ে ঘৃতাদিরূপ হবিসে যুক্ত হমারে যজ্ঞ অধিক ধনী পরমপ্রশংসনীয় অগ্নিকে অভিমুখ প্রাপ্ত হো।" (১৫অ—২খ-৪সূ-১সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্টিতম (বালখিল্য সূক্ত সহিত একসপ্ততিতম) সূক্তের দশমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অগ্নিং সূনুং সহসো জাতবেদসং দানায় বার্য্যাণাম্।

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র
দ্বিতা যোঽভূদমৃতো মর্ত্ত্যেষ্বা

২র ৩ ১ ২ ৩ ২
হোতা মন্দ্রতমো বিশি ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অমৃতঃ' (অমৃতস্বরূপঃ, অমৃতপ্রাপকঃ) 'যঃ' (যঃ জ্ঞানদেবঃ) 'মর্ত্ত্যেষু' (মনুষ্যেষু, লোকানাং মধ্যে) 'দ্বিতা' (দ্বিস্বরূপঃ, পরা অপরা চ দ্বিরূপেণ ইত্যর্থঃ) 'অভূৎ' (ভবতি, বর্ত্তমানঃ অস্তি) 'হোতা' (দেবানাং আহ্বাতা, দেবভাবপ্রাপকঃ) তথা 'মন্দ্রতমঃ' (পরমানন্দ-দায়কঃ) যঃ দেবঃ 'বিশি' (প্রজাসু, সাধকেষু) 'আ' (আ ভবতি, বিরাজতে), 'সহসঃ সূনুং' (বলস্য পুত্রং আত্মশক্তেঃ উৎপন্নং) 'জাতবেদসং' (জাতপ্রজ্ঞং, সর্ব্বজ্ঞং) তং 'অগ্নিং' (জ্ঞান-দেবং) 'বার্য্যাণাং' (পরমধনানাং) 'দানায়' (দানায়, প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) বয়ং প্রার্থয়ামঃ ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমধনং যাচামহে। অমৃতস্বরূপঃ ভগবান্ অস্মভ্যং তং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ - ২খ - ৪সূ - ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতস্বরূপ যে জ্ঞানদেব লোকদিগের মধ্যে পরা এবং অপরা এই দ্বিরূপে বর্ত্তমান আছেন, দেবভাবপ্রাপক এবং পরমানন্দদায়ক যে দেবতা সাধকগণের মধ্যে বিরাজ করেন, আত্মশক্তি হইতে উৎপন্ন সর্ব্বজ্ঞ সেই জ্ঞানদেবতাকে পরমধনের প্রাপ্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যাচ্ঞা করিতেছি; অমৃতস্বরূপ ভগবান্ আমাদিগকে তাহা প্রদান করুন।)। (১৫অ—২খ—৪সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' অগ্নিঃ 'অমৃতঃ' অমরণধর্ম্মা দেবেষু ভবতি, সঃ 'মর্ত্ত্যেষু আ'। আকারশ্চার্থে। 'মর্ত্ত্যেষু' মনুষ্যেষু চ 'অভূৎ' অভবৎ—ইত্যেবং 'দ্বিতা' দ্বৈধং ভবতি। দেবেষ্বপামৃতত্বমস্য প্রসিদ্ধং। মনুষ্যেষু কীদৃশোঽভূৎ? উচ্যতে—'বিশি' বিক্ষু যজমানরূপাসু প্রজাসু 'হোতা' হোমনিষ্পাদকঃ 'মন্দ্রতমঃ' মাদয়িতৃতমশ্চ ভবতি। তমচ্ছ যন্ত্বিতি সমন্বয়ঃ। অথবা 'যঃ' অমৃতঃ 'দ্বিতা' দ্বিধং দ্বৈধং দ্বিঃপ্রকারোঽভূৎ। কথং মর্ত্ত্যেষু সামান্যেন দাহ-পাকাদি-সাধনো ভবতীত্যেতৎ প্রসিদ্ধং 'বিশি' যজমানরূপায়াং তু 'হোতা' 'মন্দ্রতমশ্চ' অভবদিত্যেবং দ্বিধং। (১৫অ—২খ—৪সূ—২সা)।

ইতি পঞ্চদশস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

• • •

দ্বিতীয় (১৫৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

— • —

এই মন্ত্রের আমরা যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছি, তাহার সহিত প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অনৈক্য ঘটিলেও কোন কোনও ব্যাখ্যাতে অনেকাংশে মন্ত্রের ভাব রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। আমরা নিম্নে দুইটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি। প্রথমটী এই,—"স্তুতি সকল বলের পুত্র, জাতবেদা বরণীয় অগ্নির অভিমুখে গমন করুক, অগ্নি অমর, মনুষ্য মধ্যেও থাকেন, তিনি দুই প্রকার। মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি হোম-সম্পাদক এবং মত্তকারী" এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। আমরা নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা হইতেই ভাষ্যের মর্ম্ম বহুপরিমাণে উপলব্ধ হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—জো অগ্নি দেবতাওঁমে অমরণধর্ম্মা হ্যায় বহ (ওয়াহ) মনুষ্যোঁমে ভী হ্যায়; ইস্ রীতিসে দো প্রকার হ্যায়। দেবতাওঁমে অগ্নিকা অমর হোনকা প্রসিদ্ধ হী হ্যায়; অব মনুষ্যোঁমে ক্যা র্যসা হ্যায় সো কহতে হ্যায়—মনুষ্য যজমানরূপা প্রজাওঁমে হোমকো সুসিদ্ধ করনেওয়ালা অউর পরম আনন্দ দেনেওয়ালা হোতা হ্যায়। বলকে পুত্রসমান প্রাণিমাত্রকে জ্ঞাতা অগ্নিকো অন্ন ধনাদিকে দানকে লিয়ে আহ্বান করতা হুঁ।"

উপরোক্ত অনুবাদটী ভাষ্যানুসারী, কিন্তু ভাষ্যের সকল বিষয় উহাতে প্রদত্ত হয় নাই। ভাষ্যকারের মতে অগ্নি দ্বিবিধ—স্বর্গে এক অগ্নি, এবং মর্ত্ত্যে এক অগ্নি; এক অগ্নিই দ্বিবিধ-রূপে দুই স্থানে বর্ত্তমান আছেন। এই অর্থ ব্যতীত ভাষ্যকার অন্য একটী অর্থও প্রদান করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে,—একরূপে দেবতাদের মধ্যে অগ্নি বিরাজ করেন, এবং অন্যরূপে দাহপাকাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন।

ভাষ্যের এই দ্বিতীয় অর্থটী বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। অগ্নি বলিতে প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণতঃ কাষ্ঠাদিদাহনশীল পরিদৃশ্যমান অগ্নিকেই লক্ষ্য করেন। কিন্তু বর্ত্তমানস্থলে ভাষ্যকার 'অগ্নি' শব্দের প্রকৃত অর্থের একটু আভাষ পাইয়াছেন বলিয়া মনে

হয়। তাই অগ্নির বিভিন্ন স্বরূপের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা 'দ্বিতা' পদে অগ্নির দুই স্বরূপের পরিচয় দিয়াছি। জ্ঞান সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত পরা এবং অপরা। অপরা জ্ঞান মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট উপায় না হইলেও জাগতিক জ্ঞান—এই অপরাজ্ঞান মোক্ষ-পথের প্রথম অবস্থায় সাহায্য করে। কারণ জগৎ বিশ্ব, সেই পরমপুরুষ হইতে ভিন্ন নয়। যদিও পরাজ্ঞান লাভ করিলে অপরা জ্ঞানের কোনও প্রয়োজন থাকে না, তথাপি প্রথমে অপরাজ্ঞান সাধকের সহায়তা করে। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব এবং তাহার জ্ঞান ও জ্ঞানপ্রণালীর মধ্য দিয়াই মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়। তাই সাধনায় পরা এবং অপরা এই উভয়বিধ জ্ঞানের স্থান আছে। মন্ত্রে উভয়বিধ জ্ঞানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। (১৫অ ২থ ৪সূ-২সা)। *

— • —

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

৫ র ২ ৪র৫৪র ৫ ২১২১ ২ ১ ২৩র ২
১॥ অচ্ছানা ৩ঃ শীরশোচিষাম্। গিরোযন্তু। দর্শতা ২ ৩ য়। অচ্ছাযজ্ঞা ৩।

১ ৩৪র ৫র ২ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ৫
সো ২ ৩ ৪। নমসাপুরূ। বা ৩ সূণ। পুরূপ্রশো। বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা।

৪ ৫ ২ ৪৫৪র ৫ ২১২১ ২৩র২১
স্তমূ ৫ তয়ায়ি॥ পুরুপ্রা ৩ শস্তমূতয়ায়ি। পুরূপ্রশা। স্তমূতয়া ২ ৩ য়ি।

২ ৩ র ২ ১ ৩ ৪রর ৫ র ২ ২ ১র ৩ ২
অগ্নিং সূনু ৩ ম। সা ২ ৩ ৪। হসোজাতরে। দা ৩ নাম। দানায়বো।

২ ৫ ৪ রর ২ ৪র৫হর৫র ২র২
বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। রিয়া ৫ ণাম্॥ দানায়া ৩ বারিয়াণাম্। দানায়বা।

র ১ ২৩র র ২ ১ ২ ৪র ৫র ২ ২
রিয়াণা ২ ৩ ম। দ্বিতাযোভূ ৩ ৎ। আ ২ ৩ ৪। মৃতোমর্ত্তিয়েষু ৩ বা।

১র ৩ ২ ২ ৫ ৪ ৪
হোতামন্দ্রো। বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। ভমো ৫ বিশায়ি। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

২ র র ২ ২ —১ — --১ র
২।। অচ্ছানঃশীরশো ১ চায়িষাম্। গিরো ২ যন্তু ২। দা ২ র্শাতাম্। আচ্ছা-

২১র২র ১২র, ১ ২ -- ১২র১২র ১ ২ ১ ২
যজ্ঞাসোনমসা। পুরূ বা ১ সূ ২ ণ। পুরূপ্রশস্তমূতয়ে। পূ ২ ৩ রূ। প্রশাস্তা ৩

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্টিতম (বালখিল্যসূক্তসহ এক-সপ্ততিতম) সূক্তের একাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১ ৩২ ১ ৩ ২ ২ ১ --
মু। হুম্। তয়া ৩। ও২৩৪ বা। পুরুপ্রশস্তমু ১ তায়ারি। পুরু২

১ — ১ -- ১ ৭ ২র১ ২র১ ১ ২ —
প্রশা২। স্তমূ২তায়ারি। আগিৎ পুরুৎ পহসোজা। তবায়িদা১সা২ন।

র১র২১র ২ র ১ ২ ১২ ২ ১ ৩র২ ১
দানায়বারিয়াণাম্। দা২৩না। বাবা৩রী। হুম্। গাণা৩ম। ও২৩৪

৩ ২র র ২ ১ --১ — —১ ৭ ২র
বা॥ দানায়বারী১য়াণাম্। দানা২য়না২। রী২য়াণাম্। দ্যাম্নিতায়ো-

১২র ১ ২ -- ১রর২১২র ১ ২
জদমুত্তোন। ভিয়ায়িষ১বা২। বোতামগ্রতমোনিশি। হো২৩তা।

১ ২ ২ ১ ৩২ ১ ৫ ৩১১১১
তা৩মাঃ। হুম্। বিশা৩। ও২৩৪বা। এ২৩৪৫। ১২।*

——o——

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সামঃ।)

১২ ৩ ২ ৩ ২ ৩১র ২র
অদাভ্যঃ পুর এতা বিশামগ্নির্মানুষীণাম্।

২৩ ২৩ ২৩ ১২
তূর্ণী রথঃ সদা নবঃ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মানুষীণাং বিশাং' (মনুষ্যলোকানাং, সাধকানাং জনানাং) 'পুরঃ এতা' (সন্মার্গ-প্রদর্শনেন অগ্রতঃ গন্তা, সন্মার্গপ্রদর্শকঃ) 'তূর্ণীঃ' (ত্বরিতগমনঃ, আশুমুক্তিদায়কঃ) 'রথঃ' (রথস্বরূপঃ, সৎকর্ম্মপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) 'সদা নবঃ' (চিরনূতনঃ, নিত্যতরুণঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'অদাভ্যঃ' (কেনাপি অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ ভবতি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। নিত্যজ্ঞানং হি লোকানাং মোক্ষপ্রাপকং ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (১অ—৩খ—১সূ ১সা)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে,—(১) "দ্যালেয়ম্" এবং (২) "আগ্নেয়ীয়ম্"।

বঙ্গানুবাদ।

মনুষ্যলোকদিগের অর্থাৎ সকল জনের সন্মার্গপ্রদর্শক আশুমুক্তিদায়ক সৎকর্ম্মপ্রাপক নিত্যতরুণ জ্ঞানদেব অজাতশত্রু হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—নিত্যজ্ঞানই লোকদিগের মোক্ষপ্রাপক হয়।) ॥ (১৫অ—৩খ—১সূ—১সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মানুষীণাং' মনোর্জ্জাতানাং 'বিশাং' প্রজানাং 'পুরএতা' সন্মার্গ-দর্শনেনাগ্রতো গন্তা, অতএব তূর্ণীঃ' তূর্ণিতাঃ প্রজাঃ বিদিত-কর্ম্মপ্রবর্ত্তনেনানুগৃহীতুং ত্বরা-যুক্তাঃ আলস্য-রহিতাঃ 'রথঃ' হবিষাং বহনাদ্রথ সদৃশঃ 'সদা' সর্ব্বদা তৎকর্ম্মণি 'নবঃ' নূতনঃ পুনঃপ্রথমাদম্ভিনবঃ, এবংবিধোঽগ্নিঃ 'অদাভ্যঃ' অহিংস্যঃ ন কেনাপি তিরস্কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

• • •

প্রথম (১৫৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে জ্ঞানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। জ্ঞানের যে বিশেষণগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিলেই মন্ত্রের ভাব বিশেষভাবে অধিগত হইবে। প্রথম বিশেষণ - 'মানুষীণাং পুরএতা'। তাহার ভাষ্যার্থ,—"মনোর্জ্জাতানাং বিশাং প্রজানাং পুরএতা সন্মার্গপ্রদর্শনেন অগ্রতঃ গন্তা' অর্থাৎ যিনি মানুষদিগকে সন্মার্গ প্রদর্শন করিবার জন্য অগ্রগমন করেন। মানুষের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞানই মানুষকে ঊর্দ্ধমার্গে পরিচালিত করে, মানুষকে সন্মার্গে লইয়া যায়। মানুষের মধ্যে যখন জ্ঞান বিকাশিত হয় তখন তিনি স্বতঃই সৎকর্ম্মে সদিচ্ছায় আত্মনিয়োগ করেন। জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষ আপনাকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়। তাই জ্ঞানকে 'পুর এতা' বলা হইয়াছে। 'মানুষীণাং' 'বিশাং' পদদ্বয়ে সমগ্র মানবজাতিকে বুঝাইতেছে। জ্ঞান মানবমাত্রেরই পরমবন্ধু। শুধু তাই নয়, জ্ঞানই সমগ্র বিশ্বের পরিচালক, জ্ঞানবলেই জগৎ বিধৃত আছে ও পরিচালিত হইতেছে।

জ্ঞানবলেই মানুষ আশুমুক্তিলাভে সমর্থ হয়। 'তূর্ণীঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'তূর্ণিতাঃ প্রজাঃ বৈদিককর্ম্মপ্রবর্ত্তনেন অনুগ্রহীতুং ত্বরাযুক্তাঃ।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'তূর্ণীঃ' পদের দ্বারা জ্ঞানের আশুমুক্তিদানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। জ্ঞান মানুষকে সৎকর্ম্মসাধনে আশুপ্রবর্ত্তিত করেন। সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইলেই মানুষ মোক্ষলাভের অধিকার পায়—যদি সেই সৎকর্ম্ম জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয়। 'তূর্ণীঃ' পদে মন্ত্রে এই ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে।

জ্ঞানের অন্ত বিশেষণ—'রথঃ', অর্থাৎ রথ যেমন তাহার আরোহীকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যায়, জ্ঞানও তদ্রূপ মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। 'তূর্ণীঃ' পদের সহিত 'রথঃ' পদ একত্র গ্রহণ করিলে 'রথঃ' পদের 'সৎকর্ম্মরূপ যান' এই অর্থ গ্রহণের সার্থকতা পরিস্ফুট হইবে। আমরা পূর্ব্বাপরই 'রথঃ' পদে 'সৎকর্ম্মরূপ যান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। ভাষ্যকারও এস্থলে পরোক্ষভাবে আমাদের অর্থের পোষকতা করিতেছেন, যদিও তিনি 'রথঃ' পদে সাক্ষাৎভাবে সাধারণ যান অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা মানুষকে তাহার চরম অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ, তাহাই 'রথ'-শব্দবাচ্য। এই দিক দিয়াই আমরা রথ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

'সদা নবঃ' পদেও জ্ঞানের একটী বিশেষত্ব প্রকটিত হইয়াছে। উক্ত পদের অর্থ 'চির-নূতন' 'নিত্যতরুণ'। জ্ঞান অনাদি অনন্ত, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক মানবের মধ্যে নবনবরূপে দেখা দেয়। ভাষ্যকারও 'সদা নবঃ' পদের একটা ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা এই,—"সদা সর্ব্বদা তৎকর্ম্মণি নবঃ নূতনঃ পুনর্ম্মথনাদভিনবঃ"। এই ব্যাখ্যার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য—প্রচলিত মতানুসারে অরণীকাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাদন। প্রত্যেক বার যজ্ঞের সময় অরণীকাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা হইত, তাই অগ্নিকে 'সদা নবঃ' বলা হয়। কিন্তু 'সদা নবঃ' পদে কি ভাব প্রকাশিত হয় তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। যাহা হউক, নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা হইতেই প্রচলিত মত স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"মনুষ্য লোকের নেতা ত্বরাযুক্ত, রথসদৃশ ও সর্ব্বদা নূতন অগ্নিকে কেহ হিংসা করিতে পারে না।" (৫ম—৩খ—১সূ—১সা)। *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অভি প্রয়াꣳসি বাহসা দাশ্বাꣳ অশ্নোতি মর্ত্ত্যঃ।

১ ২ ৩ ১ ২

ক্ষয়ং পাবকশোচিষঃ ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দাশ্বান্' (হবিষাং দাতা, সাধকঃ) 'মর্ত্ত্যঃ' (মনুষ্যঃ) 'বাহসা' (হবিষা বাহকেন অগ্নিনা; আরাধনায়াঃ সাধনভূতেন জ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) 'প্রয়াংসি' (অন্নানি, শক্ত্যাদীনি ইত্যর্থঃ) 'অভি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের একাদশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

অশ্নোতি" (অতি প্রাপ্নোতি) তথা 'পাবকশোচিষঃ' (পবিত্রাগ্নেঃ, পবিত্রতাসাধকাৎ পরাজ্ঞানাৎ) 'ক্ষয়ং' (নির্বাণং, আশ্রয়স্থানং, পরমপদং ইতি ভাবঃ) লভতে—ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকঃ পরাজ্ঞানেন সর্ব্বাভীষ্টং পরমপদং মোক্ষং প্রাপ্নোতি —ইতি ভাবঃ। (১৫অ ৩খ -১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধক মনুষ্য আরাধনার সাধনভূত জ্ঞানের দ্বারা শক্ত্যাদি প্রাপ্ত হয়েন, এবং পবিত্রতাসাধক পরাজ্ঞান হইতে পরমপদ লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধক পরাজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট পরমপদ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন)। (১৫অ—৩খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দাশ্বান্' হবিষাং দাতা 'মর্ত্ত্যঃ' মনুষ্যঃ যজমানঃ 'বাহসা' হবিষাং বাহকেনাগ্নিনা 'প্রয়াংসি' অন্নানি 'অভি অশ্নোতি' অভিতঃ সর্ব্বতঃ প্রাপ্নোতি। কিঞ্চ 'পাবক-শোচিষঃ' শোধকদীপ্তেঃ অগ্নেঃ সকাশাৎ 'ক্ষয়ং' গৃহং চাশ্নোতি॥ (১অ-৩খ—১২—২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (১৫৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'বাহসা' পদের ভাষ্যার্থ—"হবিষাং বাহকেনাগ্নিনা' অর্থাৎ হবিঃপ্রাপক অগ্নির দ্বারা। অগ্নি হবিঃপ্রাপক। প্রচলিত মত এই যে, অগ্নিই হবিঃপ্রভৃতি দেবোদ্দেশে আহুত বস্তু দেবতার নিকট বহন করিয়া লইয়া যান। সাধক জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে যে ঘৃতাদি হোমদ্রব্য প্রদান করেন, তাহা অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হয় না। অগ্নি সেই সমস্ত বস্তু দেবতার নিকট বহিয়া লইয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। তাই অগ্নি 'হবিঃবাহক'। কিন্তু এই প্রচলিত মত ভিন্ন আমরা আরও একটা ভাব ইহার মধ্যে দেখিতে পাই। তাহা এই যে, 'অগ্নি' অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি, জ্ঞানদেবই মানুষকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করেন, জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষ সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়, তাই জ্ঞানের পক্ষে 'হবিঃবাহক' অথবা 'বাহসা' পদ ব্যবহারে সার্থকতা দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় পদ 'পাবকশোচিষঃ'। প্রচলিত মতানুসারে অগ্নি চিরপবিত্র, যাহা তাঁহাকে দেওয়া যায়, তাহাই পবিত্রতা লাভ করে। 'পাবক' শব্দের অর্থ পবিত্রকারক। সুতরাং যাহার 'শোচিঃ' অর্থাৎ দীপ্তি 'পাবক' অর্থাৎ পবিত্রকারক—তাহাই 'পাবকশোচিঃ'। আমরা মনে করি, উক্ত বিশেষণ জ্ঞানের পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ জ্ঞানাগ্নিই মানবের সর্ব্ববিধ পাপ কালিমা ভস্মীভূত করে, তাই জ্ঞান 'পাবকশোচিঃ'। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী ভিন্নার্থে গৃহীত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত ব্যাখ্যা হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে,—"হব্যদাতৃ

অনুষ্য, হব্যবাহক (অগ্নিকর্তৃক) অন্নফল প্রাপ্ত হয় এবং পবিত্রকারক দীপ্তিবিশিষ্ট (অগ্নির) সকাশ হইতে গৃহ প্রাপ্ত হয়"। (১৫অ—৩খ—১সূ—২সা)। •

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সাহ্বান্ বিশ্বা অভিযুজঃ ক্রতুর্দ্দেবানামসৃক্তঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২
অগ্নিস্তুবিশ্রবস্তমঃ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বাঃ' (বিশ্বান, সর্ব্বান) 'অভিযুজঃ' (অভিযোক্তৄঃ, রিপূন ইত্যর্থঃ) 'সাহ্বান' (সহমানঃ, অভিভবকারী) 'দেবানাং ক্রতুঃ' (দেবভাবানাং কর্ত্তা, দেবভাবপ্রাপকঃ) 'অসৃক্তঃ' (শত্রুভিরহিংসিতঃ, অপরাজেয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'তুবিশ্রবস্তমঃ' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠধনোপেতঃ, পরমধনদায়কঃ—ভবতি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানেন হি পরমধনং লভ্যতে—ইতি ভাবঃ ॥ (১৫অ—৩খ—১সূ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সকল রিপুদিগকে অভিভবকারী দেবভাবপ্রাপক শত্রুগণকর্তৃক অহিংসিত অর্থাৎ অপরাজেয় জ্ঞানদেব পরমধনদায়ক হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানের দ্বারাই পরমধন লাভ হয়।)। (১৫অ—৩খ—১সূ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অভিযুজঃ' অভিযোক্তৄঃ 'বিশ্বাঃ' সেনাঃ 'সাহ্বান' সহমানঃ স্ব-বলেন তিরস্কুর্ব্বাণঃ অতএব 'অসৃক্তঃ' শত্রুভিরহিংসিতঃ 'দেবানাং' 'ক্রতুঃ' কর্ত্তা হবিঃপ্রদানেন পোষকঃ। এবম্ভূতঃ 'অগ্নিঃ' 'তুবিশ্রবস্তমঃ'। তুবি-শব্দো বহু-বাচী (নিঘ০ ৩।১।২), শ্রবঃ-শব্দোঽন্নবাচী (নিঘ০ ২।৭।৯)। অতিশয়েন বহুবিধান্নোপেতো বর্ত্ততে যস্মাদেবং তস্মাদস্মানপি বহুবিধান্নোপেতান্ করোত্বিতি ভাবঃ। (১৫অ—৩খ ১সূ ৩সা)।

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের একাদশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১৫৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

———·:‡ * ‡:·———

মন্ত্রে জ্ঞানের মহিমা পরিবর্ণিত হইয়াছে। তিনি 'বিশ্বাঃ অভিযুজঃ সাহ্বান্' অর্থাৎ সকল রিপুকে অভিভব করেন। আলোক ও আঁধারের মধ্যে যে চিরশত্রুতা, জ্ঞান ও অজ্ঞানতার মধ্যে সেই শত্রুতা বর্ত্তমান আছে। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ও অজ্ঞানতাকে যথাক্রমে আলোক ও আঁধারের সহিত তুলনা করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে হৃদয়ের অন্ধকাররাশি জ্ঞানালোকের আবির্ভাবে দূরীভূত হয়। আবার অন্ধকারের মধ্যেই দস্যুতস্কর প্রভৃতি শত্রুগণ মানবের অনিষ্টসাধন করিতে সমর্থ হয়। আবার অজ্ঞানতার আবরণেই মানবের চিরন্তন শত্রুগণ তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। কিন্তু জ্ঞানালোকের দ্বারা হৃদয় উদ্ভাসিত হইলে, মানবের হীনতা কালিমা, পাপপ্রভৃতি দূরীভূত হয়, সুতরাং মানুষ ক্রমশঃ উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে। জ্ঞানদেব মানবের সর্ব্ববিধ শত্রুদিগকে নাশ করেন। ইহাই "বিশ্বাঃ অভিযুজঃ সাহ্বান্" পদত্রয়ের মর্ম্ম।

জ্ঞানের দ্বারা যে কেবল রিপুনাশ হয়, তাহা নয়, জ্ঞান মানুষের মধ্যে দেবভাবেরও সঞ্চার করেন। তিনি 'দেবানাং ক্রতুঃ' অর্থাৎ দেবভাবসমূহের কর্ত্তা, দেবভাবপ্রাপক। জ্ঞানের সহিত দেবভাবের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। জ্ঞানের সাধনায় মানুষ দেবত্বের পথে অগ্রসর হয়, দেবত্বলাভ করে। ইহাই 'দেবানাং ক্রতুঃ' পদদ্বয়ের অর্থ।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব ভিন্ন। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি তাহা হইতেই প্রচলিত অর্থের ভাব অধিগত হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই, "সমস্ত শত্রুসৈন্যের পরাভবকারী শত্রুকর্ত্তৃক অহিংসিত ও দেবগণের পোষক অগ্নি প্রচুর পরিমাণে বহুবিধ অন্নযুক্ত আছেন।" (১৫প - ৩খ - ১সূ ৩সা)। *

—— * ——

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

১ র২ — ১ ২ — ১ ২ ১র — ১
অদাভ্যঃ পুরঃ। আ২ য়িতা। বিশা২ম্। আ২৩গীঃ। মানু২ষাগ্নিষাম্।

২ —১ ৭ ২ ৫ ২ ১
ভু২৩বীঃ। রা২থাঃ। সদা২৩। হাউবা৩। সা২৩৪বাঃ। অভি-

২র — ১ ২র ১ ২ ১ — ১
প্রযাংসি। বা২হসা। দাশা২৬। আ২৩শ্রো। তিমা২র্ত্তায়াঃ।

২ — ১ ৭ ২ ৫
স্কা২৩বাম। পা২বা। কশো২৩। হাউবা৩। চী২৩৪বাঃ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের একাদশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

২র১র২র — ২ ২ ১ ২ ১র
সাহ্বাহিশাঅ। ভা২ য়িযুক্তাঃ। ক্রতু২ঃ। দা২৩য়িবা। নামা২

১ ২ ১ ৭ ২
মার্ক্তাঃ। আ২৩গীঃ। তু২ বায়ি। শ্রবা২৩। হাউবা৩।

৫
ভা২৩৪ যাঃ॥ ১২৩॥ *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো ভদ্রা

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
রাতিঃ সুভগ ভদ্রো অধ্বরঃ।

৩ ২ ৩ ১র ২র
ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আহুতঃ' (হবির্ভিস্তর্পিতঃ, অস্মাকং মানসযজ্ঞে সত্ত্বভাবাদিভিঃ প্রবৃদ্ধঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ভদ্রঃ' (কল্যাণবিধায়কঃ) ভবতু ইতি শেষঃ; 'সুভগ' (হে শোভনদানসমর্থ অগ্নে, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণাং চতুর্ব্বর্গফলানাং বিধাতঃ জ্ঞানদেব ইত্যর্থঃ) 'রাতিঃ' (তব দানং—চতুর্ব্বর্গফলরূপং ইত্যর্থঃ) অস্মাকং 'ভদ্রা' (কল্যাণপ্রদং) ভবতু ইতি শেষঃ; তথা 'অধ্বরঃ' (অস্মাকং যাগকর্ম্ম, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানং) 'ভদ্রঃ' (কল্যাণপ্রদং) ভবতু; 'উত' (অপিচ) 'প্রশস্তয়ঃ' (অস্মাকং স্তুতয়ঃ) 'ভদ্রাঃ' (কল্যাণদায়িকাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানদেবঃ সকলকল্যাণনিলয়ঃ। স দেবঃ অস্মাকমশেষকল্যাণহেতুভূতঃ ভবতু, মোক্ষঞ্চ বিদধাতু। (৫অ—৩খ—২সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"সাংহিতম।"

বঙ্গানুবাদ।

আহুত অর্থাৎ আমাদিগের মানস-যজ্ঞে সত্ত্বভাবাদি দ্বারা প্রবুদ্ধ জ্ঞানদেব, আমাদিগের কল্যাণ-বিধায়ক হউন। হে শোভনদানসমর্থ অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গফলদাতা জ্ঞানদেব! আপনার দান আমাদিগের কল্যাণপ্রদ হউক; আর, আমাদিগের যজ্ঞ (সৎকর্ম্মানুষ্ঠান) আমাদিগের কল্যাণপ্রদ হউক; এবং আমাদিগের স্তুতিসমূহ আমাদিগের কল্যাণদায়িকা হউক। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেব সকল কল্যাণ-নিলয়; তিনি আমাদিগের অশেষকল্যাণহেতুভূত হউন, এবং মোক্ষের বিধান করুন।)॥ (১৫অ—৩খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'আহুতঃ' হবির্ভিস্তর্পিতঃ 'অগ্নিঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'ভদ্রঃ' কল্যাণঃ ভবতু। হে 'সুভগ' শোভন-ধনায়ে! 'ভদ্রা' কল্যাণী 'রাতিঃ' দানং চাস্মাকং ভবতু। 'ভদ্রঃ' কল্যাণঃ 'অধ্বরঃ' যাগশ্চ ভবতু। 'উত' অপিচ 'ভদ্রাঃ' কল্যাণাঃ 'প্রশস্তয়ঃ' প্রশংসাঃ স্তুতয়শ্চ ভবন্তু। (১৫অ-৩খ—২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৫৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনার বিষয় অসংখ্য। প্রার্থীর সংখ্যাও অগণ্য; কত প্রকারের প্রার্থনা লইয়া কত জন ভগবানের দ্বারে দণ্ডায়মান,—তাহার ইয়ত্তা আছে কি? ভগবানের করুণারও অন্ত নাই—তাঁহার দানেরও সীমা নাই। যাহার যাহা আকাঙ্ক্ষা, সে তাহাই চাহিয়া বসে,—বেদ-মন্ত্রের বিভিন্ন প্রার্থনায় সেই বিষয়ই উপলব্ধ হয়।

ভাষ্যের অর্থ সরল সহজবোধ্য। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"আহুত অগ্নি আমাদের কল্যাণকর হউক। হে সুভগ অগ্নি! তোমার দান আমাদের কল্যাণকর হউক, স্তুতি কল্যাণকর হউক।" ব্যাখ্যার ও ভাষ্যের ভাবে সাধারণ যজ্ঞাগ্নির প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

মন্ত্রের আমরা যে অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। 'আহুতঃ' পদের যে অর্থ ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় প্রকটিত, তদনুসারে যজ্ঞকুণ্ডস্থিত সাধারণ অগ্নি ভিন্ন অন্য কোনও ভাব উপলব্ধি করা সুকঠিন। 'আহুতঃ' পদে

আমরা যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি, তাহাতে ঐ পদে সেই ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝা যায়। আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'অস্মাকং মানসযজ্ঞে সত্তাবাদিভিঃ প্রবর্দ্ধিতঃ।' ভগবান সৎস্বরূপ; তিনি সদ্ভাব—সদ্ভাবের সহিত ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত। তিনি সদ্ভাবের অধিকারী—তিনি সদ্ভাবের জনয়িতা। যে হৃদয়ে সদ্ভাব বিরাজিত, সেখানেই তিনি পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত। সদ্ভাবেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। এই ভাব 'আহুতঃ' পদে প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে করি। সেই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ঐ পদে 'আমাদের মানস-যজ্ঞে সদ্ভাবাদির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুভগ' পদের 'শোভনধনায়' অর্থ ভাষ্যে দেখিতে পাই। আমরাও প্রায় একইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অগ্নিদেব শোভনধন প্রদান করিতে সমর্থ, তাই তিনি 'সুভগ।' যাহা সৎ, যাহা সৎসম্বন্ধযুত, তাহাই শোভন তাহাই প্রশংসার্হ। এস্থলে সেই ধনের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। এ ধন পার্থিব ধন নহে; এ ধনের সহিত পার্থিব কলুষ-কলঙ্কের কোনও সংস্রব নাই। এ ধন শাশ্বত অবিনশ্বর; এ ধন ইহলোকে শান্তিময়, পরলোকে মোক্ষপ্রদ। এ দান—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গফল দান। সেই দানই সাধকের কামনার বস্তু—সেই দানই তাহার একমাত্র লক্ষ্য-স্থানীয়।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশের প্রার্থনা—'আমাদের যজ্ঞ কল্যাণপ্রদ হউক।' হৃদয়ের যজ্ঞক্ষেত্রে জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিয়াছে। সে যজ্ঞ হিংসারহিত। যাজ্ঞিক সাধক হিংসারহিত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে হয়, কামক্রোধাদি রিপুবর্গকে বিদূরিত করিবার প্রয়োজন হয়,—দয়া-দাক্ষিণ্য-সরলতা-আত্মপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি হৃদয়ে জ্যোতীরূপে প্রকাশ পায়। সাধকের প্রার্থনা,—যজ্ঞের ফলে, হৃদয়ের অন্ধতামস দূর হউক, হৃদয় নির্ম্মল হউক, হৃদয়ে দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্ভাবনিচয়ের উদ্ভব হউক। তাহাই কল্যাণপ্রদ—তাহাই শ্রেয়ঃ-সাধক; তাহাই ভগবদ্-প্রাপ্তির সোপান। এখানে সেই ভাবই পরিব্যক্ত।

মন্ত্রের শেষ প্রার্থনা,—'আমাদের স্তুতি-সমূহ মঙ্গলপ্রদ হউক।' ভাব এই যে, আমরা যেন একমনে একপ্রাণে তাঁহাকে ডাকতে সমর্থ হই। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে, ভগবান্ আপনিই আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা যেন তাঁহাকে ডাকার মত ডাকিতে পারি। আমাদের স্তবস্তুতিতে যেন কোনরূপ কপটতা না থাকে। আর আমরা তদুপলক্ষে যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, তাহা যেন সৎসংস্রবযুক্ত হয়। সৎকর্ম্মপ্রভাবে আমরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাইতে সমর্থ হইব। তাই ডাকি 'দেব! হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও, চতুর্ব্বর্গধনদান-রূপ প্রভূত কল্যাণ-সাধন কর। আমরা, তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া সংসার-সমুদ্রে তরিয়া যাই।' (১৫অ—৩খ ২দ—১সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ঊনবিংশ সূক্তের ঊনবিংশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ-১প্র-২দ-৫সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩
ভদ্রং মনঃ কৃণুষ্ব বৃত্রতূর্য্যে

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
যেনা সমৎসু সাসহিঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অব স্থিরা তনুহি ভূরি শর্দ্ধতাং

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বনেমা তে অভিষ্টয়ে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'বৃত্রতূর্য্যে' (রিপুসংগ্রামে পাপনাশায় ইত্যর্থঃ) 'মনঃ' (অস্মাকং মনঃ) 'ভদ্রং' (কল্যাণকামিনং) 'কৃণুষ্ব' (কুরু); 'যেন' (যথা) 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামেষু) বয়ং 'সাসহিঃ' (শত্রুজয়িনঃ ভবেম তথাবিধং কুরু ইত্যর্থঃ); 'শর্দ্ধতাং' (রিপূণাং) 'ভূরি' (প্রভূতপরিমাণং) 'স্থিরা' (দৃঢ়ং বলং) 'অবতনুহি' (পরাজিতং কুরু, বিনাশয়); 'অভিষ্টয়ে' (অভীষ্টপ্রাপ্তয়ে) 'তে' (তব—কৃপাং ইতি যাবৎ) 'বনেম' (প্রার্থয়ামঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমমঙ্গলং প্রদেহি তথা অস্মান্ রিপুজয়িনঃ কুরু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৫অ—৩খ ২সূ ২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! রিপুসংগ্রামে পাপনাশের জন্য আমাদিগের মনকে কল্যাণকামী করুন; যেরূপে রিপুসংগ্রামে আমরা শত্রুজয়ী হই সেইরূপ করুন; রিপুদিগের প্রভূতপরিমাণ দৃঢ়বল বিনাশ করুন; অভীষ্টপ্রাপ্তির জন্য আপনার কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরম-মঙ্গল প্রদান করুন এবং আমাদিগকে রিপুজয়ী করুন।) ॥ (১৫অ—৩খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'বৃত্রতূর্য্যে' সংগ্রামে 'ভদ্রং' 'মনঃ' 'কৃণুষ্ব' অস্মাকং কুরু। 'যেন' মনসা ত্বং 'সমৎসু' সংগ্রামেষু 'সাসহিঃ' ভৃশং শত্রূনভিভবসি। অপিচ 'শর্দ্ধতাং' অভিভবতাং শত্রূণাং 'ভূরি' ভূরীণি বহুনি 'স্থিরা' স্থিরাণি দৃঢ়ান্যপি বলানি 'অব তনুহি' পরাজিতানি কুরু। বয়ঞ্চ 'অভিষ্টিভিঃ' আস্মগমন-সাধনৈঃ হবির্ভিঃ স্তোত্রৈশ্চ 'তে' ত্বাং 'বনেম' সম্ভজেমহি। যদ্বা, 'তে' তব প্রসাদাৎ অভিষ্টিভিঃ অভীষ্টৈঃ ফলৈঃ 'বনেম' সংগচ্ছেমহি ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় (১৫৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের প্রথম অংশ 'ভদ্রং মনঃ কৃণুষ্ব'- আমাদিগের মনকে কল্যাণযুক্ত করুন, অর্থাৎ আমাদের মন যেন কল্যাণজনক পথে প্রধাবিত হয়। আমরা যেন কল্যাণলাভের জন্য আত্মনিয়োগ করি, কল্যাণদায়ক চিন্তায় আত্মনিয়োগ করি। কি উদ্দেশ্যে? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে -'বৃত্রতূর্য্যে বৃত্রনাশায়'—অজ্ঞানতানাশের জন্য, পাপবিনাশের জন্য। পাপের চেয়ে অজ্ঞানতার চেয়ে অমঙ্গলদায়ক আর কিছুই নাই। সেই অমঙ্গলকে নাশ করিবার জন্য মঙ্গলশক্তির প্রয়োজন। তাই যাহাতে আমাদের মন মঙ্গলসাধনের শক্তিলাভ করে—মন্ত্রে তাহার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই মঙ্গললাভের একটা উদ্দেশ্য—অমঙ্গলনাশ, রিপুজয়। তাই বলা হইয়াছে—''যেন সমৎসু সাসহিঃ''—যে উপায়ে রিপুদিগকে বিনাশ করা যায়, যেরূপে রিপুসংগ্রামে আমরা জয়লাভ করিতে পারি, তাহার উপায় বিধান করুন।

দুই উপায়ে রিপুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়। প্রথম উপায় - নিজে শক্তিলাভ করিয়া। দ্বিতীয় উপায় - রিপুদিগকে হীনশক্তি করিয়া। উপরে মঙ্গলজনক শক্তিলাভের প্রার্থনা—রিপুজয়ের প্রার্থনা আছে। অপর উপায় অর্থাৎ রিপুদিগকে হীনশক্তি করিবার জন্য অপর অংশে প্রার্থনা আছে। 'শর্দ্ধতাং ভূরি স্থিরা অবতনুহি' - শত্রুগণের অভেদ্য শক্তিকে বিনাশ করুন—ইহাই মন্ত্রাংশের মর্ম্ম। সর্ব্বশেষে অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যাও প্রদান করিতেছি,—''হে অগ্নি! সংগ্রামে মন কল্যাণকর কর, তুমি এই মনের দ্বারা সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত কর, অভিভবকারী শত্রুদিগের প্রভূত ও স্থির বল পরাজিত কর, আমরা অভিগমনসাধন হবোর দ্বারা তোমার ভজনা করিব।" (১৫অ—৩খ ২সূ—২সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ঊনবিংশ সূক্তের বিংশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়গান।

২ ১র২ ৪ ৫ ২৮ ৩ ৫ ২ ১র২র১ — ১ ২ ৪
তয়োনো ৩ অগ্নিঃ। আহু ২ ৩ ৪ তাঃ। ত্বয়ারা তারিঃস্থ ২। তগতায়ো ৩ আ ৩।

২ ৫ : ১ ২ ৪ ২ ৫
ধ্বা ৩ ২ ৩ ৪ রাঃ। তয়াঃ। উতাপ্রা ৩ শা ৩। স্বা ৩ ৪ ৫ স্নো ৬ হায়ি ॥১॥২॥

— • —

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৭ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসো যহো।

৩ ১ ৩ ৩ ২ ৩ . ১'২
অস্মে দেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহসঃ যহো' (শক্তেরাশ্রয়, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রাপক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব !) ত্বং 'গোমতঃ' (জ্ঞানসংযুতস্য) 'বাজস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'ঈশানঃ' (ঈশ্বরঃ, পালকঃ) অসি ইতি শেষঃ ; অতঃ 'জাতবেদঃ' (হে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ) 'অস্মে' (অস্মাসু) 'মহি' (মহৎ, প্রভূতং) 'শ্রবঃ' (মঙ্গলং) 'দেহি' (স্থাপয়)। সৎকর্ম্মসম্ভূতস্য সজ্জ্ঞানস্য প্রভাবং অত্র পরিলক্ষ্যতে ; তেন মহতী সিদ্ধিঃ জায়তে—ইতি ভাবঃ। (১৫অ-৩খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তির আশ্রয় অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যের জনয়িতা হে জ্ঞানদেব! আপনি জ্ঞানসংযুত সৎকর্ম্মের পালক হয়েন ; অতএব, হে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ! আমাদিগের মধ্যে মহৎ বা প্রভূত মঙ্গল স্থাপন করুন। (সৎকর্ম্মসম্ভূত জ্ঞানের প্রভাব এখানে পরিবর্ণিত আছে ; তদ্দ্বারা মহতী সিদ্ধি হয়—ইহাই ভাবার্থ।)। (১৫অ—৩খ—৩সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়গান আছে। উহার নাম যথা ;—"সকম,।"

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সহসঃ যহো' বলস্য পুত্র! 'অগ্নে'! 'গোমতঃ' বহুভির্গোভির্যুক্তস্য 'বাজস্য' অন্নস্য 'ঈশানঃ' ঈশ্বরস্ত্বমসি। অতঃ 'অস্মে' অস্মাসু হে 'জাতবেদঃ' জাতধন! জাতানাং বেদিতো বা অগ্নে। 'মহি' প্রভূতং 'শ্রবঃ' অন্নং 'ধেহি' প্রযচ্ছ। সহসো যহো—পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ আমন্ত্রিতস্য চ (৮।১।১৯) ইতি ষষ্ঠ্যামন্ত্রিত-সমুদায়ো নিহন্যতে। অস্মে - সুপাং সুলুক্ (৭।১।৩৯)—ইতি সপ্তম্যাঃ শে-আদেশঃ ॥ (১৫অ—৩খ ৩সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১৫৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী অগ্নির সম্বোধনে প্রযুক্ত। কিন্তু অগ্নি এখানে 'সহসঃ যহো' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। তাহাতে কেহ বা কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াছেন; কেহ বা 'বল' নামক কোনও শবর বা অসুরের পুত্রকে অগ্নি অভিধানে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ দুই পদের অর্থে পূর্ব্বাপর আমরা 'শক্তির আশ্রয়' বা 'সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যের প্রজনক' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। মন্ত্রে একটি 'গোমতঃ' পদ আছে। তাহা হইতে 'গবাদি পশুসহযুত' অর্থ ব্যাখ্যাদিতে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঐ পদে পূর্ব্বাপর আমরা 'জ্ঞানসহযুত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বাক্য বা স্তুতিমন্ত্রসহযুত' অর্থও ঐ পদের দ্যোতক হয়। 'বাজস্য' পদে ভাষ্যাদিতে 'অন্নের' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যত্র ঐ পদে 'ঘোটক' অর্থ গৃহীত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু আমরা পূর্ব্বাপর যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মকেই বাজ-শব্দের দ্যোতক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া আসিতেছি। 'শ্রবঃ' পদে এখানে ভাষ্যাদিতে 'অন্নং' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ পদে 'মঙ্গল' অর্থই আমরা সমীচীন দেখি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, এই মন্ত্রে বলের পুত্র অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া গবাদি পশুসহ ধন বা অন্ন প্রার্থনা করা হয় নাই। 'বাজং' ও 'শ্রবঃ' দুই পদেই 'অন্নং' প্রতিবাক্য গ্রহণেরও সঙ্গতি দেখি না। ফলতঃ, এই মন্ত্রে সেই শক্তির আশ্রয় সৎকর্ম্মের প্রজনক জ্ঞানদেবতাকে সম্বোধন করিয়া, তিনি যে জ্ঞানসহযুত সৎকর্ম্মের পালক অথবা তিনি যে স্তুতিমন্ত্র-নিষেবিত ভগবদুপাসনা-রূপ সৎকর্ম্মের ঈশ্বর, তাহাই বলা হইয়াছে; এবং তাঁহার নিকট পরমমঙ্গল প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১৫অ—৩খ-৩সূ-১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ঊনাশীতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২৩ ১র ২র৩ ২৩২৩ ১ ২ ৩২
স ইধানো বসুষ্কবিরগ্নিরীড়েন্যো গিরা।

৩২৩ ১ ২
রেবদস্মভ্যং পুর্ব্বণীক দীদিহি ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ লোকহিতসাধকঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'ইধানঃ' (দীপনশীলঃ, দৃষ্টি-শক্তিপ্রদঃ) 'বসুঃ' (নিবাসয়িতা, মোক্ষপ্রদাতা) 'কবিঃ' (সর্ব্বদর্শী, মেধাবী) তথা 'গিরা' (স্তোত্রেণ, অনুশীলনেন ইতি ভাবঃ) 'ঈড়েন্যঃ' (স্তোতব্যঃ, অনুসরণীয়ঃ ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ ; 'পুর্ব্বণীক' (বহুমুখপ্রসারিত সর্ব্বত্রক্রিয়াশীল বা হে দেব !) 'অস্মভ্যং' (উপাসকেভ্যঃ) 'রেবৎ' (পরমং ধনং, শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'দীদিহি' (দীপ্যস্ব, দেহি ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানস্য প্রভাবং অনুধ্যায় উপাসকঃ পরমধনং প্রার্থয়তে—ইতি তাৎপর্য্যং। (১৫অ ৩খ—৩সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ লোকহিতসাধক সেই জ্ঞানদেবতা—দীপনশীল অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি-প্রদাতা, নিবাসয়িতা অর্থাৎ মোক্ষপ্রদাতা, সর্ব্বদর্শী এবং স্তোত্রের দ্বারা (অনুশীলনের দ্বারা) স্তোতব্য অর্থাৎ অনুসরণীয় হয়েন ; বহুমুখপ্রসারিত অর্থাৎ সর্ব্বত্র-ক্রিয়াশীল হে দেব! উপাসক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (জ্ঞানের প্রভাব অনুধ্যান করিয়া উপাসক পরমধন প্রার্থনা করিতেছেন—ইহাই তাৎপর্য্য।) (১৫অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' অগ্নিঃ 'ইধানঃ' দীপন-শীলঃ 'বসুঃ' নিবাসয়িতা সর্ব্বেষাং, 'কবিঃ' ক্রান্ত-দর্শনঃ মেধাবী বা 'গিরা' স্তোত্র-রূপয়া বাচা 'ঈড়েন্যঃ' স্তোতব্যো ভবতি হে 'পুর্ব্বণীক' অনীকং মুখং পুরুভিঃ বহ্বীভিঃ অনীক-স্থানীয়াভিঃ জ্বালাভিঃ যুক্তাগ্নে! 'অস্মভ্যং' 'রেবৎ' ধন-যুক্তমন্নং যথা ভবতি তথা 'দীদিহি' দীপ্যস্ব। দীদেতি ছান্দসো দীপ্তি-কর্ম্মা ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৫৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইধানঃ' 'বস্বঃ' 'কবিঃ' প্রভৃতি পদের মর্ম্মানুধাবন করিলে জগন্ত অগ্নির অতীত বস্তুর প্রতিই লক্ষ্য আসে। যিনি 'ইধানঃ' দীপনশীল অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি-প্রদাতা, তিনি ঐ জ্বলন্ত অনল হইতে পারেন বটে; কিন্তু জ্ঞানপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সে অর্থের সঙ্গতি হয়। তিনি নিবাসয়িতা (বস্বঃ) অর্থাৎ মোক্ষ-প্রদাতা; এখানে প্রথম প্রকার অর্থে, এক দৃষ্টিতে জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি লক্ষ্য আসিতে পারে বটে; কিন্তু জ্ঞানই যে নিবাসস্থান বা মোক্ষ প্রদান করেন, তাহা স্বতঃই বোধগম্য হয়। তার পর, 'কবিঃ' পদের ক্রান্তদর্শী বা মেধাবী প্রভৃতি প্রতিবাক্যে কিন্তু আর জ্বলন্ত অগ্নিকে মনে করা যায় না। এইরূপ 'গিরা ঈলেন্যঃ' পদদ্বয়ে 'স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা স্তোতব্য' অর্থ হইতে 'অনুসরণের দ্বারা অনুসরণীয়' ভাবই সঙ্গতি বলিয়া বুঝি। অনুশীলন আর অনুসরণ—জ্ঞানার্জ্জনের প্রধান সোপান। উক্ত পদদ্বয়ে সেই তত্ত্বই প্রকাশমান্।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে দেবতার সম্বোধন বিশেষণ 'পুর্ব্বণীক' পদ এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনীয় ধন-বাচক 'রেবৎ' পদ। ঐ দুই পদের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাজ্ঞাপক 'দীদিহি' ক্রিয়া-পদ বিশেষ-ভাবে অনুসরণীয়। 'রেবৎ' পদে সেই ধনকে বুঝায়, যে ধন দীপ্যমান হয়। আমাতে সেই ধন দীপ্যমান করুন—বলিতে, শুদ্ধসত্ত্বরূপ সুনির্ম্মল পরমধন প্রদান করুন—এইরূপ প্রার্থনাই প্রকাশ পায়। ফলতঃ, এ মন্ত্রে জ্ঞানের অধিকারী হইয়া পরমার্থ-লাভের কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১৫অ-৩খ-৩সূ—২সা)।

— — • — —

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩　১　　২　৩২উ　　　৩　１　২　৩　১র　২র
ক্ষপো রাজন্নুত ত্মনাগ্নে বস্তোরুতোষসঃ।

১　　২　　　৩　১　২　　৩　　১　২
স তিগ্মজম্ভ রক্ষসো দহ প্রতি॥ ৩॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রাজন্' (স্বপ্রকাশশীল) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'ক্ষপঃ' (প্রেরয়—অস্মাসু পরমং ধনং ইতি যাবৎ); 'উত' (অপিচ) তৎ 'ত্মনা' (আত্মনা সহ) আগচ্ছতু ইতি ভাবঃ; 'উত'

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ঊনাশীতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

(অপিচ) 'বস্তোঃ' (সর্ব্বেষু অহঃসু) তথা 'উষসঃ' (সর্ব্বাসু রাত্রিষু) তৎ বিরাজিতং অস্তু ইতি শেষঃ; জ্ঞানেন সহ সদৈব অস্মাসু শুদ্ধসত্ত্বরূপং পরমং ধনং প্রতিষ্ঠিতং ভবতু—ইতি প্রার্থনা; 'তিগ্মজম্ভ' (তীক্ষ্ণদ্যুতিঃসম্পন্ন হে দেব !) 'সঃ' (লোকহিতসাধকঃ ত্বং) 'রক্ষসঃ' (শত্রূন্, রিপূন্) 'প্রতি দহ' (প্রত্যেকং নাশয়); জ্ঞানপ্রভাবেন রিপূণাং প্রাধান্যং সর্ব্বথা খর্ব্বং ভবতু—ইত্যেবং প্রার্থনা। (১৫অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্বপ্রকাশশীল হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের মধ্যে পরমধন প্রেরণ করুন; এবং আপনার সহিত তাহা আগমন করুক; এবং সকল দিবসে ও সকল রাত্রিতে আমাদিগের মধ্যে তাহা বিরাজমান্ থাকুক; (প্রার্থনা এই যে,—জ্ঞানের সহিত সদাকাল শুদ্ধসত্ত্বরূপ পরমধন আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক); তীক্ষ্ণদ্যুতিসম্পন্ন হে দেব! লোকহিতসাধক সেই প্রসিদ্ধ আপনি শত্রুগণকে (রিপুদিগকে) নাশ করুন। (প্রার্থনা এই যে,—জ্ঞানের প্রভাবে রিপুসমূহের প্রাধান্য সর্ব্বপ্রকারে খর্ব্ব হউক।)। (১৫অ—৩খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'রাজন্' রাজমান! 'অগ্নে'! 'ক্ষপঃ' রাক্ষসাদীন্ স্বকীয়ৈঃ পুরুষৈর্ব্বাধস্ব। 'উত' অপিচ 'ত্মনা' ন কেবলমন্যৈরেব আত্মনা চ তান বাধস্ব। কদা? ইতি চেৎ, উচ্যতে—'বস্তোঃ' সর্ব্বাণ্যহানি 'উত' অপিচ 'উষসঃ' কালোপলক্ষণরাত্রীশ্চ। অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া (২।৩।৪) সর্ব্বেষ্বহঃসু সর্ব্বাসু রাত্রিষু চেত্যর্থঃ। 'হে তিগ্মজম্ভ' তীক্ষ্ণ-মুখাগ্নে! 'রক্ষসঃ' রাক্ষসান্ উক্ত প্রকারেণ ক্ষপয়িত্বা স এব ত্বং 'প্রতিদহং' প্রত্যেকং প্রতীত্য ইহ ন কিঞ্চিদপ্যবশিষ্যতামিত্যর্থঃ। (১৫অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

ইতি পঞ্চদশস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১৫৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রের অন্তর্গত 'ক্ষপঃ' ক্রিয়াপদ উপলক্ষে ভাষ্যকার 'রাক্ষসাদীন' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। তদনুসারে 'ক্ষপঃ' পদে 'বাধস্ব' প্রতিবাক্যে 'বাধা দেও—বিতাড়িত কর' এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই অংশের 'ত্মনা' পদের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য ভাষ্যকারকে আরও দুইটী পদ ('স্বকীয়ৈঃ পুরুষৈঃ' পদদ্বয়) অধ্যাহার করিতে হইয়াছে।

এতদনুসারে ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে এই মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'হে দীপ্যমান্ অগ্নে! আপনি আপনার লোকজনের দ্বারা রাক্ষসাদিকে বিতাড়িত করুন, এবং স্বয়ংও তাহাদিগকে বিতাড়িত করুন।' এই উপলক্ষে 'বস্তোঃ' ও 'উষসঃ' পদদ্বয়ে যথাক্রমে 'সকল দিবসে' ও 'সকল রাত্রিতে' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত পদ-সমূহের প্রতিবাক্যাদি গ্রহণ-বিষয়ে আমরা প্রায়ই ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছি; কিন্তু মূল প্রার্থনা-সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব অন্তরে পোষণ করিতেছি।

প্রথম—'ক্ষপঃ' ক্রিয়াপদ। আমরা বলি, প্রেরণার্থক 'ক্ষপ্' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। সুতরাং উহার প্রতিবাক্য 'প্রেরয়' বা 'প্রেরণ কর' হওয়াই সঙ্গত। পূর্ব্ব-মন্ত্রে 'রেবৎ'-রূপ পরমধন প্রাপ্তির প্রার্থনা আছে। আমরা বলি, এখানে বলা হইতেছে,—'সেই ধন আমাদিগকে প্রেরণ করুন (প্রদান করুন)।' তদনুসারে 'উত অনা' পদদ্বয়ে ভাব প্রাপ্ত হই এই যে,—'আপনার সহিত অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত সেই ধন (পরমধন—শুদ্ধসত্ত্ব) আমাদিগের অধিগত হউক।' তারপর, 'বস্তোঃ' ও 'উষসঃ' পদদ্বয়ের ভাষ্যানুসারী অর্থেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারি—'আমরা যেন দিবারাত্রি সকল সময়ই সেই ধনের অধিকারী থাকি।' এ পক্ষে মন্ত্রের প্রথম অংশের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'আমি যেন সর্ব্বদা জ্ঞানসহযুত শ্রেষ্ঠ ধনের অধিকারী হই।'

পক্ষান্তরে অন্য এক ভাবও ঐ মন্ত্রাংশে লক্ষ্য করা যায়। 'উষসঃ' পদে সকলেই 'রাত্রি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন বটে, আমরাও মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় সেই অর্থের প্রাধান্য পরিকল্পনা করিয়াছি সত্য; কিন্তু 'বস্তোঃ' ও 'উষসঃ' পদদ্বয়কে আর একভাবে গ্রহণ করিলেও মন্ত্রার্থে সঙ্গতি রক্ষা করা যাইতে পারে। তাহাতে 'বস্তোঃ' পদে সপ্তমী বিভক্তিতে 'সর্ব্বকালে' অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক 'উষসঃ' পদে 'জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তিসমূহ' অর্থ গ্রহণ করা যায়। সে পক্ষে ঐ মন্ত্রাংশের অন্বয় করিতে পারি,—

'উত' (অপিচ) 'বস্তোঃ' (সর্ব্বেষু অহঃসু, সর্ব্বদা ইত্যর্থঃ) 'উষসঃ' (জ্ঞানোন্মেষিকাঃ বৃত্তয়ঃ) অস্মাসু প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তু ইতি শেষঃ।

অর্থাৎ

আর, সকল দিবসে সর্ব্বদা জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তিসমূহ আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক।

যাহা হউক, যেরূপ অর্থই গ্রহণ করা যাউক, আমাদিগের পরিগৃহীত পূর্ব্বরূপ ব্যাখ্যায় এবং এই ব্যাখ্যায় উভয়ত্রই ভাবপক্ষে অভিন্নত্ব পরিলক্ষিত হইবে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, 'রক্ষসঃ' পদ আছে। ঐ পদে রাক্ষসগণকে, কোনও কোনও ব্যাখ্যায় যাদুকারগণকে, লক্ষ্য করা হয়। * 'তিগ্মজম্ভ' পদে 'জ্বালামুখ' অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক,

---

* নিম্নে এই মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে 'রাজন্' পদটী সম্বোধন-পদ-রূপে গৃহীত না হইয়া অসমাপিকা ক্রিয়া-মধ্যে গণ্য হইয়াছে, এবং

'হে জ্বালামুখ অগ্নি! আপনি সেই রাক্ষসগণকে দগ্ধ করুন' - এইরূপ অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা 'রক্ষসঃ' পদে 'রাক্ষস যাদুকর' অর্থ গ্রহণ করি না। যাহা হইতে রক্ষা আবশ্যক - সেই ব্যুৎপত্তি-মূলে, ঐ পদে কামাদি রিপুগণের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। আমরা তাই এখানে যথাপূর্ব্ব 'রক্ষসঃ' পদে 'রিপুশত্রুগণকে' অর্থ গ্রহণ করি। তদনুসারে ঐ মন্ত্রাংশের ভাব হয় এই যে,—'হে জ্ঞান! তুমি আমার রিপুগণকে পর্য্যুদস্ত বা সংযত কর।' জ্ঞানেরই সাহায্যেই কামাদি রিপু বশীভূত হয়। সেই সাহায্য-লাভের কামনাই এখানে প্রকাশমান দেখি। (১৫অ—৩খ—৩সূ - ৩সা)। •

—— • ——

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২১র২ ৪৫ ২A৩ ৫ ২র১র২১ ২n৩ ৫
১। অগ্নেবা ৩ অস্ব। গোমা ২ ৩ ৪ তাঃ। ঈশানঃসা। হাসোযা ২ ৩ ৪ হো।

২১র র ৭র n৩ ২ ১৩১১১১
অস্মাগ্নিদেহাগ্নি। জাতা ২ বা ২ ৩ ৪ ৫ য়িদা ৬ ৫ ৬ঃ। মহিশ্রবা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

* * *

১রর -- র ১ ২র১র২১ ২৩র২১ ২১২
২। অগ্নেবাজা ২ স্ব। গোমত্তোবা। ঈশানঃসা। হসোযহো। অস্মাগ্নি-

র ১র ২রর১ ২ ১র — ১র --
দেহিজাতবেদোম। হা ২ ৩ য়ি। শ্রবাউরা। শ্রুধিয়া ২। সইধানো ২ ব।

১ ২১২র১ ২৩র২১ ২র১২১ ২ র১
স্বক্ষশোবা। অগিরীডাগ্নি। নিযোগিরা। রেবদস্মভাম্পুরুনীক। দা ২ ৩ য়ি।

২ ১র --- ১ রর -- ১ ২১র২১
দিতাউবা। শূধিয়া ২। ক্ষপোরাজা ২ সু। তত্মনোবা। অগ্নেসস্তোঃ।

'তিগ্মজম্ভ' পদে 'তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট' অর্থ পরিকল্পিত রহিয়াছে। অনুবাদটী পাঠ করিলে, তাহাতে ভাবের পার্থক্য উপলব্ধ হইবে। যথা,—

"Reigning by night by thy own power, O Agni, and at the break of dawn, O god with sharp teeth, burn against the sorcerers."

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের উনাশীতিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ৩র২ ১ ২ ১ ২র ১ ২ ১র ..
উতোষসাঃ। সতিগ্মজম্ভরক্ষসোদ। হা২৩। প্রত্তাউবা। শুধিয়া২।
১ ২ ১
এ২৩হিয়া৩৪৩। ও২৩৪৫ঈ। ডা॥ ২।৩।*

— • —

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ৩ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বিশোবিশো বো অতিথিং বাজয়ন্তঃ পুরুপ্রিয়ম্।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অগ্নিং বো দুর্য্যং বচঃ স্তুষে শূষস্য মন্মভিঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! যূয়ং যদি 'বাজয়ন্তঃ' (অন্নমিচ্ছন্তঃ, ভগবন্তং কাময়ন্তঃ) ভবথ তদা 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'বিশোবিশঃ' চ (সর্ব্বস্যাঃ প্রজায়াশ্চ, নিখিলজনানাঞ্চ) 'পুরুপ্রিয়ং' (অতিশয়েন প্রিয়ং) 'অতিথিং' (অতিথিবৎপূজ্যং, মিত্রভূতমিতি যাবৎ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং) 'মন্মভিঃ' (হৃদ্গতস্তুতিভিঃ, ভক্তিপ্রযুক্তৈরিত্যর্থঃ), আহ্বয়ত, হৃদি নিবেশয়ত ইতি ভাবঃ। 'বঃ' (যুষ্মদর্থং, যুষ্মাকং শান্তিলাভায়) 'দুর্য্যং' (গৃহং, শ্রেষ্ঠনিবাসমিত্যর্থঃ) 'শূষস্য' (সুখকারণং, পরমসুখপ্রাপকমিতি ভাবঃ) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং, জ্ঞানদেবং) 'বচঃ' (স্তুতিভিঃ, ভক্ত্যা) 'স্তুষে' (স্তৌমি, হৃদি উদ্দীপয়ামি অহমিতি শেষঃ)। আত্মোদ্বোধন-মূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। মুক্তিমিচ্ছন্তঃ জনাঃ ভক্ত্যা ভগবন্তং অর্চ্চেয়ুঃ। অতঃ অহমপি হৃদি তং উদ্বোধয়ামি ইতি ভাবঃ। (১৫অ-৪খ-১সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা যদি ভগবানকে পাইবার কামনা কর, তাহা হইলে তোমাদিগের এবং নিখিল জনগণের অতিপ্রিয়, অতিথিবৎ পূজ্য (মিত্রের ন্যায় সহজপ্রাপ্য), অগ্নিদেবকে (জ্ঞানাগ্নিকে) ভক্তিপ্রযুক্ত স্তোত্র দ্বারা আহ্বান (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) কর। তোমাদের

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে; (১) "পৌষ্কলম্" এবং (২) "শ্রৌদানম্"।

শান্তি-কামনায় সকল সুখের নিদান, শ্রেষ্ঠনিবাসস্থল, অগ্নিদেবকে (স্বপ্রকাশ জ্ঞানদেবতাকে) স্তুতি দ্বারা (ভক্তিসহযুত অর্চ্চনাকারী) আমি স্তব করি (হৃদয়ে উদ্দীপিত করি)। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—মুক্তি-ইচ্ছাকারী জনগণ যেন ভক্তির সহিত ভগবানকে অর্চ্চনা করেন; অতএব আমিও যেন হৃদয়ে তাঁহাকে উদ্বোধন করি। (১৫অ—৪থ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজো যজমানাশ্চ 'বঃ' যূয়ং 'বাজয়ন্তঃ' অন্নমিচ্ছন্তঃ 'বিশঃ বিশঃ' সর্ব্বস্যাঃ প্রজায়াঃ 'অতিথিং' পূজ্যং 'পুরুপ্রিয়ং' বহু-প্রিয়ং 'অগ্নিং' স্তুত্যা পরিচরেতি শেষঃ। অহঞ্চ 'বঃ' যুষ্মদর্থং 'দুর্য্যং' গৃহহিতং অগ্নিং 'বচঃ' অনু 'স্তুষে' স্তৌমি 'শূষস্য' বলস্য লাভার্থকৈঃ সাধনৈঃ 'মন্মভিঃ' মননীয়ৈঃ স্তোত্রৈঃ॥ (১৫অ—৪থ—১সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (১৫৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। চিত্তবৃত্তিসমূহকে উদ্বোধিত করিবার জন্য এই মন্ত্রের অবতারণা। শত্রু সর্ব্বকালেই প্রবল হইবার প্রয়াস পায়। অসৎ সর্ব্বকালেই সতের পীড়নে উদ্বোধিত হইয়া থাকে। চিত্তবৃত্তিসমূহ সৎপথাবলম্বী হইলেও, কখনও কখনও অসন্মার্গে প্রধাবিত হইবার জন্য প্রবুদ্ধ হয়। চিত্ত সদাই চঞ্চল। চিত্ত সদাই ইতস্ততঃ বিচরণশীল। সুতরাং তন্নিহিত বৃত্তিসমূহও যে চাঞ্চল্য-সম্পন্ন হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? সেই জন্যই, বড় ক্ষোভেই, সাধকশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন,—'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।' ইত্যাদি। এস্থলেও, সাধক সাধনপথে অগ্রসর হইয়া চিত্তের চাঞ্চল্য সম্যক্ বিদূরিত করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তাঁহার হৃদয়ে সদ্বৃত্তি-সন্তানসমূহ স্থায়ী হইতে পারিতেছে না। তাই তিনি আপন চিত্তবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে চিত্তবৃত্তি-সমূহ! যদি তোমরা ভগবানকে পাইতে চাও, তাহা হইলে দৃঢ়তা অবলম্বন কর।' কিন্তু সে দৃঢ়তা কেমন করিয়া আসিবে? সে দৃঢ়তা সঞ্চয় করিতে হইলে, জ্ঞানাগ্নি উদ্দীপিত করিতে হইবে। সেই জ্ঞানদেব এমনই প্রভাবশালী যে, তিনি নিখিল জগতের আকাঙ্ক্ষিত এবং নিখিল জগতের আরাধ্য। তিনি মিত্রের ন্যায় সুখপ্রাপ্য। সুতরাং যদি তোমরা ভক্তিসহযুত অন্তরে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সুপ্রসন্ন হইবেন। তখন আর তোমাদের কোনও ভাবনা থাকিবে না। তিনি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে, তোমাদের কলুষ-কলঙ্ক বিদূরিত হইবে, তোমাদের হৃদয়ে দৃঢ়তা জন্মিবে, তাঁহাকে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিদানে তাঁহার পূজা করিতে সমর্থ হইবে। আমিও তখন নিশ্চিন্ত থাকিব না।

তোমাদের যাহাতে কল্যাণ সাধিত হয়, আমিও তাহার চেষ্টা করিব। জানি আমি—তিনি সকলের নিবাসহেতুভূত, জানি আমি—স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিলব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই বিলীনশঙ্কর, জানি আমি—তাঁহাতেই মুক্তি, তাঁহাতেই ভুক্তি। তাহা জানিয়াই আমার দৃঢ়সঙ্কল্প জন্মিতেছে,—তাহা জানিয়াই তোমাদের দৃঢ়তা-সম্পাদনে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছি—তাহা জানিয়াই তোমাদের সহিত একযোগে তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছি। এস সকলে মিলিয়া, সমবেতভাবে, তাঁহাকে ভক্তিডোরে বাঁধিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাই। তোমাদের উৎকর্ষে আমারও উৎকর্ষ সাধিত হইবে। আমিও তাহা হইলে সেই সকলের আশ্রয় বিশ্বহেতুভূত ভগবানে আশ্রয় লাভ করিব।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'তোমরা অন্নাভিলাষী, সমস্ত প্রজাগণের অতিথি ও অনেকেরও প্রিয় অগ্নির স্তুতি সম্পাদন কর, আমি তোমাদের সুখের জন্য স্তোত্রের দ্বারা গূঢ়বাক্য উচ্চারণ করিতেছি।' ভাষ্যকারের মতে, এ মন্ত্রটী ঋত্বিগ্‌ যজমানগণকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু সম্বোধনকারী যে কে, ভাষ্যে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। আমাদের অর্থ যে ভাবে যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের অনুসরণে তাহা উপলব্ধ হইবে। বোধ-সৌকর্য্যার্থে আমরা 'শূষম্' ও 'বচঃ' প্রভৃতি পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহাতে, 'শূষন্তু' পদ অগ্নিদেবের বিশেষণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। জ্ঞানাগ্নির প্রভাবে হৃদয়ের কামনা-বাসনাদি শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। কামনা-বাসনাদি বিদূরিত হইলে পরমসুখ মোক্ষ-লাভের অধিকারী হওয়া যায়। অগ্নির তাপে শুষ্ক হইলে যেমন ইন্ধনাদি জ্বলিতে আরম্ভ করে; সেইরূপ, জ্ঞানাগ্নি-প্রভাবে অন্তরের রিপুশত্রুসমূহ দগ্ধীভূত হইলে, অন্তর জ্ঞানপ্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। সেইজন্য আমরা 'শূষন্তু' পদকে অগ্নির বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিলাম। তাহাতে ভাবেরও বেশ একটু বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইল। 'বচঃ' পদের ভাষ্যকার কোনও অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই। আমরা ঐ পদে 'স্তুতিভিঃ', 'ভক্ত্যা' প্রভৃতি অর্থ নির্দ্দেশ করিলাম।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'দুর্য্যং' পদের অর্থ, ভাষ্যকারের মতে—'গৃহহিতং'। আমাদের মতে, ঐ পদের অর্থ—'গৃহং, নিবাসহেতুভূতং'। ঐ পদে গৃহ বুঝাইতেছে নিরুক্তে এইরূপ উল্লেখ আছে। ভগবানকে 'নিবাসহেতুভূতং' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জগতের সকল পদার্থই তাঁহা হইতে উদ্ভব হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হয়। অনন্ত তিনি; তাই তিনি সর্ব্বধারণক্ষম, তাই তিনি জন্মগতি-নিবারণ-সমর্থ। তাঁহাকে একবার আশ্রয় করিতে পারিলে, পুনঃপুনঃ গতাগতির সম্ভাবনা থাকে না। ফলে, জন্মকারণ নিবারিত হয়, জন্মগতি রোধ হয়, যেখানে আশ্রয় লইলে আর অন্য আশ্রয়ের অনুসন্ধানে ফিরিতে হয় না, যাঁহার অনুকম্পা লাভ করিতে পারিলে আর সংসার-বন্ধন-ভয়ে ভীত হইতে হয় না—তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ আশ্রয় আর কি থাকিতে পারে? পথিক পথভ্রষ্ট—ঝড়ঝঞ্ঝাবাত্যানিপীড়নে নিপীড়িত! সে যদি একবার আশ্রয়ের সন্ধান পাইয়া আশ্রয় লাভ করিতে পারে, সহসা সে তাহা পরিত্যাগ করিতে চায় কি? সেইরূপ, সংসার-অরণ্যে পথভ্রষ্ট পথিক আমরা। দুঃখদাবদাহে সদা দগ্ধীভূত হইতেছি। সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি,—কিসে সে দুঃখ নিবারিত হয়, কিসে জন্মজরামৃত্যুর কবল হইতে

পরিত্রাণ পাইতে পারি। এমন আশ্রয় স্থান আমাদের কি আছে,—যেখানে আশ্রয় লইলে সকল সন্তাপ—সকল জ্বালা নিবারিত হয়। তখন যদি তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ের সন্ধান পাই, তাহা হইলে সে আশ্রয় পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি আসে কি? পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান আমাদের সেই আশ্রয়স্থল যে আশ্রয়ে উপনীত হইতে পারিলে পরমানন্দ লাভ করিতে পারা যায়। (১৫অ ৪খ ১সূ—১সা)॥ *

—০—

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২র ৩ ১ ২

যং জনাসো হবিষ্মন্তো মিত্রং ন সর্পিরাসুতিম্।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২

প্রশংসন্তি প্রশস্তিভিঃ॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

"হবিষ্মন্তঃ" (সাধনাপরায়ণাঃ) 'জনাসঃ' (জনাঃ) 'মিত্রং ন' (মিত্রতুল্যং) 'সর্পিরাসুতিং' (সর্পিঃ অমৃতং আসূয়তে উৎপদ্যতে যস্মিন্ তং, অমৃতদায়কং ইত্যর্থঃ) 'যং' (দেবং) 'প্রশস্তিভিঃ' (স্তুতিভিঃ) 'প্রশংসন্তি' (আরাধয়ন্তি) তং দেবং বয়ং আরাধয়াম—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবদারাধনাপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৫অ-৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধনাপরায়ণ জনসমূহ মিত্রতুল্য অমৃতদায়ক যে দেবতাকে স্তুতিদ্বারা আরাধনা করেন, সেই দেবতাকে আমরা আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবদারাধনা-পরায়ণ হই।)। (১৫অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যং' অগ্নিং 'জনাসঃ' জনাঃ যজমানাঃ 'হবিষ্মন্তঃ' সন্তঃ 'মিত্রং ন' মিত্রমিব সখায়মিব বা 'সর্পিরাসুতিং' সর্পিরাস্যতে হূয়তে যস্মিন্ তাদৃশং 'প্রশংসন্তি' স্তুবন্তি 'প্রশস্তিভিঃ'। ২।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুঃসপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের একবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

দ্বিতীয় (১৫৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। সাধকগণ যে পরমদেবতার উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেন, যে দেবতার আরাধনায় আপনাদের জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করেন, সেই পরম-দেব, জগবন্ধুর পূজার শক্তিলাভ করিবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষ অনেক সময় ভগবৎপূজায় আত্মনিয়োগ করিতে চায় বটে, কিন্তু সামর্থ্যাভাববশতঃ পূজা করিতে পারে না। ইচ্ছা থাকিলেই কোন কার্য্যে সফলতা লাভ হয় না, ইচ্ছার সঙ্গে কর্ম্মসামর্থ্যও থাকা চাই। এই মন্ত্রে সেই পূজাশক্তি লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমান মন্ত্রটীর যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে আমরা নিম্নে দুইটী ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি, তাহা হইতেই বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের ভাব অধিগত হইবে। মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ এই,—"যাঁহার উদ্দেশে ঘৃত হোম করা হয়, এবং লোকে যাঁহার উদ্দেশে হব্যদান করতঃ স্তুতিদ্বারা প্রশংসা করে।" অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"জিসকো যজমান হবি ধারণ কিয়ে হুএ আদিত্যকী বা মিত্রকী সমান ঘৃতকে হবনকে সাথ স্তোত্রোঁসে প্রশংসা করতে হ্যায়।" (১৫অ—৪থ—১স-২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
নরাশংসং জাতবেদসং যো দেবতাত্যুদ্যতা।

৩ ১র ২র ৩ ২
হব্যান্যৈরয়দ্দিবি ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবতাতি' (দেবতাতৌ, যজ্ঞে, সৎকর্ম্মসাধনে) 'উদ্যতা' (উদ্যতানি, উদ্গীতানি, উচ্চারিতানি) 'হব্যানি' (স্তোত্রাণি) 'যঃ' (যঃ দেবঃ) 'দিবি' (দ্যুলোকে, ভগবৎ-সামীপ্যে) 'ঐরয়ৎ' (প্রেরয়তি), 'নরাশংসং' (যজমানং প্রশংসমানং, সাধকানাং উৎসাহ-বর্দ্ধকং ইত্যর্থঃ) 'জাতবেদসং' (জাতধনং, জাতপ্রজ্ঞং) তং জ্ঞানদেবং বয়ং আরাধয়াম—

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম (বালখিল্য সূক্তসমেত চতুঃসপ্ততিতম) সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎ-প্রাপকং নিত্য-জ্ঞানং লভেমহি— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৫অ-৪খ-১সূ-৩সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসাধনে উচ্চারিত স্তোত্র-সমূহ যে দেবতা ভগবৎ-সমীপে প্রেরণ করেন, সাধকদিগের উৎসাহবর্দ্ধক জাত-প্রজ্ঞ সেই জ্ঞান-দেবতাকে আমরা আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপ্রাপক নিত্য-জ্ঞান লাভ করি।)॥ (১৫অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পস্যাংসং' অতিশয়েন স্তোতারং সাধুকৃতমিতি যজমানং স্তুবন্তং 'জাতবেদসং' জাতধনং স্তুমইতি বাক্য-শেষঃ। 'যঃ' অগ্নিঃ 'দেবতাতি' যজ্ঞে 'উদ্যতা' উদ্যতানি 'হব্যানি' হবীংষি 'দিবি' 'ঐরয়ৎ' প্রেরয়তি দিবি দেবেভ্যঃ। (১৫অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

• • •

তৃতীয় (১৫৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যাও প্রচলিত ভাষ্যাদিতে অসম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র মন্ত্র হইতেই মন্ত্রের মূল ভাব অধ্যাহার করা যায়, এবং ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও এইরূপ উহ্য অংশ অনেকস্থলে অধ্যাহৃত হইয়াছে। কিন্তু কেন জানি না বর্ত্তমান স্থলে মন্ত্রের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে প্রথমতঃ একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই,—"যিনি (স্তোতার) প্রশংসা করেন, যিনি জাতবেদা এবং যিনি যজ্ঞে প্রদত্ত হব্য-সমূহ দ্যুলোকে প্রেরণ করেন।" এই ব্যাখ্যার দ্বারা মন্ত্রের মধ্যে কি ভাব আছে তাহা বুঝা অসম্ভব। মন্ত্রে যে 'যং' পদ আছে, তদানুষঙ্গিক 'যদ্' শব্দের সহিত নিত্য-সম্বন্ধযুত 'তদ্' শব্দের প্রয়োগ মন্ত্রে নাই। কিন্তু 'যদ্' শব্দের প্রয়োগের দ্বারাই 'তদ্' শব্দের অধ্যাহার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এখানেও তাহাই ঘটিয়াছে। তাই আমরা 'তং জ্ঞানদেবং বয়ং আরাধয়াম' প্রার্থনামূলক এই অংশ অধ্যাহার করিয়াছি। সমগ্র মন্ত্র হইতে প্রার্থনার ভাবই উপলব্ধি করা যায়। নিম্নে একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"তুমনে অচ্ছা কিয়া ইস্‌প্রকার যজমানকী প্রশংসা করতে হুয়ে অগ্নিকী স্তুতি করতে হ্যায়, জো দেবযজ্ঞমে উদ্যত হবিয়োঁকো দ্যুলোকমে প্রেরণা করতা হ্যায় অর্থাৎ দেবতাওঁকে পাস পহুঁচাতা হ্যায়।" (১৫অ-৪খ-১সূ-৩সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম (বালখিল্য সূক্তসহ চতুঃসপ্ততিতম) সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

৩ ২ ২ ৪ ২ ৫ ২ ৪ ৫ ১
১। বিশো ৩ ১। বা ৩ যিশো। বোল। তা ৩ য়িবিম্। এহিয়া। বা। অগ্নস্তঃ-

২ ১ — ১র — ১র ২ ৪ ৫
পুরু। শিয়া ২ ম। এহিয়া ২। অগ্নিংবোহুরী ৩ য়া ৫ ম। বা ২ ৩ ৪ চাঃ।

২র — ১র — র১র ২ ৪ ২ ৫
ঔহা ২ য়ি। এহিয়া ২। ভুবেশূষাস্তা ৩ মা ৩। ম্যা ৩ ৪ ৫ ভো ৬ হায়ি॥

* * *

২ র র ২ র ২ ১
২। বিশোবিশোবো ১ অতারিথায়িম্। বাঅয়। ভঃপূ ২ ৩ রু। হুম্মা ২ ১ ২ ২।

১ ২ ১ ২র১২৩১ ১ ১ ১ ১ ১২ ২ — ১ ২
প্রিয়মগ্নিংবোদুর্যাবচা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। ভুবা ৩ উবা। শচ্ ২ বা। জা ২ ৩ মা।

১ ৪ ৫ ২ র র ২ ১ র র
স্মভারিঃ। ঔ ২ ৩ হোবা। স্তবেশূষস্মা ১ স্মাভারিঃ। বজ্রনা। সোহা ২ ৩

২ — ১ র ২ ১ ২ ১ র ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২
বা। হুম্মা ২ ১ ২ ২। স্তোমিত্রমনর্য্যারাস্থুতা ২ ৩ ৪ ৫ য়িম্। প্রাশা ৩

২ — ২ ২ ১ ৪ ৫ ২
উবা। দা ২ স্থায়ি। প্রার ৩ শা। স্তিভায়িঃ। ঔ ২ ৩ হোবা। প্রশ৮ স্তিঃ।

১ ১র র ২ ১ — ১র
প্রশা ১ স্থায়িভায়িঃ। পস্যা৮ ন্সম্। আভা ২ ৩ বা। হুম্মা ২ ১ ২ ২। দমং-

২ র১২র১ ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ১২ ২ — ১ ২
যোদেবতাভ্যুক্তা ২ ৩ ৪ ৫। হাব্যা ৩ উবা। না ২ আয়ি। রা ২ ৩ য়াং।

১ ২ ৪ ৫ ৪
দিশা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। শা॥

* * *

৪ ৪ ১ ৪ ৫ ১ ২ ১২ ২
২। বিশোঽ ৫ বি। শো ৩ বো ৩ অতায়িথায়িম্। বাজয়ন্তঃ। পূ ৩ রুপ্রী ৩ য়াম।

১ — ১ ২ ১ ২ ২ ১র র ২
অগ্না ২ য়িম্বঃ। ডুরী ২ ৩ য়াম। হুম্মায়ি। বা ২ চাঃ। ভুবেশূষস্মা ৩

৩২ ১২ ১র র ২- ১ ২ ২ ১ —
স্মভাউ॥ ভুয়ায়ি। শূষস্মমভিষ্যাজনাসো। হা ৩ বায়িয়া ৩ জাঃ। মিত্রা ২ং

১ ২ ১ ২ ২ ১ A
য়। দর্পা। ২ ৩ য়িরা। হুম্মায়ি। স্থ ৩ তায়িষ। প্রাশ৺সম্ভি প্রশা ২

৩ ২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২ ২ ১
স্তিতাউ। প্রাশা। দস্থিপ্রশস্তিভিঃপন্থা৺সপ্তা। তা ৩ বায়িদা ৩ দাগ।

র —১ র ২ ১ ২ ২ ১ র র A ৩ ২
যোদে ২ ষ। ভাতা ২ ৩ উ। হুম্মায়ি। ষা ৩ তা। হাব্যান্যৈস্তরবা ২ দ্দিবাউ॥

• • •

৫ ৩ ২ ৪ র ৫ ১
৪। বিশঃ। বিশো ৩। বোজতিথায়িম্। বাজয়ন্তঃপুরুপ্রিয়া ২ ৩ ম্। আগ্নিং-

র ২ ৪ ১ র র২ ৪ ৫
বোদু ৩ ১ ২ ৩। রিয়া ৫ ৫ বচাঃ। স্তুষেশূপা ৩ ১ ২ ৩। শুষোবা।

৪ ৫
ম্মা ৫ তো ৬ হায়ি॥ ১।২।৩॥ *

——*——

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
সমিদ্ধমগ্নি৺ সমিধা গিরা গৃণে

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
শুচিং পাবকং পুরো অধ্বরে ধ্রুবম্।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বিপ্র৺ হোতারং পুরুবারমদ্রুহং

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কবি৺ সুম্নৈরীমহে জাতবেদসম্॥ ১॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারিটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে;—(১) "শ্যাবাশ্বম্", (২) "আন্ধীগবম্", (৩) "যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্" এবং (৪) "গৌরীবিতম্"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'সমিধা গিরা' (সমিন্ধনহেতুভূতয়া প্রার্থনয়া, ঐকান্তিকয়া প্রার্থনয়া ইত্যর্থঃ) 'সমিদ্ধং' (দীপ্তং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'গৃণে' (স্তৌমি—অহং ইতি শেষঃ) ; 'শুচিং' (পবিত্রং) 'পাবকং' (পবিত্রকারকং) 'ধ্রুবং' (নিশ্চলং, নিত্যং, নিত্যজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'অধ্বরে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মসাধনে) 'পুরঃ' (অগ্রে স্থাপয়ামি ইতি শেষঃ) সর্ব্বকর্ম্মেষু জ্ঞানপ্রদর্শিতং মার্গং গৃহ্ণামি ইত্যর্থঃ ; 'বিপ্রং' (মেধাবিনং, জ্ঞানদায়কং) 'হোতারং' (দেবানাং আহ্বাতারং, দেবভাবপ্রাপকং) 'পুরুবারং' (বহুভির্ব্বরণীয়ং, সর্ব্বেষাং বরণীয়ং) 'অদ্রুহং' (অদ্রোগ্ধারং, সাহায্যকারকং) 'কবিং' (ক্রান্তপ্রজ্ঞং, সর্ব্বদর্শিনং) 'জাতবেদসং' (জাতপ্রজ্ঞং, সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানদেবং ইত্যর্থঃ) বয়ং 'স্নৈম্নঃ' (পরমধনায়) 'ঈমহে' (যাচামহে, আরাধয়াম)। প্রার্থনা-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং জ্ঞানমার্গেণ পরিচালিতাঃ সন্তঃ সৎকর্ম্ম সাধয়াম ; ভগবান্ অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং পরমধনং প্রযচ্ছতু- ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১২অ - ৪খ ২সূ—১সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা দীপ্ত জ্ঞানদেবকে আমি স্তুতি করিতেছি ; পবিত্র, পবিত্রকারক নিত্যজ্ঞানকে সৎকর্ম্মসাধনে যেন অগ্রে স্থাপন করি, অর্থাৎ সকলকর্ম্মে যেন জ্ঞানপ্রদর্শিত মার্গ গ্রহণ করি ; জ্ঞান-দায়ক দেবভাবপ্রাপক সকলের বরণীয় সাহায্যকারক সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানদেবকে আমরা যেন পরমধনপ্রাপ্তির জন্য আরাধনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞানমার্গের দ্বারা পরিচালিত হইয়া সৎকর্ম্মসাধন করি ; ভগবান্ আমাদিগকে পরাজ্ঞান পরমধন প্রদান করুন।) ॥ (১২অ—৪খ—২সূ—১সা) ॥

• * •

সায়ণ ভাষ্যং ।

'সমিদ্ধং' সম্যগ্দীপ্তং 'অগ্নিং' 'সমিধা' সমিন্ধন-হেতু-ভূতয়া 'গিরা' স্তুত্যা 'গৃণে' অহং স্তৌমি। যদ্বা, 'সমিধা' সমিদ্ভির্দ্দারুভিঃ 'সমিদ্ধং' সম্যক্ দীপ্তং। অপিচ 'শুচিং' স্বয়ং শুদ্ধং 'পাবকং' সর্ব্বেষাং শোধকং 'ধ্রুবং' নিশ্চলং তমগ্নিং 'অধ্বরে' যজ্ঞে 'পুরঃ' করোমীতি শেষঃ। তথা 'বিপ্রং' মেধাবিনং 'হোতারং' দেবানামাহ্বাতারং 'পুরুবারং' বহুভির্ব্বরণীয়ং 'অদ্রুহং' অদ্রোগ্ধারং সর্ব্বেষামনুকূলং 'কবিং' ক্রান্ত-দর্শনং 'জাতবেদসং' জাতানাং বেদিতারমগ্নিং 'স্নৈম্নঃ' পৃথকরৈঃ স্তোত্রৈঃ 'ঈমহে' সম্ভজামহে। যদ্বা দ্বিতীয়ার্থে তৃতীয়া (৩।১।৮৫)। স্নুম্নানি ধনানি, ঈমহে যাচামহ ইতি ॥ (১২অ - ৪খ—২সূ - ১সা) ॥

• • •

প্রথম (১৫৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মূলভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনে, সর্ব্বকর্ম্মে জ্ঞানদ্বারা পরিচালিত হইতে পারি। জ্ঞানই মানুষের প্রকৃত পথপ্রদর্শক। তাই জ্ঞানালোকের সাহায্যে আপনার গন্তব্যপথ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের প্রথম অংশে আছে কেবলমাত্র আরাধনা। "সমিধা গিরা সমিদ্ধং অগ্নিং গৃণে"—অন্তরের সহিত জ্ঞানদেবকে স্তুতি করিতেছি। সেই জ্ঞানদেব কিরূপ? পরবর্ত্তী অংশে তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করা হইতেছে। তিনি 'শুচিং' পবিত্র, শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং। শুধু তাই নয়, তিনি 'পাবকং' পবিত্রকারকও বটেন। যাঁহার মধ্যে জ্ঞান আবির্ভূত হয়, তিনিই পবিত্র হয়েন। তাঁহার অন্তরের সমস্ত কালিমারাশি, মলিনতা অপবিত্রতা দূরীভূত হয়। অন্তরের পাপ আবর্জ্জনারাশি জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাই জ্ঞানদেবকে 'পাবকং' বলা হইয়াছে। তিনি ধ্রুব, নিশ্চল, নিত্য! জ্ঞান অবিনাশী, অক্ষয়; জ্ঞান ভগবৎশক্তি। অক্ষয় অব্যয় সনাতন সত্য, নিত্যজ্ঞানই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। মানুষ যখন এই জ্ঞান-শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য। তাই মন্ত্রের প্রার্থনা—'অধ্বরে পুরঃ' অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সাধনে আমরা যেন প্রথমেই এই জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারি। জ্ঞান আমাদিগকে আমাদের চরম অভীষ্ট সাধনের পথে লইয়া যাইতে সমর্থ। জ্ঞানই আমাদিগকে রিপুর আক্রমণ, মায়ামোহের ছলনা হইতে উদ্ধার করিয়া গন্তব্য পথে লইয়া যায়, তাই জ্ঞান-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাহা 'অক্রূরং' অর্থাৎ মানবের শ্রেষ্ঠ সাহায্য-দায়ক। আর জ্ঞানের সাহায্যে মোক্ষলাভ সহজসাধ্য হয় বলিয়াই তাহা 'পুরুবারং'—সকলের বরণীয়, প্রার্থনীয়। সকলেই সেই পরমবস্তু লাভ করিতে চায়। তাই বলা হইয়াছে—"রায়ঃ ঈমহে"—পরমধন লাভ করিবার জন্য আমরা সেই জ্ঞানদেবের আরাধনা করি। কারণ তাঁহার আরাধনার দ্বারাই আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, আমরা পরাশান্তি লাভ করিব।

এস্থলে বর্ত্তমান মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই,—"আমি ইন্ধন দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নির স্তুতির দ্বারা স্তব করি। আমি স্বভাবশুদ্ধ, পবিত্রতাবিধায়ক ধ্রুব অগ্নিকে যজ্ঞে অগ্রে স্থাপন করি। আমরা জ্ঞানসম্পন্ন, দেবগণের আহ্বানকারী, বহুলোকের বরণীয়, সদাশয়, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নির নিকট ধন প্রার্থনা করি।" একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, কাষ্ঠাদি দাহনশীল অগ্নির প্রতি এই স্তুতি উচ্চারিত হইতে পারে না। এই অগ্নি কি, তাহা ব্যাখ্যাতে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। (১৫অ-৪খ ২দ ১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
ত্বাং দূতমগ্নে অমৃতং যুগেযুগে

৩ ১ ২   ২ ১র ২র
হব্যবাহং দধিরে পায়ুমীড্যম্।

৩ ১ ২ ৩   ১ ২   ৩ ১ ২   ৩ ২
দেবাসশ্চ মর্ত্ত্যাসশ্চ জাগৃবিং বিভুং

৩   ২ ৩   ১ ২ ৩   ১ ২
বিশ্পতিং নমসা নিষেদিরে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'দেবাসঃ চ মর্ত্ত্যাসঃ চ' (দেবাঃ মনুষ্যাঃ সর্ব্বে, সর্ব্বে জনাঃ) 'অমৃতং' (অমৃতস্বরূপং) 'যুগেযুগে' (নিত্যকালং) 'হব্যবাহং' (ভগবৎসমীপে পূজোপচার-প্রাপকং) 'পায়ুং' (পালকং—সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'ঈড্যং' (স্তুত্যং, আরাধনীয়ং) 'ত্বাং' 'দূতং' (সংযোজকং, ভগবতা সহ মিলনসাধকং) 'দধিরে' (কুর্ব্বন্তি, কুর্ব্বন্তি); 'জাগৃবিং' (চিরজাগরণশীলং) 'বিভুং' (ব্যাপ্তং, সর্ব্বব্যাপকং) 'বিশ্পতিং' (লোকানাং অধিপতিং) ত্বাং সাধকাঃ 'নমসা' (নমস্কারেণ, ভক্ত্যা সহ) 'নিষেদিরে' (হৃদি সংস্থাপয়ন্তি, যদ্বা—আরাধয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বে জনাঃ ভগবৎপ্রাপকং জ্ঞানং প্রাপ্তয়ে আরাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ ॥ (১৫অ - ৪থ ২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সকল লোক অমৃতস্বরূপ, নিত্যকাল ভগবৎসমীপে পূজোপচারপ্রাপক, সাধকদিগের পালক আরাধনীয় আপনাকে ভগবানের সহিত মিলনসাধক করেন; চিরজাগরণশীল, সর্ব্বব্যাপক, লোকদিগের অধিপতি আপনাকে সাধকগণ ভক্তির সহিত হৃদয়ে সংস্থাপন করেন (অথবা আরাধনা করেন)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব

এই যে,—সকল লোক ভগবৎপ্রাপক জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য আরাধনা করেন।)॥ (১৫অ—৪খ—১সূ—২সা)

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'। ত্বাং 'দেবাসঃ' দেবাশ্চ 'মর্ত্ত্যাসঃ' মনুষ্যাশ্চ 'দূতং' 'দধিরে' বিদধিরে কৃতবন্তঃ। কীদৃশং ত্বাং? 'অমৃতং' অমরণং, 'যুগে যুগে' কালে কালে তত্তদ্যাগানুষ্ঠান-সময়ে 'হব্যবাহং' হবিষাং হব্যানাং বোঢ়ারং 'পায়ুং' পালয়িতারং 'ঈড্যং' স্তুত্যং। অপিচ তে উভয়বিধাঃ; 'জাগৃবিং' জাগরণশীলং 'বিভুং' ব্যাপ্তং 'বিশপতিং' বিশাং প্রজানাং পালয়িতারং অগ্নিং 'নমসা' হবির্লক্ষণেনান্নেন নমস্কারেণ বা 'নিষেদিরে' উপসেদিরে ॥ ২ ॥

• • •

দ্বিতীয় (১৫৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর যে প্রচলিত ব্যাখ্যাদি প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তুমি অমর, হব্যবাহক, রক্ষাকারী ও পূজনীয়; যুগে যুগে দেবগণ ও মনুষ্যগণ তোমাকে দৌত্য-কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রবুদ্ধ, সর্ব্বব্যাপী, প্রজাপালক অগ্নিকে নমস্কারপূর্ব্বক (বেদীর উপর) সংস্থাপিত করিয়াছেন।" ইহা বুঝা যায় যে, ব্যাখ্যাকার 'অগ্নি' শব্দ প্রচলিত অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং অগ্নির এই সকল বিশেষণেরও একটা অর্থ আছে। আমরা প্রথমতঃ প্রচলিত অর্থেরই আলোচনা করিতেছি। অগ্নি 'হব্যবাহক'। যজ্ঞাগ্নিতে যে সকল বস্তু আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা অগ্নি দেবতাগণের নিকট বহন করিয়া লইয়া যান। তাই দেবতা ও মনুষ্য সকলেই অগ্নিকে দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। মানুষ দেবোদ্দেশে যে আহুতি প্রদান করেন, তাহা অগ্নি দেবতার নিকট পৌঁছাইয়া দেন। আবার দেবতাগণই অগ্নিকে তাঁহাদের প্রতিনিধিত্বে বরণ করিয়াছেন। অগ্নির সমীপে দেবোদ্দেশে যে সকল প্রার্থনাদি উচ্চারিত হয়, তাহা তিনি দেবতাদের নিকট লইয়া যান এবং দেবতার আশীর্ব্বাদও মনুষ্যের মধ্যে বিতরণ করেন। অর্থাৎ অগ্নি দেবতা ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থস্বরূপ। তাই তাঁহাকে 'দূতং' বলা হইয়াছে।

'পায়ুং' পদের ভাব এই যে, অগ্নি সমধিক তেজঃসম্পন্ন, তাই তিনি আপনার শক্তিদ্বারা মানবকে রক্ষা করিতে সমর্থ। তিনি 'অমৃতং' অমর, তিনি 'যুগেযুগে' অর্থাৎ সর্ব্বকালে বর্ত্তমান আছেন, এবং মানবের কল্যাণসাধন করিতেছেন। তিনি 'জাগৃবিং' অর্থাৎ চিরজাগরণশীল। 'পায়ুং' এবং 'জাগৃবিং' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অনেক পাশ্চাত্যমতাবলম্বী পণ্ডিতের এই ধারণা প্রকাশ পায় যে,—আদিম যুগে আর্য্যগণ দস্যুতস্কর ও হিংস্র জন্তুগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য গৃহে সর্ব্বদা অগ্নি রক্ষা করিতেন। হিংস্রজন্তুগণ অগ্নির ভয়ে নিকটে আসিতে পারিত না। সেইজন্য অগ্নিকে 'পায়ুং' বলা হইয়াছে। বিশেষ দৈনন্দিন প্রয়োজনসাধনের জন্যও

অগ্নির প্রয়োজন হয়, অগ্নি না হইলে গৃহকার্য্য সম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ পরবর্ত্তীকালে যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ায় অগ্নি দেবতার আসন গ্রহণ করিলেন। অগ্নির নানাবিধ বিকাশ দেখিয়া আর্য্যগণ অগ্নির নানাবিধ স্তুতি আরম্ভ করিলেন। বিপদ আপদ হইতে অগ্নির রক্ষা করিবার উপযোগিতা দর্শনে তাঁহাকে রক্ষাকারী বলিয়া গ্রহণ করা হইল, 'পায়ুং' পদের ইহাই ইতিবৃত্ত। পরবর্ত্তীকালে আর্য্যগণ গৃহে সর্ব্বদা গার্হপত্য অগ্নি রক্ষা করিতেন, ঐ অগ্নি কখনও নিভাইতেন না। তাই অগ্নিকে 'জাগৃবিং' বলা হইয়াছে। উপরোক্ত কারণের জন্য 'বিশ্‌পতিং' 'বিভুং' প্রভৃতি বিশেষণও তাঁহার প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মিমেদিরে' পদে অনেকে যজ্ঞ-সম্বন্ধ দেখিয়াছেন, তাহা মন্ত্রের শেষাংশের বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে।

এই গেল প্রচলিত মত। কিন্তু অগ্নিপদে যে প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুকে লক্ষ্য করে তাহা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি, এবং বর্ত্তমান মন্ত্রের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা-দৃষ্টেও তাহা উপলব্ধ হইবে। সুতরাং তাহার আর পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। (১৫অ ৪খ—২সূ—২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২　　৩ ২ ৩　　১ ২ ৩ ২
বিভূষন্নগ্ন উভয়াঁ অনুব্রতা

৩ ২　　৩ ২ ৩　　১ ২ ৩　　১ ২
দূতো দেবানাং রজসী সমীয়সে।

১ ২　　৩ ১　　২ ৩　　২ ৩ ১র
যত্তে ধীতিং সুমতিমাবৃণীমহে-

২র　　৩ ১ ২　　৩ ১ ২
ঽধ স্মা নস্ত্রিবরূথঃ শিবো ভব ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'উভয়ান' (উভয়লোকান্‌, স্বর্গমর্ত্ত্যবাসিনঃ সর্ব্বান লোকান) 'বিভূষন' (অলঙ্কুর্ব্বন, দিব্যজ্যোতিঃ প্রযচ্ছন) 'অনুব্রতা' (ব্রতানি অনু, সৎকর্ম্মেষু ইত্যর্থঃ)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

'দেবানাং দূতঃ' (দেবতানাং মিলনসাধকঃ) ত্বং 'রজসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোক-ভূলোকয়োঃ) 'সমীয়সে' (বিচরসি); 'যৎ' (যতঃ) 'তে' (তব) 'ধীতিং' (প্রজ্ঞাং) তথা 'সুমতিং' (সদ্বুদ্ধিং) 'আবৃণীমহে' (সম্যক্‌রূপেণ প্রার্থয়ামঃ) 'অধ' (ততঃ) 'ত্রিবরূথঃ' (ত্রিস্থানস্থঃ, ত্রিলোকস্থঃ, সর্ব্বত্রব্যাপকঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'শিবঃ ভবস্ব' (মঙ্গলপ্রদঃ ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং দেবভাবপ্রাপকং মঙ্গলদায়কং পরাজ্ঞানং লভেমহি — ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৫অ—৪থ—২সূ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! স্বর্গমর্ত্ত্যবাসী সকল লোককে দিব্যজ্যোতিঃ প্রদান করিয়া সৎকর্ম্মে দেবতাদের মিলনসাধক আপনি দ্যুলোকভূলোকে বিচরণ করেন; যেহেতু আপনার প্রজ্ঞা এবং সদ্বুদ্ধি সম্যক্‌রূপে প্রার্থনা করিতেছি, সেইজন্য সর্ব্বত্রব্যাপক আপনি আমাদের প্রতি মঙ্গলপ্রদ হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন দেবভাব-প্রাপক মঙ্গলদায়ক পরাজ্ঞান লাভ করি।)॥ (১৫অ—৪থ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ৷

হে 'অগ্নে'! 'উভয়ান্' উভয়বিধান দেবান মনুষ্যাংশ্চ 'বিভূষন্' অলঙ্কুর্ব্বন ত্বং 'অগ্নব্রতা' ব্রতাঙ্গস্য 'ব্রতেষু' কর্ম্মসু যাগেষু 'দেবানাং' 'দূতঃ' সন 'রজসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'সমীয়সে' সঞ্চরসি দেবানাং নেতুং দ্যুলোকং গচ্ছসি হবীংষি ভজামহে। 'অধ' অতঃ কারণাৎ 'ত্রিবরূথঃ' ত্রিস্থানস্থং 'নঃ' অস্মাকং 'শিবঃ' সুখকরঃ 'ভব' 'স্ম'। ইতি পদপূরণং॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (১৫৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান স্বর্গমর্ত্ত্য সর্ব্বত্র বিরাজমান আছে। 'উভয়ান বিভূষন' উভয়লোককে জ্ঞান অলঙ্কৃত করেন। 'বিভূষন' পদের বিশেষ ভাব এই যে, জ্ঞানই স্বর্গমর্ত্ত্যাদির অলঙ্কারস্বরূপ। জ্ঞান মানুষকে যেমন দিব্যজ্যোতিঃ প্রদান করে, পরম সৌন্দর্য্যের অধিকারী করে, এমন আর কিছুই করিতে পারে না। মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য্য তাহার আত্মার উৎকর্ষের দ্বারা সাধিত হয়। যাঁহার আত্মা নির্ম্মল, যাঁহার মন পবিত্র, তিনিই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের অধিকারী। অন্তরের দিব্যজ্যোতিঃ বাহিরেও প্রকাশিত হয়, তাহাই মানুষকে অন্য লোকের নিকট সম্মানের আসন প্রদান করে। 'বিভূষন' পদে এই অন্তসৌন্দর্য্যের বিষয়ই উল্লেখ করা হইয়াছে। 'উভয়ান্' পদের সমগ্রবিশ্বের যাবতীয় লোককে নির্দ্দেশ করিতেছে। যিনিই সেই জ্ঞানজ্যোতির অধিকারী তিনি প্রকৃত সৌন্দর্য্যসম্পন্ন। ভগবান অনন্তসুন্দর, তাঁহার

সৌন্দর্য্যের কণামাত্র লাভ করিয়া জাগতিক বস্তু সুন্দর বলিয়া অভিহিত হয়। যে বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে ভগবানের জ্যোতিঃ যে পরিমাণ বিকাশ লাভ করিয়াছে, সেই বস্তু বা প্রাণী সেই পরিমাণে সুন্দর। অবশ্য এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে মনকে, বুদ্ধিকে, উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, ভগবজ্জ্যোতিঃর মহিমা উপলব্ধি করিতে হইলে হৃদয়ে তাঁহার শক্তির অনুভূতি লাভ করা চাই। যাহা মঙ্গলজনক, তাহাই সুন্দর - এই ধারণা লাভ করিতে হইলে উপযুক্ত সাধনার প্রয়োজন। যাহার সেই সাধনা নাই, সে প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে না। জ্ঞানই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপাদান। 'উভয়ান্ বিভূষন' পদদ্বয়ে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে।

জ্ঞানই 'দেবানাং দূতঃ' দেবভাবের সহিত মিলনসাধক। জ্ঞানী ব্যক্তি দেবভাবের অধিকারী হয়েন - ইহাই পদদ্বয়ের তাৎপর্য্য। তাই প্রার্থনা করা হইয়াছে 'তে ধীতিং সুমতিং বৃণীমহে'—আমরা যেন জ্ঞানজনিত প্রজ্ঞা ও সদ্বুদ্ধি লাভ করি।

'ত্রিবরূথঃ' পদের দ্বারা ত্রিলোকস্থ ত্রিকালস্থ ইত্যাদি বুঝায়। অর্থাৎ জ্ঞান সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বর্ত্তমান আছে। জ্ঞান ভগবৎশক্তি। সুতরাং তাহা বিশ্বের সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছে। সেই জ্ঞান যেন আমাদের পরমমঙ্গল বিধান করে, জ্ঞানের বলে যেন আমরা পরাশান্তির অধিকারী হইতে পারি—ইহাই মন্ত্রের শেষাংশের মর্ম্ম। তৎ 'শিবঃ নঃ ভবতু' —হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের পরমমঙ্গলের পথে পরিচালিত করুন, আমরা যেন চরমশান্তির অধিকারী হইতে পারি—ইহাই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

আমরা নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তুমি দেব ও মনুষ্য উভয়ের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া এবং যজ্ঞে দেবগণের সমীপে দৌত্যকার্য্য করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবীতে সঞ্চরণ কর। যেহেতু আমরা তোমার জন্য যজ্ঞ করিতেছি ও স্তোত্র পাঠ করিতেছি। অতএব ত্রিভুবনবর্ত্তী তুমি আমাদের সুখ বিধান কর।" (১৫অ—৮খ ২সূ—৩সা)। *

—— ০ ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয় গান।

৪৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র র র র
১। নমাহ৫ যিঙম্। আ৩ য়া৩ হি৬ ন্ম'মধা। প রিয়াগৃণেতচিস্পাবকম্পুরোআ।

১ ২ ২ ১ — ১র র র ২
ধবা৩ রায়িন্দ্র৩ বাম্। বিপ্রা২৬হোতারম্পুরুবারমদ্রু। হক্ষা২৩বীম্।

১ ২ ২ ১ র র ^ ৩২ ২ ১র র
ছস্মা'ম্র। সূ৩ ম্রাঙীঃ। আয়িমগ্নেজাতবা২যিদসাউ॥ সাস্তাগ। দূতমগে-

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

র র র ২ ১ ২ ২ ১র —১ র
অমৃতময়ুগেয়ুগেহব্যবাহন্দধিরেপা। য়ূ ৩ মারিডা ৩ য়াম্। দেবা ২ নশ্চমর্ত্ত্যা৹

র ২ ১ ২ ২ ১ র ৮
নশ্চজাগৃ। বিশ্বা ২ ৩ ষ্ভুম্। হুম্মায়ি। বা ৩ য়িশ্‌পা। তায়িন্নমসানিষা ২

৩২ ১ ২ ১র র র র র র র র ৩
যিদিরাউ। ন্নায়িবায়ি। ভূষন্নয়াউভয়া৺ অন্তর্ত্তাদূতোদেবানা৺ রজসী। দা ৩

১ ২ ২ ১ —র ১ র র ৩ ১
য়ীয়া ৩ যায়ি। যন্তে ২ ধীতিঁ৺ সুমতিমাবৃণীম। হুম্ ২ ৩ ধা। হুম্মায়ি॥

২ ১ র ৮ ৩২ ১ ১ ১
ম্মা ৩ নাঃ। ত্রায়িবরূথঃশিবো ২ ভবাউ। বা ৩ ৪ ৫ ।

* * *

২ ১ ২র ১ — ১ র র ২ র ১
২। সমোবা। ধ্বয়গ্নি৺ সমিধা। গিরাগার্ণা ২ য়ি। শুচিম্পাবকম্পুরোআ। ধ্বরেধ্রুবা

— র র ২ ১ ১ ২ ৪ ৫
২ ম্। বিপ্র৺ হোতারম্পুরুবা। রমদ্রুহা ২ ৩ ম্। কাবী ৩ ৺ সুম্নায়িঃ।

২র ১ ১ ২ ৪ ২ ১ র র
ঈমহায়িজা ২ ৩। ভাবা ৩ য়িদা ৫ সা ৬ ৫ ৬ ম। তুবোবা। দূতমগ্নো৹

২ র ১ — ১ র ২ ২র ১ — ১রর
অমৃতাম। যুগেযুগা ২ য়ি। হব্যবাহন্দধিরেপা। য়ুমীডায়া ২ ম। দেবাশ্চ৹

২ র ১ ১ ২ ৪ ৫ ২ ১
শ্চমর্ত্তাদাঃ। চজাগৃবা ২ ৩ য়িম। বাবিভূ ৩ বা য়িশ্পা। তিন্নমসা ২ ৩।

১ ২ ৩ ২ ১ ২ ১ —
সায়িষা ৩ য়িদা ৫ য়িরা ৬ ৫ ৬ য়ি॥ বিভোবা। ষন্নয়উভয়া৺। অন্তর্ব্বাতা ২॥

১র র র র র ২ র ১ — ১ র র ২ র ১
দূতোদেবানা৺ রজসী। সমীয়াদা ২ য়ি। যন্তেধীতিঁ৺ সুমতিমা। বৃণীমাহা২৩ য়ি।

১ ২ ৪ ৫ ১ ২ ৪
আধ্ব ৩ স্মানাঃ। ত্রিবরূথা ২ ৩ ঃ। শায়িবো ৩ ভা ৩ বা ৬ ৫ ৬। ১।২।৩। *

— • —

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩
উপ ত্বা জাময়ো গিরো দেদিশতীর্হবিষ্কৃতঃ।

৩ ১র ২র
বায়োরনীকে অস্থিরন্॥ ১॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটি গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথা ;—(১) "যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্" এবং (২) "বাবম্"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! 'দেদিশতীঃ' (অতিশয়েন দিশন্ত্যঃ, তব গুণান্ পুনঃপুনঃ কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ) 'হবিষ্কৃতঃ' (সাধনার্থিনো মম) 'জাময়ঃ' (উৎপন্নাঃ ইমা ইত্যর্থঃ) 'গিরঃ' (বাচঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বায়োঃ' (প্রাণবায়োঃ বিশ্বব্যাপকস্য বা) 'অনীকে' (সমীপে) 'উপ অস্থিরন' (উপতিষ্ঠন্তে, আরাধয়ন্তি)। প্রাণবায়ুনা সহ নিত্যসম্বন্ধকামনয়া তৎসমীপে ত্বাং উদ্বোধয়ামি; অথবা, ইমা স্তুতয়ঃ সর্ব্বব্যাপিনং মত্বা সর্ব্বত্রৈব ত্বাং প্রাপ্নুবন্তু—ইতি ভাবঃ। (১৫অ ৪খ-৩সূ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! পুনঃপুনঃ আপনার গুণানুকীর্ত্তনকারী, সাধনার্থী আমার এই বাক্যসমূহ আপনাকে (আমার) প্রাণবায়ুর সমীপে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। (অর্থাৎ, প্রাণবায়ুর সহিত আপনার নিত্যসম্বন্ধলাভ-কামনায় আমি আপনার স্তব করিতেছি। অথবা, এই স্তুতিসকল আপনাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হউক।)। (১৫অ—৪খ— সূ—১সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'হবিষ্কৃতঃ' যজমানার্থং 'গিরঃ' স্তুতয়ঃ 'জাময়ঃ' স্বসারইব 'দেদিশতীঃ' তব গুণান্ দিশন্ত্যঃ 'ত্বা' ত্বাং 'উপ অস্থিরন' উপতিষ্ঠন্তে 'বায়োরনীকে' সমীপে ত্বাং সমেধয়িতাঃ অস্থিরংশ্চ। (১৫অ-৪খ ৩সূ—১সা)।

প্রথম (১৫৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধারণতঃ এ মন্ত্রের অর্থ করা হয়—'হে অগ্নিদেব! যজমানের জন্য, ভগিনীগণের ন্যায় তোমার গুণসমূহের বর্ণনকারী স্তুতিসকল, তোমার নিকটে উপস্থিত হইতেছে এবং তাহারা বায়ুর সমীপে তোমাকে পরিবর্দ্ধিত করতঃ স্থিতি করিতেছে।' ব্যাখ্যাকার, মন্ত্রস্থিত 'জাময়ঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'স্বসার ইব' অর্থাৎ ভগিনীগণের ন্যায়। তাহাতে ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে,—'ভ্রাতার স্বল্পমাত্র গুণ থাকিলেও ভগিনীগণ যেমন তদ্বর্ণনে সতত মুখরিনী হয়, সেইরূপ এই স্তুতিসকল আপনার গুণসমূহের বর্ণনাকারী হইয়া আপনার নিকট সমুপস্থিত হইতেছে। জানি-না, এ অর্থ কতদূর সঙ্গতমূলক। আমরা কিন্তু পারম্পর্যের অনুসরণে উক্ত 'জাময়ঃ' পদে 'উৎপন্ন' অর্থ গ্রহণ করিলাম। তাহাতে ঐ পদ 'গিরঃ' পদের বিশেষণ রূপে গৃহীত হইয়াছে। নিত্যসত্য সনাতন বেদে অনিত্য ভ্রাতা 'ভগিনী'র উপমা

কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। পরন্তু 'আমরঃ' পদটী যে উপমা, মন্ত্র মধ্যে তাহার জ্ঞাপকও 'ইব' 'ন' 'যথা' ইত্যাদি কোন শব্দই দৃষ্ট হয় না। উহা কেবল ভাষ্যকারেরই উদ্ভাবনী-শক্তি-প্রসূত। তৃতীয় পদের অর্থ, কষ্টকল্পনাতেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। 'স্তুতিসকল, বায়ুর সমীপে তোমাকে পরিবর্দ্ধিত করতঃ স্তুতি করিতেছে,'—এ বাক্যের অর্থগ্রহণ একান্ত দুরূহ। মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় পদের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, 'তোমার নিকটে উপস্থিত হইতেছে'; আবার এ অংশে কথিত হইতেছে—'বায়ুর সমীপে স্তুতি করিতেছে।' ইহাই বা কিরূপে সম্ভবপর? একটু অভিনিবেশ-পূর্ব্বক আলোচনা করিলে বুঝা যায়, এতৎ-প্রসঙ্গে, 'বায়োঃ' পদে কোন বায়ু দ্যোতনা করিতেছে। ইহাকে যদি প্রাণবায়ু বলিয়া অর্থ করা হয়, তাহা হইলে কিরূপ সুসঙ্গত অর্থ প্রকাশ পায়। তাহাতে অর্থ হয়, 'স্তোত্র-সকল প্রাণবায়ুর সমীপে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে।' এস্থলে সাধক অগ্নিস্বরূপ জ্ঞানময় দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব। আপনি আমার প্রাণবায়ুর সহিত নিত্যসম্বন্ধ থাকুন। আমার দেহমধ্যে যতদিন প্রাণের সত্তা বিদ্যমান থাকিবে, যতদিন আমি এ মরজগতে বিচরণ করিব, ততদিন যেন আমার হৃদয় হইতে আপনার জ্ঞানাগ্নি-রূপ বিচ্ছিন্ন না হয়;—আমি যেন জীবনে কখনও আপনার অবিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে না পারি।' অথবা গত্যর্থক 'বা' ধাতু হইতে 'বায়ু' শব্দ উদ্ভূত বলিয়া, ঐ শব্দের 'সর্ব্বত্রগ বিশ্বব্যাপী' অর্থ পরিগ্রহ করিলে মন্ত্রটীতে একটী উচ্চ ভাব প্রকাশিত হইতে পারে। তাহাতে অর্থ হয়,—'হে দেব! এই স্তুতিসকল, আপনাকে বিশ্বব্যাপী সর্ব্বত্রগ জানিয়া বিশ্বব্যাপী বায়ুর সহিত সমীপে আরাধনা করিতেছে, বা বায়ুর সহিত মিলিত হইতেছে।' ভাবার্থ এই যে, 'তিনি বায়ুরূপে দৃশ্যমান অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোত বিদ্যমান। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই স্তুতিসকল তাঁহার উপাসনা করিতেছে। তাঁহার সত্তা কোথায় নাই? তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে অণু-পরমাণু ব্যাপিয়া আছেন।' জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই তো তিনি সমভাবে বর্ত্তমান! পুরাণে দেখিতে পাই,—ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য, তিনি জড় স্তম্ভ হইতেও প্রকাশ পাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥"

ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ভীত চকিত অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—'পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে' ইত্যাদি। স্থূলচক্ষুবিশিষ্ট আমরা কিরূপে ভগবানের সর্ব্বত্রস্থিত-ভাব প্রত্যক্ষ করিব? এ সূক্ষ্মভাব দেখিতে হইলে সূক্ষ্ম জ্ঞানচক্ষুর আবশ্যক করে। আমরা ভাবি, তিনি বিশেষ বিশেষ পদার্থে বিশেষ বিশেষ সত্তায় বিদ্যমান; কিন্তু কি ধারণা করি? ফলতঃ, বায়ু যেমন সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট, তিনিও সেইরূপ সকল পদার্থেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

জগতের যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, দেখিতে পাইবে—সকলই তাঁহার অভিব্যক্তি। মন্ত্র সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে; ইহাই এ মন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। (১৫অ—৪খ—৩সূ—১সা)॥

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১র ২র
যস্য ত্রিধাত্ববৃতং বর্হিস্তস্থাবসন্দিনম্‌

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
আপশ্চিন্নিদধা পদম্‌॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্য' (যস্য জ্ঞানদেবস্য) 'ত্রিধাতু' (ত্রিস্থানং, ত্রিলোকং) 'অবৃতং' (মুক্তং, অবারিতং) যঃ জ্ঞানদেবঃ ত্রিলোকস্য সর্ব্বময়প্রভুঃ ইত্যর্থঃ, যঃ 'অসন্দিনং' (অবদ্ধং, মুক্তং) 'বর্হিঃ' (আসনং, হৃদয়ং) সাধকানাং মুক্তহৃদয়ে ইত্যর্থঃ 'তস্থৌ' (নিবসতি) তস্মিন্ জ্ঞানদেবে 'আপঃ' (অমৃতং) 'চিৎ' (নিশ্চয়ং) 'পদং নিদধ' (স্থানং, আশ্রয়ং নিদধাতি, গৃহ্লাতি)॥ নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বলোকাধিপতিনা জ্ঞানেন সহ অমৃতং সম্মিলিতং ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১৫অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে জ্ঞানদেবের ত্রিলোক অবারিত অর্থাৎ যে জ্ঞানদেব ত্রিলোকের সর্ব্বময়প্রভু, যিনি সাধকদিগের মুক্ত হৃদয়ে নিবাস করেন, সেই জ্ঞানদেবে অমৃত নিশ্চয়ই আশ্রয় গ্রহণ করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সর্ব্বলোকাধিপতি জ্ঞানের সহিত অমৃত সম্মিলিত হয়।) (১৫অ—৪খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যস্য' অগ্নেঃ 'ত্রিধাতু' ত্রিপর্ব্ব 'অবৃতং' অনাবৃতং চ 'অসন্দিনং' অবদ্ধঞ্চ স্তরণ-কালে বর্হিরবদ্ধং ভবতি 'বর্হিঃ' তস্থৌ' আসদনার্থং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥ (১৫অ—৪খ—৩সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বাধিকশততম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ—১প্র—২দ—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় (১৫৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে তাহা দ্বারা কোন ভাবই অধিগত হয় না। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইতেছে—"যে অগ্নির তিনটী আবদ্ধ বর্হি আছে, সেই অগ্নিতে জলও স্থান প্রাপ্ত হয়।" কিন্তু এই ব্যাখ্যাতে ভাষ্যের ভাব প্রকাশিত হয় নাই। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইল, 'তিন্ অগ্নিকা তীন পর্ব্বোওয়ালা আউর আবরণরহিত বিনা বাঁধা হুআ কুশসমূহ স্থিত হ্যায় তিস অগ্নিমে জল ভী পদ স্থাপন করতা হ্যায়।" কিন্তু ভাষ্যকারও যে বিশেষ সুষ্ঠু অর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা মনে করা যায় না।

আমরা স্বীকার করি যে, মন্ত্রটী একটু জটিলভাবাপন্ন। কিন্তু সমগ্র মন্ত্রটী একত্র পাঠ করিলে তাহার ভাব পরিষ্কার হইয়া যায়। 'ত্রিধাতু অবৃতং' পদদ্বারা ত্রিলোকে অর্থাৎ বিশ্বে জ্ঞানদেবের অবাধ আধিপত্য সূচিত হইতেছে। 'অসন্দিনং বর্হিঃ' পদদ্বয়ে সাধকের সুক্ত পবিত্র হৃদয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'আপঃ পদং নিদধ' মন্ত্রাংশের ভাব এই যে, অমৃত তাহাতে পদ স্থাপন করে, আশ্রয় গ্রহণ করে। জ্ঞানের সহিত অমৃতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এই অংশে সূচিত হইয়াছে॥ (১৫অ—৪খ—৩সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

পদং দেবস্য মীঢ়ুষোঽনাধৃষ্টাভিরূতিভিঃ।

৩ ১র ২র ৩ ২

ভদ্রা সূর্য্য ইবোপদৃক্॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অনাধৃষ্টাভিঃ' (অবাধিতাভিঃ, প্রকৃষ্টাভিঃ,) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাশক্তিভিঃ—রক্ষিতাঃ সন্তঃ ইতি যাবৎ) বয়ং 'মীঢ়ুষঃ' (অভীষ্টবর্ষকস্য) 'দেবস্য' 'পদং' (পরমাশ্রয়ং—লভেমহি ইতি শেষঃ); তস্য পরমদেবস্য 'উপদৃক্' (কৃপাদৃষ্টিঃ) 'সূর্য্যঃ ইব' (জ্ঞানদেবতুল্যা) 'ভদ্রা' (মঙ্গলপ্রদা) ভবতু ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবতঃ পরমাশ্রয়ং লভেমহি; পরমাত্মানং অস্মাকং মঙ্গলপ্রদং ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৫অ—৪খ—৩সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একনবতিতম (বালখিল্যসূক্ত সহ দ্ব্যধিকশততম), সূক্তের চতুর্দ্দশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

প্রকৃষ্ট রক্ষাশক্তির দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরা যেন অভীষ্টবর্ষক দেবতার পরমাশ্রয় লাভ করি; সেই পরমদেবতার কৃপাদৃষ্টি জ্ঞানদেব-তুল্য মঙ্গলপ্রদ হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের পরমাশ্রয় লাভ করি; পরাজ্ঞান আমাদিগের মঙ্গলপ্রদ হউক।)। (১৫অ—৪খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মীঢ়ুষঃ' কামানাং সেক্তুঃ 'দেবস্য' দ্যোতমানস্যাগ্নেঃ পদং স্থানং 'অনাধৃষ্টাভিঃ' শক্রুভিঃ অবাধিতাভিঃ 'উতিভিঃ' রক্ষাভিঃ তদস্মাকং ভজতীত্যর্থঃ। তথৈবাস্য 'উপদৃক্' উপদৃষ্টিরপি 'সূর্য্য ইব' যথা সূর্য্যঃ তদ্বৎ 'ভদ্রা' মনুষ্যৈর্ভজনীয়া ভবতি॥ (১৫অ—৪খ—৩সূ—৩সা)॥

ইতি পঞ্চদশস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক-শ্রীবীর বুক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

তৃতীয় (১৫৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে ভগবানের আশ্রয়লাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। অভীষ্টবর্ষক পরমদেবতা তাঁহার রক্ষাশক্তিদ্বারা আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে উদ্ধার করেন, তাঁহার কৃপাতেই মানুষ রিপুদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। তাঁহার মঙ্গলশক্তি আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি, তাঁহার অনুকম্পাতেই আমরা তাঁহার চরণে পৌঁছিতে পারি। তাঁহার কৃপাদৃষ্টিই আমাদের পরমমঙ্গলসাধক।

'মীঢ়ুষঃ' পদের তাৎপর্য্য—'কামানাং সেক্তুঃ' অর্থাৎ আমাদের সর্ব্ববিধকামনার পূরণকারক। কল্পতরু তিনি, তাঁহার চরণে যে ব্যক্তি যে প্রার্থনা করে বিশ্বমঙ্গলনীতির পরিপন্থী না হইলে তিনি তাহা নিশ্চয়ই পূরণ করেন। তবে ডাকার মত তাঁহাকে ডাকা চাই। সমগ্র মনঃপ্রাণ প্রার্থনায় নিয়োজিত হইবে—তবেই প্রার্থনা পূর্ণ হয়। শুধু মুখের দুই একটা স্তোত্র উচ্চারণই প্রার্থনা বা সাধনা নয়। যিনি ঐকান্তিকভাবে ভগবচ্চরণে আপনার কামনা—চরম অভিলাষ

নিবেদন করিতে পারেন সেই সাধকের প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়। তাই তাঁহাকেই 'মীঢ়ুষঃ দেবস্য' পদদ্বয়ে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"অভীষ্টবর্ষী ও দ্যুতিমান অগ্নির স্থান সুরক্ষিত এবং ভোগযোগ্য, তাঁহার দৃষ্টিও সূর্য্যের ন্যায় মঙ্গলকর।" (১প্র—৪খ—৩সূ—৩সা)। *

—— • ——

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২ র র   র ১ ২   ^৩   ৫   র ১   ৫   ১র
উপত্বাজা। ঔহোহায়ি। মায়োগা ২ ৩ ৪ য়িরাঃ। দেদায়িশা ২ ৩ ৪ হা। তীই-

২   ৩র৪র৫   ১৩   ৫   ২ ৩   ৫   ২র১র২
বিক্কা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ র্ত্তাঃ। বায়োর।

১ ৭ র ২   ৩র৪র৫   ১৩   ৫   ৩র ২
নায়িকেঅস্থা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪ রান্।

৫র   ৫   ২   র র ১ ২   ২^৩   ৫   ২ ১
এহিয়া ৬ হা। যস্তৃয়িধাঔহোহায়ি। ত্বাবা ২ ৩ ৪ র্ত্তাম্। বর্হায়িস্তা ২ ৩ ৪

৫   ১র ২   ৩র৪র৫   ১৩   ৫   ২ ৩   ৫
হায়ি। স্থাবসন্দা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ নাম্।

২র ১ ২   ১ ৭ র ২   ৩র৪র৫   ১৩   ৫   ৩র ২
আপশ্চিৎ। নায়িদধাপা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো

৫র   ৫   ২ র র র ১ ২   ^৩   ৫
৩ ১ ২ ৩ ৪ দাম্। এহিয়া ৬ হা। পদন্দেবাঔহোহায়ি। আমায়িঢ় ২ ৩ ৪ হা।

২ ১   ৫   ১র র ২   ৩র৪র৫   ১৩   ৫   ২ ৩
অনাধা ২ ৩ ৪ হা। ষ্টাভিরূতা ৩ ৪ ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হাহায়ি। উহুবা

৫   ২১র২র   ১র র র ২   ৩র৪র৫   ১৩   ৫
২ ৩ ৪ ভীঃ। ভদ্রাসূ। র্য্যাইবোপা ৩ ৪ ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র ২   ৫র   ৫   ৪
ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪ দৃক্। এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ঈ ॥ ১।২।৩ ॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একনবতিতম (বালখিল্যসূক্ত সহিত দ্বাধিকশততম) সূক্তের পঞ্চদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা;— "বায়বতীয়োত্তরম্,"।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

—————০:*:*:০—————

উত্তরার্চ্চিকে—ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

——— • ———

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং ॥ ১৪ ॥

* * *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১   ২   ৩ ১ ২ ৩   ২ ৩   ১ ২ ৩ ১ ২
অভি ত্বা পূর্ব্বপীতয় ইন্দ্র স্তোমেভিরায়বঃ।
৩   ১ ২   ৩ ২ ৩   ১ ২   ৩ ১
সমীচীনাস ঋভবঃ সমস্বরন্ রুদ্রা
২   ৩ ২
গৃণন্ত পূর্ব্ব্যম্ ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'আয়বঃ' (শ্রেয়ঃকামিনঃ, দেবভক্তি-লাষিণঃ সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'পূর্ব্বপীতয়ে' (প্রথমপানার্থং, চিরং ভক্তিসুধাগ্রহণায় ইত্যর্থঃ) 'স্তোমেভিঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভি' (অভিষ্টুবন্তি, অনুসরন্তি ইত্যর্থঃ); তথা 'সমীচীনাসঃ' (সম্যগ্‌জ্ঞানবন্তঃ, আত্মতত্ত্বদর্শিনঃ ইতি ভাবঃ) 'ঋভবঃ' (মেধাবিনঃ, সংসারসাগরোত্তীর্ণাঃ নরদেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'সমস্বরন্' (সম্যগ্‌রূপেণ স্তবন, অনুসরণং কুর্ব্বন্তঃ ইত্যর্থঃ); 'রুদ্রাঃ' (রৌদ্রভাবাপন্নাঃ দেবাঃ, বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'পূর্ব্ব্যং'

(পুরাতনং, চিরনূতনং, আত্মস্বরূপিতং বাং) 'গৃণন্তে' (স্তুবন্তি)। অতঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়মপি ভগবৎপরায়ণাঃ ভব ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ - ভগবদারাধনা সর্ব্বেষাং সুখদায়িকা। জ্ঞানিনঃ অজ্ঞানতাং দূরীকরণায়, ধর্ম্মমার্গানুসারিণঃ সৎপথপ্রদর্শনায়, মদরহিতানাং জনানাং করুণাং বিতরণায়, তথা কর্ম্মসামর্থ্যহীনস্য জনস্য পরিচালনায়, ভগবান্ সদৈব নিরতঃ অস্তি। অতঃ হে জীব! শ্রেয়োলাভায় সদৈব ভগবদারাধনাপরঃ ভব। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধকমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১৬অ ১খ - ১সূ ১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবন্ ইন্দ্রদেব! শ্রেয়ঃকামী অর্থাৎ দেবত্বাভিলাষী সাধুগণ চিরকাল ভক্তিসুধা গ্রহণের নিমিত্ত স্তোত্রের দ্বারা আপনাকে অনুসরণ করিতেছেন; সম্যক্ জ্ঞানবান্ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বদর্শী মেধাবিগণ অর্থাৎ সংসার-সাগরোত্তীর্ণ নরদেবগণ সম্যক্-রূপে আপনার স্তুতি করিয়াছেন—অনুসরণ করিয়াছেন; রৌদ্রভাবাপন্ন দেবগণ অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণ (বিবেকানুসারী জনগণ) আদি-অন্তরহিত চিরনূতন আপনাকে স্তব করিতেছেন। অতএব, হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরাও ভগবৎপরায়ণ হও। ইহাই মর্ম্মার্থ। (ভাব এই যে,—ভগবদারাধনা সকলেরই সুখদায়ক। অজ্ঞানতা-দূরীকরণে জ্ঞানীকে, সৎপথ প্রদর্শনে ধর্ম্মমার্গানুসারিগণকে, করুণা-বিতরণে নিরহঙ্কার জনগণকে এবং কর্ম্মসামর্থ্যহীন জনের পরিচালনায়, ভগবান্ সর্ব্বদা নিরত আছেন। অতএব হে জীব! শ্রেয়ঃলাভের জন্য সদাই ভগবদারাধনাপরায়ণ হও। মন্ত্রটী এইরূপ আত্মোদ্বোধনমূলক।)। (১৬অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ স্তোতারঃ 'স্তোমেভিঃ' স্তোত্রৈঃ 'ত্বা' ত্বাং অভিষ্টুবন্তি। কিমর্থং? 'পূর্ব্বপীতয়ে' সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ পূর্ব্বং প্রথমত এব সোমস্য পীতয়ে পানায়। জগন্মুখে হি চমসগণৈরিব সদঃস্থেব সোমো হূয়তে। তথা 'সমীচীনাসঃ' সম্যঞ্চঃ 'ঋভবঃ'। প্রথম-স্তোতৃকেণ [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ইত্যেতে 'দশধরণ্য' [illegible] [illegible]। [illegible] ([illegible])। 'রুদ্রাঃ' রুদ্রপুত্রা মরুতশ্চ 'পূর্ব্যং' পুরাতনং [illegible] [illegible] 'গৃণন্ত' [illegible] বৃত্রবধ-সময়ে 'প্রহর ভগবো জহি বীরয়স্ব' ইত্যেবং রূপয়া [illegible] [illegible] [illegible] ইত্যর্থঃ। (১৬অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৫৭১) সামেরমর্ম্মার্থ।

——— ———•: ✻ •:——— ———

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক সরলভাবপূর্ণ। কিন্তু মন্ত্রের অন্তর্গত 'ঋভবঃ', 'রুদ্রাঃ', 'পূর্ব্বপীতয়ে' এবং 'পূর্ব্ব্যাং' প্রভৃতি পদের ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় একটু গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছে। 'ঋভবঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'ঋভুগণ', 'রুদ্রাঃ' পদের অর্থ হইয়াছে -'রুদ্রপুত্র মরুদ্গণ', 'পূর্ব্বপীতয়ে' পদের অর্থ হইয়াছে,—'সকল দেবতার প্রথমে সোমপানের জন্য' এবং 'পূর্ব্ব্যাং' পদের অর্থ হইয়াছে -'বৃদ্ধ' বা 'পুরাতন'। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে,—"হে ইন্দ্র! প্রথম পানার্থে মনুষ্যগণ স্তোত্র দ্বারা তোমার স্তুতি করিতেছে, সমীচীন ঋভুগণ তোমাকেই সম্যক্ স্তব করিতেছেন। তুমি পুরাতন, রুদ্রগণ তোমাকে স্তব করিয়াছেন।'

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত 'ঋভবঃ', 'রুদ্রাঃ', 'পূর্ব্বপীতয়ে' এবং 'পূর্ব্ব্যাং' প্রভৃতি পদে আমরা যে অর্থ উপলব্ধি করি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। নিরুক্ত-গ্রন্থে 'ঋভু' শব্দের নানা পর্য্যায় এবং নানা অর্থ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—"ঋভব উরুং ভান্তীতি, ঋতেন ভান্তীতি বা, ঋতেন ভবন্তীতি বা" কোনও কোনও স্থলে 'ঋভবঃ' পদে মরুদ্গণ অর্থও পরিগৃহীত হইয়া থাকে। মন্ত্রের ভাষ্যে 'ঋভবঃ' পদের অর্থ আছে, -'ঋভবঃ প্রথমবাচকেন শব্দেন ত্রয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে ঋভুর্ব্বিভ্বা বাজ ইত্যেতে।" আমরা ঐ 'ঋভবঃ' পদে 'মেধাবিনঃ, সংসার-সাগরোত্তীর্ণাঃ নরদেবাঃ' অর্থ গ্রহণ করি। এই জন্মজরামরণশীল দেহ ধারণ করিয়াও, কর্ম্মপ্রভাবে যাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই 'ঋভবঃ' নামে প্রসিদ্ধ। এখানে, আমরা মনে করি, 'ঋভবঃ' পদে তাঁহাদিগেরই প্রতি লক্ষ্য আছে। সেই ভাব গ্রহণ করিয়া মন্ত্রার্থ অনুসন্ধান করিলে, কোনও গণ্ডগোলই আসিতে পারে না। *

'রুদ্রাঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ, - রুদ্রপুত্রাঃ মরুতশ্চ।' এরূপ অর্থে এক উপাখ্যানের অবতারণা হয়। সে উপাখ্যান, - বৃত্রাসুর বধের সময় অন্যান্য সকল দেবতা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। তখন, একমাত্র মরুদ্দেবগণই ইন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধার্থ ইন্দ্রকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তদবধি মরুদ্গণ ইন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন; এবং

---

* ঋভুগণের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকে বিংশ সূক্তের আলোচনায় পরিদৃষ্ট হইবে। এই ঋভুদেবগণ সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। একটী পৌরাণিক উপাখ্যান,—'অঙ্গিরোবংশীয় সুধন্বার তিনটী পুত্র ছিল। সেই তিন পুত্রের নাম,—ঋভু বিভ্ব, বাজ। জ্যেষ্ঠের নামানুসারে তাঁহারা একযোগে ঋভুগণ নামে পরিচিত হয়েন। ইন্দ্রের তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহারা বহুশ্রমসাধ্য কর্ম্মসম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে তাঁহারা পূজার্হ হয়েন। কথিত হয়,—এখন তাঁহারা তিন জন সূর্য্যালোকে বসতি করিতেছেন; সূর্য্যের রশ্মির মধ্যে তাঁহাদিগের অস্ফুট পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান আছে। ঋভুদেবগণ ইন্দ্রের ঘোটকদিগকে ইন্দ্রের জন্য শিক্ষিত করিয়াছিলেন; অর্থাৎ ঋভুগণ ইন্দ্রের ঘোটকের শিক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আর, তাঁহারা চমসাদি যজ্ঞীয় পাত্র নির্ম্মাণ করিতেন এবং সেইজন্যই যজ্ঞীয়ত্ব (দেবত্ব) প্রাপ্ত হন।

সোমপানে ইন্দ্রের সহকারিত্ব লাভ করেন ; অর্থাৎ, যেখানেই ইন্দ্রের জন্য সোমাভিষব হয়, সেই-খানেই মরুদ্গণ সোমের অংশভাগী হয়েন। 'রুদ্রাঃ' পদে আরও নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে। ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদে একাদশ রুদ্রের অথবা বিভিন্নসংখ্যক আদিত্যের পরিকল্পনা করিয়া থাকেন। তাহাতে অনেক স্থলে বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নানারূপ জটিলতা আনয়ন করে। আমরা 'রুদ্রাঃ' পদে বুঝি,—যাঁহারা কঠোর তপঃ-রূপ রৌদ্রভাবের দ্বারা আপনাদের অন্তরস্থ শত্রুগণের বিনাশ-সাধন করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা নির্ম্মল-হৃদয় ভগবৎ-পরায়ণ, তাঁহাদিগকেই 'রুদ্রাঃ' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই মানুষই যে, কর্ম্ম-প্রভাবে দেবতা হইতে পারে, ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় জীবন্মুক্ত হইতে পারে, 'রুদ্রাঃ' পদে, সেই এক ভাব উপলব্ধ হইতে পারে। 'ঋভবঃ' এবং 'রুদ্রাঃ' সদাকাল ভগবানে আরাধনা করেন। তাঁহাদিগের স্তোত্রমন্ত্র ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়। এই দৃষ্টিতেই 'রুদ্রাঃ' পদে বিবেকরূপী দেবগণ অর্থাৎ বিবেকানুসারী নরদেবগণ অর্থ আসিয়া থাকে। দৃষ্টান্তের দ্বারা বলা হইতেছে,—'মানুষ, তোমরাও তো দেবতা হইতে পার! একবার ভগবানের আরাধনা-পর হও। একবার তাঁহার গুণ-গানে নিরত হও। মনের মালিন্য দূর কর, হৃদয় নির্ম্মল কর। একবার ঋভুদেবগণের এবং রুদ্র দেবগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হও।' ফলতঃ নরদেবগণের অনুসরণে সৎকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করাই এই মন্ত্রের লক্ষ্য। *

'পূর্ব্বপীতয়ে' পদের অর্থে, ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—'সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ পূর্ব্বং প্রথমস্ত এব সোমস্য পানায়, সবনমুখে হি চমসগণৈঃ ইন্দ্রস্যেব সোমো হূয়তে' অর্থাৎ,—'সকল দেবতার প্রথমে সোমপানের জন্য সবনমুখে চমসগণের দ্বারা ইন্দ্রের সোম অভিযুক্ত হয়।' বৃত্র-বধে মরুদ্গণ ইন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া, মরুদ্গণ ইন্দ্রের সোমের অংশভাগী হন ; ইন্দ্র সোমপান করিবার পর, মরুদ্গণ সোমপান করেন, এই ভাব হইতেই সম্ভবতঃ 'পূর্ব্ব-পীতয়ে' পদের অর্থ হইয়াছে—'সকল দেবতার প্রথমে সোমপান করিবার জন্য।' কিন্তু আমরা এ অর্থ স্বীকার করি না। আমরা বলি, 'পূর্ব্ব' পদের অর্থ অন্যরূপ। ঐ পদে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অর্থাৎ 'সর্ব্বকালের' ভাব বুঝাইতেছে। আর 'পীতয়ে' পদে সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য পানের জন্য অর্থ বুঝায় না। সোম শব্দের যাহা শিষ্ট সঙ্গত অর্থ, 'সোম' বলিতে যে অন্তরের শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তি-সুধা বুঝায়, তাহা আমরা বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বহুস্থলে সপ্রমাণ করিয়াছি। এইরূপে 'পূর্ব্বপীতয়ে' পদের অর্থ, আমাদিগের মতে,—'চিরকাল অর্থাৎ সর্ব্বদা ভক্তি-সুধা শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের জন্য।' এইরূপে মন্ত্রের প্রথম পাদের অর্থ হয়,—'স্তুতি মন্ত্রের দ্বারা আপনাকে প্রীত করিতেছেন অর্থাৎ আপনার অনুসারী হইয়াছেন।' তারপর 'পূর্ব্ব্যং' পদ। ঐ পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ হয়—'পুরাতনং, বৃদ্ধং'। আমরাও প্রকারান্তরে সেই

---

* 'রুদ্র' বলিতে প্রধানতঃ শিবকে বুঝায়। একাদশ গণদেবতা 'রুদ্র' নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের নাম—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর। মতান্তরে 'রুদ্র' বলিতে অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত ও সাবিত্র নাম দৃষ্ট হয়।

অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ঋগ্বেদের (প্রথম সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের বিশদার্থে) 'পূর্ব্বেভিঃ' পদে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছি, এখানেও সেই ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। যে পূর্ব্ব ধ্যান-ধারণার অতীত, যে পূর্ব্ব কল্পনার অতীত, 'পূর্ব্ব্যং' পদে তাহাকেই বুঝাইতেছে। এ 'পূর্ব্ব্যং' পদে সেই চিরপুরাতনের, সেই চিরনবীনের নিত্যত্বই অনুভূত হইতেছে। এই ভাবেই আমরা 'পূর্ব্ব্যং' পদের অর্থ করিয়াছি,—'চিরনূতনং, আত্মস্থহিতং।' গীতায়ও এই ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুন তাই বলিয়াছিলেন,—"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ" ইত্যাদি। এই অর্থেই 'পূর্ব্বপীতয়ে' পদের ভাব বেশ সুস্পষ্ট হইয়া আসে। উহার অর্থ হয়,—'অনন্ত অতীতকাল হইতে অর্থাৎ চিরকাল হইতে যে শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিসুধা আপনি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, সেই সুধা অনুক্ষণ পানের জন্য।'

এইরূপ আলোচনায় মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তাহা আমরা মন্ত্রার্থ আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভগবানের আরাধনায় মনোনিবেশ করিলে, তাঁহার পূজাপরায়ণ হইলে অর্থাৎ সৎকর্ম্মে জীবন-মন উৎসর্গ করিলে যে শ্রেয়ঃ-লাভ অবশ্যম্ভাবী, মন্ত্র সেই আদর্শ সেই উপদেশ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। (১৬অ—১খ—১সূ—১সা)॥

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের সপ্তমী ঋক (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—১খ—৩দ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়।

২। 'ঋভবঃ' পদে মেধাবিগণ অর্থ উপলব্ধ হয়। ইহা বিবরণকারের মত। নিঘণ্টু নিরুক্তে মেধাবী নামসমূহের মধ্যে 'ঋভু' শব্দ পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে 'ঋভবঃ' পদের ত্রিবিধ নিরুক্ত আছে; যথা,—(১) প্রকৃতিপ্রত্যয়-লব্ধ, (২) ঐতিহাসিক এবং (৩) যোগরূঢ়িক।

প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত; যথা,—'ঋভব উরু ভান্তীতি বা, ঋতেন ভান্তীতি বা, ঋতেন ভবন্তীতি বা (২।৪।১৫)।'

দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত;—ঐতিহাসিক নৈরুক্তে একটী উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। সে উপাখ্যান,—"ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইতি সুধন্বন আঙ্গিরসস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বভুবুস্তেষাং প্রথমোত্তমাভ্যাং বহুবন্নিগমা ভবন্তি ন মধ্যমেন। তদেতদৃভোশ্চ বহুবচনেন চমসস্য চ সংস্তবেন বহুনি দশতয়ীষু সূক্তানি ভবন্তি (২।৪।১৬)।" অর্থাৎ, অঙ্গিরোবংশীয় সুধন্বার তিন পুত্র ছিল। তাহাদের নাম—ঋভু, বিভ্বা এবং বাজ। জ্যেষ্ঠ ঋভুর নামানুসারে ভ্রাতৃত্রয় ঋভুগণ নামে পরিচিত। ইত্যাদি। ইহার প্রতিপোষকরূপে বেদমন্ত্র উল্লিখিত হইয়া থাকে; যথা,—

"বিষ্ট্বী শমী তরণিত্বেন বাঘতো মর্ত্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ।

সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরচক্ষসঃ সংবৎসরে সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ।"

"কৃত্বা কর্ম্মাণি ক্ষিপ্রত্বেন বোঢ়ারো মেধাবিনো বা মর্ত্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশিরে সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরখ্যানা বা সূরপ্রজ্ঞা বা সংবৎসরে সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ।' ইতি যাস্কক্বতং তদ্ব্যাখ্যানং।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩
অস্যেদিন্দ্রো বাবৃধে বৃষ্ণ্যং শবো

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মদে সুতস্য বিষ্ণবি।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র
অদ্যা তমস্য মহিমানমায়বোঽ-

২র ৩ ১ ২
নুষ্টুবন্তি পূর্ব্বথা ॥ ২.॥

তৃতীয় প্রকার নিরুক্ত; যথা,—সূর্য্যের রশ্মিসমূহও 'ঋভবঃ' নামে অভিহিত হয়— "আদিত্যরশ্ময়োঽপ্যৃভবঃ উচ্যন্তে।" পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানানুসারে কথিত হয়, ভ্রাতৃত্রয় এখন সূর্য্যের রশ্মির মধ্যে অবস্থিত আছেন।

এই তৃতীয় প্রকারের নিরুক্ত সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—

"অগোহ্যস্য যদসস্তনা গৃহে তদদ্যেদমৃভবো নানু গচ্ছথ।"

যাস্ক ইহার নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অগোহ্য আদিত্যোঽগূহনীয়স্তস্য যদস্বপথ গৃহে যাবত্তত্র ভবথ ন তাবদিহ ভবথেতি।"

সায়ণ এস্থলে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায়ই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে, মন্ত্রের সহিত মরণধর্ম্মশীল মানবের সম্বন্ধ কল্পিত হওয়ায়, মন্ত্রের নিত্যত্বে এবং অপৌরুষেয়ত্বে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। বেদমন্ত্রসমূহকে নিত্য অপৌরুষেয় বলিয়া বিশ্বাস করিলে, তাহার সহিত অনিত্য-বস্তুর সম্বন্ধ কল্পনা করিতে পারা যায় না। সেরূপ ক্ষেত্রে, বেদের নিত্যত্ব এবং অপৌরুষেয়ত্ব নষ্ট হইয়া যায়। হিন্দুর চক্ষে এরূপ সম্বন্ধ-স্থাপন নিতান্ত বিসদৃশ। বেদবিশ্বাসী হিন্দু কোন মতেই তাহা স্বীকার করিবেন না। বিশেষতঃ অনুসন্ধানে ও অভিনিবেশে বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বই প্রতিপন্ন হয়। আমাদিগের অর্থ তাই ভিন্ন পথ পরিগ্রহ করিয়াছে। 'ঋভু' শব্দের যখন সুষ্ঠু ও সঙ্গত অর্থ বেদাঙ্গ গ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন বেদের অমর্য্যাদাকর মানব-সম্বন্ধ কেন মন্ত্রের সহিত টানিয়া আনিব? এই জন্যই আমরা ভিন্নপথাবলম্বী।

৩। 'রুদ্রাঃ' শব্দের অর্থ বিবরণগ্রন্থে 'রোদন-স্বভাবকাঃ অত্যুচ্চারণশীলাঃ' পরিদৃষ্ট হয়। "মরুতো মিত্রাবিমঃ" (নি° ২।৫।১৩) ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'অস্য' (প্রসিদ্ধস্য) 'সুতস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'বিষ্ণবি মদে' (সর্ব্বব্যাপকে আনন্দে, পরমানন্দদানায় ইত্যর্থঃ) সাধকস্য 'বৃষ্ণ্যং' (পোষকং, আত্মপোষণ-সমর্থং ইত্যর্থঃ) 'শবঃ' (বলং) 'বাবৃধে' (প্রবর্দ্ধয়তি); 'আয়বঃ' (উর্দ্ধগমনশীলাঃ মানবাঃ, সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'পূর্ব্বথা অদ্য' (যথা পূর্ব্বস্মিন্ কালে তথা অদ্য অপি, নিত্যকালং ইতি ভাবঃ) 'অস্য' (অস্য দেবস্য, ভগবতঃ) 'তং' (প্রসিদ্ধং তং) 'মহিমানং' (মহত্ত্বং, মাহাত্ম্যং) 'অনুষ্টুবন্তি' (স্তুবন্তি, আরাধয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ সাধকেভ্যঃ পরাশক্তিং প্রযচ্ছতি; সাধকাঃ নিত্যকালং ভগবন্মাহাত্ম্যং কীর্ত্তয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১৩অ-১খ-১সূ—২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ ইন্দ্রদেব প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের পরমানন্দদানের জন্য সাধকের আত্মপোষণসমর্থ বল প্রবর্দ্ধিত করেন; সাধকগণ নিত্যকাল ভগবানের প্রসিদ্ধ সেই মাহাত্ম্য আরাধনা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকদিগকে পরাশক্তি প্রদান করেন; সাধকগণ নিত্যকাল ভগবন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।)। (১৩অ—১খ—১সূ—২সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্যেৎ' অস্যৈব যজমানস্য 'বৃষ্ণ্যং' বৃষত্বং বীর্য্যং 'শবঃ' বলং চ 'ইন্দ্রঃ' 'বাবৃধে' বর্দ্ধয়তি 'সুতস্য' অভিষুতস্য সোমস্য পানেন 'বিষ্ণ'ব' কৃৎস্ন-দেহস্য ব্যাপকে 'মদে' হর্ষে সতি তস্যৈব যজমানস্য বলং বর্দ্ধয়তীত্যর্থঃ। 'অদ্য' অস্মিন্ কালে 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'তং' উক্তগুণং 'মহিমানং' মহত্ত্বং 'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ 'অনুষ্টুবন্তি' ভক্ত্যানুপূর্ব্বেণ স্তুবন্তি, 'পূর্ব্বথা'। পূর্ব্বশব্দাদিবার্থে 'প্রত্ন' পূর্ব্ব (৪৩।১১১) ইত্যাদিনা থা-প্রত্যয়ঃ। যথা পূর্ব্বস্মিন্ কালে অস্তুবন্ এবমিদানীমপি তেনৈব ক্রমেণৈব স্তুবন্তীত্যর্থঃ। (১৩অ—১খ-১সূ—২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (১৫৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

শক্তির আধার ভগবান্। তিনিই মানুষকে শক্তি প্রদান করেন। তাঁহার শক্তিতেই জগৎ শক্তিমান, তাঁহার কৃপায় নির্জ্জীব জগৎ সজীব হয়। তিনিই মানবকে পরম ধনের অধিকারী করেন। সাধকগণ নিত্যকাল সেই পরম দেবতার আরাধনা করেন—মন্ত্রের মধ্যে এই দুইটী ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে।

'বিষ্ণবি' পদের ভাবার্থ—"কৃৎস্নদেহস্য ব্যাপকে" অর্থাৎ সমগ্রশরীরে ব্যাপ্ত। যাহা পরিপূর্ণ তাহাই 'বিষ্ণবি' পদের লক্ষ্যস্থল। তাই 'বিষ্ণবি মদে' পদদ্বয়ের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—পরমানন্দে, পরমানন্দদানায় অর্থাৎ পরমানন্দ দানের জন্যই ভগবান সাধককে শক্তি প্রদান করেন। হৃদয়ে শক্তিলাভ করিতে না পারিলে মানুষ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না। শক্তি না থাকিলে আনন্দ উপভোগ করিবে কে? তাই আনন্দভোগের পূর্ব্বে শক্তিলাভের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

'অদ্য পূর্ব্বথা' পদদ্বয়ে নিত্যকাল সূচনা। পূর্ব্বকালে সাধকগণ প্রার্থনা করিতেন, বর্ত্তমানকালে করিতেছেন, এবং অনন্ত ভবিষ্যতেও করিবেন উক্ত পদদ্বয় এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। আমরা তাই উক্ত পদদ্বয়ের "নিত্যকালং" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এখানে আলোচ্য মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা এই,—"অভিযুত সোমপানে (সর্ব্বদেহ) ব্যাপী মত্ততা জন্মিলে ইন্দ্র এই যজমানেরই বীর্য্য ও বল বর্দ্ধিত করেন; মনুষ্যগণ অদ্য পূর্ব্বকালের ন্যায় ইন্দ্রের সেই গুণ স্তব করিতেছে।" (১৬অ-১খ—১সূ-২সা)।*

—— ০ ——

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

৪ ৩৪র র ৩৭র৫ র ২ ৫৩৫৪র ৫ ২ র র ১ ৭ --
১। অভিত্বা পূর্ব্বপীতয়ে। অভিত্বা ৩ পূর্ব্বপীতয়ায়ি। ইন্দ্রস্তোমেভী ৩ রায়বা ২ঃ।

১ ২ ১র ২ র র র ১ ৭ -- ১ ২
ভিরায়া ১ বা ২ ৩ঃ। ওমো ৩ বা। সমীচীনাসঋভবঃ সা ৩ মাস্বরা ২ ন্। সমাস্বা

১র ২ র ১ ৭ -- ১ ২
১ রা ২ ৩ ন্। ওমো ৩ বা। রুদ্রাগৃণন্তা ৩ পূর্ব্বিয়া ২ ম্। ন্তপূর্ব্বা ১ ব্যা

৮ ৩ ৫র র ৩৩র৪ ৩৫র ৫ র ২ ৪
২ ৩ ম্। ও ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। রুদ্রাগৃণন্তপূর্ব্বিয়ম্। রুদ্রাগা ৩ র্ণ ন্ত

৫ ২ র ১ ৭ -- ১ ২ ১র ৪ ২
পূর্ব্বিয়াম্। রুদ্রাগৃণন্তা ৩ পূর্ব্বিয়া ২ ম্। ন্তপূর্ব্বা ১ ব্যা ২ ৩ ম্। ওমো ৩ বা।

র র র র ১ ৭ — ১ ২ ১র
অভেদিন্দ্রোবাবৃধেবৃষ্ণ্যো ৩ রা ২ শবা ২ঃ। ষ্ণিয়া শা ১ বা ২ ৩ঃ। ওমো ৩

২ র ১ ৭ — ১ ২ ১র
বা। মদেসুতস্য ৩ বাবিষ্ণবা ২ বি। ম্ববিষ্ণবা ১ বা ২ ৩ য়ি। ও ৭। ও ২।

৩ ৫র র ৩৪র ৩ ৪ ৩৫ ৫ র ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ র
বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা॥ মদেসুতস্যবিষ্ণবি। মদেসু ৩ তস্যবিষ্ণবায়ি। মদেসুতস্য।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষড়্‌বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

১ ৭ — ১ ২ ১র ২ র র
৩ বায়িষ্ঠ্যা ২ য়ি। ষ্ঠবায়িষ্ঠা ১ বা ২ ৩ য়ি। ওমো ৩ বা। অম্বাতংস্তমহিমানা

১ ৭ — ১ ২ ১র ২ ১ ৭ --
৩ মায়বা ২ ঃ। নমায়া ১ বা ২ ৩ঃ ওমো ৩ বা। অনুষ্টু ষ্টী ৩ পূর্ব্বথা ২।

১ ২ ১র ৩ ৫ ৭ র ৩ ৪
তিপূর্ব্বা ১ থা ২ ৩। ওম্। ও ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ পা।

* *

২র ১র২র ১র২ ১ . ২১ র ২ ১২ ২ র র র
২। আভিবাপূর্ব্বপীতয়ায়ি। ইন্দ্রস্তোমায়ি। ভী ৩ রায়া ৩ বাঃ। সমীচীনাসঋভবঃ

৩ ৫র ২১র ৫ ২ ১ ২
সমস্বরা ২ ৩ ৪ ঔহো। রুদ্রাগা ২ ৩ ৪ র্ণা। ভপূ ৩ আউবা ২ ৩। এ ৩।

২ ৩২ ২রর ১২ ১র২ ১ ২ ১২ ২ র র ৩
বিয়মা। রুদ্রাগৃণত পূর্ব্বিয়াম। আ ৩ ভেয়া ৩ য়িন্দ্রাঃ। বাবৃধেস্মিয়ষ্ট শবা

৫র ২১র ৫ ২ ২ ২৩২
২ ৩ ৪ ঔহো। মদেষু ২ ৩ ৪ তা। স্বা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। স্বাধিয়া।

র র ১২ ১২১ ২ ২ ২ র র ৩ ৫র
মাদেষুভস্বধিষ্ণ্যায়ি। আ ৩ ষ্যাত্তা ৩ মা। ন্যমহিমানমায়বা ২ ৩ ৪ ঔহো।

২১ ৫ ২ ১ ২ ৩২
অনুষ্টু ২ ৩ ৪ বা। ভিপূ ৩ আউবা ২ ৩। এ ৩ স্বধথা। ১২। *

— • —

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র বামর্চ্চন্ত্যুকৃথিনো নীথাবিদো জরিতারঃ।

১ ২ ৩ ২৩ ১ ২
ইন্দ্রাগ্নী ইষ আ বৃণে ॥ ১ ॥ •

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম,
যথা; (১) "বষট্‌কারণিধনং" এবং (২) "কয়াপঞ্চস্তমম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (হে বলাধিপতে তথা জ্ঞানদেব!) 'নীথাবিদঃ' (স্তোত্রাভিজ্ঞাঃ, বেদজ্ঞাঃ) 'উক্থিনঃ' (মন্ত্রাভিজ্ঞাঃ) 'জরিতারঃ' (স্তোতারঃ, প্রার্থনাপরায়ণাঃ সাধকাঃ) 'বাং' (যুবাং) 'প্রার্চ্চন্তি' (আরাধয়ন্তি); 'ইষঃ' (আত্মশক্তেঃ লাভার্থং ইতি যাবৎ) অহং যুবাং আ বৃণে' (আরাধয়ামি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবন্তং আরাধয়ন্তি; বয়ং অপি ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম – ইতি ভাবঃ। (১৬অ – ১খ – ২সূ – ১সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে বলাধিপতি এবং জ্ঞানদেব! বেদজ্ঞ মন্ত্রাভিজ্ঞ প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ আপনাদিগকে আরাধনা করেন; আত্মশক্তিলাভের জন্য আমি আপনাদিগকে আরাধনা করিতেছি। মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবানকে আরাধনা করেন; আমরাও যেন ভগবৎপরায়ণ হই।) ॥ (১৬অ—১খ—২সূ—১সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'উক্থিনঃ' (উক্থং শস্ত্রং তদ্বন্তঃ) শস্ত্রিণঃ হোত্রাদয়ঃ 'বাং' যুবাং 'প্রার্চ্চন্তি' – ইহ কর্ম্মণি স্তুতিরূপাভির্ব্বাগ্ভিঃ পূজয়ন্তি। তথা 'নীথাবিদঃ' স্তোত্রাভিজ্ঞাঃ সাম, জ্ঞানকুশলা 'জরিতারঃ' স্তোতারঃ উদ্গাত্রাদয়ঃ অভিলষিত-ফলাবাপ্তয়ে যুবামর্চ্চন্তি। অহমপি 'ইষঃ' অন্নস্য লাভার্থং 'ইন্দ্রাগ্নী' যুবাং 'আ বৃণে' সর্ব্বতঃ সম্ভজে পূজয়ামীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

• • •

প্রথম (১৫৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। প্রথম অংশের ভাব এই যে,—সাধনাভিজ্ঞ লোকসমূহ ভগবানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। মন্ত্রে ইন্দ্র এবং অগ্নি এই উভয় দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। অর্থাৎ ইন্দ্র এবং অগ্নিরূপে প্রকাশিত দুই ভগবৎশক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে। 'উক্থিনঃ'—যাঁহারা উক্থাদি মন্ত্রাভিজ্ঞ; 'নীথাবিদঃ'—যাঁহারা বেদজ্ঞ; তাই 'উক্থিনঃ নীথাবিদঃ জরিতারঃ বাং প্রার্চ্চন্তি' মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—যাঁহারা সাধনার পদ্ধতি জানেন, তাঁহারাই প্রকৃতভাবে ভগবৎসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হয়েন।

মন্ত্রের শেষাংশে আছে—প্রার্থনা। সেই প্রার্থনার অন্তর্নিহিত ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবদারাধনার পদ্ধতি জানেন; কিন্তু অজ্ঞান আমরা, আমাদের কি গতি হইবে? আমরা সেই ভগবানের চরণে আমাদের দুর্ব্বলত্ব—অক্ষমতা নিবেদন করিতেছি। হে ভগবন্! সাধনভজনহীন আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক শক্তি প্রদান কর, যেন তোমার আরাধনায় প্রকৃষ্টভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারি। প্রার্থনাংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্রাগ্নি! উকথ-বিশিষ্ট (স্তোতাগণ) তোমাদিগকে অর্চ্চনা করে, স্তোত্রাভিজ্ঞ স্তোতাগণ তোমাদিগকে অর্চ্চনা করে। আমি অন্নলাভের জন্য তোমাদের পূজা করিতেছি।" (১৬অ—১খ—২সূ—১সা)। *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধূনুতম্।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২
সাকমেকেন কর্ম্মণা॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (হে বলাধিপতে তথা জ্ঞানদেব!) যুবাং 'দাসপত্নীঃ' (রিপূণাং পালকান্, রিপূণাং রক্ষকান, যথা সাহায্যকারিণঃ) 'নবতিং পুরঃ' (অসংখ্যান্ আশ্রয়স্থানান্, যথা—প্রভুত্বশক্তিং) 'সাকং' (সার্দ্ধং, যুগপৎ) 'একেন কর্ম্মণা' (একেনৈব উদ্যোগেন, অবহেলয়া ইত্যর্থঃ) 'অধূনুতম' (কম্পয়থঃ, বিনাশয়থঃ ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি লোকানাং রিপুনাশকঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১৬অ—১খ—২সূ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে বলাধিপতি এবং জ্ঞানদেব! আপনারা রিপুদিগের রক্ষক, (অথবা সাহায্যকারী) অসংখ্য আশ্রয়স্থান (অথবা প্রভুত্বশক্তি) যুগপৎ অবহেলায় বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই লোকদিগের রিপুনাশক হয়েন)। (১৬অ—১খ—২সূ—২সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'দাসপত্নীঃ' দাসয়ন্তি উপক্ষয়ন্তীতি দাসাঃ উপক্ষয়িতারঃ শত্রবঃ, তে পতয়ঃ পালকাঃ যাসাং তা দাসপত্নীঃ 'নবতিং' নবতি-সংখ্যাকাঃ 'পুরঃ' এবংবিধাঃ শত্রুপুরীঃ 'একেন কর্ম্মণা' একেনৈবোদ্যোগেন যুবাং 'সাকং' সহ যুগপৎ 'অধূনুতং' অকম্পয়তং, তাবিন্দ্রাগ্নী আহ্বয়ামীতি শেষঃ॥ (১৬অ— ৭খ—২সূ ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৫৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান্ শক্তির আধার। জগতের কোন শক্তিই তাঁহার শক্তির সমকক্ষ নয়। রিপুগণের দুর্দ্ধর্ষশক্তি মনুষ্যকে অভিভূত করিতে পারে, কিন্তু ভগবানের শক্তির আঘাতে তাহা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। রিপুগণের শক্তি ভগবান্ অনায়াসেই বিনষ্ট করিতে পারেন—মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রান্তর্গত 'দাসপত্নীঃ' পদ সম্বন্ধে ভাষ্যকার যে অর্থ প্রদান করিয়াছেন, সঙ্গতভাবে আমরা তাহাই অনেকাংশে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু অন্যত্র 'দাস' শব্দে এই ভাষ্যে এবং অন্যান্য প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে অন্য অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'দাস' শব্দে ব্যাখ্যাকারগণ অনার্য্য-দাসজাতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা পরিস্ফুট হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমরা এক উদ্যোগ দ্বারাই দাসগণের নবতিসংখ্যক পুরী যুগপৎ কম্পিত করিয়াছিলে।" এখানে দাসগণ বলিতে ব্যাখ্যাকার কোন একশ্রেণীর মানুষকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহারাও যেন খুব পরাক্রমশালী ছিল, তাহাদের বহুসংখ্যক পুরী অথবা দুর্গ ছিল অগ্নি ও ইন্দ্র তাহাদের সেই দুর্গসমূহ নষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে অনেক আধুনিক পণ্ডিত ধারণা করেন যে, প্রাচীনকালে আর্য্য এবং অনার্য্য এই দুই জাতি ভারতে বাস করিতেন, এবং তাহাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহাদি সঙ্ঘটিত হইত। এই এক দাস শব্দ দ্বারাই প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এক স্তর গড়িয়া তুলিতে চেষ্টান্বিত। তাঁহাদের মত এই যে, আর্য্যগণ যখন প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন এই দেশে কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য একজাতি বাস করিত। তাহাদের দেশে নূতন ভিন্নজাতীয় লোকের আগমন তাহারা মোটেই পছন্দ করে নাই এবং দেশজয় উপলক্ষে এই অনার্য্যদের সহিত আর্য্যগণের সর্ব্বদাই যুদ্ধাদি সঙ্ঘটিত হইত। বেদের নানা স্থানে এই পণ্ডিতগণ সেই সকল যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই আদিমনিবাসী অনার্য্যগণই বেদে দাস-জাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রে ভাষ্যকার যদিও 'দাসপত্নীঃ' পদে এই অনার্য্যদাসজাতিকে লক্ষ্য করেন নাই, তথাপি অন্যান্য দুই একজন ব্যাখ্যাকার তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এইরূপ বেদব্যাখ্যার ফলে ভারতীয় সমাজে নানা অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে। বেদের ব্যাখ্যা কেবলমাত্র পুস্তকাদিতেই নিবদ্ধ থাকে নাই, কার্য্যক্ষেত্রেও তাহার প্রসারতা ঘটিয়াছে।

সম্প্রতি কিছু দিন হইল একশ্রেণীর লোক আপনাদিগকে তথাকথিত বেদোক্ত দাসজাতি বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের দাবী এই যে,—তাঁহারা হিন্দুও নহেন, এবং ভারতে প্রচলিত অন্য কোনও ধর্ম্মান্তর্গতও নহেন। তাঁহারা এক স্বতন্ত্র জাতি, এবং সেই হিসাবে তাঁহারা রাষ্ট্রে এবং সমাজে আপনাদের পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলিতে চাহেন। অর্থাৎ শতধা বিভক্ত ভারত সমাজের আরও বিভাগ করিতে তাঁহারা চেষ্টান্বিত। বেদব্যাখ্যার ফল দাঁড়াইয়াছে—এই। অথচ প্রকৃতপক্ষে বেদে, 'দাসজাতি' বলিয়া কোন পৃথক জাতির উল্লেখ নাই। যদি তাহাই অর্থাৎ 'দাসজাতির' অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, তাহাদের বিরুদ্ধে যাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহারাও দাসজাতির মতই মানুষ। কারণ মানুষ ও দেবতার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক দুর্গাদি আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করা হয় না। যদি ইহা স্বীকার করা হয়, তবে ইহাও গ্রহণ করিতে হইবে যে, ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতিও মানুষ ছিলেন, এবং তাঁহারও মানুষের মতই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইন্দ্রাদিকে মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত এরূপ ব্যাখ্যাকারেরও অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যাও কম এবং তাঁহাদের মতও গৃহীত হয় না। কিন্তু প্রচলিত অনেক ব্যাখ্যাকারও ইন্দ্রাদিকে মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বেদের যে, ব্যাখ্যা সর্ব্বজন-গ্রাহ্য নয়, অথবা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, এরূপ ব্যাখ্যার উপরও নির্ভর করিয়া সমাজের অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। সুতরাং বেদের ব্যাখ্যা যে কতদূর দায়িত্বজনক তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রচলিত মতাদি যাহাই হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। 'ইন্দ্র' 'অগ্নি' প্রভৃতি ভগবানেরই বিভিন্ন বিভূতিমাত্র, তাঁহারা মানুষও নহেন, স্বতন্ত্র দেবতাও নহেন। ভগবৎবিভূতির বিশেষ প্রকাশকেই বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়; তাই 'ইন্দ্র' 'অগ্নি' প্রভৃতিকে দেবতা বলা যায়, এবং এই দিক দিয়াই আমরা 'দেবতা' শব্দ ব্যবহার করি। (১৬অ ১খ—২সূ—২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রাগ্নী অপসম্পর্য্যুপ প্র যন্তি ধীতয়ঃ।
৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ২
ঋতস্য পথ্যাঽ৩ অনু॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (হে বলাধিপতে তথা হে জ্ঞানদেব!) যুবয়োঃ কৃপয়া অস্মাকং 'ধীতয়ঃ' (বুদ্ধয়ঃ, চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'ঋতস্য' (সত্যস্য) 'পথ্যা অনু' (মার্গান লক্ষীকৃত্য) 'অপসঃ পরি' (সৎকর্ম্মণঃ পরিতঃ, সৎকর্ম্মাভিমুখেন ইত্যর্থঃ) 'উপপ্রযন্তি' (গচ্ছন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া বয়ং সত্যপরায়ণাঃ সৎকর্ম্মসাধকাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৬অ-১খ ২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বলাধিপতি এবং হে জ্ঞানদেব! আপনাদের কৃপায় আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহ সত্যের মার্গ লক্ষ্য করিয়া সৎকর্ম্মাভিমুখে গমন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় আমরা যেন সত্যপরায়ণ সৎকর্ম্মসাধক হই)॥ (১৬অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'ধীতয়ঃ' সোমস্য ধাতারঃ পাতারো হোত্রাদয়ঃ 'ঋতস্য' কর্ম্মফলস্য "পথ্যাঃ" পথঃ মার্গান 'অনু' লক্ষীকৃত্য 'অপসঃ' অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণস্য পরিতঃ সর্ব্বতঃ সমীপে 'পর্য্যুপ' 'প্র যন্তি' প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে অতঃ সোমপানার্থং যুবামাগচ্ছতমিতি ভাবঃ। যদ্বা, 'ধীতয়ঃ' 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'পথঃ' মার্গান 'অনু' লক্ষীকৃত্য 'অপসঃ' কর্ম্মণঃ 'পরি' পরিতঃ 'উপ প্র যন্তি' প্রবর্ত্তন্তে, অতঃ স্তোতব্যতয়া যুবামাগচ্ছতামিতি। (১৬অ ১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৫৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। যাহাতে আমরা সৎপথে চলিতে পারি, যাহাতে আমাদের বাক্য, কর্ম্ম ও চিন্তা সৎ ও মহৎ হয়, মন্ত্রে তাহার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'ঋতস্য পথ্যা অনু'—সত্যের পথ অবলম্বন করিয়া যেন আমাদের 'ধীতয়ঃ' চিত্তবৃত্তি-সমূহ 'উপপ্রযন্তি' গমন করিতে পারে। আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহ পবিত্র নির্ম্মল হউক, সত্যের ধ্রুবজ্যোতিঃ লক্ষ্য করিয়া যেন আমরা জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারি—মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই সারমর্ম্ম।

সত্যের আলোকরেখাকে লক্ষ্য করিয়া যদি চলিতে পারি, তবে আপাততঃ আমাদের সম্মুখে নিবিড় অন্ধকাররাশি বর্ত্তমান থাকিলেও আমাদের ভয়ের কারণ থাকে না। সেই ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া সংসার-সমুদ্রে আমাদের জীবন তরণী নির্ভয়ে পরিচালনা

করিতে পারি। সেই ধ্রুবতারা, ধ্রুবজ্যোতিঃ—সত্য, অনন্ত অবিনশ্বর সত্য। যিনি সেই সত্যের পথে চলিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার আর অধঃপতনের ভয় থাকে না। তাই সেই সত্যমার্গে চলিবার শক্তি লাভ করিবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা এই,—"হে ইন্দ্রাগ্নি! স্তোতাগণ, যজ্ঞের মার্গ লক্ষ্য করিয়া আমাদের কর্ম্মের চতুর্দ্দিকে উপাগত হইতেছে। (১৬অ-১খ—২সূ ৩সা)।

—— ০ ——

চতুর্থং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রাগ্নী তবিষাণি বাং সধস্থানি প্রয়াংসি চ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

যুবোরপ্তূর্য্যং হিতম্॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (হে বলাধিপতে তথা হে জ্ঞানদেব!) 'বাং' (যুবয়োঃ) 'তবিষাণি' (বলানি, শক্ত্যাদীনি) 'চ' (তথা) 'প্রয়াংসি' (প্রকর্ষেণ যাতব্যানি, ঊর্দ্ধগমনদায়কং পরমাশ্রয়ং) 'সধস্থানি' (একত্রং নিবসন্তু); 'যুবোঃ' (যুবয়োঃ) 'অপ্তূর্য্যং' (অমৃতদানশক্তিঃ) অস্মাকং 'হিতং' (পরমমঙ্গলদায়িকা) ভবতু - ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি কেবলং লোকানাং পরমাশ্রয়ঃ ভবতি; সঃ অস্মাকং পরমমঙ্গলং সাধয়তু - ইতি ভাবঃ। (১৬অ—১খ—২সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বলাধিপতি এবং জ্ঞানদেব! আপনাদের শক্ত্যাদি এবং ঊর্দ্ধগমনদায়ক পরমাশ্রয় একত্রে নিবাস করে; আপনাদের অমৃতদানশক্তি আমাদের পরমমঙ্গলদায়িকা হউক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই কেবলমাত্র লোকদিগের পরমাশ্রয় হয়েন; তিনি আমাদের পরমমঙ্গল সাধন করুন।)॥ (১৬অ—১খ—২সূ—৪সা)।

* * *

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী! 'বাং' যুবয়োঃ 'ভাবস্যাণি' বলানি 'প্রয়াংসি' অন্নানি 'চ' 'সধস্থানি' সহস্থিতানি পরস্পরমবিযুক্তা বর্ত্তন্তে। তথা 'অপ্তুর্য্যং' বৃষ্টিধারাণাং প্রেরকং ত্বং 'যুবোঃ' যুবয়োরেব 'হিতং' নিহিতং বর্ত্ততে তস্মাৎ সোমপানপ্রভৃতিষু সর্ব্ব-কর্ম্মসু ইন্দ্রাগ্নোঃ সহৈব বর্ত্তনমিতি ভাবঃ। সধস্থানি ষ্ঠা গতি-নিবৃত্তৌ চ (ভ্বা০ প০) আতোহনুপসর্গে কঃ (৩২৩) সধমাস্থয়োশ্ছন্দসি (৬৩৯৬)। ইতি হস্য সধাদেশঃ। (১৬অ — খ — ২দ্‌ — ৪সা)।

চতুর্থ (১৫৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। প্রথম অংশের মর্ম্ম এই যে,—ভগবানই মানুষকে পরমপদ—পরমাশ্রয় প্রদান করে। 'প্রয়াংসি' পদে ভাষ্যকার 'অন্নানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিবরণকারের মতে উক্ত পদের অর্থ,—"প্রকর্ষেণ যাতব্যানি, অধ্বরাণি, যজ্ঞগৃহাণি'। আমাদের মনে হয়, 'প্রকর্ষেণ যাতব্যানি' পদে 'যজ্ঞগৃহাণি' বুঝায় না। প্রকৃতগৃহ, পরমাশ্রয়কেই লক্ষ্য করে। তাই আমরা 'প্রয়াংসি' পদে 'ঊর্দ্ধগমন-দায়কং পরমাশ্রয়ং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'প্রয়াংসি' পদ গমনার্থক 'যা' ধাতুমূলক। প্রকৃষ্ট-রূপে যাহাতে গমন করা যায়, বা গমন করিয়া যাহাতে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি লাভ করা যায়—'প্রয়াংসি' পদে তাহাই বুঝায়। সেই বস্তু কি - যাহাতে মানব চরম স্থিতি লাভ করিতে পারে, তাঁহার সকল গমনাগমনের অবসান হয়? সেই বস্তু পরমপদ ভগবদাশ্রয়। সেই পরমাশ্রয় ও ভগবৎশক্তি একত্র অবস্থিতি করে অর্থাৎ ভগবৎশক্তিই সেই আশ্রয়ের কারণ। ভগবান্ আপনার শক্তিবলেই মানুষকে সেই আশ্রয় প্রদান করেন। আর মানুষ তাহা গ্রহণ করিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিতে পারে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে যে প্রার্থনা আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—ভগবৎশক্তি, তাঁহার অমৃত-দায়িকা শক্তি আমাদের চরম ও পরমমঙ্গল সাধন করুক। 'অপ্তুর্য্যং' পদের অর্থ—'অমৃত-দায়কঃ'। ভগবানের সেই শক্তিই আমাদিগকে মঙ্গলের পথে লইয়া যাউক। আমাদের বাক্য, চিন্তা, কর্ম্ম মঙ্গলময় হউক—ইহাই প্রার্থনার ভাবার্থ। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর ভাব কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নিম্নেদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমাদের বল ও অন্ন তোমাদের দুই জনের মধ্যে অবিযুক্তভাবে আছে, এবং বৃষ্টি-প্রেরণরূপ কার্য্য তোমাদের দুই জনেতেই নিহিত আছে।" (১৬অ ১খ—২দ্‌—৪সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২　১　২　৩ ১ ২　১ ২　৩ ১ ২
শগ্ধ্যূ৩ষু শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।

২ ৩　১র　২র　৩ ১ ২
ভগং ন হি ত্বা যশসং

৩ ২ ৩ ১ ২　৩　১ ২
বসুবিদমনু শূর চরামসি ॥ ২ ॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শচীপতে' (নিখিলকর্ম্মাধার) 'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'বিশ্বাভিঃ' (সর্ব্বাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাভিঃ সহ ইতি যাবৎ) 'উষু' (সর্ব্বথা) 'শগ্ধি' (দেহি—অভীষ্টফলং পরমার্থধনং ইতি যাবৎ); 'শূর' (সর্ব্বশক্তেঃ আধার হে ইন্দ্রদেব!) 'ভগং ন' (ধনং ইব, রজতকাঞ্চনাদীনি ধনানি যথা লোকানাং প্রিয়তমানি কাম্যানি চ, অপিচ যথা লোকাঃ তানি রজতকাঞ্চনাদিধনানি সম্ভজন্তে, তদ্বৎ) 'যশসং' (অশেষমহিমান্বিতং, সর্ব্বেষাং যশসাং আধারং ইত্যর্থঃ) 'বসুবিদং' (নিখিলানাং ধনানাং প্রাপকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনুচরামসি' (পরিচরেম, অনুসরণং করবাম)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকপ্রার্থনাজ্ঞাপকশ্চ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে দেব! অস্মান্ রক্ষ, অস্মাকং পরমং মঙ্গলং সাধয়, অস্মভ্যং পরমার্থধনং চ প্রযচ্ছ। (১৬অ-১খ-৩সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নিখিলকর্ম্মাধার হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি সর্ব্ববিধ রক্ষার সহিত অভীষ্টফল পরমার্থরূপ ধন প্রদান করুন। হে সর্ব্বশক্তির আধার ইন্দ্রদেব! ধনের ন্যায় অর্থাৎ রজতকাঞ্চনাদি ধনসমূহ যেমন লোকের অতি প্রিয়তম এবং কামনার সামগ্রী, অপিচ লোকে সেই রজতকাঞ্চনাদি যেমন ভজনা করে—সেইরূপ, অশেষমহিমান্বিত অর্থাৎ সর্ব্ববিধ যশের আধার এবং নিখিল ধনের প্রাপক আপনাকে যেন পরিচর্য্যা করি—অনুসরণ করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনাজ্ঞাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে রক্ষা করুন,

আমাদিগের পরমমঙ্গল বিধান করুন, এবং আমাদিগকে পরমার্থ ধন প্রদান করুন। (১৬অ—১খ—৩সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শচীপতে'! 'ইন্দ্র' 'শগ্ধি' 'বিশ্বাভিঃ' সর্ব্বাভিঃ 'ঊতিভিঃ' মরুদ্ভিঃ সহ। হে 'শূর' হে বীর! 'ভগং ন' ভাগ্যমিব 'যশসং' যশস্বিনং 'বসুবিদং' ধনস্য লম্ভকং 'ত্বা' ত্বাং 'অনুচরামসি' অনুচরামঃ পরিচরাম ইত্যর্থঃ ॥ (১৬অ-১খ-৩সূ—১সা) ॥

* * *

প্রথম (১৫৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অর্চ্চনাকারী ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবন! আপনি আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন, আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হউন এবং পরমধন-রূপ অভীষ্ট ফল প্রদান করুন।' এই অংশের 'শগ্ধি' ক্রিয়াপদে মন্ত্রের এক উচ্চ ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'শক্' ধাতুর লোটে মধ্যম পুরুষের একবচনে ঐ পদ নিষ্পন্ন। 'শক' ধাতুর অর্থ সমর্থ হওয়া। তাহাতে 'শগ্ধি' ক্রিয়াপদের অর্থ হয়,—'সমর্থ হউন।' দেবতার নিকট প্রার্থনা 'আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হউন'—এরূপ প্রার্থনার এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে বলিয়া মনে করি। দেবতা আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হন কখন? তখনই নহে কি—যখন আমরা তাঁহার অনুগ্রহ-লাভের উপযোগী সৎকর্ম্মশীল হইতে পারি? আমরা যদি কুকর্ম্মী কদাচারী হই,—আমরা যদি অসৎপথে বিচরণ করি, ভগবান্ কেমন করিয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে পারিবেন? সুতরাং 'আপনি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিতে শক্ত বা সমর্থ হউন'—এরূপ প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে, 'আপনি আমাদিগকে সৎকর্ম্মশীল করুন। কেন-না, আমরা সৎকর্ম্মশীল সৎপথাবলম্বী হইলেই আপনি আমাদিগকে সহায়তা করিতে সমর্থ হইবেন।' শক্ত বা সমর্থ হইতে বলার তাৎপর্য্য এই যে, 'আমরা পাপী, কুকর্ম্মকারী, কদাচারী; আমাদিগকে সৎকর্ম্মশীল করা আয়াস সাপেক্ষ, তাই প্রার্থনা, আপনি তদ্বিষয়ে যেন সমর্থ হয়েন, তৎপ্রতি যেন আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।' ভাব এই যে, 'আপনার দয়াতেই সৎ-কর্ম্মশীল হইয়া আমরা যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। সৎকর্ম্মশীল হইলেই আমরা আপনার রক্ষার অধিকারী হইব; অর্থাৎ, তখনই আমাদিগের সকল শত্রুকে নাশ করিয়া আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। আর, সেই অবস্থায়ই, আপনার অনুগ্রহ লাভ করিয়া, আমরা পরমধন মোক্ষের অধিকারী হইতে পারিব।' মন্ত্রের প্রথমাংশে আমরা মনে করি,—এই ভাবই পরিব্যক্ত। 'শগ্ধ্যূ' পদের অন্তর্গত 'ঊষু' অংশের কোনও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ভাষ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ ভাষ্যকার ঐ পদটিকে পাদপূরণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ 'ঊষু'

পদে 'সর্ব্বথা' অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম। বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় অন্যান্য স্থলে 'উধ্' পদের এইরূপ অর্থেই আমরা সঙ্গতি দেখিয়াছি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের 'ভগঃ ন' উপমা-বাক্য, ভাষ্যের ব্যাখ্যার ভাবমূলে একটু সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যে ঐ উপমার অর্থ হইয়াছে—'ভাগ্যমিব'; ব্যাখ্যাকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'ভাগ্যের ন্যায়'; আর হিন্দী অনুবাদে উহার ব্যাখ্যা হইয়াছে,—'হমারে ভাগ্যকী সমান'। কোনও অর্থেই উপমার ভাবের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি উপলব্ধ হয় না। 'ভাগ্যের ন্যায় তোমার আরাধনা করি', 'আমার ভাগ্যের সমান তোমার আরাধনা করি',—এরূপ বলিলে কি কোনও ভাব-সঙ্গতি উপলব্ধ হয়? তাহা মনে হয় না। তাই আমাদিগের অর্থ একটু অন্য পথে প্রধাবিত হইয়াছে। 'ভগঃ' পদ নিরুক্তে 'ধন'-নাম-সমূহের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। মানুষ মাত্রেই ধনলাভের কামনা করে। রজত-কাঞ্চনাদি ধন যেমন-মানুষের প্রিয়তম ও কামনার সামগ্রী, 'ভগঃ ন' উপমায় আমরা সেই অর্থই পরিগ্রহণ করি। তাহাতে মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ হয় এই যে,—'ধনলুব্ধ মানুষ যেমন রজত-কাঞ্চনাদি ধনলাভের কামনা করে, ধন যেমন তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় ও কাম্য; ভগবানও তেমনই পরমার্থকামী ভক্তের সেইরূপ কাম্য ও প্রিয়।' এইভাবে মন্ত্রাংশের অর্থ হয় এই যে, 'ধনলুব্ধ মানুষের ধন যেমন প্রিয় ও কাম্য; হে ভগবন্! আপনিও সেইরূপ আমাদিগের প্রিয় ও কামনার সামগ্রী। তাহারা যেমন ধনকে ভজনা করে, আমরাও তেমনি আপনাকে ভজনা করি।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'যশসং' এবং 'বসুবিদং' বিশেষণ-পদদ্বয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এই যে,—'হে ভগবন! আপনি সর্ব্ববিধ যশের আধার; আপনি আমাদিগকে যশোযুক্ত করুন। হে ভগবন্! আপনি সকল ধনের স্বরূপ; আপনি আমাদিগকে পরমধন মোক্ষধন প্রদান করুন।' (১৬অ—১খ ৩সূ ১সা।)॥

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ-১খ—৩দ—২সা।) পরিদৃষ্ট হয়।

২। এই সাম-মন্ত্রের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এই,—"হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! সমস্ত রক্ষার সহিত অভিমত ফল প্রদান কর। হে শূর! তুমি যশস্বী ও ধনপ্রাপক, তোমাকে ভাগ্যের ন্যায় পরিচর্য্যা করি।"

৩। 'শচী' পদ কর্ম্মনামের মধ্যে পঠিত হয়। তদনুসারে 'শচীপতে' পদের অর্থ জ্যোতিষ্টোমাদি সৎকর্ম্মের অধিপতিভূত হে দেব।

৪। 'ভগঃ ন' বাক্যের অর্থ কোনও কোনও মতে 'পালনসহিতং ধনং' পরিগৃহীত হয়। সে ক্ষেত্রে 'ন' পদ পাদপূরণ। এতৎসম্বন্ধে যে হেতুবাদ লক্ষিত হয়, তাহা এই,—"ন শব্দ উপরিষ্টাদুপমার্থীয়ঃ। অস্যাপদার্থস্য সম্প্রত্যর্থে প্রয়োগ ইতি পাদপূরণঃ। পালনসহিতধনমিত্যর্থঃ ইতি।" 'ভগঃ ন' পদের এ অর্থেও মন্ত্রের ভাবাসঙ্গতি

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

পৌরো অশ্বস্য পুরুকৃদ্গবামস্যুৎসো দেব হিরণ্যয়ঃ।
ন কির্হি দানং পরি মর্দ্ধিষত্বে
যদ্যদ্যামি তদাভর ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হিরণ্ময়ঃ' (পরমরমণীয় পরমমঙ্গলসাধক) 'দেব' (হে দেব!) ত্বং 'অশ্বস্য' (ব্যাপকজ্ঞানস্য) 'পৌরঃ' (পূরয়িতা), 'গবাং' (জ্ঞানকিরণানাং) 'পুরুকৃৎ' (বহুকর্ত্তা, প্রবর্দ্ধয়িতা) তথা 'উৎসঃ' (মূলকারণং) 'অসি' (ভবসি); 'ত্বে' (তব) 'দানং' (পরমধনং, কল্যাণদানং) 'কির্হি' (কোঽপি রিপুঃ) 'ন পরিমর্দ্ধিষৎ' (ন ছিনত্তি, বিনাশয়িতুং সমর্থঃ ন ভবতি ইত্যর্থঃ); হে দেব! 'যৎ যৎ' (যৎ যৎ বস্তু, যৎ পরমধনং) অহং 'যামি' (প্রার্থয়ামি) 'তৎ' (তদ্ধনং) 'আভর' (প্রদেহি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে দেব! ত্বং হি পরাজ্ঞানদায়কঃ ভবসি; কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং মোক্ষং প্রদেহি—ইতি ভাবঃ॥ (১৩অ—১খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমমঙ্গলসাধক হে দেব! আপনি ব্যাপকজ্ঞানের পূরয়িতা, জ্ঞানকিরণসমূহের প্রবর্দ্ধয়িতা এবং মূলকারণ হয়েন; আপনার কল্যাণদান কোনও রিপু বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না; হে দেব! যে পরমধন আমি প্রার্থনা করিতেছি সেই ধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক

রক্ষিত হয়। তাহাতে তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায় যে,—'আপনার অনুগ্রহে আমরা পরম ধনের অধিকারী হইলে, সে ধন যাহাতে আমাদের চিরকাল অধিগত থাকে, সেইরূপ-ভাবে আমাদিগকে পালন করুন।' কুকর্ম্মপরায়ণ অসৎপথাবলম্বী হইলে সে ধনের অধিকারী হইতে পারা যায় না। আমরা সৎকর্ম্মপরায়ণ সদাচাররত থাকিয়া, যেন আপনার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ থাকি,—আপনি আমাদিগকে সেইরূপভাবে রক্ষা করুন, 'ভগং ন' বাক্যের এ অর্থে এবংবিধ ভাবই উপলব্ধ হয়।

এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে দেব! আপনিই পরাজ্ঞান-দায়ক হয়েন; কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন—মোক্ষ প্রদান করুন।)॥ (১৬অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! ত্বং 'অশ্বস্য' 'পোষঃ' পুষ্টয়িতা 'অসি' ভবসি। তথা 'গবাং' 'পুরুকৃৎ' বহুকর্ত্তাসি। হে 'দেব' 'হিরণ্ময়ঃ' হিরণ্ময়শরীরস্ত্বং 'উৎসঃ' উৎস সদৃশোহসি। হে ইন্দ্র! 'ত্বে' ত্বয়ি বর্ত্তমানে 'দানং' অস্মদ্বিষয়ে দেয়ং ধনং বা 'ন কির্ হি পরি মর্দ্ধিষৎ' ন কশ্চিৎ হিনস্তি। অতো 'যদ্যদ্যামি' তত্তদাভর মহ্যং॥ (১৬অ ১খ ৩সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৫৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

হিরণ্ময় পরমদেবতাই জ্ঞানের উৎস। 'হিরণ্ময়ঃ' পদে ভগবানের মঙ্গলস্বরূপকে বুঝায়। তিনি পরমমঙ্গলাধার জ্ঞানের উৎস। তিনি মানবকে বিশ্বকে জ্ঞানধন প্রদান করিয়া তাহাদিগকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করেন। তিনি 'অশ্বস্য পোষঃ, গবাং উৎসঃ'—জ্ঞান তাঁহা হইতে উৎপন্ন, অথবা তিনিই জ্ঞানাধার। মানবহৃদয়ে তাঁহার শক্তি বর্ত্তমান থাকিয়া মানুষকে জ্ঞানের পথে লইয়া যায়।

তিনি কল্যাণদাতা, পরমশক্তিসম্পন্ন, পরমদেবতা। তিনি যদি কাহারও প্রতি কৃপা-পরায়ণ হয়েন, তাহা হইলে সেই মানবের কোনও অভীষ্ট, কোনও আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে না। তাঁহার শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জগতের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল বিনাশে তাঁহার শক্তি নিয়োজিত। কোন অমঙ্গল, অকল্যাণই তাঁহারই মঙ্গলময় প্রভাবে জগতে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। তাই তাঁহার নিকটে কল্যাণ ও পরমধনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। "যৎ যৎ যামি তৎ আভর"—আমরা যাহা প্রার্থনা করিতেছি, হে মঙ্গলময় কল্পতরু দেব! আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর। আমরা তোমারই চরণে শরণ গ্রহণ করিতেছি। এই মন্ত্রের যে ভাব প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! তুমি অশ্বের পোষক, তুমি গো-সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি কর, তুমি হিরণ্ময়শরীর ও উৎসসদৃশ। তুমি আমাদের যাহা দান করিতে বাসনা কর তাহা কেহই হিংসা করিতে পারে না। অতএব যাহা যাচ্ঞা করি, তাহা আহরণ কর।" (১৬অ—১খ ৩সূ—২সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চাশত্তম (বালখিল্যসূক্তসহিত একষষ্টিতম) সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়-সূক্তের গেয় গান।

১ র র — র ১ র র ২ ২
১। শগধ্রুঃষোহো ২ ইশচীপতায়ি। আযিন্দ্রবিশ্বাভিরূতিভিঃ। ভগান্না ৩ হী।

১র ২ ২ ১ -- ১ র ২ ৪
ত্বাযশনাম। বসূ ৩ হায়ি। বাষিদা ২ ম। অভুশূরচরোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫ ১ র র -- র ১ র র
মা ৫ সো ৬ গায়ি। অনুশূরোহো ২ য়ি চরামশায়ি। আত্নশূরচরামশি।

র ২ ২ ১ ২ ২ ১ — ১ র র
পৌরোঅা ৩ খা। স্বপুরুকৃৎ গনা ৩ ৮ হায়ি। আসা ২ য়ি। উৎসোদে-

২ ১ ৫ ৪ ৫ ১ র ২ র —
বহিরো ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। ণ্যা ৫ য়ো ৬ হায়ি। উৎসোদেবোহো ২ য়ি

১ র র ২ ২ ১ ২
হিরণ্যয়াঃ। উৎসোদেবহিরণ্যয়ঃ। নকাযিষ্টা ৩ য়িদা। নম্পরিমা। ধিবা ৩

২ * ১ — ১ র ২ ৫ ৪ ৫
হায়ি। তুবা ২ য়ি। বস্তস্থামিতদোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। তা ৫ রো ৬ হায়ি॥

* * *

৫ ৪ ২ ৪ ৫র ৭ ৫ ১ ২ র ১ ২ --
২। শগ্ধ ৩ উ ৩ ষুশচীপতোবা। আযিন্দ্রবিশ্বা। ভিরূতা ১ য়িভা ২ য়িঃ।

১ ২ ৩র ৪৪ ২ ১২ -- ১ ২ ^
ভাগন্নহা ৩ ১ ২ ২ ৪ রি। ত্বারশসম। ব বা ১ য়িদা ২ ম্। অনুশূ ১ রা ২।

৩ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ৫ ৪ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
চরা ৩। মা ২ ৩ ৪ ৫। সা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। অনূ ৩ শূ ৩ রচরামশোবা।

১ ২র ১ ২ — ১ র ২ ৩ ৪ ৫
আত্নশূর। চরামা ১ সা ২ য়ি। পৌরোঅখা ৩ ১ ২ ৩ ৪। স্বপুরুকৃৎ।

২ ১ ২ — ১ ২ ^ ৩ ২ ১ ৩ ১ ১
গনামা ১ সা ২ য়ি। উৎসোদা ১ য়িবা ২। হিরা ৩ ণ্যা ২ ৩ ৪ ৫ ই যা ২ ৩

১ ১ ৫ ৪ ৩ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ র ২র ১ ২ —
৪ ৫ ঃ। উৎসো ৩ দে ৩ বহিরণ্যয়োবা। উৎসোদেব। হিরাণ্যা ১ য়া ২ ঃ।

১ ২ ৩ ৪৫ ২ ১ ২ — ১ ২ ^
নাকির্হিদা ৩ ১ ২ ৩ ৪। নম্পরম। দিষাস্তু ১ সা ২ য়ি। যস্তাস্তা ১ মা ২

৩ ২ ১ ৩ ১ ২ ১ ১
য়ি। তদা ৩। ভা ২ ৩ ৪ ৫। রা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২ র　২৲৩　৪　২ ন ৩　৫　১　২ র
৩। শগ্ধ্যপ্। শচীপা ২ ৩ ৪ তায়ি। শচায়িপা ২ ৩ ৪ তায়ি। আয়িন্দ্রবিশ্বা।

২ ২　৲　১　২　১ ৭ ২　১ ন ৩
ভিয়ন্তা ১ য়িতা ২ য়িঃ। ভগম্। নহি। ত্বাযশসা ৩ ম্। বসূ ২ বা ২ ৩ ৪

৫　১ রর১　১ ন ৩　৫র র　৩　৫
য়িদাম্। অনুশূরা ২ ৩। চা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা। মা ২ ৩ ৪ দী।

১　রন ৩　৫　২ ন ৩　৫　১ ২র　১ ২
অনুশূরা। চরামা ২ ৩ ৪ সায়ি। চরামা ২ ৩ ৪ সায়ি। আনুশূর। চরামা

—　র　২　১ ৭ ২　১ ৲ ৩
৯ সা ২ য়ি। পৌ। রঃ। অশ্ব। স্তাপুরুক্ ৪ ৫। গবা ২ মা ২ ৩ ৪

৫　১ ২র র১　১ ন ৩　৫র র　৩　৫
সায়ি। উৎসোদেবা ২ ৩। হা ২ য়িরা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ণ্যা ২ ৩ ৪ য়াঃ।

২ র র　ন ৩　৫　২৲৩　৫　১ র২র ১ ২
উৎসোদেবা। হিরণ্যা ২ ৩ ৪ য়াঃ। হিরাণ্যা ২ ৩ ৪ য়াঃ। উৎসোদেবহিরাণ্যা

—　১　২ র　১ ৭ ২　১ ন ৩　৫　১২ র১
১ য়া ২ ঃ। নাকিঃ। হিদা। নাপরিমা ৩। শিবা ২ স্ত ২ ৩ ৪ বায়ি। যস্তসামা

১ ন ৩　৫র র　৩　৫
২ ৩ য়ি। তা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তা ২ ৩ ৪ রা। ১২। *

—•—

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২উ　৩　১　২　৩ ২উ　৩　১ ২
ত্ব৺ হ্যেহি চেরবে বিদা ভগং বসুত্তয়ে

১ ২　৩　১ ২　৩　২ ৩ ১ ২
উদ্বাবৃষস্ব মঘবন্ গবিষ্টয় উদিন্দ্রাশ্বমিষ্টয়ে॥ ১॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে;—(১) "হারায়ণম্", (২) "অভীবর্ত্তম্" এবং (৩) "মানবম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ইন্দ্র! 'ত্বং' 'এহি' (আগচ্ছ—অস্মাকং অনুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মণি হৃদয়ে বা ইতি ভাবঃ); 'যশুত্তরে' (মোক্ষকামিনে) 'চেরবে' (সদাচাররতে, সদাসৎকর্ম্মপরায়ণে—অর্চ্চনাকারিণে মহ্যং ইতি ভাবঃ) 'ভগং' (পরমধনং) 'বিদা' (দৎস্ব, দেহি ইত্যর্থঃ); হে 'মঘবন' (ধনবন্নিন্দ্র!) 'গবিষ্টয়ে' (প্রজ্ঞানং কাময়তে মহ্যং) 'উদ্বাবৃষস্ব' (আসিঞ্চস্ব—দেহি ইত্যর্থঃ প্রজ্ঞানং ইতি যাবৎ); অপিচ হে 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'অশ্বমিষ্টয়ে' (অশ্ববৎত্বরিতগতিবিশিষ্টং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং, বিশ্বব্যাপকং প্রজ্ঞানস্বরূপং বা কাময়তে—মহ্যং ইতি যাবৎ) 'উৎ' (উদ্বাবৃষস্ব, আসিঞ্চস্ব দেহি ইত্যর্থঃ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ভগবন্তং চ ইতি যাবৎ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ পরমধনং প্রজ্ঞানং চ তথা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ভগবৎসম্মিলনং চ কাময়তে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন! অস্মান্ সৎকর্ম্মপরায়ণান্ কুরু; দিব্যজ্ঞানং পরমার্থং চ বিদেহি।' (১৬অ—১খ ৪সূ -১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি (আমাদিগের এই অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে অথবা হৃদয়ে) আগমন করুন; এবং মোক্ষকামী সদাসৎকর্ম্মপরায়ণ অর্চ্চনাকারী আমার জন্য পরমধন প্রদান করুন হে ধনবান্ ইন্দ্র! প্রজ্ঞানকামী আমাকে প্রজ্ঞান প্রদান করুন। হে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবন ইন্দ্রদেব! অশ্বের ন্যায় ত্বরিতগতিবিশিষ্ট সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্য—কামনাকারী অথবা সর্ব্বব্যাপক ভগবানকে প্রাপ্তিকামী আমাকে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যকে এবং ভগবানকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রে সাধক পরমধন ও প্রজ্ঞান এবং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য ও ভগবৎসম্মিলন লাভের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে সৎকর্ম্মপরায়ণ করুন; দিব্যজ্ঞান এবং পরমধন প্রদান করুন।)॥ (১৬অ—১খ— সূ— সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'ত্বং হি' ত্বং খলু সামর্থ্যাদ্দাতেতি গম্যতে। অতঃ 'এহি' আগচ্ছ। আগত্য চ অস্মভ্যং 'ভগং' ভজনীয়ং ধনং 'বিদা' লম্ভয় দৎস্ব। কিমর্থং? 'বসুত্তয়ে' অস্মাকং বসু-দানায়। হে 'মঘবন' ধনবন্! 'গবিষ্টয়ে' গা ইচ্ছতে মহ্যং 'উদ্বাবৃষস্ব' উৎসিঞ্চ গা ইতি শেষঃ। তথা হে ইন্দ্র! 'অশ্বমিষ্টয়ে' অশ্বেষণবতে মহ্যং অশ্বান্ উদ্বাবৃষস্ব উৎসিঞ্চস্ব দেহি। ১॥

• • •

প্রথম (১৫৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত অর্থে এবং ভাষ্যমতে এই মন্ত্রে গবাদি এবং অশ্ব প্রভৃতি পাইবার প্রার্থনা জানান হইয়াছে। সে মতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে, "হে ইন্দ্র! তুমি আগমন কর। তুমি ধনদানার্থ পরিচর্য্যাকারীকে ধন প্রদান কর। আমি গাভী ইচ্ছা করি, আমাকে গো সমূহ প্রদান কর। আমি অশ্ব ইচ্ছা করি, আমাকে অশ্ব প্রদান কর।"

কি সূত্রে মন্ত্রের এইরূপ অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, প্রথম তাহা প্রদর্শন করিতেছি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'গবিষ্টয়ে' এবং 'অশ্বমিষ্টয়ে' পদদ্বয় হইতেই মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ আমনন করা হইয়া থাকে। ঐ দুইটী চতুর্থী বিভক্তির পদ বিশেষণ ভাবে ব্যবহৃত। এইজন্যই ভাষ্যে 'মহ্যং' পদ সংযোজিত করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়। এইরূপে 'গবিষ্টয়ে' পদের অর্থ হইয়াছে—'গা ইচ্ছতে মহ্যং' এবং 'অশ্বমিষ্টয়ে' পদের অর্থ হইয়াছে 'অশ্বমিচ্ছতে মহ্যং'; অর্থাৎ—'গোসমূহ কামনাকারী আমাকে' এবং 'অশ্বসমূহকামনাকারী আমাকে।' ইহা হইতেই ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন,—'আমি গাভী ইচ্ছা করি' এবং 'আমি অশ্ব ইচ্ছা করি।' সুতরাং 'উভয়বস্তু' আমাকে দেও। কিন্তু আমাকে কি দিবে? ভাষ্যে এবং মন্ত্রে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। তবে আমি যখন গো-সমূহ ইচ্ছা করি, আমি যখন অশ্বসমূহ ইচ্ছা করি; তখন আমাকে গাভী ও অশ্ব প্রদান করা ভিন্ন অন্য আর কি প্রদান করিতে পার—আমি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য আর কি পাইবার অধিকারী হইতে পারি বা দাবী করিতে পারি! তাই ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে পূর্ব্বোক্তরূপ ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

আমরা কিন্তু সে ভাবের ভাবুক হইতে পারিলাম না। আমাদিগের ব্যাখ্যা—আমাদিগের ভাব, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পন্থা পরিগ্রহ করিল। 'গো' শব্দ জ্ঞানরশ্মি বুঝায়—আমরা বহুবার বহুস্থলে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। নিরুক্তাদিতে 'গো' শব্দের জ্ঞানকিরণ অর্থও পরিদৃষ্ট হয়। তদনুসরণে আমরাও 'গবিষ্টয়ে' পদের অর্থ করিয়াছি—'প্রজ্ঞানং কাময়তে'। 'অশ্ব' শব্দের বিষয়ও আমরা বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। 'অশ্' ধাতু হইতে 'অশ্ব' পদ নিষ্পন্ন। 'অশ্' ধাতুর অর্থ—ব্যাপ্ত করা বা ব্যাপিয়া থাকা। যাহা ভগবানকে ব্যাপ্ত বা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, এখানে 'অশ্ব' পদে সেই ভাব আসে। তাহাতে সর্ব্বব্যাপক সৎকর্ম্মের বা প্রজ্ঞানের প্রতিই লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি। মোক্ষকামী জনের, ভগবৎ-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ এবং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যই কামনার সামগ্রী। ভগবানের নিকট গবাশ্বাদি-লাভের কামনা তাঁহার পক্ষে অতি তুচ্ছ। 'অশ্ব' পদের পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ধাত্বর্থে ঐ পদে ব্যাপক জ্ঞানের মধ্য দিয়া 'বিশ্বব্যাপক ভগবানকে'ও বুঝাইতে পারে। যাহা হউক, এইরূপে আমরা মন্ত্রাংশের যে অর্থ অধ্যাহার করি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং সৎকর্ম্মসাধন-

সামর্থ্য প্রদান করুন; আমরা আমাদিগের কর্ম্মপ্রভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া, আপনার স্বরূপ জানিয়া, আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই।' (১৬অ—৪খ—৪সূ—১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩২ ৩১২ ৩১২
ত্বং পুরূ সহস্রাণি শতানি

৩২ ৩১২
চ যূথা দানায় মংহসে।

১ ২ ৩১ ২৩ ১২ ৩
আ পুরন্দরং চকৃম বিপ্রবচস

২৩ ২৩১২
ইন্দ্রং গায়ন্তোঽবসে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'ত্বং' 'সহস্রাণি চ শতানি' (প্রভূতপরিমাণানি) 'পুরূ' (শ্রেষ্ঠানি) 'যূথা' যূথানি, পরমধনাদীনি ইত্যর্থঃ) 'দানায়' (দানপাত্রায়, সাধকেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'মংহসে' (প্রযচ্ছসি); 'অবসে' (রক্ষণায়, রক্ষাপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'গায়ন্তঃ' (ভগবন্মাহাত্ম্যং কীর্ত্তয়ন্তঃ) 'বিপ্রবচসঃ' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'পুরন্দরং' (শত্রুনগরবিদারকং, রিপুনাশকং ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'আ চকৃম' (অভিমুখং করবাম, প্রাপ্নুয়াম ইত্যর্থঃ)।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—১খ—১দ—৮সা) পরিদৃষ্ট হয়।

২। 'চেরবে' পদের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে বিবরণকারের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"চেরুঃ চেতয়িতা, তস্মাদিদং তাদর্থ্যে চতুর্থী, চেরবে জ্ঞাতুম্ ম।"

৩। এই মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে ইন্দ্র! নিশ্চয় তুম দাতা হো। ইসকারণ মুঝে ধনদেনেকে অর্থ আও। ঔর আকর সদাচারবালে মুঝে ধন দো। হে ইন্দ্র! গৌওঁকী ইচ্ছা করণেবালে মুঝে গোধনসে সীঞ্চো। হে ইন্দ্র! অশ্বচাহনেবালে মুঝে অশ্ব ধনসে সীঞ্চো অর্থাৎ মুঝে ধন গৌএঁ ঔর ঘোড়ে দো।"

প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্। পরমধনদায়কং ত্বাং প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং প্রাপ্নুয়াম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৬অ—১খ ৪সূ—২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনি প্রভূতপরিমাণ শ্রেষ্ঠ পরমধনাদি সাধকদিগকে প্রদান করেন; রক্ষাপ্রাপ্তির জন্য ভগবানের স্তুতি-কীর্ত্তনকারী প্রার্থনাকারী আমরা যেন রিপুনাশক ভগবান্ ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! পরমধনদায়ক আপনাকে প্রার্থনাকারী আমরা যেন প্রাপ্ত হই।)॥ (১৬অ—১খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! ত্বং 'পুরু' পুরূণি বহূনি 'সহস্রাণি শতানি চ' 'যূথা' গবাদি-যূথানি 'দানায়' যজমানা-বিষয়ায় 'মংহসে' অনুমন্যসে। যদ্বা, দানায় দাত্রে যজমানায় মংহসে প্রযচ্ছসি। মংহতির্দ্দানকর্ম্মা (নিঘং ৩।২০।১০)। অথ পরোক্ষেণ ব্রবীতি—'পুরন্দরং' শত্রু-পুরাণাং দারয়িতারং 'ইন্দ্রং' 'অবসে' রক্ষণায় তর্পণায় বা 'গায়ন্তঃ' স্তুবন্তঃ 'বিপ্রবচসঃ' বিবিধ-প্রকৃষ্ট-বচনা বয়ং 'আ' আগন্তারং অভিমুখং বা 'চকৃম' কুর্ম্মঃ॥ (১৬অ—১খ ৪সূ—২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (১৫৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সাধক ভগবানের প্রিয়পাত্র। তাঁহারাই ভগবানের শ্রেষ্ঠধনের অধিকারী। ভগবানের কৃপায় সাধকগণ সেই পরমধন লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ভগবানই তাঁহার প্রিয়সন্তানকে সেই সর্ব্বলোক বাঞ্ছিত ধন প্রদান করেন। মন্ত্র ভগবানের এই করুণাই বিঘোষিত করিতেছেন। মন্ত্র বলিতেছেন,—"ত্বং সহস্রাণি শতানি চ মংহসে" আপনি শতসহস্র দান করেন। 'সহস্রাণি শতানি' পদদ্বয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বুঝাইতেছে না। ভগবানের অসীম ভাণ্ডারের দ্বার সাধকের নিকট উন্মুক্ত হইয়া যায়। প্রকৃতকথা এই যে—সাধক যখন সাধনাবলে মোক্ষলাভ করেন, তখন কিছুই তাঁহার অপ্রাপ্য থাকে না। তখন তিনি সর্ব্ববিধ কামনা বাসনার ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করেন, জগতের সকল বস্তুই তাঁহার নিকট সমান হইয়া যায়—তিনি আত্মতৃপ্ত হয়েন।

মন্ত্রের শেষাংশে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে। ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিলে মানবের সর্ব্ববিধ আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়। অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তিই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিলে তাহার আর কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! তুমি বহুশত ও বহুসহস্র পশুযূথ প্রদানের অনুমতি কর। নগরবিদারক ইন্দ্রকে রক্ষার্থ স্তব করতঃ বিবিধ বাক্যযুক্ত হইয়া তাহাকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করিব।" (১৬অ—থ ৪সূ ২সা)। *

—— * ——

চতুর্থ-সূক্তের গেয় গান।

৫ ৪ ২ ৪৩ ৫র ২১র — ১ ২ র
১। তুবা ৩ ৮ হো ৩ এহিচেরবায়ি। বিদাভগংবসূ ২ ত্তায়া ২ ৩ ৪ য়ি। উদ্বাবৃষব-

১ ২ র ১ — ১ র ২ ১ ৫
মঘাবান। ঐহোয়ি। গা ২ বিষ্টয়ায়ি উদিন্দ্রাশ্বযোনা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা।

৫ ৫ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র — ১
হা ৫ য়ো ৬ হায়ি। উদা ৩ বিন্দ্রা ৩ অশ্বমিষ্টয়ায়ি। উদিন্দ্রাশ্বমা ২ য়িষ্টায়া ২

২ র ১ ২ র ১ — ১র র র র র ২
৩ ৪ য়ি। বম্পূরুসহস্রাণী। ঐহোয়ি। শা ২ তানিচা। যূথাদানায়মোনা ৩

১ ৫ ৪ ৫ ৫র৪ ২ ৪র৫ ১র র র র
ও ২ ৪ ৪ বা। হা ৫ যো ৬ হায়ি। যূথা ৩ দা ৩ নায়ম ৮ হনায়ি। যূথাদানায়মা

— ১ ২র ১ ২ র ১ — ১
২ ৮ হানা ২ ৩ ৪ য়ি। আপুরন্দরমুক্ষ্মা। ঐহোয়ি। বিপ্রা ২ বচসাঃ।

র ২ ১ ৫ ৪ ৫
ইন্দ্রঙ্গায়ন্তোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। হা ৫ যো ৬ হায়ি।

* * *

২র র ২ ১ ২ ৩র ২ ১ র ২
২। ঔহোতুব ৮ হিয়া ৩ এ। হিচায়িরা ১ বা ২ ৩ ৪ য়ি। হাহোয়ি বায়িদাভগং

র ১ ২ ৩র ২ ১ ২ ১ ২
বসুত্তয়ে। উদ্বাবা ১ র্ষা ২ ৩ ৪। হাহো। ঙ্খাংঘবন গবায়িষ্টা ১ য়া ২ ৩ ৪

৩র ২ ১ ২ ৩র ২ ১ ২
য়ি। হাহোয়ি। উদায়িন্দ্রা ১ আ ২ ৩ ৪। হাহো। উদাশ্বা ১ য়িন্দ্রা ২ ৩ ৪

৩র ২৯ ৩ ২ ১ ৫ ৫ ২র র ৬
হাহো। শ্বমা ৩ য়ি। ষ্টা ২ ৩ ৪ য়ায়ি। উহুবা ৬ হাউ। বা। ঔহোউবিশ্বা ৩ এ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চাশত্তম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ ৩র ২ ১ ২ ১২
যমাগ্নিষ্টা ১ যা ২ ৩ ৪ য়ি। হাহোয়ি। ভুবস্পুরু। সহাস্রা ১ ণা ২ ৩ ৪

৩র ২ ১২ ৩র ২ ১র ২
য়ি। হাহোয়ি। শতামা ১ য়িচা ২ ৩ ৪। হাহোয়ি। যূথাদা ১ না ২ ৩ ৪।

৩র ২৮ ৩২ ১ ৫ ৫ ২র র র র র
হাহো। যমা ৩। হা ২ ৩ ৪ সায়ি। উহুবা ৬ হাউ। বা। ঔহোয়্যাদানা ৩

২ ১ ২ ৩র ২ ১ ২ ১২
এ। য়মাঌহা ১ সা ২ ৩ ৪ য়ি। হাহোয়ি। আপুরন্দরম্। চক্ৰমা ১ বা

৩র ২ ১২ ২র ২ ১ ২
৩ ৩ ৪। হাহোয়ি। প্রশাচা ১ সা ২ ৩ ৪ঃ। হাহোয়ি। ইন্দ্রাগা ১ য়া

৩র২ন ৩র ২ ১ ৫ ৫
২ ৩ ৪। হাহো। তোঅ৷ ৩। বা ২ ৩ ৪ সায়ি। উহুবা ৬ হাউ। বা। ১২।*

—— ০ ——

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২উ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
যো বিশ্বা দয়তে বসু হোতা মন্দ্রো জনানাম্।

২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩
মধোর্ন পাত্রা প্রথমান্যস্মৈ

১র ২র ৩ ১ ২
প্র স্তোমা যন্ত্বগ্নয়ে ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হোতা' (হৃদয়ে দেবভাবানাং আহ্বাতা) 'জনানাং' (সাধকানাং) 'মন্দ্রঃ' (মোদনঃ, আনন্দদায়কঃ) 'যঃ' (জ্ঞানাগ্নিঃ) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'বসু' (বসূনি, পুরুষার্থ-রূপাণি চতুর্ব্বর্গধনানি) 'দয়তে' (অর্চ্চনাকারিভ্যঃ প্রযচ্ছতি); 'অস্মৈ' (প্রসিদ্ধায়) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানস্বরূপায় দেবায়) 'মধোঃ' (অমৃতস্য, শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'প্রথমানি' (মুখ্যানি) 'পাত্রা' (পাত্রাণি, আধারাঃ, হৃৎপ্রদেশাঃ) 'ন' (ইব) 'স্তোমাঃ' (এতানি স্তোত্রাণি)

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয় গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে; (১) "কৌৎসংহিবম্" এবং (২) "কণ্বৃহৎ।"

'প্রযন্তু' (প্রগচ্ছন্তু. নং জ্ঞানস্বরূপং দেবং প্রাপ্নুবন্তু)। শুদ্ধসত্ত্বাপন্না হৃদ্দেশা যথা জ্ঞানাগ্নেঃ প্রীতিদায়কাঃ ভবন্তি, তদেতানি স্তোত্রাণ্যপি তস্য জ্ঞানাগ্নেঃ প্রীতিকারণানি ভবন্ত্বিতি ভাবঃ। (১৬অ—১খ—৫সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্তা, সাধকদিগের আনন্দদায়ক যে জ্ঞানাগ্নি, সকল প্রকার ধন (চতুর্ব্বর্গধন) অর্চ্চনাকারীকে প্রদান করেন; অমৃতের (শুদ্ধসত্ত্বের) মুখ্য-পাত্রের (শ্রেষ্ঠ-আধার-স্বরূপ হৃৎপ্রদেশের) ন্যায়, এই স্তোত্রসমূহ সেই অগ্নিদেবকে প্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপূর্ণ হৃৎপ্রদেশ যেমন জ্ঞানাগ্নির প্রীতিদায়ক হয়, সেইরূপ এই স্তোত্রসমূহও তাঁহার প্রীতির কারণ হউক।)। (১৬অ—১খ—৫সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'হোতা' দেবানামাহ্বাতা 'মন্দ্রঃ' মোদকঃ 'যঃ' অগ্নিঃ 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'বসু' বসূনি ধনানি 'জনানাং' জনেভ্যঃ 'দয়তে' প্রযচ্ছতি; তস্মাৎ 'অগ্নয়ে' 'মধোঃ' মদকরস্য সোমস্যেব 'প্রথমানি' মুখ্যানি 'পাত্রা' পাত্রাণি 'স্তোমাঃ' 'প্রযন্তু' প্রগচ্ছন্তু। (১৬অ—১খ—৫সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৫৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম মন্ত্রটীর প্রচলিতার্থ,—'দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা হর্ষপ্রদ যে অগ্নিদেব, মনুষ্য-দিগকে সকল প্রকার ধন প্রদান করেন, সেই এই অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া মদকর সোমের ন্যায় মুখ্য পাত্রসমূহ ও মুখ্য স্তোত্রসমূহ গমন করিতেছে।' ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ মন্ত্রটির এইরূপ অর্থই অবগত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য—ভাষ্যকার, এ মন্ত্রের অন্তর্গত 'মধোঃ' পদের 'মদকরস্য সোমস্য' অর্থ আমনন করিয়াছেন। তাহাতেই এ মন্ত্রের ঐরূপ অর্থ অবভাসিত হইয়াছে। এখানে উপমার ভাব মদকর সোম যেমন অগ্নিদেবের নিকট গমন করিয়া থাকে, মুখ্যপাত্র ও স্তোত্রসমূহ সেইরূপ গমন করিতেছে। এ অর্থে অগ্নিদেব অতিশয় মদ্যপায়ী মদকর সোম তাঁহার অতীব প্রিয়বস্তু, এইরূপ ভাব স্বতঃই মনোমধ্যে জাগরূক হয়।

কিন্তু 'মধোঃ' পদের 'মদকর সোম' অর্থ আমনন করিবার কোন কারণই আমরা দেখিতে পাই না। বেদের মধ্যে 'মধু' পদ বহু স্থানে প্রযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অনেক

স্থলেই উক্ত মধু শব্দের সুসঙ্গত অর্থ—'অমৃত, শুদ্ধসত্ত্ব'। আমরা সেই অর্থই স্বীকার করিলাম। ভাষ্যে মন্ত্রস্থিত 'মন্দ্রঃ' পদের পরবর্ত্তী 'জনানাং' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় (জনেভ্যঃ) করিয়া, 'দয়তে' এই ক্রিয়াপদের অন্বয় করা হইয়াছে। অর্থাৎ, 'জনসমূহকে প্রদান করেন' এইরূপ অর্থ—ভাষ্যকার আমনন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু, ঐ 'জনানাং' পদের, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী 'মন্দ্রঃ' পদের সহিত অন্বয় করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হয়—'জনানাং অর্চ্চকানাং মন্দ্রঃ আনন্দদায়কঃ' অর্থাৎ—অর্চ্চনাকারীদের আনন্দপ্রদ। তাহাতে এ অংশের অর্থ হয়,—'দেবভাবসমূহের আহ্বান-কর্ত্তা সাধকদিগের আনন্দদায়ক যে জ্ঞানাগ্নি, সাধকদিগকে সকল প্রকার পুরুষার্থ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ ধন প্রদান করেন।

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ অংশে প্রোক্ত 'মধু' শব্দের পরই উপমাবাচী 'ন' পদ পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার, ঐ 'ন' পদের 'মধোঃ' পদের সহিত অন্বয় করিয়া অর্থাৎ 'মধু' পদকে উপমা বলিয়া স্বীকার করিয়া 'পাত্রা' 'স্তোমাঃ' পদদ্বয়কে উপমেয়-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে শেষাংশের অর্থ হইয়াছে 'মধুর ন্যায় পাত্র এবং স্তোম, অগ্নিদেবতার নিকট গমন করিতেছে।' এস্থলে 'মধুপাত্র ও মধুস্তোম দেবতার নিকট গমন করিতেছে'—এই বাক্য কোন্ সদর্থ দ্যোতনা করে? স্তোত্র না হয় অদৃশ্যরূপে দেবসামীপ্য লাভ করিতে পারে; কিন্তু, স্থূল জড়াত্মক পাত্র কিরূপে দেব-সামীপ্যলাভে সমর্থ হইবে? যাহা হউক, আমরা কিন্তু 'পাত্রা' পদকে উপমান 'মধোঃ' পদের সহিত অন্বয় করিয়াছি। তাহাতে উপমা এবং ভাব উভয়ই সুসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মধু শব্দে অমৃত—শুদ্ধসত্ত্ব অর্থ দ্যোতনা করিতেছে। সেই অমৃত-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বের আধার হৃৎপ্রদেশের ন্যায় এই স্তোত্রসমূহ, জ্ঞানাগ্নিকে প্রাপ্ত হউক। অর্থাৎ—'সদ্ভাব-পরিপূরিত হৃৎপ্রদেশ যেমন জ্ঞানাগ্নির প্রিয়, এই স্তোত্র মন্ত্রও সেইরূপ তাঁহার প্রিয় হউক।' ভাব এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্বভাবের সহিত জ্ঞানাগ্নির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞানের প্রিয় সহচর। সত্ত্বভাব তাঁহার এতই প্রিয় যে, জ্ঞান সমুদিত হইলেই তাহা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। অর্থাৎ, জ্ঞানের উদয়ে, সদসৎ বিচার-শক্তির উন্মেষে, সদ্বস্তুর প্রতি হৃদয় স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়া থাকে।' এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই হয় যে,—'শুদ্ধসত্ত্বপূর্ণ হৃৎপ্রদেশে যেমন, জ্ঞানাগ্নিকে প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ এই—স্তোত্র-মন্ত্র-সমূহ, সেই জ্ঞানাগ্নিকে প্রাপ্ত হউক।' অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যের সহিত আমাদের মতভেদ ঘটিলেও ভাব সম্বন্ধে কোনও মতভেদ ঘটে নাই, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ভাষ্যানুসারী হিন্দী অনুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই, "দেবতাওকা আহ্বান করনেওয়ালা অউর আনন্দ-দেনেওয়ালা জো অগ্নি সকল প্রকারকে ধন অপনে সেবকোকো দেতা হ্যায়, ইস অগ্নিকো অর্থ মদকারী সোমকো লেনেবালে মধু জ্যায়সে পাত্র অউর স্তোত্র প্রাপ্ত হো।" (১৬অ—১খ—৫সূ—১সা)॥ *

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্দ্দশ সূক্তের প্রথমা ঋক্। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ—১প্র—৪দ—১০সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২
অশ্বং ন গীর্ভী রথ্যং সুদানবো
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মর্ম্মৃজ্যন্তে দেবয়বঃ।
৩ ২ ৩ ১র ২র ৩
উভে তোকে তনয়ে দস্ম বিশ্পতে
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পর্ষি রাধো মঘোনাম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দস্ম' (দর্শনীয়, সর্ব্বলোকবরণীয়) 'বিশ্পতে' (বিশাংপতে, লোকানাং অধীশ্বর) হে পরমদেব! 'সুদানবঃ' (শোভনদানাঃ, ভগবতি আত্মোৎসর্গকারিণঃ) 'দেবয়বঃ' (দেবানাত্মন ইচ্ছন্তঃ, দেবভাবপ্রার্থিনঃ সাধকাঃ) 'রথ্যং' (সন্মার্গপ্রাপকং) 'অশ্বং ন' (ব্যাপকজ্ঞানতুল্যং, জ্ঞানস্বরূপং ত্বাং ইত্যর্থঃ) 'গীর্ভিঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'মর্ম্মৃজ্যন্তে' (পরিচরন্তি সেবন্তে, আরাধয়ন্তি ইত্যর্থঃ); হে দেব! 'উভে তোকে তনয়ে' (অস্মাকং পুত্রপৌত্রাদিষু সর্ব্বেষু জনেষু) 'মঘোনাং' (পরমধনবতঃ তব) 'রাধঃ' (পরমধনং) 'পর্ষি' (স্থাপয়, প্রদেহি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ জ্ঞানস্বরূপং ভগবন্তং আরাধয়ন্তি; ভগবান্ অস্মভ্যং তথা অস্মাকং পুত্রপৌত্রাদিষু সর্ব্বেষু পরমধনং স্থাপয়তু— প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ। (১৬অ-১খ ৫সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বলোকবরণীয় লোকদিগের অধীশ্বর হে পরমদেব! ভগবানে আত্মোৎসর্গকারী দেবভাবপ্রার্থী সাধকগণ সন্মার্গপ্রাপক জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে স্তোত্রদ্বারা আরাধনা করেন; হে দেব! আমাদের পুত্রপৌত্র প্রভৃতি সকল জনে পরমধনবান্ আপনার পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ জ্ঞান-স্বরূপ

ভগবানকে আরাধনা করেন; ভগবান্ আমাদিগকে এবং আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি সকলকে পরমধন প্রদান করুন। (১৬অ—২খ—৫সূ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দস্ম' দর্শনীয়! 'বিশ্‌পতে' বিশাংপতে অগ্নে! যং ত্বাং 'সুদানবঃ' শোভন-দানাঃ 'দেবয়বঃ' দেবানাত্মন ইচ্ছন্তো যজমানাঃ 'রথাঃ' রথস্থ বোঢ়ারং 'অশ্বং ন' অশ্বমিব 'গীর্ভিঃ' স্তুতিভিঃ 'মর্ম্মৃজ্যন্তে' পরিচরন্তি ত্বমস্মাকং যজমানানাং 'তোকে' পুত্রে 'তনয়ে' পৌত্রে 'উতে' উভয়স্মিন 'মঘোনাং' ধনবতাং 'রায়ঃ' ধনং 'পর্ষি' প্রযচ্ছ॥ ২॥

দ্বিতীয় (১৫৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের মর্ম্ম এই যে, সাধকগণ, ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ জনগণ ভগবানের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করেন, তাঁহার আরাধনা করেন। 'দস্ম' পদের ভাষ্যার্থ—'দর্শনীয়' অর্থাৎ যাহাকে সকলেই দর্শন করিতে চায়, লাভ করিতে চায়। সুতরাং 'দস্ম' পদে আমরা "সর্ব্বলোকবরণীয়" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বিশ্‌পতে' পদের অর্থ বিশাংপতে, সর্ব্বলোকের অধীশ্বর। ভগবানই পৃথিবীর বিশ্বের একমাত্র নিয়ামক ও অধীশ্বর। 'অশ্বং ন' পদে ভগবানের জ্ঞানস্বরূপেরই বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে কোন উপমার ভাব নাই। তাই আমরা 'অশ্বং ন' পদের অর্থ করিয়াছি—'জ্ঞানস্বরূপং ত্বাং'। ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে। তাঁহাকেই সাধকগণ আরাধনা করেন—মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রের শেষ ভাগে আছে—প্রার্থনা। প্রার্থনার সার মর্ম্ম এই যে,—আমরা যেন ভগবানের পরমধন লাভ করিতে পারি, মোক্ষের অধিকারী হই। শুধু আমরা নই—আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে যেন ভগবদ্ভক্তির অধিকারী হয়, তাহারা যেন মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়—ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার সার-মর্ম্ম।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল, "হে দর্শনীয় লোকপালক অগ্নি! সুন্দর দানবিশিষ্ট দেবাভিলাষীগণ রথবাহক অশ্বের ন্যায় যে তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করে, সেই তুমি আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণকে ধনবানগণের দান প্রদান কর।" (১৬অ—১খ—৫সূ ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম (বালখিল্যসূক্তসহ ত্র্যধিকশততম) সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

পঞ্চম-সূক্তের গেয়-গান।

২র র র রর র ২ ১ — ১র —. র ৪ ২ ৪
যো বিশ্বাদয়তেবস্বোহাওহা ৩ এ। হোতা ২ মন্দ্রোজনা ২ নাম্। ও ৩ হা। ও ৩

২ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১ ২ র ১ ২ ৪ ২ ৪
হা ৩ এ ৩ ৪। মধো ৩ ৪ র্ন পা। আপ্রথ। মানায়স্মাযি ও ৩ হা। ও ৩

২ ২ ৩ ২ ৩ ২ ২ ১ ৫ ৪ ৫
হা ৩ এ ৩ ৪। প্রাস্তো ৩ ৪ মায়া ৩ ভুবো ২ ৩ ৪ বা। গ্রা ৫ মো ৬ হায়ি॥

২ র র র র র ২ ১র -- ১২র ৪ ২ ৪ ২
প্রস্তোমাযন্ত্বগ্নম ওহাওহা ৩ এ। প্রস্তোমা ২ যন্ত্বগ্নয়ে। ও ৩ হা। ও ৩ হা

২ ৩ ২ ৩ ২ ১ ২ ১ র ২ ৪ ২
৩ এ ৩ ৪। অশ্বা ৩ ৪ ন্নগায়ি। ভায়িরথি। যশ্চ দ্দানবাঃ। ও ৩ হা।

৪ ২ ২ ৩২ ৩ ২ ২র ১ ৫ ৪
ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। মমৃ ৩ ৪ আস্তা ৩ য়ি। দেবো ২ ৩ ৪ না। বা ৫ বো ৬

৫ ২ র র র র র ২ ১ — র ১২ ৪ ২
হায়ি॥ মর্ম্মৃ জ্যস্তেদেবয়্যবওহা ওহা ৩ এ। মমৃআস্তা ২ য়িদেবয়্যবঃ। ও ৩ হা।

৪ ২ ২ ৩ ২ ৩র ২ ১ ২র ১ ২
ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। উভা ৩ ৪ য়ভোকায়ি। তানয়ে। দস্মাবিশ্ পতায়ি।

২ ৪ ২ ২ ৩ ২ ৩র ২ ১ ৫
ঔ ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। পর্ষা ৩ ৪ য়িরাধা ৩ঃ। মো ২ ৩ ৪ ত্রা।

৪ ৫
পো ৫ নো ৬ হায়ি। ১।২। *

—— * ——

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃড়য়।
১ ২ ৩ ১ র ২র
ত্বামবস্যুরা চকে॥ ১॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়গান আছে। উহার নাম, যথা ;—"দৈর্ঘশ্রবসম্।"

মন্ত্রার্থপ্রকাশিনী-ব্যাখ্যা।

'বরুণ' (হে বরুণদেব!) 'মে' (মম) 'ইমং' (উচ্চার্য্যমাণং) 'হবং' (আহ্বানং, প্রার্থনাং) 'শ্রুধি' (শৃণু), 'মৃড়য় চ' (সুখয় চ, সুখসাধনঞ্চ কুরু); 'অবস্যুঃ' (পরিত্রাণকামী অহং) 'ত্বাং' (ত্বামুদ্দিশ্য) 'চকে' (স্তৌমি, প্রার্থয়ামি)। হে দেব! পরিত্রাণকামনায়ৈ অহং ত্বাং প্রার্থয়ামি; শৃণু মৎপ্রার্থনাং, সুখঞ্চ বিধেহি—ইতি ভাবঃ॥ (১৬অ—২খ ১সূ-১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! আমার উচ্চারিত এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন এবং আমার সুখসাধন করুন। পরিত্রাণকামী আমি আপনার উদ্দেশে এই স্তব (প্রার্থনা) করিতেছি। ভাব এই যে,—হে দেব! পরিত্রাণকামনার নিমিত্ত আমি আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি; সেই প্রার্থনা শ্রবণ করুন, এবং সুখ বিধান করুন॥ (১৬অ—২খ— সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বরুণ'! 'মে' মদীয়ং 'ইমং' 'হবং' আহ্বানাং 'শ্রুধি' শৃণু। শ্রু শ্রবণে (ভ্বা॰ প॰), লোটো হিঃ, শ্রু-শৃণু পৃ-কৃ বৃভ্যশ্ছন্দসি (৬ ৪ ১০২)—ইতি হের্দ্ধিরাদেশঃ. বহুলং ছন্দসি (২৷৪৷৭৩)-ইতি বিকরণস্য লুক্ অন্যেষামপি দৃশ্যতে (৬৷৩ ৩৬ বা)—ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। কিঞ্চ 'অদ্য' অস্মিন্ দিনে 'মৃড়য়' অস্মান্ সুখয় 'অবস্যুঃ' রক্ষণেচ্ছুঃ অবস্ শব্দাৎ সুপআত্মনঃ ক্যচ্ (৩৷১৷৮), ক্যাচ্ছন্দসি (৩৷২৷১৭০) ইতি উ-প্রত্যয়ঃ। এবং বিধোঽহং ত্বাং বরুণং 'আ' আভিমুখ্যেন 'চকে' শব্দয়ামি। কৈ, গৈ শব্দে (ভ্বা॰ প॰), অস্মাৎ লিট আদেচ (৬ ১৷৪৫) ইত্যাত্বং, দ্বির্ভাব-চত্বে, আতোলোপ ইটি চ (৬৷৪৷৬৪) ইত্যাকার-লোপঃ, তিঙ্ঙতিঙঃ (৮৷১৷২৮) ইতি নিঘাতঃ; স্তৌমীত্যর্থঃ॥ (১৬অ—২খ—১সূ ১সা)॥

• • •

প্রথম (১৫৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ——•: * •:—— ——

এ মন্ত্র সাধারণতঃ প্রার্থনামূলক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে; তিনি কি অবস্থায় কি ভাবে প্রত্যক্ষীভূত হন, তাহার আভাষ পাওয়া গিয়াছে। এখানে স্পষ্ট করিয়া সংক্ষেপে সেই প্রার্থনার বিষয়ই খ্যাপন করা হইতেছে। বলা হইতেছে,—হে দেব! আমি আত্মরক্ষার জন্য—আমি নিজের পরিত্রাণ-লাভের জন্য—আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি আমায় রক্ষা করুন;—আমার সুখসাধন-পক্ষে সহায় হউন।

মন্ত্রের 'অবস্যুঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'রক্ষাংচ্ছু' এবং 'মৃড়য়' (মৃলয়) শব্দের প্রতিবাক্যে 'প্রসন্নো ভব'—এরূপ ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু মূলে লক্ষ্য যে পরিত্রাণ-কামনা, সুখসাধনেচ্ছা, মোক্ষ-লাভ-সঙ্কল্প,—পূর্ব্বাপর আলোচনায় তাহাই বোধগম্য হয়। আমরা সেই লক্ষ্যের অনুসরণেই এই প্রার্থনার অর্থ গ্রহণ করিলাম। (১৬অ—২থ—১সূ—১সা)। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৭ ১ ২ ৩ ১র ২র
কয়া ত্বং ন ঊত্যাভি প্র মন্দসে বৃষন্।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
কয়া স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষন' (কামানাং বর্ষক, অভীষ্টদায়ক হে দেব!) 'ত্বং' 'কয়া ঊত্যা' (কয়া রক্ষাশক্ত্যা) 'নঃ' (অস্মাৎ) 'অভিমন্দসে' (পরমানন্দং প্রযচ্ছসি) 'কয়া' (কয়া শক্ত্যা) 'স্তোতৃভ্যঃ' (প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'আ ভর' (প্রযচ্ছসি—পরমধনং ইতি যাবৎ) ভগবতঃ মহিমা মাদৃশানাং ক্ষুদ্রজনানাং বুদ্ধ্যতীতা ইত্যর্থঃ। আত্মদৈন্যনিবেদনমূলকঃ নিত্যসত্য-প্রকাশকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান হি লোকেভ্যঃ পরমানন্দং তথা পরমধনং প্রযচ্ছতি; তস্য মহিমা লোকানাং ধারণাতীতা ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (১৬অ—২থ—২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টদায়ক হে দেব! আপনি কোন্ রক্ষাশক্তিবলে আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করেন? কোন্ শক্তি দ্বারা প্রার্থনাকারী আমাদিগকে পরমধন প্রদান করেন? অর্থাৎ ভগবানের মহিমা মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের বুদ্ধ্যতীত। (মন্ত্রটী আত্মদৈন্যনিবেদনমূলক ও নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,—ভগবানই লোকদিগকে পরমানন্দ এবং পরমধন প্রদান করেন; তাঁহার মহিমা লোকসমূহের ধারণাতীত)॥ (১৬অ—২থ—২সূ—১সা)॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চবিংশ সূক্তের ঊনবিংশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বৃষন্' কামানাং বর্ষিত ইন্দ্র! 'কয়া' কেন 'ঊত্যা'। অব রক্ষণাদিষু (ভ্বা০ প০), গত্যর্থঃ 'উতি-যূতি' (৩।৩।৯৭) ইত্যাদিনা নিপাতিতঃ। কেনাভিগমনেন 'নঃ' অস্মান্ 'অভি' অভিতঃ 'প্র মন্দসে' প্রকর্ষেণ মাদয়সি অস্মদীয়ং যজ্ঞং প্রতি সোমপানার্থমাগমনেন বা কদা অস্মান্ প্রমাদয়সীতি। কিঞ্চ 'কয়া' কেন 'আভ' গমনেন 'স্তোতৃভ্যঃ' অস্মভ্যং ধনং 'আ ভর' বিভর্ষি? ইতীন্দ্রং স্তোতা পৃচ্ছতি। (১৬অ—২খ ২সূ ১সা)।

• • •

প্রথম (১৫৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের অনন্তশক্তির পরিচয় লাভ করিয়া সাধক আপনার বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। অনন্ত শক্তির আধার ভগবান্ অপার করুণাবলে তাঁহার সন্তানগণকে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। সেই বিপদের পরিমাণ নাই। রিপুগণের শক্তির অন্ত নাই। অনন্ত বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে যেন মঙ্গলের সহিত অমঙ্গল, কায়ার সহিত ছায়ার ন্যায় অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে। প্রতিনিয়তই মঙ্গলের সহিত অমঙ্গলের সঙ্ঘর্ষ বাধিতেছে। মানুষকেও সর্ব্বদাই সেই অমঙ্গলের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। সেই সংগ্রামে মানুষ কোন্ শক্তিবলে জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়? সেই মানুষের নিজের শক্তি? সে তো আপনার নিজের দুর্ব্বলতার ভারেই অবসন্ন হইয়া পড়ে, ভীষণ দুর্দ্দান্ত রিপুকুলের সহিত সংগ্রাম করিবে কিরূপে? ভগবানের মঙ্গলশক্তি মানুষকে বর্ম্মের ন্যায় ঘেরিয়া থাকে বলিয়াই সে রক্ষা পায়। সাধক এই সত্যের সন্ধান পাইয়া বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিতেছেন—কি সে শক্তি—যাহা এই বিশ্বকে অনন্তকাল ধরিয়া ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতেছে? কি বিশাল অপরিসীম সেই শক্তি, যাহা বিশ্বের মঙ্গলে নিয়োজিত থাকিয়া আমাদিগকে অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা করিতেছে! সাধক তাই পরম বিস্ময়ের সহিত, সেই শক্তির মূলানুসন্ধান করিতেছেন।

শুধু রক্ষাকার্য্য নয়, ভগবান্ মানুষকে পরমধনও প্রদান করেন। কিন্তু কি সে অসীম ভাণ্ডার, যাহা হইতে জনগণ অনন্তকাল অবধি আপনাদের অভীষ্ট বস্তু সংগ্রহ করিতেছে? বিস্ময়ের সহিত সাধক সেই রত্ন-ভাণ্ডারের পরিচয় লাভেরও চেষ্টা করিয়াছেন। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণও অনেকাংশে এই ভাবই গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে আমাদের কথার সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই, "হে অভীষ্টবর্ষী! তুমি কোন্ অভিগমনের দ্বারা আমাদিগকে প্রমত্ত করিবে? কোন্ অভিগমনের দ্বারা স্তোতাগণকে (ধন) প্রদান করিবে?" (১৬অ-২খ ২সূ—১সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বাশীতিতম (বালখিল্যসূক্তসহ ত্রিনবতিতম) সূক্তের ঊনবিংশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ২
ইন্দ্রমিদ্দেবতাতয় ইন্দ্রং প্রয়ত্যধ্বরে।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহ

২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ১ ২
ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'দেবতাতয়ে' (দেবপূজনায়, সর্ব্বেষু সৎকর্ম্মসু ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রমিৎ' (অদ্বিতীয়ং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'হবামহে' (আহ্বয়ামহে, হৃদি ধারয়ামঃ ইতি ভাবঃ); তথা 'প্রয়ত্যধ্বরে' (সদনুষ্ঠানস্য প্রারম্ভে, সৎকর্ম্মসাধনকল্পনায়াং ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) আহ্বয়ামহে ইতি শেষঃ; অপিচ, 'সমীকে' (সংগ্রামে, সদসদ্বৃত্তীনাং সংঘর্ষে, সম্পূর্ণে কর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'বনিনঃ' (সৎকর্ম্মণি ব্রতিনঃ সদ্ভাবকামিনঃ বা বয়ং ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামহে, হৃদি ধারয়ামঃ ইতি ভাবঃ); তথা 'ধনস্য' (সৎকর্ম্মফলস্য চতুর্ব্বর্গরূপস্য পরমধনস্য) 'সাতয়ে' (লাভায়) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) হবামহে ইতি শেষঃ। সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বকর্ম্মণি কর্ম্মণাং প্রারম্ভে কর্ম্মণাং সম্পাদনকালে তথা কর্ম্মণাং সম্পূর্ণে সর্ব্বকালে ভগবদনুস্মরণং অবশ্যকর্ত্তব্যং। ভগবতি সংন্যস্তচেতসে সতি সুফললাভঃ অবশ্যম্ভাবী। অস্মাকং অনুষ্ঠিতেষু সৎকর্ম্মসু বয়ং ভগবতি সংন্যস্তচিত্তাঃ ভবাম ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ অত্র বিদ্যতে। (৬অ ২খ ৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবপূজন-জন্য অর্থাৎ সকল সৎকর্ম্মে, অদ্বিতীয় ভগবানকে আহ্বান করি; এবং সদনুষ্ঠানের প্রারম্ভে অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনের কল্পনায় ভগবানকে আহ্বান করি; অপিচ সদসদ্বৃত্তির পরস্পর সংঘর্ষে অথবা কর্ম্ম সম্পূর্ণ সৎকর্ম্মে ব্রতী আমরা ভগবানকে আহ্বান করি (হৃদয়ে ধারণ করি); এবং সৎকর্ম্মের ফল চতুর্ব্বর্গরূপ পরমধন লাভের নিমিত্ত ভগবানকে আহ্বান করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক ও প্রার্থনামূলক। সকল কার্য্যে—

কর্ম্মপ্রারম্ভে, কর্ম্মসম্পাদনকালে এবং কর্ম্মসমূহের সম্পূর্ণে—সকল সময়ে ভগবানের অনুস্মরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হইলে সুফল-লাভ অবশ্যম্ভাবী। আমাদিগের অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মে আমরা ভগবানের প্রতি যেন সংন্যস্তচিত্ত হইতে পারি—এইরূপ সঙ্কল্প এখানে বিদ্যমান আছে।)॥ (১৬অ—২খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দেবতাতয়ে'। দেবৈঃ স্তোতৃভিস্তায়তে বিস্তার্য্যত ইতি। দেবতাভির্যজ্ঞস্তদর্থং 'ইন্দ্রং ইৎ' দেবেষু মধ্যে ইন্দ্রমেব 'হবামহে' আহ্বয়ামহে। 'অধ্বরে' যজ্ঞে 'প্রযতি' প্রগচ্ছতি উপ-ক্রান্তে সতি 'ইন্দ্রং' হবামহে। তথা 'সমীকে' সমাগ্‌জাতে সম্পূর্ণে চ যাগে 'বনিনঃ' সম্ভ-জমানাঃ বয়ং 'ইন্দ্রং' ইন্দ্রমেবাহ্বয়ামহে। যদ্বা, সমীকমিতি সংগ্রাম-নাম (নিঘ০ ২।১৭ ১১), সমীকে সংগ্রামে ইন্দ্রমাহ্বয়ামহে। 'ধনস্য' 'সাতয়ে' লাভায় 'ইন্দ্রং' ইন্দ্রমেব আহ্বয়ামহে। অতঃ শীঘ্রমস্ম আগচ্ছেতি তাৎপর্য্যঃ॥ (১৬অ—২খ—৩সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (১৫৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। ইহাতে সরল প্রার্থনার ভাবও বিদ্যমান রহিয়াছে। ভগবান্ যে গীতায় বলিয়াছেন,—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈ-ষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥" এই সাম-মন্ত্রে তাহারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই 'আমরা আমাদিগের সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে ভগবানের প্রতি সংন্যস্ত করিয়া, আমাদিগের অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মে যেন কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণাপন্ন হই'—এবম্বিধ সঙ্কল্পই এই মন্ত্রের মেরুদণ্ড-স্থানীয়।

প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতি কর্ম্মারম্ভের কল্পনায়, প্রতি কর্ম্মারম্ভের সময়, এবং প্রতি কর্ম্মকালে, ভগবানের প্রতি চিত্ত সংন্যস্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য। সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সহিত অসৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির অহরহঃ সংঘর্ষ চলিয়াছে। সর্ব্বদাই উহারা পরস্পর পরস্পরের বৈরী হইয়া রহিয়াছে। সতের উপর অসতের প্রভাব চারিদিক হইতেই বিস্তৃত হইয়া চলিয়াছে। সে সংঘর্ষ নিবারণের—সে দ্বন্দ্ব নিবারণের—একমাত্র উপায় ভগবৎ-করুণা। সেই সর্ব্বশক্তিমান যদি কৃপাকটাক্ষ পাত করেন, তিনি যদি একবার সহায় হন, তবেই সে সংগ্রামে জয়লাভ করা যায়। সদসদ্‌বৃত্তির সংগ্রামে সদ্‌বৃত্তি কেমন করিয়া জয়লাভ করিতে পারে, তাহারই উপায় নির্দ্দেশে মন্ত্র বলিতেছেন,—'ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহে।' প্রতি কর্ম্ম তাঁহার

সহিত সর্ব্বতোভাবে সম্বন্ধযুক্ত হউক ; সৎসৎপ্রবৃত্তির সংগ্রাম-মাত্রেই, সৎকর্ম্মের কল্পনা-মাত্রেই তোমরা আত্ম-রক্ষার কামনায় তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনিই স্বয়ং রক্ষা করিবেন।

মন্ত্রের প্রার্থনা,—'আমাদিগের কার্য্যে, কার্য্যের-কল্পনায়, কার্য্যের আরম্ভে, কার্য্য সম্পাদন-কালে এবং কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে, সকল সময়েই আমরা যেন তাঁহাকে আহ্বান করি।' কার্য্য-মাত্রেই যদি তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুত হয় ; প্রতি কার্য্যে, প্রতি মুহূর্ত্তের জীবন-সংগ্রামে যদি তাঁহাকে আহ্বান করিতে সমর্থ হই ; তাহা হইলেই তিনি মূর্ত্তিপ্রদেশে সহস্রার বিন্দুমাঝে অধিষ্ঠিত হইবেন ; তাহা হইলেই তাঁহার সামীপ্য-লাভ সুলভতর হইয়া আসিবে। তখনই আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটিবে।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই,—"আমরা যজ্ঞার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, আমরা ভজমান হইয়া ধনলাভার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।" (১৬অ-২খ-৩সূ ১সা)।*

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩
ইন্দ্রো মহ্না রোদসী পপ্রথচ্ছব

২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রঃ সূর্য্যমরোচয়ৎ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
ইন্দ্রে হ বিশ্বা ভুবনানি যেমির

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রে স্বানাস ইন্দবঃ ॥ ২ ॥

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ ১খ-২দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

২। মন্ত্রে 'বমিনঃ' পদ আছে। বিবরণকার তাহার অর্থ করিয়াছেন, 'বনম্ উদকং সোমলক্ষণম্, তেন তদ্বন্তঃ সোমবন্ত ইত্যর্থঃ।'

৩। মন্ত্রের প্রচলিত একটী হিন্দী অনুবাদ ; যথা,—"দেবতাওঁকা নিমিত্ত কিয়ে জানেবালে যজ্ঞকে অর্থ সব দেবতাওঁমে ইন্দ্রকো হী আহ্বান করতে হৈঁ। যজ্ঞকে হোতে মেঁ ইন্দ্রকো আহ্বান করতে হৈঁ। যজ্ঞকে সম্পূর্ণ হোকর অথবা সংগ্রামকে সময় আরাধনা করনেবালে হম ইন্দ্রকো আহ্বান করতে হৈঁ। ধনকে লাভকে নিমিত্ত ইন্দ্রকো হী আহ্বান করতে হৈঁ। ইসকারণ হে ইন্দ্র! শীঘ্র আইয়ে।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'শবঃ' (শবসঃ, আত্মশক্তেঃ ইত্যর্থঃ) 'মহ্না' (মহিম্না, মাহাত্ম্যেন) 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকৌ) 'পপ্রথৎ' (বিস্তারিতবান্, ধারয়তি ইত্যর্থঃ), 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানদেবং, পরাজ্ঞানং) 'অরোচয়ৎ' (রোচয়তি, প্রকাশয়তি); 'ইন্দ্রে' (ভগবতি) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'ভুবনানি' (ভূতজাতানি) 'যেমিরে' (উৎপন্নানি সন্তি, বর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ) তথা 'ইন্দ্রে' (ভগবতি এব) 'স্বানাসঃ ইন্দবঃ' (বিশুদ্ধাঃ সত্ত্বভাবাঃ—বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবতি বিশ্বং বর্ত্ততে; তস্মাৎ সর্ব্বে আগতাঃ, তস্মিন্ এব সর্ব্বে প্রলীয়ন্তে। ভগবান্ হি শুদ্ধসত্ত্বাধারঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (১৩অ—২খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ ইন্দ্রদেব আত্মশক্তির মাহাত্ম্যের দ্বারা দ্যুলোকভূলোককে ধারণ করেন; ভগবান্ ইন্দ্রদেব পরাজ্ঞান প্রকাশিত করেন; ভগবানে সকল ভূতজাত বর্ত্তমান আছে এবং ভগবানেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবানে বিশ্ব বর্ত্তমান আছে; তাঁহা হইতে সকল আগত হইয়াছে, তাঁহাতেই সকল প্রলীন হয়। ভগবানই শুদ্ধসত্ত্বাধার হয়েন)। (১৩অ—২খ—৩সূ—২সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং 'ইন্দ্রঃ' 'শবঃ' শবসঃ আত্মীয়স্য বলস্য 'মহ্না' মহিম্না মহত্ত্বেন 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'পপ্রথৎ' অপ্রথয়ৎ বিস্তারিতবান্। তথা অর্ত্তীভূতং 'সূর্য্যং' 'ইন্দ্রঃ' 'অরোচয়ৎ' অদীপয়ৎ তদাত্মরেণ বধেন প্রকাশিতবান্। অপিচ 'ইন্দ্রে হ' অস্মিন্নেবেন্দ্রে 'বিশ্বা' বিশ্বানি ব্যাপ্তানি 'ভুবনানি' ভূতজাতানি 'যেমিরে' উপরমন্তে ইন্দ্রেণ নিয়ম্যন্ত ইত্যর্থঃ। তথা 'স্বানাসঃ' স্বানাঃ অভিষূয়মাণাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাশ্চ অস্মিন্নেবেন্দ্রে নিয়ম্যন্তে পরমাত্মস্বরূপত্বাদিত্যর্থঃ। ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৫৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে ভগবন্মাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়াছে। ভগবান আপনার শক্তিবলে দ্যুলোকভূলোক ধারণ করেন। কিন্তু এখানে এই 'রোদসী' পদে কেবলমাত্র দ্যুলোকভূলোককে বুঝায় না। এই পদকে উপলক্ষ করিয়া সমগ্র বিশ্বের ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পরেও

একটী অংশে বলা হইয়াছে—'বিশ্বা ভুবনানি ইন্দ্রে যেমিরে' - সকল ভুবন, সমগ্র বিশ্ব ভগবান্ ইন্দ্রদেবের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। তাঁহা হইতে সমগ্র বিশ্ব আসিয়াছে, তাঁহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, আবার তাঁহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। তিনি আদি, তিনি মধ্য, তিনি অন্ত। তাঁহার শক্তিতেই বিশ্ব বাঁচিয়া আছে ও পরিচালিত হইতেছে। তাই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"সমগ্র জগৎ আমার একাংশে অবস্থিতি করিতেছে।" এই বিশ্ব তাঁহারই সামান্য বিকাশমাত্র। তাহাই মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশেও একটী সত্য প্রখ্যাপিত দেখিতে পাই। "স্বানাসঃ ইন্দবঃ ইন্দ্রে"—ভগবানের মধ্যেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আছে অর্থাৎ ভগবানই বিশুদ্ধ সত্ত্বাধার। তিনিই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। মানুষ বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা তাঁহার নিকট হইতেই লাভ করে। মন্ত্রের শেষাংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা হইতে পরিস্ফুট হইবে। বাঙ্গালা ব্যাখ্যাটী এই,—"ইন্দ্র আপনার বলের মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী বিস্তারিত করিয়াছেন, ইন্দ্র সূর্য্যকে দীপ্ত করিয়াছেন, সমস্ত ভুবন ইন্দ্রে নিয়মিত হইয়াছে। অভিষুত সোম ইন্দ্রে অন্তর্ভূত হয়।" (১৬অ—২খ—৩সূ—২সা)। *

—— • ——

তৃতীয় সূক্তের গেয় গান।

১ ২ ১২র১ ২ ১ ২ ২ —
১। ইন্দ্রেমিদ্দেবতা। তয়ায়ি। ইন্দ্রপ্রয়তিমধ্বা ২ ৩ রায়ি। আয়িন্দ্রা ২ স।

র ২র র ২১র ২ ১ — ১ ২ ১ ৫ ৩
সমীকেবনিনোহবামা ২ ৩ হায়ি। আয়িন্দ্রা ২ স। ধানস্তসো ২ ৩ ৪ বা। ত্তা

৫ ১ ২১২ ১ ২´১র ১ --
২ ৩ ৪ য়ে। ইন্দ্রধনস্য। তয়ায়ি। ইন্দ্রধনস্য সাতা ২ ৩ য়ায়ি। আয়িন্দ্রো ২।

১র র র ২ ১ ২ ১ — ১ ২ ১ ৫
মহ্নারোদসীপপ্রথচ্ছা ২ ৩ বাঃ। আয়িন্দ্রা ২ঃ। সূর্য্যামরো ২ ৩ ৪ বা।

২ ৫ ১ ২ ১র২ ১ র ২ ১র ২
চা ২ ৩ ৪ য়াৎ। ইন্দ্রঃ সূর্য্যমরোচয়াৎ। ইন্দ্রঃসূর্য্যমরোচা ২ ৩ য়াৎ।

১ — ১ র র ২১র ২ ১ —
আয়িন্দ্রে ২। হবিশ্ব'ভুবনানিযেমা ২ ৩ য়িরায়ি। আয়িন্দ্রে ২।

১ র ২ ১ ৫ ৩ ৫
স্বানাস ও ২ ৩ ৪ বা। সঃ ২ ৩ ৪ বা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষড়্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ র র ২ ১ ২ ১ ২ ২ক ৩র
২। ইন্দ্রমিদ্দেবতাতয়া ৩ এ। আগ্নিপ্রপ্রয। ত্বিষাধ্বরা ৩ য়ি। হা। ঔহো ২

৫ ১ ২র ১র২ ১২ ১ ৭ ২ক ৩র ৫
৩ ৪ হা। ইন্দ্র৺ সমীকেবনিনঃ। হবামহা ২ ৩ য়ি। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা।

২ ১ ২ ২n ৫র ৫ ১n ৩ ৫র র ৩
ইন্দ্রা৺ধানা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। স্বা ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তা

৫ ২ র ২ ১ ২ ১ ২ ২ক
২ ৩ ৪ য়ে। ইন্দ্রম্মহন্তসাতয়া ৩ এ। আগ্নিপ্রকন। স্থলাতয়া ৩ য়ি। হা।

৩র ৫ ১ র ২১র র ২র১ ২ ১ ৭ ২n ৩র
ঔহো ২ ৩ ৪ হা। ইন্দ্রোমহ্নারোদসীপ। প্রথাচ্ছবা ২ ৩ঃ। হা। ঔহো

৫ ১ র ২ ২ক ৩র ৫ ১ n ৩
২ ৪ ৪ হা। ইন্দ্রাঃ সূর্য্যা ৩ য়্। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। আ ২ রো ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫ ২ র র ২ ১ ২র
ঔহোবা। চা ২ ৩ ৪ য়াৎ। ইন্দ্রঃসূর্য্যমরোচয়া ৩ দে। আগ্নিন্দ্রঃ সূর্য্যাম্।

১ ২ ২n ৩র ৫ ১ র২ ১২র১ ২র ১ ৭
অরোচয়া ৩ ৎ। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। ইন্দ্রেহবিশ্বাভুবনা। নিয়াগ্নিমিরা

২ক ৩র ৫ ১ ২ ২n ৩র
২ ৩ য়ি। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। ইন্দ্রেস্বানা ৩। হা। ঔহো ২ ৩

৫ ১ n ৩ ৫র র ৩ ৫
৪ হা। সা ২ আ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। দা ২ ৩ ৪ যাঃ। ১২। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বিশ্বকর্ম্মন্ হবিষা বাবৃধানঃ

৩ ১ ২ ৩ ২ ১র ২র
স্বয়ং যজস্ব তন্বাইং৩ইং৺ স্বাহিতে।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মুহ্যন্ত্বন্যে অভিতো জনাস

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইহাস্মাকং মঘবা সূরিরস্ত্ত ॥ ১ ॥

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয় গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "যৌক্তস্রুচম্" এবং (২) "নৈপাতিথম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

বিশ্বকর্ম্মন্ (বিশ্বস্য কর্ত্তঃ, বিশ্বাধিপতে হে দেব!) ত্বং 'তন্বা' (শরীরেণ, স্বাত্মানং ইত্যর্থঃ) 'স্বাহিতে' (আহুতিং দত্ত্বা ইত্যর্থঃ) 'স্বয়ং যজস্ব' (স্বয়মেব যজ্ঞং সম্পাদয়সি), 'হবিষা' (যজ্ঞে প্রদত্তেন হবিষা) 'বাবৃধানঃ' (ত্বমেব প্রবর্দ্ধিতঃ ভবসি); 'অন্যে জনাসঃ' (অন্যে লোকাঃ, সত্যজ্ঞানং অজানন্তঃ জনাঃ) 'অভিতঃ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'মুহ্যন্তি' (মোহং প্রাপ্নুবন্তি); 'মঘবা' (ধনবান্, পরমধনদাতা সঃ দেবঃ) 'ইহ' (ইহাস্মিন্ লোকে) 'অস্মাকং' (প্রার্থনাকারিণাং অস্মাকং) 'সূরিঃ' (জ্ঞানদায়কঃ, যদ্বা — স্বর্গপ্রাপকঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি বিশ্বে প্রকাশিতঃ ভবতি; সঃ হি সর্ব্বময়ঃ, সঃ দেবঃ অস্মভ্যং মোক্ষং প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ॥ (১৬অ - ২খ ৪সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বাধিপতি হে দেব! আপনি নিজকে আহুতি দিয়া নিজেই যজ্ঞ সম্পাদন করেন; যজ্ঞে প্রদত্ত হবিঃ-দ্বারা আপনিই প্রবর্দ্ধিত হয়েন; সত্যতত্ত্ব অনভিজ্ঞ জনসমূহ সর্ব্বতোভাবে মোহপ্রাপ্ত হয়; পরমধনদাতা সেই দেবতা ইহলোকে প্রার্থনাকারী আমাদের জ্ঞানদায়ক (অথবা স্বর্গ-প্রাপক) হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই বিশ্বে প্রকাশিত হয়েন; তিনিই সর্ব্বময়; সেই দেবতা আমাদিগকে মোক্ষপ্রদান করুন।)॥ (১৬অ—২খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বিশ্বকর্ম্মন্' বিশ্ব-বিষয়-কর্ম্মবন্! এতন্নামক-পরমেশ্বর! 'হবিষা' হবির্ভূতেন বিশ্বকর্ম্মণা ময়া দত্তেন বা হবিষা 'বাবৃধানঃ' বর্দ্ধমানঃ। বিশ্বকর্ম্মা ভৌবনঃ সর্ব্বমেধে সর্ব্বাণি ভূতানি জুহবাঞ্চকার স আত্মানমপ্যন্ততো জুহবাঞ্চকার ইত্যাদি নিরুক্তং (নৈ০ ৪২৬) পূর্ব্বমুদাহৃতং 'স্বয়ং' স্বয়মেব 'তন্বা' শরীরেণ 'স্বাহিতে' অগ্নৌ দত্তো হবিঃ 'যজস্ব' পূজয়। 'অন্যে' মর্ত্ত্যাঃ 'জনাসঃ' জনাঃ অযষ্টারোঽস্মদ্যাগ-বিরোধিনো বা 'মুহ্যন্তু' মুগ্ধা ভবন্তু, 'অভিতঃ' সর্ব্বতঃ। অথ পরোক্ষকৃতঃ—'ইহ' অস্মিন্ যাগে 'অস্মাকং' 'মঘবা' অস্মদ্দত্তেন হবির্লক্ষণেন ধনেন ধনবান্ সঃ 'সূরিঃ' স্বর্গাদি-ফলস্য প্রেরকঃ 'অস্তু' ভবতু। অত্র বিশ্বকর্ম্মন্ হবিষা বর্দ্ধমানঃ (নৈ০ ৪।২৭)—ইত্যাদি নিরুক্তং দ্রষ্টব্যং। 'তন্বা স্বাহিতে'—'পৃথিবীমুতদ্যাং' —ইতি পাঠৌ॥ (১৬অ ২খ—৪সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১৫৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে একটী মহান সত্য প্রকটিত হইয়াছে। ভারতের দর্শনশাস্ত্রের - অন্ততঃ বেদান্তদর্শনের মূল এই মন্ত্রে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে—"বিশ্বকর্ম্মন"। তাহার ভাষ্যার্থ,—"বিশ্ববিষয় কর্ম্মবন্! এতন্নামক-পরমেশ্বর!" ভাষ্যকার 'বিশ্বকর্ম্মা' পদে পরমেশ্বরকেই বুঝিয়াছেন। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—'বিশ্বস্য কর্ত্তঃ'। উভয় অর্থই সঙ্গত। মোটের উপর 'বিশ্বকর্ম্মা' পদে বিশ্বাধিপতি ভগবানকেই বুঝায়।

তিনি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিত আছেন। জগৎ তাঁহারই সামান্য বিকাশমাত্র। জগতের সমস্তই তিনি। চরাচর বিশ্বে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, জ্ঞাত অজ্ঞাত সমস্তই তিনি। কর্ম্ম তিনি কর্ম্মফল তিনি; সাধ্য তিনি, সাধকও তিনি। তিনিই যজ্ঞ, তিনিই হোতা, তিনিই যজমান। তাই মন্ত্র বলিতেছেন,—'তন্বা স্বয়ং যজস্ব'—'আপনি নিজেই যজ্ঞ করেন। সেই পরমপুরুষ ব্যতীত জগতে অন্য কিছুরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। শুধু তাই নয়, তিনি ব্যতীত, তাঁহার বহির্ভূত কোন কিছু থাকিতেই পারে না, কারণ তিনি অসীম অনন্ত। তিনি ব্যতীত যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে তিনি তো অসীম হইতে পারেন না। কিন্তু বেদ-বেদান্ত তাঁহাকে অসীম বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

ভগবান অসীম—একথার অর্থই এই যে, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। কারণ একত্র দুই অসীম অথবা এক অসীম ও অন্য সসীমের কল্পনা করা অসম্ভব। যাহা কিছু আছে, তাহা সেই ভগবানেরই প্রকার ভেদ। মানুষও স্বরূপতঃ ভগবান। তবে মানুষ মোহমায়া দ্বারা বিভ্রান্ত, রিপুগণের কবলিত, আর ভগবান 'শুদ্ধ' অপাপবিদ্ধ'। মানুষ ও ভগবানের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিয়াছে—মায়া, অজ্ঞানতা। মায়ার আবরণ দূরীভূত হইলে, অজ্ঞানতার উপরে গেলে, মানুষই দেবতা হয়—মানুষ স্বরূপস্থ হয়। যে পর্য্যন্ত মানুষ তাহা না করিতে পারে, সে পর্যন্ত মানুষ ও দেবতায় পার্থক্য থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। সুতরাং মানুষ যাহা করে, একদিক দিয়া তাহা ভগবানের কার্য্যও বলা যায়। বর্ত্তমান মন্ত্রে এই ভাবই গৃহীত হইয়াছে। তাই বলা হইয়াছে—"তন্বা স্বয়ং যজস্ব"। আবার 'হবিষা বাবৃধানঃ'—সেই যজ্ঞের ফলও তিনিই ভোগ করেন। হোতাও তিনি, যজমানও তিনি, হব্যও তিনি—কারণ তিনি ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে জগতে আর কিছুই নাই। তাই সাধক গাহেন—'আপনি পাতিয়া কাণ, শুন আপনারি গান, আপনা-আপনি আলাপন।'

এই তত্ত্ব না জানিয়াই মানুষ ভ্রমে পতিত হয়—মোহগ্রস্ত হয়। জগতের একত্ব, মানবের ভ্রাতৃত্ব, কেবলমাত্র এই বিশ্বজনীন দার্শনিক মতবাদের দৃঢ়ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। নতুবা শুধু মুখের কথায় অথবা একটুখানি দয়াদাক্ষিণ্যের দ্বারাই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব স্থাপন সম্ভবপর নয়। মানুষকে বুঝিতে হইবে যে, সে অন্য প্রত্যেক জীবের সহিত অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ, অন্যের প্রত্যেক মঙ্গল অমঙ্গলের উপর তাহার নিজের মঙ্গলামঙ্গল

নির্ভর করিতেছে। যখন এই সত্তা জীবনে উপলব্ধ হইবে, মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিবে, তখনই বিশ্বপ্রেম বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্ভবপর হইবে, অন্যথা নহে। (১৬অ—২খ—৪সূ—১সা)॥ *

—— * ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২
অয়া রুচা হরিণ্যা পুনানো বিশ্বা দ্বেষাꣳসি

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তরতি সযুগ্বভিঃ সূরো ন সযুগ্বভিঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২
ধারা পৃষ্ঠস্য রোচতে পুনানো অরুষো হরিঃ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিশ্বা যদ্রূপা পরিযাস্যৃক্বভিঃ সপ্তাস্যেভির্ঋক্বভিঃ॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূরো ন সযুগ্বভিঃ' (সূর্য্যঃ যথা স্বকীয়াভিঃ রশ্মিভিঃ আবরকানি তমাংসি হিনস্তি নাশয়তি বা ইত্যর্থঃ, তদ্বৎ) 'পুনানঃ' (পূয়মানঃ, যদ্বা পবিত্রতাপ্রাপ্তঃ ইতি ভাবঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্বঃ) 'হরিণ্যা' (তেজঃপ্রদীপ্ত্যা) 'অয়া' (দীপ্তিমত্যা ইত্যর্থঃ) 'রুচা' (তেজোধারয়া, শক্ত্যা ইতি ভাবঃ) অপিচ 'সযুগ্বভিঃ' (আত্মজ্ঞানোন্মেষণাভিঃ সহ ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বা' (সর্ব্বান) 'দ্বেষাংসি' (শত্রূন) 'তরতি' (বিনাশয়তি) ; সূর্য্যঃ যথা স্বরশ্মিভিঃ অন্ধকারং বিনাশয়তি, তদ্বৎ পবিত্রতাবিধায়কঃ শুদ্ধসত্বরূপী ভগবান্ স্বতেজসা আত্মজ্ঞানোন্মেষণং কৃত্বা অন্তঃশত্রূন্ নাশয়তি ইতি—ভাবঃ। ততঃ শুদ্ধসত্বে প্রদীপ্তে সতি 'পৃষ্ঠস্য' (পবিত্রকারকস্য জগদ্ধারকস্য তস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'ধারা' (তেজাংসি, করুণাধারা ইতি ভাবঃ) 'রোচতে' (দীপ্যতে, সাধকান অভিষিঞ্চতে উদ্ভাসয়তি বা ইতি ভাবঃ) ; সদ্ভাবে সঞ্জাতে সতি ভগবতঃ করুণাধারা স্বতমেব ক্ষরতি ইতি ভাবঃ। অপিচ, 'যদ্' (যদা) সঃ ভগবান 'সপ্তাস্যেভিঃ' (ভগবৎসম্বন্ধকারকৈঃ, দেহাদিসপ্তসংজ্ঞকৈঃ সৎকর্ম্মোপাদানসমন্বিতৈঃ ইত্যর্থঃ) 'ঋক্বভিঃ' (তেজোভিঃ, সত্বাদিভিঃ) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'রূপাণি' (ভূতজাতানি) 'পরিযাতি' (সর্ব্বতো ব্যাপ্নোতি), তদা 'পুমানঃ' (পবিত্রকারকঃ, শুদ্ধসত্বগ্রাহকঃ) 'হরিঃ' (শুদ্ধসত্বস্বরূপঃ

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের একাশীতিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

ভগবান্) 'অর্কভিঃ' (স্বতেজোভিঃ) 'অরুষঃ' (স্বতঃপ্রকাশমানঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—সূর্য্যরশ্মিঃ যথা সপ্তকিরণেন জগতি সূর্য্যসম্বন্ধং দদাতি, সত্ত্বভাবাদয়স্তথা দেহেন্দ্রিয়প্রভৃতিভিঃ হৃদি ভগবন্তং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি। (১৩অ-২খ ৫সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সূর্য্য যেমন আপনার কিরণের দ্বারা আবরক অন্ধকারসমূহ নাশ করেন, সেইরূপ পবিত্রতাপ্রাপ্ত শুদ্ধসত্ত্ব তেজঃপ্রদীপ্ত ও দীপ্তিমন্ত তেজঃপূর্ণ শক্তির দ্বারা এবং আত্মজ্ঞান-উন্মেষণের দ্বারা বিশ্বের সকল শত্রুকে নাশ করেন। (ভাবার্থ—সূর্য্য যেমন রশ্মির দ্বারা অন্ধকারসমূহ নাশ করেন, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান আপনার প্রভাবের দ্বারা আত্মজ্ঞান উন্মেষ করিয়া অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করেন)। তদনন্তর (শুদ্ধসত্ত্ব প্রদীপ্ত হইলে) পবিত্রকারক জগদ্ধারক সেই ভগবানের তেজোরাশি অর্থাৎ করুণাধারা সাধকগণকে উদ্ভাসিত অর্থাৎ অভিসিঞ্চিত করে; (ভাব এই যে,—হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্জাত হইলে ভগবানের করুণাধারা আপনিই বিগলিত হয়) আরও ভগবান্ যখন দেহাদিসপ্তসংস্থক সৎকর্ম্মসাধনোপাদানসমন্বিত তেজঃসমূহের দ্বারা বিশ্বের ভূতজাতসমূহকে সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করেন, তখন শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহক পবিত্রকারক ভগবান্ আপনার তেজের দ্বারা স্বতঃপ্রকাশমান হয়েন। (ভাব এই যে,—সূর্য্যরশ্মিসমূহ যেমন সপ্তকিরণের দ্বারা জগৎকে সূর্য্যসম্বন্ধ প্রদান করে, সত্ত্বভাবসমূহ সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়প্রভৃতির দ্বারা হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করে।)। (১৩অ—২খ—৫সূ—১সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পুনানঃ' পূয়মানঃ সোমঃ 'হরিণ্যা' হরিত-বর্ণয়া 'অয়া' অনয়া 'রুচা' রোচমানয়া ধারয়া 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'দ্বেষাংসি' দ্বেষ্টৄণি রক্ষাংসি 'তরতি' বিনাশয়তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'সূরো ন' যথা সূর্য্যঃ 'সযুগ্বভিঃ' সহ যুক্তৈঃ রশ্মিভিঃ তমাংসি বিনস্তি তদ্বৎ। সযুগ্বভিরিতি দ্বিরুক্তিরাদরার্থা। যদ্বা, ধারয়া যুক্তঃ সোমঃ যুক্তৈস্তেজোভিঃ সহ রক্ষাংসি তরতি। তস্য 'পৃষ্ঠস্য' দশাপবিত্রস্যোপরিসিক্তস্য 'ধারা' 'রোচতে' দীপ্যতে 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমঃ 'অরুষঃ' আরোচমানো ভবতি 'যদ্' যঃ সোমঃ 'সপ্তাস্যেভিঃ' রস-হরণশীলৈঃ আস্যৈঃ 'ঋকভিঃ' স্তুতিমদ্ভিঃ 'ঋক্বভিঃ' তেজোভিঃ 'বিশ্বা' বিশ্বানি ব্যাপ্তানি 'রূপা' রূপাণি নক্ষত্রাণি 'পরি যাতি' গচ্ছতি ব্যাপ্নোতি। 'পৃষ্ঠস্য'—'সূতস্য' ইতি পাঠৌ॥ ১॥

• • •

প্রথম (১৫৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হইলেও মন্ত্রের অন্তর্গত 'সপ্তাস্যেভিঃ', 'ধারা' প্রভৃতি পদে মন্ত্রের অংশ-বিশেষ একটু দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। ভাষ্যানুসারী একটী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে এতদ্বিষয় কতকটা উপলব্ধ হইবে; যথা,—

"যেমন সূর্য্য নিজ মণ্ডলসংযুক্ত কিরণমালাদ্বারা অন্ধকার নষ্ট করেন, তদ্রূপ সোম এই উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণপূর্ব্বক সকল শত্রু সংহার করিতেছেন। প্রস্তুত হইবার পর ইহার ধারা ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিতেছে, ইনি শোধিত হইয়া হরিদ্বর্ণ ও তেজোময় হইতেছেন। সপ্তচ্ছন্দের স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া ইনি তাবৎ বস্তুর দিকে নিজ তেজঃ বিস্তার করিতেছেন।"

'সপ্তাস্যেভিঃ' পদে সূর্য্যের সাতটী কিরণের বিষয়ই অনেকস্থলে উল্লিখিত হয়। 'হরিঃ' প্রভৃতি হরিদ্বর্ণ সোমকে লক্ষ্য করে। সোম—মাদকদ্রব্য; তাই জলের ন্যায় তাহারা ধারা প্রবাহিত হয়। সোম শোধিত হইলে তাহার ধারা ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে,—প্রভৃতি বিবিধ ভাব পরিগৃহীত হয়। সপ্তাস্যেভিঃ পদে সপ্তচ্ছন্দের বিষয়ও অনেকস্থলে (ভাষ্য প্রভৃতিতে) অধ্যাহৃত হয়। নিরুক্তে 'সপ্তাস্যেভিঃ' পদে সূর্য্যের সপ্তরশ্মির বিষয়ই পরিকল্পিত হয়, "সপ্তৈতানাদিত্য-রশ্মীনয়মাদিত্যো গিরতি"—ইত্যাদি (নি॰ ২।২১)। এখানে 'সপ্ত' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'সপ্তাস্যেভিঃ' পদে আমরা 'ভগবৎসম্বন্ধকারকৈঃ, দেহাদিসপ্তসংস্থৈঃ সৎকর্ম্মোপাদানসমন্বিতৈঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'সপ্তন্' পদের মূল 'সপ্' ধাতু; উহার অর্থ একত্রীকরণ, মিশ্রীকরণ। যাহা একত্র করায়, মিশ্রিত বা মিলিত করায়—সেই ভাব প্রকাশপক্ষে ঐ পদ ব্যবহার করা যায়। ফলতঃ, ভগবানের সম্বন্ধ যাহাতে আনে, এখানে 'সপ্ত' পদে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। নচেৎ, উপমাপক্ষে 'সপ্তরশ্মি' 'সপ্তকিরণ' ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। এখানে যদি সূর্য্যদেবের সপ্তরশ্মির ভাবই মনে করা যায়, তাহাতেই বা কি তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয়? সাধারণতঃ সূর্য্যরশ্মিতে আমরা শ্বেতবর্ণই প্রত্যক্ষ করি। বাস্তবপক্ষে শ্বেতবর্ণ বলিয়া কোনও বর্ণ নাই। যাঁহারা বিজ্ঞানের সাধারণ তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন—সাতটী স্বতন্ত্র বর্ণের সংমিশ্রণে শ্বেতবর্ণ উৎপন্ন হয়। সেই সাতটী বর্ণ একত্র হইয়া সূর্য্যদেবকে প্রকাশ করে; তাই সেই সপ্তবর্ণ সূর্য্যের 'সপ্তরশ্মি' বা 'সপ্তজিহ্বা' বা 'সপ্তকিরণ' বা 'সপ্তাশ্ব' নামে অভিহিত হয়। সূর্য্যদেবের যে মূর্ত্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহা সেই সপ্তরশ্মির বা সপ্তজিহ্বার (সপ্তবর্ণের) সমন্বয়-মাত্র। এখানেও সেই মিলনের বা মিশ্রণের ভাব প্রকাশ পায়। সে পক্ষে এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম—যেমন সপ্তকিরণের দ্বারা সূর্য্যদেব প্রকাশমান হন, তেমনি সৎকর্ম্মসঞ্জাত সদ্ভাবসমূহের দ্বারা ভগবান হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশমান হউন। এখন, সপ্তকিরণের দ্বারা সূর্য্যদেব যেমন প্রকাশমান হন এবং তাঁহার সপ্তকিরণ একীভূত হওয়ায় যে কিরণ উদ্ভূত হয় বা আমরা দেখিতে পাই, তাহার সহিত সদ্ভাবোন্মেষের কি সপ্ত উপাদান আছে, দেখা যাউক। সেই সাতটী উপাদান পঞ্চভূতাত্মক দেহ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত—এইরূপ মনে [illegible] পারি। এই সকল বস্তু

ভগবানে সংন্যস্ত হয়, তখনই দেহ সত্ত্বভাবে বা দেবভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এই ভাবই আমরা 'সপ্তাস্যেভিঃ' পদে উপলব্ধি করি।

আমরা মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যপ্রকাশক আত্মোদ্বোধনমূলক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের 'সূর্য্যঃ ন স্বয়ুগ্ভিঃ' উপমায় যে সূক্ষ্ম সঙ্গত ভাব পরিব্যক্ত হয়, তাহা এই, 'সূর্য্য যেমন আপনার কিরণসমূহের দ্বারা অন্ধকার নাশ করিয়া আলোক বিকীরণ করেন, হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান হইলে সেইরূপ জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীরণে অজ্ঞানান্ধকার নিদূরিত হইয়া জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়।' এখানে 'দ্বেষাংসি' পদে অজ্ঞানতা এবং অজ্ঞানতার সহচর মায়া-মোহ-কাম-ক্রোধাদি রিপুর প্রতি লক্ষ্য আছে। ভগবানের আবির্ভাবে সত্ত্বভাবোদয়ে অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হয় এই সত্য মন্ত্রের প্রথমাংশে বিঘোষিত। প্রার্থনার ভাব এই যে,- হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমাদের কর্ম্মসকল সত্ত্বভাবসম্পন্ন হউক, আর সেই কর্ম্ম জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইতে থাকুক।'

মানুষ অজ্ঞানতা মায়া মোহাদিতে অভিভূত হইয়া স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। অগ্রসর হইবার পথে তাহারাই অন্তরায় হইয়া উঠে ভগবৎ-কৃপায় সেই শত্রুসকল বিধ্বস্ত হইলে, অন্তর সত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; তখন ভগবানের করুণাধারা আপনিই বর্ষিত হইতে থাকে। তখনই তিনি স্বয়ং আসিয়া সে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া আমরা মনে করি। (১৬অ - ২প ২দ—১সা)। *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্রাচীমনু প্রদিশং যাতি চেকিতৎ সং রশ্মিভি-

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
র্যততে দর্শতো রথো দৈব্যো দর্শতো রথঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
অগ্মন্নুক্থানি পৌংস্যেন্দ্রং জৈত্রায় হর্ষয়ন।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
বজ্রশ্চ যদ্ভবথো অনপচ্যুতা সমৎস্বনপচ্যুতা ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে চতুর্বিংশ বর্গের (নবম মণ্ডল একাদশাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্) অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ ১২খ ২দ - ৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দর্শতঃ' (দর্শনীয়ং, বরণীয়ং) 'চেকিতং' (জ্ঞানসমন্বিতং) 'রথঃ' (সৎকর্ম্মরূপং যানং) 'প্রাচীং প্রদিশং' (শ্রেষ্ঠং দেশং, সাধকহৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'অনুযাতি' (অনুগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি); 'দর্শতঃ' (বরণীয়ং, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'দৈব্যঃ' (স্বর্গীয়ং) 'রথঃ' (সৎকর্ম্মরূপং যানং) 'রশ্মিভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ সহ) 'সংযতুতে' (মিলিতং ভবতি); সাধকানাং "পৌংস্যা' (পুংস্ত্বাবগমানি, পৌরুষপ্রদানি, শক্তিদায়কানি) 'উকথানি' (স্তোত্রাণি) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) 'হর্ষয়ন' (প্রীতং কুর্ব্বন) 'জৈত্রায়' (রিপুসংগ্রামে জয়লাভায়) 'অগ্মন' (গচ্ছন্তি, তং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ); হে দেব! 'বজ্রশ্চ' (ত্বং তথা তব রক্ষাস্ত্রং) 'অনপচ্যুতা' (অনপচ্যুতৌ, অপরাজেয়ৌ) 'ভবথঃ'; 'যৎ' (যতঃ) 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামেষু) 'অনপচ্যুতা' (যুবাং অপরাজেয়ৌ—ভবথঃ ইতি যাবৎ) ততঃ বয়ং রক্ষালাভায় তব শরণং প্রার্থয়ামঃ—ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানং কর্ম্মণা সহ সম্মিলিতং ভবতি; সাধকাঃ প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (১৬অ-২খ—৫সূ—২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বরণীয় জ্ঞানসমন্বিত সৎকর্ম্মরূপ যান সাধক-হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়; পরমাকাঙ্ক্ষণীয় স্বর্গীয় সৎকর্ম্মরূপ যান জ্ঞান-কিরণের সহিত মিলিত হয়; সাধকদিগের শক্তিদায়ক স্তোত্র-সমূহ ভগবানকে প্রীত করিয়া রিপুসংগ্রামে জয়লাভের জন্য তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়; হে দেব! আপনি এবং আপনার রক্ষাস্ত্র অপরাজেয় হয়েন; যেহেতু রিপুসংগ্রামে আপনারা অপরাজেয় হয়েন, সেইহেতু আমরা রক্ষালাভের জন্য আপনার শরণ প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞান কর্ম্মের সহিত সম্মিলিত হয়; সাধকগণ প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন।)। (১৬অ—২খ—৫সু—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'চেকিতং' জানানঃ সোমঃ 'প্রাচীং' পূর্ব্বাং 'প্রদিশং' প্রকৃষ্টাং দিশং 'অনুযাতি' অনুগচ্ছতি। কিঞ্চ 'দর্শতঃ' সর্ব্বৈর্দ্দর্শনীয়ঃ 'দৈব্যঃ' দেবেষু ভবঃ তব 'রথঃ' সূর্য্যস্য 'রশ্মিভিঃ' 'সং যতন্তে' সংগচ্ছতে। পুনঃ 'দর্শতঃ রথঃ' ইত্যাদরার্থা। ততঃ 'পৌংস্যা' পুংস্ত্বাবগমানি 'উকথানি' স্তোত্রাণি 'অগ্মন' ইন্দ্রং গচ্ছতি 'যদ্' যদা 'সমৎসু' সংগ্রামেষু 'অনপচ্যুতা' অনপচ্যুতৌ শত্রুভিরপরাজিতৌ, সোমস্ত্বঞ্চ ইন্দ্রশ্চ যুবাং 'সমৎসু' সংগ্রামেষু সহ ভবথঃ, তদা স্তোত্রাণ্যমনাদীনি ভবন্তি। পুনঃ 'অনপচ্যুতা'—ইত্যাদরার্থা। (১৬অ-২খ ৫সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৫৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমে আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই,—"অতি সুদৃশ্য স্বর্গীয় রথ কিরণমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া সতর্কভাবে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইন্দ্র যাহাতে জয়ী হয়েন সেই নিমিত্ত পুরুষগণের প্রশংসাবাক্য ইন্দ্রকে আহ্লাদিত করিয়া উচ্চারিত হইতে থাকে। হে সোম! যুদ্ধে জয়লাভের জন্য তখন তুমি এবং বজ্রী ইন্দ্রের নিকট একত্র হইয়া থাক।" কিন্তু ভাষ্যকারের সহিত এই ব্যাখ্যার কোন কোনও স্থলে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"জাননেওয়ালা সোম পূর্ব্বানামক শ্রেষ্ঠ দিশাকো জাতা হ্যায়, দিব্য আউর দর্শনীয় তুম্হারা রথ সূর্য্যকী কিরণোসে মিলতা হ্যায়, পৌরুষকে সূচক স্তোত্র ইন্দ্রকো প্রাপ্ত হোতে হ্যায়, জয়প্রাপ্তিকে কারণভূত বহ (ওয়াহ) স্তোত্র ইন্দ্রকো প্রসন্ন করতে হ্যায়, বজ্রকী ইন্দ্রকো প্রাপ্ত হোতা হ্যায়, জব সংগ্রামোমে হে সোম আউর ইন্দ্র তুম দোনো শত্রুওসে পরাজয় নহী পাতে হো, তব স্তোত্র আউর আগমন আদি হোতে হ্যায়।"

মন্ত্রের কয়েকটী পদের, অর্থ-সম্বন্ধে অনুধাবন করা প্রয়োজন। 'প্রাচীং প্রদিশং' পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থ, "পূর্ব্বাং প্রদিশং" অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রদেশ অনুবাদকারের মতে 'পূর্ব্বদিকে'। ভাষ্যকার বলিতেছেন,—'সোম শ্রেষ্ঠ পূর্ব্বদিকে যাইতেছেন', আবার অনুবাদকারের মতে—'স্বর্গীয় রথ কিরণমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হয়।' মূলমন্ত্রে অবশ্য 'সোম' শব্দ নাই। কিন্তু 'সোম' অথবা 'রথ' যাহাই হউক না কেন, পূর্ব্বদিকে যায় কিরূপে? এবং এই পূর্ব্বদিকে যাওয়ার অর্থ কি? আবার অনুবাদকার 'চেকিতৎ' পদের অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় অর্থ দ্বারাই মন্ত্রের ভাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ ভাষ্যকার অনর্থক 'সোম' শব্দ অধ্যাহার করিয়াছেন এবং অনুবাদকার 'চেকিতৎ' পদের অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের মতে 'চেকিতৎ' পদের সহিত 'রথ' পদ অন্বিত হইয়াছে। 'প্রদিশং' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন 'প্রকৃষ্টাং দিশং'—শ্রেষ্ঠ দেশ 'প্রাচীং' পদেও শ্রেষ্ঠত্বই প্রকাশ করিতেছে। এই শ্রেষ্ঠ প্রদেশ কি? কোনও ব্যাখ্যাকার এই শ্রেষ্ঠ প্রদেশ যে কি তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। আমাদের মতে সাধকের পবিত্র হৃৎপ্রদেশই এই পদদ্বয়ের লক্ষ্য। 'চেকিতৎ' পদের ভাষ্যার্থ—'জানানঃ'—যহা জানে, যাহা জ্ঞানসমন্বিত। তাই 'চেকিতৎ' পদের অর্থ হয়—'জ্ঞানসমন্বিতং'। 'জ্ঞানসমন্বিত' কি? তাহা 'রথঃ' অর্থাৎ 'সৎকর্ম্মরূপং যানং'। সৎকর্ম্মই মানুষকে তাহার গন্তব্য প্রদেশে লইয়া যাইতে পারে, তাই 'রথঃ' পদে সেই শ্রেষ্ঠ যানকেই বুঝায়। এখন দেখা যাইতেছে যে, 'চেকিতৎ রথঃ' পদদ্বয়ের অর্থ হয়—'জ্ঞানসমন্বিতং সৎকর্ম্মরূপং যানং'। তার পরের অংশ—'প্রাচীং প্রদিশং অনুযাতি'—সাধক-হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়। 'প্রাচীং প্রদিশং' পদদ্বয়ের অর্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ দাঁড়াইতেছে—"বরণীয় জ্ঞানসমন্বিত সৎকর্ম্মরূপ যান সাধক-হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়।" 'দর্শতঃ' পদ 'রথঃ' পদেরই বিশেষণ. উহার অর্থ—'দর্শনীয়, বরণীয়।'

সাধকহৃদয়ই জ্ঞানের আশ্রয়ভূমি। সৎকর্ম্মের দ্বারাই মানুষ পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, মোক্ষমার্গে অগ্রসর হয়। সাধকের মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটীই একত্র সম্মিলিত হয়। অথবা ভক্তিপরায়ণ সাধকের হৃদয়ে জ্ঞান স্বতঃই প্রাদুর্ভূত হয়। আবার, সৎকর্ম্মও জ্ঞানের সহগামী হইয়া সাধকের জীবনকে পবিত্র বিশুদ্ধ করে—মুক্তিলাভের উপযুক্ত করে। মন্ত্রের প্রথম অংশের ইহাই ভাবার্থ।

মন্ত্রের প্রথম অংশে যে সত্য বিবৃত হইয়াছে, দ্বিতীয় অংশেও প্রকারান্তরে তাহার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। "দর্শতঃ দৈবাঃ রথঃ রশ্মিভিঃ সংযতে" এই অংশের বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে—"অতি সুদৃশ্য স্বর্গীয় রথ কিরণমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে।" 'দর্শতঃ' ও 'রথঃ' পদদ্বয়ের অর্থ-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। 'দৈবাঃ' পদের অর্থ স্বর্গীয়, দিবিঃ ভবঃ। 'রথঃ' পদের তাহা উপযুক্ত বিশেষণ। 'রথ'—সৎকর্ম্মরূপযানই মানুষকে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারে, আর প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম্মসাধনশক্তিও স্বর্গীয় বস্তু। 'রশ্মিভিঃ' পদের অর্থ 'জ্ঞানকিরণৈঃ সহ' 'সংযতে' অর্থাৎ মিলিত হয়। তাই উপরোক্ত মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়ায় "পরমাকাঙ্ক্ষণীয় স্বর্গীয় সৎকর্ম্মরূপ যান জ্ঞানকিরণের সহিত মিলিত হয়।" অর্থাৎ সৎকর্ম্ম ও জ্ঞান একত্র অবস্থান করে। জ্ঞান ও সৎকর্ম্মের মধ্যে অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। মন্ত্রের প্রথম অংশেও আমরা দেখিয়াছি যে, সেখানে জ্ঞান ও কর্ম্মের অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ বিবৃত হইয়াছে, বর্ত্তমানস্থলেও তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রের পরের অংশ—"পৌংস্যা উক্থানি ইন্দ্রং গ্মন্"। এই অংশের অর্থ—সাধকদিগের শক্তিদায়ক স্তোত্রসমূহ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। সাধকগণ ভগবানের আরাধনায় নিরত হয়েন। 'পৌংস্যা' পদের অর্থ 'পৌরুষপ্রদানি শক্তিদায়কানি'। প্রার্থনাই মানবের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করে। প্রার্থনার দ্বারা মানুষ ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করে, তাঁহার মহিমা, তাঁহার করুণা হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। তখন সাধক আপনাকে দুর্ব্বল বলিয়া মনে করেন না, তিনি তখন বুঝিতে পারেন যে, ভগবানের করুণা, ভগবানের স্বর্গীয় অক্ষয় শক্তি তাঁহাকে রক্ষা করে। এই ধারণা, এই উপলব্ধিই মানুষকে মোক্ষযাত্রায় সাহায্য করে, হৃদয়ে বল প্রদান করে। তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি নিজে দুর্ব্বল হইলেও দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায় মানবের পরমবন্ধু একজন আছেন, তিনিই মানবকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন। প্রার্থনা দ্বারা এই সত্য উপলব্ধ হয় বলিয়াই প্রার্থনাকে 'পৌংস্যা' বলা হইয়াছে। আবার 'জৈত্রায়' পদের দ্বারা এই ভাব আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। 'জৈত্রায়' পদের তাৎপর্য্য 'জয়ার্থং'। অর্থাৎ রিপুসংগ্রামে জয়লাভের জন্যই ভগবানের নিকট প্রার্থনা হয়। মানুষ যখন রিপুগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখনই সে সেই পরমদয়াল রিপুনাশক ভগবানের চরণে শরণগ্রহণ করে। তাহাই বিপন্মুক্তির একমাত্র উপায়। এই অংশের 'গ্মন্' পদটীও লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাধকের প্রার্থনায় ভগবান প্রীতিলাভ করেন। কে না আপনার সন্তানকে সৎপথাবলম্বী দেখিলে আনন্দিত হয়েন? জগৎপিতা পরমেশ্বরও মানবকে প্রার্থনাপরায়ণ, সন্মার্গাবলম্বী, মোক্ষপ্রার্থী দেখিলে তদ্রূপ আনন্দ লাভ করেন। তাই এই অংশের ব্যাখ্যা এই—'সাধকদিগের শক্তিদায়ক স্তোত্রসমূহ ভগবানকে প্রীত করিয়া রিপুসংগ্রামে জয়লাভের জন্য তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।'

তার পরের অংশে ভগবন্মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। 'বজ্র' শব্দে রক্ষাস্ত্র, রিপুনাশক মহাস্ত্র বুঝায়। ভগবান্ মানুষকে যে অস্ত্রবলে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন, বিশ্বশত্রু ধ্বংস করেন, তাহাই 'বজ্র' নামে অভিহিত হয়। মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'বজ্রশ্চ অনপচ্যুতা' অর্থাৎ আপনার বজ্রও অপরাজিত। ভগবান্ ও তাঁহার রক্ষাস্ত্রের অথবা তাঁহার রক্ষাশক্তির মাহাত্ম্যই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবান তাঁহার শক্তিবলে মানুষকে রক্ষা করেন, তাঁহার শক্তি অপরিসীম অপরাজেয়। সেই জন্যই মানব তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করে—মন্ত্রাংশের ইহাই সারমর্ম্ম। (১৬অ-২খ-৫সূ—২সা)। *

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২　৩　১　২ ৩ ১　২ ৩　২ ৩　২ ৩ ১ ২

ত্বং হ ত্যৎ পণীনাং বিদো বসু সম্মাতৃভি-

৩　১র　২র　৩ ১ ২　৩ ২ ৩ ১ ২

র্ম্মর্জ্জয়সি স্ব আ দম ঋতস্য ধীতিভির্দ্দমে।

৩　২　৩　২উ　৩ ২উ　৩　১২　৩ ১ ২　৩ ১ ২ ৩

পরাবতো ন সাম তদ্যত্রা রণন্তি ধীতয়ঃ ত্রিধাতুভি-

১২　৩ ১ ২　৩　১ ২　৩　১ ২

ররুষীভির্ব্বয়ো দধে রোচমানো বয়ো দধে॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'ত্বং হ' (ত্বমেব) 'পণীনাং' (স্তুতিকারকাণাং, উপাসকানাং) 'ত্যৎ' (প্রসিদ্ধং, মুক্তিদায়কং প্রার্থনীয়ং ইত্যর্থঃ) 'বসু' (পরমধনং) 'বিদঃ' (জানাসি); 'দমে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মসাধনে, সৎকর্ম্মসাধনরতান্ সাধকান্ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'মাতৃভিঃ' (মাতৃভূতাভিঃ শক্তিভিঃ) 'সম্মর্জ্জয়সি' (পরিশুদ্ধান্ করোষি); 'স্বে দমে' (আত্মীয়ে যজ্ঞে, তেষাং স্বানুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মণি) 'ঋতস্য' (সত্যস্য) 'ধীতিভিঃ' (ধাত্রীভিঃ, ধারণশক্তিভিঃ, যদ্বা—সদ্বৃত্তিভিঃ) তান্ 'আ' (সম্যক্‌রূপেণ) পরিশুদ্ধসি ইতি শেষঃ; 'যত্র' (যস্মিন্, যস্মিন্ পরাজ্ঞানে ইত্যর্থঃ) 'ধীতয়ঃ' (সদ্বৃত্তয়ঃ, সদ্বৃত্তিসম্পন্নাঃ জনাঃ ইত্যর্থঃ) 'রণন্তি' (পরমানন্দং লভন্তে) 'তৎ সাম'

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাদশাধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৎ প্রসিদ্ধং সামজ্ঞানং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'পরাবতঃ ন' (পরিবতি অপি, স্বর্গে অপি—পরমানন্দং প্রযচ্ছতি ইতি শেষঃ); 'রোচমানঃ' (জ্যোতির্ম্ময়ঃ দেবঃ) 'ত্রি ধাতুভিঃ অরুষীভিঃ' (ত্রয়াণাং লোকানাং ধারয়িত্রীভিঃ দীপ্তিভিঃ, ত্রিলোকধারণসমর্থেন পরাজ্ঞানেন সহ ইত্যর্থঃ) 'বয়ঃ' (শক্তিং) 'দধে' (প্রযচ্ছতু); কৃপয়া অস্মভ্যং 'বয়ঃ' (শক্তিং, পরাশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'দধে' (প্রযচ্ছতু)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি সর্ব্বেষাং শক্তিসঞ্চারকঃ পবিত্রকারকঃ তথা জ্ঞানপ্রদায়কঃ ভবতি; সঃ দেবঃ অস্মভ্যং পরাশক্তিং প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ॥ (১৬অ—২খ—৫সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনিই স্তুতিকারক উপাসকদিগের মুক্তিদায়ক প্রার্থনীয় পরমধন অবগত আছেন; সৎকর্ম্মসাধনরত সাধকদিগকে আপনি মাতৃভূত শক্তি দ্বারা পরিশুদ্ধ করেন; তাঁহাদের স্ব-অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে সত্যের ধারণশক্তি (অথবা সদ্বুদ্ধি) দ্বারা তাঁহাদিগকে সম্যক্‌রূপে পরিশুদ্ধ করেন; যে পরাজ্ঞানে সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পরমানন্দ লাভ করেন, সেই প্রসিদ্ধ পরাজ্ঞান স্বর্গেও পরমানন্দ প্রদান করে; জ্যোতির্ম্ময় দেব ত্রিলোকধারণসমর্থ পরাজ্ঞানের সহিত শক্তি প্রদান করুন; কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সকলের শক্তিসঞ্চারক, পবিত্রকারক এবং জ্ঞানদায়ক হয়েন; সেই দেবতা আমাদিগকে পরাশক্তি প্রদান করুন॥ (১৬অ—২খ—৫সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'তাৎ' ত্যানি 'বসু' গবাদীনি ধনানি 'পণীনাং' পণিভিঃ অপহৃতং তৎ গবাত্মকং ধনং 'বিদঃ' অবিদঃ অলভথাঃ। 'আ' অপিচ 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'ধীতিভিঃ' ধাত্রীভিঃ 'মাতৃভিঃ' বসতীবরীভিঃ 'স্বে' আত্মীয়ে 'দমে' যজ্ঞে 'সম্মর্জ্জয়সি' সম্যক্ শুদ্ধো ভবসি। 'পরাবতো ন' দূরস্থাদ্দেশাৎ যথা 'সাম' সাম-ধ্বনিঃ শ্রূয়তে তথা তব 'তৎ' সাম ধ্বনিঃ সর্ব্বৈঃ শ্রূয়তে অসৌ সোমাভিষবাভিপ্রায়েণোক্তঃ। 'যত্র' যস্মিন্ শব্দে 'ধীতয়ঃ' কর্ম্মণো ধর্ত্তারো যজমানাঃ 'রণন্তি' রমন্তে, 'রোচমানঃ' সোঽয়ং সোমঃ 'ত্রিধাতুভিঃ' ত্রয়াণাং লোকানাং ধারয়িত্রীভিঃ। 'অরুষীভিঃ' আরোচমানাভিঃ দীপ্তিভিঃ 'বয়ঃ' অন্নং 'দধে' স্তোতৃভ্যঃ প্রযচ্ছতি। পুনঃ 'বয়ো দধে'—ইত্যাদরার্থা। (১৬অ ২খ ৫সূ—৩সা)।

ইতি ষোড়শস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১৫৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা আলোচ্য-মন্ত্রটীর বিভিন্নভাষায় প্রচলিত দুইটী অনুবাদ প্রদান করিতেছি। প্রথম বাঙ্গালা অনুবাদটী এই,—"হে সোম! পণিগণ যে গোধন অপহরণ করিয়াছিল, তাহা কোথায় ছিল, তুমি তাহা জানিতে। তুমি যজ্ঞস্থানে স্তুতিবাক্য লাভ করিতে করিতে জলের দ্বারা শোধিত হও। যেরূপ দূর হইতে সামধ্বনি শুনা যায়, তদ্রূপ তথায় তোমার শব্দ শুনা যায়। তিন আধারে স্থাপিত মূর্ত্তি দ্বারা তুমি অন্ন দান কর, এবং ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর।" একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"হে সোম! তু পণিয়োঁকে হরে হুএ উস গৌ আদি ধনকো প্রাপ্ত হুআ আউর যজ্ঞকো ধারণ করণেওয়ালা বসতীবরী নামক জলোঁ করকে অপনে যজ্ঞমে জলে প্রকার শুদ্ধ হোতা হ্যায়। দূরদেশসে জ্যায়সে সামকো ধ্বনি সুনী জাতী হ্যায় ত্যায়সে তুম্হারী সাম ধ্বনি সবোঁ করকে সুনী জাতী হ্যায়। জিস্ ধ্বনিকে হোনে পর যজ্ঞকে কর্ত্তা যজমান আনন্দমে মগ্ন হোতে হ্যায়। যহ দীপতা হুআ সোম তীনো লোকোঁকো ধারণ করনেওয়ালী দীপ্তিয়োঁসে স্তোতাওঁকো অন্ন দেতা হ্যায়, যজমানকো অন্ন দেতা হ্যায়।"

মন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'পণীনাং' পদ-সম্বন্ধেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মতভেদের কারণ ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার উক্ত পদের অর্থ প্রদান করেন নাই, কেবলমাত্র 'বসু' পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন — 'পণিগণ কর্তৃক অপহৃত গবাদি ধন।' 'বসু' পদের মধ্যে এরূপ দূরার্থ কল্পনার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। উহার সাধারণ এবং স্বাভাবিক অর্থ—ধন অথবা পরমধন। আমরা এই স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করিয়াছি।

বেদের নানা স্থানে 'পণি' শব্দ পরিদৃষ্ট হয়। এই শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে নানা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে পণিগণ একশ্রেণীর দস্যু ব্যতীত আর কিছুই নয়, তাহারা আর্য্যগণের গবাদি পশু হরণ করিয়া লইয়া যাইত এবং এই উপলক্ষে সেই দস্যুগণের সহিত আর্য্যদের যুদ্ধ বাধিত। আবার কাহারও কাহারও মতে গ্রীক-ভাষায় যে 'ইলিয়ড' নামক কাব্য আছে, তাহা বেদের পণির উপাখ্যান হইতে উৎপন্ন। নিম্নে এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের মত প্রদত্ত হইল,—'In the Veda, before the bright powers reconquer the light that had been stolen by Pani, they are said to have conquered the offspring of Brisaya that daughter of Brises is restored to Achilles when his glory begins to set, just as all the first loves of solar heroes return to them in the last moments of their esrthly career.' আবার অন্য কাহারও মতে পণি অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরূপ নানা ব্যক্তির নানা মত দেখা যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই পণি-শব্দকে কেন্দ্র করিয়া

একটা প্রকাণ্ড রকমের প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার অবসর পাইয়াছেন। কেহ বা আবার পণি-সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকাকে একটা রূপক বলিয়াছেন। বেদের অন্য একটী সূক্তের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পণিগণকে দস্যুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং তাহাদের নিকট হইতে অপহৃত গবাদি পশু উদ্ধারের জন্য তথ্যানুসন্ধানী-রূপে সরমা নামক দেবকুক্কুরীকে পাঠান হইয়াছে। (১০ম ম ১০৮ সূক্ত) এই সূক্তে যেন পণিগণ এবং সরমার মধ্যে কথোপকথন হইতেছে। সূক্তের যে প্রচলিত অর্থ আছে, তদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে পণিগণ গাভী অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, এবং সরমা দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গাভীগণের শব্দ শুনিয়া সেই লুক্কায়িত স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। পণিগণ প্রথমে যেন কিছুই জানে না, প্রথমে এরূপ ভাণ করিল, তার পর ভয় প্রদর্শন করিল। কিন্তু তাহাতেও সরমাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া প্রলোভনে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিল। প্রচলিত ব্যাখ্যানুযায়ী এই সূক্তটী পাঠ করিলে মনে হয় প্রাচীন-কালে দৌত্যকার্য্যে কিরূপ নিপুণ ব্যক্তিগণের নিয়োগ হইত। কিন্তু অনেক ব্যাখ্যাকারেরই মত এই যে, এই সূক্তটীতে একটী রূপক বর্ণিত হইয়াছে। সেই রূপকটী এই যে,—উষাকর্ত্তৃক প্রাতঃকালে আলোক উদ্ধার।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এই মন্ত্রান্তর্গত পণি-শব্দ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে, তাহা সমস্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। কিন্তু এই পণি-শব্দ দ্বারা কি ভাব বুঝায় এবং কিরূপে সেই অর্থ সূচিত হয়, তাহা আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতায় (১ম ৯সূ ৪ঋক্) দ্রষ্টব্য। আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। সমগ্র মন্ত্রটী কয়েকটী অংশে বিভক্ত। কেবলমাত্র শেষাংশ ব্যতীত অন্য সমস্ত অংশেই ভগবন্মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবানই সাধকদিগের প্রার্থিত বস্তু-সম্বন্ধে সমস্ত অবগত আছেন; অর্থাৎ সাধকগণ ভগবানের চরণেই আপনাদের প্রার্থনা নিবেদন করেন, আবার সর্ব্বান্তর্যামীরূপেও তিনি সেই প্রার্থনা অবগত আছেন। শুধু তাহাদের প্রার্থনা জানিয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন, তিনি 'সম্মৃজ্যন' তাঁহাদিগকে পরিশুদ্ধ করেন। কিরূপে পরিশুদ্ধ করেন? 'মাতৃভিঃ' অর্থাৎ মাতৃস্বরূপ শক্তিদ্বারা। এখানে 'মাতৃভিঃ' পদটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। মাতা যেমন স্নেহপরায়ণা, তেমন স্নেহের সহিত, তেমন আদরের সহিত ভগবান্ মানুষের হৃদয়কে বিশুদ্ধ করেন। এই একটী পদের দ্বারা ভগবানের করুণার অসীম স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। কিরূপে হৃদয়কে বিশুদ্ধ করেন, তাহার আরও একটু বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 'স্বে দমে' অর্থাৎ স্বকীয় অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে। সাধকগণ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন, যখন ভগবদারাধনায় রত হয়েন, তখন তাঁহাদের অজ্ঞানতা দুর্ব্বলতাজনিত যে ক্লেদরাশি থাকে, ভগবান আপনার মঙ্গলহস্তে তাহা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দেন। হৃদয়ের মধ্যে যদি কিছু মলিনতা অপবিত্রতা থাকে, তাহা সমস্তই তখন ভগবানের পবিত্রস্পর্শে দূরীভূত হইয়া যায়। যে শক্তিবলে ভগবান মানবের পবিত্রতা সম্পাদন করেন, তাহাকে পূর্ব্বে মাতৃস্বরূপা বলা হইয়াছে। আবার এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,

—'ঋতস্য ধীতিভিঃ' অর্থাৎ সত্যের ধারণশক্তিদ্বারা। মন্ত্রের শেষাংশে আছে প্রার্থনা। প্রার্থনার মর্ম এই যে, ভগবান যেন সত্যজ্ঞানের সহিত আমাদিগকে পরমশক্তি প্রদান করেন। 'ত্রিধাতুভিঃ অরুষীভিঃ' অর্থাৎ ত্রিলোকধারণসমর্থ দীপ্তিসমূহের দ্বারা। সেই দীপ্তি কোন বস্তু, যাহা ত্রিলোক ধারণ করিতে পারে? একমাত্র ভগবানের বলেই বিশ্ব বিধৃত আছে ও পরিচালিত হইতেছে। এই পদদ্বয়ে সেই পরমবস্তুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভাষ্যকারও ত্রৈলোক্যধারণ-সমর্থ দীপ্তি অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিবরণকার 'ত্রিধাতু'র অর্থ করিয়াছেন স্বর্ণ-রৌপ্য-তাম্র। কিন্তু বর্তমান স্থলে স্বর্ণরৌপ্যতাম্রের যে কি প্রয়োজনীয়তা বা এই অর্থের যে কি সার্থকতা তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।

মন্ত্রের শেষাংশে 'বয়ঃ দধে' পদ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন আদরার্থে দুইবার উক্ত হইয়াছে। আমরাও তাহাই মনে করি, প্রার্থনার ঐকান্তিকতা জ্ঞাপন করিবার জন্য অথবা সত্যের দৃঢ়তা বুঝাইবার জন্য একই পদ, বা বাক্যই পুনরুক্ত হয়, ইহাতে পুনরুক্তিদোষ ঘটে না। বর্তমানস্থলেও শুধু আগ্রহ, অথবা একাগ্রতার ফলস্বরূপ 'বয়ঃ দধে' পদদ্বয় দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্বাংশের অন্তর্গত 'দমে' পদের দ্বিরুক্তি সম্বন্ধে এ কথা অনেকাংশে প্রযুক্ত হয়। (১৬অ—২খ—৫সূ—৩সা)॥ *

পঞ্চম-সূক্তের গেয়গান।

১২ ১র২ ৫ ২র১র ২র১রর
আধা। রূঢাহং৩। উব। ২৩ষি। বী২৩৪ধা। পুনানোবর্ষ্যাদেব ৮

২ ১ ১১র২র১২১ ২১র র১১ ২র র র১র ২১র ২র১২
পিতরন্তিসধস্থাভিঃহরোনসপ্তাদ্ধ্রাবাপৃষ্ঠসুদোচতেস্বনাসোধরুক্ত বাসৃষ্টাবাক্রি

১র ২র১ ১ ৭ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ n ৫ ২
পাপাবয়াস্ব ক্ষী২৩৪৫ঃ। গধ্ধাসী২মেও২। ভিরা৩।

১ ৪ ১ ১ ১ ১ ১
ছং২৩৭া৩। কাওা২৩৪৫বিঃ। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়গান আছে। উহার নাম, যথা; "পাবমানপার্শ্বম্।"

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২

উত নো গোষণিং ধিয়মশ্বসাং বাজসামুত।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

নৃবৎ কৃণুহ্যূতয়ে॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্। 'উতয়ে' (রক্ষালাভায়—রিপুকবলাৎ ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ধিয়ং' (বুদ্ধিং, যদ্বা—কর্ম্ম) 'গোষণিং' (পরাং সনিত্রীং দাত্রীং, পরাজ্ঞানদায়িকাং ইত্যর্থঃ) 'অশ্বসাং' (ব্যাপকজ্ঞানদায়িকাং) 'উত' (তথা) 'বাজসাং' (শক্তীনাং দাত্রীং ইতি যাবৎ) 'উত' (অপিচ) 'নৃবৎ' (নৃণাং দাত্রীং, সুপুত্রাণাং, ভগবদ্ভক্তিসম্পন্নানাং পুত্রাণাং দাত্রীং) 'কৃণুহি' (কুরু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মান্ সদ্বুদ্ধিসম্পন্নান্ কুরু তথা অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৬অ-৩খ-১সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! রিপুকবল হইতে রক্ষালাভের জন্য আমাদের বুদ্ধিকে (অথবা কর্ম্মকে) পরাজ্ঞানদায়িকা, ব্যাপকজ্ঞানদায়িকা এবং শক্তিদাত্রী অপিচ ভগবদ্ভক্তিসম্পন্ন পুত্রদাত্রী করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন করুন এবং আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১৬অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ হে 'পূষন্'! 'গোষণিং' গবাং সনিত্রীং দাত্রীং 'অশ্বসাং' অশ্বানাং সনিত্রীং 'বাজসাং' বাজানামন্নানাং সনিত্রীং 'উত' অপিচ 'নৃবৎ' নৃবতীং নৃণাং বনিত্রীং দাত্রীং এবম্ভূতাং 'ধিয়ং' বুদ্ধিং কর্ম্ম চ 'নঃ' অস্মাকং 'উতয়ে' তৃপ্ত্যৈ উপভোগার্থং 'কৃণুহি' কুরু। 'উতয়ে'—'বীতয়ে'—ইতি পাঠঃ॥ (১৬অ—৩খ—১সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১৫৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। যাহাতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিশুদ্ধ হয়, সত্যান্বিত হয়, সেই জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে পূষা! তুমি আমাদের উপভোগার্থ অস্মদীয় যাগকার্য্যকে গো, অশ্ব, অন্ন ও পরিচারকবর্গের উৎপাদক কর।" 'গোষণিং' পদের ভাষ্যার্থ—'গবাং সনিত্রীং দাত্রীং'। তাহার প্রচলিত অনুবাদ—গো প্রদানকারী। 'অশ্বসাং' পদেও অশ্ব অর্থাৎ ঘোড়া অর্থ গৃহীত হইয়াছে। তাই প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে, মন্ত্রে যেন গরু ঘোড়া প্রভৃতি লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু গো, অশ্ব প্রভৃতি শব্দে পার্থিব গরু ঘোড়াকে লক্ষ্য করে না, তাহা আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি। 'নৃবৎ' পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেও আমাদের সহিত ভাষ্যের মতভেদ ঘটিয়াছে। 'নৃবৎ' পদে 'নৃণাং বনিত্রীং' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা উক্ত পদে কি ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য।

মোটের উপর প্রার্থনার সার মর্ম্ম এই যে,—আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি কর্ম্ম প্রভৃতি যেন এমনভাবে পরিচালিত হয় যে, আমরা পরাজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই, আমাদের কর্ম্ম যেন ভগবৎপ্রাপক হয়। (১৬অ ৩খ—১সূ—১সা)। *

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শশমানস্য বা নরঃ স্বেদস্য সত্যশবসঃ।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
বিদা কামস্য বেনতঃ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সত্যশবসঃ' (অবিতথবলাঃ, সত্যপরিত্রাণকাঃ) 'নরঃ' (নেতারঃ, সৎপথি পরিচালকাঃ হে দেবাঃ!) 'শশমানস্য' (অস্য স্তুতিপরায়ণস্য) 'স্বেদস্য' (ভগবৎকর্ম্মরতস্য, যদ্বা—

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ৫ম মণ্ডলের ত্রিপঞ্চাশত্তম সূক্তের দশমী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

ঐহিককর্ম্মণি পরিশ্রান্তস্য) তথা 'বেনতঃ' (কামনাপরস্য জনস্য, যদ্বা—ভগবৎপ্রাপ্তেঃ অভিলাষিণঃ) 'কামম্' (কামং, যদ্বা ভগবৎপ্রাপ্তিরূপং অভিলাষং) 'বা' (সর্ব্বথা) 'বিদ' (লম্ভয়ত, প্রযচ্ছত, পূরয়ত ইত্যর্থঃ) প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবাঃ! অস্মান্ ভবতাং স্তুতিপরায়ণান্ সৎকর্ম্মসমন্বিতান্ তথা দেবত্বপ্রাপ্তেরভিলাষিণঃ কৃত্বা অস্মাকং কামনাং পূরয়ত॥ (১৬অ-৩খ-২সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অবিচলিতভাবে (সত্যপরিজ্ঞাপক) সৎপথে পরিচালক হে দেবগণ! এই স্তুতিপরায়ণ, ভগবানের কর্ম্মে অথবা ঐহিকের কর্ম্মে পরিশ্রান্ত, কামনাপর অথবা ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষী জনের কামনাকে অথবা ভগবৎ-প্রাপ্তি-রূপ অভিলাষকে সর্ব্বথা পূরণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবগণ! আমাদিগকে আপনাদিগের স্তুতিপরায়ণ সৎকর্ম্মসমন্বিত এবং দেবত্ব-প্রাপ্তির অভিলাষী করিয়া আমাদিগের কামনাকে পূর্ণ করুন।)॥ (১৬অ—৩খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সত্যশবসঃ' অবিনশ্বরবলাঃ 'নরঃ' নেতারঃ মরুতঃ! 'শশমানস্য' যুষ্মান্ স্তুতিভিঃ সন্তুষ্যমানস্যেত্যর্থঃ, 'স্বেদস্য' স্বাবক-মন্ত্রোচ্চারণ-জনিতেন শ্রমেণ সিক্তমান-গাত্রস্য 'বেনতঃ'। বেনতিঃ কান্তি কর্ম্মা (নিঘ০-২।৬।৪) কাময়মানস্য 'বা'-শব্দঃ সমুচ্চয়ে, এতাদৃশস্য স্তোতুশ্চ 'কামস্য' কামমভিলাষং 'বিদ' লম্ভয়ত প্রযচ্ছতেত্যর্থঃ। (১৬অ—৩খ—২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৫৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে ষষ্ঠী-বিভক্তি-বিশিষ্ট চারিটী পদ আছে। 'বিদ' ক্রিয়া-পদের সহিত ঐ চারিটী পদ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। তাহাতে মর্ম্মার্থ-নিষ্কাশনের পক্ষে নানা সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সংশয়-নিরসনের উদ্দেশ্যেই ভাষ্যকার 'কামস্য' পদটীতে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। হয় বিভক্তি-ব্যত্যয়-স্বীকার, নয় অন্য পদ অধ্যাহার—এই মাত্র এখানে অর্থ গ্রহণের উপায় আছে। আমরাও এখানে ভাষ্য প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হইয়াছি।

তবে 'শশমানস্য', 'স্বেদস্য' ও 'বেনতঃ' পদত্রয়ের ভাব ভাষ্য ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে আমরা একটু অন্যরূপ গ্রহণ করিয়াছি। ঐ তিন পদে আমরা দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করি। যজ্ঞকর্ম্মে অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দানের সময় যাজ্ঞিকের দেহে ঘর্ম্ম নিঃসারিত হয়। যজ্ঞপক্ষের সেই দৃষ্টিতে 'স্বেদস্য' পদে মন্ত্রোচ্চারণ-কালে শ্রম-জনিত স্বেদের বিষয় ভাষ্যকার

উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরা মনে করি, ঐ 'স্বেদবঃ' পদে, এক পক্ষে ইহসংসারের কর্ম্মে ঐহিকসুখসাধনহেতুভূত কর্ম্মে পরিশ্রান্ত জনের প্রতি লক্ষ্য আসে; পক্ষান্তরে ঐ পদে ভগবৎকার্য্যে উৎসৃষ্টপ্রাণ সাধকের প্রতিও লক্ষ্য করিতে পারি। এক দৃষ্টিতে আপনার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় ঐ পদে ব্যক্ত দেখা যায়; অন্য দৃষ্টিতে ঐ পদে উচ্চগতি লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। 'বেনতঃ' পদেও ঐরূপ দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ করিয়াছি। এইরূপে 'শশমানস্য' 'স্বেদস্য' ও 'বেনতঃ' পদত্রয়ে এখানে তিন প্রকার অবস্থাসম্পন্ন জনের প্রতি লক্ষ্য আসে। যাঁহারা শশমান, তাঁহারা ভগবানের উপাসনায় নিরত আছেন। যাঁহারা কর্ম্মপর, অবিশ্রান্ত কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন, 'স্বেদবঃ' পদে তাঁহাদিগের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'বেনতঃ' পদে 'কামনা-পরায়ণ' অর্থ প্রাপ্ত হই। কর্ম্মও দ্বিবিধ হইতে পারে; কামনাও দুই পথে প্রধাবিত থাকিতে পারে। তাই মর্ম্মার্থে এ স্থলে আমরা কর্ম্ম-পক্ষে সৎকর্ম্ম এবং কামনা-পক্ষে দেবত্বের অভিলাষী অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, এই মন্ত্রের প্রার্থনায় দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। প্রথমতঃ ভাব গ্রহণ করিতে পারি,—'আমরা সংসারকীট, সাংসারিক কর্ম্মে পরিশ্রান্ত ও অভিভূত হইয়া আছি, এবং আমাদিগের কামনারও অন্ত নাই। সেই আমরা, এখন স্তুতি-পরায়ণ হইয়া কামনাপূরণের জন্য প্রার্থনা করিতেছি।' এই এক ভাব, এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য-পক্ষে গ্রহণ করা যায়। অন্য ভাব গ্রহণ করিতে পারি এই যে, 'আমরা স্তুতিপরায়ণ হইয়া সৎকর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করিয়া যেন ভগবৎপ্রাপ্তির অভিলাষী হই।' প্রথম পক্ষে আপনারা দীনতা প্রকাশ পাইয়াছে এবং দ্বিতীয়-পক্ষে আপনার মঙ্গলাভিলাষ প্রকাশ পাইয়াছে, এইরূপে মনে করা যাইতে পারে। প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের ভাব এই যে, এই শশমানের (শশমানস্য), স্বেদের (স্বেদস্য) এবং বেনতের (বেনতঃ) প্রার্থনা দেবগণ পূরণ করুন। মনে হয়, ইহাই এই মন্ত্রের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা। (১৬অ ৩খ—২সূ ১সা)।*

— * —

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

উপ নঃ সূনবো গিরঃ শৃণ্বন্ত্বমৃতস্য যে।

৩ ১ ২

সুমৃড়ীকা ভবন্তু নঃ॥ ১॥

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ষড়শীতিতমং সূক্তের নবমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অমৃতস্য' (অমৃতস্বরূপস্য দেবস্য) 'যে' 'সূনবঃ' (যে পুত্রাঃ, পুত্রভূতাঃ যে দেবাঃ ইত্যর্থঃ) তে 'নঃ' (অস্মাকং) 'গিরঃ' (স্তুতীঃ, প্রার্থনাঃ) 'উপশৃণ্বন্তু' (গৃহ্নন্তু ইত্যর্থঃ); তে 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুমৃড়ীকাঃ' (মৃড়য়িতারঃ, পরমসুখদাতারঃ) 'ভবন্তু'। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মভ্যং পরমানন্দং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৬অ—৩খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতস্বরূপ দেবতার পুত্রভূত যে দেবগণ তাঁহারা আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করুন; তাঁহারা আমাদিগের পরমসুখদাতা হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করুন।)। (১৬অ—৩খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অমৃতস্য' মরণ-রহিতস্য প্রজাপতেঃ 'যে' 'সূনবঃ' পুত্রাঃ তে দেবাঃ 'নঃ' অস্মাকং 'গিরঃ' স্তুতীঃ 'উপ শৃণ্বন্তু' 'নঃ' অস্মাকং 'সুমৃড়ীকাঃ' সুষ্ঠু মৃড়য়িতারঃ সুখয়িতারশ্চ 'ভবন্তু' সন্তু। (১৬অ—৩খ—৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৫৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ⁂ ——

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক-রূপেই গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব অধিগত হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"যাঁহারা অমরের পুত্র সেই বিশ্বদেবগণ আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন ও আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন।" এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের সামান্য পার্থক্য আছে, তাহা ভাষ্যানুসারী নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী অনুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"জো অমর প্রজাপতিকে পুত্র হ্যায়, বহ (ওয়াহ) দেবতা হমারী স্তুতিয়োঁকো সুনে, হমারে লিয়ে শ্রেষ্ঠ সুখ দেনেওয়ালে হ্যায়।" এই উভয় ব্যাখ্যার সহিতই মন্ত্রের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। বাঙ্গালা অনুবাদে 'বিশ্বদেবগণ' অধ্যাহৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ভাবের দিক দিয়া কোন অসঙ্গতি না ঘটিলেও এই অধ্যাহারের কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ 'অমৃতের পুত্র' বলিতে যাঁহাদিগকে বুঝায়, তাঁহারা প্রকৃত-পক্ষে সেই পরমদেবতারই বিভূতি-মাত্র। এক দিক দিয়া বর্ত্তমান ক্ষেত্রে 'অমৃতের পুত্র' ও

অমৃতস্বরূপ ভগবান্ এক ও অভিন্ন। সেই পরমদেবতার নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে, তিনিই যেন আমাদের প্রার্থনা, পূজা গ্রহণ করেন—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্ম। অপরপক্ষে ভাষ্যকার 'অমৃতস্য' পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"মরণরহিতস্য প্রজাপতেঃ'। প্রজাপতি ভগবানেরই নামান্তর। মানুষ আপনার শক্তিসামর্থ্য ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী সেই অ-নাম অ-রূপ পরমদেবতার বিভিন্ন নাম ও রূপ কল্পনা করে। এখানেও ভাষ্যকার 'প্রজাপতি' নামে তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বিশিষ্ট কোনও নামের আবরণে না ডাকিয়া বেদ তাঁহাকে 'অমৃত' বলিয়াই ডাকিয়াছেন; সুতরাং আমরাও তাঁহার কোনও বিশিষ্ট নাম প্রয়োগ সঙ্গত মনে করি নাই।

মন্ত্রে মানবের চিরন্তন প্রার্থনার ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'অমৃতস্য' পদে তাঁহার সত্যস্বরূপই প্রকাশ পায়। তিনি অনাদি অনন্ত—তিনি নিত্য শাশ্বত। মানুষ আপনার অনিত্যতা বিনশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়া, সেই নিত্য সনাতন দেবতার শরণাপন্ন হয়। 'অমৃতস্য সূনবঃ' পদেও দেবতার অথবা দেবভাবের নিত্যত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন, আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। সেই প্রার্থনা কেন—কিসের জন্য! প্রার্থনার উদ্দেশ্য পরমসুখ চরমানন্দ-প্রাপ্তি। "নঃ সুমৃড়ীকাঃ ভবন্তু" সেই দেবতা (অথবা দেবতাগণ) আমাদিগের পরমসুখদায়ক হউন। ভগবানের কৃপায় যেন আমরা পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারি—ইহাই প্রার্থনার সার মর্ম্ম। (১৬অ ৩খ ৩সূ—১সা)।০

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র বাং মহি দ্যবী অভ্যুপস্তুতিং ভরামহে।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২
শুচী উপ প্রশস্তয়ে॥ ১॥
* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শুচী' (পবিত্রৌ) 'দ্যবী' (জ্যোতির্ম্ময়ৌ হে দেবৌ!) 'বাং অভি' (যুবাং অভিমুখেন, যুবয়োঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রশস্তয়ে' (প্রীতয়ে) 'মহি' (মহতীং) 'উপস্তুতিং' (প্রার্থনাং) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'উপভরামহে' (ঐকান্তিকতয়া উচ্চারয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং জ্যোতির্ম্ময়ং পরমদেবং আরাধয়াম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৬অ—৩খ—৪সূ - ১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের দ্বিপঞ্চাশত্তম সূক্তের নবমী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় হে দেবদ্বয়! আপনাদের প্রীতির জন্য মহতী প্রার্থনা প্রকৃষ্টরূপে ঐকান্তিকতার সহিত যেন উচ্চারণ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন 'শুদ্ধঅপাপাবিদ্ধ' জ্যোতির্ম্ময় পরমদেবকে আরাধনা করি।)॥ (১৮অ—৩খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দ্যাবাপৃথিব্যৌ! 'ঘৃতবী' ঘৃতমানে 'বাং' যুবাভ্যাং 'উপস্তুতিং' স্তোত্রং 'মহি' মহৎ প্রভূতং 'অভি প্রভরামহে' প্রকর্ষেণ সম্পাদয়ামঃ॥ (১৬অ—৩খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৫৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে 'বাং' 'ঘৃতবী' প্রভৃতি দ্বিবচনান্ত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের উপাস্য দেবতার দ্বিত্ব প্রতিপন্ন করা হয়। ভাষ্যাদিতে এই দুই দেবতা দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ দ্যুলোক এবং ভূলোক। অবশ্য এই স্থানকেই দেবতা বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। উহার প্রকৃত অর্থ দুই প্রকারে গৃহীত হয়। প্রথম পক্ষের ভাব এই যে,—দ্যুলোক ও ভূলোক বলিতে এখানে উক্ত লোকদ্বয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেই বুঝায়। দ্বিতীয় মত এই যে, দ্যুলোকভূলোকে অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অবশ্য এই বহুর পশ্চাতে সেই 'একং' বর্ত্তমান আছেন। বহু দ্বারা সেই এক পরমদেবতাকেই লক্ষ্য করা হয়। আমরা মন্ত্রের এই দ্বিতীয় ভাবই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। যদিই বা দ্যুলোকভূলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনা করা হয়, তবুও তাহা সেই এক ভগবানেরই শক্তি বা বিভূতির বিকাশ-মাত্র। তাই পরোক্ষভাবে মন্ত্রে ভগবানের নিকটই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ঐকান্তিকতার সহিত ভগবানের চরণে প্রণত হইতে পারি, প্রার্থনা আরাধনা দ্বারা যেন তাঁহার প্রীতিসম্পাদনে সমর্থ হই, আমাদের যেন ভগবদারাধনার শক্তিলাভ হয়। ইহাই প্রার্থনার সার মর্ম্ম। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে দ্যুতিমতী (দ্যাবাপৃথিবী)! আমরা তোমাদিগের উদ্দেশে মহৎ স্তোত্র সম্পাদন করিব। তোমরা বিশুদ্ধা; আমরা প্রশংসা করিবার জন্য তোমাদিগের নিকট গমন করি।" (১৬অ-৩খ-৪সূ-১সা)॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের ষট্পঞ্চাশত্তম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

•

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ক২র ৩২ ৩ ১ ২
পুনানে তন্বা মিথঃ স্বেন দক্ষেণ রাজথ।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
উহ্যাথে সনাদৃতম্ ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! যুবাং 'তন্বা' (স্বকীয়েন প্রকাশেন, আবির্ভাবেন) 'মিথঃ' (প্রত্যেকং) 'পুনানে' (শোধয়ন্তৌ) 'স্বেন' (স্বকীয়েন) 'দক্ষেণ' (বলেন, শক্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'রাজথঃ' (বিরাজথঃ); তথা 'সনাৎ' (নিত্যকালং) অস্মান্ 'ঋতং' (সত্যং) 'উহ্যাথে' (বহথঃ, প্রাপয়থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি পবিত্রকারকঃ তথা সত্যপ্রাপকঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১৬অ—৩খ—৪সূ—২সা)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! আপনারা স্বকীয় প্রকাশের দ্বারা, আবির্ভাবের দ্বারা, প্রত্যেককে শোধন করিয়া স্বীয় শক্তিতে বিরাজ করেন; এবং নিত্যকাল আমাদিগকে সত্য প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই পবিত্রকারক এবং সত্যপ্রাপক হয়েন।)॥ (১৬অ—৩খ—৪সূ—২সা)॥

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দেবৌ! 'তন্বা' স্বীয়য়া মূর্ত্যা 'দক্ষেণ' বলেন চ 'মিথঃ' প্রত্যেকং 'পুনানে' শোধয়ন্তৌ যজ্ঞং যজমানং বা যুবাং 'রাজথঃ' ঈশ্বরে ভবথঃ। যদ্বা, 'তন্বা' স্বশরীরৈকদেশেন 'মিথঃ' প্রত্যেকং পুনানে শোধয়ন্তৌ ত্বোঃ স্বীয়েনোবরেণ ভুবং সা চ স্বকীয়েন কার্য্যেণ চংক্রমণ-স্থিতে দিবমিতি বিবেকঃ। 'সনাৎ' সদাকালং 'ঋতং' যজ্ঞং 'উহ্যাথে' বহথঃ॥ ২॥

* • *

দ্বিতীয় (১৫৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীতে ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে অনৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে প্রথমতঃ একটী বাঙ্গালা ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"তোমরা স্বকীয় মূর্ত্তি ও বলদ্বারা পরস্পরকে শোধিত করতঃ শোভা পাও এবং সর্ব্বদা যজ্ঞ বহন কর।" এই অনুবাদের সহিত ভাষ্যের কি পার্থক্য আছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ভাষ্যানুসারী হিন্দী অনুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হে দেবিয়োঁ আপনী মূর্ত্তি করকৈ আউর বল করকৈ ভী যজ্ঞ আউর যজমান প্রত্যেককো শুদ্ধ করতী হুই তুম ঈশ্বরী হোতী হো, সদা যজ্ঞকা নির্ব্বাহ করতী হো।" বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে ইহাই মনে হয় যে, দেবদ্বয়ের একজন অন্য জনকে পরস্পর পরস্পরকে শোধন করিতেছেন। কিন্তু ইহা হইতে কোনও ভাব পরিস্ফুট হয় না। আবার ভাষ্যকার 'বিশ্বঃ' পদের 'প্রত্যেকং' অর্থ গ্রহণ করিয়াও কেবল যজ্ঞ এবং যজমানকেই পবিত্র করা হয়, এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়—'বিশ্বঃ' পদের 'প্রত্যেকং' অর্থই সঙ্গত। 'প্রত্যেকং' পদ দ্বারা কেবলমাত্র যজ্ঞ এবং যজমানকে বুঝায় না। তাহ দ্বারা বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুকে বুঝায়।

'তন্বা' পদের ভাষ্যার্থ—'মূর্ত্ত্যা'। তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ করা হইয়াছে—মূর্ত্তি দ্বারা। কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে মূর্ত্তির কোনও প্রসঙ্গ নাই। বিশ্বে ভগবানের বিভূতির যে প্রকাশ, এখানে তাহারই প্রতি লক্ষ্য আছে। যখন ভগবানের আবির্ভাব হয়, তখন বিশ্ব পবিত্রতা লাভ করে, ধন্য হয়। তিনি সত্যস্বরূপ, মানবকে তিনিই সত্যপ্রাপ্ত করান—ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ। (১৬অ—৩খ—৪সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

মহী মিত্রস্য সাধথস্তরন্তী পিপ্রতী ঋতম্।

১ ২ ৩ ১ ২র

পরি যজ্ঞং নিষেদথুঃ॥ ৩॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের ষটপঞ্চাশত্তম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহী' (মহান্তৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'মিত্রস্য' (মিত্রভূতস্য জনস্য, সাধকস্য ইত্যর্থঃ) অভীষ্টং ইতি যাবৎ 'সাধথঃ' (সাধয়থঃ, সম্পাদয়থঃ পূরয়থঃ ইত্যর্থঃ); 'তরন্তৌ' (তারয়ন্তৌ, পরিত্রাণকারকৌ) 'ঋতং' (সত্যং) 'পিপ্রতী' (পূরয়ন্তৌ, প্রাপয়ন্তৌ) যুবাং 'যজ্ঞং পরি' (যজ্ঞে, অস্মাকং সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'নিষেদথুঃ' (অশ্রয়তং, আবির্ভবতং)। নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি সাধকানাং অভীষ্টপূরকঃ; সঃ অস্মাকং পরিত্রাণকারকঃ ভবতু ইতি ভাবঃ॥ (১৬অ—৩খ ৪সূ ৩সা)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

মহান্ হে দেবদ্বয়! আপনারা মিত্রভূত জনের অর্থাৎ সাধকের অভীষ্ট সম্পাদন করেন; পরিত্রাণকারক সত্যপ্রাপক আপনারা আমাদের সৎকর্ম্ম-সাধনে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সাধকদিগের অভীষ্টপূরক হয়েন। তিনি আমাদিগের পরিত্রাণকারক হউন।)। (১৬অ—৩খ—৪সূ—৩সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মহী' মহান্তৌ স্থাবাপৃথিব্যৌ 'মিত্রস্য' মিত্রভূতস্য স্তোতুরভিমতং 'সাধয়থঃ' সাধয়থঃ। 'ঋতং' অন্নং 'তরন্তী' তারয়ন্ত্যৌ 'পিপ্রতী' পূরয়ন্ত্যৌ 'যজ্ঞং' 'পরি' পরিতঃ 'নিষেদথুঃ' আশ্রয়তঃ॥ (১৬অ ৩খ-৪সূ—৩সা)॥

• . •

তৃতীয় (১৫৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা আছে। প্রথম অংশের ভাব এই যে, ভগবানই মানবের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট পূর্ণ করেন। 'মিত্রস্য' পদের বিশেষত্ব এই যে, ঐ পদে সাধকের ও ভগবানের মধ্যে যে মধুর সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সাধকের সম্পর্কে 'মিত্রস্য' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ সাধক ভগবানের মিত্রস্বরূপ। তিনি পরমবন্ধুর ন্যায় সাধকের সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধন করেন। ভগবান্ অপেক্ষা অধিকতর হিতকারী বন্ধু জগতে আর কেহ নাই। তিনি মানবকে অপার করুণায় সমস্ত বিপদ হইতে পরিত্রাণ করেন, সাধকের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট পূর্ণ করেন।

তিনি পরিত্রাণকারক। মানুষ চারিদিকে অসংখ্য শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। সেই বিপদসমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভ করিবার একমাত্র উপায়—ভগবানের করুণা। যিনি সাধক, যিনি সৎকর্ম্মান্বিত তিনি ভগবৎকরুণা লাভের উপযুক্ত। তাই বলা হইয়াছে,—'যজ্ঞং

পরি নিষেধথুঃ' অর্থাৎ 'আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে আপনি আবির্ভূত হউন।' আমরা যাহা করি, যাহা ভাবি, তাহা যেন আপনার আবির্ভাবে পবিত্র হয় অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনের মধ্য দিয়া যেন আমরা আপনার আবির্ভাব হৃদয়ে অনুভব করিতে পারি।'

প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদও নিম্নে প্রদান করিতেছি, যথা,—"হে মহতী (দ্যাবা-পৃথিবী)! তোমাদের মিত্রের (স্তোত্রের) অভীষ্ট সাধন কর এবং অন্নবিভাগ ও পূর্ণ করতঃ যজ্ঞোপরি উপবেশন কর।" (১৬অ ৩খ—৪সূ—৩সা)। *

— • —

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২   ৩   ১ ২   ৩ ১ ২   ৩ ২

অয়মু তে সমতসি কপোত ইব গর্ভধিম্।

২ ৩ ১ ২

বচস্তচ্চিন্ন ওহসে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'তে' (ত্বদর্থং সম্পাদিতঃ) 'অয়ং উ' (অয়মপি জ্ঞানোৎপন্নঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ) যং 'কপোত ইব গর্ভধিং' (কপোতকপোতীমিলনবৎ) ত্বং 'সমতসি' (সাততোন সম্যক্ প্রাপ্নোষি, যেন সহ সম্মিলিতো ভবসি ইত্যর্থঃ), 'তৎ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবসংযুতং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বচঃ' (স্তোত্রং সৎকর্ম্ম চ) 'চিৎ' (নিশ্চিতমেব) 'ওহসে' (প্রাপ্নোষি)। জ্ঞানসংযুতং সৎকর্ম্ম স্তোত্রঞ্চ নিশ্চিতমেব ভগবৎসামীপ্যং লভতে ইতি ভাবঃ। (১৬অ—৩খ—৫সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনার উদ্দেশে সম্পাদিত জ্ঞানোৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বভাব—যাহার সহিত আপনার কপোত-কপোতীর ন্যায় সম্মিলন হয়, সেই ভাবসংযুত আমাদিগের স্তোত্র (সৎকর্ম্ম) আপনি নিশ্চিতই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে, জ্ঞানসংযুত সৎকর্ম্ম ও স্তোত্র নিশ্চয়ই ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করে।) ॥ (১৬অ—৩খ—৫সূ—১সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'অয়মু' অয়মপি দৃশ্যমানঃ সোমঃ 'তে' ত্বদর্থং সম্পাদিতঃ। যং সোমং 'সমতসি' সম্যক সাততোন প্রাপ্নোষি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'কপোত ইব' যথা কপোতাখ্যঃ পক্ষী গর্ভধিং গর্ভধারিণীং কপোতীং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ। 'তচ্চিৎ' তস্মাদেব কারণাৎ 'নঃ' অস্মদীয়ং 'বচঃ' 'ওহসে' প্রাপ্নোষি। গর্ভধিং—গর্ভোহস্যাং ধীয়ত ইতি গর্ভধিঃ। কর্ম্মণ্যধিকরণে চ (৩।৩।৯৩)—ইতি কিপ্রত্যয়ঃ কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (৬।২।১৩৯) 'ওহসে' তু'হর্—উহির্ দুহির অদর্শনে (ভ্বা° প°) ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। (১৬অ—৩খ ৫সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১৫৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—— —— •: * :• —— ——

এই মন্ত্রের মধ্যে একটী গভীর ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অথচ, সাধারণতঃ ইহার যে অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা অতিশয় অসদ্ভাবদ্যোতক। এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অয়মু' পদে সাধারণতঃ সোমরসের সম্বন্ধ সূচনা করা হয়। সে পক্ষে কপোত-কপোতীর দৃষ্টান্ত, তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ, সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের প্রতি ইন্দ্রদেবের এতই আসক্তি যে, তিনি কপোতীর অনুসরণে কপোতের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ থাকেন। এরূপ ব্যাখ্যা দেখিলে, বেদের এবং দেবতার প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা আসিতে পারে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়।

কিন্তু, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়—কি শব্দ কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে! ঐ যে 'অয়ম' পদ, উহা পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ খ্যাপন করে না কি? পূর্ব্ব মন্ত্রে যে জ্ঞানোন্মেষের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, ভগবানের যে প্রভাবের বিষয় খ্যাপন করা হইয়াছে, তাহা হইতে ভগবান যে কোথায় অবস্থিতি করেন, তাহা বুঝা যায়। সদ্ভাবের শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাঁহার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। এখানে তাহার প্রতিই লক্ষ্য আসে। জ্ঞানোৎপন্ন যে শুদ্ধসত্ত্বভাব, ভগবান্ তাহার সহিত অভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকেন। সকল শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই এ তত্ত্ব বিবৃত আছে। এ পক্ষে কপোত-কপোতীর মিলনের তুলনা অতি সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কপোত-কপোতী সর্ব্বদাই পরস্পরের সাহচর্য্যে অবস্থিত থাকে। এজন্য অবিচ্ছিন্ন প্রণয়ের ভাব প্রকাশের নিমিত্ত কবিমাত্রেই কপোত-কপোতীর উপমা প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে পরস্পর আনুরক্তির ভাবই প্রকাশ পায়। মন্ত্র ও দেবতা যে অভিন্ন,—শ্রুতি এই জন্যই তাহা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষের নিমিত্ত প্রযত্নপর হও। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আপনিই শুদ্ধসত্ত্ব বিকাশ পাইবে। সে ভাবের বিকাশ হইলেই ভগবান আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন। জ্ঞানপূত কর্ম্ম-সমূহ স্বতঃই ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সদ্ভাব-সংযুত যে স্তোত্র, তাহাই ভগবানের নিকট অবিরোধে উপস্থিত হয়। মানুষ যখন তখন যে-যে অবস্থায় স্তোত্র-মাত্র

উচ্চারণ করিয়াই, সুফল-লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। সে যে তাহাদের বিভ্রম, মনে মুখে এক হইয়া ভগবানকে আহ্বান করিতে না পারিলে তিনি যে আকৃষ্ট হন না, তাহা বলাই বাহুল্য। এই মন্ত্র সেই তত্ত্বই বিশদভাবে প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্র বলিতেছেন,—'মানুষ! তুমি জ্ঞানী হইতে চেষ্টা কর; হৃদয় সদ্ভাবে পরিপূর্ণ কর; অন্তরে বাহিরে অভিন্ন হইয়া ভগবানের স্তবে প্রবৃত্ত হও; তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে তোমার সহিত মিলিত হইবেন।' * (১৬প—৩খ—৫দ—১সা) ॥

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্য তে।

১ ২ ৩ ১ ২
বিভূতিরস্তু সূনৃতা ॥ ২ ॥

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ত্রিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৮শ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

২। মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে এই মন্ত্রের সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতেই প্রচলিত অর্থ বোধগম্য হইবে। যথা,—

'হে ইন্দ্র! এই দৃশ্যমান সোমরস তোমারই জন্য সম্পাদিত হইয়াছে। সে সোমরসকে তুমি পর্যাপ্তরূপে হইয়া থাক উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—কপোতের তুল্য,—যেরূপ কপোত নামক পক্ষী গর্ভধারিণী কপোতীকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ। সেই কারণেই আমাদিগের বাক্য প্রাপ্ত হইয়া থাক।'

৩। প্রচলিত প্রায় সকল অনুবাদই ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু গ্রিফিথ্স সাহেব প্রায় কথায় কথায় ও ছত্রে ছত্রে অনুবাদ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সুতরাং তিনি "অয়মু" পদ উপলক্ষে সোমরসকে আর টানিয়া আনেন নাই। তিনি ঐ পদের প্রতিবাক্য "এই" (this) মাত্র প্রয়োগ করিয়াছেন।

তাঁহার ইংরাজী অনুবাদটী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—

"This is thine own. Thou drawest near,
as turns a pigeon to his mate :
Thou carest, too, for this our prayer."

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রাধানাং পতে' (আরাধনোপযোগিনাং শ্রেষ্ঠ) 'বীর' (সাধকস্য দুষ্টপ্রবৃত্তীনাং দমনকারী) 'গির্ব্বাহঃ' (স্তুতিরূপাণাং বাক্যানাং প্রাপক, হে দেব!) 'যস্য' (সত্ত্বভাবসম্বন্ধিনঃ) 'স্তোত্রং' (স্তুতিং) ত্বাং প্রাপ্নোতি; 'তে' (তব) 'বিভূতিঃ' (ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধিঃ) 'সূনৃতা' (সত্যরূপা, অক্ষয়া) 'অস্তু' (ভবতু, অস্মৎপক্ষে ইতি শেষঃ)। মম স্তোত্রং সত্ত্বভাবসম্পন্নং ভবতু; তেনৈব মমাভ্যুদয়ো ভবতীতি ভাবঃ। (১৬অ—৩খ—৫সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

উপাস্যগণের শ্রেষ্ঠ, দুষ্প্রবৃত্তি দমনকারী, স্তুতিমন্ত্রের প্রাপক হে দেব! সত্ত্বভাবসম্বন্ধযুত আমাদের স্তোত্র আপনাকেই প্রাপ্ত হয়। আপনার ঐশ্বর্য্যবিভূতি আমাদের পক্ষে অক্ষয় হউক। ভাব এই যে,—আমার স্তোত্র সত্ত্বভাবসম্পন্ন হউক; তাহার দ্বারাই আমার অভ্যুদয় হয়। (১৬অ—৩খ—৫সূ—২স)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! রাধানাং ধনানাং পতে পালক! 'গির্ব্বাহো' গীর্ভি-রুহ্যমান! 'বীর' শৌর্য্যোপেত! 'যস্য' 'তে' তব 'স্তোত্রং' ঈদৃশং ভবতি তস্য তব 'বিভূতিঃ' লক্ষ্মীঃ 'সূনৃতা' প্রিয়সত্যরূপা 'অস্তু'। (১৬অ—৩খ—৫সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৫৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের 'যস্য' পদ পূর্ব্ব-মন্ত্রের সম্বন্ধ খ্যাপন করিতেছে। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বভাবের সহিত ভগবানের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, এখানে সেই উক্তিরই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাইতেছি। তদ্রূপ যে স্তুতি নিশ্চয়ই আপনাকে প্রাপ্ত হয়, সেই ভাবেরই পুনরাবৃত্তিপূর্ব্বক এখানে বলা হইতেছে,—আপনার বিভূতি অর্থাৎ আপনার সত্ত্বভাব যেন আমাতে সঞ্জাত হয়। মর্ম্ম এই যে,—আমি যেন সাত্ত্বিকগুণসম্পন্ন হইয়া আপনার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি,—আমার স্তোত্রসমূহ যেন সৎকর্ম্মের-সদ্ভাবের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়। তাহাতে আপনার বিভূতি আমাতে অক্ষয় হইতে পারে; তদ্দ্বারাই আমি আপনার সামীপ্যাদি মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারি। আপনি আরাধ্যগণের শ্রেষ্ঠ, আপনার কৃপায় দুষ্প্রবৃত্তিসমূহ দমিত হয়, স্তুতিরূপ বাক্য আপনার নিকটই পৌঁছিয়া থাকে। তাই প্রার্থনা করি,—'হে ভগবন! আপনি আমাদিগকে আপনার সমীপে উপস্থিত হইবার

উপযোগী করিয়া লউন। আমাদের কর্ম্মের প্রভাবে সৎকর্ম্ম-সহযুক্ত স্তোত্রের বলে, আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই॥' * (১৬অ—৩খ—৫সূ—২সা)।

— • —

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
ঊর্দ্ধস্তিষ্ঠা ন ঊতয়েঽস্মিন্ বাজে শতক্রতো।
২ ৩ ১ ২
সমন্যেষু ব্রবাবহৈ॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন, হে দেব!) 'অস্মিন' (পরিদৃশ্যমানে, নিত্যসংঘটিতে) 'বাজে' (সদসদ্বৃত্ত্যোঃ সংগ্রামে) নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতয়ে' (রক্ষণায়) 'ঊর্দ্ধঃ' (মূর্দ্ধ্নি স্থিতঃ জ্ঞানস্বরূপঃ সন) 'তিষ্ঠ' (বর্ত্তস্ব, স্থামিতি শেষঃ); এবং সতি 'অন্যেষু' (উন্নতস্তরান্তরেষু, তব সামীপ্যলাভানন্তরং তয়োঃ সম্বন্ধফলেষু) 'সংব্রবাবহৈ' (সংলাপং করবাব, আবাং সম্মিলিতৌ ভবাব ইত্যর্থঃ)। হে ভগবন্! যদা ত্বং জ্ঞানরূপেণ মূর্দ্ধ্নি অধিতিষ্ঠসি, তদা অস্মাকং মোক্ষপথঃ প্রশস্তো ভবতীতি ভাবঃ। (১৬অ ৩খ—৫সূ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব! এই পরিদৃশ্যমান (নিত্যসংঘটিত) সংগ্রামে (সদ্বৃত্তির সহিত অসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্বে) আমাদের রক্ষার জন্য আপনি মূর্দ্ধ্নিদেশে (জ্ঞানস্বরূপে) অবস্থিত করুন। তাহা হইলে অন্য উন্নত স্তরে (আপনার সামীপ্য লাভানন্তর তাহার ফলে) আমরা উভয়ে সংলাপ করিতে সমর্থ হইব (অর্থাৎ, আপনার সহিত আমাদের সম্মিলন সংঘটিত হইবে)। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! যখন আপনি জ্ঞানরূপে মূর্দ্ধ্নিদেশে অবস্থান করেন, তখন আমাদের মোক্ষপথ প্রশস্ত হয়॥ (১৬অ—৩খ—৫সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম মন্ত্রটি ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ত্রিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শতক্রতো' শতসংখ্যাককর্ম্মোপেত! 'অস্মিন্' প্রসক্তে 'বাজে' সংগ্রামে 'নঃ' অস্মাকং 'উতয়ে' রক্ষণায়। 'ঊতি—যূতি (৩।৩।৯৭) ইত্যাদিনা ক্তিন উদাত্তত্বং। 'ঊর্দ্ধঃ' উন্নতঃ উৎসুকঃ 'তিষ্ঠ' ভব। তথান্যেষু মিলিত্বা 'অন্যেষু' কার্য্যেষু 'সং ব্রবাবহৈ' সম্যগ্‌ বিচারয়াবঃ। 'তিষ্ঠা' দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ (৬।৩।১৩৫) ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। ৩।

* * *

তৃতীয় (১৫৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধ লক্ষ্য না করিলে, এ মন্ত্রের অর্থ বড়ই বিসদৃশ হইয়া পড়ে। সেই সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত না করাতেই এ মন্ত্রের এক হাস্যকর অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।* তাহাতে দেবতা ও মানুষ একই স্তরের জীববিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সে অর্থে, আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের যুদ্ধবিষয়ক কথোপকথন-প্রসঙ্গও অধ্যাহৃত হইতে পারে। ফলতঃ, মানুষের সহিত মানুষের সাক্ষাৎ-বিষয়ক ব্যাপার যে ঐ মন্ত্রে বর্ণিত আছে, ব্যাখ্যা-বিবৃতি দেখিয়া সাধারণতঃ তাহাই মনে হয়।

কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। বিভিন্ন স্তর হইতে লক্ষ্য করিলে, মন্ত্রের বিভিন্ন ভাব অবভাসিত হয়। আমরা যে দৃষ্টিতে দেখিতেছি, তাহাতে মন্ত্রের অন্তর্গত 'অস্মিন', 'ঊর্দ্ধঃ' এবং 'অন্যেষু' এই তিনটী পদের মর্ম্মানুধাবন করিলেই মন্ত্রের মুখ্য লক্ষ্য অবগত হওয়া যায়। পূর্ব্ব মন্ত্রে ভগবানের একটী বিশেষণ আছে—'বীর'; তাহার অর্থে—'দুষ্প্রবৃত্তির দমনকারী' ভাব গ্রহণ করিয়াছি। আর, সেখানে প্রার্থনা জানান হইয়াছে—'আপনার বিভূতি আমার পক্ষে অক্ষয় হউক।' ভগবৎ-বিভূতি সত্ত্বগুণাদি—মানুষের পক্ষে অক্ষয় হইতে গেলে, ভগবৎ-বিভূতিতে আপনাকে মণ্ডিত করিতে হইলে, কত প্রকার বিঘ্নবিপত্তি উপস্থিত হয়, কত প্রকার প্রতিবন্ধকতার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার আবশ্যক হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। এখানে 'অস্মিন বাজে' পদদ্বয়ে সেই প্রতিবন্ধকতার বিষয় খ্যাপন করিতেছে। সদ্ভাবের অধিকারী হইতে হইলে, অসতের সহিত দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। 'অস্মিন বাজে' বাক্য সদসদ্বৃত্তির সেই দ্বন্দ্ব নির্দ্দেশ করে। তার পর, 'ঊর্দ্ধঃ তিষ্ঠ' পদদ্বয়ে কি বুঝায়, অনুধাবন করুন। 'যুদ্ধের সময় 'ঊর্দ্ধ অবস্থান করুন'—এরূপ বাক্য কি কোনও অর্থ প্রকাশ করে? আধ্যাত্মিকভাবে ভাবুক না হইলে, ঐ শব্দে কোনও সঙ্গত অর্থই প্রকাশ পায় না; পরন্তু, অপর কোনরূপ অর্থ আমনন করিতে গেলে, অনেক দূর ঘুরিয়া বেড়াইতে

* প্রচলিত দুইটি বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে শতক্রতো ইন্দ্রদেব এই যুদ্ধে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আপনি তৎপর হউন। তাহা হইলে অন্য যুদ্ধেও আপনার সহিত আলাপ করিব।" (২) "হে শতক্রতো! এই সংগ্রামে আমাদের রক্ষার্থে উৎসুক হও; অন্য কার্য্যের বিষয় (তুমি ও আমি) মিলিত হইয়া বিচার করিব।

হয়। 'ঊৰ্দ্ধঃ' পদের অতি সঙ্গত অর্থ, তাই মনে করি—"মূর্দ্ধি স্থিত জ্ঞান, সহস্রারে অবস্থিত শিব-শক্তি।' সেই জ্ঞান উদিত হইলে, সেই শক্তি জাগিয়া উঠিলে, আর কোনও ভাবনাই স্থান পায় না। তখন, যে ভাব—যে অবস্থা আসে, 'অন্তেষু' পদে তৎপ্রতি লক্ষ্য আসিতেছে। সে ভাব সে অবস্থাই—সামীপ্য-লাভের অবস্থা। সেই ভাবে—সেই অবস্থায়—উপনীত হইতে পারিলেই, পরস্পর কথোপকথনের অবস্থা আসিবে; অর্থাৎ, সামীপ্য-সম্মিলনের আশা সফল হইবে। ফলতঃ, এ মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে পরমপ্রজ্ঞাস্বরূপ ভগবন্! ইহ-সংসারে সদ্বৃত্তির সহিত অসদ্বৃত্তির যে চির-সংগ্রাম চলিয়াছে, সে সংগ্রামে আপনি আপনার জ্ঞানময় মূর্ত্তিতে আসিয়া আমার মস্তিষ্কে অধিষ্ঠিত হউন; আপনি আমার মনোরথে অধিষ্ঠিত হইয়া সারথির পদ গ্রহণ করুন। আপনি জ্ঞানরূপে মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, আপনার সারথ্য-সহায়তা লাভ করিলে, সে সংগ্রামে আমার বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। সদসদ্বৃত্তির সংগ্রামে আপনাকে যদি মূর্দ্ধিদেশে পাই, তাহা হইলে আমার জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। সে জয়লাভের পরই আপনার সামীপ্য-রূপ মুক্তি। সেই মুক্তিই—আপনাতে সম্মিলিত হওয়া।' মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। পরবর্ত্তী মন্ত্রে এই মুক্তির স্তরই আরও বিশদভাবে প্রখ্যাত হইয়াছে। (১৩অ—৩খ- ৫দ—৩সা)। *

—•—

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

গাব উপ বদাবটে মহী যজ্ঞস্য রপ্সুদা।

৩ ১র ২ ৩ ১ ২

উভা কর্ণা হিরণ্যয়া॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাবঃ' (হে মম জ্ঞানকিরণানি, যদ্বা—বাগ্‌রূপাঃ স্তোত্রমন্ত্রাঃ) যূয়ং 'অবটে' (রক্ষকে, সৎকর্ম্মাধারভূতে ভগবতি) 'উপ বদ' (উপাগচ্ছত); অতঃ 'মহী' (ইয়ং পৃথিবী এব) 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মনিবহস্য) 'রপ্সুদা' (সুফলপ্রদানসমর্থা) ভবতি ইতি শেষঃ; 'উভা' (ভক্তিকর্ম্মরূপৌ দ্বৌ) 'কর্ণা' (ক্ষেপণৌ—সংসারসাগরপরিত্রাণকারিণৌ) 'হিরণ্যয়া' (স্বর্ণতুল্যৌ, আকাঙ্ক্ষণীয়ৌ) ভবতাং যুষ্মৎসম্বন্ধ ইতি শেষঃ। ভাবো হি,—অস্মাকং

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ত্রিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, একোনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

জ্ঞানং ভক্তিকর্ম্মসংযুতং ভবতু; তেন জন্মজরামরণধর্ম্মী ইয়ং পৃথিবী অপি ইষ্টফলপ্রদা ভবতি। (১৬অ-৩খ—৬সূ—১সা)॥

অথবা,

'গাবঃ' (হে মম জ্ঞানানি, তদ্রূপকিরণানি ইতি ভাবঃ) যূয়ং 'অবটে' (রক্ষকে, মহাপুরুষে, ভগবতি ইতি শেষঃ) 'উপ গচ্ছত' (উপাগচ্ছত, তং লভধ্বং ইতি ভাবঃ); স ভগবান্ 'যজত্র' (সৎকর্ম্মনিবহস্ত) 'রপ্সুদা' (ফলপ্রদঃ) 'মহী' (পাত্রবিশেষঃ, ফলদানকারীতি ভাবঃ); হে জ্ঞান! 'উভা' (ত্বং কর্ম্ম চ উভাভৌ) 'কর্ণা' (ক্ষেপণীতুল্যৌ লক্ষ্যপ্রাপকৌ) অতএব যুবাং 'হিরণ্যয়া' (স্বর্ণতুল্যৌ, তদ্বৎ আকাঙ্ক্ষণীয়ৌ ইতি ভাবঃ) ভবতাং ইতি শেষঃ। ক্ষেপণ্যৌ যথা নাবং লক্ষ্যস্থানং প্রাপয়তঃ, তদ্বৎ জ্ঞানকর্ম্মণি উভৌ ভগবৎপ্রাপকৌ অতএব আকাঙ্ক্ষণীয়ৌ ভবতাং ইতি ভাবঃ॥ (১৬অ—৩খ-৬সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার জ্ঞানকিরণনিবহ (অথবা, বাগ্‌রূপ স্তোত্রমন্ত্র সমূহ), তোমরা সৎকর্ম্মের আধারভূত সেই ভগবানে গিয়া উপনীত হও; (তাহাতে) এই পৃথিবীই সৎকর্ম্মসমূহের সুফল প্রদানে সমর্থ হইবে; ভক্তি ও কর্ম্মরূপ (সংসার-সাগর-পরিত্রাণকারক) ক্ষেপণীদ্বয় তোমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় হউক। ভাব এই যে,—আমাদিগের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম সহ মিলিত হউক; তাহাতে জন্মজরামরণধর্ম্মা এই পৃথিবীই ইষ্টফল প্রদান করিবেন।)॥ (১৬অ—৩খ—৬সূ—১সা)॥

অথবা,

হে আমার জ্ঞানসমূহ (জ্ঞানরূপ কিরণসমূহ)! তোমরা রক্ষক সেই মহাপুরুষ ভগবানে উপগত হও, অর্থাৎ তাঁহাকে লাভ কর। সেই ভগবান্ সৎকর্ম্মসমূহের ফলপ্রদ পাত্রবিশেষ (অর্থাৎ তিনিই সৎকর্ম্মের ফলদানকারী)। হে জ্ঞান! তুমি এবং সৎকর্ম্ম উভয়েই ক্ষেপণীরূপ কর্ণসদৃশ; অতএব, তোমরা উভয়েই স্বর্ণতুল্য অর্থাৎ স্বর্ণের মত আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয়। (ভাব এই যে,—ক্ষেপণী (অর্থাৎ হাল এবং দাঁড়) যেমন নৌকাকে তাহার লক্ষ্যস্থান প্রাপ্ত করায়, সেইরূপ তোমরা উভয়েই ভগবানকে পাওয়াইয়া দাও; সুতরাং তোমরা আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় হও।)॥ (১৬অ—৩খ—৬সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'গাবঃ' ঘর্ম্মদুঘা যূয়ং 'অবাট' মহাবীরে মহাবীরং 'উপসদ' উপাবত। ঘর্ম-বাস্তায়ঃ উপাযচ্ছত। যস্মাৎ 'মখস্য' ধর্ম্মযাগস্য সাধনভূতে 'রপ্সুদা' রপ্সুদে। রিপ্সোঃ ফল-প্রদ লিপ্সো-ভূখিমোর্দ্দাতবো। যদ্বা, রূপণং শব্দনং রূপ মন্ত্রঃ তেন সুষ্ঠু দাতব্যো। অথবা, যদ ক্ষরণে (ভ্বা০ আ০) রপা মন্ত্রেণ ক্ষরণীয়ে ঈদৃশে। গবাজয়োঃ পয়সী 'মহ' মহত্তী বহুলে অপেক্ষিতে উপাবত। গো-শব্দোঽজায়া অপ্যুপলক্ষকঃ অজাপয়সোঽপি মহাবীরে আসেচনীয়ত্বাৎ। অপিচাস্য মহাবীরস্য 'উভা' উভৌ 'কর্ণা' কর্ণ-স্থানীয়ৌ দ্বৌ রুক্মৌ 'হিরণ্যয়া' হিরণ্যয়ৌ স্বর্ণ-রজতময়াবিত্যর্থঃ 'অবাটে'-'অবতং'—ইতি পাঠৌ। (১৬অ—৩খ—৬সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (১৬০০) সামের মর্ম্মার্থ।

———•———

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই সামের যে অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, কেহ (যজমান বা পুরোহিত কেহ) যেন প্রাণি-বিশেষকে (গরুকে বা ছাগকে) লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"হে গোসকল (অথবা হে ছাগসকল)! তোমরা মহাবীরকে প্রাপ্ত হও; কেন-না, তাঁহাদের ধর্ম্মযাগের অর্থাৎ আরব্ধকার্য্যের ফলদানকারী ও সাধনভূত তোমাদের দুগ্ধ বহু পরিমাণে আবশ্যক হইবে। অতএব তোমরা উপগত হও। অপিচ সেই মহাবীরের দুইটী কর্ণ, একটী স্বর্ণময়, অপরটী রজতময়।" এই প্রকার অর্থে, বেদের কোন নিগূঢ় তত্ত্ব নিষ্কাশিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। পরন্তু মনে হয়, এই প্রকার ব্যাখ্যার সময় কোনও মহাবীরের (বীর হনুমানের বা জৈনাচার্য্য মহাবীরের) প্রতিমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া এই প্রকার মন্ত্রার্থ নিষ্কাশিত হইয়া থাকিবে। অপিচ, পরিদৃষ্ট সেই মহাবীরের (বীর হনুমানেরই হউক, আর জৈনাচার্য্য মহাবীরেরই হউক) দুই কর্ণ দুই প্রকার ধাতুতে (স্বর্ণে ও রৌপ্যে) গঠিত ছিল। যাহা হউক, বেদের কোনও মন্ত্রই কোথায়ও ব্যক্তিবিশেষকে, জীববিশেষকে বা মূর্ত্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই। এইজন্য আমরা এস্থলে ব্যাখ্যাকারদিগের ব্যাখ্যার অনুবর্ত্তন করিতে পারিলাম না।

আমরা দুই প্রকারে মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিয়াছি। দুই ব্যাখ্যার মধ্যেই প্রায় অভিন্ন ভাব লক্ষ্য হইবে। তৎপক্ষে মন্ত্রের প্রতি পদ অনুধাবন করা আবশ্যক।

আমরা 'গাবঃ' পদের 'গরু' প্রভৃতি অর্থ (ভাষ্যকারাদিসম্মত) ত্যাগ করিয়া 'জ্ঞান-কিরণ' অথবা 'স্তোত্রমন্ত্রসমূহ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'জ্ঞানালোক' এইরূপ প্রসিদ্ধ প্রভৃত রূপক-প্রয়োগে জ্ঞানে কিরণের আরোপ পরিস্ফুট। তাহাতে জ্ঞানরূপ কিরণ অর্থাৎ জ্ঞান ও কিরণের সাদৃশ্যমূলক অভিন্নভাব ব্যক্ত করে। কিরণ যেমন অন্ধকার-নাশক, জ্ঞানও সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকার নাশক। 'শীতগু' ইত্যাদি স্থলে 'গো' শব্দের কিরণ অর্থ সুপ্রসিদ্ধ। 'শীতগু' শব্দে 'চন্দ্র'। শীত (শীতল) 'গো' (কিরণ) হইয়াছে যাহার—এই ব্যাসবাক্য অনুসারে গো-শব্দের কিরণ অর্থ কাব্যে বহু প্রযুক্ত আছে। তাই 'বাগঃ' পদে

সাধারণ কিরণ না ধরিয়াই জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃ বা কিরণ ধরিয়াছি। তার পর, 'গো' শব্দের এক প্রসিদ্ধ অর্থ—'বাক্য'। সে অর্থও এখানে সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 'অবটে' পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যে আছে—'অবটে অবট মহাবীরং প্রতি।' অবট—কি না মহাবীরের প্রতি। পূর্ব্বে বা পরে মহাবীরের কোনও প্রসঙ্গ নাই। হঠাৎ কোথা হইতে এই অর্থ নিষ্কাশিত হইল, বুঝিতে পারি না। তাই মনে হয়—জৈন সম্প্রদায়ের উপাস্য মহাবীর স্বামীর পূজার প্রাদুর্ভাব-কালেই ভাষ্য লিখিত হইয়া থাকিবে। 'অব রক্ষণে' এই রক্ষণার্থক 'অব' ধাতু-নিষ্পন্ন 'অবট'-শব্দের 'রক্ষক' অর্থ গ্রহণই সঙ্গত মনে করিয়াছি। প্রকৃত রক্ষক বলিতে ভগবানকেই বুঝা যায়; তাই 'অবট' শব্দ হইতে রক্ষক-রূপ ভগবান্ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। তার পর, আলোচ্য "যজ্ঞস্য" পদ। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"যজ্ঞস্য ধর্ম্মযাগস্য", কেবল 'ধর্ম্মযাগের' এইরূপ অভিহিত হওয়ায় সঙ্কীর্ণতার ভাব ব্যক্ত হয় না কি? ঐ প্রসঙ্গে 'সাধনভূতে' একটী পদ অধ্যাহার করিয়া 'রপ্সুদা' পদের ব্যাখ্যাবসানে "গবাজয়োঃ পয়সা" আর দুইটী পদ অধ্যাহার করা হইয়াছে। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে—ধর্ম্ম-যাগের সাধনভূত ও আরম্ভকারীর ফলদানকারী গরু ও ছাগের দুগ্ধ। 'মহী' মহতী বহুলে অপেক্ষাকৃতে। অর্থাৎ, সেই দুগ্ধ বহু পরিমাণে আবশ্যক হইবে—এই ভাব। এখন দেখুন, কি হইতে কোন্ ভাব গৃহীত হইয়াছে। মন্ত্রে দুগ্ধের নাম-গন্ধও নাই। তাহার বহু পরিমাণ আবশ্যকতার কথাই বা কোথায় পাওয়া যায়? মন্ত্রে মাত্র "গাবঃ" আছে। তাহা হইতে ছাগ পর্য্যন্ত টানিয়া আনা হইয়াছে। তারপর 'যজ্ঞস্য' পদ। আমরা ব্যাপক ভাব গ্রহণ করিয়া "যজ্ঞ" শব্দে 'সৎকর্ম্মসমূহ' অর্থ পরিব্যক্ত করিয়াছি। যজ্ঞ—দেবার্চ্চনা। ইহা কি সৎকর্ম্ম নয়? সুতরাং 'যজ্ঞ' শব্দের সৎকর্ম্ম অর্থ কষ্টকল্পনামূলক নহে। 'রপ্সুদা' একটী অদ্ভুত শব্দ। সহসা উহার কোনও অর্থ প্রতিভাত হয় না। ভাষ্যকার এই পদটী লইয়া নানারূপ গবেষণা করিয়াছেন। কোন্‌টী ঠিক—তাহা নির্ণয় না করিয়া, 'অথবা' 'অথবা' করিয়া নানা অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে। ভাষ্য দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। 'মহী' পদে আমরা "পৃথিবী" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে 'এই পৃথিবীই সৎকর্ম্মের সুফলদাত্রী' এই মহান্ ভাব আসিয়াছে। "যজ্ঞস্য রপ্সুদা মহী"—এতদ্বাক্যাংশের ভাব আমরা দুই প্রকারে গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয় অর্থ "সৎকর্ম্মসমূহের ফলদানকারী পাত্র।" সে পক্ষে 'মহী' পদ অবটের বিশেষ বিশেষণ এবং 'রপ্সুদা' পদ 'মহী' পদের বিশেষণ। 'মহী' শব্দের পৃথিবী স্থান, বা পাত্র এই সকল অর্থ প্রসিদ্ধ। 'মহী' পদকে 'মহতী' পদ মনে করা প্রয়াসসাধ্য সাধারণ বুদ্ধির অবিষয় মনে হয়।

এখন অবশিষ্ট রহিল—'উভা কর্ণা হিরণ্যয়া।' এই অংশ লইয়া বড়ই সমস্যায় পড়িতে হয়। ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিলেন—"অস্য মহাবীরস্য 'উভা' উভৌ 'কর্ণা' কর্ণস্থানীয়ৌ যৌ রুক্মৌ 'হিরণ্যয়া' সুবর্ণরজতময়ৌ।" অর্থ—'এই মহাবীরের দুইটী কর্ণ, একটী স্বর্ণময়, অপরটী রজতময়।' ইহাতে মন্ত্রের পূর্ব্বাংশের সহিত এই অংশের যে কি সার্থকতা দ্যোতনা করিল, তাহা বুঝা যায় না। পূর্ব্বাংশে (ভাষ্যের মতে) বলা হইয়াছে—'হে গো-সকল বা ছাগ-সকল! তোমরা মহাবীরকে প্রাপ্ত হও; তাঁহার যজ্ঞসাধনার্থ বহু দুগ্ধ আবশ্যক হইবে।' এই অংশে

বলা হইল—"এই মহানীরের স্বর্ণনির্মিত একটী কর্ণ, আর রজতনির্মিত একটী কর্ণ, এই দুইটী কর্ণ আছে।" এ অর্থের কি কিছু সার্থকতা আছে? কিছুই মনে হয় না।

এক্ষণে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার যৌক্তিকতার বিষয় লক্ষ্য করুন। পূর্ব্বাংশে বলা হইয়াছে—"হে জ্ঞাননিবহ অথবা স্তোত্রমন্ত্রসমূহ! তোমরা রক্ষক সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হও। ভগবান্ সৎকর্ম্মের ফলদাতা; অথবা, এই পৃথিবীতেই সৎকর্ম্মের ফল পাওয়া যায়।" 'সৎকর্ম্মের ফলদাতা' বলায় মর্ম্ম এই যে, কর্ম্মই 'অদৃষ্টরূপে' ভগবানে গিয়া পৌঁছায়; তিনি তদনুসারে ফলদান করেন। তাহাতে কর্ম্মের প্রাধান্য দ্যোতনা করে। কিন্তু তাহা হইলে, "হে জ্ঞানসমূহ! তোমরা ভগবানে উপনীত হও অর্থাৎ আমাকে সেখানে লও;" জ্ঞানের এই প্রাধান্যভাব থাকে কৈ? তাই যেন শ্রুতি বলিলেন 'উভা কর্ণা'; অর্থাৎ,—'জ্ঞান ও কর্ম্ম তোমরা উভয়েই ভগবানের কর্ণ (হাল দাঁড়ের মত লক্ষ্য-প্রাপক।'। তাৎপর্য্য—হাল-রূপ ক্ষেপণী লক্ষ্যস্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া, দাঁড়-রূপ ক্ষেপণী টানিয়া নৌকাকে যেমন তাহার লক্ষ্যস্থান প্রাপ্ত করাইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম তোমরা উভয়েই পরস্পর ভগবানকে প্রাপ্ত করাইয়া থাক। এই এক অর্থে এখানে "উভা" শব্দের সার্থকতা দেখি। তাই যেন বলা হইয়াছে—'হিরণ্যয়া।' ভাব এই যে,—তোমরা উভয়েই 'হিরণ্যয়া' স্বর্ণতুল্য; অর্থাৎ স্বর্ণের মত আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। স্বর্ণ দেখিলে যেমন তাহাকে পাইতে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ, হে জ্ঞান ও কর্ম্ম, তোমাদিগের উভয়কেই পাইতে যেন বাসনা হয়। "উভা কর্ণা হিরণ্যয়া" শ্রুতি বাক্যে এই এক অর্থ প্রাপ্ত হই। উহাতে আর এক প্রাসঙ্গ অর্থ পাইয়া থাকি,—'হে আমার জ্ঞান-সমূহ! তোমরা আমার কর্ম্মের ও ভক্তির সহিত সম্মিলিত হও। অর্থাৎ, আমার কর্ম্ম ও ভক্তি যেন জ্ঞানসংশ্রবশূন্য না হয়।' যদিও দুই অর্থই একই ভাব-প্রকাশক, কিন্তু শেষোক্ত এই অর্থই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তাহাই প্রথম ব্যাখ্যায় পরিগৃহীত। (১৬অ-৩খ ৬সূ—১সা)॥ *

১। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি "হর্য্যতঃ প্রগাথঃ" প্রগাথের পুত্র হর্য্যত ঋষি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিবরণকারের মতে "হর্য্যতস্ত্বার্ষং"। মতান্তরে "প্রগথনং প্রগাথঃ।"

২। ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৭২ সূক্তে ১২ ঋকে (৬ষ্ঠ অষ্টক, ৫ম অধ্যায়, ১৬ বর্গে) এই মন্ত্রটী দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেখানে উহার একটু পাঠান্তর দেখিতে পাই। "উপ বদাবটে" পাঠের পরিবর্ত্তে সেখানে "উপাসতাবতং" পাঠ আছে। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ ২খ ১দ ৩সা) ভাষ্যে দেখি, ছন্দোগগণ প্রথম প্রকারের পাঠ গ্রহণ করেন; এবং বহ্বৃচ-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক শেষোক্ত পাঠ সমাদৃত হয়। ঋগ্বেদে মন্ত্রটী অগ্নিদেব সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এখানে ইহা ইন্দ্রদেবের উপলক্ষে প্রবর্ত্তিত। ঋগ্বেদ-সংহিতার বঙ্গানুবাদে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই মন্ত্রের অর্থ লিখিয়াছেন,—"মন্ত্রের দ্বারা দোহনীয় প্রচুর দুগ্ধের প্রয়োজন হইলে, হে গো সকল! তোমরা রক্ষাকারী অগ্নির নিকটে গমন কর। অগ্নির উভয় কর্ম্ম (কর্ণ?) হিরণ্ময়।" সামবেদের একজন ইংরাজী অনুবাদক অনুবাদ করিয়াছেন,—"Ye cows! protect the fount: the two

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ২ ৩ ১ ২র ৩　১ ২ ৩　১ ২ ৩　১২
অভ্যারমিদদ্রয়ো নিষিক্তং পুষ্করে মধু।
৩ ১২　৩১ ২
অবটস্য বিসর্জ্জনে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অবটস্য' (রক্ষকস্য, বিপদি রক্ষাকারিণঃ দেবস্য) 'বিসর্জ্জনে' (দানে, দানহেতুনা, অনুগ্রহেণ ইতি ভাবঃ) 'অদ্রয়ঃ' (কঠোরসাধনাপরায়ণাঃ সাধকাঃ) 'পুষ্করে' (পোষকে, তস্মিন্ বিশ্বপালকে দেবে) 'নিষিক্তং' (অবস্থিতং) 'মধু' (অমৃতং) 'অভ্যারমিৎ' (অভি-গচ্ছন্তি — প্রাপ্নুবন্তি খলু)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধনাপরায়ণাঃ জনাঃ ভগবৎ-প্রদত্তং অমৃতং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১৬প্র—৩খ—৬সূ—২সা)।

---

mighty ones bless sacrifice. The handless twain are wrought of gold." বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে বুঝিবার কিছুই পাওয়া যায় না। সর্ব্বত্রই হেঁয়ালী।

৩। 'অবটে' পদের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে,—"সেঃ ভাবে (৭।৩।৩৯) পররূপে (৬।১।১০) চ রূপমিদং।"

৪। 'যজ্ঞস্য' (ধর্ম্মযাগস্য) পদ সম্বন্ধে বিবরণকার লিখিয়া গিয়াছেন,—"ধর্ম্মযাগে প্রধান-ভূতং মহাবীরনামকমগ্নিং।" এ পক্ষে রূপকে মন্ত্রের একটা অর্থ আনা যাইতে পারে; তাহাতে অগ্নির জ্বলনকেই কর্ণ-রূপে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু দুইটা কাণ আসে কিরূপে? আর, একটা কাণ যে সোণার এবং একটা কাণ যে রূপার, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

৫। মন্ত্রের "মহী" পদ "দ্বিবচনার্থে একবচনং" (৩।১।৮৫) এই সূত্রানুসারে ভাষ্যে "মহত্তী" মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ভাষ্যার্থের সঙ্গতি-রক্ষার ইহাই যুক্তি।

৬। "উভা" পদ সম্বন্ধে উক্ত হয়,—"সুপাং সু-লুগ্‌গত্যাদিনা (৭।৩।৩৯) আকম।"

৭। "হিরণ্যয়া" পদের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে উক্ত হয়,—"ঋত্ব্য-বাস্ত্ব্য-মাধ্বী-হিরণ্যয়ানি ছন্দসি (৬।৪।১৭৫)"।

৮। বিবরণকার এই মন্ত্রটীর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সায়ণের ভাষ্য মান্য করেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—

'গাব' হে মদীয়া বাচঃ! 'অবটে' অবটং মেঘং 'মহী' মহত্যৌ চ দ্যাবাপৃথিব্যৌ উপগম্য 'বদ' বদত! কীদৃশং মেঘং? 'উভা কর্ণা হিরণ্যয়া' উভৌ কর্ণৌ হিরণ্ময়ৌ যস্য। কীদৃশ্যৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ? 'যজ্ঞস্য রপ সুদা' যজ্ঞস্য রূপদে।

বঙ্গানুবাদ।

বিপদে রক্ষাকারী দেবতার দান-হেতু অনুগ্রহে কঠোরসাধনা-পরায়ণ সাধকগণ সেই বিশ্বপালক দেবতাতে অবস্থিত অমৃত প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধনাপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভগবৎ-প্রদত্ত অমৃত লাভ করেন।) ॥ (১৬অ—৩খ—৬সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অদ্রয়ঃ' আদ্রিয়মাণাঃ অধ্বর্য্যাদয়ঃ 'অস্যারমিৎ' অভিগমৈয়েব 'নিষিক্তং' অতিরিক্তং 'মধু' 'পুষ্করে' প্রবৃদ্ধে উপযমনীয়পাত্রে সিঞ্চন্তি আদৃতোত্রার্থং 'অগটস্য' মহাবীরস্য 'বিসর্জ্জনে' বিসর্জ্জন-সময়ে হোমানন্তরং মহাবীরমাসন্দ্যামাসাদয় ॥ 'অগটস্য'—'অবতস্য'—ইতি পাঠৌ ॥২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৬০১) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যাদি-প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের যথেষ্ট মতভেদ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ আমরা একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি; তাহা এই,—"আদরযুত অধ্বর্য্যুগণ সমীপবর্ত্তী হইয়াই রক্ষাকারী অগ্নির বিসর্জ্জন-সময়ে প্রকাণ্ডপাত্রে মধুসেক করিতেছেন।" এতৎসঙ্গে ভাষ্যানুসারী একটী হিন্দী অনুবাদও প্রদত্ত হইল। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"আদর কিয়ে জাতে হুএ অধ্বর্য্যু আদি সমীপ পহুঁচকর হী শেষ রহে মধুকো বহুত বড়ে উপযমনীয় পাত্রমেঁ ডালতে হ্যায়; মহাবীরকে বিসর্জ্জনকে সময় হোমসেকে অনন্তর মহাবীরকো আসন্দীমেঁ স্থাপন করো।"

যে কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যাদির সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে 'পুষ্করে' 'অগটস্য' এবং 'বিসর্জ্জনে' পদই প্রধান। 'পুষ্করে' পদের ভাষ্যার্থ "প্রবৃদ্ধে

ভাব এই যে 'হে আমার বাক্যসকল! মেঘকে এবং দ্যাবাপৃথিবীকে পিতা বল। মেঘ কিরূপ? তাহার দুইটী পর্ব হিরণ্ময়। দ্যাবাপৃথিবী কিরূপ? তাহারা যজ্ঞের রূপ দেয়।'

১। মন্ত্রটীতে বৈষ্ণব-পক্ষের অনুমত একটী অর্থও উদ্ধার করা যাইতে পারে। তাহাতে নাম-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব পরিকল্পনা করা যায়; এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের গৌর-কান্তির বিষয় "হিরণ্যয়া" পদের লক্ষ্য-স্থল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার অনুসরণে অগ্রসর হইলে, এইরূপ অর্থও অধ্যাহৃত হয়। সে পক্ষে 'বাচঃ' পদ আকাঙ্ক্ষার্থক শ্রীহরির নামাদি কীর্ত্তনমূলক বলিয়া মনে করা যায়। "মহী যজ্ঞস্য রপ্সুদা" বাক্যে, 'নামরূপ যজ্ঞই সকল ফল প্রদান করিতে পারে—অন্য যজ্ঞের আর আবশ্যক হয় না'—এইরূপ ভাব আসিতে পারে।

উপয়মনীয় পাত্রে সিঞ্চতি অগ্নিহোত্রার্থং" অর্থাৎ 'অগ্নিহোত্রের জন্য প্রবৃদ্ধ উপযমনীয় পাত্রে সিঞ্চন করে।' একমাত্র 'পুষ্করে' পদ হইতে এত সুদীর্ঘ অর্থ কিরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। বিশেষতঃ 'পুষ্করে' পদের স্বাভাবিক অর্থও ইহা নয়। বিবরণকার 'পুষ্করে' পদের অর্থ করিয়াছেন—'দ্রোণকলসে'। 'দ্রোণকলস' বলিতে, প্রচলিত মতানুসারে, সোমাধার পাত্রবিশেষ বুঝায়, অথচ ভাষ্যকারের মতে উক্ত পদের সহিত অগ্নিহোত্র যাগের সম্বন্ধ সূচিত হয়। এই উভয় ব্যাখ্যার কোনটী গ্রহণীয়? আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই দুই ব্যাখ্যার কোনটীই প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতেছে না। পোষণার্থক 'পুষ' ধাতু হইতে পুষ্করে পদ উৎপন্ন। উহার অর্থ, পোষক, যিনি বিশ্বকে পোষণ করেন, পুষ্করে পদে তাঁহাকেই বুঝায়। এই 'পুষ্করে' পদের সহিত 'নিষিক্তং' পদ অন্বিত হইয়াছে। তাই 'পুষ্করে নিষিক্তং মধু' মন্ত্রাংশের অর্থ হয়—'বিশ্বপালক দেবতাতে যে অমৃত বর্ত্তমান আছে।' কিন্তু ভাষ্যকার 'নিষিক্তং' পদের অর্থ করিয়াছেন—'অতিরিক্তং'। বাঙ্গালা অনুবাদে এই পদের অর্থ প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু ভাষ্যকার 'অতিরিক্তং মধু' পদদ্বয়ের দ্বারা যে কি ভাব প্রকাশিত করিতে চাহেন, তাহা কিছুই বুঝা যায় না। সুতরাং এই অংশের ভাষ্যার্থ দুর্ব্বোধ্যই রহিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমরা মনে করি 'নিষিক্তং' পদের 'অবস্থিতং, বর্ত্তমানং' অর্থই সঙ্গত। ঐরূপ অর্থে যে ভাব প্রকাশ পায়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

সেই অমৃত কি হয়? 'অদ্রয়ঃ অস্বারিষৎ' 'কঠোরসাধনাপরায়ণ ব্যক্তিগণ তাহা লাভ করেন।' কিন্তু ভাষ্যকার এখানে 'অদ্রয়ঃ' পদের এক নূতন অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এখানে 'অদ্রয়ঃ' পদের অর্থ—আদ্রিয়মাণাঃ অর্থাৎ আদরযুক্ত।' কিন্তু পূর্ব্বে বহুত্রই আমরা এই অর্থ পাইয়াছি। কিন্তু কোথায়ও এই অর্থ গৃহীত হয় নাই। হঠাৎ এই মত পরিবর্ত্তনের কারণ কি? এই 'অদ্রয়ঃ' পদের ব্যাখ্যার মধ্যে 'অধ্বর্য্যবঃ' পদও অধ্যাহৃত হইয়াছে। তাহাতে অর্থ হয়—'আদরপ্রাপ্ত অধ্বর্য্যুগণ'। আমরা পূর্ব্বাপর কঠোরসাধনা, অথবা কঠোর-সাধনাপরায়ণ সাধককেই এই পদে লক্ষ্য করিয়াছি। ভাষ্যকারের এই পরিবর্ত্তিত অর্থ অসঙ্গতও নয়। ভাষ্যকার 'অদ্রয়ঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন—'আদ্রিয়মাণাঃ অধ্বর্য্যবঃ'। কে আদর করেন? নিশ্চয়ই ভগবানের কৃপার প্রতি—স্নেহের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমরা অর্থ করিয়াছি—'কঠোরসাধনপরায়ণাঃ জনাঃ'। একটু অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আমাদের অর্থের এবং ভাষ্যার্থের মধ্যে আপাততঃ যতটা পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয়, বাস্তবপক্ষে ততটা পার্থক্য নাই। ভগবান কাহাকে আদর করেন? যিনি কঠোরসাধনপরায়ণ, যিনি সৎকর্ম্মান্বিত, তিনিই ভগবানের স্নেহাশীষ লাভ করিয়া ধন্য হয়েন, তিনিই ভগবানের আদর প্রাপ্ত হন। সুতরাং এই দিক দিয়া 'অদ্রয়ঃ' পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যের সহিত মূলতঃ আমাদের কোনও পার্থক্য ঘটে নাই।

তার পর 'অবটস্য' পদ। উক্ত পদের ভাষ্যার্থ—'মহাবীরস্য'; বাঙ্গালা অনুবাদ 'অগ্নির'। উক্ত পদ রক্ষণার্থক 'অব্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাই আমরা অর্থ করিয়াছি—'বিপদ রক্ষাকারিণঃ দেবস্য'। অবশ্য অগ্নির পক্ষেও এই ভাবই প্রযোজ্য। কিন্তু ভাষ্যকার 'মহাবীর' বলিতে যে কি বুঝাইয়াছেন, তাহা কিছুই প্রকাশ করেন নাই। বিশেষতঃ, তিনি

'বিসর্জ্জনে' পদের অর্থ করিয়াছেন—'বিসর্জ্জনসময়ে'। তাহাতে বুঝা যায় যে, কোনও বস্তুকে বিসর্জ্জন অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবার প্রসঙ্গ আছে। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেই যদি ধরা যায় যে, অগ্নিকে বিসর্জ্জন দেওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে কি ভাব প্রকাশিত হয়? প্রচলিত মতানুসারে অগ্নিকে সর্ব্বদাই গৃহে রাখিতে হয়, তাহার তো বিসর্জ্জন নাই। তবে এই বিসর্জ্জন পদের দ্বারা আমরা কি ভাব গ্রহণ করিতে পারি?

'বিসর্জ্জনং' ত্যাগার্থক, দানার্থক 'সর্জ্জ'-ধাতুমূলক। বিসর্জ্জনের অর্থ-'দান'। তাই 'অবটস্য বিসর্জ্জনে' পদদ্বয়ের অর্থ দাঁড়ায়—'রক্ষাকারক দেবতার দানহেতু।' দান-হেতু কি হয়?—সাধকগণ অমৃত প্রাপ্ত হয়েন। অমৃত ভগবানেই বর্তমান আছে, তাঁহার কৃপাতেই সাধকগণ সেই অমৃতের অধিকারী হইতে পারেন, তিনি সেই পরমবস্তু প্রদান করেন বলিয়াই মানুষ তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। 'বিসর্জ্জনে' পদের মধ্যে ভগবানের এই করুণার, ও এই দানের মাহাত্ম্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা এই মন্ত্রের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী সত্যের পরিচয় পাই। প্রথমটী—অমৃত ভগবানে বর্তমান থাকে—ভগবানই অমৃতস্বরূপ। অমৃতত্ব-প্রাপ্তির অর্থই তাই। যখন সাধক অমৃত-লাভের জন্য অথবা অমৃতত্ব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন, তখন সেই প্রার্থনার মূলগত ভাব থাকে—ভগবৎ-প্রাপ্তি, তাঁহার সহিত একাত্ম হইয়া যাওয়া। 'পুষ্করে নিষিক্তং মধু' মন্ত্রাংশে এই সত্যই প্রকাশিত দেখি।

দ্বিতীয় সত্য এই যে,—ভগবানের কৃপাতেই মানুষ অমৃতলাভ করিতে সমর্থ হয়। অমৃতের অধিকারী—অমৃতস্বরূপ তিনি। সেই পরমদেবতা যাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, সেই সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিই পরম ধনের অধিকারী হইতে পারেন। 'অবটস্য বিসর্জ্জনে' সেই পরমদেবতার দান-বলেই মানুষ তাহা প্রাপ্ত হয়। মানুষ যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহা ভগবানেরই দান। সমগ্র মন্ত্রে এই দুইটী সত্যই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। (১৩অ—৩খ—৬সূ ২সা)। *

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১২ ৩২৩১২৩ ১২

সিঞ্চন্তি নমসাবটমুচ্চাচক্রং পরিজ্মানম্।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

নাচীনবারমক্ষিতম্ ॥ ৩ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের একাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধকাঃ 'নমসা' (নমস্কারেণ, ঐকান্তিকয়া ভক্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'উচ্চাচক্রং' (ঊর্দ্ধগতি-প্রাপকং) 'পরিজ্মানং' (সর্ব্বত্রগতিশীলং, সর্ব্বদেবত্বভাবপ্রদাতারং) 'নীচীনবারং' (অধোমুখং, অকিঞ্চনানাং হৃদয়ে অপি সঞ্চরণশীলং) 'অক্ষিতং' (অক্ষীণং, শ্রেষ্ঠং) 'অবটং' (রক্ষাকারিণং—জ্ঞানদেবং ইতি যাবৎ) 'সিঞ্চন্তি' (হৃদি উৎপাদয়ন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ঐকান্তিকয়া ভক্ত্যা পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১৬অ—৩খ—৬সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক, সর্ব্বদেবত্বভাব-প্রদাতা, অকিঞ্চনদিগের হৃদয়েও সঞ্চরণশীল, শ্রেষ্ঠ রক্ষাকারী জ্ঞান-দেবকে হৃদয়ে উৎপাদন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা পরাজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (১৬অ—৩খ—৬সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অক্ষিতং' অক্ষীণং ঈদৃশং ক্ষীরাজ্যবশেষযুক্তং আহবনীয়স্যোপরি 'নমসা' নমনেন 'সিঞ্চন্তি' জুহ্বতি মহাবীরেণ হি আহবনীয়ে হূয়তে। 'অবটং'—'অত্রতং'—ইতি পাঠৌ। ৩।

ইতি ষোড়শস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১৬০২) সামের মর্ম্মার্থ।

———

আলোচ্য-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যাদির সহিত আমাদের যথেষ্ট মতানৈক্য ঘটিয়াছে। প্রথমে আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"উপরিভাগে চক্রবিশিষ্ট, পরিণতদীপ্তি, নিম্নমুখদ্বারযুক্ত, অক্ষীণ, রক্ষাকারী অগ্নির উপরে অবনত হইয়া উহাকে সিক্ত করিতেছেন।" ভাষ্যকার 'নমসা' পদের অর্থ করিয়াছেন—'নমনেন'—বাঙ্গালা অনুবাদ 'অবনত হইয়া'। কিন্তু উহা দ্বারা কোন ভাবই পরিস্ফুট হয় না। 'অবটং' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বমন্ত্রেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। যাহা মানুষকে ঊর্দ্ধমার্গে লইয়া যায় তাহাই 'উচ্চাচক্রং'। 'পরিজ্মানং' পদের অর্থ 'সর্ব্বদেবত্বভাব-প্রদাতারং'। এই পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—২০সূ—৩ঋ) দ্রষ্টব্য। 'নীচীনবারং' পদের অর্থ 'অধোমুখং'। 'নীচীন' শব্দ দ্বারা অধোদিক বুঝায়। সেই অধোদিকেও যাঁহার দৃষ্টি আছে, অর্থাৎ যিনি হীন পতিতকেও অবহেলা করেন না, তিনিই নীচীনবারং। পতিতপাবন ভগবানের জ্ঞানশক্তি, অজ্ঞান অকিঞ্চনের

হৃদয়কেও সমুদ্ভাসিত করে, তাই তাঁহাকে শচীনবারঃ বলা হইয়াছে। 'অক্ষিতং'* পদের অর্থ 'অক্ষীণং'। যাহা ক্ষীণ নয়, যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা পরমমঙ্গলদায়ক, যাঁহার কল্যাণে মানুষ ক্ষীণতা হীনতা প্রাপ্ত হয় না, তাহাই 'অক্ষিতং'। সাধকগণ ভক্তির দ্বারা সেই পরমমঙ্গলদায়ক পরাজ্ঞান লাভ করেন—মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১৬অ—৩খ—৬সূ—৩সা)।*

—— • ——

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

মা ভেম মা শ্রমিষ্মোগ্রস্য সখ্যে তব।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র

মহত্তে বৃষ্ণো অভিচক্ষ্যং কৃতং

২র ৩ ২ ৩ ১ ২

পশ্যেম তুর্বশং যদুম্ ॥১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! বয়ং 'উগ্রস্য' (উদ্গূর্ণবলস্য, পরমশক্তিসম্পন্নস্য) 'তব' 'সখ্যে' (সখিত্বে, সাখিত্বং প্রাপ্য ইত্যর্থঃ) 'মা ভেম' (মা বৈভেম, কুতশ্চিদপি ভীতাঃ ন ভবাম) 'মা শ্রমিষ্ম' (পরিশ্রান্তাঃ, হীনবলাঃ ন ভবাম) 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকস্য) 'তে' (তব) 'মহৎ কৃতং' (মহৎ কর্ম্ম, ভবপতিতোদ্ধারং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'অভিচক্ষ্যং' (অভিতঃ খ্যাপনীয়ং, পরিকীর্ত্তিতব্যং); 'তুর্ব্বশং' (ক্ষিপ্রং ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তং জনং) তথা 'যদুং' (অমিতসাধনসম্পন্নং সাধকং) 'পশ্যেম' (পশ্যামি, তৌ পরমানন্দেন বর্ত্তেতে ইতি বয়ং জানীমঃ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনা-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্ববিপদ্ভয়বারকঃ পতিতোদ্ধারকঃ অভীষ্টবর্ষকঃ ভগবান্ অস্মাকং শক্তিদাতা সখা ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৬অ ৪খ—১সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের দশমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মন্ত্রানুবাদ।

হে ভগবন্! আমরা যেন পরমশক্তিসম্পন্ন আপনার সখিত্ব প্রাপ্ত হইয়া কোথা হইতেও ভীত না হই, হীনবল না হই; অভীষ্টবর্ষক আপনার মহৎ কর্ম্ম, পতিতোদ্ধার কর্ম্ম পরিকীর্ত্তনযোগ্য। ক্ষিপ্র ভগবদাশ্রয়প্রাপ্ত জন এবং অমিতসাধনসম্পন্ন সাধককে দর্শন করি, অর্থাৎ তাঁহারা পরমানন্দে বর্ত্তমান থাকেন, তাহা আমরা জানি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্ববিপদভয়বারক, পতিতোদ্ধারক, অভীষ্টবর্ষক ভগবান্ আমাদের শক্তিদাতা সখা হউন)॥ (১৬অ—৪খ—১সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'উগ্রস্য' উদ্গূর্ণবলস্য তব 'সখ্যে' সখিত্বে সতি বয়ং 'মা ভেম' মা ভৈষ্ম কুতশ্চিদপি শত্রোর্ভীতা মা ভূম 'মা শ্রমিম্ম' শ্রান্তাঃ পীড়িতাশ্চ মা ভূম 'বৃষ্ণঃ' কামানাং বর্ষিতুঃ 'তে' তব সম্বন্ধি 'মহৎ' প্রভূতং বৃত্র-বধাদি-লক্ষণং 'কর্ম্ম' 'অভি চক্ষ্যং' অভিতঃ খ্যাপনীয়ং স্তোতব্যং অতঃ মহানুভাবস্য তব সখ্য-প্রাপ্তানাং ভীতি-শ্রমৌ ন জায়েতে ইত্যর্থঃ। তৎ কথমবগম্যতে? ইতি চেৎ উচ্যতে—'তুর্ব্বশং'; 'যদুং' এতৎসংজ্ঞকঞ্চ ত্বৎপ্রসাদাৎ সুখেন জীবন্তৌ 'পশ্যেম' দৃষ্টবন্তঃ খলু বয়ং। অতঃ কারণাৎ ত্বৎসখ্যং প্রাপ্তস্য ভয়াদিকং ন জায়ত ইত্যেতদুপপন্নমিত্যর্থঃ॥ (১৬অ ৪খ-১সূ ১সা)॥

• • •

প্রথম (১৬০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

———•:‡•‡:•———

মন্ত্রটীর প্রথমাংশে প্রার্থনা আছে—'মা ভেম মা শ্রমিম্ম'—'আমরা যেন ভীত না হই, আমরা যেন পরিশ্রান্ত হীনবল না হই।' দুর্ব্বল, হীনশক্তি আমরা, চারিদিকে রিপুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত। আমরা কি ভীত, শ্রান্ত না হইয়া থাকিতে পারি? বেদ বলিতেছেন, হাঁ আমরাও অভীঃ হইতে পারি, অনন্ত কর্ম্মশক্তি লাভ করিতে পারি, যদি সেই পরমদেবতার অভয় পাই, যদি তাঁহার কৃপাকণা লাভ করিতে পারি। তাই বলা হইয়াছে—'উগ্রস্য তব সখ্যে'—মহাশক্তিসম্পন্ন আপনার বন্ধুত্ব যদি লাভ করিতে পারি, তবে আমাদের তো ভয়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। জগতে এমন কি শক্তি থাকিতে পারে, যাহা দ্বারা ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তজনের ভয়ের কারণ হইবে? ভগবান সর্ব্বশক্তিময়, তাঁহার নিকট জগতের সকল শক্তি পরাজিত। যিনি আপনাকে দুর্ব্বল অসহায় ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইতেছেন, তিনি সেই শক্তিময়ের চরণ অনুধ্যান করুন, হৃদয়ে বললাভ করিবেন, সকল দুর্ব্বলতা, সকল-ভীতি, সূর্য্যোদয়ে কুহেলিকার ন্যায় দূরে অপগত হইবে। মানুষ যে পর্য্যন্ত আপনার নিজের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত সে সেই অনন্ত শক্তির

উৎসের সন্ধান না পায়, যে পর্য্যন্ত সে আপনাকে সেই শক্তির আশ্রয়ে না লইয়া যাইতে পারে, সেই পর্য্যন্ত তাহার ভয় দুর্ভাবনা থাকে, আর সেই ভয় অমূলক নয়। কারণ মানুষ স্বভাবতঃই দুর্ব্বল তদুপরি ভীষণ রিপুগণ তাহাকে ঘেরিয়া আছে. সুতরাং হীনশক্তি সে আপনাকে দুর্ব্বল অসহায় ভাবিবে। তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু যখনই সে বুঝিতে পারে যে, তাহার পরমসুহৃদ একজন আছেন, যিনি তাহাকে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, যাঁহার চরণে মস্তক রাখিয়া সে অনায়াসে নিশ্চিন্ত হইতে পারে, তখন তাহার সকল ভয় ভাবনা দূরীভূত হয়। সে সেই পরম করুণাময় শক্তিস্বরূপ দেবতার চরণে আপনাকে বিলাইয়া দেয়।

বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রার্থনার ভাবই এই—"হে ভগবন্! আমরা যেন আপনার আশ্রয় লাভ করিয়া সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে ভয় দুর্ভাবনা হইতে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি। এই ভয় ভাবনার জন্য, নিজের দুর্ব্বলতার চিন্তায় আমরা সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকি। হে দয়াময় প্রভো! আমাদিগকে অভয় প্রদান করুন, আমাদের বন্ধুরূপে সখারূপে আমাদের জীবনের নিয়ন্তা হউন। আমরা যেন আপনার পরমাশ্রয় লাভ করিয়া অভীঃ হইতে পারি। আপনার কৃপা ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর নাই। আপনি সর্ব্বশক্তিমান, আমাদের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করুন। আমরা যেন শক্তিবলে, সৎকর্ম্মসাধনে নিরত থাকিতে সমর্থ হই। আমাদের জীবন, আমাদের কর্ম্ম, সমস্ত আপনার চরণে সমর্পণ করিবার শক্তি-লাভ করিয়া যেন আমরা ধন্য হইতে পারি।"

এই প্রার্থনার মধ্যে 'সখ্যে' পদই বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। কে অভীঃ হইতে পারেন, কে শক্তিলাভে সমর্থ হয়েন? তাহার উত্তর এই 'সখ্যে' পদে নিহিত আছে। যিনি ভগবানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে পারেন, ভগবান্ যাঁহাকে তাঁহার প্রিয়পাত্ররূপে গ্রহণ করেন, সেই সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিই অভীঃ হয়েন, তিনিই পরমশক্তির অধিকারী হইতে সমর্থ হয়েন।

তাহার উদাহরণস্বরূপ বলা হইয়াছে—"পশ্যেম তুর্ব্বশং যদুং"। আপনার কৃপায় সাধকগণ, সৎকর্ম্মসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কিরূপ পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহা তো আমরা জানি ও দেখিতে পাইতেছি। আপনি বন্ধুরূপে, সখারূপে মানবের কল্যাণসাধন করেন, তাঁহাদিগকে মোক্ষপথে লইয়া যান, তাহা তো প্রত্যক্ষ করিতেছি, উহা তো আমাদের কল্পনা-মাত্র নয়। হে প্রভো! আমাদের প্রতি কৃপা করুন, আমরাও যেন আপনার সখিত্ব লাভ করিয়া আপনার কৃপাভাজন হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হই, আমাদের জীবন যেন ধন্য ও কৃতার্থ হয়।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব অনেকস্থলে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে আমরা একটী বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্যানুযায়ী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা হইতেই আমাদের মন্তব্যের সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। বাঙ্গালা অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! তুমি উগ্র, তোমার সখ্যলাভ করিয়া আমারা ভীত হইব না, শ্রান্তও হইব না। তুমি অভীষ্ট-বর্ষী, তোমার মহৎ কর্ম্মসকল প্রকাশ করা উচিত। আমরা তুর্ব্বশ ও যদুকে দেখিয়াছি।"

হিন্দী অনুবাদটী এই, "হে ইন্দ্র! তীক্ষ্ণস্বভাবওয়ালে তুম্হারী মিত্রতা প্রাপ্ত হোনেপর হম কিসী ভী শত্রুওঁসে ভয়ভীত ন হো, কিসীসে ভী পীড়িত ন হো; উপাসকোঁকে মনোরথ পূরে করনেওয়ালে তেরা বড়া ভারী বৃত্রনাশাদি চরিত্র স্তুতিকে যোগ্য হ্যায়, কোঁকি হম তুর্ব্বশ আউর যদুকো আপকে অনুগ্রহসে আনন্দকে সাথ জীবিত দেখতে হ্যায়।"

এই উভয় ব্যাখ্যাতেই 'যদুং' এবং 'তুর্ব্বশং' শব্দদ্বয়ে দুইজন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি যে, বেদে কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নাই, কোন স্থানের নাম নাই, রাজা বা রাজ্যের কোনও ইতিহাস নাই। এ সম্বন্ধে বেদের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, এবং যে ব্যাখ্যা হইতে ব্যক্তি বা স্থান-বিশেষের নাম বা ইতিহাস বাহির করা হয়, তাহা যে মূলবেদানুগত নয়, তাহা আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান স্থলে 'যদুং' এবং 'তুর্ব্বশং' পদদ্বয়ের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম-৩৬সূ-১৮ঋ) দ্রষ্টব্য॥ (১অপ-৪খ-১সূ ১সা)॥০

———

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২র ৩ ২ ৩
সব্যামনু স্ফিগ্যং বাবসে বৃষা

২ ৩ ১ ২
ন দানো অস্য রোষতি।

২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
মধ্বা সম্পৃক্তাঃ সারঘেণ ধেনব-

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স্তূর্য্যমেহি দ্রবা পিব॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষা' (কামানাং বর্ষিতা, অভীষ্টবর্ষকঃ ভগবান) 'সব্যাং স্ফিগ্যং অনু' (সব্যাং স্ফিগ্যা, শরীরৈকদেশেন ইত্যর্থঃ) 'বাবসে' (বস্তে, সর্ব্বং ভূতজাতং আচ্ছাদয়তি, স্বয়ং কৃৎস্নং

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দশম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

জগদতীতো বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ); 'দানঃ' (দানশীলজনঃ, আত্মোৎসর্গকারী সাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'অস্য' (অস্য দেবস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'ন রেষতি' (রোষং, ক্রোধং ন উৎপাদয়তি, তং প্রীণয়তি ইত্যর্থঃ); 'সারঘেণ' (মধুকামিনা, অমৃতাভিলাষিণা সাধকেন) 'মধ্বা সম্পৃক্তাঃ' (অমৃতযুতাঃ) 'ধেনবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) লব্ধাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ ; হে দেব ! 'তূর্য্যং' (শীঘ্রং নিত্যকালং) 'এহি' (আগচ্ছ—অস্মাকং হৃদ ইতি যাবৎ) তথা 'দ্রব' (দ্রবীভূতং, অস্মাকং হৃন্নিঃসৃতং শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'পিব' (গৃহাণ) । নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ জগদ্রূপেণ বিরাজিতঃ তথা জগদতীতোঽপি ভবতি ; সঃ দেবঃ কৃপয়া অস্মান্ প্রাপ্নোতু - ইতি ভাবঃ । (১৬অ—৪খ—১সূ—২সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

অভীষ্টবর্ষক ভগবান্ শরীরের একাংশের দ্বারা সর্ব্বভূতজাতকে আচ্ছাদন করেন, অর্থাৎ স্বয়ং সমগ্র জগদতীতরূপে বর্ত্তমান আছেন ; আত্মোৎসর্গকারী সাধক ভগবানের ক্রোধ উৎপাদন করেন না, অর্থাৎ তাঁহাকে প্রীত করেন ; অমৃতাভিলাষী সাধকের দ্বারা অমৃতযুত জ্ঞান-কিরণ লব্ধ হয় ; হে দেব ! নিত্যকাল আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন ; এবং আমাদের হৃদয়োত্থ শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন । (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ জগদ্রূপে বিরাজ করেন এবং জগদতীতও হয়েন ; সেই দেবতা কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন ।) ॥ (১৬অ—৪খ—১সূ—২সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'বৃষা' কামানাং বর্ষিতা ইন্দ্রঃ 'সব্যং' দক্ষিণেন 'স্ফিগ্যং' কটি-প্রদেশং 'অনু' । তৃতীয়ার্থে অনোঃ কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বং (১।৪।৮৫) স্ফিগ্যা শরীরৈকদেশেনৈব 'বাবসে' বস্তে সর্ব্বং ভূতমাচ্ছাদয়তি স্বয়ং কৃৎস্নং জগদতীতো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ । অগস্ত্যরপ্য দর্শয়তি—'যদস্য স্ফিগ্যা কামযঃ'—ইতি । অপিচ 'দানঃ' অবখণ্ডয়িতা । দান অবখণ্ডনে (ভ্বা০ প০), পচাদ্যচ্ । (৩।১।১৩৪) স চ 'অস্য' ইমমিন্দ্রং 'ন রেষতি' ন হিনস্তি । রুষ হিংসায়াং (ভ্বা০ প০) ইন্দ্রং হিংসিতুং কশ্চিদপি শক্তো নাস্তীত্যর্থঃ । যদ্বা, হে যজমান ! 'দানঃ' হবিষাং দাতা ত্বং 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'ন রেষতি' রোষং ন জনয়তীত্যর্থঃ । উত্তরোঽর্দ্ধর্চ্চঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ । 'সারঘেণ' সরঘা মধুমক্ষিকা, তৎসম্বন্ধিনা 'মধ্বা' মধুনা লুপ্তোপমমেতৎ মধুনেব রসবতা ক্ষীরাদিনা শ্রপণ-দ্রব্যেণ 'সম্পৃক্তাঃ' সংসৃষ্টাঃ সংস্কৃতাঃ 'ধেনবঃ' ধেনয়ন্ প্রীতি-জনকাঃ অস্মদীয়াঃ সোমাঃ । যদ্বা, ধিবিঃ প্রীণনার্থঃ (ভ্বা০ প০) 'ধেনবঃ' প্রীণয়িতার ইত্যর্থঃ । অথবা ধেট্ পানে (ভ্বা০ প০) ধেট ইচ্চ (উ০ ৩।১১) ইত্যৌণাদিকো

ন প্রেতারঃ সন্নিযোগ ইকারাম্বাদেশশ্চ। পাতব্যাঃ সোমা ইত্যর্থঃ। যত এবমতঃ কারণাৎ হে ইন্দ্র! তূর্ণাং' ক্ষিপ্রং 'এহি' অস্মৎ-সমীপমাগচ্ছ, আগত্য চ সোমা ধিষ্ণ্য উত্তরবেদিলক্ষণে স্থানে হূয়ন্তে তং দেশং 'দ্রব' শীঘ্রং গচ্ছ। দ্রু গতৌ (ভ্বা০ প০)—ইতি ধাতুঃ দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ (৬৩১৩৫) ইতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ, তদনন্তরং অধ্বর্যুণা দত্তং সোমং 'পিব' তেন সোমেন সম্যক্ স্বোদরং পূরয়েত্যর্থঃ॥ (১৬অ-৪খ-১সূ ২সা)॥

দ্বিতীয় (১৬০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীকে আমরা ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের অন্যতম ভিত্তিভূমি বলিয়া মনে করি। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণও অনেকস্থলে মন্ত্রের এই উচ্চভাব রক্ষা করিয়াছেন। প্রথমতঃ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র বামকটি-প্রদেশ দ্বারা (সমস্ত ভূতজাত) আচ্ছাদন করিয়াছেন। হব্যদাতা চন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদন করেন না। মধুমক্ষিকাজাত মধু দ্বারা সংপৃক্ত ও প্রীতিজনক (সোম সকলের) অভিমুখে শীঘ্র আগমন কর, তাহার নিকট গমন কর, এবং পান কর।" এই ব্যাখ্যার শেষাংশের সহত আমাদের মতবিরোধ ঘটিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পরে প্রকাশ করিব। এখন ভাষ্যানুসারী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি তাহা এই,—"অভীষ্টফলদাতা ইন্দ্র বাঁই ওর্‌কে কমরকে ভাগসে সকল প্রাণীয়োঁকো আচ্ছাদন করতা হ্যায়; কাটনেওয়ালা শত্রু ইস ইন্দ্রকো কষ্ট নহী দে সকতা হ্যয়, অথবা হে যজমান! হবিয়োঁকা অর্পণ করনে-ওয়ালা তু ইস ইন্দ্রকে ক্রোধকো নহী উৎপন্ন হোনে দেতা হ্যায়। মধুমক্ষিকাকে মধুকী সমান রসওয়ালে তৃপ্তিদসে যুক্ত হুএ সেতুকী সমান আনন্দদায়ক হে হমারে সোম! শীঘ্র হী হমারে সমীপ আও আউর আকর জিস উত্তর বেদীমে সোম হোমে জাতে হ্যায় উসমে শীঘ্র পহুঁচো আউর ফির অধ্বর্যুকে দিয়ে হুয়ে সোমকো পিয়ো।" এই ব্যাখ্যারও শেষাংশ মূলানুগত নয় বলিয়াই আমাদের ধারণা। এই মন্ত্রে সোমরসকে আহ্বান করিবার কোনও প্রসঙ্গ নাই, এবং এখানে সোমরসের আহ্বান করাতে মন্ত্রার্থের বিপর্যায় ঘটিয়াছে।

যাহা হউক, সকল ব্যাখ্যাকারই মন্ত্রের প্রথম অংশের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একমত। ভাষ্যকার 'সব্যাং স্ফিগ্যং অনু বাবসে' মন্ত্রাংশের অর্থ করিয়াছেন—"সব্যয়া স্ফিগ্যা শরীরৈকদেশেনৈব বস্তে সর্ব্বং ভূতজাতং আচ্ছাদয়তি; স্বয়ং কৃৎস্নং জগদতীত্য বর্ত্তত ইত্যর্থঃ"। এই ব্যাখ্যার মধ্যে কোন রূপক নাই, দুর্ব্বোধ্য কল্পনা নাই। পরিষ্কারভাবে জগতের সারভূত সত্য ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বের সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ তাহা এই মন্ত্রাংশে পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। গীতাও 'কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতং জগৎ' এই শ্লোকাংশে বেদের এই মহতী বাণীই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বেদ এই মন্ত্রে প্রচার করিতেছেন যে, এই বিশ্ব ভগবানের একাংশে অবস্থিত আছে। বিশ্ব তাঁহা হইতে পৃথক নয়, অথচ তিনি বিশ্বাতীত। তিনি বিশ্বের মধ্যে আছেন অথচ বিশ্বেই

তিনি পর্য্যবসিত নহেন। ইহাই পাশ্চাত্যদর্শনশাস্ত্রের পেনেন্থিজম (Panentheism) নামক দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি। পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্যাভিমানী অনেকের ধারণা এই যে, বেদে এই সকল উচ্চ দার্শনিক মতবাদ পাওয়া যায় না। আমরা ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তান্তর্গত "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" শীর্ষক মন্ত্রের ব্যাখ্যায় এই সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণে আলোচনা করিয়াছি। এখানেও এই মতবাদ সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা দরকার।

পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রের দুইটী মতবাদই আদরণীয়। একটী 'পেন্থিজম' (Pantheism), অপরটী 'পেনেন্থিজম' (Panentheism। প্রথমতঃ এই উভয় মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 'পেন্থিজম' মতবাদের সারমর্ম্ম এই যে, বিশ্ব ও ব্রহ্ম অভেদ। ব্রহ্মই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। বিশ্ব ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মের পৃথক সত্তা নাই। আমরা যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু অনুভব করিতে পারি, এই মানুষ পশুপক্ষী, জল-স্থল প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্মের বিকাশমাত্র, এই সমস্তই ব্রহ্মময়। এই জগৎ অথবা বিশ্ব ব্যতীত, অথবা এতদ্ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মের আর কোনও পৃথক সত্তা নাই।

অপরপক্ষে 'পেনেন্থিজম' মতবাদের মূলসূত্র এই যে,—বিশ্ব ভগবানের প্রকাশ সত্তা, কিন্তু ভগবান কেবলমাত্র বিশ্বেই পর্য্যবসিত নহেন, বিশ্বাতীতও বটেন। পাশ্চাত্য জগতে 'পেনেন্থিজম'ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ বলিয়া পরিগণিত হয়। অনেক পণ্ডিত 'সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ' শীর্ষক মন্ত্রটীকে 'পেন্থিজম' মতবাদের প্রকাশক বলিয়া মনে করেন কিন্তু আমরা উক্ত মন্ত্রের আলোচনায় ইহা প্রদর্শন করিয়াছি যে, এই মন্ত্রে প্রকৃতপক্ষে 'পেনেন্থিজম' মতবাদই প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রের 'পেনেন্থিজম' মতবাদ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবসর নাই। ভাষ্যকারও অতি স্পষ্ট ভাষায় মন্ত্রাংশের ভাব পরিব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি যে, আলোচ্য মন্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহ কেহ বেদের মধ্যে চাষার গান ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। যাঁহার যেমন শক্তি, যাঁহার যেমন দৃষ্টি তিনি সেইরূপ বস্তুই দেখিতে পান। আমাদের মতে সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎস বেদ। এই বেদজ্ঞানরূপ অনন্ত উৎস হইতেই সর্ব্ববিধ জ্ঞানধারা প্রবাহিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রে এই সত্যের আংশিক বিকাশ হইয়াছে মাত্র।

মন্ত্রের শেষাংশের ভাষ্যের সহিত আমাদের মতের যথেষ্ট পার্থক্য ঘটিয়াছে। 'সারঘেণ' পদে ভাষ্যাদিতে 'মধুমক্ষিকা' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা মনে করি, এই মধুকামীগণ মৌমাছি নামে পরিচিত মধুমক্ষিকা নয়। এই মধুমক্ষিকা সেই মধুপানে মত্ত হইতে চাহেন, যে মধু মানুষকে অমৃতত্ব প্রদান করে। জ্ঞানের সহিত সেই অমৃত সম্মিলিত হয়। তাই বলা হইয়াছে,—"ধেনবঃ মধ্বা সম্পৃক্তাঃ সারঘেণ" অর্থাৎ অমৃতত্ব-প্রয়াসী সাধকগণ জ্ঞানকে অমৃতাভিষিক্ত করেন। তার পরের অংশে সাক্ষাৎভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে,—তিনি যেন কৃপা বিতরণে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, আমাদের পূজা অর্ঘ্য

গ্রহণ করেন। কিন্তু ভাষ্যাদিতে সোমরস অধ্যাহার করা হইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদেই প্রকাশিত হইয়াছে। (১৬অ—৪খ ১৭ ২সা)।•

—— • ——

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ইমা উ ত্বা পুরূবসো গিরো বর্দ্ধন্তু যা মম।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২র
পাবকবর্ণাঃ শুচয়ো বিপশ্চিতোঽভি
২র
স্তোমৈরনূষত ॥ ১ ॥*

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরূবসো' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্, বহ্বীনাং আশ্রয়স্থল হে ভগবন্।) 'মম' (মদীয়াঃ) 'ইমাঃ যাঃ গিরঃ'-(যাঃ প্রসিদ্ধা বেদমন্ত্ররূপাঃ বাচঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বর্দ্ধন্তু' (তৃপ্যন্তু, মম হৃদি ত্বাং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তু ইত্যর্থঃ)। 'পাবকবর্ণাঃ' (আত্মোৎকর্ষ-সাধনেন অগ্নিসমানতেজস্কাঃ) অতএব 'শুচয়ঃ' (শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতাঃ) 'বিপশ্চিতঃ' (জ্ঞানিনঃ ইতি ভাবঃ) 'স্তোমৈঃ' (স্তুতিরূপাভিঃ বাগ্ভিঃ ইত্যর্থঃ) 'অভ্যনূষত' (ত্বাং অভিষ্টুবন্তি, কেন কর্ম্মণা ত্বাং প্রাপ্তব্যং তদুপদেশং দদতি—ইতি ভাবঃ)। বিশুদ্ধভাবেন সৎকর্ম্মণা বা সহ উচ্চারিতাঃ বেদমন্ত্রাঃ হি ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি। অতঃ প্রার্থনাঃ—হে ভগবন্! অস্মাসু শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চারয়, অপিচ সদ্বৃত্তীনাং উৎকর্ষসাধনেন অস্মান্ ত্বয়ি সম্মিলয়—ইতি ভাবঃ। (১৬অ—৪খ—২৭—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্, হে বহুজনের আশ্রয়স্থল ভগবন্! আমার (উচ্চারিত) এই প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্ররূপ বাক্যসকল আপনাকে তৃপ্ত করুক, অর্থাৎ আমার হৃদয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করুক। 'আত্মোৎকর্ষ-সাধনের'

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বারা অগ্নির ন্যায় তেজোযুক্ত শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানিগণ স্তুতিরূপ বাক্য দ্বারা আপনার স্তব করিয়া থাকেন অর্থাৎ কোন্ কর্ম্মের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদুপদেশ প্রদান করেন। (মন্ত্রের ভাব এই যে,—বিশুদ্ধভাবে অথবা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের সহিত উচ্চারিত বেদ-মন্ত্রসমূহই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রার্থনা,—হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করুন এবং সদ্বৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন দ্বারা আমাদিগকে আপনাতে সম্মিলিত করুন।)॥ (১৬অ—৪খ—.সূ—১সা)॥

* . *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'পুরূবসো' বহুধনেন্দ্র! 'মম' মদীয়াঃ 'ইমাঃ' 'গিরঃ' শস্ত্ররূপা বাচঃ 'ত্বা' ত্বাং 'বর্দ্ধন্তু' বর্দ্ধয়ন্তু। তথা 'পাবকবর্ণাঃ' অগ্নি-সমান-তেজস্কাঃ অতএব 'শুচয়ঃ' শুদ্ধাঃ 'বিপশ্চিতঃ' বিদ্বাংসঃ উদ্গাতারশ্চ 'স্তোমৈঃ' স্তোত্রৈঃ শস্ত্রৈঃ পবমানাদিভিঃ অভ্যনূষত' ত্বামভিষ্টুবন্তি। স্তু স্তুতৌ কুটাদিঃ (প০)॥ (১৬অ—৪খ—২সূ—১সা)॥

. . .

প্রথম (১৬০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—— —— . ————

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দ্বিবিধ ভাব উপলব্ধ হয়। এক ভাব প্রার্থনাকারী যেন আকুলিতভাবে কহিতেছেন—'হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্! হে সকলের আশ্রয়-স্থল! আমার কর্ম্ম-সামর্থ্য তেমন কিছুই নাই যে, আপনাকে সম্যক্‌প্রকারে আহ্বান করিতে পারি। কিন্তু দেব! আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানিগণ আপনাকে নিয়ত আহ্বান করিতেছেন। তাঁহারা জানেন, কোন কর্ম্ম কিরূপে সম্পাদন করিলে আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা সর্ব্বদা আপনার গুণগান করিতেছেন। তাঁহাদের মুখ চাহিয়া, তাঁহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আপনি আগমন করিলে, আমাদের ন্যায় অভাজনের মনেও দেবভাবের সঞ্চার হইবে, আমরাও সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইব।'

দ্বিতীয়তঃ এই ভাবের আভাস হয়,—'সাধু সজ্জনের কর্ম্মাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়া যেন আমরা সম্যগ্‌রূপে আত্মোৎকর্ষ-সাধনে ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হই।' আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে দুইরূপ ভাবেরই আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। সায়ণের ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যায়, পূর্ব্বোক্ত ভাব তাদৃশ পরিস্ফুট না হইলেও, অনেকটা এই ভাবেরই দ্যোতনা লক্ষিত হয়।

মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত হইল। তাহা এই ; যথা,—"হে সহস্রধনবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমার এই বাক্য তোমাকে বর্দ্ধিত করুক, অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও শুচি বিদ্বান্‌গণ, স্তোত্র দ্বারা তোমার স্তুতি করে।'

মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন! আমাদিগের পূজা আপনি গ্রহণ করুন; আমাদিগের কর্ম্ম আপনার সহিত যুক্ত হউক; আর সেই কর্ম্মরূপ যানে সংবাহিত হইয়া আপনি আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন।' আর প্রার্থনা এই যে,—'সাধু সজ্জনের ক্রিয়া-কলাপে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণে আপনার পূজায় যেন আমরা সমর্থ হই।' (১৬অ-৪থ—২সূ ১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অয়ং সহস্রমৃষিভিঃ সহস্কৃতঃ সমুদ্র ইব পপ্রথে।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩
সত্যঃ সো অস্য মহিমা গৃণে

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সহস্রমৃষিভিঃ' (অসংখ্যৈঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ, সর্ব্বৈঃ জ্ঞানিভিঃ জনৈঃ) 'সহস্কৃতঃ' (আত্মশক্তেঃ স্তুতঃ, আত্মশক্তিলাভার্থং আরাধিতঃ) 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ অয়ং দেবঃ) 'সমুদ্রঃ ইব পপ্রথে'

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—১খ ২দ—৮সা) পরিদৃষ্ট হয়।

২। 'বাচঃ' পদের 'অপ্রগীত মন্ত্রাঃ' অর্থ আর 'স্তোমৈঃ' পদের 'প্রগীতমন্ত্রৈঃ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। 'স্তোমৈঃ' পদ-সম্বন্ধে টীকাকারের মন্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"প্রগীতমন্ত্রৈঃ উপাসৈঃ গায়ত্রা সহ" ইত্যোবমাদিষু অস্তুত্যাস্তোক্তপ্রকারৈর্গীয়মানৈ উহগানারম্ভে এব শ্রুতৈরিত্যর্থঃ। বহিষ্পবমানাদাবিতিরিত্যাদিপদাৎ আর্ভবস্তোত্রে মাধ্যন্দিন-পবমানঃ ইত্যাদয়ো গৃহ্যন্তে।"

৩। মন্ত্রে একটী হিন্দী অনুবাদ,—"হে সহস্রধনবালে ইন্দ্র! মেরী যহ যো স্তুতিরূপ বাণিয়েঁ হৈঁ তুমহেঁ বঢ়াবেঁ অগ্নিকে সমান তেজস্বী শুদ্ধ বিদ্বান্ স্তোত্রোঁসে স্তুতি করতে হৈঁ"।

(সমুদ্রবৎ অসীমঃ ভবতি) ; 'সঃ সত্যঃ' (সঃ পরমদেবঃ সত্যস্বরূপঃ—ভবতি ইতি শেষঃ) ; 'বিপ্ররাজ্যে' (বিপ্রাণাং রাজ্যে, জ্ঞানিনাং রাজ্যে, জ্ঞানরাজ্যে) 'যজ্ঞেষু' (সৎকর্ম্মসাধনে) 'অস্য' (অস্য দেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'মহিমা' (মাহাত্ম্যং) তথা 'শবঃ' (বলং, শক্তিং) 'গৃণে' (স্তৌমি, আরাধয়ামি, প্রার্থয়ামি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবদারাধনাপরায়ণাঃ ভবন্তি ; বয়ং সত্যস্বরূপস্য দেবস্য শক্তিং প্রার্থয়াম—ইতি ভাবঃ। (১৬অ - ৪খ—২সূ - ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকল জ্ঞানীব্যক্তিগণ কর্তৃক আত্মশক্তিলাভের জন্য আরাধিত প্রসিদ্ধ এই দেবতা সমুদ্রবৎ অসীম হয়েন ; সেই পরমদেবতা সত্যস্বরূপ হয়েন ; জ্ঞানরাজ্যে সৎকর্ম্মসাধনে ভগবানের মাহাত্ম্য এবং শক্তি প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবদারাধনাপরায়ণ হয়েন ; আমরা সত্যস্বরূপ দেবতার শক্তি প্রার্থনা করিতেছি।)॥ (১৬অ—৪খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অয়ং' ইন্দ্রঃ 'সহস্রং' সহস্র-সংখ্যাকৈঃ ঋষিভিঃ অতীন্দ্রিয়ার্থ-দর্শিভিঃ স্তোতৃভিঃ 'সংস্কৃতঃ' সহসা বলেন যুক্তঃ কৃতঃ। স্তুত্যা হি দেবতায়া বলং বর্দ্ধতে ; স চ এবং স্তুতঃ সন 'সমুদ্রইব' উদধিরিব 'সপ্রথে' প্রথিতো বিস্তীর্ণো অভূৎ। 'অস্য' চেন্দ্রস্য 'সত্যঃ' অবিতথঃ 'সঃ' প্রসিদ্ধঃ 'মহিমা' মহত্ত্বং 'শবঃ' বলং 'যজ্ঞেষু' যাগেষু 'বিপ্ররাজ্যে'। রাজ্যঃ কর্ম্ম-রাজ্যং। বিপ্রাণাং স্তোতৄণাং রাজ্যে স্তুত-শস্ত্র-লক্ষণে 'গৃণে' স্তূয়তে॥ (১৬অ ৪খ ২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৬০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

অনন্ত সেই দেবতার চরণে মানুষ প্রণত হয়, তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে রত হয়। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা সেই পরমদেবতার চরণে আপনাদিগকে বিলাইয়া দেওয়াকেই জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া মনে করেন। মন্ত্রান্তর্গত 'সহস্রমৃষিভিঃ' পদের ভাষ্যার্থ—"সহস্রসংখ্যাকৈঃ ঋষিভিঃ অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শিভিঃ স্তোতৃভিঃ"। এখানে 'সহস্র' শব্দে কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বুঝাইতেছে না। 'সহস্রৈঃ ঋষিভিঃ' পদের ভাবার্থ—সকল সাধকের দ্বারা। 'ঋষি' শব্দের অর্থ—অতীন্দ্রিয়দর্শনসমর্থ অর্থাৎ জ্ঞানী। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা সেই জ্ঞান-জ্যোতির সাহায্যে আপনাদের গন্তব্য পথ দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহারা বুঝেন,

মানবের চরম অভীষ্ট ভগবৎপ্রাপ্তি। সেই অভীষ্টসাধনের জন্য, তাঁহারা ভগবদারাধনায় ভন্ন হয়েন। মন্ত্রের প্রথম অংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

তিনি—সত্য, অসীম। তিনি সত্যস্বরূপ, তাহাপেক্ষা বড় সত্য আর কিছুই নাই। তিনি অসীম অনন্ত। সেই অনন্তের শক্তি যেন আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, মন্ত্রে এই প্রার্থনাই পরিস্ফুট হয়। এই সঙ্গে আলোচ্য মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদও প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—'ইনি সহস্র ঋষিগণের নিকট হইতে বল লাভ করিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছেন; ইহার অবিতথ প্রসিদ্ধ মহিমা ও বল যজ্ঞে বিপ্রগণের মাজবে স্তুত হয়।" (১৫অ—৪খ-২সূ—২সা)।।*

—— • ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৪৩৪৫র র　৩২　৩র৪র৫　১ র২　১৭
১। ইমাউষ্ণাপুরূ। বসা৩৪ঔহোবা। গাম্নিরোবর্দ্ধ। তুয়ামমা২৩৪।

৫ ৫　২র ১২র　১　২　১৮—　৩　৫
ও৬হা। পাবকবর্ণাঃ। শূচা২৩ধাঃ। বিপা২ঃ। চা২৩৪য়িতাঃ।

১ র　২　২　১　n৩　৫রর　৪৩র৪র৫র
অভিষ্টোমায়িরা৩নূ। হুম্মায়ি। যা২স্তা২৩৪ঔহোবা॥ অভিষ্টোমৈরনূ।

৩২　৩র৪র৫　১ ২র র　১৭　৫ ৫　২১
যতা৩৪ঔহোবা। আভিষ্টোমৈঃ। অনুযতা২৩৪। ও৬হা। অঃ৮-

২১২　১　২　১n　৩　৫　১ র
সহস্রম্। আর্যা২৩সিতায়িঃ। সহা২ঃ। কা২৩৪ৰ্ত্তাঃ। সমুদ্রা-

২　২　১　৮৩　৫র৫র　৪৩৪৫　৩২
ইবা৩পা। হুম্মায়ি। প্রা২থা২৩৪ঔহোবা। সমুদ্রইবপ। প্রথা৩৪

৩র৪র৫　১ ২　১৭　৫ ৫　২১ র২
ঔহোবা। সামুদ্রই। যপাপ্রথা২৩৪যি। ও৬হা। সত্যঃসোঅস্য।

১　২　২ ৮　৩　৫　১ র　২ ২
মাহা২৩য়িমা। গৃণা২যি। শা২৩৪বাঃ। যজ্ঞেষুবায়িপ্রা৩রা।

১　n৩　৫রর　৩　৫
হুম্মায়ি। ভা২য়া২৩৪ঔহোবা। বা২৩৪ঽ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বঃ' (সর্ব্বে)) 'আর্য্যঃ' (জ্ঞানিনঃ) তথা 'দাসঃ অরিঃ' (রিপুশত্রবঃ, যদ্বা—অসৎস্বে কাঃ অপি) 'যস্য' (যস্য দেবস্য) 'শেবধিপা' (ধনপালকাঃ, ধনাধিকারিণঃ—ভবন্তি ইতি যাবৎ) 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ) 'সঃ' (সঃ দেবঃ) তিরশ্চিৎ' (ঊর্দ্ধগমনশীলে) 'রুশমে' (জ্যোতির্ম্ময়ে) 'পবীরবি' (জ্ঞানসাধকে) 'অর্য্যো' (জ্ঞানিনি) 'রয়িঃ' (পরমধনং) 'অজ্যতে' (সম্প্রদত্তং করোতি, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ); হে দেব! 'তুভ্যেৎ' (তুভ্যং ইৎ, ত্বাং প্রাপ্তয়ে জ্ঞানিনঃ আরাধনাপরায়ণাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ সর্ব্বেভ্যঃ লোকেভ্যঃ পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (১৩অ ৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকল জ্ঞানিব্যক্তি এবং রিপুশত্রুও (অথবা অসৎ লোকসমূহও) যে দেবতার ধনাধিকারী হয়, প্রসিদ্ধ সেই দেবতা ঊর্দ্ধগমনশীল জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানসাধকে—জ্ঞানিজনে পরমধন প্রদান করেন; হে দেব! আপনাকে পাইবার জন্য জ্ঞানিগণ আরাধনাপরায়ণ হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সকল লোককেই পরমধন পরাজ্ঞান প্রদান করেন।)। (১৩অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যস্য' যজ্ঞস্য 'অয়ং' 'বিশ্বঃ' সর্ব্বো লোকঃ 'আর্য্যঃ প্রভুরপি 'শেবধিপাঃ' নিধি-পালকঃ। বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি—ইতি (ঋ০ বে০ ৯ ২।২২৪) মন্ত্রান্তরে পঠিতত্বাৎ। 'দাসঃ' ভৃত্যইব 'অরিঃ' ভবতি স যজ্ঞঃ 'অর্য্যে' স্বামিনি 'রুশমে' নিয়ন্তরি 'পবীরবি' সরস্বত্যাঃ পিতরি। পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুঃ সরস্বতী—ইত্যুক্তং। 'তিরশ্চিৎ' তিরোভূতোঽপি 'তুভ্যেৎ' তে ইন্দ্র! তুভ্যমেব 'রয়িঃ' হবির্লক্ষণং ধনমুদ্দিশ্য 'অজ্যতে' প্রাপ্তো ভবতি। অয়মভিপ্রায়ঃ—বিপ্র সত্রাদিকঃ সর্ব্বো লোকঃ বৃহস্পতিঃ, স চ রাজসূয়াদি রূপস্য যজ্ঞস্য ভৃত্যা বর্দ্ধতে, স তাদৃশো যজ্ঞো মন্ত্র-রূপায়াঃ সরস্বত্যাঃ পিতৃ-স্থানীয়ে পরমেশ্বর-স্বরূপে গূঢ়োঽপি সন্ হে ইন্দ্র! ত্বদর্থমেবং হবির্দ্দাতুং প্রকটীভবতি তথাবিধস্তব মাহাত্ম্যমিতি॥ ১॥

* * *

প্রথম (১৬০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

——:*:——

মন্ত্রটী একটু জটিলভাবাপন্ন। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার বালখিল্য সূক্তের অন্তর্গত। সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদ-সংহিতার ব্যাখ্যাকালে এই সূক্তগুলির অনুবাদ করেন নাই। সামবেদে বালখিল্য সূক্তের যে কয়েকটী মন্ত্র গৃহীত হইয়াছে, বর্ত্তমান মন্ত্র তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা কোনও ভাব তো পরিস্ফুট হয়-ই নাই,

বরং মূলার্থ জটিলতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি তাহা হইতে আমাদের কথার সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"জিন যজ্ঞকা যহ সব লোক প্রভু ভী ভৃত্যকী সমান নিধিকা রক্ষক হ্যায়, স্বামী আউর নিয়ন্তা সরস্বতীকে পিতা তিরোভূত ভী হ্যায়, ইন্দ্র তেরে অর্থ হী বহ হবিরূপ ধন প্রাপ্ত হোতা হ্যায়, অভিপ্রায় যহ হ্যায়, কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সব লোক বৃহস্পতি হ্যায়, বহ রাজসূয় আদি যজ্ঞোঁকী দিবকাঙ্গসে বঢ়তা হ্যায়, ঐসা যজ্ঞ মন্ত্ররূপা সরস্বতীকে পিতামহনীয় পরমেশ্বররূপসে গূঢ় হোকর ভী হে ইন্দ্র! তেরে অর্থ হবি দেনেকো হী প্রকট হোতা হ্যায়, ঐসা তেরী মহিমা হ্যায়।" কিন্তু এই ব্যাখ্যা হইতে পরিষ্কার কোন অর্থই নিষ্কাশিত হয় নাই। বরং বাঙ্গালা অনুবাদকারের ব্যাখ্যা ইহাপেক্ষা পরিষ্কার বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা অনুবাদটী এই,—"এই সমস্ত আর্য্য ও দাসগণ যাহার ধনপালক ও স্তোতা, যিনি আর্য্য শ্বেতবর্ণ পবীরুর সম্মুখে উপস্থিত হন, সেই ধনদাতা তোমার সহিত মিলিত হন।" ভাষ্যার্থ হইতে এই অনুবাদ পরিষ্কার বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যাখ্যাতে অসঙ্গতি আছে। এখানে "তোমার সহিত মিলিত হন" এই বাক্যাংশের দ্বারা কি অর্থ প্রকাশিত হয়! 'তোমার' পদে কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছে? আবার 'পবীরু' পদেই বা কি বুঝায়? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্যাখ্যার ভাষা পরিষ্কার হইলেও ভাব পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু ভাষ্যের ভাবাই জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা অনুবাদকার এই ব্যাখ্যার সহিত একটী টিপ্পনী সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা এই,—"আর্য্য ও অনার্য্যগণের উল্লেখ। অনেক অনার্য্য আর্য্যদিগের দ্বারা ক্রমে বশীভূত বা শিক্ষিত হইয়া আর্য্যধর্ম্ম ও রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছিল ও ইন্দ্রাদিকে স্তুতি করিত তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। যাহা হউক, আমরা যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে বিবৃত হইয়াছে। (১৩অ—৪খ ৩সূ-১সা।)*

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তুরণ্যবো মধুমন্তং ঘৃতশ্চুতং বিপ্রাসো অর্কমানৃচুঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
অস্মে রয়িঃ পপ্রথে বৃষ্ণ্যꣳ শবোস্মে

৩ ২ ৩ ১ ২
স্বানাস ইন্দবঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একপঞ্চাশত্তম সূক্তের নবমী ঋক্। ইহা বালখিল্য সূক্তের অন্তর্গত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তুরণ্যবঃ' (যাগাদিকর্ম্মসু ত্বরণশীলাঃ, আশুমুক্তিকামিনঃ সাধকাঃ) 'বিপ্রাসঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'মধুমন্তং' (অমৃতযুক্তং, অমৃতস্বরূপং) 'ঘৃতশ্চ্যুতং' (অমৃতস্রাবিণং, অমৃতদায়কং) 'অর্কং' (জ্যোতির্ম্ময়ং দেবং) 'আনূচুঃ' (পূজয়ন্তি, আরাধয়ন্তি); সঃ দেবঃ 'অস্মে' (অস্মভ্যং) 'বৃষ্ণ্যং' (বর্ষণশীলং অভীষ্টপূরকং) 'রয়িং' (পরমধনং) 'পপ্রথে' (প্রথ্যাতং ভবতু, প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ); 'স্বানাসঃ' (সুবানাঃ বিশুদ্ধাঃ, পবিত্রকারকাঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'অস্মে' (অস্মভ্যং) 'শবঃ' (বলং, আত্মশক্তিং) প্রযচ্ছন্তু ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি; বয়ং আত্মশক্তিং তথা পরমধনং লভেমহি ইতি ভাবঃ। (১৬অ ৪খ—৩সূ - ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিকামী সাধক জ্ঞানিগণ অমৃতস্বরূপ, অমৃতদায়ক, জ্যোতির্ম্ময় দেবতাকে আরাধনা করেন; সেই দেবতা আমাদিগকে অভীষ্টপূরক পরমধন প্রদান করুন; পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন। আমরা যেন আত্মশক্তি এবং পরমধন লাভ করি।)॥ (১৬অ—৪খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তুরণ্যবঃ' যাগাদি-কর্ম্মসু ত্বরণ-শীলাঃ 'বিপ্রাসঃ' মেধাবিন ঋত্বিজঃ 'মধুমন্তং' মধু-ক্ষীরাদ্যাহুতিযুক্তং। ঘৃতমাজ্যং শ্চোতয়ত ক্ষরতি বহ্নিস্থাহুতি-দ্বারেণেতি। 'ঘৃতশ্চ্যুতং' 'অর্কং' অর্চনীয়মগ্নিং 'আনূচুঃ' পূজয়ন্তি। কিমর্থং? ইত্যাচষ্টে—'অস্মে' অস্মভ্যং 'রয়িঃ' হবির্লক্ষণং ধনং 'পপ্রথে' প্রথ্যাতং ভবতু। তথা 'বৃষ্ণ্যং' বর্ষণশীলং সোম-নিবন্ধনং 'শবঃ' বলমপি প্রথতাং। তথা 'অস্মে' অস্মাসু 'স্বানাসঃ' সুবানাঃ অভিষুতাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ প্রখ্যাতা ভবন্তু। এবং ফলং কাময়মানাঃ ঋত্বিজঃ ইন্দ্রং পূজয়ন্তীত্যর্থঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৬০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রটীও পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় বালখিল্য সূক্তান্তর্গত। কিন্তু এই মন্ত্রের ভাব সহজ ও সরল। মন্ত্রের প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সাধকগণ ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। 'তুরণ্যবঃ' পদের অর্থ ত্বরাশীল। অর্থাৎ যাঁহারা শীঘ্র মুক্তি কামনা করেন, তাঁহাদিগকেই 'তুরণ্যবঃ' বলা হইয়াছে। তাঁহারা অমৃতত্ব লাভের কামনায়

অমৃতস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় দেবতাকে আরাধনা করেন, তাঁহার পূজায় রত হয়েন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রের অপরাংশে পরমধনলাভের, আত্মশক্তিপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই পরমদেবতা যেন আমাদের অভীষ্টপূরণকারী পরমধন প্রদান করেন, অর্থাৎ আমাদের চিরাভীষ্ট যেন পূর্ণ হয়। আমরা যেন হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন দ্বারা আত্মশক্তি লাভে করিতে সমর্থ হই। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"স্তবযুক্ত বিপ্রগণ মধুযুক্ত দ্যুৎস্রাবী অর্চনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, ইহার উদ্দেশে ধন প্রণিত হইতেছে, পুরুষোচিত বল প্রাপিত হইয়াছে, অভিষুত সোম প্রণিত হইতেছে।" বলা বাহুল্য যে, অনুবাদের শেষাংশ হইতে কোন স্পষ্ট ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা হইতে পরিস্ফুট হইবে। (১৬অ ৪খ ৩সূ - ২সা) ॥ *

— • —

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ র২ ৪৫৫৪৫ ২র১ ২র১ ২৩র২১ ২৩ ২
হওায়া ও বিশ্বাঅর্য্যাঃ। দাসাঃদেবা। ধিপাঅর ২৩ য়িঃ। চিরশ্চিদা ৩॥

১ ৩২র ৫র ২ ২ ১ ৩২ n ২n
যৌ ২৩৪ কৃণবেপবী। রা ৩ বায়ি। তুভ্যেৎসঔ। বা ৩৪৩৫

৫ ৪ ৫ র ২ ৪৫৪র৫ ২১র ২র১
৩৪বা। অ্যস্তে ৫ রয়ায়িঃ। তুভ্যেৎসো ৩ অআভেরয়ায়ি। তুভ্যেৎসোআ॥

২ ৩র২১ ২৩ ২ ১ ৩৪ ৫ ২ ২
আভেরয়া ২৩য়িঃ। তুরণ্যেপো ৩। মা ২৩৪। ধুমস্তব্যৃত। শ্চ ৩ তাম্॥

১ ৩২ n ২^ ৫ ৪ ৫ র ২ ৪৫৪র৫
বিপ্রাসঔ। বা ৩৪৩৫৩৪বা। কমা ৫ নুচুঃ। বিপ্রাসো ৩ অর্কমানৃচুঃ॥

২১র২র১ ২৩র২১ ২ ৩র২ ১ ৩৪র
বিপ্রাসোআ। কমানৃচু ২৩ঃ। অস্মেরয়া ৩ য়িঃ। পা ২৩৪। প্রথে-

৫ ২ ২ ১ ৩র২ n ২^ ৫
বৃষ্ণিয়ম্। শা ৩ বাঃ। অস্মেযানৌ। বা ৩৪৩৫৩৪বা॥

৪ ৪
সখা ৫ য়িন্দবাঃ। হো ৫ ঈ। ডা॥ ১২॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একপঞ্চাশত্তম সূক্তের দশমী ঋক্। উহা বালখিল্য সূক্তের অন্তর্গত।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"কাণ্বেরম্।"

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২　　৩　১ ২　　৩ ১　　২
গোমন্ন ইন্দো অশ্ববৎ সুতঃ সুদক্ষ ধনিব।

১ ২　　৩　২৩২৩　　১ ২
শুচিং চ বর্ণমধি গোষু ধারয় ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুদক্ষ' (অতিশয়শক্তিসম্পন্ন, মহাশক্তিসম্পন্ন) 'ইন্দো' (হে সত্ত্বভাব !) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'অশ্ববৎ' (ব্যাপকজ্ঞানযুক্তং) 'গোমৎ' (পরাজ্ঞানযুক্তং, পরাজ্ঞানরূপং ধনং) 'ধনিব' (প্রাপয়, প্রযচ্ছ) ; 'চ' (ততঃ) 'গোষু' (জ্ঞানযুক্তে হৃদয়ে অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'শুচিং' (পবিত্রং) 'বর্ণং' (রসং, অমৃতং) 'অধিধারয়' (প্রাপয়, প্রযচ্ছ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং অমৃতত্বং প্রাপয় — ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৬অ—৪খ—৪সূ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মহাশক্তিসম্পন্ন হে সত্ত্বভাব। বিশুদ্ধ আপনি আমাদিগকে ব্যাপকজ্ঞানযুক্ত পরাজ্ঞানরূপ ধন প্রদান করুন; তারপর আমাদিগের জ্ঞানযুক্ত হৃদয়ে পবিত্র অমৃত প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে অমৃতত্ব প্রাপ্ত করান।)। (১৬অ—৪খ—৪সূ—১সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সুদক্ষ' হে সুবল। হে 'ইন্দো' সোম। 'সুতঃ' অভিষুতস্ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'গোমৎ' যজ্ঞ-সাধন-গো-যুক্তং 'অশ্ববৎ' অশ্বযুক্তং ধনং 'ধনিব' দেহি। বর্ণ-বিকারোঽত্র। গময়। ধবির্গত্যর্থঃ (প০) ভ্বাদিঃ। ততোঽনন্তরং 'শুচিং' শুক্লং দীপ্যমানং 'বর্ণং' রসং 'চ' 'গোষু' গব্যেষু ক্ষীরাদিষু 'অধি ধারয়' অধিনিধারয়েত্যর্থঃ। (১৬অ—৪খ—৪সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (১৬০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

দ্বিধাবিভক্ত মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রের মধ্যে সিদ্ধিলাভের যে ক্রম বিবৃত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথমে পরাজ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা আছে। সত্ত্বভাবের নিকট প্রার্থনা দ্বারা ইহাই বুঝা যায়,—প্রথমে সত্ত্বভাব-প্রাপ্তি, তাহার পর পরাজ্ঞান লাভ। জ্ঞানলাভের পর অমৃতত্ব প্রাপ্তি। মন্ত্রে সাধনার এই ক্রমই বর্ণিত হইয়াছে।

হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন হইলে জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্ঞান সত্ত্বভাবের সহচর। জ্ঞান ও সত্ত্বভাব একত্র হইলে মানুষের মুক্তিপথের কোন বিঘ্ন থাকে না। মানুষ অনায়াসেই অমৃতলাভে সমর্থ হয়। জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয় হইতে রিপুগণ বিদায় গ্রহণ করে, এবং সত্ত্বভাবের জন্য অপবিত্রতা কালিমা দূরীভূত হয়। সুতরাং হৃদয়ে ভগবানের আসন স্থাপিত হয়। মানুষ তাঁহার চরণস্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়।

'সোম' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও এই মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদের ব্যাখ্যায় কোন কোনও স্থলে ভাষ্যের সহিত ঐক্য লক্ষিত হইবে। কিন্তু কোন কোনও প্রচলিত ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "হে সোম! তোমার শুভ্রবর্ণ রস আমি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিতেছি, তোমার বর্ণ অতি চমৎকার; তোমাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে; তুমি আগমন কর এবং গো অশ্ব সঙ্গে লইয়া এস।" (১৩অ–৫খ–৪সূ ১সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স নো হরীণাং পত ইন্দো দেব প্সরস্তমঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সখেব সখ্যে নর্য্যো রুচে ভব॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরীণাং পতে' (পাপহারকাণাং স্বামিন্, শ্রেষ্ঠতম পাপনাশক) 'দেব ইন্দো' (সত্ত্বস্বরূপ হে দেব!) 'সখেব সখ্যে' (সখা যথা সখ্যুঃ মঙ্গলং সাধয়তি, তদ্বৎ) 'প্সরস্তমঃ'

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাধিকশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৬প—৫অ—১০খ—৯সা) পরিদৃষ্ট হয়।

(জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'নর্য্যঃ' (নরাণাং হিতঃ, পরমমঙ্গলদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'সঃ' (সঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'রুচে ভব' (দীপ্তিকরঃ ভব, জ্ঞানদায়কঃ ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে পাপনাশক পরমদেব! ত্বং অস্মভ্যং পরমং জ্যোতিঃ পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৬অ—৪খ-৪সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠতম পাপনাশক সত্ত্বস্বরূপ হে দেব! সখা যেমন সখার মঙ্গল সাধন করেন, সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় পরমমঙ্গলসাধক সেই আপনি আমাদিগের জ্ঞানদায়ক হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে পাপনাশক পরমদেব! আপনি আমাদিগকে পরমজ্যোতিঃ পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)। (১৬অ—৪খ—৪সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'হরীণাম্পতে' অস্মদীয়ানাং হরিত-বর্ণানাং পশূনাং স্বামিন। হে 'ইন্দো' সোম! 'দেব!' 'অরস্তমঃ' অতিশয়েন দীপ্ত-রূপোপেতঃ 'নর্য্যঃ' কর্ম্ম-নেতৃভ্য ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ হিতঃ 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'রুচে ভব' দীপ্তিকরো ভব। কইব? 'সখেব' যথা সখা 'সখ্যে' মিত্রায় দীপ্তিং করোতি, তদ্বৎ। (১৬অ—৪খ—৪সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৬১০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। 'হরীণাং পতে' পদদ্বয়ে ভাষ্যাদিতে 'হরিতবর্ণানাং পশূনাং স্বামিন!' অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ হরিৎবর্ণ পশুদিগের অধিপতি এই ব্যাখ্যা দ্বারা ভগবানের কোন মাহাত্ম্য পরিবর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। 'হরি' শব্দে পাপহারক অর্থ প্রকাশ পায়, সুতরাং 'হরীণাং পতে' শ্রেষ্ঠতম পাপহারক অর্থই প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভগবান যে পশুদিগের এবং বিশেষভাবে হরিৎবর্ণ পশুদিগের অধিস্বামী হইলেন কেন, তাহার কোনও সদুত্তর ভাষ্যে পাওয়া যায় না।

তিনি মানবকে সখার ন্যায় আপনার স্নেহময় ক্রোড়ে ধারণ করিয়া থাকেন, বন্ধুর ন্যায় সদুপদেশ দানে সৎপথে প্রেরণা দেন। তিনি জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ, অনন্ত জ্যোতিঃর আধার, তাই সেই পরমজ্যোতির্ম্ময়ের চরণেই, পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

'নর্য্যঃ' পদের অর্থ—'নরাণাং হিতঃ' অর্থাৎ মানবের পরমঙ্গলদায়ক। সেই 'শিবং' মঙ্গলস্বরূপ ব্যতীত মানবের মঙ্গল সাধন আর কে করিবে? সেই পরমদেবতাই মানবের এক মাত্র মঙ্গলসাধক। তাঁহার অপেক্ষা মানবের উপকারী বন্ধু আর কেহ নাই। মন্ত্রে মানবের

মঙ্গলদায়ক, জ্ঞানদাতা জ্যোতিঃস্বরূপ সেই পরমদেবতার নিকটেই পরমপদপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

আমরা একংসঙ্গে নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদও প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্নসোম! তুমি দেবতাদিগের সর্ব্বাশ্রেষ্ঠ আত্মীয় সত্ত্ব; যেরূপ বন্ধু বন্ধুর উপকার করে তদ্রূপ তুমি যজ্ঞের অধ্যক্ষদিগের উপকার কর, তাঁহাদিগের মুখ উজ্জ্বল কর।" (১৬অ—৪খ—৪সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ৩ ১র ২র ৩ ১ ১ ৩ ১ ২

সনেমি ত্বমস্মদা অদেবং কং চিদত্রিণম্।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

সাহ্বাং ইন্দো পরি বাধো অপ দ্বয়ুম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'ত্বং' 'অস্মং' (অস্মান্) 'আ' (সমান্‌রূপেণ) 'সনেমি' (তব বন্ধুভূতান্ কুরু ইত্যর্থঃ); 'অদেবং' (দেবভাববিরোধিনং) 'কঞ্চিৎ অত্রিণং' (কং অপি রিপুং, সর্ব্বং রিপুকুলং ইত্যর্থঃ) 'অপ' (অপজহি, বিনাশয়); 'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'দ্বয়ুং' (দ্বয়বন্তং, অন্তর্ব্বহিঃ ইতি দ্বিবিধান্) 'বাধঃ' (বাধমানান্ বন্ধনকারিণঃ) 'সাহ্বান্' (রিপূন্) 'পরি' (পরিহর, বিনাশয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! ত্বং অস্মাকং মিত্রভূতঃ ভব; অস্মাকং সর্ব্বান্ রিপূন্ বিনাশয় ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৬অ ৪খ ৪সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে আপনার বন্ধুভূত করুন; দেবভাববিরোধী সমস্ত রিপুকুল বিনাশ করুন; হে শুদ্ধসত্ত্ব! অন্তর্ব্বহিঃ এই দ্বিবিধ বন্ধনকারী রিপুদিগকে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাধিকশততম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

আমাদিগের মিত্রভূত হউন; আমাদিগের সকল রিপুকে বিনাশ করুন। (১০ম—৫খ—সূ—৭া)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'ত্বং' 'সনেমি' পুরাণং সখ্যং 'অস্মদ্' অস্মাসু 'আ' কুরু। অপিচ 'অদেবং' অদেবনশীলং 'কঞ্চিৎ' অপি 'অত্রিণং' অদন-শীলং রাক্ষসং অস্মত্তঃ 'অপ' গময়। কিঞ্চ হে 'ইন্দো' সোম! 'সাহ্বান্' শত্রূন্ অভিভবন্ 'বাধঃ' বাধমানান্ 'পরি' জহি। তথা 'দ্বয়ুং' দ্বয়াত্মং সত্যানৃতযুক্তং বাহ্যাভ্যন্তরময়-দ্বয়োপেতং বা রাক্ষসমস্মত্তোঽপগময়। ৩।

• • •

তৃতীয় (১৬১১) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ—'অস্মৎ সনেমি'—আমাদিগকে আপনার বন্ধুভূত করুন। আমরা যেন আপনার পরম সুহৃদের ন্যায় নিরুপদ্রবে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারি। আমরা শক্তিহীন, দুর্ব্বল, আপনার বন্ধুত্ব, আপনার সাহায্য লাভ করিয়া যেন আমরা মহত্ত্ব লাভ করিতে পারি। আপনার বন্ধুত্বলাভ করিলে আমাদের কোন ভয় থাকিবে না, আমরা নির্ভয়ে জীবনপথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইব। এই প্রার্থনার অন্তর্নিহিত সত্য এই যে, ভগবান সর্ব্বশক্তিমান রিপুনাশকারী। সুতরাং তাঁহার কৃপা লাভ করিলে মানুষ রিপুগণের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ভগবান যাঁহার প্রতি প্রসন্ন, তাঁহার আর কোনও ভয় ভাবনা নাই। তিনি অনায়াসেই দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় প্রার্থনা—আমাদের রিপুকুল যেন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 'অদেবং' পদের ভাষ্যার্থ 'অদেবনশীলং'—যাহা দেবভাববিরোধী, যাহা দেবত্ব-বিকাশের পথে বিঘ্ন, তাহাই 'অদেবং'। আবার, 'দ্বয়ুং' 'বাধঃ' পদদ্বয়ে এই রিপুগণের প্রকৃতি আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। 'দ্বয়ুং' পদে রিপুগণের দুইটী ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। সেই দুই দিক অন্তর ও বাহির। মানুষ তাহার অন্তরস্থিত শত্রুগণের দ্বারা যেমন বাধা প্রাপ্ত হয়, বাহিঃস্থিত শত্রুগণও তেমনি তাহাকে পদে পদে বাধা প্রদান করেন। 'দ্বয়ুং' পদে এই দ্বিবিধ শত্রুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। মোটের উপর সমগ্র মন্ত্রটীতে রিপুনাশের প্রার্থনাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নিম্নে এতৎপ্রসঙ্গে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইল,—"হে সোম! তুমি পূর্ব্ববৎ আমাদিগের সহিত বন্ধুত্ব কর; যে কোন দেবশূন্য মায়াবী রাক্ষস আমাদিগের অনিষ্ট করে তুমি বল প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে পরাভব কর।" (১৬ম—৪প—৪স্—৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাধিকশততম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্ট বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

র -- র ১ ২১২১ ২৩২১ ২১২১২১র
১। গোমস্না ২ য়িন্দো। অশ্বো বা। সুতঃসুদা। ক্ষণিবা। শুচিঞ্চবর্ণমধিগোষু।

২ ১র — ১র — র ১ ২১র
ধা ২ ৩। রয়াউবা। শূধয়া ২। সনোহরা ২ য়িণাম্। পত্তোবা। ইন্দো-

২র১ ২৩১১ র২১২র১২১র ২
দেবা। স্পরস্তমাঃ। সথেবসথোনরিয়োক্ষ। চা ২ ৩ মি। ভবাউবা।

১র — ১র — ১ ২র১র২১ ২৩২১
শূণিয়া ২। সনেমিক্স ২ বম। অস্মদোবা। আদেবক্বাম। চিদাত্রিণাম্।

২র১র ২র১৩.র২র১ ২ ১র ১
সাহ্বাঁ৺ ইন্দোপরিবাধোঅ। পা ১ ৩। ঘয়াউবা। শূণিয়া ২। এ ২ ৩

২n ১
হিয়া ৩৪৩। ও ২৩৪৫ ঈ। ডা।

* * *

২র র ১২ ১ ২ ১
২। গোমস্নইন্দোঅশ্বাবাৎ। সুতঃসুদক্ষধনিবা। শুচিঞ্চবর্ণমা ৩ ধায়িগো ২ ৩ ৪

৫ ১n৩ ৫রর ২ ১৩১১১১ ২র রর
হায়ি। ষু ২ ধা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। রয়া ২ ৩ ৪ ৫। সনোহরীণা-

১২ ১রর ২র ২n ১ ৫
স্পতায়ি। ইন্দোদেবস্পরস্তমাঃ। সথেবসথোনা ৩ রায়িয়ো ২ ৩ ৪ হায়ি।

২n৩ ৫রর ২ ১৩১১১১ ২র ১২
ক্ষ ২ চা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। ভবা ২ ৩ ৪ ৫। সনেমিত্বমাস্মাৎ।

১রর ২রর র n ১ ৫ ১n৩
আদেবক্ষুৎদত্রিণাম। সাহ্বাঁ৺ ইন্দোপরী ৩ বাধো ২ ৩ ৪ হায়ি। আ ২ য়াঃ

৫রর ২ ১৩১১১১
২ ৩৪ ঔহোবা। এ ৩। বয়ু ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

* * *

২র১২ ৪৫র ২৩ ৫ ২১২১ ২n৩ ৫
৩। গোমন্না ৩ ইন্দো। আশ্বা ২ ৩ ৪ বাৎ। সুতঃসুদা। ক্ষাধান্না ২ ৩ ৪ য়িবা।

২১২১ ৭ n৩ ২র১৩ ১১১১
শুচায়িঞ্চবা। পমা ২ ধা ২ ৩ ৪ ৫ য়িগো ৬৫৬। সুধারয়া ২ ৩ ৪ ৫।

২১র২ ৫র ১n৩ ৫ ২১র২র১ ২৩ ৫
সনোহা ৩ য়ী। পাপ্পা ২ ৩ ৪ ভায়ি। ইন্দোদেবা। প্সারণ্ডা ২ ৩ ৩ মাঃ।

২১ ৭ n ৩ ২র১৩১১১১
নথায়িবসা। খিন্না ২ য়িনা ২ ৩ ৪ ৫ র্ষা ৬ ৫ ৬ঃ। ক্লচেহুবা ২ ৩ ৪ ৫।

২১র২ ৫ ২৲৩ ৫ ২র১র২১ ১৩ ৫
নাংেমী ৩ ভু। বামা ২ ৩ ৪ স্বাৎ। আদেবকাম। চায়িদত্রা ২ ৩ ৪ মিণাম।

২র১ ৭ ৲ ৩
নাহ্বা৺ইন্দো। পরা ২ য়িবা ২ ৩ ৪ ৫ ধা ৬ ৫ ৬ঃ।

২ ১৩১১১১
অপাঘয়ু ২ ৩ ৪ ৫ ম্। ১২।৩। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ক ২র ৩ ১২ ৩ ১ ২
অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতু৺

৩ ২ ৩ক ২র
রিহন্তি মধ্বাঽভ্যঞ্জতে।

১ ২ ৩ ২ ৩১২ ৩১২
সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণ৺ হিরণ্য-

৩ ২ ৩২৩১ ২
পাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধকাঃ 'সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে' (সত্ত্বসমুদ্রতরঙ্গে) 'পতয়ন্তং' (নিমজ্জমানং, পতনশীলং, সত্ত্বভাবপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'উক্ষণং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'ক্রতুং' (সৎকর্ম্ম) 'অঞ্জতে ব্যঞ্জতে, সমঞ্জতে' (সম্যক্‌প্রকারেণ, সর্ব্বতোভাবেন গচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি, সাধয়ন্তি ইত্যর্থঃ); 'মধ্বা' (মধুনা, অমৃতেন) 'অভ্যঞ্জতে' (অভিগচ্ছন্তি, মিশ্রিতং কুর্ব্বন্তি); সাধকাঃ সত্ত্বভাবপ্রাপকং অমৃতময়ং সৎকর্ম্ম সাধয়ন্তি—ইতি ভাবঃ; 'হিরণ্যপাবাঃ' (হিরণ্যেন

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে; (১) "শ্রুধ্যম্", (২) "ত্রৈতম্" এবং (৩) "গৌক্ষণম্।"

পুনন্তঃ, পবিত্রহৃদয়াঃ সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'পতন্তং' (পতন্তং, অজ্ঞানতাং) 'অপস্যু' (অমৃতেষু, অমৃতপ্রবাহে) 'গৃভ্ণতে' (গৃহ্ণন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ অমৃতেন অজ্ঞানতাং দূরং কুর্ব্বন্তি—ইতি ভাবঃ। (১৬অ ৪খ—৫সূ ১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ সত্ত্বসমুদ্রতরঙ্গে পতনশীল, অর্থাৎ সত্ত্বভাবপ্রাপক, অভীষ্টবর্ষক সৎকর্ম্ম সম্যক্‌প্রকারে সাধন করেন, অমৃতের সহিত মিশ্রিত করেন; (ভাব এই যে,—সাধকগণ সত্ত্বভাবপ্রাপক অমৃতময় সৎকর্ম্ম সাধন করেন); পবিত্রহৃদয় সাধকগণ অজ্ঞানতাকে অমৃতপ্রবাহে লইয়া যান। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অমৃতের দ্বারা অজ্ঞানতা দূর করেন।)॥ (১৬অ—৪খ—৫সূ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

সোঽয়ং সোমঃ 'অজ্যতে' গোভিঃ, তথা 'ব্যজ্যতে' বিবিধমজ্যন্তে, 'সমজ্যতে' সম্যগজ্যন্তে। অত্রার্থভেদাদপুনরুক্তিঃ। তথা 'ক্রতুং' বলকরমেনং 'রিহন্তি' লিহন্ত্যাস্বাদয়ন্তি দেবাঃ। তথা পুনঃ 'মধবা' মধুনা রসেন 'অভ্যজ্যতে' তমেব সোমং 'সিন্ধোঃ' উদকস্য রসস্যাধারভূতে 'উচ্ছ্বাসে' উচ্ছ্রিতে দেশে 'পতয়ন্তং' গচ্ছন্তং। পতেণ্যন্তাৎ (পা০ সূ০)—ইত্যাদি আর্দ্ধিকে প্রাচ বৃদ্ধ্যভাবশ্ছান্দসঃ। 'উক্ষণং' সেক্তারং 'হিরণ্যপাবাঃ' হিরণ্যেন পুনন্তঃ 'পশুং' দ্রষ্টারং। 'পশুঃ পশ্যতেঃ'—ইতি (নিরু০ নৈ০ ৩।১৬) যাস্কেনোক্তত্বাৎ। 'অপ্সু' বসতীবরীষু 'গৃভ্ণতে' গৃহ্ণন্তি॥ (১৬অ—৪খ—৫সূ—১সা)॥

প্রথম (১৬১২) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধকগণ সৎকর্ম্মসম্পাদন করেন। সাধনার ঐকান্তিকতা বুঝাইবার জন্য একার্থবাচক 'অজ্যতে' 'ব্যজ্যতে' 'সমজ্যতে' প্রভৃতি পদসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধকগণ কেবল বাহ্য আড়ম্বরের জন্য সৎকর্ম্মসাধনে ব্যাপৃত হয়েন না, পরন্তু তাঁহাদের সমস্ত হৃদয়-মন তাহাতে ঢালিয়া দেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেক নিশ্বাসপতনেও সৎকর্ম্মের চিন্তা মনে জাগরূক থাকে।

সেই সৎকর্ম্মের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য কয়েকটি বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তং'—সত্ত্বসমুদ্রতরঙ্গে পতনশীল অর্থাৎ সত্ত্বভাবপ্রাপক। সৎকর্ম্ম স্বভাবতঃই সত্ত্বভাবের সহিত মিলিত হয়। সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয় পবিত্র হইলে তাহাতে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়। সুতরাং পরিণামে সাধকের চরম গতিই লাভ হইয়া থাকে।

যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র, তাঁহাদের নিকট অজ্ঞানতা থাকিতে পারে না। অজ্ঞানতা তাঁহাদের হৃদয়ে অমৃতময় পবিত্রতায় ডুবিয়া যায়, অজ্ঞানতার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। মানুষের হৃদয়ে যে পশুত্ব, অজ্ঞানতা আছে, তাহা সাধকের সাধনা'গ্নিতে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "(পুরোহিতগণ) তাঁহাকে (সোমকে) মাপিতেছেন ও তৎপ্রতিভাবে মাথিতেছেন, যেহেতু সেই সোম ক্রতু অর্থাৎ কার্য্যকুশল যখন সিন্ধু অর্থাৎ তাঁহার রস উচ্ছ্বসিত হয়, তখন তিনি নিম্ন পতিত হন, তিনি রস সেচন করিতে থাকেন, তৎক্ষণাৎ সুবর্ণাভরণধারী পুরোহিতগণ তাঁহাকে জলে লইয়া যান, যেরূপ লোকে পশুকে (স্নানের জন্য) জলে লইয়া যায়।" (১৬ঋ—৪খ—৫সূ ১সা)। *

—०—

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমঃ সূক্তঃ। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ২ ৩ ১ ২
বিপশ্চিতে পবমানায় গায়ত

৩ ১র ২র
মহী ন ধারাত্যন্ধো অর্ষতি।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩
অহির্ন জূর্ণামতি সর্পতি ত্বচমত্যো

১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
ন ক্রীড়ন্নসরদ্বৃষা হরিঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বিপশ্চিতে' (মেধাবিনে, জ্ঞানস্বরূপায় ইত্যর্থঃ) 'পবমানায়' দেবায়, তৎ প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) গায়ত' (স্তুতিং কুরুত, আরাধয়ত); 'মহী ন ধারা' (মহতী অমৃতধারা ইব) 'অন্ধঃ' (অন্নং, সত্ত্বং, শক্তিপ্রবাহং, যদ্বা—শুদ্ধসত্ত্বং) সঃ দেবঃ 'অত্যর্ষতি'

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের ত্রিচত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৫প ৬দ— ৯খ ১১সা) পরিদৃষ্ট হয়।

(প্রযচ্ছতি) ; তস্য কৃপয়া 'অহিঃ' (সর্পবৎ ক্রূরজনোঽপি) 'জূর্ণাং ত্বচং' (জীর্ণাং ত্বচং, মালিন্যদোষযুক্তং কর্ম্ম) 'অতিসর্পতি' (পরিহরতি) ; 'অত্যঃ ন' (অশ্বঃ ইব, ব্যাপকজ্ঞানং যথা শীঘ্রং সাধকং উদ্ধারয়তি, তদ্বৎ) 'বৃষা হরিঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ পাপহারকঃ দেবঃ) 'ক্রীড়ন' (ক্রীড়মানঃ সন, অনায়াসেনৈব) 'অসরৎ' (সরতি, প্রাপ্নোতি, সাধকান ইতি শেষঃ)। আত্মোদ্বোধকঃ নিত্যসত্যমূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবদারাধনাপরায়ণাঃ ভবেম ; সঃ পরমদেবঃ সাধকেভ্যঃ অমৃতং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ ॥ (১৬অ—৪খ—৫সূ—২সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! জ্ঞানস্বরূপ পবিত্রকারক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য আরাধনা কর ; মহতী অমৃতধারাতুল্য শক্তিপ্রবাহ (অথবা শুদ্ধসত্ত্ব) সেই দেবতা প্রদান করেন ; তাঁহার কৃপায় সর্পবৎ ক্রূরজনও মালিন্যদোষযুত কর্ম্ম পরিহার করে ; ব্যাপকজ্ঞান যেমন শীঘ্র সাধককে উদ্ধার করে সেইরূপভাবে অভীষ্টবর্ষক পাপহারক দেবতা অনায়াসেই সাধকদিগকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবদারাধনাপরায়ণ হই ; সেই পরমদেবতা সাধকদিগকে অমৃত প্রদান করেন।) ॥ (১৬অ—৪খ—৫সূ—২সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিপশ্চিতে' মেধাবিনে 'পবমানায়' পূয়মানায় 'গায়ত' স্তুতিং কুরুত। স চ বিপশ্চিৎ সোমঃ 'মহী ন ধারা' মহতী বর্ষ-ধারেব 'অন্ধঃ' অন্নং রসাত্মকং 'অত্যর্ষতি' 'অহিন' অহিরিব 'জূর্ণাং' জীর্ণাং ত্বচং 'অতি সর্পতি' আত্মমুক্তি ধারা দশাপবিত্রাৎ অভিষবাদিকর্ম্মণা ত্বচং বিমুঞ্চতীত্যর্থঃ। 'অত্যঃ ন' অশ্ব ইব 'ক্রীড়ন' ক্রীড়মানঃ 'অসরৎ' সরতি দ্রোণকলশং গচ্ছতি। 'বৃষা' বর্ষকঃ কামানাং 'হরিঃ' হরিতবর্ণো রসঃ। (১৬অ—৪খ—৫সূ—২সা) ॥

• • •

দ্বিতীয় (১৬১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর প্রধান ভাব আত্মোদ্বোধন। সাধক আপনার চিত্তবৃত্তিকে ভগবদারাধনায় বিনিযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। মানবজীবনের চরম অভীষ্ট ভগবৎপূজা, ভগবদারাধনা। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই মানুষ জীবনের সেই শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না। কত বাধাবিঘ্ন, কত প্রবল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হয়। আবার, এই সকল প্রতিবন্ধক ব্যতীত অন্যবিধ বহু রিপুশত্রু আছে, যাহাদের আক্রমণে মানুষ পরাজিত হয়।

মায়ামোহ মানুষকে ভুলাইয়া রাখে, প্রকৃত সৎপথে চলিতে দেয় না, দুর্ব্বল মানুষও তাহাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া শত্রুকবলে আত্মবিসর্জ্জন করে। তাই সাধক আপনাকে সৎপথে, ভগবদারাধনার পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

মন্ত্রের মধ্যে কয়েকটী উপমার দ্বারা ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত করা হইয়াছে। তিনি সাধককে শক্তি প্রদান করেন, শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন। তাঁহার কৃপায় অসৎপ্রকৃতির লোক, পাপীজনও তাহার পাপকার্য্য পরিত্যাগ করে, সৎপথে জীবনকে পরিচালিত করে। পাপী-তাপীর উদ্ধার সাধন করেন বলিয়াই ভক্তগণ তাঁহাকে পতিতপাবন বলে। যদি তাঁহার এই অসীম দয়া মানুষ না পাইত, তাহা হইলে ক্ষুদ্র মানুষের কি সাধ্য যে, প্রবলরিপুগণের আক্রমণ, মায়ামোহাদির প্রলোভন অতিক্রম করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হয়? ভগবানের করুণাবলেই মানুষের ঊর্দ্ধগতিলাভ সম্ভবপর হয়। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যায় ভাব অধিগত হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"সেই ক্ষরণশীল জ্ঞানী সোমের নাম করিয়া সকলে গান কর। তাহার প্রকাণ্ড ধারা অন্ন আহরণ করিতে যাইতেছে। যেরূপ সর্প আপনার পুরাতন চর্ম্মত্যাগ করে, সেইরূপ সেই ধারা যাইতেছে। সেই রস-সেচনকারী হরিতবর্ণ সোম ক্রীড়া-প্রসক্ত ঘোটকের ন্যায় দৌড়িতেছেন" (১৬অ—৪খ—৫সূ—২সা)। *

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩　১র　২র　৩ ২ ৩

অগ্রেগো রাজাপ্যস্তবিষ্যতে বিমানো

২ ৩　১ ২ ৩ ১ ২

অহ্নাং ভুবনেষ্বর্পিতঃ।

১ ২ ৩ ১ ২　৩ ১ ২　৩ ২　৩ ১ ২

হরির্ঘৃতস্নুঃ সুদৃশীকো অর্ণবো জ্যোতীরথঃ

৩ ২　৩ক ২র

পবতে রায় ওক্যঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্রেগঃ' (অগ্রে গন্তা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ) 'রাজা' (অধীশ্বর; লোকাধীশঃ) 'আপ্যঃ' (অনুগ্রহদায়কঃ সঃ দেবঃ) 'স্তবিষ্যতে' (স্তূয়তে—সর্ব্বৈঃ সাধকৈঃ ইতি শেষঃ); 'ভুবনেষু অর্পিতঃ'

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের চতুঃচত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম, অষ্টক তৃতীয় অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

(সর্ব্বলোকে বিরাজিতঃ) সঃ দেবঃ 'অহ্নাং বিমানঃ' (দিনানাং নির্ম্মাতা, কালাধীশঃ ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; সঃ 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'ঘৃতস্নুঃ' (অমৃতযুক্তঃ, অমৃতস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'সুদৃশীকোঃ' (শোভনদর্শনঃ, পরমকল্যাণময় ইত্যর্থঃ) 'অর্ণবঃ' (সমুদ্রবৎ, অসীমঃ) 'জ্যোতীরথঃ' (জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'ওক্যঃ' (আবাসপ্রদঃ, পরমাশ্রয়স্বরূপঃ) 'রায়ঃ' (পরমধন-দাতা) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বলোকাধীশঃ কল্যাণদায়কঃ ভগবান্ অস্মাকং পরমধনপ্রাপকঃ ভবতু—ইতি ভাবঃ॥ (৬অ—৪খ—৫সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকাধীশ অমৃতদায়ক সেই দেবতা সকল সাধকগণ কর্ত্তৃক স্তুত হয়েন; সর্ব্বলোকে বিরাজিত সেই দেবতা কালাধীশ হয়েন; তিনি পাপহারক, অমৃতস্বরূপ, পরমকল্যাণময়, অসীম, জ্যোতির্ম্ময়, পরমাশ্রয়স্বরূপ, পরমধনদাতা আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সর্ব্বলোকাধীশ কল্যাণদায়ক ভগবান্ আমাদিগের পরমধনপ্রাপক হউন।)॥ (৬অ—৪খ—৫সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অগ্রেগঃ' অগ্রে গন্তা 'রাজা' রাজমানঃ 'আপ্যঃ' সুসংস্কৃতঃ সোমঃ 'ভবিষ্যতে' স্তূয়তে যঃ 'অহ্নাং' দিনানাং 'বিমানঃ' নির্ম্মাতা চন্দ্রকলা-হ্রাস-বৃদ্ধ্যধীনত্বাদহর্ব্যবহারস্য নির্ম্মাতা 'ভুবনেষু' উদকেষু বসতীবরী-সম্বন্ধিষু 'অর্পিতঃ' স্থাপিতঃ সঃ 'রাজা' ভবিষ্যতে। কিঞ্চ 'হরিঃ' হরিত-বর্ণঃ 'ঘৃতস্নুঃ' প্রস্রুতোদকঃ 'সুদৃশীকঃ' শোভনদর্শনঃ 'অর্ণবঃ' উদকবান্। অর্ণ ইত্যুদকং নাম (নিঘ০ ১।১২।১) 'জ্যোতীরথঃ' জ্যোতির্ম্ময়-রথঃ 'রায়ঃ' ধনস্য প্রাপয়িতা 'ওক্যঃ'। ওক ইতি নিবাস-নাম (নিরু০ নৈ০ ৩।৩) তত্র হিতঃ॥ ৩॥

ইতি ষোড়শস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥ ৪॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ॥ ১৬॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক-শ্রীবীর-বুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে
উত্তরাগ্রন্থে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

* * *

তৃতীয় (১৬১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——ঃ§ঃ০ঃ§ঃ——

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে—নিত্যসত্যপ্রখ্যাপন, অপর অংশে আছে—প্রার্থনা। আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমেই একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই, "সেই সোম রাজার ন্যায়, অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন; তিনি জলের স্রোতের ন্যায় সতেজে যাইতেছেন। সংসারে দিন পরিমাণ করিবার জন্য তিনি নিযুক্ত আছেন। তিনি হরিতবর্ণ, তিনি জলে স্নান করিয়াছেন, তিনি দেখিতে এমনি সুশ্রী যেন তাঁহার শরীরে ঘৃত গড়াইয়া পড়িতেছে। তিনি ধনের ভাণ্ডার-স্বরূপ। তিনি উজ্জ্বল রথে আরোহণপূর্ব্বক ক্ষরিত হইতেছেন।"

মন্ত্রের 'বিমানঃ' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিতেছেন,—"চন্দ্রকলা হ্রাস বৃদ্ধ্যাধীনত্বাদহর্ব্বিভাগস্য নির্ম্মাতা।" প্রচলিত একটা মত এই যে,—চন্দ্র ও সোম একই বস্তু। অন্ততঃ বৈদিক-যুগের শেষভাগে চন্দ্রকেই সোমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, এবং পরিশেষে চন্দ্র ও সোম অভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছেন। সোমকেই অনেক স্থলে অমৃত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং চন্দ্রের সহিত সোমের অভিন্নতা গৃহীত হওয়ার পর, চন্দ্রও সুধার অধীশ্বর বলিয়া গৃহীত হইলেন। চন্দ্রকে 'সুধাকর' বলার ইহাও একটা কারণ। যাঁহারা এই মতাবলম্বী তাঁহারা বর্ত্তমান মন্ত্রের ভাষ্যে এই মতবাদের বীজ দেখিতে পান। প্রচলিত মতানুসারে মন্ত্রটীর দেবতা সোম, 'বিমানঃ' পদ তাঁহারই বিশেষণ। সুতরাং মন্ত্রের 'বিমানঃ' পদের ব্যাখ্যায় চন্দ্রেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃ সোম চন্দ্রে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন।

আমরা এই গবেষণা-সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। কারণ আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রে সোমের কোনও প্রসঙ্গ পাই নাই। আমাদের মতে মন্ত্রে ভগবন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং চন্দ্র বা সোম প্রভৃতি কিছুরই উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। 'অহ্নাং বিমানঃ' পদদ্বয়ের আমরা অর্থ করিয়াছি—'কালাধীশঃ' অর্থাৎ যিনি কালের নিয়ন্তা। যিনি কালকে নিয়মিত করেন। তাঁহাকেই 'অহ্নাং বিমানঃ' পদদ্বয়ে লক্ষ্য করে। স্থান ও কাল প্রভৃতি সমস্ত তাঁহাতেই বর্ত্তমান আছে। তিনি কালাতীত। অথবা অন্য মতানুসারে কালও অনন্ত এবং কাল ভগবানের বিভূতিরই অংশ-মাত্র। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও প্রকারান্তরে এই মতই পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে স্থান ও কাল (Time and Space) এই দুইটীই ভগবদ্বিভূতির অংশ। সুতরাং এই দিক দিয়াও কালকে ভগবানের বিভূতি বলিলে ভগবানকে কালাধীশ বলা যায়।

অন্য একটি দিকও আছে। মানব যে সমস্ত কর্ম্ম করে তাহার সমস্তই কালসাপেক্ষ। কালের দ্বারা অনেক সময় তাহাদের কর্ম্ম অথবা কর্ম্মশক্তি নিয়মিত হয়। সুতরাং মানবের সর্ব্ববিধ কর্ম্মাকর্ম্মের নিয়ন্তা বলিয়াও ভগবানকে কালাধীশ বলা যায়।

এতদ্ব্যতীত 'কালাধীশ' শব্দের অন্য একটা লৌকিক অর্থও আছে। মানুষের আয়ুষ্কাল

ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে। সুতরাং মানুষ যতদিন বাঁচিয়া থাকে, তাহা ভগবানের কৃপার দান-মাত্র। সুতরাং এই দিক দিয়াও ভগবানকে কালাধীশ বলা যায়।

যাহা হউক, আমরা মন্ত্রে চন্দ্রের কোন উল্লেখ পাই নাই। 'অহ্নাং বিমানঃ' পদদ্বয়ের যে ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে, আমরা তাহাই প্রদান করিয়াছি।

নিম্নে ইহার একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইল। তাহার দ্বারা আমাদিগের ও ভাষ্যের ভাব অধিগত হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই;—"অগ্রগামী আউর বিরাজমান জলোঁমে সংস্কার কিয়া জাতা হুআ সোম স্তুতি কিয়া জাতা হ্যায় জো সোম চন্দ্রকলাকী ন্যূনাধিকতাকে বশীভূত হোনেসে দিনোকী রচনা করনেওয়ালা আউর বলতীবরী জলোঁমে স্থাপিত হ্যায় বহ সোম স্তুতি কিয়াজাতা হ্যায়, আউর হরেবর্ণকা তথা জলোঁমে ফৈলাহুআ সুন্দর দর্শনীয় আউর অলবান জ্যোতির্ম্ময় রথওয়ালা ধন প্রাপ্ত করানেওয়ালা আউর স্থান প্রাপ্ত করানেওয়ালা হ্যায়।

মন্ত্রের প্রথম অংশে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধকগণ তাঁহাকে আরাধনা করেন। সেই পরমদেবতা আমাদিগকে আমাদের সর্ব্বাভীষ্টপূরক পরমধন প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনার সার মর্ম্ম। (১৬অ ৪থ ৫স্থ ৩সা)। *

—— • ——

পঞ্চম-সূক্তের গেয়-গান।

১ ২ ২ ১ ১ ২ ১ ~
অগ্নোবা। তান্নিবিয়জ্ঞতায়ি। সমগ্নতায়ি। ক্রতুং বিরুস্তিমধুবা। ভিয়গ্নাতা ২ যি-

১ র র র ২ ১ ১ ২ ৪ ৫ ২র ১
সিন্ধোরুচ্ছ্বাসেপতয়া। তমুক্ষাণা ২ ৩ ম। হায়িরা ৩ ণ্যাণা। বাঃপশূনা ২ ৩।

১ ২ ৪ ২ ১ র র ২র ১ --
শূপা ৩ ভ ৰ্ণা ৫ তা ৬ ৫ ৬ য়ি। দিশোবা। চিত্তেপবমানা। যগায়াতা ২।

১ র র র ২র ১ — ১ র র ২ ১
মহীনধা। বাঅতিয়া। ধোত্র্বাতা ২ য়ি। অতিয়ন্ অর্ণামত্তিনা। পত্তিবা-

১ ২ ৪ ৫ ২ ১ ১ ২ ৪
চা ২ ৩ ম। আত্তো ৩ নাক্রো। ভুয়সারা ২ ৩ ৎ। বার্যা ৩ দা ৫ ব ৬ ৫ ৬ য়িঃ।

২ ১ র র র ১ ১ -- ১ র র র
অগ্নোবা। গোরাজাঅপিয়াঃ। তবিয়াতা ২ য়ি। বিমানোঅহ্নাংভুবনায়ি।

২ ১ -- ১ ২র ১ ১ ২
বুনর্যায়িতা ২ ঃ। হরির্ঘৃতস্নূঃ সুদৃশায়ি। কোঅর্ণাবা ২ ৩ঃ। জ্যোতী ৩

৪ ৪ ২ ১ ১ ২
রাথাঃ। পবতায়িরা ২ ৩। যাও ৩ ৪ ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ঃ। ১।২।০। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের পঞ্চচত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"শ্রাবণ।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকে—সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং। ১৭।

* * *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
বিশ্বেভিরগ্নে অগ্নিভিরিমং যজ্ঞমিদং বচঃ।
১ ২
চনো ধাঃ সহসো যহো ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহসঃ' (সর্ব্বশক্তি বলস্য) 'যহো' (আশ্রয়) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব !) 'বিশ্বেভিঃ' (সর্ব্বৈঃ) 'অগ্নিভিঃ' (জ্যোতির্ভিঃ, প্রকাশরূপৈঃ ইতি যাবৎ) 'ইমং' (প্রবর্ত্তমানং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজ্ঞং' (যাগাদিকর্ম্ম) 'বচঃ' (স্তোত্রং চ) 'ধাঃ' (অপাঃ, ধারয়, গ্রহণং কুরু ইতি শেষঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—সর্ব্বেষাং শক্তীনাং আশ্রয়ভূত হে জ্ঞানদেব! অস্মাকং কর্ম্ম বচঃ চ তেজঃসমন্বয়যুক্তং ভবতু, তৎ কুরু। (১৭অ-১খ-১দ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকল শক্তির আশ্রয়-স্থান হে জ্ঞানদেব! সর্ব্বপ্রকার প্রকাশরূপের দ্বারা (জ্যোতিঃরূপে, জ্ঞানরূপে) আপনি আমাদিগের অনুষ্ঠিত যাগাদিকর্ম্ম ও স্তোত্র গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সকল শক্তির আশ্রয়ভূত হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের কর্ম্ম এবং বাক্য যেন আপনার সহিত সম্বন্ধযুত হয়, তাহা করিয়া দিউন।)। (১৭অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সহসোযহো' বলস্য পুত্র! দেবতারূপ! 'অগ্নে'! 'বিশ্বেভিঃ' অগ্নিভিঃ সর্বৈঃ গার্হপত্যাহবনীয়াদিভির্যুক্তঃ ত্বং 'ইমং' অস্মদীয়ং 'যজ্ঞং' 'ইদং' অস্মদীয়ং 'বচঃ' স্তোমঞ্চ সেবমানঃ 'চনঃ' অন্নং 'ধাঃ' অস্মভ্যং দেহি। (১৭অ ১খ—১৭ ১সা)।

* * *

প্রথম (১৬১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটির সম্বন্ধে ভাষ্যকারগণের মধ্যে যে গবেষণা চলিয়াছে, প্রথমে তাহার একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। তাঁহারা বলেন 'সহসঃ যহো' পদদ্বয়ের অর্থ —'বলের পুত্র'। তদনুসারে অধ্যাহার করা হয়,—বলের (শক্তির) দ্বারা ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এখানে সেই অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে; বলা হইতেছে,—'হে বলের পুত্র অগ্নি! আপনি অন্যান্য অগ্নিসকলের (গার্হপত্য, আহবনীয় প্রভৃতি) সহিত আমাদের এই যজ্ঞ ও স্তোত্র ধারণ করুন।' *

এক প্রকার অগ্নি, অন্যান্য অগ্নির সহিত আসিবেন—ইহার তাৎপর্য্য কিছু বুঝিয়া পাওয়া যায় না। অগ্নির বিভিন্ন প্রকার বা বিভিন্ন প্রকারে উৎপন্ন অগ্নির বিষয় ধারণা করা যায় বটে; কিন্তু এক অগ্নির মধ্যে সেই সকল অগ্নির অধিষ্ঠান কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? অতএব, আমরা মনে করি, এখানে ঐ পরিদৃশ্যমান অগ্নির বিষয় বলা হয় নাই। 'বিশ্বেভিঃ অগ্নিভিঃ'

---

* পরিদৃশ্যমান অগ্নির অতীত অগ্নকে যে সম্বোধন করা হইয়াছে, মন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদে (ওল্ডেনবর্গ ও মাক্সমূলারের অনুবাদে) তাহা বোধগম্য হইতে পারে। সে অনুবাদ, "With all Agnis (i e., with all thy fires), O Agni, accept this sacrifice and this prayer, O young (son) of strength." এই ইংরেজী অনুবাদে লুডউইগ, গোল্ডনার ও কুন প্রভৃতি অন্যান্য পণ্ডিতগণের অনুসরণ আছে বলিয়া প্রকাশ।

পদদ্বয়ে ঐ জ্বলন্ত অগ্নির প্রতিও লক্ষ্য নাই। 'বিশ্বেভিঃ অগ্নিভিঃ' পদদ্বয়ে বিশ্বের প্রাণস্বরূপ অগ্নি জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি এই ভাবই প্রকাশ পায়। এই দৃশ্যমান অগ্নির মধ্যেই তোমার বিশ্বব্যাপী জ্ঞানময় মূর্ত্তি যেন প্রকাশ পায় দেখিতে পাই; আর, আমার কর্ম্ম ও বাক্য যেন সেই জ্ঞানের সহিত, তোমারই সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। ইহাই এ মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ বলিয়া মনে করি। (১৭অ- ১খ—১সূ—১সা)।

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২　৩　১র　　২র ৩　　১ ২　　৩ ১ ২ ৩　　১ ২

যচ্চিদ্ধি শশ্বতা তনা দেবন্দেবং যজামহে।

১র　　১র　　৩ ২

ত্বে ইদ্ধূয়তে হবিঃ॥ ২॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'যচ্চিদ্ধি' (যদ্যপি) বয়ং 'শশ্বতা' (শাশ্বতেন, নিত্যেন, সদাপ্রদত্তেন) 'তনা' (বিস্তৃতেন হবিষা, প্রকৃষ্টেন পূজোপকরণেন) 'দেবং দেবং' (বিভিন্নং দেবং) 'যজামহে' (পূজয়ামহে); তথাপি তৎ 'হবিঃ' (সর্ব্বং আহবনীয়ং, সর্ব্বা পূজা ইত্যর্থঃ) 'ত্বে ইৎ' (ত্বয়ি ইব) 'হূয়তে' (প্রদীয়তে, অর্পিতে ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানং হি সর্ব্বদেবময়ং; সর্ব্বদেবানাং পূজয়া সহ জ্ঞানং সম্বন্ধযুতং—ইতি ভাবঃ। (১৭অ—১খ—১সূ—২সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! যদিও আমরা সদাকাল অশেষ পূজোপকরণের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছি; তথাপি সেই সকল পূজা আপনাতেই অর্পিত হইতেছে; (ভাব এই যে,—জ্ঞানই সর্ব্ব দেবময়; সকল দেবতার পূজার সঙ্গেই জ্ঞান সম্বন্ধযুক্ত।)॥ (১৭অ— খ—১সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ষড়্‌বিংশ সূক্তের দশমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দেবং দেবং' অন্যমন্যং বরুণেন্দ্রাদিরূপং নানাবিধং দেবতাবিষয়ং 'যজামহে' তত্রাপি তৎ 'হবিঃ' সর্ব্বং 'ত্বে ইৎ' ত্বয্যেব জুহ্বতে অন্য-দেবতান্তর-বিয়োগোঽপি ত্বদাত্মৈব দেবেত্যর্থঃ। তনা—তনু বিস্তারে (তনা০ প০), ক্বিপ্ চ (৩।২।৭৬)—ইতি ক্বিপ্, যদ্বা পচাদ্যচ্, সুপাং সুলুগিতি (৭।১।৩৯) তৃতীয়ায়া আকারঃ। দেবংদেবং - নিত্যবীপ্সয়োঃ (৮।১।৪) ইতি দ্বির্ভাবঃ, তস্য পরমাম্রেড়িতং (৮।১।২)—ইতি উত্তরস্যাম্রেড়িতসংজ্ঞায়াং অনুদাত্তঞ্চ (৮।১।৩) ইতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। যজামহে নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত (৮।১।৩০) ইতি নিঘাত-প্রতিষেধঃ। ত্বে যুষ্মচ্ছব্দাৎসপ্তম্যেকবচনস্য সুপাং সুলুগিতি (৭।১।৩৯) শে-আদেশঃ, ত্বমাবেকবচনে (৭।২।৯৭) ইতি মপর্য্যান্তস্য ত্বাদেশঃ, শেষেলোপে অতো গুণে (৬।১।৯৭) ইতি পররূপত্বং, শে (১।১।১৩) ইতি প্রগৃহ্য-সংজ্ঞায়াং প্লুত-প্রগৃহ্যা অচি (৬।১।১২৫)—ইতি প্রকৃতিভাবঃ। জুহ্বতে—অকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োঃ (৭।৪।২৫) ইতি দীর্ঘঃ ॥২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৬১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এখানে সাধকের ভেদ-ভাব বিদূরিত হইয়াছে। এখানে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সকল দেবতাই এক। অদ্বিতীয় সনাতন ব্রহ্মই যে নানা দেবরূপে আপন বিভূতি বিস্তার করিয়া আছেন, এখানে সাধকের তাহা বোধগম্য হইয়াছে। আলোক-স্তম্ভ যেমন কেন্দ্রস্থান হইতে চারিদিকে রশ্মিরূপে বিস্তৃত হয়; এবং সেই অসংখ্য অনন্ত রশ্মিমালার অনুসরণে অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে যেমন কেন্দ্রস্থানে উপনীত হওয়া যায়; এখানেও সেই ভাব দ্যোতনা করিতেছে। যে দেবতার বা ভগবানের যে বিভূতির মধ্য দিয়াই পূজা উপচার প্রেরিত হউক না কেন, সকলই সেই অভিন্ন একে গিয়া মিলিত হইবে, সেই কথাই এখানে ব্যক্ত আছে।

একেশ্বরবাদিগণ যে বহুদেবোপাসকগণের প্রতি বিদ্রূপের দৃষ্টি সঞ্চালন করেন, এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে, তাঁহাদের সে দৃষ্টি নিশ্চয়ই সঙ্কুচিত হইতে পারিবে। হিন্দু যে অসংখ্য অগণ্য দেবদেবীর পূজা করেন, তাহার মূল লক্ষ্য এইখানে প্রকটিত রহিয়াছে। বিশ্বনাথ বিশ্বব্যাপিয়া বিশ্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। বিশ্বের যে অঙ্গেরই সেবা করিবে, তদ্দ্বারা তাঁহারই সেবা-পূজা সম্পন্ন হইবে। এ মন্ত্র সেই তত্ত্বই স্পষ্টস্বরে ঘোষণা করিতেছেন। (১৭অ-১খ ১সূ-২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ষড়্বিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩　১　২　　৩　২　৩　১　২　৩　১র　২র
প্রিয়ো নো অস্তু বিশ্‌পতির্হোতা মন্দ্রো বরেণ্যঃ।

৩২　৩১২　৩২
প্রিয়াঃ স্বগ্নয়ো বয়ম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! ত্বং 'বিশ্‌পতিঃ' (জগৎপালকঃ) 'হোতা' (যজ্ঞসম্পাদকঃ, সৎকর্ম্মকারকঃ), 'নঃ' (অস্মাকং) 'বরেণ্যঃ' (বরণীয়ঃ) 'প্রিয়ঃ' (প্রেমাস্পদঃ) 'মন্দ্রঃ' (আনন্দবর্দ্ধকঃ) 'অস্তু' (ভব); 'বয়ং':(প্রার্থনাকারিণঃ) 'স্বগ্নয়ঃ' (অগ্নিসহযুক্তাঃ, সদ্‌জ্ঞানসমন্বিতাঃ সন্তঃ) 'প্রিয়াঃ' (তবানুগ্রহযুক্তাঃ) ভূয়াস্ম ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ - যেন বয়ং অস্মাকং কর্ম্মণা তব প্রেমাধিকারিণঃ ভবেম, হে দেব! তদনুগ্রহং কুরু। (১৭অ—১খ—১সূ - ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনি জগৎপালক, যজ্ঞসম্পাদক (সৎকর্ম্মকারক), আপনি আমাদিগের বরণীয় প্রিয় এবং আনন্দবর্দ্ধক হউন; প্রার্থনা-কারী আমরা যেন সু-অগ্নি-সহযুত (সদ্‌গুণান্বিত) হইয়া আপনার প্রিয় (অনুগৃহীত) হইতে পারি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—যেন আমরা আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা আপনার প্রেমাধিকারী হই, হে দেব! সেই অনুগ্রহ করুন।)॥ (১৭অ—১খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিশ্‌পতিঃ' বিশাং প্রজানাং পালকঃ। পত্যাবৈশ্বর্য্যে (৬।২।১৮)—ইতি পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং (৬।২।১৯৯) ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। 'হোতা' হোমনিষ্পাদকঃ 'মন্দ্রঃ' হৃষ্টঃ 'বরেণ্যঃ' বরণীয়ঃ। বৃঞ এণ্যঃ (উ০ ৩ ৯৮) বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। এবং বিশিষ্টোঽগ্নিঃ 'নঃ' অস্মাকং 'প্রিয়ঃ' 'অস্তু' ভবতু। 'বয়ং' অপি 'স্বগ্নয়ঃ' শোভনাগ্নি-যুক্তাঃ। বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যাং (৬।২।১৭২)—ইতি উত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। এবম্ভূতঃ অতস্তব প্রিয়া ভূয়াস্মঃ ইতি শেষঃ। (১৭অ—১খ—১সূ - ৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৬১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

আমার হৃদয়ের প্রেম-ভক্তির দ্বারা ভগবানের প্রীতি-সম্পাদনে আমি যেন সমর্থ হই ;— তিনি যেন আমার বরণীয় ও প্রিয় হন। তাহা হইলে, তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুত হইয়া সদ্‌জ্ঞান লাভ করিয়া, আমিও তাঁহার প্রিয় হইতে পারিব। হে ভগবন্‌। তুমি আমাদের প্রিয় হও, আমরা তোমার প্রিয় হই, আমাদের ও তোমার মধ্যে যেন অভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সাধারণতঃ এ মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। * (১৭অ—১খ—১সূ—৩সা)। †

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩২৩ ২৩ ১২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ

৩ ১ ২ ৩ ১২
অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বেভ্যঃ) 'জনেভ্যঃ' (লোকেভ্যঃ) 'পরি' (উপরি অবস্থিতমিতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ—বয়মিতি শেষঃ); স হি 'অস্মাকং' (অস্মদীয়ঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং, যুষ্মদীয়ঃ, 'অস্মাকং বঃ'—অস্মদীয়োঃ যুষ্মদীয়ঃ সর্ব্বেষাং ইতি ভাবঃ) 'কেবলঃ' (কৈবল্যপ্রদঃ, মোক্ষদঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। হে ভগবন্‌! ন চ কেবলং অস্মাকং পরন্তু ত্বং সর্ব্বেষাং কল্যাণদায়কো ভব॥ (১৭অ—১খ-২সূ—১সা)॥

---

* ইংরাজী অনুবাদে মন্ত্রটীর অর্থ কিরূপ বিকৃত হইয়া আছে, লক্ষ্য করুন ;— "May he be dear to us, the lord of the clan the joy-giving, elect Hotri; may we be dear (to him), possessed of good Agi (i.e., of good fire). গৃহে অগ্নি-রক্ষা করিলেই তাঁহার প্রিয় হইব,— এই কি মর্ম্মার্থ?

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ষড়্‌বিংশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্‌ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায় একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বের সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) যে ইন্দ্রদেবকে আমরা আহ্বান (স্তব) করিতেছি; তিনি আমাদের ও তোমাদের সকলেরই কৈবল্যমোক্ষ-প্রদানকর্ত্তা। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! কেবল আমাদিগের বলিয়া নহে; আপনি সকলেরই কল্যাণ সাধন করুন)। (১৭অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্যজমানাঃ 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বেভ্যঃ জনেভ্যঃ 'পরি' উপরি অবস্থিতঃ 'ইন্দ্রং' 'বঃ' যুষ্মদর্থং 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ। অতঃ স ইন্দ্রঃ 'অস্মাকং' 'কেবলঃ' সাধারণঃ 'অস্তু' ইতরেভ্যোঽপ্যধিকমনুগ্রহমস্মাসু করোত্বিত্যর্থঃ। ইন্দ্রং—মন প্রত্যয়ান্তঃ (উ০ ২।২৮); নিত্যাদ্যুদাত্তঃ (৬।১।১৯৭)॥ (১৭অ—১খ—২সূ ১সা)॥

* . *

প্রথম (১৬১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

সাধারণতঃ এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়,—'হে যজমানগণ! তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা সকল লোকের উপরিস্থিত ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিতেছি; তিনি কেবল আমাদেরই (অর্থাৎ আমাদেরই প্রতি অনুগ্রহশীল) হন।'

ঋত্বিকগণ বা পুরোহিতগণ এই মন্ত্রে যেন প্রকাশ করিতেছেন,—'ভগবান একমাত্র তাঁহাদেরই নিজস্ব অর্থাৎ তাঁহাদেরই কথা শুনেন; তাই যজমানের জন্য তাঁহারা ভগবানকে ডাকিতেছেন।'

এ হিসাবে ব্রাহ্মণগণের স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা এই মন্ত্রে যেন জাজ্বল্যমানরূপে প্রকাশমান রহিয়াছে। 'ঈশ্বর কেবল আমাদেরই (পুরোহিতগণেরই)'—এই যদি মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ হয়, আর আমরা (পুরোহিতগণ) তোমাদের (যজমানদিগের) মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি তোমাদের মঙ্গলবিধান করিতে আসিবেন এই যদি মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল হয়; তাহা হইলে আমরা বলি, এ মন্ত্র বেদের অঙ্গ হইতে এখনই বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য,—এরূপ অসন্তোষমূলক মন্ত্র একেবারেই অপঠিতব্য।

'অস্মাকমস্তু কেবলঃ'; এ বাক্যের অর্থ কেহ কেহ আবার 'তিনি (ঈশ্বর) কেবল ভারতবাসীরই হন'—এমন ব্যাখ্যাও করিয়া গিয়াছেন। এ ব্যাখ্যাও পূর্ব্বরূপ বৈষম্যপূর্ণ একদেশদর্শিতা দোষ-দুষ্ট সুতরাং গ্রহণীয় নহে বলিয়াই মনে করি।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বঃ' এবং 'কেবলঃ' পদদ্বয়ের অর্থ-বিবৃতি-হেতু যত অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে। 'যুষ্মদ্' শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে 'বঃ' হইলে, 'তোমাদের জন্য' অর্থ না হইবেই বা কেন? হইতে পারে; তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যেখানে 'সম্বন্ধে ষষ্ঠী' সুসঙ্গত হয়, সেখানে দূর অন্বয়ে 'নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী' কল্পনা করি কেন? বিশেষতঃ এখানে যখন 'হেতু' শব্দের প্রয়োগ নাই; সুতরাং "নিমিত্তাৎহেতুপ্রয়োগে" সূত্রের উপযোগিতা এখানে দেখা যায় না। অতএব, আমরা বলি, সাদাসিধা 'তোমাদের' অর্থই গ্রহণ করা হউক। সম্বন্ধসূচক ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থই এখানে অধিকতর সঙ্গত। তারপর—'কেবলঃ'। এ কি পাদপূরক 'চ-বা তু-হি'-বৎ 'কেবল' মাত্র অর্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত? কদাচ নহে। এখানে 'কেবলঃ' পদের অর্থ—'কৈবল্যপ্রদঃ' 'মোক্ষপ্রদঃ' 'মুক্তিপ্রদঃ'। 'কেবল আমাদের'—এই একটা স্বার্থপূর্ণ ভাব ব্যক্ত করিতে, সূক্তের শেষে—মন্ত্রের শেষে উপসংহারে, একটা বাজে শব্দ কখনও ব্যবহৃত হইতে পারে না; উপসংহারে সারবাক্যে পরিণতি-মূলক ভাবই ব্যক্ত হওয়া সঙ্গত।

অতএব, এখানে মন্ত্রের সঙ্গত অর্থ এই যে,—'সেই পরাৎপর পরমেশ্বর আমাদিগের এবং তোমাদিগের সকলেরই মুক্তিদাতা। তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় মুক্তিদাতা কেহই নাই। তাঁহার শরণ লও,—তিনি মুক্তিদান করিবেন।'

কেহ হয় তো কূট প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন—'আমাদিগের' ও 'তোমাদিগের' ('অস্মাকং' ও 'বঃ') দুই শব্দের প্রয়োগ কেন হইল? একমাত্র 'আমাদের' বলিলেই তো সকলকেই বুঝাইত,—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত! বৃথা কেন দুই শব্দ?

আমরা মনে করি, তাহারও নিগূঢ় কারণ আছে। 'আমাদের' শব্দে, মন্ত্রের উচ্চারণকারী বা ঋত্বিক, কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুসারী বা হিন্দুগণকে বুঝাইতে পারে। আর 'তোমাদের' শব্দে যজমানকে, অন্য মার্গাবলম্বীকে বা হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতিকেও, লক্ষ্য থাকা অসম্ভব নহে। তিনি যে কেবল আমাদেরই অথবা আমরাই যে কেবল মুক্তির অধিকারী, এতাদৃশ উক্তি অজ্ঞ অবিচারী জনের মুখেই শোভা পায়। সত্য সনাতন বেদবাক্য তদ্রূপ স্বার্থপরতা-দোষে কদাচ কলুষিত হওয়া সম্ভবপর নহে। তিনি ধনীদরিদ্র-নির্ব্বিশেষে পালন করেন না। সকলের প্রতি তাঁহার সমভাব সদাই বিরাজিত। তাঁহার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব-দোষ কদাচ আসিতে পারে না।

তাই মনে হয়, সার্ব্বজনীন সাম্যভাব প্রকাশে, মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'তিনি যেমন আমাদের, তিনি তেমনই তোমাদের—সকলেরই; যে কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হইবে, তিনি সকলেরই উদ্ধার করিবেন।'

কোথায় বিশ্বজনীন ঔদার্য্য, আর কোথায় অতি অনুদার-সঙ্কীর্ণতা! অর্থ-ব্যত্যয়ে এতই ভাব-ব্যত্যয় ঘটিয়া আসিয়াছে। (১৭অ—১খ—২সূ—১সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের দশমী ঋক্। (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ২ র ৩ ১ ২
স নো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপা বৃধি।
৩ ২ ৩ ১ ২
অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সত্রাদাবন্' (সত্রে সৎকর্ম্মণি আ সম্যক দাবন্ অভীষ্ট-ফলানাং প্রদাপয়িতঃ, সততদানশীল) 'বৃষন্' (বর্ষণকারিন, প্রার্থনাপরিপূরক হে দেব!) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং) 'অপ্রতিষ্কুতঃ' (অপ্রতিস্খলিতঃ, নেতিপ্রতিশব্দরহিতঃ, যদ্যদস্মাভির্যাচ্যতে তৎ সর্ব্বং দাস্যসীত্যর্থঃ) 'সঃ' (সর্ব্বাভীষ্টসাধকঃ দেবঃ ত্বমসি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অমুং' (পরিদৃশ্যমানং) 'চরুং' (অজ্ঞানতারূপং, শত্রুসহচরং মেঘং বা) 'অপাবৃধি' (দূরীকুরু, উৎপাটয়)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ সৎকর্ম্মণঃ ফলদাতঃ অভীষ্টবর্ষণকারিন্ সকলপ্রার্থনাপরিপূরক হে দেব! অস্মাকং অজ্ঞানতা-সহচরং শত্রুং বিনাশয় ॥ (১৭অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টফলপ্রদ, প্রার্থনাপরিপূরক (অথবা বৃষ্টিপ্রদ) হে দেব! আপনি আমাদের কোনও প্রার্থনাই অপূর্ণ রাখেন না; সর্ব্বাভীষ্টসাধক সেই দেবতা আপনি, আমাদের পরিদৃশ্যমান ঐ শত্রু-সহচরকে দূর করুন (অর্থান্তরে—ঐ মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া জলদান করুন)। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের ফলদাতা, অভীষ্টবর্ষণকারী, সকল প্রার্থনার পরিপূরক হে দেব! আমাদিগের অজ্ঞানতা-সহচর শত্রুকে বিনাশ করুন)। (১৭অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সত্রাদাবন' অস্মদভীষ্ট-ফলানাং সর্ব্বেষাং সহ প্রদাতঃ! আতো সনিন কনিব্বনিপশ্চ (৩।২।৭৪)—ইতি বনিপ্, আমন্ত্রিতস্য চ (৬।১।১৯৮) ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং, পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ (৮।১।১৯)। অতঃ কারণাৎ ব্রীহ্যাদিনিষ্পত্ত্যর্থং হে 'বৃষন্' বৃষ্টি-প্রদেন্দ্র! আমন্ত্রিত-নিঘাতঃ (৮।১।১৯) 'নঃ' অস্মদর্থং 'অমুং' 'দৃশ্যমানং' 'চরুং' মেঘং। চরত্যতি চরুঃ ভৃমৃশীতচরিত্সরিতনিধনিমস্জিভ্য উঃ (উ॰ ১।৭) উ-প্রত্যয়ঃ, প্রত্যয়-স্বরেণান্তোদাত্তঃ। 'অপাবৃধি' উদ্ঘাটয়। বৃঞ্ বরণে

(খা উ০), লোটঃ সিপ্ তস্য 'সেহ্যপিচ্চ (৩।৪।৮৭)—ইতি হিঃ, ধাদিত্বাৎ শ্নুঃ (৩।১।৭৩) তস্য বহুলংছন্দসি (৩।৪।৭৩) ইতি লুক্ 'শ্রু-শৃণু-পৃ-কৃ বৃভ্যশ্ছন্দসি (৬।৪।১০২) ইতি হেধিরাদেশঃ, তস্য ঙিত্বাৎ পূর্ব্বস্য গুণাভাবঃ, নিঘাতশ্চ. উদ্ঘাটয়েত্যর্থঃ। তথৈব 'অস্মভ্যং' অস্মচ্ছব্দাৎ ভ্যসোভ্যং (৭।১।৩০) ইতি ভ্যমাদেশঃ, শেষে (৭।২।৯০)—ইতি অদো লোপঃ, বহুবচনে ঝল্যেৎ (৭।৩।১০৩) ইত্যেত্বং ন ভবতি 'অঙ্গবৃত্তেঃ পুনর্বৃত্তাবিধির্নেষ্টিতস্য' ইত্যুক্তং। প্রাতিপদিক-স্বরেণ স্বেতাকারউদাত্তঃ। ভ্যসোহভ্যং (৭।১।৩০)—ইত্যভ্যমাদেশ-পক্ষে শেষে লোপঃ (৭।২।৯০) ইতি মপর্য্যন্ত-শেষস্যাদশব্দস্য লোপঃ, তদা উদাত্ত-নিবৃত্তিস্বরেণ অভ্যমআদেরকারস্য উদাত্তত্বং। অস্মদর্থং 'অপ্রতিষ্কুতঃ' প্রতিশব্দ-রহিতঃ কেনচিদপ্রতি-শব্দিতঃ। কুঙ্ শব্দে (ভ্বা০ আ০) নিষ্ঠা (৩।২।১০২)—ইতি কর্ম্মণি ক্ত-প্রত্যয়ঃ, প্রতেঃ প্রাক্ প্রয়োগঃ, পারস্করাদেরাকৃতিগণত্বাৎ (৬।১।১৫৭) সুডাগমঃ, সুষামাদেরাকৃতিগণত্বাৎ (৮।৩।৯৮) ষত্বং নঞ্-সমাসে অব্যয়-পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং (৮।২।১), যস্মদস্মাভির্যাচ্যতে তত্র সর্বত্র নেতি প্রতিশব্দং নোচ্চারয়তি অতোহস্মদ্বিষয়ে কদাচিদপ্যস্খলিতঃ। এতদেবাভিপ্রেত্য যাস্কঃ—অপ্রতিষ্কুতো অপ্রতিস্খলিতো বা (নিরু০ নৈ০ ৬।১৬) ইতি ॥২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৬১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে, মেঘ-পক্ষে, অসুর-পক্ষে এবং আমাদের অজ্ঞানতাপ্রসূত অসদ্বৃত্তি-সমূহ সম্বন্ধে, ত্রিবিধ ভাব ব্যক্ত আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন ভাবে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

মরুক্ষেত্রের অধিবাসী—যাঁহারা বারিবিন্দুর জন্য ব্যাকুল—তাঁহাদের পক্ষের অর্থ—'হে যজ্ঞফলদাতা বৃষ্টির কর্ত্তা ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের কোনও প্রার্থনায় কখনও 'না' বলেন নাই; এক্ষণে, আমাদিগকে জলদানের জন্য, দূরে দৃশ্যমান ঐ মেঘপুঞ্জকে বিদীর্ণ করুন; সুবর্ষণের ফলে ধরণী শস্যশালিনী হউক, আমরা প্রচুর ধনলাভ করি।' সাধারণ মানুষ এরূপ প্রার্থনাই করিয়া থাকে।

অপর অর্থ—বৃত্রাসুরাদি কর্তৃক যজ্ঞনাশ-সূচক ও স্বর্গমর্ত্ত্য-অধিকার-মূলক আখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ মতে বৃত্রের গুপ্তচরগণ প্রতিনিয়ত আকাশ-পথে বিচরণ করিতেছে; কোন্ সময় কখন অসুরগণ আসিয়া আক্রমণ করিবে—তাহারই বিভীষিকায় জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। সেই অবস্থায় তাহারা দেবরাজ ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে,—'হে দেব! আমরা অসুরগণের অত্যাচারের ভয়ে বড়ই ভীত হইয়াছি। আপনি তাহাদের গুপ্তচরদিগকে সত্বর দূরীভূত করুন।'

অন্য অর্থ—আধ্যাত্মিক ভাবমূলক। কিবা মেঘ-বিদারণ কিবা গুপ্তচর-বিতাড়ন—সেখানে উভয় অর্থেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। আমরা সেই অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

হৃদয়, মরুক্ষেত্রসৎ উষর অনুর্ব্বর পড়িয়া আছে,—কুকর্ম্মের খরকরতাপে, পাপের অনল-ঘর্ষী শিখায়, অহরহঃ জ্বলিয়া পুড়িয়া জর্জ্জরিত হইতেছে। দূরে ক্বচিৎ-দৃশ্যমান সৎকর্ম্ম-নিবহের খণ্ডমেঘ-সমূহ সজ্জিত হয় বটে; কিন্তু বর্ষণ ঘটে না; অপকর্ম্মের প্রচণ্ড উত্তাপে সে মেঘ উড়িয়া যায়। সেই অবস্থায়, সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে করুণাবর্ষী ইন্দ্রদেব! মেঘ বিদারণ করুন। একবার বারিবর্ষণ হউক। প্রাণ জ্বলিয়া গেল। এ মরুভূমি একটু শান্তি লাভ করুক। তোমার করুণা ভিন্ন পাপ তাপ দূর হইবার নহে। তুমি করুণার আধার। করুণায় রক্ষা কর।' অসুরের অত্যাচার হইতে রক্ষা-বিষয়েও এই ভাবই আসিতে পারে।

হৃদয়ের মধ্যে অহরহঃ দেবাসুরের সংগ্রামে চলিয়াছে। সদ্বৃত্তির সহিত অসদ্বৃত্তির সংগ্রামই—সেখানে দেবাসুরের সংগ্রাম বলিয়া বুঝিতে হইবে। সে সংগ্রামে অসুর-পক্ষের গুপ্তচর—কামনা (প্রলোভন)। কামনাই পাপবৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত করে। গুপ্তচর যেমন প্রতিপক্ষের সন্ধি-স্থানে ত্রুটি-বিচ্যুতির সন্ধান দিয়া আপন পক্ষকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে, কামনাও সেইরূপ সদ্বৃত্তির হীনবল বুঝিয়া অসদ্বৃত্তিকে উৎসাহিত করিয়া থাকে। আর, তাহারই ফলে মানুষকে অশেষ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মন্ত্রে তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—'হে পরম কারুণিক! আমার হৃদয়ে শত্রুর গুপ্তচর-রূপ কামনা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার কুপরামর্শে শত্রু আমার সর্ব্বনাশ-সাধনে অগ্রসর হইতেছে। আপনি কৃপা-পুরঃসর হইয়া তাহাকে দূরীভূত করুন। কামনা (প্রলোভন) দূর হইলে, আমার শত্রু-ভয় দূর হইবে,—আমি শান্তিলাভ করিব।' অন্য অর্থ, 'অজ্ঞানতাসহচর রিপুগণ আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আপনি তাহাদিগকে সংহার করুন।' মন্ত্রের এবম্বিধ একই ভাবমূলক বিবিধ সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। (১৭অ—১খ-২সূ-২সা)॥

———•——

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১২ ৩ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২৩ ১ ২
বৃষা যূথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্ত্যোজসা।

১ ২ ৩ ১ ২
ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষা' (দুঃখং) 'বংসগঃ' (বংশগং সহজাতং, জন্মগতং) 'যূথ্যা' (যূথং—সগণং, বিষয়সংসর্গজং) 'ইব' (খলু); 'অপ্রতিষ্কুতঃ' (প্রত্যাখ্যানসূচকশব্দরহিতঃ, অভীষ্টদ ইত্যর্থঃ) 'ঈশানঃ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নো ভগবান) 'ওজসা' (বলেন অনুগ্রহীতুং, ত্বরয়া উদ্ধারয়িতুমিতি ভাবঃ) 'কৃষ্টীঃ' (সাধনমার্গিণো মনুষ্যান, স্বভক্তান্ জনান্) 'ইয়র্ত্তি' (প্রাপ্নোতি, তস্মাৎ দুঃখাৎ উদ্ধারয়তু)। মন্ত্রোহয়ং ভাবঃ—জন্ম হি দুঃখহেতুভূতং; ভগবদনুকম্পয়া তদ্দুঃখং দূরীভবতি; কিন্তু আত্মোৎকর্ষসম্পন্নো জনঃ ত্বরয়া পরিত্রাণং লভতে। (১৭অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

অথবা,

'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষণশীলঃ) 'অপ্রতিষ্কুতঃ' (নেতি-প্রত্যাখ্যানসূচক-প্রতিশব্দরহিতঃ) 'ঈশানঃ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ স ভগবান্) 'বংসগঃ' (বননীয়গতির্বা বিচিত্রগতিবিশিষ্টঃ সন) 'যূথ্যা' (সগণান, ষড়ৈশ্বর্য্যাদীন) 'ইব' (খলু) দদাতি জনান্ ইতি শেষঃ; কিন্তু 'কৃষ্টীঃ' (আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্নো জনঃ) 'ওজসা' (বলেন, আত্মোৎকর্ষপ্রভাবেণ) এব 'ইয়র্ত্তি' (পরিত্রাণং লভতে)। অত্র ভাবঃ—বিচিত্রগতিক্রমেণ ভগবান্ মনুষ্যাণাং দুঃখং নাশয়তি; কিন্তু সাধুজনঃ আত্মশক্ত্যা দুঃখাৎ মুক্তো ভবতি। (১৭অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দুঃখ নিশ্চয়ই বিষয়সংসর্গজ—সহজাত; অভীষ্টফলপ্রদ পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ভগবান্ সাধন-পরায়ণ মনুষ্যগণকে সেই দুঃখ হইতে সত্বর পরিত্রাণ করুন। (মন্ত্রের ভাব,—জন্মমাত্রে দুঃখহেতুভূত; ভগবদনুকম্পায় সেই দুঃখ দূর হয়; আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জন ত্বরায় পরিত্রাণ লাভ করেন॥ (১৭অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

অথবা,

অভীষ্টবর্ষণশীল, প্রত্যাখ্যান-সূচক না-প্রতিশব্দ রহিত, পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন সেই ভগবান্, বননীয় গতিতে অর্থাৎ বিচিত্র গতিবিশিষ্ট হইয়া মনুষ্যগণকে ষড়ৈশ্বর্য্যাদি দান করেন; কিন্তু আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্ন জন, আত্মোৎকর্ষপ্রভাবে পরিত্রাণ লাভ করেন। (এ পক্ষে ভাব এই যে,—বিচিত্রগতি-ক্রমে ভগবান্ মনুষ্যগণের দুঃখ নাশ করেন; কিন্তু সাধুগণ আত্ম-শক্তির দ্বারাই দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়েন।)॥ (১৭অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বৃষা' কামানাং বর্ষিতা ইন্দ্রঃ 'ওজসা' স্বকীয়েন বলেনানুগৃহীতুং 'কৃষ্টীঃ' মনুষ্যান 'ইয়র্ত্তি' প্রাপ্নোতি। কীদৃশ ইন্দ্রঃ? 'ঈশানঃ' সমর্থঃ 'অপ্রাংষ্কুতঃ' প্রতিশব্দ-রহিতঃ যাচামানং ন পরিহরতীত্যর্থঃ। ইন্দ্রস্য দৃষ্টান্তঃ—'বংসগঃ' বননীয়-গতির্বৃষভঃ 'যূথেন' গো-যূথানি যথা প্রাপ্নোতি তদ্বৎ। যূথাইব—যুবন্তি মিশ্রীভবন্তীতি যূথানি, যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ (অদা০ প০), তিথ-পৃষ্ঠ-গূথ-যূথ-প্রোথাঃ (উ০ ২।১২) ইতি ক্থ-প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ নিপাতনাদ্দীর্ঘত্বং, প্রত্যয়স্বরেণ অকার উদাত্তঃ (৩।১।৩), শেশ্ছন্দসি বহুলং (৬।১।৭০) ইতি শে-লুক্, ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ বক্তব্যং (২।৪।৭১ বা০) ইতি সমাসেঽপি স এব স্বরঃ॥ (১৭অ-১খ-২সূ-৩সা)॥

• • •

তৃতীয় (১৬২০) সামের মর্ম্মার্থ।

———•:*:•———

এই অমূল্য মন্ত্রটীর কু-ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। একে 'বৃষা', তায় যূথা', উপরন্তু 'বংসগঃ'! সুতরাং বেদ কি আর 'চাষার গান' না হইয়া যায়। বিশেষতঃ উপমান কর্ষণবাচক 'কৃষ্টী.' পদ! আর রক্ষা আছে কি? অতএব, ষাঁড়ের গাভীর ও কৃষকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থ করিতেই হইবে। গো-জাতিকে দেবতা জ্ঞান যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু তদিতর ব্যাখ্যাকারিগণ এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারেন কি? কাজেই সাধারণতঃ এই মন্ত্রের অর্থ করা হইয়া থাকে, 'বৃষ যেমন বংশবৃদ্ধির জন্য কামনাপরবশ হইয়া গাভীগণকে প্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রদেব সেইরূপ মনুষ্যগণকে প্রাপ্ত হন।' যাঁহারা অতি-সাবধানতার সহিত অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহারা 'বংসগঃ' শব্দের 'বননীয়-গতি' (সুন্দরগতিবিশিষ্ট) অর্থ নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক 'বননীয়-গতি বৃষ (ষাঁড়) যেমন গাভীগণের নিকট গমন করে'—ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ফলতঃ, সর্ব্বত্রই বৃষের (ষাঁড়ের) সহিত ইন্দ্রের উপমা করা হইয়াছে।

কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে দেখিলে নিশ্চয় বোধগম্য হইবে যে, ঐ মন্ত্রের 'বৃষা' পদের অর্থ ষাঁড় নহে; কেন না, উহা যে 'বৃষ' শব্দ হইতে উৎপন্ন তাহা সপ্রমাণ হয় না। 'বৃষ' শব্দের প্রথমার একবচনে বিসর্গান্ত 'বৃষঃ' পদ সিদ্ধ হয়; 'বৃষা' পদ হয় না। বহুবচন হইলেও বিসর্গান্ত 'বৃষাঃ' পদ হইত। পরন্তু যখন 'বংসগঃ' পদের সহিত উহার সম্বন্ধ, তখন উহা বহুবচনান্ত হইতেই পারে না। তবে 'বৃষা' কি? আমরা বলি, 'বৃষন্' শব্দের প্রথমার একবচনে ঐ 'বৃষা' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ-দুঃখ! উহার অর্থ—অভীষ্ট-বর্ষণশীল। 'বংসগঃ' (বংশগঃ) পদের অর্থও 'বংশবৃদ্ধির জন্য' নহে, উহার অর্থ—'সহজাত', 'জন্মগত'। ভাবান্তরে 'বননীয় গতিবিশিষ্ট' অর্থও ঐ পদে গ্রহণ করিতে পারি। 'যূথ' শব্দের প্রকৃত রূপ—'যূথানি'। উহার অর্থ—বিষয়-সংসর্গ হইতে উৎপন্ন। অথবা, উহার

অর্থ—ষড়ৈশ্বর্য্যাদি (ভগবানের যাগ স্বরূপ), 'ইব' অব্যয় শব্দ নিশ্চয়ার্থক। ফলে, "ধ্রুবা ঘৃতেব বংশগঃ" বাক্যের অর্থ—গো-বংশ বৃদ্ধির জন্য গাভীর নিকট ষাঁড়ের গমন নহে। উহার এক অর্থ 'বিষয়সংসর্গজাত কর্ম্মানুসৃত জন্মগত দুঃখপ্রবাহ।' অন্য অর্থে—'অভীষ্ট-বর্ষণশীল ভগবানের বিচিত্র গতিতে ষড়ৈশ্বর্য্যাদি দানের ভাব আসে।' আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় দুই ভাবের অর্থই প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, বিষয়সংসর্গজাত কর্ম্মানুসৃত জন্মগত দুঃখপ্রবাহ বাক্যে কি ভাব প্রাপ্ত হই? বলা হইতেছে সে দুঃখপ্রবাহ রোধ করিবে কি প্রকারে? বিরুদ্ধ কর্ম্মফল-রূপ জন্মগত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি আছে? মন্ত্রে সেই উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই সর্ব্বশক্তিমান (ঈশানঃ) ভগবান, কাহারও কোনও প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না; কেন না, তিনি যে 'অপ্রতিষ্কুতঃ'; অর্থাৎ, 'না'—এই প্রতিশব্দ কখনও তাঁহার মুখে উচ্চারিত হয় না। অপিচ, মন্ত্রে আছে 'বৃষ্টী ইয়র্ত্তি ওজসা।' অর্থ,—তিনি বলপূর্ব্বক (স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া) মানুষকে প্রাপ্ত হন বা উদ্ধার করিয়া থাকেন। তিনি যে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া মানুষকে উদ্ধার করেন, এ বিষয়ে কি আর সংশয় আছে? এ বাণী নিত্য সত্য। অপকর্ম্ম প্রভৃতির প্রলোভনে পড়িয়া, ভগবানের পাদপদ্ম হইতে মানুষ নিয়ত দূরে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে; আর, সৎকর্ম্মের স্নিগ্ধ রশ্মি দেখাইয়া, শ্রীভগবান পুনঃপুনঃ তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার প্রয়াস পাইতেছেন। দুরন্ত পুত্র যেমন দুষ্কর্ম্মের উপযোগী স্থানে পিতার চক্ষুর অন্তরালে লুকাইতে চেষ্টা পায়, আর পিতা যেমন তাহাকে সুপথে আনার জন্য প্রযত্নপর হন;—ভগবানের করুণাও সেইরূপ। এক পক্ষে এ মন্ত্রে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে।

দুঃখ যে বিষয়সংসর্গজ, দুঃখ যে জন্মসহজাত, অপকর্ম্মের ফলস্বরূপ দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই যে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, আর জন্মগতি-প্রবাহ রোধ করিতে পারাই যে মোক্ষ বা মুক্তি; সকল শাস্ত্র সকল দার্শনিক তারস্বরে এই সত্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। রোগ শোক পরিতাপ বন্ধন ও ব্যসনাদি জনিত যে দুঃখ, তাহা দেহীদিগের আত্ম অপরাধ-রূপ বৃক্ষের ফল বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ এ জীবনে মানুষ যে কিছু অপরাধ বা পাপকর্ম্ম করিবে, তাহার ফলভোগ করিবার জন্য পুনরায় তাহাকে নূতন জীবন ধারণ করিতে হইবে। সুতরাং জন্ম গ্রহণ, জীবনধারণ নিশ্চয়ই দুঃখভোগহেতুভূত। এ বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি; যথা,—

"রোগশোকপরিতাপবন্ধনব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥"

গীতায় শ্রীভগবান এই কথাই আরও একটু বিশদভাবে যথা-পর্য্যায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

ইন্দ্রিয়ের বা রিপুগণের পরিতৃপ্তি সাধন জন্য, বিষয়ের সহিত যে সঙ্গ—বিষয়ের প্রতি যে আসক্তি, তাহাই মানুষের সর্ব্বনাশের অশেষ ক্লেশের কারণ। বিষয়ে আসক্ত হইতে কিরূপে স্তরে স্তরে মানুষ দুঃখের চরম সীমায় উপনীত হয় ভগবদ্বাক্যে তাহার আভাষ পাই। সে বাক্য এ মন্ত্রের প্রথমাংশের ব্যাখ্যা মনে করা যাইতে পারে।

মন্ত্রের শেষাংশের বিবৃতিও আবার ঐ গীতাতেই দেখুন—

"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥"

অর্থাৎ, কোনও বিষয়ে অনুরাগও নাই, কোনও বিষয়ে বিদ্বেষও নাই এমন রাগদ্বেষ-পরিশূন্য যাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম, আত্মবশীভূত অর্থাৎ ভগবৎপদাঙ্কানুগত হইয়াছে এবং যিনি বিধেয়াত্মা অর্থাৎ মনকে বশীভূত করিয়া ভগবচ্চরণে ন্যস্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই পরম আনন্দের অধিকারী হন।

যিনি বিষয়-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়াছেন, তিনিই আনন্দ-লাভ করেন বা ভগবানকে প্রাপ্ত হন। 'তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ' যে জন সর্ব্বকামনা সংযম করিয়া ভগবৎপরায়ণ হইতে পারেন, মোক্ষ তাঁহারই অধিগত হয়। গীতার শ্লোকের এই যে তাৎপর্য্য, মন্ত্রেরও তাহাই লক্ষ্য। প্রথমাংশ বিষয়-সম্বন্ধ-বিষয়ক; শেষাংশ—ভগবৎপরায়ণতা-মূলক।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'কৃষ্টীঃ' পদের বিষয় আলোচনা করিলে, শেষোক্ত অবস্থার বিষয়ই উপলব্ধ হইবে। 'কৃষ্টী:' পদ 'কর্ষণ'-অর্থমূলক 'কৃষ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাঁহার কর্ষণ হইয়াছে অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দূরীভূত হইয়া যাঁহার চিত্তক্ষেত্র উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে 'কৃষ্টীঃ' পদে সেইরূপ উন্নতচিত্ত ভগবৎপরায়ণ সাধু মনুষ্যকেই বুঝাইতেছে। বুঝাইতেছে—সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবান সকলেরই প্রার্থনা পূরণ করেন বটে, কিন্তু 'কৃষ্টিদিগকেই'—আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্ন জনকেই ত্বরায় (সবলে) উদ্ধার করেন। ভগবান্ তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহাদিগেরই মুক্তিলাভ হয়। মন্ত্রের ইহাই সঙ্গত আধ্যাত্মিক ভাব।

মন্ত্রের অন্য যে দ্বিতীয় প্রকার অর্থ আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত ভাবই রূপান্তরে পরিব্যক্ত দেখি। ভগবান্ বিচিত্র গতিতে মনুষ্যগণকে ঐশ্বর্য্যাদি দান করেন এবং সাধকগণ তাঁহাকে ত্বরায় প্রাপ্ত হন;—এতদ্দ্বারাও পূর্ব্ব সিদ্ধান্তই অক্ষুণ্ণ থাকে। বিচিত্র গতিতে তাঁহার আগমনের ভাবই কর্ম্মফলানুসারে তাঁহার অনুকম্পা-প্রাপ্তি। আত্মোৎকর্ষসাধন প্রভাবেই তাঁহাকে ত্বরায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উভয় পক্ষেই ভাব অভিন্ন। এমন যে উচ্চ ভাব-মূলক মন্ত্র, অথচ ইহাতে কি বিপরীত অর্থ-ই ব্যক্ত হইয়া থাকে॥ (১০অ ১খ—২সূ ৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
ত্বং নশ্চিত্র উত্যা বসো রাধাᳫंসি চোদয়।
৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
অস্য রায়স্ত্বমগ্নে রথীরসি বিদা গাধং
৩ ১র ২র
তুচে তু নঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসো' (নিবাসহেতুভূত, আশ্রয়স্থানস্বরূপ হে দেব!) 'চিত্রঃ' (বিচিত্রদর্শনীয়ঃ, চয়নীয়ঃ) 'ত্বং' (ভবান্) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'উত্যা' (রক্ষণেন সহ) 'রাধাংসি' (ধনানি, চতুর্ব্বর্গরূপাণি) 'চোদয়' (প্রেরয়তু, প্রযচ্ছতু); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'ত্বং' (ভবান) 'অস্য রায়ঃ' (চতুর্ব্বর্গরূপস্য ধনস্য) 'রথীঃ' (নেতা, প্রভুঃ) 'অসি' (ভবতি); 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'তুচে' চ (অপত্যায়, বংশপরম্পরায়ৈ ইতি যাবৎ) গাধং' (প্রতিষ্ঠং সৎকর্ম্মসম্পাদনেন ইতি যাবৎ) 'তু' (ক্ষিপ্রং) 'বিদা' (প্রাপয়তু প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ)। হে দেব! ত্বমেব চতুর্ব্বর্গপ্রদঃ। অস্মভ্যং চতুর্ব্বর্গং প্রযচ্ছ; অস্মাকং অপত্যানাপ সৎকর্ম্মপরায়ণান্ কুরু—ইতি ভাবঃ॥ (১৭অ ২খ ৩সূ ১সা।)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশ্রয়স্থানস্বরূপ হে দেব! বিচিত্রদর্শন আপনি আমাদিগকে রক্ষণের দ্বারা চতুর্ব্বর্গধন প্রদান করুন। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি চতুর্ব্বর্গরূপ ধনের নেতা (প্রভু) হয়েন। আমাদিগকে এবং আমাদিগের অপত্যগণকে (বংশপরম্পরাকে) শীঘ্রই সৎকর্ম্মসম্পাদনে প্রতিষ্ঠা প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি চতুর্ব্বর্গ-প্রদানকারী। আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গ প্রদান করুন; আমাদিগের অপত্যগণকে সৎকর্ম্ম-পরায়ণ করুন। (১৭অ—২খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বসো' বাসকাগ্নে! 'চিত্রঃ' দর্শনীয়স্ত্বং 'ঊত্যা' রক্ষয়া সহ 'রাধাংসি' ধনানি 'নঃ' অস্মভ্যং 'চোদয়' প্রেরয় 'অস্য' লোকে পরিদৃশ্যমানস্য 'রায়ঃ' ধনস্য ত্বং 'রথী' 'অসি' রংহিতা নেতা ভবসি অতঃ কারণাৎ অস্মভ্যং ধনানি প্রেরয়েত্যর্থঃ। অপিচ 'নঃ' অস্মাকং 'তুচে'। অপত্যং নামৈতৎ (নিঘ. ২।২।১) অপত্যায় অপতন-হেতুভূতায় পুত্রাদয়ে 'গাধং' প্রতিষ্ঠাং 'মক্ষু' শিঘ্রং 'বিদাঃ' লম্ভয়॥ (১১অ ৫খ—৩ঋ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১৬২১) সামের মর্ম্মার্থ।

এ সাম-মন্ত্রটী এক উচ্চ প্রার্থনামূলক।[*] সাধক জ্ঞানস্বরূপ দেবতার নিকট স্বীয় অভীষ্ট—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গধন প্রার্থনা করিতেছেন, সর্ব্বতোভাবে আপনার রক্ষা কামনা করিতেছেন; এবং আপনার বংশপরম্পরারও মঙ্গল প্রার্থনা জানাইতেছেন।

মন্ত্রের প্রার্থনার ভাবার্থ এই যে,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি চতুর্ব্বর্গধনের প্রভু (রথী)। আপনি আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গধন প্রদান করুন। আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। আমাদের অপত্যগণকেও তদ্ধন-প্রাপ্তির উপযোগী সৎকর্ম্মান্বিত-করুন।'

ভাষ্যকার 'রথী' শব্দের 'নেতা' অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরাও ঐ শব্দে 'নেতা' প্রভু অর্থ আমনন করিয়াছি। রথী যেমন স্বকীয় রথকে যে দিকে ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে বলিয়া রথের প্রভু; এই জ্ঞানাগ্নিও তদ্রূপ চতুর্ব্বর্গকে যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারেন বলিয়া ইনিও চতুর্ব্বর্গের প্রভু।

ভাষ্যকারের ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে, এ মন্ত্রের এইরূপ অর্থ অবভাসিত হয়; "হে বাসক অগ্নিদেব! বিচিত্রদর্শন আপনি, রক্ষার সহিত ধনসমূহকে আমাদিগের প্রতি প্রেরণ করুন। আপনি এই লোকে পরিদৃশ্যমান ধনের নেতা হয়েন, (এই কারণ বশতঃ আমাদিগের প্রতি ধনসমূহকে প্রেরণ করুন) পরন্তু আমাদিগের অপতনহেতুভূত পুত্রকে শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা প্রদান করুন।" আমরা মন্ত্রমধ্যস্থিত পদগুলির ভাষ্যানুমোদিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। মাত্র ভাবার্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্য হইতে আমাদের অর্থ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। নিম্নে ভাষ্যানুসারী একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল; তাহার দ্বারা আমাদের ও ভাষ্যের ভাব অধিগত হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই;—

"হে ব্যাপক অগ্নে! দর্শনীয় তু রক্ষা সাহত অন্ন হমৈ দো হে অগ্নে! তুম ইস ধনকে পহুঁচানেওয়ালে হো হমারে পুত্রাদি কো প্রতিষ্ঠা শীঘ্র দো।" (১৭অ ১খ—৩ম ১সা)।

[*] এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ ১প্র—৪দ—৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
পর্ষি তোকং তনয়ং পর্ত্তৃভিষ্ট্বমদব্ধৈরপ্রযুত্বভিঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
অগ্নে হেড়াꣳসি দৈব্যা যুয়োধি
১ ২ ৩ ১ ২
নোঽদেবানি হ্বরাꣳসি চ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'ত্বং' 'অদব্ধৈঃ' (কেনাপি অহিংসিতৈঃ, সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয়ৈঃ) 'অপ্রযুত্বভিঃ' (ত্বয়া সহ অপৃথগ্‌ভূতৈঃ, তব বিভূতিস্বরূপৈঃ) 'পর্ত্তৃভিঃ' (পালনৈঃ, রক্ষাশক্তিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'তোকং তনয়ং' (পুত্রপৌত্রাদিকং) 'পর্ষি' (পালয়, ত্বাং প্রতি ভক্তিসম্পন্নং কুরু ইতি ভাবঃ); হে দেব! 'দৈব্যা হেড়াংসি' (দেবভূতান ক্রোধান, দেবত্ববিরোধিনঃ ভাবান্ ইত্যর্থঃ) 'চ' (তথা) 'অদেবানি হ্বরাংসি' (রিপূণাং হিংসনানি, রিপূণাং আক্রমণানি) 'যুয়োধি' (দূরাণি কুরু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মাকং পুত্রপৌত্রাদিকান্ সর্ব্বান্ ভক্তিপরায়ণান্ করোতু; অস্মান্ সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষতু চ ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৭অ—১খ ৩সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয় আপনার বিভূতিস্বরূপ রক্ষাশক্তির দ্বারা আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদিকে পালন করুন—আপনার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন করুন; হে দেব! দেবত্ববিরোধী ভাব এবং রিপুগণের আক্রমণ দূর করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের পুত্রপৌত্রাদি সকলকে ভক্তিপরায়ণ করুন; এবং আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন। (১৭অ—১খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! ত্বং অদব্ধৈঃ কেনাপ্যহিংসিতৈঃ 'অপ্রযুত্বভিঃ' অপৃথগ্‌ভূতৈঃ। যৌতিরত্র পৃথগ্‌ভাবার্থঃ। সহিতৈঃ 'পর্ত্তৃভিঃ' পালনসাধনৈঃ 'তোকং' পুত্রং 'তনয়ং' পৌত্রং।

'পর্ষি' পালয় 'দৈব্যা' দেব-সম্বন্ধীনি চ 'হেড়াংসি' ক্রোধান্ 'নঃ' অস্মত্তঃ 'যুয়োধি' পৃথক্ কুরু। (১৭অ-১৭-৩য় ২শা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৬২২) সামের মর্ম্মার্থ।

আমরা প্রথমে মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"হে অগ্নি! তুমি সমবেত ও হিংসারহিত রক্ষা দ্বারা আমাদিগের পুত্র ও পৌত্রকে পালন কর। তুমি আমাদিগের নিকট হইতে দেবগণের কোপ ও মানবগণের বিদ্বেষ দূর কর।" এই ব্যাখ্যা ভাষ্যানুযায়ী। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যার সহিত আমাদের যে সামান্য পার্থক্য আছে, তাহার আলোচনা করিতেছি। 'দৈব্যা হেড়াংসি' পদদ্বয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ—'দেবগণের কোপ' কিন্তু আমরা অর্থ করিয়াছি 'দেবত্ব-বিরোধিনঃ ভাবান্'—যে সকল ভাবের প্রাধান্য ঘটিলে দেবত্বলাভে বিঘ্ন ঘটে অর্থাৎ অসদ্বৃত্তি-সমূহ। আবার 'অদেবানি হ্বরাংসি' পদদ্বয়ে রিপুর আক্রমণকে বুঝায়। তাই মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—ভগবান যেন আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে উদ্ধার করেন, রিপুর আক্রমণহেতু যেন আমরা বিপদগ্রস্ত না হই।

'তোকং তনয়ং' পদদ্বয়ে সাধকের পুত্রপৌত্রাদির জন্য প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। নিজের পুত্রপৌত্রাদির জন্য ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রার্থনা আর কি হইতে পারে? সন্তান ভগবৎ-পরায়ণ হউক, বংশানুক্রমে ভগবদ্ভক্তির প্রবাহ আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হউক ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। (১৭অ ১খ—৩য় ২শা)। *

— * —

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২ র র ১ ২ ৷ ৩ ৫ ২ র র র র ১ ৫
তুবন্নশ্চাওঁবোতাযি। ত্রাউতা ২ ৩ ৪ য়া। বশোরাধাও৲সচোদাযো ২ ৩ ৪ হাযি।

১ র র র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
অস্যারাস্বমগ্নেরথীরা ৩ ৪ ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ ধাযি। উহুবা ২ ৩ ৪ ধাযি।

২ ১ র ২ র ১ ৭ র ২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ৩র ২
বিদাগা। বাস্তুচেতু ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হাযি ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫র ৫ ২ র র র র ১ ২ ৷ ৩ ৫ ২ র
নাঃ। এভিষা ৬ তা। বিদাগাধাওঁতোকাযি। তুকাচিতু ২ ৩ ৪ নাঃ। বিদা-

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের অষ্টচত্বারিংশত্তম সূক্তের দশমী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)॥

র র১ ৫ ৫ র ২ ৩র৪র৫
গাধস্তুচেতুনো ২ ৩ ৪ হায়ি। পর্ষিতোকস্তনয়ম্পর্ত্ত ভই, ৩ ৪। ঔতোবা।

২১ ৫ ১ ২ ৩র৭র৫ ১৩ ৫
পর্ষাম্বিত্তা ২ ৩ ৪ হা। কস্তন্নমংয়র্ত্তুভিই, ৩ ৪। ঔতোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

২ ৩ ৫ ২১২র ১৭২ ৩র৭র৫ ১৩
উহুবা ২ ৩ ৪ বাম। অদব্ধেঃ। আপ্রায়ুবা ৩ ৪। ঔতোবা। ইহা ২ ৩ ৪

৫ ৩র২ ১র ৫ ২ ররর১২
হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ভীঃ। এহিয়া ৬ হা॥ অদব্ধেরাঔহোহায়ি।

৩ ৫ ২ র ১ ৫ ১ররর
প্রায়ুবা ২ ৩ ৪ ভায়িঃ। অদব্ধেরপায়ুভাজো ২ ৩ ৪ হায়ি। অগ্নেহেড়া৺

র র র র ৩র৪র৫ ২১ ৫ ১র রর
সিদৈব্যাযুয়োধা ৩ ৪। ঔহোবা। অগ্নাসিহা ২ ৩ ৪ য়িহায়ি। ড়া৺ সিদৈবায়ু-

র২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২১র৫
য়োধা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ নাঃ। অদেবা।

১ ৭র ২ ৩র৭র৫ ১৩ ৫ ৩র২ ১
নায়িষ্করা৺সা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫র ৫ ৪
চা। এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ঈ। ডা। ১২। *

— • —

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ৰ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩
কিমিত্তে বিষ্ণো পরিচক্ষি নাম

১র ২র৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র যদ্ববক্ষে শিপিবিষ্টো অস্মি।

১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ২উ
মা বর্পো অস্মদপগূহ এতদ্

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যদন্যরূপঃ সমিথে বভূথ॥ ১॥

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা;— "বারবন্তীয়ম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিষ্ণো' (হে সর্ব্বব্যাপক দেব!) 'শিপিবিষ্টঃ অস্মি' (অহং জ্যোতির্ম্ময়ঃ ভবামি) ইতি 'যৎ তে নাম' (তব যৎ নাম) ত্বং 'প্রববক্ষে' (পরিবর্ণয়সি) তস্য নাম্নঃ মাহাত্ম্যং অকিঞ্চনঃ অহং 'কিমিৎ' (কেন রূপেণ) 'পরিচক্ষি' (পরিকীর্ত্তয়ামি)? তব মাহাত্ম্যবর্ণনং অস্মাকং সাধ্যাতীতং ইত্যর্থঃ; 'যৎ' (তব যৎ এবম্বিধং রূপং) 'অস্মৎ' (অস্মত্তঃ) 'এতৎ' (প্রসিদ্ধং তৎ জ্যোতির্ম্ময়ং) 'বর্পঃ' (শরীরং, রূপং) 'মা অপগূহ' (সংবৃতং মা কার্ষীঃ) 'সমিথে' (রিপুসংগ্রামে) ত্বং 'অন্যরূপঃ' (অন্যবিধরূপঃ, রিপুনাশকঃ করালরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'বভূথ' (ভবসি)। ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অবাঙ্মনসোগোচরং ভবতি; জ্যোতির্ম্ময়ঃ পরমকল্যাণরূপঃ সঃ দেবঃ রিপুনাশকালে করালরূপং ধারয়তি—ইতি ভাবঃ। (১৭অ-১খ-৪সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে সর্ব্বব্যাপক দেব! 'আমি জ্যোতির্ম্ময়' ইত্যাদি আপনার যে নাম আপনি পরিবর্ণন করেন, সেই নামের মাহাত্ম্য অকিঞ্চন আমি কিরূপে পরিকীর্ত্তন করিব? অর্থাৎ আপনার মাহাত্ম্যবর্ণন আমাদের সাধ্যাতীত; আপনার যে এবম্বিধরূপ, আমাদিগের নিকট হইতে প্রসিদ্ধ সেই জ্যোতির্ম্ময় রূপ সংবৃত করিবেন না; রিপুসংগ্রামে আপনি রিপুনাশক করালরূপ হয়েন। (মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ অবাঙ্মনসোগোচর হয়েন; জ্যোতির্ম্ময় পরমকল্যাণরূপ সেই দেবতা রিপু-নাশকালে করালরূপ ধারণ করেন।)॥ (১৭অ—১খ—৪সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

পুরা খলু বিষ্ণুঃ স্বরূপং পরিত্যজ্য কৃত্রিমং রূপান্তরং ধারয়ন্ সংগ্রামে বসিষ্ঠস্য সাহায্যং চকার। তং জানন্ ঋষিঃ অনয়া প্রত্যাচষ্টে। অত্র নিরুক্তং 'শিপিবিষ্টো বিষ্ণুরিতি বিষ্ণোর্দ্বে নামনী ভবতঃ। কুৎসিতার্থীয়ং পূর্ব্বং ভবতীত্যৌপমন্যবঃ। কিন্তে বিষ্ণো প্রখ্যাতমেতদ্ভবত্যপ্রখ্যাপনীয়ং যন্মঃ প্রব্রূষে শেপ ইব নির্বেষ্টিতোঽস্মীত্যপ্রতিপন্নরশ্মিরপি বা প্রশংসা-নামৈবাভিপ্রেতং স্যাৎ। কিন্তে বিষ্ণোঃ প্রখ্যাতমেতদ্ভবতি প্রখ্যাপনীয়ং যদুত প্রব্রূষে শিপিবিষ্টোঽস্মীতি প্রতিপন্নরশ্মিঃ শিপয়োঽত্র রশ্ময় উচ্যন্তে তৈরাবিষ্টো ভবতি। মা বর্পো অস্মদপগূহ এতৎ। বর্প ইতি রূপ নাম বৃণোতীতি সতঃ। যদন্যরূপঃ সমিথে সংগ্রামে ভবসি সংযতরশ্মিঃ (নিরু০ ৫৮)' ইতি। তত্র কুৎসিতার্থপক্ষে যোজনা—হে 'বিষ্ণো'! 'তে' তব তৎ 'নাম' 'কিং' পরিচক্ষি' প্রখ্যাপ্যং ভবতীতি শেষঃ। কিং শব্দঃ ক্ষেপে। অপ্রখ্যাপ্যমেব

তদ্ভবতি। 'যৎ' যস্মাত্ত্বং 'প্র ববক্ষে' প্রব্রূষে 'শিপিবিষ্টো অস্মি' ইতি। অপ্রতীতো-পমানমেতৎ। শেপ ইব নির্ব্বেষ্টিতঃ তেজসা অনাচ্ছাদিতো ভবামীতি অশ্লীলার্থ-বাদিনীদং নাম ন প্রশস্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা, পরিপূর্ব্বো চক্ষির্ব্বর্জনার্থঃ তন্নাম কিং চক্ষি পরিচক্ষ্যং পরিবর্জনীয়ং পরিত্যাজ্যং বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদকত্বাৎ অতএব পরিত্যাজ্যং কিং তৎ। শিষ্টং সমানং পূর্ব্বেণ। অন্যৎ উক্ত-রূপ-বিলক্ষণং যদ্ বৈষ্ণবং রূপমস্তি এতৎ 'বর্পঃ' রূপং 'অস্মৎ' অস্মাকং 'মা অপ গূহঃ' অপগূঢ়ং সংবৃতং মা কুরু। গুহূ সম্বরণে (ভ্বা০ উ০)। অপিতু তদেব রূপং প্রকটয়তি। বৈষ্ণবস্য রূপস্য গূহনে কা প্রসক্তিরিতি চেৎ 'যৎ' যস্মাৎ ত্বং 'অন্যরূপ ইৎ' রূপান্তরমেব ধারয়ন্ 'সমিথে' সংগ্রামে 'বভূথ' অস্মাকং সহায়ো ভবসি তস্মাৎ ত্বয়েদং গূহনং ন কার্য্যমিতি। প্রশংসা-পক্ষে তু—হে বিষ্ণো! 'তে' তব তৎ 'নাম' 'কিং' 'পরিচক্ষি' প্রখ্যাতং ভবতি? ন প্রখ্যাপনীয়ং অতএব প্রখ্যাতং, অপ্রখ্যাতং প্রখ্যাপনীয়ং। কিং তন্নাম? 'শিপিবিষ্টো অস্মি' আবিষ্টোঽস্মীতি যন্নাম 'প্রব্রূষে'। যত এবং প্রখ্যাতরূপস্ত্বমতোঽস্মাৎ কামনাদ্ বৈষ্ণবং রূপং সংবৃতং মা কার্ষীঃ। ইদানীং গূঢ়রূপোঽপি 'যৎ' যস্মাৎ ত্বং গূঢ়োঽপি জায়স এবোক্ত ব্যর্থমেব তস্য রূপস্য গূহনং 'সমিথে' সংগ্রামে 'অন্যরূপঃ' কৃত্রিম-রূপাৎ যদন্যদ্ বৈষ্ণবং রূপং শৌর্য্যাদি-লক্ষণং তাদৃগ্‌রূপ এব 'বভূথ' ভবতি। তস্মাৎ ত্বং গূঢ়োঽপি জায়স এবোক্ত ব্যর্থমেব তস্য রূপস্য গূহনং। অতো বহু-তেজস্কং যদ্বৈষ্ণবং রূপং তদেতাস্মাকং প্রদর্শয়েতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১॥

* * *

দ্বিতীয় (১৬২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী ভগবম্মাহাত্ম্যপ্রখ্যাপক। ভগবান 'অবাঙ্মনসোগোচরং'—তিনি মানুষের বাক্য-মনের অতীত। মানুষ তাহার সসীম জ্ঞানবুদ্ধি লইয়া ভগবানের অসীম মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারে না। বাক্য সেখানে মূক হইয়া যায়, মানবের মনোশক্তি সেই মাহাত্ম্য ধারণা করিতে অসমর্থ হয়। মন্ত্রে ভগবানের সেই মাহমাই এবং তৎসহ মানবের শক্তির সীমা প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি বহুবিধ রূপ ধারণ করেন; তিনি সাধকের নিকট, ভক্তের নিকট কল্যাণময়, জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রকাশিত হয়েন। আবার রিপুবিনাশের সময় তিনি ধ্বংসপরায়ণ করালরূপ-ধারী। বিশ্ব তাঁহার দশনপংক্তির মধ্যে চূর্ণিত হইয়া যায়, তাঁহার চরণাঘাতে প্রলয় উপস্থিত হয়। কিন্তু ভক্তের নিকট তিনি শান্তং শিবং। তাই অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনকালে বলিয়াছিলেন "প্রভো! আপনার এই করালরূপ সংবরণ করুন; আমি আপনার ভক্ত-জনমনোহারী শান্তরূপ দর্শন করিতে প্রার্থনা করি। বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই এক ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। (১৭অ-১খ—৪সূ ১সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের শততম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২র ৩১ ২ ৩২৩১
প্র তত্তে অদ্য শিপিবিষ্ট হব্যমর্য্যঃ

২ ৩১২ ৩২
শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্।

১ ২ ৩২৩১২৩
তং ত্বা গৃণামি তবসমতব্যান্

১২ ৩১র ৩২র ৩২
ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে॥২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শিপিবিষ্ট' (হে জ্যোতির্ম্ময় দেব!) 'অদ্য' (নিত্যকালং ইতি ভাবঃ) 'হব্যমর্য্যঃ' (হব্যদায়কঃ, প্রার্থনাপরায়ণঃ অহং ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব, ত্বৎসম্বন্ধিনঃ) 'তৎ' (তান, প্রসিদ্ধান) 'বয়ুনানি' (জ্ঞাতব্যান বিষয়ান) 'বিদ্বান' (জানন্) ত্বাং 'প্রশংসামি' (প্রার্থয়ামি) 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'তবসং' (প্রবৃদ্ধং, পরমশক্তিসম্পন্নং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গৃণামি' (স্তৌমি, আরাধয়ামি); 'অস্য রজসঃ' (অস্য লোকস্য) 'পরাকে' (দূরদেশে) ভগবৎসকাশাৎ দূরে ইত্যর্থঃ, 'ক্ষয়ন্তং' (নিবসন্তং, অবস্থিতং) 'অতব্যান' (অপ্রবৃদ্ধান, হীনশক্তিং—মাং ইতি যাবৎ) রক্ষয় ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! হীনশক্তিং মাং সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষয়, পরাজ্ঞানং চ প্রদেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৭অ-১খ-৪সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্যোতির্ম্ময় দেব! নিত্যকাল প্রার্থনাপরায়ণ আমি আপনার সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ জানিয়া আপনাকে যেন প্রার্থনা করি; প্রসিদ্ধ পরমশক্তিসম্পন্ন আপনাকে আরাধনা করিতেছি; এই লোকের দূরদেশে, অর্থাৎ ভগবৎসকাশ হইতে দূরে, অবস্থিত হীনশক্তি আমাকে রক্ষা করুন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে

ভগবন্! হীনশক্তি আমাকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন, এবং পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১৭অ—১খ—৪সূ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শিপিবিষ্ট' রশ্মিভিরাবিষ্ট! বিষ্ণো! 'তে' তব 'তৎ' প্রসিদ্ধং বিষ্ণুরিতি প্রখ্যাতং নাম 'অর্য্যঃ' স্বামী স্তোতৄনাং হবিষাং বা তথা 'বয়ুনানি' জ্ঞাতব্যান্যর্থজাতানি 'বিদ্বান্' জানন্ অহং 'হব্যং' আহ্বান-যোগ্যং নাম অহং 'অদ্য' ইদানীং 'প্রশংসামি' প্রকর্ষেণ স্তৌমি 'তবসং' প্রবৃদ্ধং তং 'ত্বা' ত্বাং বিষ্ণু 'অতব্যান্' অতবীয়ান অবৃদ্ধতরোঽহং 'গৃণামি' স্তৌমি। কীদৃশং? 'অস্য' 'রজসঃ' লোকস্য 'পরাকে' দূরদেশে 'ক্ষয়ন্তং' নিবসন্তং। (১৭অ—১খ ৪সূ—২সা)॥

দ্বিতীয় (১৬২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটী প্রধানতঃ প্রার্থনামূলক। এই প্রার্থনার মধ্যে ভগবন্মাহাত্ম্যকীর্ত্তন এবং আত্মদৈন্য নিবেদনও আছে। দেবতার সম্বোধনপদ—'শিপিবিষ্ট' অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়। তিনিই জ্যোতির জ্যোতিঃ—সকল জ্যোতির উৎস। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিতেছেন 'তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'—তাঁহার জ্যোতিঃ লাভ করিয়া সমস্ত জগৎ জ্যোতিষ্মান হয় তাঁহার জ্যোতিতে জগৎ প্রকাশিত হয়। এই সম্বোধনপদের মধ্যেই ভগবানের মহিমাপ্রখ্যাপন নিহিত আছে। তারপর সাধক আপনার নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন,—'পরাকে ক্ষয়ন্তং'—'আপনার নিকট হইতে দূরে অবস্থিত।' ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? যাঁহার একাংশে সমগ্র জগৎ অবস্থিত, তাঁহা হইতে মানুষ কিরূপে দূরে অবস্থিতি করিতে পারে? এখানে স্থানের দূরত্ব মন্ত্রের লক্ষ্য নয়, কারণ স্থানের দূরত্ব থাকিতেই পারে না। সেই অসীম অনন্তের মধ্যে সমগ্র জগৎ বিধৃত আছে, সুতরাং মানুষ তাঁহা হইতে দূরে যাইবে কিরূপে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে কোনও স্থানের সম্বন্ধ নয়। ভগবানের বিশ্বমঙ্গলনীতির নিয়মানুসারে যে আপনার জীবনকে পরিচালিত করিতে পারে না সেই ভগবান হইতে দূরে সরিয়া যায়, সত্যমঙ্গলময় পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া নিরয়ের পথে অগ্রসর হয়। এই সত্যবিচ্যুতি অজ্ঞানতা ও দুর্ব্বলতার দ্বারাই সম্ভবপর হয়। তাই সাধক ভগবচ্চরণে আপনার এই দুর্ব্বলতা,—দৈন্য নিবেদন করিতেছেন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে শিপিবিষ্ট! অদ্য আমরা স্তুতির স্বামী ও জ্ঞাতব্য অবগত হইয়া তোমার সেই প্রসিদ্ধ বিখ্যাত নাম কীর্ত্তন করিব। তুমি প্রবৃদ্ধ আমি অবৃদ্ধ হইলেও তোমার স্তুতি করিব, যেহেতু তুমি রজোলোকের পারে বাস কর।" (১৭অ—১খ—৪সূ—২সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের শততম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং তৃতীয়ং সাম।)

১২ ৩ ২র ২র ৩
বষট্ তে বিষ্ণবাস আকৃণোমি
১ ২ ৩ ২
তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যম্।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বর্দ্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বিষ্ণো' (হে সর্ব্বব্যাপিন দেব।) 'তে' (ত্বাং, ত্বাং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'আসঃ' (আস্যাৎ, আস্যেন ইত্যর্থঃ) 'বষট্ আকৃণোমি' (স্তুতিং উচ্চারয়ামি); 'শিপিবিষ্ট' (হে জ্যোতির্ম্ময় দেব!) 'মে' (মম) 'তৎ হব্যং' (প্রার্থনারূপং তৎ পূজোপচারং) 'জুষস্ব' (সেবস্ব, গৃহাণ ইত্যর্থঃ); 'মে' (মম) 'সুষ্টুতয়ঃ গিরঃ' (ঐকান্তিকাঃ প্রার্থনাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বর্দ্ধন্তু' (প্রবর্দ্ধয়ন্তু, তব মাহাত্ম্যং পরিকীর্ত্তয়ন্তু ইত্যর্থঃ); হে দেবাঃ! 'যূয়ং' (যূয়ং সর্ব্বে) 'সদা' (নিত্যকালং) 'নঃ' (অস্মান) 'স্বস্তিভিঃ' (রক্ষাশক্তিভিঃ) 'পাত' (রক্ষত)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম; ভগবান কৃপয়া অকিঞ্চনানাং অস্মাকং পূজাং গৃহ্নাতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৭অ—১ম-৪সূ—৩সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে সর্ব্বব্যাপী দেব! আপনাকে প্রাপ্তির জন্য মুখের দ্বারা স্তুতি উচ্চারণ করি; হে জ্যোতির্ম্ময় দেব! আমার প্রার্থনারূপ সেই পূজোপচার গ্রহণ করুন; আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা আপনাকে প্রবর্দ্ধিত করুক অর্থাৎ আপনার মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত করুক; হে দেবগণ! আপনারা সকলে নিত্যকাল আমাদিগকে রক্ষাশক্তির দ্বারা রক্ষা করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন

ভগবৎপরায়ণ হই; ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক অকিঞ্চন আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন।)। (১৭অ—১খ—৪সূ— ৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বিষ্ণো'! 'তে' তুভ্যং 'আসঃ' আস্যাৎ 'আ' অভিমুখং 'বষট্ কৃণোমি' বষট্কারেণ হবির্বাচয়াম। হে 'শিপিবিষ্ট' শিপয়ো রশ্ময়স্তৈরাবিষ্ট! বিষ্ণো! 'তৎ' বষট্কৃতং 'মে' মদীয়ং 'হব্যং' হবিঃ 'জুষস্ব' সেবস্ব। 'সুষ্টুতয়ঃ' শোভন-স্তুত্যাত্মকাঃ 'গিরঃ' বাচশ্চ 'ত্বা' ত্বাং 'বর্দ্ধন্তু' বর্দ্ধয়ন্তু হে বিষ্ণো! 'যূয়ং' বহুবচনং পূজার্থং। যদ্বা, ভবদাদয়ো দেবাঃ সর্ব্বে 'স্বস্তিভিঃ' অবিনাশিভিঃ 'নঃ' অস্মান 'সদা' সর্ব্বদা 'পাত' রক্ষত। ৩।

ইতি সপ্তদশস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১৬২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীর প্রধান ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবদারাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি, আমাদের পূজা আরাধনা যেন ভগবানের চরণে পৌঁছে, তিনি যেন কৃপাপূর্ব্বক আমার প্রার্থনা, পূজা গ্রহণ করেন।

মানুষ সাধারণতঃ আপাতঃমনোহর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই লালায়িত থাকে, প্রাকৃত সুখের অন্বেষণেই আপনাকে নিযুক্ত করে। তাহার উপর আবার মায়ামোহাদির প্রভাবে মানুষ পথভ্রান্ত হয়। সুতরাং ভগবৎপূজার জন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ সেই পরম শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না। নানাবিধ দুর্ব্বলতা তাহার সাধনপথের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। এই দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতাকে লক্ষ্য করিয়াই—সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'মে হব্যং জুষস্ব' 'আমার পূজোপচার আপনি গ্রহণ করুন। আমি তো আপনার পূজা করিতেছি বলিয়া মনে করিতেছি, কিন্তু হে জ্যোতির্ম্ময় দেবতা, আমার এই ধারণা কি সত্য? সত্যই কি আমি আপনার পূজার অধিকার লাভ করিতে পারিয়াছি, আমার প্রার্থনা কি আপনার চরণে পৌঁছে? দয়াল প্রভো! আমাকে সর্ব্ববিধ রিপুকবল হইতে উদ্ধার করুন, আমাদের পূজোপচার গ্রহণ করুন।'

নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদটী হইতে মন্ত্রের প্রচলিত ভাব উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে বিষ্ণু! তোমার উদ্দেশে মুখ হইতে বষট্ শব্দ করিয়াছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট! আমার সেই হব্য সেবা কর, আমাদের স্তুতি ও বাক্য তোমায় বর্দ্ধিত করুক, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।" (১৭অ—১খ—৪সূ—৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম-মণ্ডলের শততমবর্ত্তিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থ-সূক্তের গেয় গান।

৫   ৩র২   ৪র   ১   ১র   র   র
ইকিমিৎ। ত্তেবা ৩ ম্বি। ত্যোপরিচা। ক্ষিনামপ্রযব্বকেশিপিবিষ্টোঅপা ২ ৩ স্বি।

১র ২   ৪ র   ১ ২
আবর্পাআ ৩ ১ ২ ৩। অস্পগূহএতত্তা ৫ দস্তা। রূপঃলমা ৩ ১ ২ ৩ ম্বি।

৪র ৫ ৪   ৫   ৫   ৩র২   ৪ ৫   ১
থেবোবা। ভু ৫ পো ৬ হায়ি। প্রতৎ। তেআ ৩। ত্তশিপিবাম্বি। ইৎবামর্ষাঃ-

র   র   র ২   ৪   র
অ৺লামিবয়ুনামিৎবিষ ২ ৩ ন্। ত্তাস্ত্বাগৃণা ৩ ১ ২ ৩। মিত্তবসমত্তব্যানক্ষা ৫

র ২   ৪ ৫ ৪   ৫   ৫
য়স্তাম্। আস্তরজা ৩ ১ ২ ৩। নঃপোবা। রা ৫ কে ৬ হায়ি। বষট্।

৩রর   ৪ র ৫   ১ র   র   ১ ২
ত্তেবা ৩ য়ি। ঋবাদলা। কৃপোমিতন্মেজুবস্ব শিপিবিষ্টবা ২ ৩ য়্। বার্দ্ধিস্তুবা

২ র র র   ১ ২   ৪
৩ ১ ২ ৩। সুষ্টুতয়োগিয়োমেষ্ ৫ য়ম্পা। ত্তাযূবস্তা ৩ ১ ২ ৩ য়ি। ভিঃ-

২ ৪   ৫
সোবা। সা ৫ নো ৬ হায়ি। ১।২।৩। *

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২   ৩ ১   ২   ৩   ২ ৩   ২ ৩   ১ ২
বায়ো শুক্রো অযামি তে মধ্বো অগ্রং দিবিষ্টিষু।

১ ২ ৩   ১ ২   ৩   ১   ২   ৩ ১ ২
আয়াহি সোমপীতয়ে স্পার্হো দেব নিযুত্বতা॥ ১॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"গৌরীবিতম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বায়ো' (বায়ুবৎগতিশীল, সর্ব্বভূতাশ্রিত, আশুমুক্তিদায়ক হে দেব!) 'দিবিষ্টিষু' (স্বর্গ-প্রাপ্তৌ, মোক্ষপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'শুক্রঃ' (দীপ্তঃ, জ্ঞানসমন্বিতঃ-সন্ ইতি যাবৎ) অহং 'তে' (তব) 'মধ্বঃ' (অমৃতং) 'অগ্রং' (প্রথমং, বিশিষ্টরূপেণ ইত্যর্থঃ) 'অযামি' (প্রাপয়ানি); 'দেব' (হে দেব!) 'স্পার্হঃ' (স্পৃহণীয়ঃ, সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ) ত্বং 'নিযুত্বতা' (ভগবৎসংযোজকেন, ভগবৎপ্রাপকেন বা দেবভাবেন সহ) 'সোমপীতয়ে' (শুদ্ধসত্ত্বপানায়, অস্মাকং হৃন্নিহিতং শুদ্ধসত্ত্বং গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) 'আয়াহি' (আগচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! বয়ং ত্বৎকৃপয়া অমৃতং লভেমহি; ত্বং অস্মান্ দেবভাবং প্রাপয় ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৭অ ২খ—১সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বায়ুবৎগতিশীল সর্ব্বভূতাশ্রিত আশুমুক্তিদায়ক হে দেব! মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানসমন্বিত হইয়া যেন আমি আপনার অমৃত বিশিষ্টরূপে প্রাপ্ত হই; হে দেব! সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় আপনি ভগবৎপ্রাপক দেবভাবের সহিত আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের জন্য আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় যেন অমৃত লাভ করিতে পারি; আপনি আমাদিগকে দেবভাব প্রাপ্ত করান।)। (১৭অ—২খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বায়ো'! তুভ্যং 'শুক্রঃ' দীপ্তোঽহং 'মধ্বঃ' মধুরং সোমরসং। কর্ম্মণি ষষ্ঠী (২।৩।৬৫)। 'অগ্রং' ইতরেভ্যঃ পূর্ব্বং 'অযামি' প্রাপয়ামি। অযতিরন্তর্ভাবিত-ণ্যর্থঃ। কিমর্থং? 'দিবি-ষ্টিষু' দিবো দ্যুলোকস্যেষণেষু সৎসু হে 'দেব' বায়ো! 'স্পার্হঃ' স্পৃহণীয়স্ত্বং 'নিযুত্বতা' নিযুদ্‌ বায়োঃ প্রতিনিয়তোঽশ্বঃ, তেন সাধনেন 'আয়াহি' 'সোমপীতয়ে' সোমপানায় ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১৬২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান অনন্ত, তাঁহার রূপ অনন্ত—বিভূতিও অনন্ত। তিনি অনন্তভাবে, অনন্তরূপে জগতে প্রকাশিত হইতেছেন। তিনি অরূপ অথচ বিশ্ব ব্যাপিয়া তাঁহারই রূপের হাট বসিয়াছে। তিনি অ-নাম; কিন্তু সাধক ভক্ত তাঁহাকে যে নামেই ডাকুন, তিনি সেই

ন্নামেই সাড়া দেন। সান্ত মানুষ অনন্ত সেই পরমদেবতাকে তাহার সীমাবদ্ধ ধারণাশক্তিতে আয়ত্ত করিতে পারে না। তাই তাহার নিজের শক্তি অনুযায়ী নানাবিধ গুণ নাম ও রূপ তাঁহাতে আরোপ করে। কারণ, বিশ্বের সমস্তই তাঁহাতে ওতঃপ্রোতঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে তাঁহাকে বায়ুরূপে আহ্বান করা হইয়াছে। ইহা তাঁহার অনন্ত বিভূতির এক আংশিক বিকাশ মাত্র। বায়ু যেমন সর্ব্বত্রগতিশীল, তীব্রবেগসম্পন্ন ভগবানও সেইরূপ সর্ব্বভূতে নিত্য বিরাজিত এবং বায়ুবৎ গতিবিশিষ্ট হইয়া ত্বরায় সাধকের প্রতি আশুমুক্তিদায়ক হয়েন। ইহাই 'বায়ু' বিশেষণের প্রকৃত তাৎপর্য্য। সাধক যখন নানাবিধ দুঃখ ও দীনতার মধ্যে পড়িয়া রিপুর আক্রমণে বিব্রত হইয়া পরিত্রাহি ডাকেন, যখন বিপদ হইতে মুক্তি-লাভের মোক্ষপ্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তখনই সাধক ভগবানের এই আশুমুক্তিদায়ক রূপের শরণ গ্রহণ করেন। বায়ুর ন্যায় ত্বরিতগতিতে আগমন করিয়া ভগবান তাঁহার উদ্ধারসাধন করেন, তখন তাঁহার উহাই উৎকট আকাঙ্ক্ষা হয়। বায়ুরূপে ভগবানকে আরাধনার ইহাই প্রকৃত কথা।

আলোচ্য মন্ত্রে মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়ভূত অমৃত-লাভের জন্য প্রথম প্রার্থনা। 'দিবিষ্টিষু' পদের অর্থ—স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য; স্বর্গপ্রাপ্তি কিরূপে সম্ভবপর হয়? তাহার উত্তর 'শুক্রঃ' পদে পাওয়া যায়। 'শুক্রঃ' অর্থাৎ দীপ্ত হইয়া, জ্ঞানসমন্বিত হইয়া—পরাজ্ঞান লাভ করিলে মোক্ষ-লাভ সম্ভবপর হয়। মোক্ষলাভের অন্যতর উপায়ও 'মধ্বঃ অযামি' পদদ্বয়ে পাওয়া যায়। 'দিবিষ্টিষু মধ্বঃ অযামি' অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য যেন অমৃত লাভ করিতে পারি। অমৃতত্ত্ব লাভই মোক্ষপ্রাপ্তি। এখানে মোক্ষপ্রাপ্তির প্রার্থনা দৃঢ়তর করিবার জন্যই 'মধ্বঃ অযামি' পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভাষ্যকার কিন্তু 'মধ্বঃ অযামি' পদের ভিন্নার্থ পরিকল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'মধ্বঃ' পদের অর্থ মধুর সোমরস। কিন্তু এখানে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। আবার 'নিযুত্বতা' পদে ভাষ্যাদিতে অর্থ করা হইয়াছে—বায়ুদেবতার অশ্ব। কিন্তু মিশ্রণার্থক, মিলনার্থক 'যু' ধাতুমূলক 'নিযুত্বতা' পদের প্রকৃত অর্থ হয়—'সংযোজকেন'। কাহার সহিত সংযোগ সাধিত হইবে?—উত্তর—ভগবানের সহিত। মন্ত্রটীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলে এই ভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

মন্ত্রের শেষভাগে হৃদয়ে ভগবদাবির্ভাবলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের মূল ভাব রক্ষিত হয় নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি; তাহা হইতেই এই মতের সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই, "হে বায়ু! আমি পবিত্র হইয়া স্বর্গাভিলাষে তোমার নিকট প্রথমে সোমরস আনয়ন করিতেছি। হে দেব! তুমি স্পৃহণীয়, তুমি সোম পানের জন্য নিযুৎ (অশ্বে) আগমন কর" (১১অ ২খ ১সূ-১সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের সপ্তচত্বারিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সোমানাং পীতিমর্হথঃ।
৩ ১ র ২ র ৩ ২ উ ৩ ২ ৩ ১
যুবাং হি যন্তীন্দবো নিম্নমাপো ন সধ্র্যক্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বায়ো' (আশুমুক্তিদায়ক হে দেব !) ত্বং 'ইন্দ্রশ্চ' (বলাধিপতিঃ দেবঃ চ) যুবাং 'এষাং' (অস্মাকং হৃদি স্থিতানাং) 'সোমানাং' (সত্ত্বভাবানাং—সত্ত্বভাবান ইত্যর্থঃ) 'পীতিং অর্হথঃ' (পাতুং যোগ্যৌ ভবথঃ) অস্মাকং হৃদিস্থিতং শুদ্ধসত্ত্বং গৃহ্ণীতং ইত্যর্থঃ ; 'নিম্নং আপঃ ন সধ্র্যক' (অমৃতং যথা দীনভাবাপন্নং জনং প্রতি সম্যক্রূপেণ গচ্ছতি, তদ্বৎ) 'ইন্দবঃ' (অস্মাকং হৃদিস্থিতাঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'যুবাং হি' (যুবাং এব) 'যন্তি' (গচ্ছন্তু, প্রাপ্নুবন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন ! দীনজনানাং অস্মাকং পূজোপচারং গৃহাণ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১৭অ - ২খ ১সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিদায়ক হে দেব ! আপনি এবং বলাধিপতি দেবতা আপনারা আমাদিগের হৃদিস্থিত সত্ত্বভাব পান করিবার যোগ্য হয়েন অর্থাৎ আমাদিগের হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন ; অমৃত যেমন দীনভাবাপন্ন জনের প্রতি সম্যক্রূপে গমন করে, সেইরূপ আমাদের হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব আপনাদের প্রতি গমন করুক,—আপনাদিগকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন ! দীনজন আমাদের পূজোপচার গ্রহণ করুন)। (১৭অ—২খ— সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে বায়ো' ত্বং ইন্দ্রশ্চ' 'এষাং' গৃহীতানাং সোমানাং 'পীতিং' পানং 'অর্হথঃ'। 'যুবাং' 'ইন্দবঃ' আপ্যায়কাঃ সোমাঃ 'যন্তি' প্রাপ্নুবন্তি 'নিম্নং' খাত-প্রদেশং 'আপঃ ন সধ্র্যক্' উদকানি যথা সহৈব গচ্ছন্তি তদ্বৎ সর্ব্বে সোমা যুবাং 'যন্তি হি' ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৬২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রটীতে একাধারে দীনতাজ্ঞাপন ও প্রার্থনা আছে। মানুষ ভগবানের আরাধনা করিবার চেষ্টা করে তাঁহার চরণে প্রণত হইতে চায়, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা কি সফল হয়? নানা বাধা বাধাবিঘ্নের জন্য তাহার সাধনা পূর্ণ হইতে পারে না, সিদ্ধিলাভ হয় না। আমাদের হৃদয়ে যে পবিত্রভাবের বীজ আছে, তাহাই আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করে, এবং সেই প্রেরণার বশে মানুষ সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সেই সৎকর্ম্মসাধনেও নানা বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়, মানুষের পূজা ভগবানের চরণে পৌঁছাইতে পারে না। তাই ভগবানের চরণেই শরণ গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা করা হইতেছে, হে দীনদয়াল প্রভো! অকিঞ্চন আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ কর, পূজোপচার গ্রহণ কর, আমরা হীনশক্তি দুর্ব্বল, আমাদের সাধ্য কি যে, তোমার পূজা করিতে পারি। তুমি নিজগুণে আমাদিগকে উদ্ধার কর।

মন্ত্রের শেষাংশের 'নিম্নং আপঃ ন সধ্র্যক্' উপমায় দৈন্যনিবেদন পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রভৃতি ব্যাখ্যাকার কিন্তু মন্ত্রের ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা পরিস্ফুট হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা সোম পান করিবার যোগ্য, কারণ জলসমূহ যেরূপ নিম্নদিকে গমন করে, সেইরূপ সোমরস তোমাদিগের অভিমুখে গমন করুক।" (১৭অ-২খ-৭ ২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২　　　১ ২　　৩ ১ ২

বায়বিন্দ্রশ্চ শুষ্মিণা সরথং শবসস্পতী।

৩ ১ ২　　　৩ ২ ৩　　১　　২ ৩　　　১ ২

নিযুত্বন্তা ন ঊতয় আ যাতং সোমপীতয়ে ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বায়ো' (আশুমুক্তিদায়ক হে দেব!) ত্বং 'ইন্দ্রশ্চ' (বলাধিপতিঃ দেবঃ চ) 'শবসস্পতী' (বলস্য স্বামিনৌ, শক্ত্যাঃ মূর্ত্তীভূতৌ ইত্যর্থঃ) 'শুষ্মিণা' (বলবন্তৌ, প্রভূতশক্তিসম্পন্নৌ - যুবাম্

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের সপ্তচত্বারিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ইতি শেষঃ); যুবাং কৃপয়া 'নঃ' (অস্মাকং) 'উতয়ে' (রক্ষণায়) তথা 'সোমপীতয়ে' (সোমপানায়, শুদ্ধসত্ত্বং গ্রহণায়—অস্মাকং হৃদ্যস্থিতং ইতি যাবৎ) 'সরথং' (রথেন সহ, সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্যেন সহ) তথা 'নিযুত্বন্তা' (ভগবৎসংযোজকৈঃ, ভগবৎপ্রাপকৈঃ দেবভাবৈঃ সহ ইতি ভাবঃ) 'আয়াতং' (আগচ্ছতং, অস্মান প্রাপ্নুতং ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমশক্তিসম্পন্নঃ ভগবান সৎকর্ম্মশক্তিং তথা দেবভাবং প্রদাতুং অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ—২খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিদায়ক হে দেব! আপনি এবং বলাধিপতি দেব শক্তির মূলীভূত, প্রভুত্বশক্তিসম্পন্ন হয়েন; আপনারা কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের রক্ষার জন্য এবং আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের জন্য সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য ও ভগবৎপ্রাপক দেবভাবের সহিত আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ সৎকর্ম্মশক্তি এবং দেবভাব প্রদানের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)। (১৭অ—২খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বায়ো' ত্বং 'ইন্দ্রশ্চ' 'শবসঃ' বলস্য 'পতী' পালয়িতারৌ অতএব 'শুষ্মিণা' বলবন্তৌ 'নিযুত্বন্তা' নিযুৎসংজ্ঞাশ্ববন্তৌ যুবাং 'সরথং' সমানমেব রথমারুহ্যেতি শেষঃ। 'নঃ' অস্মাকং 'উতয়ে' রক্ষণায় 'সোমপীতয়ে' সোম-পানায় চ 'আয়াতং' আগচ্ছতং। যদ্বা, সরথমভিপ্রেত্য মারুহ্য চায়াতমিতি বাক্যদ্বয়ং। (১৭অ ২খ—১সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৬২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের দুইটী বিভূতির একসঙ্গেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উভয় বিভূতির নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে। আপাততঃ দেবতার দ্বিত্ব অথবা বহুত্ব প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়। একই ভগবানের বিভিন্ন বিভূতির অভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক অদ্বিতীয়, কিন্তু সাধকগণ নানাভাবে নানা নামে তাঁহাকে ডাকিয়া থাকেন। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন—"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"—তিনি এক, সাধকগণ তাঁহাকে নানা নামে ডাকিয়া থাকেন। বর্ত্তমান মন্ত্রেও মুক্তি[illegible] শক্তি এই দুই বিভূতিকেই আহ্বান করা হইয়াছে।

ভগবান্ শক্তির আধার, শক্তির মূলীভূত কারণ। মুক্তিসুধাও তাঁহারই নিকট হইতে মানুষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। তিনিই পাপীতাপী জনের হৃদয়ে শান্তিবারি দান করিবার জন্য তাহাদের হৃদয়েও আগমন করেন। তাই ভরসা ক'রয়া সাধক ডাকিতেছেন—'আযাতং'—হে প্রাণের দেবতা! আগমন করুন, আমাদের হৃদয়ে আপনারই দেওয়া যে সদ্ভাবকুসুম আছে, তাহা আপনি অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করুন। আমাদের নিজের বলিতে তো কিছুই নাই; যাহা কিছু আছে, সকলই আপনার, আপনিই সেই পূজোপকরণ গ্রহণ করুন—আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কিন্তু মন্ত্রের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই;—"হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা বলের স্বামী, তোমরা পরাক্রমশালী ও নিযুৎগণযুক্ত। তোমরা একরথে চড়িয়া আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবার জন্য সোম পানার্থ আগমন কর।" (১৭অ—২খ—১সূ-৩সা)।

—— ০ ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

অধ ক্ষপা পরিষ্কৃতো বাজা৺ অভি প্র গাহসে।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

যদা বিবস্বতো ধিয়ো হরি৺ হিন্বন্তি যাতবে ॥ ১ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'অধ ক্ষপা' (ক্ষপায়াঃ অনন্তরং, অজ্ঞানান্ধকারে অপগতে সতি) 'পরিষ্কৃতঃ' (বিশুদ্ধঃ, পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'বাজান্' (শক্তীঃ, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'প্রগাহসে' (গচ্ছসি, আত্মশক্তিং প্রাপ্নোষি ইত্যর্থঃ), 'যদা' (যদা) 'বিবস্বতঃ' (স্তোতৄণাং) 'ধিয়ঃ' (সদ্বুদ্ধয়ঃ, যদ্বা—সৎকর্ম্মাণি) 'যাতবে' (গমনায়, ঊর্দ্ধগমনায়) 'হরিং' (পাপহারকং ত্বাং) 'হিন্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি ইত্যর্থঃ) তদা তে সাধকাঃ মোক্ষং লভন্তে ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানসম্পন্নাঃ সাধকাঃ সৎকর্ম্ম-সাধনেন মোক্ষং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১৭অ—২খ ২সূ-১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের সপ্তচত্বারিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! অজ্ঞানান্ধকার অপগত হইলে, পবিত্রকারক আপনি আত্মশক্তিকে লক্ষ্য করিয়া গমন করেন অর্থাৎ আত্মশক্তিকে প্রাপ্ত হন; যখন স্তোতৃগণের সদ্বুদ্ধি (অথবা সৎকর্ম্ম) ঊর্দ্ধগমনের জন্য পাপহারক আপনাকে হৃদয়ে সমুৎপাদন করে তখন সেই সাধকগণ মোক্ষ লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মোক্ষ লাভ করেন।)॥ (১৭অ—২খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ক্ষপা'। 'সুপাং সু-লুগি'তি (৭।১।৩৯)। পঞ্চম্যা আকারঃ। ক্ষপায়া রাত্রেঃ 'অধ' অনন্তরং প্রাতঃকালে 'পরিষ্কৃতঃ'। ভূষণার্থে সম্পর্য্যুপেভ্যঃ (৬।১।১৩৭) ইতি করোতেঃ সুড়াগমঃ। অভিসংস্কৃতঃ। যদ্বা, ক্ষপয়িত্রীং সেনায়ামলঙ্কৃতঃ। সন্ হে সোম! ত্বং 'বাজান্' অন্নানি বলানি চ 'অভি' লক্ষ্য 'প্র গাহসে' প্রগচ্ছসি। 'বিবস্বতঃ' পরিচরণবতঃ যজমানস্য 'ধিয়ঃ' কর্ম্ম-সাধন-ভূতা অঙ্গুলয়ঃ 'হরিং' হরিতবর্ণং ত্বামংশুং 'যাতবে' পাত্রাণ্যভিগমনায় 'যদ' 'হিন্বন্তি' প্রেরয়ন্তি তর্হি সবনানি গচ্ছসীতি॥ (১৭অ—২খ—২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৬২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া যখন জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, তখনই মানুষের অন্তরের সর্ব্ববিধ মলিনতা দূরীভূত হইতে থাকে। আমাদের মধ্যে যে দেবভাব সুপ্ত হীনপ্রভ থাকে, তাহাই মালিন্যমুক্ত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে। 'অধ ক্ষপা' পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থ—'রাত্রেঃ অনন্তরং প্রাতঃকালে' অর্থাৎ রাত্রি বিগত হইলে পর প্রাতঃকালে। আমরা ক্ষপা' পদে রাত্রি অর্থই বুঝিয়াছি। কিন্তু সেই রাত্রির সহিত ভাষ্যার্থের রাত্রির পার্থক্য আছে। আমরা অজ্ঞানান্ধকারকেই 'ক্ষপা' পদের লক্ষ্যস্থল বলিয়া মনে করি। তাই 'অধ ক্ষপা' পদদ্বয়ের অর্থ দাঁড়ায়—'অজ্ঞানান্ধকারে অপগতে সতি'—অর্থাৎ মানবহৃদয়ের অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে। তার পর কি হয়? "পরিষ্কৃতঃ বাজাং অভি প্রগাহসে"—বিশুদ্ধ আপনি আত্মশক্তিকে প্রাপ্ত হন। মন্ত্রের সম্বোধ্য—শুদ্ধসত্ত্ব। হৃদয় হইতে অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে হৃদয়ের সর্ব্ববিধ সদ্বৃত্তি সদ্ভাব বিশুদ্ধ হয়, স্ফূর্ত্তি লাভ করে। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত আত্মশক্তির সম্মিলন সংঘটিত হয়, সত্ত্বভাবাপন্ন সাধক পরমশক্তির অধিকারী হয়েন ইহাই মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য।

যখন সাধকগণ সত্বৃদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, তখন তাঁহারা ক্রমশঃ মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে থাকেন—ইহাই শেষাংশের অর্থ। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব অন্যরূপ; যথা,—"সোম সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শোধিত হইয়াছেন, এক্ষণে পণ্ডিতেরা ইঁহাকে চালাইবার জন্য স্তব আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি নানাবিধ অংশুর উদ্দেশে ধাবিত হইতেছেন।" (১৭অ-২খ-২সূ-১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২　　৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

তমস্য মর্জ্জয়ামসি মদো য ইন্দ্রপাতমঃ।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যং গাব আসভির্দ্দধুঃ পুরা নূনং চ সূরয়ঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'মদঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ) তথা 'ইন্দ্রপাতমঃ' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য গ্রহণযোগ্যঃ—ভবতি ইতি যাবৎ) 'অস্য' (অস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'তং' (তং, প্রসিদ্ধং রসং, অমৃতং ইত্যর্থঃ) 'মর্জ্জয়ামসি' (মর্জ্জয়ামঃ, শোধয়ামঃ, বয়ং তদপি প্রাপ্নবানি ইতি ভাবঃ); 'পুরা চ নূনং' (নিত্যকালং) 'গাবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'যং' (যং অমৃতং) 'আসভিঃ' (আস্যৈঃ, মুখ্যভাবেন ইত্যর্থঃ) 'দধুঃ' (ধারয়ন্তি), যং অমৃতং 'সূরয়ঃ' (জ্ঞানিনঃ) ধারয়ন্তি, তদমৃতং বয়ং লভেমহি ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং তথা জ্ঞানজনিতং অমৃতং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৭অ ২খ—২সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে শুদ্ধসত্ত্ব পরমানন্দদায়ক এবং ভগবান্ ইন্দ্রদেবের গ্রহণযোগ্য, এই শুদ্ধসত্ত্বের প্রসিদ্ধ অমৃত আমরা যেন প্রাপ্ত হই; নিত্যকাল জ্ঞান-কিরণসমূহ যে অমৃত মুখ্যভাবে ধারণ করে, যে অমৃত জ্ঞানিগণ ধারণ করেন, সেই অমৃত আমরা যেন লাভ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক।

---

*, এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবনবতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব এবং জ্ঞানজনিত অমৃত লাভ করি)। (১৭অ—২খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্য' সোমস্য 'তং' রসং 'মর্জ্জয়ামসি' মর্জ্জয়ামঃ শোধয়াম অঙ্কুর্য্যা বা 'যঃ' 'মদঃ' মদকরঃ রসঃ 'ইন্দ্রপাতমঃ' ইন্দ্রেণাত্যন্তং পীতো ভবসি। কিঞ্চ 'গাবঃ' গন্তারঃ 'ঋষয়ঃ' স্তোতারঃ 'পুরা চ' 'নূনং' ইদানীং চ 'যং' সোম রসং 'আসভিঃ' আস্যৈঃ 'দধু' ধারয়ন্তি চ পিবন্তীতি যাবৎ। যদ্বা, 'গাবঃ' ধেনবঃ 'যং' সোমং তৃণাদিষ্বস্থিতং 'আসভিঃ' আস্যৈঃ 'দধুঃ' ধারয়ন্তি তৃণরূপেণ ভক্ষয়ন্তি। (১৭অ ২খ ২সূ-২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৬৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রচলিত ভাষ্যাদির সহিত আমাদের অনেক অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি; তাহা এই, "ইহার যে অতি চমৎকার রস, যাহা ইন্দ্রের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পানীয় বস্তু যাহা গাভীগণ এবং প্রাচীন পণ্ডিতগণ মুখে ধারণপূর্ব্বক আস্বাদন করিতেছেন, এস সেই রস আমরা শোধন করি।" এতৎসহ ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদও প্রদত্ত হইল, "হম সোমকে উস রসকো শোধতে হ্যায়, জো মদকারী রসরূপ আউর ইন্দ্রকে অত্যন্ত পীনে যোগ্য হ্যয়, জিস সোমরসকো স্তোতাওনে পহিলে ধারণ কিয়া আউর অব ভী ধারণ করতে হ্যায়; তৃণাদিমে স্থিত জিস সোমকো গৌএঁ মুখোসে তৃণাদিরূপ করকে ভক্ষণ করতী হ্যায়।"

এখানে কয়েকটী পদের অর্থ-সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। 'গাবঃ' পদে ভাষ্যকার দুইটী অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'গাবঃ' পদের এক অর্থ 'গন্তারঃ' অর্থাৎ যাঁহারা গমন করে। এই অর্থ দ্বারা কি বুঝায় তাহা বলা শক্ত। 'গাবঃ' পদের প্রচলিত অর্থেও 'গন্তারঃ' প্রতিশব্দ গৃহীত হয় না। তিনি অন্য অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন। যথা, 'গাবঃ' ধেনবঃ; 'যং' সোমং তৃণাদিষ্বস্থিতং 'আসভিঃ' আস্যৈঃ 'দধুঃ' ধারয়ন্তি তৃণরূপেণ ভক্ষয়ন্তি। তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ;—'গাবঃ' পদের অর্থ ধেনুগণ; 'তৃণাদিতে অবস্থিত যে সোমকে তাহারা মুখের দ্বারা ধারণ করে অর্থাৎ তৃণরূপে ভক্ষণ করে।' গাভীগণ তৃণ ভক্ষণ করে, সেই তৃণের মধ্যে সোমরস বর্ত্তমান আছে, সুতরাং গাভীগণ সোম ভক্ষণ করে—ইহাই ভাষ্যকারের অভিপ্রায়। এই ব্যাখ্যা হইতে আমরা একটী নূতন বিষয়ের সন্ধান লাভ করিলাম। সোমরস সাধারণতঃ 'সোম' নামক এক প্রকার লতা হইতে উৎপন্ন হয়—ইহাই প্রচলিত মত। এখানে ভাষ্যকার বলিতেছেন—তৃণের মধ্যেও সোম বর্ত্তমান আছে। তবে কি মনে করিতে হইবে যে, তৃণ হইতেও সোমরস প্রস্তুত হয়? কিন্তু প্রকৃত-

পক্ষে তৃণ হইতে সোমরসের উৎপত্তির কোনও প্রসঙ্গ কোথায়ও পরিদৃষ্ট হয় না। প্রচলিত মতানুসারেই সোমরস একমাত্র সোমলতা হইতেই প্রস্তুত হয়। তবে ভাষ্যকারের এই নূতন মত প্রখ্যাপনের কারণ কি?

সোমরস তৃণ হইতে উৎপন্ন হয়—এই ব্যাখ্যা ব্যতীত ভাষ্য হইতে আরও একটী ভাব গৃহীত হইতে পারে; তাহা এই যে, সোম তৃণে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে—অর্থাৎ জগতের সকল বস্তুতেই সোমরস বর্ত্তমান আছে, এমন কি সামান্য যে তুচ্ছ তৃণ তাহাতেও সোমরস অবস্থিতি করিতেছে। 'তৃণাদিষবস্থিতং' পদের ইহাই ভাবার্থ। এই ভাব হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, 'সোম' সাধারণ মাদক দ্রব্য হইতে পারে না। কারণ সাধারণ মাদক দ্রব্য কখনই বিশ্বের সকল বস্তুতে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। সুতরাং সোম বলিতে প্রকৃতপক্ষে স্বর্গীয় পরমার্থপ্রদ, যাহা আমাদিগকে মোক্ষের পথে লইয়া যায়, সেইরূপ কোনও বস্তুকে লক্ষ্য করে। ভাষ্য হইতে ইহাই উপলব্ধি করা যায়। (১৭অ—২খ—২সূ—২সা)। *

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ক ২র
তং গাথয়া পুরাণ্যা পুনানমভ্যনূষত।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
উতো কৃপন্ত ধীতয়ো দেবানাং নাম বিভ্রতীঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধকাঃ 'পুরাণ্যা' (পুরাকৃতয়া, নিত্যয়া) 'গাথয়া' (স্তুত্যা, প্রার্থনয়া) 'পুনানং' (পবিত্রকারকং) 'তং' (প্রসিদ্ধং তং দেবং, ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'অভ্যনূষত' (অভিষ্টুবন্তি, আরাধয়ন্তি); 'উতো' (অপিচ) 'দেবানাং নাম বিভ্রতীঃ' (দেবমাহাত্ম্যং প্রখ্যাপকাঃ) 'ধীতয়ঃ' (সদ্বৃত্তয়ঃ, সদ্বৃত্তিসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ইতি ভাবঃ) 'কৃপন্ত' (কল্পয়ন্তি, সমর্থাঃ ভবন্তি —ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। আরাধনাপরায়ণাঃ সাধকাঃ ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ। (১৭অ—২খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ নিত্য প্রার্থনার দ্বারা পবিত্রকারক ভগবানকে আরাধনা করেন; অপিচ, দেবমাহাত্ম্যপ্রখ্যাপক সদ্বৃত্তিসম্পন্ন সাধকগণ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবনবতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সমর্থ হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—আরাধনাপরায়ণ সাধকগণ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (১৭অ—২খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পুনানং' পূয়মানং সোমং 'পুরাণ্যা' পুরাকৃতয়া 'গাথয়া' স্তুত্যা 'অভি অনূষত' স্তোতারোঽভিষ্টুবন্তি। ণু স্তবনে (অদা০ প০) লুঙি রূপং। 'উতো' অপিচ 'নাম' কর্ম্মার্থং নমনং 'বিভ্রতীঃ' বিভ্রাণাঃ 'ধীতয়ঃ' অঙ্গুলয়ঃ 'দেবানাং' সোমরূপ-হবিঃ-প্রদানায় 'কৃপন্ত' কল্পয়ন্ত সমর্থা ভবন্তি। (১৭অ ২খ ২সূ-৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৬৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। একটী বঙ্গানুবাদ এই,—"শোধনকালে তাঁহাকে প্রাচীন গাথার দ্বারা স্তব করা হইল। দেবতার নামসম্বলিত অনেক স্তব তাঁহার জন্য প্রস্তুত হইল।" এই অনুবাদে সাক্ষাৎভাবে সোমরসের প্রসঙ্গ না থাকিলেও সমগ্র ব্যাখ্যা হইতে তাহা অনুমান করা শক্ত নয়। কিন্তু ভাষ্যে 'পুনানং' পদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"পূয়মানং সোমং"। নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী অনুবাদ হইতে ভাষ্যের মর্ম্ম উপলব্ধ হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"পূয়মান সোমকো পুরাতন স্তুতিসে স্তোতা প্রশংসা করতে হ্যায়, আউর কর্ম্মকে লিয়ে নম্রতাকো ধারণ করতী হুই অঙ্গুলিয়ে দেবতাওঁকো সোমরূপ হবিকে লিয়ে সমর্থ হোতী হ্যায়।"

সমগ্র মন্ত্রের মধ্যে কোথায়ও সোমরসের উল্লেখ নাই; কিন্তু মন্ত্রের 'তং' এবং 'পুনানং' পদদ্বয় হইতেই প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ সোমরসের প্রসঙ্গ অধ্যাহার করিয়াছেন। 'পুনানং' পদের স্বাভাবিক অর্থ 'পবিত্রকারক'; কিন্তু পবিত্রকারক বলিতে সোমরসকেই বিশেষভাবে বুঝাইবে কেন তাহার কোনও কারণ নাই। বরং সর্ব্বপবিত্রতার আধার, ভগবানকেই উক্ত পদে লক্ষ্য করে বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের প্রথম অংশ—'পুরাণ্যা গাথয়া পুনানং তং অভ্যনূষত', 'পুরাণ্যা' পদের অর্থ পুরাতন। পুরাতন মন্ত্র বর্ত্তমান সময়ে আরাধনা করা হইতেছে। যাহা পুরাতন, তাহাই আবার নূতন। অর্থাৎ উহা চিরকাল নূতন, নিত্য সনাতন। 'গাথা' শব্দ স্তোত্র মন্ত্র প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং 'পুরাণ্যা গাথয়া' পদদ্বয়ের অর্থ দাঁড়ায়—নিত্য প্রার্থনা দ্বারা। 'অভ্যনূষত' পদের অর্থ—'প্রার্থয়ন্ত, আরাধয়ন্ত'। তাই এই অংশের অর্থ—সাধকগণ নিত্য প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করেন। কিন্তু এস্থলে 'তং' পদে যদি সোমরসকে লক্ষ্য করে, তাহা হইলে মন্ত্রের ভাব কি হইতে পারে? সাধকগণ সোমরসের আরাধনা করেন? এ অতি অসঙ্গত ভাব।

মন্ত্রের শেষাংশ দ্বারাও প্রথম অংশের অর্থ সমর্থিত হইতেছে। শেষাংশ—"বীতয়ঃ স্নপন্ত"—সৎবৃত্তিসম্পন্ন জনগণ সমর্থ হয়েন। কিসের জন্য? অতি সহজেই সমগ্র মন্ত্র হইতে এই ভাব অধ্যাহৃত হয় যে, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য। আমরা মন্ত্রের এই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। (১৭অ—২খ—৪সূ—৩সা)। *

— • —

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সম্রাজন্তমধ্বরাণাম্ ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'অশ্বং' (ব্যাপকং, রশ্মিং) 'ন' (ইব) 'বারবন্তং' (বাধানিবারকং, প্রকাশকং) 'অধ্বরাণাং' (যজ্ঞানাং) 'সম্রাজন্তং' (স্বামিনং, নিষ্পাদকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'নমোভিঃ' (স্তুতিভিঃ) 'বন্দধ্যৈ' (বন্দিতুং প্রবৃত্তা ভবাম—বয়মিতি শেষঃ)। রশ্মিবৎস্বপ্রকাশকং সর্ব্বসৎকর্ম্মসম্পাদকং জ্ঞানস্বরূপং ত্বাং অভিষ্টসিদ্ধ্যর্থং সংভজামহে ইতি ভাবার্থঃ।

অথবা,

'অধ্বরাণাং' (যজ্ঞানাং) 'সম্রাজং' (সম্রাট্স্বরূপং) 'বারবন্তং' (অমৃতশালিনং) 'অশ্বং' (ব্যাপ্তিশীলং, সর্ব্বব্যাপকং) তং' (প্রখ্যাতং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'নমোভিঃ' (নমঃসূচকমন্ত্রৈঃ) 'ত্বা' (প্রথমা) 'বন্দধ্যৈ' (বন্দিতুং প্রবৃত্তা ভবাম—বয়মিতি শেষঃ)। (১৭অ—২খ ৩সূ—১সা)॥

* , *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! রশ্মির ন্যায় স্বপ্রকাশ (জ্ঞানস্বরূপ) সর্ব্বযজ্ঞের (সকল সৎকর্ম্মের) সম্পাদক (প্রভু) জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে আমরা যেন (অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য) বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত হই। ভাবার্থ;—

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবনবতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

রশ্মিবৎ-স্বপ্রকাশক সর্ব্বসৎকর্ম্মসম্পাদক জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যেন ভজনা করি।

অথবা,

যজ্ঞসমূহের সম্রাট্স্বরূপ, (প্রভু) অমৃতবিশিষ্ট, সর্ব্বব্যাপক, প্রখ্যাত (সেই) জ্ঞানস্বরূপ দেবকে নমঃশব্দোচ্চারণপূর্ব্বক আমরা যেন বন্দনা করিতে (সর্ব্বদাই) প্রবৃত্ত হই। (১৭অ—২খ— সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অধ্বরাণাং' যজ্ঞানাং 'সম্রাজন্তং' সম্রাট্স্বরূপং স্বামিনং 'অগ্নিং' 'নমোভিঃ' স্তুতিভির্হবির্ভির্বা 'বন্দধ্যৈ' বন্দিতুং প্রবৃত্তা ইতি শেষঃ। অগ্নের্দ্দৃষ্টান্তঃ—'বারবন্তং' বাল-যুক্তং 'অশ্বং ন' অশ্বমিব অশ্বো যথা বালেন বাধকান্ মশক-মক্ষিকাদীন্ পরিহরতি, তথা ত্বমপি জ্বালাভিরস্মদ্বিরোধিনঃ পরিহরণীত্যর্থঃ। বারবন্তং মতুপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং; ঘঞেন্তো ত্রিঃবার-শব্দঃ, কর্ষাত্বতঃ (৬।১।১৫৯)—ইতি অন্তোদাত্তত্বং ব্যত্যয়েন প্রবর্ত্ততে॥১॥

* * *

প্রথম (১৬৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রটীর প্রথম পাদস্থিত 'অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং' শব্দ কয়টী বড়ই সমস্যা-মূলক। ব্যাখ্যাকারগণ, ভাষ্যকারের অনুসরণে, ঐ শব্দ কয়টীর অর্থ করিয়াছেন—'পুচ্ছ ও কেশরবিশিষ্ট অশ্বের ন্যায়।' তাহা হইতে টানিয়া বুনিয়া দৃষ্টান্ত-ক্ষেত্রে ভাব আনা হইয়াছে,—'অশ্ব যেমন পুচ্ছাদি-সঞ্চালনে বাধাদায়ক দংশক মশকাদিকে দূরীভূত করে, অগ্নিদেবও সেইরূপ স্বকীয় জ্বালা (শিখা) দ্বারা আমাদিগের পীড়াদায়ক শত্রুগণকে দূর করেন।' এস্থলে, 'ঘোটক যেমন পুচ্ছাদিযুক্ত'—এবম্বিধ উপমার কোনরূপ সার্থকতাই আমরা দেখিতে পাই না। অগ্নির শিখার সহিত ঘোটক-পুচ্ছের উপমাতে কি ভাব দ্যোতনা করে? দংশক মশকাদির বিষয় মনে করাও বড় দূর-কল্পনার কথা।

'অশ্বং নত্বা'—এস্থলে 'ন' শব্দের অর্থ বৈদিক-প্রয়োগে 'ইব' এবং 'ত্বা' শব্দের অর্থ 'ত্বাং' বলিয়া স্বীকার করিলে, উপমার ভাবই সূচিত হয় বটে; কিন্তু 'নত্বা' পদের ঐরূপ অর্থ গ্রহণ না করিয়া সহজসাধ্য 'প্রণম্য' অর্থ স্বীকার করিলে উক্ত উপমার ভাব আনয়নের আবশ্যক করে না। যাহাই হউক, উক্তরূপ দ্বিবিধ অর্থ-গ্রহণ পক্ষেই আমরা বলি, মন্ত্রে অনিত্য ঘোটকাদির সম্বন্ধ নাই। উপমা-পক্ষে এখানে জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানরূপ জ্যোতির উপমাই বিদ্যমান রহিয়াছে। জ্ঞানরূপ রশ্মি স্বতঃই বিস্ফারিত হয়; অজ্ঞানরূপ বাধা তাহার নিকট আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না। এখানে, ঐ উপমায়, যে অগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাঁহারই স্বরূপ উপলব্ধ হইতেছে। সাধারণ অগ্নি

যা জ্যোতিঃ স্বতঃবিচ্ছুরণশীল হইলেও, তাহার গতিপথে বাধা থাকিতে পারে ; কিন্তু জ্ঞানাগ্নির নিকট অজ্ঞানরূপ বাধা আপনিই দূরীভূত হয়। এ মন্ত্রে উপাস্ত অগ্নির সেই অলৌকিক তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। এই অগ্নির মধ্য দিয়াই আমি যেন সেই জ্ঞানাগ্নির অধিকারী হই, - ইহাই এ মন্ত্রের স্থূল প্রার্থনা।

পক্ষান্তরে, মন্ত্রটীতে বেশ সমীচীন সুসঙ্গত অথচ সমভাবদ্যোতক অর্থ প্রকাশিত হয়। তদর্থে ব্যাপ্তি-অর্থমূলক 'অশূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'অশ্বং' পদে ব্যাপক— বিশ্বব্যাপক অর্থ দ্যোতনা করে। এস্থলে ঐ অশ্ব পদ, জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবের সুসঙ্গত বিশেষণ। জ্ঞানাগ্নি যে বিশ্বব্যাপী, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনিই 'বারবন্তং'—অমৃতবিশিষ্ট ; তাঁহারই অনুগ্রহে সাধক অমৃতের অধিকারী হইয়া থাকে। এ পক্ষে 'বারবন্তং' পদে 'বারং অমৃতং তদ্যুক্তং' অর্থ আমনন করা যায়। তিনি যজ্ঞসমূহের সম্রাট (সম্রাজং) ; তিনি হৃদয়রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলে, সাধক বহু যজ্ঞসাধনে সক্ষম হন ; এ কারণে তাঁহাকেই যজ্ঞের একমাত্র প্রভু বলা হইয়াছে। তিনি প্রধ্যাতঃ ; তাঁহাকে নমস্কার-পূর্ব্বক আমরা যেন সর্ব্বদাই তাঁহার অনুধ্যানে নিরত থাকি। এ পক্ষে ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (১৭অ - ২খ ৩সূ ১সা)। *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১　২　　৩ ১র　২র　৩ ১ ২　　৩ ১ ২
স ঘা নঃ সূনুঃ শবসা পৃথুপ্রগামা সুশেবঃ।
৩ ২　৩ ১ ২
মীঢ়্বাঁ অস্মাকং বভূয়াৎ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শবসা' (শবস্ত বলস্য, শক্ত্যাঃ) 'সূনুঃ' (পুত্রঃ, আশ্রয়ঃ) 'পৃথুপ্রগামা' (সর্ব্বত্রগমনশীলঃ, সর্ব্বত্রবিদ্যমানঃ) 'স ঘ' (স এব জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুশেবঃ' (সুসুখঃ, পরমসুখসাধকঃ) ভবতু, 'অস্মাকং' (প্রার্থনাকারিণাং) 'মীঢ়্বান' (কামানাং বর্ষিতা, অভীষ্ট-সিদ্ধিপ্রদঃ) 'বভূয়াৎ' (ভবতু)। সর্ব্বশক্তিনাং আশ্রয়ভূতঃ স অগ্নিদেব অস্মাকং সুখবর্দ্ধনং অভীষ্টপূরণং চ কুরু—ইতি প্রার্থনা। (১৭অ - ২খ ৩সূ - ২সা)।

* * *

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (১অ - ১প্র - ২দ ৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

সকল শক্তির আশ্রয়, সর্ব্বত্র বিদ্যমান সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব আমাদের পরমসুখসাধক হউন, প্রার্থনাকারী আমাদের অভীষ্ট প্রদানকারী হউন। সর্ব্বশক্তির আশ্রয়ভূত জ্ঞানস্বরূপ সেই অগ্নিদেব আমাদের সুখ-বর্দ্ধন ও অভীষ্টপূরণ করুন—ইহাই প্রার্থনা। (৭অ—২খ—৮সূ—২সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স ঘ' স এবাগ্নিঃ 'নঃ' অস্মাকং 'সুশেবঃ' সুসুখো ভবত্বিতি শেষঃ। কীদৃশঃ? 'শবসা' বলস্য শবসঃ 'সূনুঃ' পুত্রঃ। বিভক্তি-ব্যত্যয়ঃ। 'পৃথুপ্রগামা' পৃথু-প্রগমনঃ। প্রকর্ষেণ গমনং প্রগামঃ হলশ্চ (৩।৩।১২১)—ইতি ঘঞ্। পৃথু-প্রগামো যস্যাসৌ পৃথু-প্রগামঃ, সুপাং সুলুক্ (৭।১।৩৯) ইতি পূর্ব্বসবর্ণআকারঃ, বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (৬।২।১)। কিঞ্চ 'অস্মাকং' 'মীঢ্বান্'। মিহ সেচনে (ভ্বা০ প০) ইত্যস্মাৎ কসু-প্রত্যয়ান্তো দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ্বাংশ্চ (৬।১।১২) ইতি নিপাতিতঃ। কামানাং বর্ষিতা 'বভূয়াৎ'। ভবতেশ্ছান্দসলিটঃ তিঙাং তিঙো ভবন্তীতি তিঙাদেশঃ। যাসুট্, ছান্দসত্বাৎ শপ্‌ভাব-দ্বির্ব্বচনে 'ভবতেরঃ' (৭।৪।৭৩)—ইত্যত্বং তিঙঃ (৮।১।২৮) ইতি নিঘাতো ভবত্বিত্যর্থঃ।২।

* * *

দ্বিতীয় (১৬৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এখানে সাধারণ দৃষ্টিতে 'শবসা সূনুঃ' পদদ্বয়ে 'বলের পুত্র' অর্থাৎ বল-উৎপন্ন (ঘর্ষণোৎপন্ন) অগ্নিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝা যায়। প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে সেই অর্থই প্রকট হইয়াছে। যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, সেই অর্থই প্রতিভাত হইবে,—বেদমন্ত্রের ইহাই বিশেষত্ব। যাহা হউক, আমরা কিন্তু 'শবসা সূনুঃ' পদদ্বয়ে 'শক্তির আশ্রয় স্থান' অর্থই গ্রহণ করি। 'বীজ-মূল বৃক্ষ, কি বৃক্ষ-মূল বীজ'—ইহা যেরূপ নির্দ্ধারিত হওয়া সুকঠিন; শক্তি হইতে অগ্নি, কি অগ্নি হইতে শক্তি, তাহাও সেইরূপ নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। ইহাতে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়, আধার আধেয়ভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট—এই তত্ত্বই, তত্ত্বপক্ষে অভিন্নত্ব-ভাবই, উপলব্ধ হয়। শক্তিরূপে যিনি অগ্নির উৎপাদক হন, অগ্নিরূপে তিনিই আবার শক্তিকে উৎপাদন করেন; উৎপাদক ও উৎপন্ন একপক্ষে অভিন্ন সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। যেমন, জল ও বুদ্বুদ-নামভেদ প্রকারভেদ মাত্র; পরন্তু বস্তুপক্ষে উভয়ই অভিন্ন। এখানে 'শবসা সূনুঃ' এবং 'পৃথুপ্রগামা' সেই অগ্নিকেই বুঝাইতেছে,—যিনি শক্তি হইতে উৎপন্ন, অথচ শক্তিরই হেতুভূত এবং বিশ্বব্যাপক। ফলতঃ যিনি স্রষ্টা অথচ সৃষ্টি, ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত; এখানে বিশেষণে তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অগ্নিরূপে, তেজোরূপে, জ্যোতিঃরূপে তিনি যে বিশ্বব্যাপ্ত, 'পৃথুপ্রগামা' পদ তাহাই প্রকাশ করিতেছে।

তিনি যে সাকার ও নিরাকার—'শবসা সূনুঃ' পদদ্বয়ে তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে, মনে করি। সৃষ্টিকর্ত্তা পিতারূপে তিনি অব্যক্ত, নিরাকার, সৃষ্ট পুত্ররূপে তিনি ব্যক্ত (সাকার), উৎপত্তি-মূলরূপে অদৃষ্ট, উৎপন্ন-রূপে পরিদৃশ্যমান;—এ ভাবও এখানে মনে আসিতে পারে। সেই যে অগ্নিদেবতা, সেই যে ভগবান অগ্নিদেব, তিনি আমাদিগের সুখবৃদ্ধি করুন এবং অভীষ্টপূরণ করুন—ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনা। (১৭অ ২খ ৩সূ—২সা)॥ *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ১ ৩

স নো দূরাচ্চারাচ্চ নি মর্ত্ত্যাদঘায়োঃ।

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২

পাহি সদমিদ্বিশ্বায়ুঃ॥ ৩॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বায়ুঃ' (সর্ব্বপ্রাণস্বরূপঃ, জগতো রক্ষকঃ) 'সঃ' (অগ্নিদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'দূরাৎ চ' (অন্তরাৎ চ, দূরেঽপি) 'আরাৎ চ' (আসন্নদেশে, নিকটেঽপি) 'নি' (নিতরাং অধিতিষ্ঠতি); হে দেব! 'মর্ত্ত্যাৎ' (মর্ত্ত্যসম্বন্ধযুতাৎ, মানবজন্মহেতুভূতাৎ) 'অঘায়োঃ' (পাপাৎ) 'সদমিৎ' (সর্ব্বদৈব) 'পাহি' (পরিত্রায়স্ব)। স ভগবান যদ্যপি বিশ্বপ্রাণঃ, তথাপি অস্মাকং ধ্যানধারণাকর্ম্মানুসারেণ নিকটেঽপি দূরেঽপি চ বিদ্যতে। হে ভগবন্! পাপাৎ আরক্ষ, হৃদি আগচ্ছ। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ॥ (১৭অ ২খ ৩সূ ৩সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বপ্রাণস্বরূপ (বিশ্বায়ু) সেই ভগবান্ অগ্নিদেব আমাদিগের দূরেও আছেন, এবং নিকটেও আছেন (কর্ম্মানুসারে আমরা তাঁহাকে নিকটেও দেখিতে পাই, আবার দূরেও দেখিতে পাই); হে দেব! মানব-জন্ম-সহজাত পাপ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। হে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ভগবন্! পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন, হৃদয়ে আগমন করুন—ইহাই প্রার্থনা। (১৭অ—২খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'বিশ্বায়ুঃ'। ইণ্ গত্যাদিত্যাস্মাদ্ ভাবে এতের্ণিচ্চস্মাৎ পুংসি. বিশ্বময়নং গমনং যস্যেতি বহুব্রীহিঃ, বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং (৬।২।১০৬)—ইতি পূর্ব্বোদাত্তত্বং ব্যাপ্ত-গমন ইত্যর্থঃ। স ত্বং 'দূরাচ্চ' দূরেঽপি আরাচ্চ আসন্নে চ 'মর্ত্ত্যাৎ' মনুষ্যাদ্ বৈরিণঃ 'নঃ' অস্মান্ 'সদামিৎ' সর্ব্বদৈব 'নি পাহি' নিতরাং পালয়। (১৭অ ২খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৬৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষের কর্ম্মানুসারে, মানুষের ধ্যান-ধারণা-অনুভাবনা-ক্রমে, ভগবান্ তাঁহাদিগের নিকটে ও দূরে অবস্থিতি করেন। তিনি বিশ্বায়ু বিশ্বপ্রাণরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইলেও, মানুষ সর্ব্বদা তাঁহাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পায় না; কখনও দেখে—তিনি কতই দূরে আছেন; কখনও দেখে—তিনি নিকটে আসিতেছেন। এ মন্ত্রে মানুষের সেই বিভ্রমের বিষয় বলা হইয়াছে। আর বলা হইয়াছে,—'মানুষ, যদি তুমি সর্ব্বদা তাঁহাকে নিকটে দেখিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার শরণাপন্ন হও; তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাও, তিনি যেন এই মানব-জন্মের সহিত নিত্য-সম্বন্ধযুত পাপ-সমূহকে বিদূরিত করেন।' পাপ বিদূরিত হইলেই, অজ্ঞান অন্ধকার অপসারিত হইলেই, পুণ্যস্বরূপ তাঁহার—জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহার—অধিষ্ঠান হইবে। তাই ঐ প্রার্থনা,—'হে দেব! আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন।'

'মর্ত্ত্যাৎ অঘায়োঃ' পদদ্বয়ে, ভাষ্যকারগণ মর্ত্ত্যলোকদের (মনুষ্যরূপ শত্রুদের) হিংসা (বৈরিভাব)-রূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা এই যে, এ মন্ত্রে আর্য্য-অনার্য্যের বিরোধ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। হিংস্র অসুরগণের শত্রুতা হইতে রক্ষা করুন,—সে হিসাবে মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা হয়। আমরা কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পরিগ্রহ করি। 'অঘ' শব্দে পাপকে বুঝায়। অদৃষ্টবশতঃ মনুষ্য-জন্ম হয়। মনুষ্য-জন্ম কর্ম্মফল-ভোগের হেতুভূত। 'জন্মাৎ' পদের প্রকৃত অর্থ, আমরা তাই মনে করি,—জন্ম-সহজাত। মনুষ্য-জন্মে মানুষ যেমন কর্ম্মফল ভোগ করে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনই নূতন নূতন পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। একটী অসত্যকে চাপা দিবার জন্য মানুষ নূতন নূতন অসত্যের আশ্রয় লইয়া থাকে। একটা পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে আশঙ্কায়, পাপী নূতন পাপে প্রবৃত্ত হয়। চোর চুরি করিয়া পাপ করে; শেষে সে পাপ ঢাকিবার জন্য, যে তাহাকে চুরি করিতে দেখিয়াছে, তাহার হত্যা-কার্য্যে সাহস করে। এইরূপে পাপের উপর পাপের পসরা সজ্জিত হইতে থাকে। জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ-মাত্রেরই এই অবস্থা। এখানকার 'মর্ত্ত্যাৎ অঘায়োঃ' পদদ্বয়ে সেই অবস্থা দ্যোতনা করিতেছে। প্রার্থনায় জানান হইতেছে,—'হে

ভগবন! যে পাপ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট; সেই পাপের ফলভোগই অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে পাপের উপর আর যেন নূতন পাপে প্রবৃত্ত না হই। দয়াময়! দয়া কর,—মনুষ্য-জন্ম-সহকৃত পাপসমূহ হইতে উদ্ধার কর।' (১৭অ—২খ—৩সূ—৩সা)।

——০——

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২ র র১ ২ n৩ ৫ ২ ১ ৫ ২ ৩
১। অশ্বন্নধা। ঔহোহায়ি। বারাবা ২ ৩ ৪ স্তাম্। বন্দাধ্যা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা

৫ ২২র২ ১ ৭ ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫
২ ৩ ৪ ভী:। সম্রাজং। তামধ্বরা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র ২ ৫র ৫ ২র র র ১ ২ ∧ ৩
ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ণাম্। এহিয়া ৬ হা। সবানঃসাঔহোহায়ি। নুঃশাবা

৫ ২ ১ ২ ১র র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩
২ ৩ ৪ সা। পৃথুপ্রা ২ ৩ ৪ হা। গামান্সুশা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪

৫ ২ ৩ ৫ ২র১র ২ ১ ৭ ২ ৩র৪র৫ ১৩
হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ বাঃ। মীঢ়া৮স। স্মাকংভূ ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা

৫ ৩র ২ ৫র ৫ ২ র র র
২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। যাৎ। এহিয়া ৬ হা। সনোদুরা

র ১ ২ ৩ ৫ ২ ১ ৫ ১র ২
ঔহোহায়ি। চাজসা ২ ৩ ৪ চ্চা। সিমার্ত্তা ২ ৩ ৪ হায়ি। যাদধ্বা ৩ ৪।

৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২র ১২ ১ ৩ ২
ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ মোঃ। পাহিন। দামিদিশা ৩ ৪

৩র৪র৫ ১৩ ৫ ৩র ২
ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। য়ুঃ।

৫র ৫ ৪
এহিয়া ৬ হা। হা ৫ ঈ। ডা॥

*

১ ২n ৩র ৫ ১∧২ ৩র ৫ ১র২
২। আবা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। নাহা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। বারবন্তং-

১ ২n ৩র ৫ ১ ২র ১র ২ ১ ২র১
বন্দধ্যা। আগ্না। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। নমোভিঃসম্রাজন্তাম্। আধ্বরাণাম।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

৪ ৫ ১২n ৩র ৫ ১ ২n ৩র ৫
ঔ ২ ৩ হোবা। লাধা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। মাঃলা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা।

১ ২র ১ ২র ৩র ৫ ১ র ২রর১র ২ ১
স্তুঃশবসা পৃথুপ্রা। গামা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। সুশেবোমীঢ়া৮ অস্মা। কাম-

২র১ ৪ ৫ ১ ২ ৩র ৫ ১২র ৩র
ভূয়াৎ। ঔ ২ ৩ হোবা। লানা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। দূরা। ঔহো

২র১র২ ১ ২u ৩র ৫ ২রঃর ২র১ ২ ১
২ ৩ ৪ বা। চাসাচ্ছনিমা। তীয়া। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। ঘায়োঃপাহিসদ্যাম্।

২র ১ ৪ ৫ ৪
আঘিদশ্বায়ুঃ। ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা। ১।২।৩। *

—— ০ ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমা সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
ত্বমিন্দ্র প্রতূর্ত্তিষভি বিশ্বা অসি স্পৃধঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
অশস্তিহা জনিতা বৃত্রতূরসি ত্বং

২ ৩ ২
তূর্য্য তরুষ্যতঃ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাদিপতে হে দেব!) 'ত্বং' (পূজ্যঃ ত্বং) 'প্রতূর্ত্তিষু' (রিপুসংগ্রামেষু) 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'স্পৃধঃ' (শত্রুসেনাঃ, অস্মাকং সর্ব্বান রিপূন ইত্যর্থঃ) 'অভ্যসি' (অভিভবসি, বিনাশয়সি); 'বৃত্রতূঃ' (অজ্ঞানতানাশক, পাপবারক হে দেব!) 'ত্বং' (শ্রেষ্ঠঃ ত্বং) 'অশস্তিহা' (অমঙ্গলনাশকঃ) 'জনিতা' (মঙ্গলোৎপাদকঃ, মঙ্গলময়ঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'তরুষ্যতঃ' (বিঘ্নকারিণাং শত্রূণাং) 'তূর্য্য' (তূর্য্যঃ, নিবারণকারী,

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "বার্হস্পতীয়েস্তবম্" এবং (২) "বারবন্তীয়াত্তম্"।

নাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); মঙ্গলময়ঃ ভগবান অস্মাকং রিপূন্ নাশয়তু তথা মোক্ষ-বিঘ্নান নিবারয়তু—ইতি ভাবঃ। (১৭অ—২খ—৩দ—১সা।

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! পূজ্য আপনি রিপুসংগ্রামে আমাদিগের সকল রিপুগণকে বিনাশ করুন; পাপবারক হে দেব! শ্রেষ্ঠ আপনি অমঙ্গলনাশক, মঙ্গলময় এবং শত্রুগণের নাশক হউন; (ভাব এই যে,—মঙ্গলময় ভগবান্ আমাদিগের রিপুগণকে নাশ করুন; এবং মোক্ষ-বিঘ্নসমূহ নিবারণ করুন।)॥ (১৭অ—২খ—৩সূ—১সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'ত্বং' 'প্রতূর্ত্তিষু' সংগ্রামেষু 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ 'স্পৃধঃ' যুদ্ধকারিণীঃ শত্রুসেনাঃ 'অভি অসি' অভিভবসি। কিঞ্চ, হে 'তুর্য্য'। শত্রূণাং বাধকেন্দ্র! 'অশস্তিহা' দেবানামশস্তীনাং হন্তাসি। 'জনিতা' অসুরেভ্যঃ অশস্তীনং জনয়িতা চাসি। অতএব 'বৃত্রতুঃ' সর্ব্বস্য দাতৃবর্গস্য সর্ব্বপ্রকারেণ বা হিংসিতা 'অসি'। 'তরুষ্যতঃ' বাধকাংশ্চ বাধমানোঽসি॥ ১।

প্রথম (১৬৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্র ভগবানের দুই রূপ যুগপৎ প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার এক হস্তে অগ্নি, অন্য হস্তে জল; এক হস্তে ধ্বংস, অন্য হস্তে সৃষ্টি। রুদ্ররূপে তিনি পাপের অমঙ্গলের নাশয়িতা, আবার শান্তরূপে তিনি মঙ্গলের জনক—তিনি মঙ্গলময়।

প্রকৃতির ক্রিয়ায়, মায়ার প্রভাবে, অমঙ্গলের—পাপের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মবশে মানুষ পাপের অসুরের অধীনতা স্বীকার করে। মুহূর্ত্তের জন্য, পাপ অমঙ্গল জগতে আধিপত্য বিস্তার করে বটে; কিন্তু মঙ্গলময় পরমশিব ভগবানের রাজত্বে শয়তানের আধিপত্য টিকিতে পারে না। ভগবান রুদ্ররূপে তাহা ধ্বংস করেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবান যদি পূর্ণমঙ্গলময়, তবে পাপ অমঙ্গল দৈন্য দুঃখ আসিল কোথা হইতে? উপরেই তাহার কথঞ্চিৎ উত্তর দেওয়া হইয়াছে। ভগবান মঙ্গলময়, তিনি পাপের অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না। তবে কি অমঙ্গলের সৃষ্টির জন্য ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোনও শক্তি আছে? তাহাও সম্ভবপর নহে। তিনি 'একমেব—অদ্বিতীয়ং'। তবে অমঙ্গল আসিল কোথা হইতে?

একটা লৌকিক উদাহরণ গ্রহণ করা যাউক। কোনও শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের জিনিষপত্র নষ্ট করিল। এই অমঙ্গলের জন্য শিক্ষক দায়ী নহেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া আবার সমস্ত সংস্কার করিলেন। ইহা একটা লৌকিক উদাহরণ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকের সহিত ভগবানের তুলনা হয় না। কিন্তু একটা কথা আমরা পাইলাম যে, সমস্ত ছাত্র শিক্ষকের অধীন হইলেও তাহাদের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। সেইরূপ ভগবানও মানুষকে একটু কর্ম্ম-স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন। মানুষ তাই আপনার কর্ম্মবশে, প্রবৃত্তির তাড়নায়, অমঙ্গলের সৃষ্টি করে—স্বখাতসলিলে ডুবিয়া মরে। ইহার জন্য মঙ্গলময় ভগবান্ দায়ী নহেন। জীবের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে, সৃষ্টির কোনও অর্থ থাকিত না। তিনি এক ছিলেন তাঁহার বহু হইবার কোনও সার্থকতা থাকিত না।

জগতে এই অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়—মায়ার প্রভাবে, প্রকৃতির চাতুরীতে। 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ' গুণত্রয়ের সাহায্যে প্রকৃতি কাজ করেন। এই গুণত্রয়ের অসামঞ্জস্য-হেতু বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়, মানুষের মধ্যে পার্থক্য জন্মে। মায়ার প্রভাবে—অজ্ঞানতা বশে মানুষ ভুল করে, পাপ করে, নিজের অমঙ্গল নিজে ডাকিয়া আনে। তাই জগতে এই অমঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে—মায়ার প্রভাবের ও জীবের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের (Relative independence) জন্য। মঙ্গলময় ভগবান্ অমঙ্গলের সৃষ্টি করেন না, তাঁহার উপর অসামঞ্জস্যের দোষ আসে না। কিন্তু মানুষ যখন ভুলের বশে, প্রকৃতির চাতুরীতে, পাপের পথে যায়, অমঙ্গলের সৃষ্টি করে,—আপনার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে প্রকৃতির হাতের ক্রীড়ারপুতুল করিয়া তুলে; তখন ভগবান্ রুদ্ররূপে অমঙ্গল ধ্বংসের জন্য অবতীর্ণ হন, মানুষকে সচেতন করিয়া দিয়া প্রকৃত পথ প্রদর্শন করেন। এই ধ্বংসের মধ্যে পরম মঙ্গল দর্শন করিয়া সাধক প্রার্থনা করেন—'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।'

তাই ধ্বংস ও সৃষ্টি এই উভয়ের মধ্য দিয়াই ভগবানের মঙ্গলময় রূপ প্রকাশিত হইতেছে। তিনি একাধারে মঙ্গল ও অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা, আবার অমঙ্গলের নাশয়িতা,—তাঁহার প্রতি এই অসামঞ্জস্য-দোষ আরোপ করা যায় না।

সেই জন্যই মন্ত্রের মধ্যে,এক সঙ্গে ভগবানকে 'অপস্তিতা' 'জনিতা' 'বৃত্রতুঃ' বলা হইয়াছে। 'বৃত্রতুঃ' পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—'সর্ব্বস্য শত্রুবর্গস্য হিংসিতা।' তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এবার ভাষ্যকারও 'বৃত্র' শব্দে 'বৃত্রাসুর' অর্থ করেন নাই। আমরা পূর্ব্বাপরই 'বৃত্রঃ' পদে 'অজ্ঞানতা' 'পাপ' অর্থ করিয়া আসিতেছি। এবার ভাষ্যকারও এক পদ অগ্রসর হইয়াছেন। পূর্ব্বাপর-সঙ্গতি না থাকিলেও, একখানা হিন্দী গ্রন্থে 'বৃত্র' শব্দে 'পাপ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বে (৩অ ১খ - ১দ - ১সা) তাহা উল্লেখ করিয়াছি। ভাষ্যের সহিত বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। (১৭অ - ২খ ৩দ - ১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একোনশততম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্। (ষষ্ঠ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—৮খ ৮দ ১সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ
অনু তে শুষ্মং তুরয়ন্তমীয়তুঃ ক্ষোণী

৩ ৩ ৩ ১ ২
শিশুং ন মাতরা।

৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
বিশ্বাস্তে স্পৃধঃ শ্নথয়ন্ত মন্যবে বৃত্রং

২ ৩ ১ ২
যদিন্দ্র তূর্ব্বসি ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মাতরা' (মাতরৌ, মাতাপিতরৌ) 'শিশুং ন' (শিশুং যথা অনুগচ্ছতঃ তদ্বৎ) 'ক্ষোণী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকাবস্থিতাঃ সর্ব্বে লোকাঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'তুরয়ন্তং' (আশুমুক্তিদায়িকাং) 'শুষ্মং' (বলং, শক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অনু ঈয়তুঃ' (অনুগচ্ছতঃ, অনুসরন্তি, প্রাপ্তুং ইচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ); 'ইন্দ্র' (সর্ব্বশক্তিমন হে দেব!) 'যৎ' (যতঃ) ত্বং 'বৃত্রং' (জ্ঞানাবরকং, অজ্ঞানতারূপং রিপুং) 'তূর্ব্বসি' (বিনাশয়সি) ততঃ 'বিশ্বাঃ স্পৃধঃ' (সর্ব্বে শত্রব) 'তে' (তব) 'মন্যবে' (ক্রোধায়, রিপুনাশকায় শক্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'শ্নথয়ন্ত' (খিন্নাঃ, হীনবলাঃ ভবন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বে লোকাঃ ভগবৎশক্তিং লব্ধুং ইচ্ছন্তি; ভগবান্ লোকানাং সর্ব্বান্ রিপূন্ বিনাশয়তি ইতি ভাবঃ। (১৭অ—২খ—৪সূ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! মাতাপিতা যেমন শিশুকে অনুগমন করেন, সেইরূপভাবে দ্যুলোকভূলোকাবস্থিত সকল লোক আপনার আশুমুক্তিদায়িকা শক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন। বলাধিপতি হে দেব! যেহেতু আপনি অজ্ঞানতারূপ রিপুকে বিনাশ করেন, সেই হেতু সকল শত্রু আপনার

রিপুনাশিকা শক্তির জন্য হীনবল হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সকল লোক ভগবৎশক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন; ভগবান্ লোকদিগের সকল রিপু বিনাশ করেন।)॥ (১৭অ—২খ—৪সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'তে' তব 'শুষ্মং' বলং 'তুররন্তং' শত্রূং হিংসন্তং 'ক্ষোণী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'মাতরা' মাতরৌ 'শিশুং ন' শিশুমিব 'অনু ঈয়তুঃ' অনুগচ্ছতঃ। গমনমাত্রে দৃষ্টান্তঃ। কিঞ্চ, হে ইন্দ্র! ত্বং 'যদ্' যস্মাৎ 'বৃত্রং' বৃত্রনামানং শত্রূং 'তূর্ব্বসি' হংসি। অতঃ 'তে' তব 'মন্যবে' ক্রোধায় 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ 'স্পৃধঃ' সংগ্রামকারিণ্যঃ সেনাঃ 'শ্নথয়ন্ত' শ্নথয়িতা শিথিলা ভবন্তি॥ (১৭অ-২খ-৪সূ—২সা)॥

ইতি সপ্তদশস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

*

দ্বিতীয় (১৬৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——— ———•: * •:——————

ভগবান্ মানবের রিপুনাশ করেন, তাঁহার শক্তিবলে মানুষ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়। তাই ভগবানের সেই পরম শক্তির আশ্রয় লাভ করিবার জন্য মানুষ সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষা করে। মন্ত্রে এই ভাবটাই বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

এখানে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির নমুনাস্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই,—"হে ইন্দ্র! মাতা যেরূপ শিশুর অনুগমন করে, সেইরূপ মাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবী তোমার বল হিংসকের অনুগমন করে। যেহেতু তুমি বৃত্রকে বধ কর, অতএব সমস্ত সংগ্রামকারীগণ তোমার ক্রোধে শিথিল হয়।" কিন্তু এই অনুবাদ ভাষ্যের অনুসারী নহে; বিশেষতঃ দুই এক স্থলে ভাষ্যের বিপরীত ভাবই প্রকাশ করিতেছে। নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী অনুবাদ হইতে ভাষ্যের মর্ম্ম অধিগত হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! শত্রুওঁকো নাশ করনেওয়ালে তেরে বলকো দ্যাবাপৃথিবী জৈসে মাতাপিতা বালককে পীছে পীছে জাতে হ্যায়, ভায়সে অনুগামী হোতে হ্যায়। হে ইন্দ্র! ক্যোঁকি তু বৃত্রনামক শত্রুকো নষ্ট করতা হ্যায়, ইসকারণ তেরে ক্রোধকে নিমিত্ত সকলসংগ্রামকরনেওয়ালী সেনাএঁ শিথিল হোতী হ্যায়।"

উপরে উদ্ধৃত অনুবাদদ্বয়ে 'ক্ষোণী' পদে 'দ্যাবাপৃথিবী' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এখানে দ্যাবাপৃথিবী শব্দের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে কোনও সুষ্ঠু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দ্যাবাপৃথিবী শব্দে এখানে দ্যুলোকভূলোকের সমস্ত প্রাণিজাতকে বুঝাইতেছে। অর্থাৎ বিশ্বের সকল লোকই ভগবানের অপূর্ব্বশক্তিলাভের জন্য ইচ্ছা করেন। তাহার কারণ পরের অংশেই বিবৃত হইয়াছে—"তে মন্যবে বিশ্বাঃ স্পৃধঃ শ্নথয়ন্ত"—আপনার রিপুনাশক

শক্তিদ্বারা রিপুগণ বিধ্বস্ত হয়। মন্ত্রে সেই শক্তিলাভের প্রার্থনার বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। (১৭অ—২খ—৪সূ—২সা)॥ *

—— • ——

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

৫ ৪ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ১ ২র ১ ২ -- ১
তুবা ৩ মা ৩ রিন্দ্রপ্রতূর্ত্তিষোবা। আভিবিশ্বাঃ। অনাবিস্তা ২ র্দ্ধা ২ ঃ। অশ-

২ ৩ ৪র৫ ২ ১ ২ -- ১ ২ n
স্তিহা ৩ ১ ২ ৩ ৪। জনিতার। এতুরা ১ দা ২ য়ি। তুবাস্তু ১ র্য্যা ২।

৩ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ৫ ৪ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
তরূ ৩। ষ্যা ২ ৩ ৪ ৫। স্তা ২ ৩ ৪ ৩ ঃ॥ তুবা ৩ তূ ৩ র্য্যাস্তরুষ তোবা।

২ ২র ১২ ১ র ২ ৩ ৪৫ ২ ১
তুরংতুর্য্যা। ৎরূষ্যা ২ তা ২ ঃ। আন্নুতেশু ৩ ১ ২ ৩ ৪। মস্তুরথ। তমা-

২ — র ১ ২ ৩ ২ ১
রিমা ১ তূ ২ ঃ। ক্ষোণামিশা ১ য়িশূ ২ ম। নমা ৩। স্তা ২ ৩ ৮ ৫।

৩ ১ ১ ১ ১ ৫র ৪ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ১ র ২ ১ ২
ষা ২ ৩ ৪ ৫॥ ক্ষো। ণা ৩ মিশা ৩ য়িশূমমাতরোবা। ক্ষোণীশত্তম। নমাতা ১

-- ১ র ২ ৩ ৪৫ ২ ১ ২ --
রা ২। বায়শ্চাস্তা ৩ ১ ২ ৩ ৪ বি। স্পৃশস্পরু। তমাশ্ব ১ বা ২ য়।

১ ২ ৩ ২ ১ ৩ ১ ১
বৃত্রাংয়া ১ দা ২। ব্রতূ ৩। ষা ২ ৩ ৪ ৫। সা ২ ৩ ৪ ৫ য়। ১২॥ †

—— ০ ——

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২
যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্দ্ধয়দ্যদ্ভূমিং ব্যবর্ত্তয়ৎ।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
চক্রাণ ওপশং দিবি॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টাশীতিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা ;—"অভিবর্ত্তং।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যজ্ঞঃ' (সৎকর্ম্ম) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) 'অবর্দ্ধয়ৎ' (বর্দ্ধয়েৎ, বৃদ্ধিং প্রাপয়েৎ, সন্তোষয়েৎ ইতি ভাবঃ) ; 'যৎ' (সন্তোষাদ্ধেতো) স ভগবান্ 'দিবি' (স্বর্লোকে) 'ওপশং' (শয়নং, অবস্থিতিং) 'চক্রাণঃ' অপি (কুর্ব্বন অপি) 'ভূমিং' (ভূলোকং, ভূলোকান্তর্গতং সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতারং) 'ব্যবর্ত্তয়ৎ' (ব্যবর্ত্তয়েৎ, বিশেষেণ বর্ত্তনং রক্ষণং কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ)। সৎকর্ম্ম ভগবন্তং সন্তোষয়েৎ, অপিচ অনুষ্ঠাতারং ভূলোকমপি পালয়েৎ—ইতি ভাবঃ॥ (১৭অ—৩খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্ম ভগবানকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করে অর্থাৎ সন্তুষ্ট করে ; সেই সন্তোষ-হেতু, সেই ভগবান স্বর্গলোকে অবস্থিত করিয়াও, এই ভূলোককে—এতদন্তর্গত সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতাকে—বিশেষভাবে রক্ষা করেন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম ভগবানের সন্তোষ-বিধান করে এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতাকে ও ভূলোককে পালন করিয়া থাকে।)॥ (১৭অ—৩খ—১সূ—১সা) ॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যং।

'যজ্ঞঃ' যজমানৈরনুষ্ঠীয়মানো যাগঃ 'ইন্দ্রং' দেবং 'অবর্দ্ধয়ৎ'। শ্রূয়তে হি—'ইন্দ্র ইদং হবির্জুষস্বাবীবৃধতমহোজ্যায়ো কৃতঃ—ইতি। 'যৎ' যস্মাৎ 'ভূমিং' পৃথিবীং 'ব্যবর্ত্তয়ৎ' বৃষ্ট্যাদি-প্রদানেন বিশেষেণ বর্ত্তমানমকরোৎ। কিং কুর্ব্বন্? 'দিবি' অন্তরিক্ষে মেঘং 'ওপশং' উপেত্য শয়ানং 'চক্রাণঃ' কুর্ব্বন্। যদ্বা, আত্মনি সমবেতো বীর্য্যবিশেষ ওপশঃ, তমন্তরিক্ষে কুর্ব্বন্॥ (১৭অ—৩খ—১সূ—১সা) ॥

• • •

প্রথম (১৬৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে মানুষ-মাত্রকেই সৎকর্ম্ম করিবার জন্য উদ্বোধিত করা হইতেছে। সৎকর্ম্মই—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তির সাধন। কর্ম্ম না করিলে, শরীর যাত্রা (জীবিকা) নির্ব্বাহও অসম্ভব। কর্ম্ম কর—ফল আপনিই আসিবে। ফলাকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন নাই। ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ", "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"; ইত্যাদি। কর্ম্ম করিলে ভগবান্

ফল দিবেনই। কর্ম্মের ফল কেবল যে কর্ম্মকর্ত্তাই প্রাপ্ত হন, তাহা নহে—পারিপার্শ্বিক সকলেই অল্পবিস্তর সে কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কিন্তু ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রটীর অর্থ প্রতিপন্ন হয় এই যে,—যজমান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ ইন্দ্রদেবকে বর্দ্ধিত করিয়াছে। এ বিষয়ে শ্রুতি আছে,—'ইন্দ্র ইদং হবিরজুষতাবীবৃধতমহো জ্যায়োঽকৃত ইতি।' অর্থাৎ—'ইন্দ্র এই হবিঃ ভোজন করেন, তজ্জন্য বর্দ্ধিত হন এবং বিশেষ আনন্দ করেন।' যেহেতু সেই ইন্দ্র এই পৃথিবীকে বৃষ্ট্যাদি প্রদান দ্বারা বিশেষভাবে রক্ষা করেন। কি করিয়া? আকাশে মেঘকে শয্যা করিয়া অথবা নিজেতে আছে যে বীর্য্যবিশেষ বা শক্তিবিশেষ, তাহাকে আকাশে বিস্তৃত করিয়া।

ভাষ্যের ভাবে ও আমাদিগের ভাবে একটু পার্থক্য ঘটিয়াছে। তাহার কারণ, এ মন্ত্রের 'যজ্ঞঃ', 'অবর্দ্ধয়ৎ' ও 'ব্যবর্ত্তয়ৎ' এই তিনটি পদের অর্থ আমরা একটু ভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ যজমান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান যাগ, 'অবর্দ্ধয়ৎ' অর্থ—বৃদ্ধি পাইয়া, 'ব্যবর্ত্তয়ৎ' পদের অর্থ—বৃষ্ট্যাদি দ্বারা স্থিতশীলা করা। এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় অনুধাবন করুন। প্রথম—যজ্ঞ পদ। যজ্ঞ বলিতে কেবলই যে অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দান বুঝায়, তাহা নহে। এ বিষয় বহুত্র আমরা আলোচনা করিয়াছি। আমরা যজ্ঞ-পদে সৎকর্ম্মমাত্রকে লক্ষ্য করি। তাহাতে একটা বিশ্বজনীন উদার ভাব আসে। যজ্ঞ বা হোমাদি দ্বারা ভগবানের তৃপ্তি বা সন্তোষ হয়—বলিলে, যাঁহারা সেরূপ যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইবেন না, তাঁহারা তবে ভগবানের সন্তোষ জন্মাইতে পারিবেন না। পরোপকার, রোগিচর্য্যা, বিপন্নত্রাণ, সৎকর্ম্মের সহায়তা এই সকল সৎকার্য্য করিলে কি তাহার কোনও ফল পাওয়া যাইবে না? ঐ সকল কর্ম্মে কি তবে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইবেন না? অবশ্যই হইবেন। তাই মনে হয়, মন্ত্রস্থ যজ্ঞ-পদে সৎকর্ম্ম মাত্রকেই সূচনা করিতেছে। যজ্ঞ যেমন সৎকর্ম্ম, এইগুলিও তেমনই সৎকর্ম্ম। ইহাদিগের দ্বারাও ভগবানের তৃপ্তি সাধিত হইবে। ভগবান্ অবশ্যই এ সকল সৎকর্ম্মের ফলদান কল্যাণ-সাধন করিবেন।

তার পর, ভাষ্যে প্রকাশ, "অবর্দ্ধয়ৎ" পদের অর্থ—ভগবান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু যিনি পরমৈশ্বর্য্যশালী, যিনি প্রবৃদ্ধ, তাঁহার আবার বৃদ্ধি কি? এখানে তাঁহার সন্তোষ-সাধনই তাঁহার পরিবৃদ্ধি মনে করিতে হইবে। ভগবানের পরিবৃদ্ধি—তাঁহার পূজা, তাঁহার সন্তোষ-বিধান, তদুদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মসাধন—তাহাই তাঁহার সন্তোষ। আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'সন্তোষয়েৎ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। ইহাই সঙ্গত অর্থ। এইরূপ "ব্যবর্ত্তয়ৎ" পদ-সম্বন্ধে ভাষ্যে যে উক্ত হইয়াছে—'পৃথিবীং বৃষ্ট্যাদিদানেন বর্ত্তমানাং অকরোৎ', তাহারও সঙ্গতি দেখি না। পৃথিবী তো বর্ত্তমানা আছেই; তাহাকে আবার কিরূপে বর্ত্তমানা করিবে? এ এক বিসদৃশ উক্তি বলিয়াই মনে হয়; 'ব্যবর্ত্তয়ৎ' পদে আমরা তাই 'ব্যবর্ত্তয়েৎ' মনে করিয়া (বর্ত্তমানে অতীত কাল প্রয়োগ ধরিয়া) উহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছি,—'পৃথিবীকে রক্ষা করিয়া থাকেন।' ফলতঃ, সৎকর্ম্মের দ্বারাই ভগবান সন্তুষ্ট হন এবং সৎকর্ম্মের প্রভাবেই পৃথিবী রক্ষিত হয়;—'অবর্দ্ধয়ৎ' ও 'ব্যবর্ত্তয়ৎ' পদদ্বয় এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছি।

"চক্রাণ উপশং দিবি'—এই বাক্যাংশের ভাব বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। স্বর্গ যাঁহার আবাস-স্থান, সৎকর্ম্মের প্রভাবে এই মর্ত্ত্যে আসিয়াও তিনি অবস্থিতি করেন, মর্ত্ত্যবাসীর শ্রেয়ঃসাধনে উদ্বুদ্ধ হন;—ইহাই এখানকার তাৎপর্য্যার্থ। (১৭অ-৩খ-১সূ-১সা)। *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

ব্যান্তরিক্ষমতিরন্মদে সোমস্য রোচনা।

২ ৩ ১ ২র ৩ ২

ইন্দ্রো যদভিনদ্বলম্ ॥ ২ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (বলাধিপতিঃ দেবঃ) 'যৎ' (যদা) 'বলং অভিনৎ' (শত্রুবলং নাশয়িত্বা, সাধকায় শক্তিং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ) তদা সাধকঃ 'সোমস্য মদে' (শুদ্ধসত্ত্বস্য পরমানন্দে, শুদ্ধসত্ত্বজনিতং পরমানন্দং লব্ধা ইতি ভাবঃ) 'রোচনা অন্তরিক্ষং' (রোচমানং দ্যুলোকং, জ্যোতির্ম্ময়ং স্বর্লোকং ইত্যর্থঃ) 'বি অতিরৎ' (বিশেষেণ গচ্ছতি, সম্যক্ প্রাপ্নোতি)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্দ্দশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (২অ ১খ ১দ— ৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

"যৎ ভূমিং ব্যবর্ত্তয়ৎ" এই মন্ত্রাংশ-সম্বন্ধে বিবরণকারের ব্যাখ্যা এইরূপ; যথা,— "নপুংসকলিঙ্গমিদং পুংলিঙ্গস্থানে দ্রষ্টব্যং। 'যৎ' 'ভূমিং' 'পৃথিবীং' 'ব্যবর্ত্তয়ৎ' বিবর্ত্তয়তি বিবর্ত্তিতবান বা অন্যরূপাং করোতীত্যর্থঃ।" এইরূপ, "উপশং" পদ-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, —"গার্জ্জিতলক্ষণং শব্দ কুর্ব্বন্।" তাঁহার মতে "চক্রাণঃ" পদের ব্যুৎপত্তি "লিটঃ কানজ্বা (৩।২।১০৬)।" ইত্যাদি।

এই সামের প্রচলিত অর্থ এই যে, "যজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিয়াছে; যেহেতু তিনি মেঘকে শায়িত করিয়া পৃথিবীকে (বৃষ্টিদানে) বিবর্ত্তিত করিয়াছেন।"

ইংরাজী অনুবাদকগণও ঐ পথেরই অনুবর্ত্তী। তাঁহাদের এক জনের ব্যাখ্যা,—

"The sacrifice made Indra great when he unrolled the earth and made himself a diadem in heaven."

নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবতঃ শক্তিং লব্ধ্বা সাধকঃ মোক্ষপ্রাপ্তয়ে সমর্থাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ ॥ (১৭অ ৩খ-১৭-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

বলাধিপতি দেবতা যখন শত্রুবল নাশ করিয়া সাধককে শক্তি প্রদান করেন, তখন সাধক শুদ্ধসত্ত্বজনিত পরমানন্দ লাভ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় স্বর্লোক সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের শক্তি লাভ করিয়া সাধকগণ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন।)॥ (১৭অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'সোমস্য' পানেন 'মদে' হর্ষে সতি 'রোচনা' রোচমানাং 'অন্তরিক্ষং' অয়ং 'ইন্দ্রঃ' 'বি অতিরং' ব্যবর্দ্ধয়ং 'যদ্' যস্মাৎ কারণাৎ 'বলং' আবৃত্য স্থিতমসুরং মেঘং বা 'অভিনৎ' ব্যদারয়ৎ। (১৭অ—৩খ-১সূ ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৬৩৮) সামের মর্ম্মার্থ ।

মন্ত্রটীতে যুগপৎ ভগবানের মাহাত্ম্য এবং সাধকের সৌভাগ্য বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্‌ সাধককে শক্তিদান করেন, এবং সেই শক্তিলাভ করিয়া সাধক সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়েন। যখন সাধক ভগবৎশক্তির অনুভূতি হৃদয়ে লাভ করেন, তখন ক্রমশঃ হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়। তাহাই সাধককে বিমলানন্দ দান করিতে পারে। ভগবানের কৃপায় সাধক মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

এই মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে আমরা বিভিন্ন ভাষার দুইটী ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি। একটী প্রচলিত বাংলা অনুবাদ এই,—"সোমজনিত মত্ততা হইলে ইন্দ্র দীপ্তিমান অন্তরীক্ষকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, যেহেতু তিনি বলকে ভেদ করিয়াছেন।" অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"সোমকে পীনেসে হর্ষ হোনেপর, ইন্দ্র দীপ্যমান অন্তরিক্ষকো বিশেষরূপসে সম্পন্ন করতা হ্যায়, ক্যোঁকি মেঘ কা বিদীর্ণ করতা হ্যায়।"

এখানে মন্ত্রটীর ভাষ্যার্থ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'সোমস্য মদে' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিতেছেন,—"সোমস্য পানেন মদে হর্ষে সতি" অর্থাৎ সোমরস পান করিলে যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দ উপজাত হইলে। হর্ষ উপজাত হইলে কি হয়? 'রোচমানং অন্তরিক্ষং ব্যবর্দ্ধয়ৎ' অর্থাৎ আলোকময় অন্তরিক্ষকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

অন্তরিক্ষকে বর্দ্ধিত করার দ্বারা যে কি ভাব প্রকাশিত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। অন্তরিক্ষ বলিতে যদি আকাশ বা আকাশমার্গকে বুঝায় তাহা হইলে সেই অন্তরিক্ষকে বর্দ্ধিত করায় কি অর্থ হইতে পারে? হিন্দী ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন—"দীপ্যমান অন্তরীক্ষকো সম্পন্ন করতা হ্যায়।" অর্থাৎ অন্তরীক্ষকে সম্পন্ন করেন। এই ব্যাখ্যা আরও দুর্ব্বোধ্য। অন্তরীক্ষকে সম্পন্ন করার কোনও অর্থ নাই। অধিকন্তু 'বলং' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'আবৃত্য স্থিতং অসুরং মেঘং বা'। মেঘ অথবা অসুর এই দুই অর্থ করিয়াছেন। আমরা 'শত্রুকবলং' অর্থ গ্রহণ করি। সে শত্রু অন্তঃশত্রু। অন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া তাহারা মোক্ষপথের অবরোধক হয়। ভগবান শ্রেষ্ঠ শক্তির দ্বারা সেই শত্রুবল বিধ্বংস করিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। তখন, অন্তরে সত্ত্বাদের সমাবেশে মুক্তির পথ প্রশস্ত হইয়া আসে। এখানে আমরা এই ভাবই উপলব্ধ করি। (১৭অ—৩থ ১সূ—২সা)। *

— ০ —

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২

উদ্গা আজদঙ্গিরোভ্য আবিষ্কৃণ্বন্ গুহা সতীঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২

অর্বাঞ্চং নুনুদে বলম্ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

ভগবান 'গুহা সতীঃ' (গুহায়াং লুক্কায়িতান, নিগূঢ়ান) 'গাঃ' (জ্ঞানকিরণান্) 'আবিষ্কৃণ্বন্' (প্রকাশিতান কুর্ব্বন) 'অঙ্গিরোভ্যঃ' (জ্ঞানিভ্যঃ) 'উদাজৎ' (উদগময়তি, প্রযচ্ছতি); তথা 'অর্ব্বাঞ্চং' (অধোমুখং, হীনবলং অসহায়ং জনং ইত্যর্থঃ) 'বলং' (শক্তিং) 'নুনুদে' (প্রেরয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎকৃপয়া প্রাকৃতজনানাং অপরিজ্ঞাতং পরাজ্ঞানং লভন্তে; ভগবান হীনবলায় কৃপাপ্রার্থনে জনায় শক্তিং মোক্ষঞ্চ প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (১৭অ—৩থ—১সূ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ নিগূঢ় জ্ঞানকিরণ প্রকাশিত করিয়া জ্ঞানিদিগকে প্রদান করেন; এবং হীনবল অসহায় জনকে শক্তি প্রেরণ করেন। (মন্ত্রটী

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথ, অধ্যায় পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎকৃপায় প্রাকৃতজনের অপরিজ্ঞাত পরাজ্ঞান লাভ করেন; ভগবান্ হীনবল কৃপাপ্রার্থী জনকে শক্তি প্রদান করেন)। (১অ— থ—.সূ—.সা।)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'অঙ্গিরোভ্যঃ' ঋষিভ্যঃ বলাসুরৈঃ পণিভিরপহৃতা গাঃ 'উদাজৎ' উদগময়ৎ। কিঙ্কুর্বন? 'গুহা' গুহায়াং বিলে 'সতীঃ' বিদ্যমানা যথা ন দৃশ্যন্তে তথা পণিভির্নিগূঢ়াস্তা গাঃ 'আবিষ্কৃণ্বন্' প্রকাশয়ন। অপিচ পণীনামধিপতিং 'বলং' অসুরমপি 'অর্ব্বাঞ্চ' অধোমুখং 'সুনুদে' প্রেরিতবান্॥ (১১অ ৩খ -১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৬৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অনৈক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যাদিতে পণি অসুরের উপাখ্যানের উল্লেখ আছে। কিন্তু মূলে পণির কোনও প্রসঙ্গ নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল, "তিনি গুহা মধ্যে লুক্কায়িত গাভীসমূহ প্রকাশিত করতঃ অঙ্গিরাগণকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং বলকে অধোমুখ করিয়াছিলেন।" এই ব্যাখ্যায় পণির কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু ভাষ্যে পণির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। নিম্নে একটী ভাষ্যানুবাদ প্রদান করিতেছি। ভাষ্যানুবাদ এই,—"অঙ্গিরা ঋষিগণকে বলাসুরের পণিগণ কর্ত্তৃক অপহৃত গাভীসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন। কিরূপে? কেহ দেখিতে না পায়—এরূপভাবে পণিগণ কর্ত্তৃক নিগূঢ়ভাবে গুহাতে লুক্কায়িত গাভীদিগকে প্রকাশিত করিয়া। অপিচ পণিদিগের অধিপতি বলনামক অসুরকে অধোমুখে প্রেরিত করিয়াছিলেন।"

এখন মন্ত্রটীর অন্বয় ও ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। মন্ত্রের প্রথম অংশ—"গুহা সতীঃ গাঃ আবিষ্কৃণ্বন অঙ্গিরোভ্যঃ উদাজৎ"। 'গাঃ' পদের অর্থ কিরণ, জ্ঞানকিরণ। তাহা কিরূপ?—'গুহা সতীঃ'—নিগূঢ় অবস্থিত। সাধারণ মানব যেই জ্ঞানকে জানিতে পারে না, সেই পরম জ্ঞানের সন্ধান পায় না। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, তাঁহারাই সেই পরমবস্তু লাভ করিতে পারেন, নতুবা সাধারণ মানবের পক্ষে তাহা চিরদিন লুক্কায়িত থাকিয়া যায়। জ্ঞানশক্তি জগতে বিদ্যমান থাকিলেও তাহা প্রাকৃত জনের অনধিগম্য। যাঁহারা সাধনাবলে, নিজকে সেই পরমবস্তু লাভের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন, তাঁহারাই জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। সুতরাং জ্ঞান প্রকৃতপক্ষেই 'গুহা সতীঃ'—নিগূঢ়ে বর্ত্তমান—সাধারণ মানবের পক্ষে অনধিগম্য।

কিন্তু সেই জ্ঞানকে কে লাভ করিতে পারেন, আর কিরূপেই বা তাহা লাভ করা যায়? তাহার উত্তরে বেদ বলিতেছেন—'অঙ্গিরোভ্যঃ'—জ্ঞানিগণকে তাহা প্রদান করা হয়। আপাতঃদৃষ্টিতে তাহা পুনরুক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে। অর্থাৎ জ্ঞানিগণকে জ্ঞান প্রদান করা হয় এই বাক্যটী পুনরুক্তি দোষদুষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে। ভগবান প্রদত্ত জ্ঞান লাভ করিয়াই সাধকগণ জ্ঞানী হয়েন। অথবা যাঁহারা জ্ঞানলাভের জন্য সাধনা করেন, তাঁহারাই ভগবানের কৃপায় জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়েন - ইহাই মন্ত্রাংশের অর্থ। 'অঙ্গিরা' শব্দে যে জ্ঞানিগণকে লক্ষ্য করে, তাহা আমরা ইতিপূর্বে বহুবার ব্যক্ত করিয়াছি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ "অর্ব্বাঞ্চং বলং উদাজং" হীনবল, অসহায়, কৃপাপ্রার্থী জনকে ভগবান শক্তি প্রদান করেন। এই অংশও পূর্ব্ব অংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। 'অর্ব্বাঞ্চং' পদের ভাষ্যার্থ 'অধোমুখং'। আমরা তাহা অস্বীকার করি না। যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা নিজের শক্তিতে উর্দ্ধমার্গে বিচরণ করিতে অসমর্থ, তাহারা আপনার নিজের দুর্ব্বলতার জন্য, অক্ষমতার জন্য নিরুৎসাহ অধোমুখ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি আছে? 'অর্ব্বাঞ্চং' পদের অন্তর্নিহিত ভাব এই যে, সাধক তাহার নিজের দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছেন। যাহারা নতভাবে ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করে, তাহারা অনায়াসেই ভগবানের কৃপালাভ করিতে সমর্থ হয়। এখানে কৃপাপ্রার্থী দুর্ব্বল মানবকেই 'অর্ব্বাঞ্চং' পদে লক্ষ্য করিতেছে। সেই কৃপাপ্রার্থীকে ভগবান 'বলং' 'সুহৃদে' - শক্তি প্রেরণ করেন। 'বল' শব্দের স্বাভাবিক অর্থ শক্তি। কিন্তু ভাষ্যকার এই সরল ও সঙ্গত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এক কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'বলং' পদে পণিদিগের অধিপতি বলনামক এক অসুরকে লক্ষ্য করিয়াছে। আমরা তাঁহার এই কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমাদের অর্থ যথাস্থানেই বিবৃত হইয়াছে। (১৭অ ৩খ ১সূ ৩সা)॥ *

—•—

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্যমু বঃ সত্রাসাহং বিশ্বাসু গীর্ষ্বায়তম্।

১ ২ ৩ ১ ২
আ চ্যাবয়সূতয়ে॥ ১॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্দ্দশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং, আত্মনঃ ইতি ভাবঃ) 'উতয়ে' (রক্ষণায়) 'সত্রাসাহং' (শত্রূণামভিভবিতারং) 'বিশ্বাসু' (সর্ব্বেষু) 'গীর্ষু' (স্তোত্রেষু) 'আয়তং' (বিস্তৃতং, স্তোত্ররূপেণাবস্থিতং ইতি ভাবঃ) 'তাং' (প্রসিদ্ধং দেবং) 'উ' (উৎকর্ষেণ সহ) 'আ চ্যাবয়সি' (আভিমুখ্যেন সময়, আনয় ইতি ভাবঃ) ইমিতি শেষঃ হে নর! তব কর্ম্মণা ত্বং যেন প্রকারেণ ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নোষি তদর্থং উদ্বুদ্ধো ভব—ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনপ্রকাশকোহয়ং মন্ত্রঃ। (১৭অ ৩খ ২দ্—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! তোমাদিগের আপনার রক্ষার জন্য, শত্রুগণের অভিভবকারী, সকল স্তোত্রে বিস্তৃত অর্থাৎ স্তোত্ররূপে অবস্থিত, সেই প্রসিদ্ধ দেবতাকে উৎকর্ষের সহিত অভিমুখে আগমন করাও অর্থাৎ আনয়ন কর। (আত্মোদ্বোধন-প্রকাশক এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—হে মানুষ! তোমার কর্ম্মের দ্বারা তুমি যেন ভগবানের সামীপ্য লাভ কর, তজ্জন্য উদ্বুদ্ধ হও।)। (১৭অ—৩খ—২দ্—১সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যজমানঃ স্তোতারং সম্বোধ্যাহ হে স্তোতঃ! 'সত্রাসাহং'। সত্রা-শব্দো বহু বাচী। বহূনামভিভবিতারং। যদ্বা, শত্রূন্ স্ব-বলেন সঙ্গতা জেতারং। 'বঃ' যুষ্মদীয়াসু 'বিশ্বাসু' 'গীর্ষু' সর্ব্বেষু স্তোত্রেষু 'আয়তং' বিস্তৃতং সর্ব্বৈরিন্দ্র এব স্তূয়তে, তস্মাৎ তেষু 'তাং' তং 'উ'—ইত্যবধারণে। তমেবেন্দ্রং 'উতয়ে' অস্মদ্রক্ষণায় 'আ চ্যাবয়সি'—চ্যুঙ্ প্রুঙ্ গতৌ (ভ্বা০ আ০) স্বদীয়ৈঃ স্তোত্রৈর্যজ্ঞং প্রত্যাভিমুখ্যেনাগময়॥ (১৭অ ৩খ ২দ্—১সা)।

* * *

প্রথম (১৬৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রটী স্তোতাকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে সিদ্ধান্ত হয়। কেহ যেন (ঋত্বিকই হউন আর যজমানই হউন) অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে স্তোতা! শত্রুদিগের সবলে সঙ্গত হইয়া জয়কারী, তোমাদিগের সকল স্তোত্রের মধ্যে বিস্তৃত, সেই ইন্দ্রকে আমাদিগের রক্ষার জন্য তোমাদিগের স্তোত্রের দ্বারা আমাদিগের যজ্ঞের প্রতি আনয়ন কর।'

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বঃ' পদটী সমস্যামূলক। সম্বোধন এবং তদনুসারী ক্রিয়া-পদ একবচনের আছে। সুতরাং 'বঃ' পদটী কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত, তদ্বিষয়ে সংশয় আছে। ফলে ঐ পদটীতে একবচনের প্রতিবাক্যই গ্রহণ করার আবশ্যক হয়। আমরা তাই ভাবে উহার প্রতিবাক্যে 'আত্মনঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। অপিচ, মন্ত্রটীকে আমরা আত্মোদ্বোধক মন্ত্র বলিয়া মনে করি। প্রার্থনাকারী সাধক আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্রে বলিতেছেন,—'হে আমার মন! তুমি সেই দেবতাকে নিকটে আনয়ন কর; অর্থাৎ সেই দেবতার সহিত তোমার মিলন হউক।' সে মিলনে কি হইবে? তোমার অর্থাৎ আমার রক্ষা হইবে। কেন না, সেই দেবতা শত্রুগণের অভিভবকারী। তাঁহার উদ্দেশে স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ কর; তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হও; তদ্দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে; কেন-না, তিনি সকল স্তোত্র-মন্ত্রের সহিত বিদ্যমান আছেন। মন্ত্র এইরূপ আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকাশ করিতেছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১৭অ—৩খ ২সূ—১সা) ॥ *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
যুধ্মং৺ সন্তমনর্ব্বাণং৺ সোমপামনপচ্যুতম্।
১ ২ ৩ ১ ২
নরমবার্য্যক্রতুম্ ॥ ২ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যুধ্মং' (শত্রূণাং নিবারকং) 'সন্তং' (সংস্বরূপং) 'অনর্ব্বাণং' অপ্রতিহতগতিং) 'সোমপাং' (শুদ্ধসত্ত্বপালকং, শুদ্ধসত্ত্বদাতারং ইত্যর্থঃ) 'অনপচ্যুতং' (অপরাজেয়ং) 'অবার্য্য-ক্রতুং' (অনিবারণীয়কর্ম্মাণং, অনিবার্য্যশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'নরং' (নেতারং, সর্ব্বলোকানাং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (২অ—৮খ-৮দ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়।

এই মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে কাহাকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটী যে উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যায় না। মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ, যথা;—

"সকলের অভিভবকারী এবং তোমাদের সমস্ত স্তোত্রে নিযুক্ত ইন্দ্রকেই রক্ষার্থ অভিমুখে আগমন করাও।"

অধিপতিং দেবং ইন্দ্রম্) আরাধয়িতুং বয়ং সমর্থাঃ ভবেম—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৭অ—১খ-২সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুনিবারক সৎস্বরূপ অপ্রতিহতগতি শুদ্ধসত্ত্বদাতা অপরাজেয় অনিবার্য্যশক্তি সর্ব্বলোকের অধিপতি দেবতাকে আরাধনা করিতে আমরা যেন সমর্থ হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই।)॥ (১৭অ—খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

এবং গুণোপেতমিন্দ্রমাগমযাত—'ধৃষ্ণুং' শত্রূণাং দম্প্রহারকং 'সন্তং' অতএব 'অনর্ব্বাণং' অশ্বৈরপ্রতগমনং, তস্মাৎ 'অনপচ্যুতং' সংগ্রামেষু শত্রুভিরহিংসিতং, 'সোমপাং' সোমস্য পাতারং, তত্র সোমস্য মদে সতি 'অবার্য্যক্রতুং' ভটৈরনিবারণীয়কর্ম্মাণং, 'সত্রং' সর্ব্বস্য নেতারং। এতাদৃগ্‌ গুণোপেতং ত্বমিন্দ্রমাগময়েতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৬৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক হইলেও তাহার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের ভাবও বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভগবানকে যেন আমরা পূজা করিতে পারি, তাঁহার সেবায় যেন আমরা আত্মনিয়োগ করিতে পারি আমাদের যেন সেই শক্তি লাভ হয়,—ইহাই প্রার্থনার সার মর্ম্ম।

এই প্রার্থনার মধ্যে ভগবন্মাহাত্ম্য-খ্যাপনও আছে। মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ অনুধাবন করিলেই বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে। তিনি 'অনর্ব্বাণং'; উহার ভাষ্যার্থ—"অশ্বৈঃ অপ্রতগমনং" অর্থাৎ কেহই যাহার গতি প্রতিহত করিতে পারে না। তিনি যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়েন, জগতের কোনও শক্তির দ্বারাই তাঁহার সঙ্কল্প প্রতিহত হয় না। জগতে এমন কোনও বাধাবিঘ্ন নাই, যাহা তাঁহার শক্তি প্রতিরোধ করিতে পারে। তাই তিনি 'অনর্ব্বাণং'।

তিনি 'অনপচ্যুতং'—অপরাজেয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাই জগতের কোনও শক্তিই তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ নয়। কারণ তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কেহই নাই; সুতরাং তিনি অপরাজেয়।

তিনি 'সোমপাং'—ভাষ্যকার এই পদের অর্থ করিয়াছেন,—সোমপানকারী। কিন্তু আমরা মনে করি, পালনার্থক 'পা' ধাতু এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাই 'সোমপাং' পদের অর্থ হয় যিনি শুদ্ধসত্ত্ব রক্ষা করেন, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বদাতা।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মর্ম্ম অন্যরূপ। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"তিনি শত্রু'দগের সম্প্রতারক, সৎ, অন্যকর্ত্তৃক অনভিগত, অহিংসিত, সোমপানকারী ও সকলের নেতা। ইহার কর্ম্ম কেহ নিবারণ করিতে পারে না।" (১৭অ—৩খ—২সূ—২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয় খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩২উ ৩ ২ ৩১ ২
শিক্ষা ণ ইন্দ্র রায় আ পুরু বিদ্বাং ঋচীষম।
১ ২ ৩ ২ ৩
অবা নঃ পার্য্যে ধনে ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋচীষম' (স্তবনীয়, পরমারাধনীয়) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'বিদ্বান্' (সর্ব্বজ্ঞঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'পুরু' (প্রভূতপরিমাণং) 'রায়ঃ' (পরমধনং) 'আ শিক্ষ' (সম্যক্ প্রদেহি); হে দেব! 'পার্য্যে ধনে' (বরণীয়ে ধনে, পরমধনং দত্ত্বা ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'অব' (রক্ষ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং পরমধনং প্রদেহি তথা অস্মান্ সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৭অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমারাধনীয় হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সর্ব্বজ্ঞ আপনি আমাদিগকে প্রভূত পরিমাণে পরমধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন; হে দেব! পরমধন দান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন এবং আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন।)। (১৭অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ঋচীষম' স্তুত্যা সম। যদ্বা, ঊব গতিহিংসাদানেষু (ভ্বা প০). অস্মাদমঃ, প্রত্যয়ঃ সর্বৈর্গন্তব্য। দর্শনীয়! বা। উৎকৃষ্টগুণোপেত। হে ইন্দ্র! 'বিদ্বান' সর্ব্ববিষয়জ্ঞানবান

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাশীতিতম (বালখিল্যসূক্তসহিত দ্বিনবতিতম) সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

যৎ 'আ' শত্রুভ্যঃ আহৃত্য 'রায়ঃ' ধনানি 'নঃ' অস্মভ্যং 'পুরু' বহুবারং 'শিক্ষ' প্রযচ্ছ। যদ্বা, পুরু ইতি রায়ো বিশেষণং, বহূনি ধনানি প্রযচ্ছ। কিঞ্চ, 'পার্য্যে' পরাঃ শত্রবঃ তত্র 'ধনে' আভিতীর্থিতে শত্রুধনে 'নঃ' অস্মান্ 'অব' রক্ষ, শত্রূন্ হত্বা তদ্ধনেনাস্মান্ পালয়েত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (১৬৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা এই,—"হে স্তুতিদ্বারা সম্বোধনযোগ্য ইন্দ্র! তুমি বিদ্বান, তুমি শত্রুদিগের নিকট হইতে আমাদিগকে প্রভূতধন দান কর, শত্রুদিগের ধন দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।" মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়া গৃহীত হইলেও ভাষ্যাদিতে প্রার্থনার ভাব সঙ্কীর্ণমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

'আ' পদটীকে পৃথক পদরূপে গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন—'শত্রুভ্যঃ আহৃত্য' অর্থাৎ শত্রুগণের নিকট হইতে আহরণ করিয়া। কিন্তু 'আ' এই পদাংশ হইতে এই অর্থ এস্থলে কিরূপে আসিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা মনে করি 'আ' এই পদাংশ অথবা অব্যয়, 'শিক্ষ' ক্রিয়াপদের সহিত অন্বিত হইয়াছে। আমরা তদনুসারেই মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

'পার্য্যে ধনে' পদদ্বয়েও শত্রুসম্বন্ধ সংসূচিত হইয়াছে। উক্ত পদদ্বয়ের অর্থ—'শত্রুধনে'; তাহার আরও বিশদার্থ করিয়াছেন—'শত্রূন্ হত্বা তদ্ধনেনাস্মান্ পালয় ইত্যর্থঃ' অর্থাৎ শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া সেই ধন দ্বারা আমাদিগকে পালন কর। কিন্তু মন্ত্রে হিংসামূলক এই ভাবের কোনও সংশ্রব নাই। ভাষ্যকার তাহা ব্যাখ্যায় টানিয়া আনিয়াছেন মাত্র। বিবরণকার 'পার্য্যে' পদের অর্থ করিয়াছেন—'বরণীয়ে'। আমরা উহাই সঙ্গতবোধে গ্রহণ করিয়াছি ॥ (১৭অ—৩খ ২প্র—৩সা) ॥ *

— — • — —

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয় গান।

১　　৫　৪র৫　　৫　১র　রর　—১　　—১
তা৷৷ ৩ ৪ ম। উবঃশত্রাণাহম। ও ৬ বা। বিশ্বাস্থগীর্বা২ তাম। আ ২ চা৷।

২　১ S　২র　৩র২　　১　৫　৫
বা ২ ০ য়া। শিয়ো ৩ বো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। তা ২ ৩ ৪ য়ো ৬ হায়ি ॥

৩২　　র　৬　৫　১র　র　—১　　—
যুধ্মা ৩ ৪ ম। সম্মনর্বাণম। ও ৬ বা। সোমপামনপচ্যা ২ তাম্। না ২

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাশীতিতম—বালখিল্য সূক্তসংহিত বিনবতিতমসূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ ১S ২র ৩র২ ২ ৫
রাম্। আ২৩বা। রিয়ৌ৩হো। বাহা৩৪৩য়ি। ক্রা২৩৪ত্বো৬

৫ ৩২ র র ৫ ৫ ১ র র --১
হায়ি। শিক্ষা৩৪। শইন্দ্ররায়আ। ও৬বা। পুরুবিষাঌচীবা২মা।

--১ ২ ১S২র ৩র২
আ২বা। না২৩ঃপা। রিয়ৌহো। বাহা৩৪৩য়ি।

১ ৫ ৫
বা২৩৪নো৬হায়ি। ১২৩। *

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ৩ ১ ২ ৩'১ ২র
তব ত্যদিন্দ্রিয়ং বৃহত্তব দক্ষমুত ক্রতুম্।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বজ্রঌ শিশাতি ধিষণা বরেণ্যম্ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'তব' (ত্বৎসম্বন্ধিনং) 'ত্যৎ' (প্রসিদ্ধং) 'ইন্দ্রিয়ং' (বীর্য্যং) 'উত' (তথা) 'তব' (ত্বৎসম্বন্ধিনং, ত্বৎপ্রদত্তং ইত্যর্থঃ) 'বৃহৎ' (মহৎ) 'দক্ষং' (বলং) 'ক্রতুং' (সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) অপিচ, 'বরেণ্যং' (বরণীয়ং, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'বজ্রং' (রক্ষাস্ত্রং, রিপুনাশিকাং শক্তিং ইত্যর্থঃ) অস্মাকং 'ধিষণা' (স্তোত্রং, প্রার্থনা) 'শিশাতি' (তীক্ষ্ণীকরোতু, সমাকৃষ্টেণ লভতাং ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনয়া বয়ং ভগবতঃ পরম-ধনং তথা দিব্যশক্তিং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৭অ—৩খ—৩সূ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধী প্রসিদ্ধ বীর্য্য এবং আপনার সম্বন্ধী মহৎ বল, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য, অপিচ পরমাকাঙ্ক্ষণীয় রিপুনাশিকা শক্তিকে

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;— "সাত্তিসোহীয়ম্।"

আমাদের প্রার্থনা—সম্যক্‌রূপে লাভ করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—প্রার্থনা দ্বারা আমরা যেন ভগবানের পরমধন এবং দিব্যশক্তি লাভ করিতে পারি।)। (১৭অ—৫খ—৫সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'তাৎ' প্রসিদ্ধং 'ইন্দ্রিয়ং' ইন্দ্রস্য লিঙ্গং 'বৃহৎ' প্রভূতং বীর্য্যং 'ধিষণা' স্তুতিঃ 'শিশাতি' শিশ্যতি তীক্ষ্ণীকরোতি। তথা 'তব' ত্বদীয়ং 'দক্ষং' পোষকং বলং 'উত' অপিচ 'ক্রতুং' প্রজ্ঞানং বলং কর্ম্ম বা 'বরেণ্যং' বরণীয়ং 'বজ্রং' আয়ুধঞ্চ শিশাতি তীক্ষ্ণীকরোতি॥ (১৭অ - ৩খ - ৩সূ - ১সা)॥

* * *

প্রথম (১৬৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে নিম্নে একটি বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! স্তুতি তোমার সেই বৃহৎ বীর্য্য তোমার সেই বলকর্ম্ম এবং বরণীয় বজ্রকে তীক্ষ্ণ করিতেছে।" এই অনুবাদ হইতে কোনই স্পষ্ট ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রচলিত অর্থে বজ্র ইন্দ্রদেবতার আয়ুধ। সুতরাং স্তুতি সেই অস্ত্রকে তীক্ষ্ণ করিবে কিরূপে? আবার মানুষের স্তুতি ইন্দ্রের বলকর্ম্মকেই বা তীক্ষ্ণ করিবে কিরূপে? আমরা অস্ত্রাদি তীক্ষ্ণ করা অর্থে যাহা বুঝি, সেই অর্থে এখানে 'তীক্ষ্ণ করা' ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় নাই, অথবা হইতে পারে না। সুতরাং 'শিশাতি' অথবা 'তীক্ষ্ণ করা' ক্রিয়ার নিশ্চয়ই একটা বিশেষ অর্থ আছে। কিন্তু ব্যাখ্যায় তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। ভাষ্যকারও এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উল্লেখ করেন নাই। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইল,—"হে ইন্দ্র! স্তুতি উস তুম্হারে বড়েভারী বলকো তুম্হারে শত্রুওঁকো সুখানেওয়ালে বলকো আউর পরাক্রমরূপ কর্ম্মকে বরণীয় বজ্রকো তীক্ষ্ণ করতী হ্যায়।" এই ব্যাখ্যাতেও 'শিশাতি' পদের সাধারণ অর্থই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এখানে এই অর্থের দ্বারা যে কোনও সঙ্গত অর্থই প্রকাশিত হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে এই মন্ত্রের দ্বারা কি ভাব সূচিত হয়, তাহা দেখা যাউক। প্রথমতঃ 'বজ্র' শব্দের দ্বারা কি ভাব প্রকাশিত হয়, তাহা দেখিতে হইবে। বজ্র সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে; তাহা এই, অসুরগণ অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে। দেবগণ অসুরের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পাতালে আশ্রয়

গ্রহণ করেন। তখন সকল দেবতা পরামর্শ করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা অসুরবিনাশের জন্য যে উপায় নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা এই,—দধীচি নামক তপঃপরায়ণ ঋষির অস্থিদ্বারা বজ্রনামক অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা অসুরকে বিনাশ করিতে হইবে। দেবগণ তদনুসারে দধীচি ঋষির নিকট গমন করিলেন। ঋষি সানন্দে জগতের মঙ্গলের জন্য আপনার দেহত্যাগ করিলেন ও তাঁহার অস্থিদ্বারা বজ্র নামক আয়ুধ নির্ম্মাণ করিলেন। সেই বজ্র দেবরাজ ইন্দ্রের অস্ত্র। তিনি সেই বজ্রের দ্বারা অসুরগণকে বিনাশ করেন।

এখানে কয়েকটী বিষয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথমতঃ অসুরগণের প্রাদুর্ভাবে দেবগণ পাতালবাসী হইয়াছিলেন কিন্তু অসুরের প্রাদুর্ভাব স্থায়ী হয় নাই, পরিণামে দেবশক্তিই জয় লাভ করিয়াছিল। জগতে যখন অসুরের (অসদ্ভাবের) প্রাদুর্ভাব হয়, তখন অধর্ম্ম আধিপত্য লাভ করে;—তখন সাময়িকভাবে দেবশক্তি (শুদ্ধসত্ত্বভাব) হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। কিন্তু পরিণামে দেবশক্তিই (সদ্ভাবই) জয় লাভ করে; অসুরগণ, অধর্ম্ম পাপ (অসদ্ভাব) জগৎ হইতে পলায়ন করে।

কিন্তু কোন্ উপায়ে সেই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয়? তাহাও উক্ত আখ্যায়িকাতেই বিবৃত হইয়াছে। সাধক যখন জগতের হিতসাধনে, পরমমঙ্গললাভের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করেন, সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া সাধক যখন মর্ত্ত্যের অ[illegible] স্বর মোহ অতিক্রম করিয়া সত্ত্বের সন্ধানে, সত্ত্ব লাভে আত্মনিয়োগ করেন, তখনই [illegible] দেবশক্তির পুনরভ্যুদয় হয়। সাধকের প্রাণশক্তি, দধীচির অস্থিই লুপ্তপ্রায় দেবশক্তির পুন[illegible]ত পারে। দধীচির অস্থিই সেই পরম অস্ত্র নির্ম্মাণের প্রকৃত উপাদান, যাহার দ্বারা অ[illegible]ংস হয়। দেবতাও মানবের এই শক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন।

মানব যখন সাধনার দ্বারা উচ্চস্তরে আরোহণ করেন। যখন তাঁর হৃদয়ে দেবভাবের পূর্ণবিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হয়েন, তখনই জগতে ধর্ম্মরাজ্যের আবির্ভাব হয়। দধীচির অস্থিই সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। বজ্র নির্ম্মাণের ইহাই তাৎপর্য্য।

এখন আমাদের আলোচ্য মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ফিরিয়া আসা যাউক। মন্ত্র বলিতেছেন,—'শিবণা বজ্রং শিশাতি' স্তুতি বজ্রকে তীক্ষ্ণ করে। আপাতদৃষ্টিতে এই বাক্যটী অসংলগ্ন বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়। 'বজ্র' বলিতে কি বুঝায়? উপরোক্ত দধীচির আখ্যান হইতে তাহা বুঝা যাইবে। সাধক যখন প্রার্থনা-আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, তখনই, পাপশক্তি অসুরগণ হীনবল হয়, এবং তদনুরূপভাবে দেবশক্তি, অসুরনাশক সৎশক্তি, বজ্রশক্তি প্রবর্দ্ধিত হয়। তাই বলা হইয়াছে—'শিবণা বজ্রং শিশাতি'। সমগ্র মন্ত্রের সার অংশ ঐ বাক্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অধিগত হইবে। (১অ—৩খ—৩সূ—সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তব দ্যৌরিন্দ্র পৌংস্যং পৃথিবী বর্দ্ধয়তি শ্রবঃ।

২উ ৩ ১ ২
ত্বামাপঃ পর্ব্বতাসশ্চ হিন্বিরে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (সর্ব্বশক্তিমন্ হে দেব!) 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকঃ,) 'তব' 'পৌংস্যং' (বলং, শক্তিং) 'বর্দ্ধতি' (বর্দ্ধয়তি) 'চ' (তথা) 'পৃথিবী' (ভূলোকঃ) তব 'শ্রবঃ' (যশঃ) 'বর্দ্ধতি' (বর্দ্ধয়তি) দ্যুলোকভূলোকস্থিতাঃ সর্ব্বে জনাঃ তব শক্তিং তথা মাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়ন্তি ইতি ভাবঃ; 'আপঃ' (অমৃতপ্রাপিকাঃ ইত্যর্থঃ) 'পর্ব্বতাসঃ' (পাষাণকঠোরসাধনাঃ) 'ত্বাং' (পরমদেবং ত্বাং) 'হিন্বিরে' (প্রেরয়ন্তি, প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বিশ্বস্থিতাঃ সর্ব্বে লোকাঃ ভগবন্মাহাত্ম্যং পরিকীর্ত্তয়ন্তি; মানবাঃ কঠোরসাধনয়া অমৃতস্বরূপং ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ। (১৭অ-৩খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বশক্তিমান হে দেব! দ্যুলোক আপনার শক্তি বর্দ্ধন করে এবং ভূলোক আপনার যশঃ বর্দ্ধন করে, অর্থাৎ দ্যুলোকভূলোকস্থিত সকলেই আপনার শক্তি এবং মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত (কীর্ত্তন) করে; অমৃতপ্রাপিকা পাষাণকঠোরসাধনা পরমদেবতা আপনাকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যমূলক। ভাব এই যে,—বিশ্বস্থিত সকল লোক ভগবন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে; মানবগণ কঠোর সাধনার দ্বারা অমৃতস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন।)। (১৭অ—৩খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'দ্যৌঃ' দ্যুলোকাঃ 'তব' 'পৌংস্যং' বলং 'বর্দ্ধতি' বর্দ্ধয়তি 'শ্রবঃ' ত্বদীয়ং যশঃ 'পৃথিবী' বর্দ্ধয়তি। বৃদের্ণ্যন্তাল্লোটি শপি ছন্দস্যুভয়থা (৩।৪।১১৭)—ইতি আর্দ্ধধাতুকত্বাৎ

মেহনিষ্ট (৬।৭।৫১)-ইতি টিপ্পনঃ। বং 'ত্বাং' 'আপঃ' উদকান্যন্তরিক্ষাণি 'পর্ব্বতাসঃ চ' পর্ব্বশব্দো মেঘাশ্চ গিরয়শ্চ বা 'তিষ্ঠিরে' প্রীণয়ন্তি স্বামিত্বেন প্র.পু.-লভীতি বা। (১৭অ—৩খ—৩সূ ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৬৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে আপাতঃদৃষ্টিতে যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—দ্যুলোক ভগবানের শক্তি খ্যাপন করে, এবং ভূলোক তাঁহার যশঃ কীর্ত্তন করে। কিন্তু এই দুই বিভাগের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভক্তগণের শ্রেণিবিভাগ করা হয় নাই। মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—দ্যুলোক-ভূলোকের সকল প্রাণিই তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে।

দ্বিতীয় অংশের ভাব এই যে, সাধকগণ কঠোর সাধনার দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন। 'আপঃ' পদের সহিত 'পর্ব্বতাসঃ' পদের সম্বন্ধ সংসূচিত হইয়াছে। তাই এই উভয় পদের অর্থ দাঁড়ায়—'অমৃতপ্রাপকাঃ পাষাণকঠোরসাধনাঃ' অর্থাৎ সাধনার দ্বারা সাধকগণ ভগবানকে লাভ করেন।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! দ্যুলোক তোমার বল বর্দ্ধিত করিতেছে, পৃথিবী তোমার যশ বর্দ্ধিত করিতেছে, অন্তরিক্ষ ও মেঘ তোমার প্রীত করে।" তাহ্বাসারী অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"হে ইন্দ্র! বলকো আউর পৃথিবী তেরে যশকো বঢ়াতী হ্যায়, আয়সে তুমকো জল আউর মেঘ আপনা স্বামী সমঝকর প্রাপ্ত হোতে হ্যায়।" (১৭অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥*

তৃতীয় সাম।

(তৃতীয় খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ত্বাং বিষ্ণুর্ব্বৃহৎ ক্ষয়ো মিত্রো গৃণাতি বরুণঃ।

১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২

ত্বাং শর্দ্ধো মদত্যনু মারুতম্ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'বৃহৎ ক্ষয়ঃ' (মহান্নিবাসভূতঃ, পরমাশ্রয়স্বরূপঃ) 'বিষ্ণুঃ' (সর্ব্বব্যাপী দেবঃ) 'মিত্রঃ বরুণঃ' (মিত্রভূতঃ অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ) 'ত্বাং' 'গৃণাতি' (স্তৌতি); 'মারুতং শর্দ্ধঃ' (বিবেকসম্বন্ধিনী শক্তিঃ) 'ত্বাং' 'অনুমদতি' (আনন্দং প্রযচ্ছতি, প্রীণয়তি ইত্যর্থঃ)। ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি সর্ব্বেষাং আরাধনীয়ঃ সর্ব্বাধীশঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (১৭অ—৩খ—৩সূ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! পরমাশ্রয়স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী দেবতা, মিত্রভূত অভীষ্টবর্ষক দেবতা আপনাকে স্তুতি করেন; বিবেকসম্বন্ধী শক্তি আপনাকে প্রীত করে। (মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্য প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান সকলের আরাধনীয় এবং সকলের অধিপতি। অতএব তাঁহার শরণ গ্রহণ কর।)॥ (১৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'বৃহন' মহান 'ক্ষয়' নিবাসহেতুঃ 'বিষ্ণুঃ' 'মিত্রঃ' 'বরুণঃ' চ 'ত্বাং' 'গৃণাতি' স্তৌতি। তথা 'মারুতং' মরুৎসম্বন্ধি 'শর্দ্ধঃ' বলং 'ত্বাং' 'অনু মদতি' তব মদমনুলক্ষ্য পশ্চাৎ মাদ্যতি ত্বামনুমাদয়তি বা॥ (১৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা)॥

ইতি সপ্তদশস্যাধ্যায়স্য তৃতীয় খণ্ড।

* * *

তৃতীয় (১৬৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এই,-"হে ইন্দ্র মহান্ নিবাস-কেতু বিষ্ণু মিত্র ও বরুণ তোমার স্তুতি করিতেছে। মরুৎগণ তোমার মত্ততার পর মত্ত হইতেছে।" এই অনুবাদের প্রথম অংশের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। কেবলমাত্র 'মহৎ ক্ষয়ঃ' পদদ্বয়কে আমরা বিশেষ্য-বিশেষণরূপে অম্বিত করিয়াছি। ব্যাখ্যাকার তাহা পৃথকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

মন্ত্রে বলা হইতেছে,—বিষ্ণু মিত্র বরুণ প্রভৃতি দেবতা ইন্দ্রের স্তুতি করেন। ইহা দ্বারা (প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেই) বুঝা যায় যে, ইন্দ্রকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। মন্ত্রে

ইন্দ্রের কোনও উল্লেখ নাই। আমরা মনে করি, এখানে মন্ত্রের সম্বোধ্য দেবতা স্বয়ং ভগবান। ভগবচ্চরণেই সকল প্রণত হয়। বিষ্ণু, মিত্র প্রভৃতি দেবতাগণ তাঁহারই বিভূতির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। তাই সকলেই তাঁহাতে লীন হয়। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রে বহুত্বের মধ্য দিয়া একত্বের ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাই মন্ত্রাংশের বিশেষত্ব।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের সহিত ভাষ্যের অনৈক্য ঘটিয়াছে। 'মারুতং' পদ বিশেষ্য নহে;—উহা বিশেষণ। কিন্তু ভাষ্যাদিতে উক্ত পদ বিশেষ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। 'মারুতং শর্দ্ধঃ' পদদ্বয়ে বিবেকসম্বন্ধী শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছে। বিবেক জ্ঞানই ভগবানকে প্রীত করে, বিবেকজ্ঞানবলেই সাধক ভগবৎকৃপা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ইহাই মন্ত্রাংশের ভাবার্থ॥ (১৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা)॥ *

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫৪ ২ ৪৫ ৪৫ ৫ —১ ৭ ১
ত্বা ৩ ত্যা ৩ দিন্দ্রিয়ম্বৃহোবা। ত্বদক্ষমুতক্রা ২ তু বজ্র ২ ৩ ম্। হোয়ি।

৩ ৫ ১ র s ২ ১ ন ৩ ৫র র
শা ২ ৩ ৪ য়িশা। তিধিশণা। বরা ৩ ণা ৩ য়ি। ণা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

৫৪ ২ ৪ ৫র ৫৪ ১ র —১ ৭ ১
ত্বা ৩ স্তো ৩ রিন্দ্রপৌং‿স্যোবা। পৃথিবীবর্দ্ধতিশ্রী ২ বাস্ত্বা ২ ৩ ম্। হোয়ি।

৩ ৫ ১ র S ২ ২ ১ ন ৩
আ ২ ৩ ৪ পাঃ। পর্ব্বতাসঃ। বহা ৩ য়িহা ৩ য়িহা ৩ য়ি। যা ২ য়িরা ২ ৩ ৪

৫র র ৫৪ ২ ৪ ৫ ৪৫ ১ র র —১ ৭
ঔহোবা। ত্বা ৩ বা ৩ বিষ্ণুর্ব্বৃহৎক্ষয়োবা। মিত্রোগৃণাতিবরু ২ ণাস্ত্বা

১ ৩ ৫ ১ S ২ ১ ৳ ৩
২ ৩ ম্। হোয়ি। শা ২ ৩ ৪ র্দ্ধা। মদত্যা। মুমা ৩ হা ৩। রু ২ ত্বা

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ ৫॥ ১২১৩। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"সৌভরম্।"

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২　　৩ ১ ২　　৩ ১ ২　　৩ ১ ২
নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
অমৈরমিত্রমর্দ্দয় ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (দ্যোতমান) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব) 'কৃষ্টয়ঃ' (আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্নাঃ জনাঃ) 'ওজসে' (বলায়, জ্ঞানলাভায়) 'তে' (তুভ্যং, ত্বামুদ্দিশ্য) 'নমঃ' (নমঃসূচকং স্তোত্রং) 'গৃণন্তি' (উচ্চারয়ন্তি, গায়ন্তি; অতোঽহমপি ত্বাং স্তৌমীতি ভাবঃ); ত্বঞ্চ 'অমৈঃ' (অমিতবলৈঃ) 'অমিত্রং' (শত্রু' মমেতি শেষঃ) 'অর্দ্দয়' (পীড়য়, নাশয়)। হে দেব! জ্ঞানলাভায় সাধকাস্ত্বাং স্তুবন্তি; ত্বমপি অমিতপরাক্রমেণ শত্রূন্ জহীতি ভাবঃ। (১৭অ ৪খ—১সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যোতমান্ হে অগ্নিদেব! আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনগণ, জ্ঞানলাভের নিমিত্ত, আপনার উদ্দেশে নমঃসূচক স্তোত্র গান করিয়া থাকেন (অতএব আমিও আপনাকে স্তব করিতেছি)। আপনি অমিতবলপ্রভাবে (আমার) শত্রুকে বিনষ্ট করুন। (ভাব এই যে,—হে দেব! জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত সাধকগণ আপনাকে স্তুতি করেন; আপনিও অমিতপরা-ক্রমে শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন।) ॥ (১৭অ—৪খ—১সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দেব' দ্যোতমান! হে 'অগ্নে'! 'তে' তুভ্যং 'নমঃ গৃণন্তি' নমস্কারশব্দমুচ্চারয়ন্তি। কিমর্থং? 'ওজসে' বলায় 'কৃষ্টয়ঃ' মনুষ্যাঃ যজমানাঃ অতোঽহমপি গৃণামীত্যর্থঃ। ত্বঞ্চ 'অমৈঃ' বলৈঃ 'অমিত্রং' শত্রুং 'অর্দ্দয়' নাশয়। (১৭অ ৪খ ১সূ ১সা)।

* * *

প্রথম (১৬৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। মর্ম্মার্থ এই যে,—সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন জনগণ, শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানলাভের আশায়, প্রণতি-পূর্ব্বক আপনার স্তব করিয়া থাকেন; এজন্য, শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত, আমিও আপনার স্তব করিতেছি। আপনি আমাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করুন এবং আমার সাধন-পথের কণ্টকস্বরূপ রিপুশত্রুকে সমূলে বিনষ্ট করুন।' মন্ত্রস্থিত 'ওজসে' পদের অর্থ, ভাষ্যকারের মতে, 'বলায়' অর্থাৎ বল-লাভের জন্য; আমরা ঐ পদের অর্থ করিতেছি জ্ঞানলাভের জন্য। ফলিতার্থে উভয় অর্থই সমান। সাধন-মার্গে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, বিশুদ্ধ জ্ঞানবলই একমাত্র প্রধান বল। হৃদয়ে জ্ঞানবল সঞ্চিত না হইলে, হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না হইলে, ভগবানের করুণা-লাভ সম্ভবপর হয় না। তাই সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব। আপনি জ্ঞানস্বরূপ; আপনি আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত করুন, তাহার অব্যর্থ প্রভাবে অজ্ঞানজনিত কামক্রোধাদি অন্তঃশত্রু ভস্মীভূত হউক,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব বিকাশ পাউক। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। (১৭অ—৪খ—১সূ-১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
কুবিৎসু নো গবিষ্টয়েঽগ্নে সংবেষিষো রয়িম্।
১ ২ ৩ ১ ২
উরুকৃদুরুণস্কৃধি ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'গবিষ্টয়ে' (গবামেষণায়, পরাজ্ঞানলাভায় ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'কুবিৎসু' (প্রভূতপরিমাণং) 'রয়িং' (পরমধনং—শুদ্ধসত্ত্বরূপং ইতি যাবৎ) 'সংবেষিষঃ' (প্রদেহি); 'উরুকৃৎ' (মহত্ত্বপ্রদাতঃ হে দেব!) 'নঃ' (অস্মান্) 'উরু কৃধি'

* এই সাম-মন্ত্রটী, ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের সপ্তমী ঋক্। মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (১অ-১প্র—২দ—১সা) দৃষ্ট হয়। ইহার ঋষি—বামদেব।

(মহতঃ কুরু, জ্ঞানভক্ত্যাদিভিঃ সমৃদ্ধান্ কুরু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং পরমধনং তথা পরাজ্ঞানং প্রদেহি; অপিচ, অস্মান্ জ্ঞানভক্তিসম্পন্নান্ কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৭অ—৪খ—১স—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! পরাজ্ঞানলাভের জন্য আমাদিগকে প্রভূত পরিমাণে (শুদ্ধসত্ত্বরূপ) পরমধন প্রদান করুন। মহত্ত্বপ্রদাতা হে দেব! আমাদিগকে জ্ঞানভক্তির দ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক, প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে পরমধন এবং পরাজ্ঞান প্রদান করুন; আমাদিগকে জ্ঞানভক্তিসম্পন্ন করুন।)॥ (১৭অ—৪খ—১স—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'। ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'গবিষ্টয়ে' গবামেষণায় 'কুবিৎসু' বহু 'রয়িং' ধনং 'সংসবিষঃ' সম্প্রাপয়। 'উরুকৃৎ' ত্বং 'নঃ' অস্মান 'উরু কৃধি' কুরু॥ (১৭অ—৪খ—১স—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৬৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে প্রার্থনামূলক বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নে আমরা দুইটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি। একটী বঙ্গানুবাদ এই,—"হে অগ্নি! আমরা গাভী লাভ করিতে পারিব বলিয়া তুমি বহুধন দান কর, তুমি সমৃদ্ধিকারী তুমি আমাদিগকে সমৃদ্ধ কর।" অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি,—"হে অগ্নে! তুম হমারী গৌওকো ইচ্ছকো পূর্ণ করনেকে লিয়ে বহুতসা ধন দো বড়া করনেওয়ালে তুম মুঝে বড়া করো।"

এই ব্যাখ্যা-দুইটীতে প্রার্থনার ভাব বর্ত্তমান থাকিলেও প্রার্থনার বিষয় সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের মত-বৈষম্য ঘটিয়াছে। 'গবিষ্টয়ে' পদে ভাষ্যাদিতে যে অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহার ভাব—গরু লাভের জন্য। কিন্তু 'গবিষ্টয়ে' পদে গরুলাভের কোনও প্রসঙ্গ নাই। 'গো' শব্দে জ্ঞান-কিরণ বুঝায়। সে মতে 'গবিষ্টয়ে রয়িং সংসবিষঃ' মন্ত্রাংশের ভাব এই যে, আমরা যেন পরাজ্ঞান এবং পরমধন লাভ করিতে পারি।

মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ সরল। তিনিই মহত্ত্বের আশ্রয়, সর্ব্বশক্তির আধার। তিনিই মানুষকে শক্তি দান করিতে পারেন। তাই সেই পরম-দেবতার চরণে শক্তি-লাভের প্রার্থনা

নিবেদিত হইয়াছে। যাহা মানুষকে জীবনের চরম অভীষ্টলাভে সাহায্য করিতে পারে, তাহাই প্রকৃত শক্তি। সেই শক্তির মূলে আছে—জ্ঞানশক্তি। তাই মহত্ত্ব অর্থে আমরা জ্ঞানভক্ত্যাদি শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছি। (১৭অ-৪খ-১সূ-২সা)। *

— ০ —

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
মা নো অগ্নে মহাধনে পরা বর্গ্ভারভৃদ্যথা।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সংবর্গং সং রয়িং জয়॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'ভারভৃৎ যথা' (ভারবাহকবৎ, বিশ্বস্য ধারকঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং অস্মাকং 'মহাধনে' (রিপুণাং সহ সংগ্রামে ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা পরাবর্ক' (মা পরিত্যাক্ষীঃ); পরন্তু হে দেব! 'সংবর্গং' (একত্রীভূতং প্রভূতপরিমাণং) 'রয়িং' (পরমধনং) 'সংজয়' (অস্মদর্থং জয়, অস্মভ্যং প্রদেহি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মাকং রিপুশত্রুন্ নাশয়, অস্মভ্যং পরমধনং চ প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৭অ ৪খ—১সূ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! বিশ্বের ধারক আপনি রিপুসহ আমাদিগের সংগ্রামে আমাদিগকে যেন পরিত্যাগ করিবেন না; পরন্তু হে দেব! শত্রুজয়ে প্রভূতপরিমাণ পরমধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের রিপুশত্রু নাশ করুন এবং আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (১৭অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের (বালখিল্য সূক্ত সহিত পঞ্চসপ্ততিতম) সূক্তের একাদশী ঋক্। (ষষ্ঠ অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে ষড়্‌বিংশ সূক্তের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'। 'নঃ' অস্মান্ অস্মিন 'মহাধনে' সংগ্রামে 'মা পরাবর্ক' মা পরিত্যাক্ষীঃ 'ভারভৃদ যথা' ভারবাহী যথা ভারমস্তে পরিত্যজতি তদ্বৎ 'সংবর্গং' শত্রুভ্যঃ সহচ্ছাস্তমানং 'রয়িং' ধনং 'সং জয়' অস্মদর্থং। (১৭অ—৪খ—১সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৬৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———•: * •:———

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রচলিত অর্থাদিতেও প্রার্থনার ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"তুমি ভারবাহী ব্যক্তির ন্যায় আমাদিগকে এই সংগ্রামে পরিত্যাগ করিও না। তুমি ধন জয় কর, উহা (শত্রুগণের সহিত) ছিন্ন হইতেছে।" এই ব্যাখ্যার শেষাংশের ভাব অস্পষ্ট এবং ভাষ্যানুমোদিত নহে। নিম্নে ভাষ্যানুসারী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে,—'হে অগ্নে! হমে ইস সংগ্রামমে মত ত্যাগো; জায়সে ভারবাহী অন্তমে হী ভারকো ত্যাগতা হ্যায়, মধ্যমে নহী শত্রুওঁসে ইকট্টা কিয়ে হুএ ধনকো হমারে নিমিত্ত জীতো।"

'ভারভৃং যথা' পদদ্বয়ে বিশ্বের ধারক ভগবানকেই বুঝাইতেছে। ভগবানই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার মধ্যেই বিশ্ব অবস্থিত আছে। সেই পরমদেবতার কৃপায় যেন আমরা পরমধন লাভে বঞ্চিত না হই, তিনি যেন কখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ না করেন—ইহাই মন্ত্রান্তর্গত প্রার্থনার সার মর্ম্ম। (১৭অ—৪খ ১সূ ৩সা)। *

—— • ——

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ১২ ১র২১ ২১ ২ ১ ২
নমস্তওবা। য়াওজসায়ি। গৃণান্তা ২ ৩ য়িদে। সক্রুষ্টায়াঃ। অমাম্বিরা ১ যা ২ ৩

৪ ৫ ২ ১২ ১২১ ২১
য়িত্রাম। অ। দয়ো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। কুবিৎসনোবা। গবিষ্টয়ায়ি। অগ্না-

০ ২ র১ ২ ৪র ৫ ৩২
য়িসা ২ ৩ বে। সিষোরায়ায়িম। উরুক্র ১ দূ ২ ৩ রু। সঃ। কুধো ৩ ৪ ৫

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম (বালখিল্য ৭ক্ত সহিত পঞ্চসপ্ততিতম) সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের, পঞ্চম অধ্যায়ের, ষড়বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

২র ১ ১ ২ ১ র ২১ ২ ১ ২ ১
ঔ। ভা। মানোঅয়োবা। মাহাধনায়ি। পরাগা ২ ৩ পর্ভা। রভৃত্থাথা।

২ ৪র ৫ ৩ ২
সথার্গা৬, ১ সা৬, ২ ৩ রা। য়িণ। জয়ো ৩ ৪ ৫ ঔ। ভা॥ *

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বা নমন্ত কৃষ্টয়ঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সিন্ধবঃ' (প্রবহমানা নদ্যঃ) সমুদ্রায়' (বারিনিধায়, তেন সহ মিলনায় ইতি ভাবঃ) 'ইব' (যথা) 'সংনমন্ত' (নতা ভবন্তি, স্বংস্বমাত্মানং সমুদ্রমুদ্দিশ্য প্রেরয়ন্তীতি ভাবঃ) তথা 'কৃষ্টয়ঃ' (আত্মোৎকর্ষসাধকাঃ) 'বিশ্বাঃ' (জনাঃ সর্ব্বে) 'বিশঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য) 'অস্য' (ভগবতঃ) 'মন্যবে' (যজ্ঞায়, অর্চ্চনায়, তেন সহ মিলনায় ইতি ভাবঃ) সংনমন্ত — প্রণতা ভবন্তি, স্বংস্বমাত্মানং তমুদ্দিশ্য প্রেরয়ন্তীতি শেষঃ। অত্রায়ং ভাবঃ,— বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্ব এব আত্মোৎকর্ষায় ভগবন্তমুদ্দিশ্য প্রণতা ভবন্তি। অতএব হে আত্মন! ত্বমপি বিশ্বান্তর্গতাৎ তাদৃশো ভব ইতি সঙ্কল্পঃ।' (১৭অ—৪খ—২সূ—১সা) ॥

বঙ্গানুবাদ।

প্রবহমান নদীসকল, সমুদ্রের জন্য অর্থাৎ সমুদ্রের সহিত মিলনের জন্য প্রণত হইতেছে অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশে নিজেকে প্রেরণ করিতেছে; সেইরূপ, আত্মোৎকর্ষসাধক বিশ্ববাসী জনগণ, বিশ্বব্যাপক সেই ভগবানের অর্চ্চনা করিবার জন্য অর্থাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য, প্রণত

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;— "অরাবোতীয়ম।"

হইতেছে অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশে আত্ম-প্রেরণ করিতেছে। (ভাব এই যে,—'বিশ্ববাসী-সকলেই ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণত হইতেছে; অতএব হে মন! তুমিও সেই বিশ্বের অন্তর্গত হইয়া তাঁহার প্রতি তদ্রূপ প্রণত হও।')। (১৭অ—৪খ—২সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিশঃ' বিশন্ত্যঃ 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ 'কৃষ্টয়ঃ' প্রজাঃ 'অত' ইন্দ্রস্য 'মন্যবে' ক্রোধায়। যদ্বা, মন্যুর্দ্দীপ্তিসাধনং স্তোত্রং তদর্থং 'সং নমন্ত' সম্যক্ নমন্তি অতএব নমস্তি বহুবীভবন্তি উচ্চারয়ন্তি বা। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'সমুদ্রায় ইব' যথা সমুদ্রমুদধিং প্রতি 'সিন্ধবঃ' স্যন্দনশীলা নদ্যঃ স্বয়মেব নমন্তে তদ্বৎ। (১৭অ—৪খ—২সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (১৬৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সামমন্ত্রে ভগবানের মহিমা প্রকাশ ও নিজের (আত্মার) উদ্বোধন-ভাব প্রতীত হয়। ভগবান্ কিরূপ? না—তিনি 'বিশঃ'—বিভু বিশ্বব্যাপক অনন্ত অসীম সমুদ্রের মত—'সমুদ্রায় সিন্ধবঃ'। সমুদ্র যেমন এ বিশ্বসংসারে যত নদ-নদী আছে—সকলকেই, আপনাতে মিশাইতে আপনার ধনে ধনী করিতে আপনার নিজের লোক করিতে, তরঙ্গনিকর-কর প্রসারিত করিয়া, কুলকুলধ্বনিতে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন,—'হে নদনদীনিবহ! আমি এই ভূমণ্ডলের চারিদিকে আছি। তোমরা যে যেখানে আছ, তথা হইতে যদি আমাকে পাইতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে আগে প্রণত হও, তার পর দিনরাত বিরাম দিও না, আমাকে লক্ষ্য রাখিয়া আমার পানে ছুটিতে থাক;—সংসারের সকল কাজের মধ্য দিয়াও, জগতের যত কিছু আবর্জ্জনা আছে—সে সকল লইয়াও, তোমরা আমাকে পাইতে পারিবে।' এইরূপ ভগবানও সকল দিকে সকল স্থানে আছেন; বলিতেছেন,—'হে বিশ্ববাসী জীবগণ! তোমরা যদি আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে চাও, যদি আমাতে আত্মসমর্পণ করিতে চাও, তাহা হইলে নত হও, সত্ত্বভাবসম্পন্ন হও, আমার দিকে লক্ষ্য কর;—সকল কাজের ভিতর দিয়া, সংসারের তাপ-জ্বালার মধ্য দিয়া, আমার পানে ছুটিয়া আইস। দেখিবে—সংসারের যত কিছু মায়া-মমতা, যত কিছু কামনা-প্রলোভন, কেহই তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না, কেহই তোমাকে আর ঠকাইতে পারিবে না, তুমি তোমার লক্ষ্যকে (আমাকে) পাইবেই পাইবে।' তাই উক্ত হয়, "ক ঈপ্সিতার্থে স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ, পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ"। মনীষিগণ বলিয়াছেন,—অভীষ্ট কার্য্যে দৃঢ়সঙ্কল্প স্থিরপ্রতিজ্ঞ, অটল মন, আর নিম্নাভিমুখী জল—ইহাদের গতিরোধ করিতে কে সমর্থ হয়? কেহই না।' তাই বলি—'মন! দৃঢ় অচল অটল সঙ্কল্প কর। আত্মোৎকর্ষসাধনে প্রবৃত্ত হও। ভগবানকে লক্ষ্য কর। তাঁহার অর্চ্চনায় রত হও। দেখিবে—তোমার সেই সাধনার ধন, নিদানের

বন্ধু, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী, ভগবান্ নিকটে আসিবেন,—তোমাকে ভব-পার করিবেন, আপনার লোক করিবেন,—সকল দুঃখতাপজ্বালা ঘুচিয়া যাইবে।'

এই সামমন্ত্রে উক্ত ভাবটীই ব্যক্ত করিতেছে বলিয়া মনে হয়। এখন ভাষ্যকারের মতে যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে। সে অর্থটী এই,—'নিবেশকারী সকল প্রজা ইন্দ্রের ক্রোধের জন্য অথবা মননসাধনভূত স্তবের জন্য স্বতঃই নত হইতেছে। সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যথা; যেমন সমুদ্রের প্রতি স্পন্দনশীল নদীসকল নিজেরাই নত হয়, সেইরূপ।'

আমাদের পরিগৃহীত অর্থ পরিগ্রহণ-বিষয়ে, মন্ত্রস্থ পদগুলির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ আবশ্যক। 'কৃষ' ধাতুর উত্তর 'ক্তি' (তি) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন কৃষ্টি' শব্দে সাধারণতঃ 'কর্ষণ' বুঝায়; কিন্তু কর্তৃবাচ্যে ক্তিক্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইলে, ঐ পদে কৃষককেও বুঝাইতে পারে। জমির উৎকর্ষ সাধনই কৃষকের কর্ষণের ফল। আত্মরূপ জমিতে কর্ষণ নাই; উৎকর্ষ সম্পাদন কিরূপে হইবে? সত্য; কিন্তু আবার কর্ষণ ছাড়াও তো অন্য প্রকারে জমির উৎকর্ষ-সাধন হইতে পারে। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সেই জন্য 'কৃষ্টি' শব্দে এস্থলে আত্মোৎকর্ষসাধনকারী' পর্যান্ত অর্থ গৃহীত হইতে পারে। ভাষ্যকার কিন্তু 'কৃষ্টি' শব্দে প্রজা (কৃষক) অর্থ লইয়াছেন। দ্বিতীয় পদ 'মন্যবে'। ভাষ্যকার 'মন্যবে'-পদে 'ক্রোধায় যদ্বা মননসাধনস্তোত্রং তদর্থং' (ক্রোধের জন্য, অথবা মননসাধনভূত স্তবের জন্য) অর্থ লিখিয়াছেন। আমরা বলিতে চাই,—'মন্যবে' পদে 'অর্চ্চনার জন্য' অর্থ বুঝায়। 'মন্যু' শব্দে যজ্ঞ। যজ্ঞ বলিতে পূজা-অর্চ্চনা-দান সকলই ধরা যায়। কারণ, দেবার্চ্চনার্থক ও দানার্থক যজ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন যজ্ঞ শব্দে দুই অর্থই প্রতীত হয়। ভাষ্যকার 'বিশঃ' পদের অর্থ 'নিবিশন্ত্যঃ' অর্থাৎ নিবেশকারিণী সমূহ লিখিয়াছেন। স্ত্রীলিঙ্গে 'কৃষ্টি' শব্দের বিশেষণরূপে কল্পনা করিয়া 'বিশঃ' পদও স্ত্রীলিঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সেই জন্য ঐরূপ প্রতিবাক্য লিখিয়াছেন। আমরা 'অশু' ভগবানের বিশেষণ বলিয়া 'বিশঃ' পদের 'বিশ্বব্যাপকস্য' (বিশ্বব্যাপক) অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করিয়াছি। 'কৃষ্টির' (প্রজার) বিশেষণে কি সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, ফলে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইল,—'নদীসকল যেমন সমুদ্রকে পাইবার আশায় তাহাকে পূজা করিবার আকাঙ্ক্ষায় নত হইয়া তাহার অভিমুখে ছুটিতেছে, সেইরূপ আমরাও যেন ভগবানকে পাইবার জন্য, ভগবানকে পূজা করিবার জন্য—নত হই, স্তুতি করি।' আমরা এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। (১৭অ—৪খ—২সূ—১সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের চতুর্থ ঋকের (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিশঃ' পদ সম্বন্ধে বিবরণ-কারের মত এই,—

'যদ্যপি বিশ ইতি মনুষ্য-নাম (নি০) তথাপি কৃষ্টয় ইত্যনেন পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ ক্রিয়া-নিমিত্তং দ্রষ্টব্যং। বিশ্‌ল্ ব্যাপ্তৌ (হ্বা০ উ০) ইত্যস্যেদং রূপং, ব্যাপ্তিবৃদ্ধিবিশিষ্ট ব্যাপ্তারঃ ইত্যং।'

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২৩ ২৩ ১২৩ ১২ ৩১২
বি চিদ্বৃত্রস্য দোধতঃ শিরো বিভেদ বৃষ্ণিনা।

১২ ৩১২
বজ্রেণ শতপর্ব্বণা॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! ত্বং 'বৃষ্ণিনা' (অভীষ্টবর্ষকেণ) 'শতপর্ব্বণা' (প্রভূতশক্তিযুতেন) 'বজ্রেণ' (রক্ষাস্ত্রেণ) 'দোধতঃ বৃত্রস্য' (কম্পয়তঃ জ্ঞানাবরকস্য অসুরস্য, অস্মাকং হৃদাচ্ছাদকস্য অজ্ঞানান্ধকারস্য) 'শিরঃ' (মূর্দ্ধানং, কেন্দ্রশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'বিচিৎ' (বিশেষরূপেণ) বিভেদ' (বিনাশয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ হে ভগবন্! অস্মাকং অজ্ঞানতাং দূরীকুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৭অ ৪থ ২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনি অভীষ্টবর্ষক প্রভূতশক্তিযুত রক্ষাস্ত্রের দ্বারা আমাদের হৃদাচ্ছাদক অজ্ঞানান্ধকারের কেন্দ্রশক্তিকে বিশেষরূপে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের অজ্ঞানতা দূর করুন।)। (১৭অ—৪খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'চিৎ'। (শব্দোঽপ্যর্থঃ সচ ভিন্নক্রমঃ), 'বৃত্রস্য' আবরকস্যাপি 'দোধতঃ' অত্যর্থং ভৃশং বা জগৎ কম্পয়তঃ মৃধস্য 'শিরঃ' মূর্দ্ধানং 'শতপর্ব্বণা' শতসংখ্যাপর্ব্বাণি ধারা যস্য তাদৃশেন 'বৃষ্ণিনা' সেচনসমর্থেন বীর্য্যবতা বজ্রেণ ইন্দ্রঃ 'বি বিভেদ' বিচিচ্ছেদ। ২।

এই মন্ত্রের হিন্দী ভাষায় প্রচলিত একটী অর্থ এবং একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উল্লিখিত হইল। যথা,—

"বৈঠতী হুঁই সব প্রজাএঁ ইস ইন্দ্রকে ক্রোধকে নিমিত্ত বা মননকে সাধন স্তোত্রকে নিমিত্ত জৈসে সমুদ্রকী ওরকো বহনেবালী নদিয়েঁ স্বয়ং হী ঝুকতী চলীযাতি হৈঁ, বৈসে হী ভলে-প্রকার সে আপ হী নমতী চলীজাতী হৈঁ।"

"সিন্ধুগণ যেরূপ সমুদ্রকে প্রণাম করে, সমস্ত মানব প্রজাগণ, ইঁহার ক্রোধের ভয়ে ইঁহাকে সেইরূপ প্রণাম করে।"

দ্বিতীয় (১৬৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

'বৃত্রস্য' পদে ভাষ্যকার 'আবরকস্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, আবার তাহাকে অসুরও বলিয়াছেন। প্রচলিত মতে 'বৃত্র' শব্দে কোনও এক অসুরকে বুঝায়। এখানে ভাষ্যকার সেই অসুর অর্থও পরিত্যাগ করেন নাই, অধিকন্তু আবরক অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন। 'বৃত্র' শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্ঞানাবরক অর্থাৎ অজ্ঞানতা। সুতরাং এক দিক দিয়া উহাকে অসুর বলা যায়। কারণ, অজ্ঞানতার মত মানবের অনিষ্টকারক এমন আর কোনও শত্রু নাই। তাই 'বৃত্র' শব্দে অসুরকে বুঝায়। কিন্তু অনেক স্থলে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'বৃত্র' শব্দের সহিত অনেক উপাখ্যান সংযোজিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এখানে এরূপ কোনও উপাখ্যানের সমাবেশ হয় নাই।

মন্ত্রের প্রার্থনার মূলভাব—ভগবান যেন আমাদের হৃদয়স্থিত অজ্ঞানতাকে দূরীভূত করেন। তাঁহার রক্ষাস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে যেন সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন—ইহাই প্রার্থনার তাৎপর্য্য। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব অন্যরূপ। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই,—"তিনি কম্পক বৃত্রের মস্তক শতপর্ব্ব বীর্য্যশালী বজ্র দ্বারা ছেদ করিয়াছিলেন।" (১৭অ—৪খ—২৭—২সা)। *

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২

ওজস্তদস্য তিত্বিষ উভে যৎসমবর্ত্তয়ৎ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রশ্চর্ম্মেব রোদসী॥ ৩॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চর্ম্মেব' (চর্ম্ম ইব, চর্ম্ম যথা প্রাণিনঃ আবরয়তি রক্ষতি চ, তদ্বৎ) 'ইন্দ্রঃ' (সর্ব্বশক্তিমান্ স ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'যৎ' (যেন) 'ওজসা' (তেজসা) 'উভে রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, বিশ্বভুবনানি ইতি ভাবঃ) 'সমবর্ত্তয়ৎ' (আবেষ্টয়তি, রক্ষতি চ) 'অস্য' (তস্য ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

'তৎ' (প্রসিদ্ধং তত্তেজঃ ইতি যাবৎ) 'তিত্বিষে' (দীপয়তু, অস্মাকং হৃদয়ং সমুত্তেজয়তু ইত্যর্থঃ)। সঙ্কল্পমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবতঃ পরমজ্যোতিঃ হৃদি ধারয়াম—ইতি সঙ্কল্পঃ। (১৭অ—৪খ—২সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

চর্ম্ম যেমন প্রাণিকে আবরণ করিয়া রক্ষা করে, সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ সেই ভগবান যে তেজের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে আবেষ্টন করিয়া রক্ষা করেন, সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রসিদ্ধ সেই তেজঃ আমাদের হৃদয়কে সমুদ্ভাসিত করুক। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের পরমজ্যোতিঃ হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হই)। (১৭অ—৪খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'অস্য' ইন্দ্রস্য 'তৎ' 'ওজঃ' বলং 'তিত্বিষে' দীদিপে। ত্বিষ দীপ্তৌ (ভ্বা উ)। 'যৎ' যেন ওজসা অয়ং 'ইন্দ্রঃ' 'উভে' 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'চর্ম্ম ইব' 'সমবর্ত্তয়ৎ' সম্যগ্ বর্ত্তয়তি। যথা কশ্চিৎ কিঞ্চিৎ চর্ম্ম কদাচিদ্ বিস্তারয়তি কদাচিৎ সঙ্কোচয়তি এবং স্বাধীন অভূত্তামিত্যর্থঃ। (১৭অ ৪খ ২সূ ৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৬৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

'চর্ম্মেব'—মন্ত্রে এই একটী উপম-পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন,—"যথা কশ্চিৎ কিঞ্চিৎ চর্ম্ম কদাচিৎ বিস্তারয়তি, কদাচিৎ সঙ্কোচয়তি"; অর্থাৎ চর্ম্ম যেমন কখনও বিস্তারিত হয়, কখনও বা সঙ্কোচিত হয়। কিন্তু চর্ম্মের এই বিস্তারসঙ্কোচের দ্বারা কি ভাব প্রকাশিত হয়, অথবা এই ভাবের সহিত মন্ত্রার্থের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা কিছুই বুঝা যায় না। আমরা মনে করি, চর্ম্মের স্বাভাবিক শক্তিই এখানকার উপমার লক্ষ্য। চর্ম্মের সাধারণ ধর্ম্ম—শরীরকে আবৃত করিয়া বহিঃপ্রদেশের বিবিধ উপদ্রব হইতে রক্ষা করা। ভগবানের শক্তিও বিশ্বকে ঠিক সেইরূপভাবে আবৃত করিয়া রক্ষা করিতেছে। তাঁহার শক্তি বিশ্বে অনুস্যূত হইয়াছে। তাঁহার দীপ্তিতে জগৎ প্রকাশমান হয়। জগতের ঘনান্ধকার দূরীভূত হয়। তাঁহার শক্তিই জগৎকে 'বর্ম্মের ন্যায় অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতেছে। মন্ত্রের 'চর্ম্মের' উপমার ইহাই সার্থকতা। তাঁহার যে শক্তি জগতে প্রকাশিত

আছে, যে জ্যোতিঃবলে বিশ্ব দীপ্তি পায় সেই পরম জ্যোতিঃ যেন আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে উদ্বোধিত হই ইহাই সার মর্ম্ম।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব স্বতন্ত্র। নিম্নোদ্ধৃত অনুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। সে বঙ্গানুবাদটী এই,—"যে বলদ্বারা ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই চর্ম্মের ন্যায় সম্বর্ত্তিত করেন, তাঁহার সেই বল দীপ্ত হইয়াছিল।" আমাদের মনে হয়, এই অনুবাদ ভাষ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে মূলানুগত। নিম্নে ভাষ্যানুসারী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"ইস ইন্দ্রকা বড় (ওযাহ) বল প্রদীপ্ত হুয়া জিস বলসে যহ ইন্দ্র দোনো দ্যুলোক আউর ভূলোককো চর্ম্মকী সমান জৈসে প্রকার অপনে অধীন রখতা হ্যায়; অর্থাৎ জ্যায়সে কোই কিসী চমড়েকো কভী চৌড়া কর দেতা হ্যায়, আউর কভী তৈ করকে সঙ্কুচিত কর্ লেতা হ্যায় ত্যায়সেহী যহ দোনো লোক ইন্দ্রকে বশমে হ্যায়" (১৭অ ৪খ—২সূ ৩ঋ।)। *

—— * ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয় গান।

২রর ১২র ৩ ৫ ৩ ৫ ১ ২ ৩র৪র৫
সাঔহোহায়ি। মা ২ ৩ ৪ ন্মা। বা ২ ৩ ৪ হায়ি। স্বাযিরা ৩ ৪। ঔহোবা।

১৩ ৫ ২ন৩ ২ ১র২ ৩র৪র৫ ১২
ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ স্তী। স্বনা। ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা

৫ ৩র ২ ৫র ৫ ২র র র ১ ১
২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। য়ায়ি। এহিয়া ৬ হা। সরূপবাঔহোহায়ি।

র৩ ৫ ১২ ৫ ১র র ২ ৩র৪র৫ ১৩
বানাগা ২ ৩ ৪ হা। ইমোভা ২ ৩ ৪ হা। দ্রোধুর্যাবা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা

৫ ২ ২ ৫ ২র ১২র ১৭ ২ ৩র৪র৫
২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ স্তী। তাসিমো উপসপর্য্যা ৩ ৪। ঔহোবা।

১৩ ৫ ৩র ২ ৫র ৫ ২র র র
ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। তাঃ। এহিয়া ৬ হা। নীবর্হিষি-

র ১ ২ ন ৩ ৫ ২ ১ ৫ ১ ২
ঔহোহায়ি। পায়িমাচ্ ২ ৩ ৪ বাম্। মদ্যাআ ২ ৩ ৪ হা। পস্তাস্তিষ্ঠা ৩ ৪।

৩র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২১র২ ১৭ ২
ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ তায়ি। শৃঙ্গভিঃ। দাশ্বর্দ্দা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়ের নবম বর্গের অন্তর্গত)।

৩২৪২৫ ১ ৩ ৫ ৩২২৮ ৫২
৩৪। ঔহোবা। ইহা। ২.৩৪ হায়ি। ঔহো ১ ২৩৪। শান্ : এহিয়া

৫ ৪
৬হা। বোঈ। ডা। ১২৩। •

—— • ——

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সুমন্মা বস্বী রন্তী সূনরী॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বস্বী' (পরমধনসম্পন্নং, পরমধনদায়কং ইত্যর্থঃ) 'রন্তী' (পরমরমণীয়ং) 'সূনরী' (শ্রেষ্ঠনেতৃস্থানীয়ং) 'সুমন্মা' (শোভনমননীয়ং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সৎপথপ্রদর্শকং পরাজ্ঞানং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৭অ ৪খ—৩সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনদায়ক, পরমরমণীয়, শ্রেষ্ঠনেতৃস্থানীয় পরাজ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎপথপ্রদর্শক পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি)। (১৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! তব অশ্বৌ 'সুমন্ম' শোভনজ্ঞানৌ 'বস্বী' ধনবন্তৌ 'রন্তী' রমণীয়ৌ 'সূনরী' সুষ্ঠুনেত্রৌ। যদ্বা, সুমন্মা শোভনমননীয়া মম স্তুতিঃ প্রবৃত্তেতি শেষঃ। অন্যৎ সমানং॥ ১॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়গান আছে। উহার নাম যথা,—"বারবন্তীয়োত্তরম্।"

প্রথম (১৬৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রে চারিটী মাত্র পদ আছে, কিন্তু উহাতে কোনও ক্রিয়াপদ নাই। ভাষ্যকার সম্বোধ্য ইন্দ্র পদ অধ্যাহার করিয়াছেন এবং মন্ত্রের পদগুলিকে বিবচনান্তরূপে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়ের বিশেষণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রের পদচতুষ্টয় হইতে ইন্দ্র বা তাঁহার অশ্বদ্বয়ের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। মন্ত্রের মূলভাব 'সুমন্মা' পদ হইতে অধ্যাহার করা যায়।

'সুমন্মা' পদের ভাষ্যার্থ হইতে আরও একটা ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। উক্ত পদের ভাষ্যার্থ "শোভনজ্ঞানৌ"; উহা 'অশ্বৌ' পদের বিশেষণ। কিন্তু 'অশ্ব' শব্দের প্রচলিত যে অর্থ আছে, তদনুসারে 'অশ্বৌ' "শোভনজ্ঞানৌ" হইবে কিরূপে? 'অশ্ব' শব্দে আমরা ব্যাপক জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যের এই ব্যাখ্যা প্রকারান্তরে আমাদের অর্থেরই পোষকতা করিতেছে।

আমরা মন্ত্রের প্রার্থনামূলক ভাব অধ্যাহার করিয়াছি 'সুনরী' পদের অর্থের দ্বারাও আমাদের ব্যাখ্যা সমর্থিত হইতেছে। 'সুনরী' পদের অর্থ—শ্রেষ্ঠ-পথপ্রদর্শক। একমাত্র জ্ঞানই আমাদিগকে শ্রেষ্ঠমার্গ প্রদর্শন করিতে পারে। সেই পরমজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক—ইহাই মন্ত্রাংশের মর্ম্মার্থ। (১৭অ-৪খ ৩দ্ব ১সা) ॥

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
সরূপ বৃষন্নাগহীমৌ ভদ্রৌ ধুর্য্যাবভি।

২ ৩ ১র ২র
তাবিমা উপ সর্পতঃ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সরূপ' (নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়) 'বৃষন্' (অভীষ্টবর্ষক হে দেব!) ত্বং 'ইমৌ' (প্রসিদ্ধে ইমে, অস্মাকং হৃদয়স্থিতে ইত্যর্থঃ) 'ভদ্রৌ' (কল্যাণদায়কে) 'ধুর্য্যৌ' (বহনসমর্থে, মোক্ষ-প্রাপকে ভক্তিজ্ঞানে ইত্যর্থঃ) 'অভি' (লক্ষ্যীকৃত্য) 'আগহি' (আগচ্ছ, অস্মান্ প্রাপয় ইত্যর্থঃ); 'তৌ ইমৌ' (ইমে ভক্তিজ্ঞানে ইতি ভাবঃ) 'উপসর্পতঃ' (ত্বাং প্রাপয়তাং

ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভক্তিজ্ঞানসাধনেন বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৭অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় অভীষ্টবর্ষক হে দেব! আপনি আমাদের হৃদি-হিত কল্যাণদায়ক মোক্ষপ্রাপক ভক্তি-জ্ঞানের অভিমুখে আগমন করুন, অর্থাৎ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; সেই ভক্তিজ্ঞান আপনাকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভক্তিজ্ঞান সাধনের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।)। (১৭অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং!

হে 'সরূপ'! হে 'বৃষন্' কামানাং বর্ষকেন্দ্র! 'অত্রৌ' কল্যাণৌ 'ইমৌ' রথে যুজ্যমানৌ 'ধুর্যৌ' বহনযোগ্যাবশ্বৌ 'অভি আ গহি' আগচ্ছ অস্মদ্ যজ্ঞং প্রতি শীঘ্রং গচ্ছ। 'তৌ' 'ইমৌ' অশ্বৌ 'উপ সর্পতঃ' ত্বাং সম্যক্ সেবেতে। (১৭অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৬৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান্ 'স্ব-রূপ' অর্থাৎ নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই। তাঁহার পরিবর্ত্তন নাই। তিনি যাহা ছিলেন, তাহাই আছেন, অনন্তকাল তাহাই থাকিবেন। জগতের এই বিবর্ত্তন, আপাতঃপ্রতীয়মান পরিবর্ত্তন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সসীম-দৃষ্টি মানবের নিকট যাহা পরিবর্ত্তন, তাহা মায়ার বিজৃম্ভন মাত্র। আবার যদি এই সকল পরিবর্ত্তনকে আপেক্ষিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও এই পরিবর্ত্তন সৎস্বরূপ নিত্য দেবতাকে স্পর্শ করে না। অপিচ, যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা সমস্তই তাঁহার মধ্যেই সঙ্কুচিত হইতেছে, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছু নাই। সুতরাং বাহিরের কোনও কারণ তাঁহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। তাই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না। আমরা যে পরিবর্ত্তন দেখি, তাহার কারণ—তিনি। আবার কার্য্যরূপে যাহা প্রকাশ পায়, তাহাও তিনি। মন্ত্রে ভগবানের এই নিত্যত্বই প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাষ্যাদিতে অশ্বের উল্লেখ আছে; যথা, "হে নিত্য এক সমানরূপওয়ালে অভীষ্টফলদাতা ইন্দ্র! কল্যাণরূপ ইন রথমে জোড়েহুয়ে সর্ত্তয়ারোকে যোগ্য ঘোড়কে দ্বারা হমারে যজ্ঞমে শীঘ্র আইয়ে। এ্যয়সে যহ ঘোড়ে আপকো ভলেপ্রকারে সেবা করতে হ্যায়" কিন্তু আমরা মন্ত্রের মধ্যে ঘোড়ার কোনও সন্ধান পাই নাই। (১৭অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১২র৩ ১ ২ ৩ ২৩ ১২
নীবশীর্ষাণি মৃদ্রং মধ্য আপস্য তিষ্ঠতি।

১ ২ ৩ ১ ২ ২ ৩ ২
শৃঙ্গেভির্দ্দশভির্দ্দিশন্ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দশভিঃ শৃঙ্গেভিঃ' (দশসংখ্যাকাভিঃ অঙ্গুলিভিঃ, উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং, প্রভূত-পরিমাণেন ইত্যর্থঃ) 'দিশন' (প্রযচ্ছন—পরমধনং ইতি যাবৎ) ভগবান 'আপস্য' (অমৃতরূপস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'মধ্যে' 'তিষ্ঠতি' (বিদ্যতে); ভগবান অমৃতস্বরূপঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'শীর্ষাণি' (শ্রেয়াংসি, ভগবদ্দত্তং পরমকল্যাণং ইত্যর্থঃ) 'নি মৃদ্রং' (ধারয়ধ্বং, লভধ্বং)। নিত্যসত্যমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি অমৃতস্বরূপঃ। বয়ং তৎকৃপয়া পরমকল্যাণং লব্ধুং উদ্বুদ্ধাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ। (১৭অ-৪খ—৩সূ-৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

উভয় হস্তের দ্বারা অর্থাৎ প্রভূতপরিমাণে পরমধন প্রদানকারী ভগবান্ অমৃতের মধ্যে বিদ্যমান আছেন অর্থাৎ তিনি অমৃতস্বরূপ হয়েন; হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভগবদ্দত্ত পরমকল্যাণ ধারণ কর—লাভ কর। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক এবং আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—ভগবানই অমৃতস্বরূপ হয়েন; আমরা যেন তাঁহার কৃপায় পরমকল্যাণ লাভ করিতে উদ্বুদ্ধ হই।)। (১৭অ—৪খ—৩সূ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্জনাঃ। 'মধ্যে' 'আপস্য' রসস্য ইন্দ্রঃ 'তিষ্ঠতি'। কিং কুর্ব্বন্? 'দশভিঃ' দশ-সংখ্যাকৈঃ শৃঙ্গভিঃ' অঙ্গুলিভিঃ হস্তয়োঃ উভাভ্যাং দিশন্' অস্মভ্যমেবং প্রযচ্ছন্ যজ্ঞে

তিষ্ঠতি সোমরূপেণ বর্তমানাঃ। তং পশ্যত 'শীর্ষাণি নি মৃঢ্বং' যুয়মিদ্রগমন-বিষয়-প্রেমাংশি শিরসা ধারয়ধ্বমিত্যর্থঃ ॥ (১৭অ-৪খ ৩সূ—৩সা।) ॥

ইতি সামবেদার্থপ্রকাশে সপ্তদশস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমার্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক-শ্রীবীর-বুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে সপ্তদেশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

* * *

তৃতীয় (১৬৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভগবন্মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি অমৃতস্বরূপ। 'আপস্য' পদের ভাষ্যার্থ—'রসস্য'; উহার একটী হিন্দী অর্থ—সোমরসকে অর্থাৎ সোমরসের। কিন্তু 'আপ' শব্দ যে সোমরসকে লক্ষ্য করে, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা এই প্রথম পাইলাম। এখানে সোমরসের কোনও সম্পর্ক নাই। ব্যাখ্যাকার অনর্থক সোমরসের প্রসঙ্গ আনিয়া মন্ত্রের অর্থব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন মাত্র। 'আপস্য' পদের সোমার্থ গ্রহণ করিলে, 'আপস্য মধ্যে তিষ্ঠতি' মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়ায়—সোমরসের মধ্যে বর্ত্তমান আছেন। মন্ত্রাংশটী যে ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে, ভাষ্যকারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান সোমরসের মধ্যে বর্ত্তমান আছেন—ইহা দ্বারা কি অর্থ প্রকাশ পায়?

আমরা মনে করি, 'আপ' শব্দে অমৃত বুঝায় এবং এই অর্থ বর্ত্তমান স্থলেও সঙ্গত ভাবই প্রকাশ করে। ভগবান অমৃতস্বরূপ, অমৃতেই তিনি বাস করেন—ইহাই মন্ত্রাংশের ভাবার্থ। 'দশভিঃ শৃঙ্গেভিঃ' পদদ্বয়ের ভাব—তিনি দুই হাতে পরমধন বিতরণ করেন—প্রভূত পরিমাণে দান করেন। 'দশভিঃ শৃঙ্গেভিঃ' পদদ্বয়ের ইহাই ভাব।

মন্ত্রের অন্তর্গত এই 'শৃঙ্গেভির্দ্দশভিঃ' পদে এক উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'শৃঙ্গেভিঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'অঙ্গুলিভিঃ'; দশ সংখ্যক অঙ্গুলির দ্বারা অর্থাৎ উভয় হস্তের দ্বারা। ভগবান দুই হস্তে অভীষ্টফল প্রদান করেন। সুতরাং 'শৃঙ্গেভির্দ্দশভিঃ'

সংগৃহ বিবিধ তাৎপর্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। ভগবান যেন পরমধন দানের জন্য উভয় হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছেন; তিনি যেন বুঝাইয়া দিতেছেন,—তাঁহার করুণা-লাভের জন্য বিশেষ কোনও আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। তিনি স্বয়ং করুণা-বিতরণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন;—তাঁহার সে করুণা অনায়াসলভ্য বা অল্লায়াসলভ্য। এই এক ভাব। আর এক ভাব—তিনি যেন দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন—তোমায় ক্রোড়ে লইবার জন্য তোমার আধিব্যাধি-শোকতাপ দূর করিবার জন্য—তোমায় শান্তি-সুখ প্রদানের নিমিত্ত। যিনি আমার পূজা গ্রহণ করিতে, আমায় শান্তি দান করিতে, আমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে, বাহু বিস্তার করিয়া আছেন; তেমন দেবতার পূজায় মানুষ অগ্রসর হইবে না কি? মানুষের চিত্ত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য, ব্যাধিবিপত্তিনিগৃহীত জনগণকে যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য, সন্তাপ-নিবারক ভগবানের এই করুণার বিকাশ।

যুগে যুগে অবতার-রূপ গ্রহণ করিয়া তিনি জগদ্বাসীকে যে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করিয়াছেন, এখানে সেই ভাবই প্রাপ্ত হই। তিনি বাহু প্রসারণ করিয়া আচণ্ডালকে কোল দিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহময় হস্ত যুগে যুগে প্রসারিত রহিয়াছে। রাম কৃষ্ণ, গৌরচন্দ্র রূপে, সে চিত্র প্রকটিত দেখি। তিনি যদি হস্ত প্রসারণ করিয়া পাপীতাপীর উদ্ধার-সাধন না করিবেন, তবে আর জীবের গতি-মুক্তির উপায় কি? তিনি যে দয়ার সাগর! তিনি যে করুণার আধার! তাঁহার করুণাময় দয়াময় নামের সার্থকতা কোথায় থাকিবে যদি তিনি করুণা-বিতরণের জন্য হস্ত প্রসারণ না করিবেন! এই জন্যই মন্ত্রে 'সুস্নেভির্দশভিঃ' পদের সার্থকতা।

ফলতঃ, এখানে প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—আমাদিগের সৎকর্ম্মসমুদ্ভূত সদ্ভাবের সহিত ভগবান মিলিত হউন। সৎকর্ম্মসাধনে ভগবান পরিতুষ্ট হইয়া, আমাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য নিশ্চয়ই তোমার নিকটে আসিবেন। ভক্তি-সহকারে যেরূপ উপকরণেই তাঁহার অর্চ্চনা কর না কেন, তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন।

মন্ত্রের শেষাংশে ভগবদ্ভক্ত কল্যাণ-লাভের উপযোগিতা প্রাপ্তির জন্য আত্মোদ্বোধন আছে। মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ—অঙ্গুলিয়োঁসে হমারে ইচ্ছিত পদার্থ দেনেহুএ ইন্দ্র দেবতা যজ্ঞমে সোমরসকে মধ্যমে স্থিত হুয়ে উনকো দেখো আউর তুম ইন্দ্রকে আগমনসে হোনেওয়ালে কল্যাণোকো শিরসে ধারণ করো।" * (১৭অ—৪খ—৩সূ - ৩সা)।

—•—

* এই সাম-মন্ত্রটী অন্য কোনও বেদে পরিদৃষ্ট হয় না।

এই সূক্তের গেয়-গানটী মুদ্রাকর-প্রমাদে দ্বিতীয় সূক্তের শেষ ভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় সূক্তের কোনও গেয়-গান নাই। পাঠকালে দ্বিতীয় সূক্তের শেষভাগে মুদ্রিত গেয়-গান, তৃতীয় সূক্তের গেয়-গানরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকে—অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

যস্ত নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং। ১৮।

* * *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পন্যং পন্যমিৎসোতার আ ধাবত মদ্যায়।

১ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২
সোমং বীরায় শূরায় ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোতারঃ' (আত্মোদ্বোধনযজ্ঞে অভিষোতারঃ হে মম প্রাণাঃ, যদ্বা,—চিত্তবৃত্তয়ঃ!) 'পন্যং' (ব্যবহার্য্যং, ব্যবহারিকং, অতাত্ত্বিকমিতি ভাবঃ) 'ইৎ' (অনিত্যং ধনাদি ইতি ভাবঃ) এবং 'পন্যং' (স্তুত্যং, বাস্তবং, নিত্যধনং ইতি ভাবঃ) 'সোমং' (অমৃতং, অমৃতপদ-ভগবত্তৃপ্তিদায়কং হৃদ্গতং সত্ত্বভাবং, ভক্তিসুধামিতি ভাবঃ) 'বীরায়' (স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালবিক্রম-কারিণে) 'শূরায়' (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়েষু শৌর্য্যশীলায়) ভগবতে 'মদ্যায়' (সন্তোষায়) 'আ' (সম্যগ্রূপেণ) 'ধাবত' (প্রাপয়ত, প্রযচ্ছত ইত্যর্থঃ)। হে চিত্তবৃত্তয়ঃ! যদি আত্মোদ্বোধন-যজ্ঞং অভিষোতুমিচ্ছথ, তর্হি যুষ্মাকং বাহ্যধনাদি, আন্তরং সত্ত্বভাবাদিকং সর্ব্বং ভগবতি সমর্পয়ত। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১৮অ ১খ ১সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মার উদ্বোধন যজ্ঞে অভিষবকারী হে প্রাণসমূহ অথবা চিত্তবৃত্তি-নিবহ! ব্যবহার্য্য (ব্যবহারিক অর্থাৎ ভৌতিক) অনিত্য ধনাদি এবং প্রশংসনীয় (অর্থাৎ বাস্তব নিত্যসত্য) সোম (অমৃত অর্থাৎ অমৃতের মত ভগবানের তৃপ্তিপ্রদ হৃদ্গত সত্ত্বভাব বা ভক্তিসুধা সকলই) সেই বীর (অর্থাৎ স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল-বিক্রমকারী) শূর (অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-বিষয়ে শৌর্য্যসম্পন্ন) ভগবানকে প্রাপ্ত কর অর্থাৎ প্রদান কর (ভাবার্থ,—'হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা যদি আত্মোদ্বোধন-যজ্ঞে অভিষব করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমাদের বাহ্যধনাদি আর আন্তর সত্ত্বভাবাদি ভগবানে অর্পণ কর।)॥ (১৮অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোতারঃ' অভিষোতারোঽধ্বর্য্যবঃ! 'মত্তায়' মাদয়িতব্যায়, 'বীরায়' বিক্রান্তায় 'শূরায়' শৌর্য্যবতে ইন্দ্রায় 'সস্নং সস্নং ইৎ' সর্ব্বত্র শুদ্ধমেব 'সোমং' 'আ ধাবত' অভিগময়ত প্রযচ্ছতেত্যর্থঃ। (১৮অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৬৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে চিত্তবৃত্তিনিবহ অথবা প্রাণ-সকল! আর কেন মোহপঙ্কে ডুবিয়া থাক? একবার জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলিত কর। চাহিয়া দেখ,—এ পার্থিব ধনরত্ন, এই ঘরবাড়ী অট্টালিকা সকলই মিথ্যা—সকলই অনিত্য। কিছুই তো তোমার নয়! তবে কেন আমার আমার কর? তোমার হইলে চিরদিনই তো তোমার হইয়া থাকিত! তোমার হইলে চিরদিনই তো তাহারা তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলিত! তোমার হইলে যেখানে তুমি যাইতে, তারাও তো ঠিক সেখানেই যাইত! কিন্তু কৈ? তুমি যাহা ভাব, তাহা তো নয়! এখন আছে, পরক্ষণেই তো আর দেখিতে পাও না! আবার জীবনা-বসানে তারা তো কেহই সঙ্গে যায় না! যেখানকার যাহা, সেখানেই তো পড়িয়া থাকে! কিছুই তো তোমার সঙ্গে যায় না! তুমি যেমন একাকী আসিয়াছ, তেমনি একাকীই তো তুমি চলিয়া যাও! তবে কেন বৃথা আমার আমার করিয়া মর! তাই বলি, ভাবিয়া দেখ—এ সকল কিছুই তোমার নিজস্ব নয় এ সকলই ভগবানের। তাঁহার জিনিষ, সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাঁহাকেই অর্পণ কর। শুধু ইহা (বাহ্যধন) কেন! তোমার অন্তরেও যাহা আছে—জ্ঞান ভক্তি সুখ বা আনন্দ (সত্ত্বভাব-রূপ) এ সকলও তো সেই

ভগবানেরই প্রদত্ত! সুতরাং তাঁহার বস্তু তাঁহাকেই অর্পণ কর। তাহা হইলে তোমার আত্মোদ্বোধন-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবে। আর ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি কর তিনি স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল এই ত্রিভুবনকে ব্যাপিয়া আছেন; অর্থাৎ, তিনি বিশ্বব্যাপী বিভু। আর কিরূপ! না এই ত্রিভুবনের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা। লীলাময় ইচ্ছাময় তিনি; যখন যেরূপে ইচ্ছা, সেইরূপেই লীলা করেন। সর্ব্বশক্তিমান তিনি; তাঁহার সে লীলায় কাহারও বাধা দিবার শক্তি নাই।'

ভাষ্যকার এ মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন, এক্ষণে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি; পরে অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যার বিষয় আলোচিত হইবে। ভাষ্যকারের মতে, মন্ত্রটী অভিষবকারী অধ্বর্য্যুগণের সম্বোধনে বিনিযুক্ত। সে মতে অর্থ হয় এই যে,—'হে অভিষবকারী অধ্বর্য্যুগণ (ঋত্বিক-বিশেষ) তোমরা মাদয়িতব্য (আমাদের মত্ত করাইবার পাত্র) বিক্রান্ত ও শৌর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রকে সকল স্থানে (অথবা সকল সময়ে) স্তুত্য (প্রশংসনীয়) সোমরস প্রদান কর।'

এ মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কেন আমরা ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক মনে করি। মন্ত্রের প্রথম আলোচ্য পদ 'সোতারঃ' ভাষ্যকার 'সোতারঃ' পদের প্রতিবাক্যে "অভিষোতারঃ অধ্বর্য্যবঃ!" অর্থাৎ, হে অভিষবকারী অধ্বর্য্যুগণ (ঋত্বিক্-বিশেষ) অর্থ আমনন করিয়াছেন। 'ষু' ধাতু হইতে 'সোতৃ'-পদ নিষ্পন্ন। কিন্তু ভাষ্যকার তাহা হইতেই অভিষবকারী 'অধ্বর্য্যুগণ' অর্থ আমনন করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি,—বেদ মন্ত্র কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই। বেদমন্ত্রসমূহ সার্ব্বজনীন উদার ভাবদ্যোতক। অভিষব যজ্ঞীয় ক্রিয়াবিশেষ। সেই যজ্ঞ যদি বিশেষ যজ্ঞ বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে অভিষবকর্ত্তা-রূপে অধ্বর্য্যুগণকে সম্বোধন করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি,—এ অভিষব যজ্ঞবিশেষের অভিষব নয়; এ অভিষব আত্মার উদ্বোধন যজ্ঞের অভিষব;—এ অভিষব কেবল অধ্বর্য্যু নয়; জগতের সকলেই অধিকারী, এ অভিষব সকলেরই বাঞ্ছনীয়। সাধক তাই আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদেরও আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন আছে। তোমরাও ঐ যজ্ঞের কর্ত্তা হও।' এই মনে করিয়াই আমরা 'সোতারঃ' পদে আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞে অভিষবকারী প্রাণসকল বা চিত্তবৃত্তিনিবহ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। বহুবচন (সোতারঃ) থাকায় 'প্রাণ' বা 'চিত্তবৃত্তি' অর্থই দ্যোতিত হইতেছে। প্রাণের বা চিত্তবৃত্তির বহুত্ব সর্ব্বসম্মত। উহার লক্ষ্য—জ্ঞান-মাত্রই।

তার পর বিচার্য্য—'সত্রং সত্রমিৎ।' ভাষ্যকার এই অংশের 'সর্ব্বত্র স্তুত্যমেব' অর্থাৎ সকল স্থানে প্রশংসনীয় অর্থ লিখিয়াছেন; এবং তাহা সোমের বিশেষণ রূপে কল্পনা করিয়াছেন। আমরা এই (সত্রং সত্রমিৎ) অংশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম 'সত্রং' পদ 'সোমং' পদের বিশেষণ, দ্বিতীয় 'সত্রং' পদ 'ইৎ' পদের বিশেষণ বলিয়া স্বীকার

করিয়াছি। গত্যর্থক ইন (ই) ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্'-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন 'ইৎ' শব্দে (এতি-গচ্ছতি এই ব্যুৎপত্তি) গমনশীল ধনরত্নাদি বুঝাইতে পারে। 'সোম' শব্দে আমরা পূর্ব্বাপর 'অমৃত' অর্থাৎ হৃদয়ের সত্ত্বভাব বা ভক্তিসুধা অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছি। আর 'ইৎ' পদের বিশেষণ পণ্য-শব্দে ব্যবহার্য্য বা ব্যবহারিক (অর্থাৎ অস্থায়িক) এবং সোম পদের বিশেষণ 'পন্ত'-শব্দের 'স্তুত্য' প্রশংসনীয় বা নিত্য সত্য শাশ্বত অর্থ ব্যক্ত করিতেছে। নতুবা প্রথম 'পন্ত'-শব্দের দ্বারাই ভাব ব্যক্ত হয় এবং দ্বিতীয় পন্ত-শব্দ নিরর্থক হইয়া পড়ে। 'পন ব্যবহারস্তুত্যোঃ' এই গণে 'পন' ধাতুর ব্যবহার ও স্তুতি অর্থই প্রতীত হয়। তার পর 'বীরায়' পদে 'সাধারণ বীর' (ভাষ্যকথিত) না ধরিয়া স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল বিক্রমকারী ও 'শূরায়' পদের সাধারণ শূর অর্থ না লইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে শৌর্য্যশালী এবং 'মদ্যায়' পদে আমাদের সত্ত্বোক্ত সন্তুষ্ট করাইবার পাত্র (অর্থাৎ আরাধ্য) এই অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতেই, দেবতার দেবমাহাত্ম্য পরিব্যক্ত হয়। ইহাই আমাদের সাধনা।* (১৮অ ১খ—১সূ—১সা)॥

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এহ হরী ব্রহ্মযুজা শগ্মা বক্ষতঃ সখায়ম্।

১ ২ ৩ ১ ২র

ইন্দ্রং গীর্ভির্গির্ব্বণসম্ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ২য় সূক্তের ২৫ম ঋক্ (৫ অষ্টক, ৭ অধ্যায়, ২১ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

এই মন্ত্রে 'পন্তং' পদ দুই বার দৃষ্ট হয়। কাত্যায়ন-সূত্রে 'ক্রিয়াসমভিব্যাহারে চ' (৮।১।১২) অনুসারে দ্বিবচন হইয়াছে বলিয়া টীকাকারগণ সিদ্ধান্ত করেন। পন্ ধাতু স্তুত্যর্থবাচক। নিরুক্তে তাহা দৃষ্ট হয়; যথা,—'পনতি স্তুত্যর্থঃ' (নি° ৩।১৪।৬)।

এই সাম-মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা এই,

একটী বঙ্গানুবাদ; যথা,—"অভিষবণকারীগণ! তোমরা মাদয়িতব্য বীর ও শূর ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিযোগ্য সোম দান কর।"

একটী ইংরাজী বঙ্গানুবাদ; যথা,—'Pressers blend Soma juice for him, each draught most excellent for him, The brave, the hero, for his joy."

গৃহীত 'ব্রহ্মণাগণে' অর্থই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। জ্ঞান-ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়, মন্ত্রের শেষাংশের দ্বারাও এই মত সমর্থিত হইতেছে। 'ইহ আ গমত্যাঃ'—আমাদের হৃদয়ে আগমন করুক, জ্ঞান-ভক্তির দ্বারা আমরা যেন হৃদয়ে সেই পরমদেবতার চরণস্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি—ইহাই প্রার্থনার সার মর্ম। (১৮অ—১খ—১সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ড। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২র ৩ ১
পাতা বৃত্রহা সুতমা ঘা গমন্নারে অস্মৎ।

১ ২ ৩ ১ ২
নি যমতে শতমূতিঃ ॥৩॥

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতং' 'পাতা' (শুদ্ধসত্ত্বং গ্রহীতা, অস্মাকং হৃদয়স্থিতং শুদ্ধসত্ত্বরূপং পূজোপকরণং গ্রহীতা ইত্যর্থঃ) 'বৃত্রহা' (জ্ঞানাবরকং শত্রুং মারয়িতা, অজ্ঞানতানাশকঃ পরমদেবঃ) 'ঘা' (নিশ্চয়মেব) 'আ গমৎ' (আগচ্ছতু, অস্মান প্রাপ্নোতু ইতি ভাবঃ); 'অস্মৎ' (অস্মত্তঃ) 'আরে' (দূরে মা ভবতু ইতি ভাবঃ); 'শতমূতিঃ' (বহুবিধরক্ষণযুক্তঃ, পরমরক্ষকঃ) সঃ দেবঃ অস্মভ্যং 'নিয়মতে' (প্রযচ্ছতু পরমধনং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অজ্ঞানতানাশকঃ বিপদাং রক্ষকঃ ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৮অ-১খ-১সূ-৩সা)।

বঙ্গানুবাদ।

আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপকরণ গ্রহণকারী অজ্ঞানতা-নাশক পরমদেবতা নিশ্চয়ভাবে আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; আমাদের নিকট হইতে যেন দূরে না থাকেন; পরমরক্ষক সেই দেবতা আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের সপ্তবিংশ ঋক্ [illegible] অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'ইন্দবঃ' পদের তাৎপর্য্যার্থ সম্পূর্ণ হয়। সোমমন্ত্রে ছন্দাংসি 'ইন্দবঃ' পদ ঐ অর্থেই গৃহীত হইতে দেখিয়াছি। এ পক্ষে মন্ত্রের এবং তদনুগত উপমার লক্ষ্য এই যে 'নদীসমূহ যেমন আপনা-আপনি সাগরের অভিমুখে গমন করে, আমাদের কর্ম্মসমূহ, সর্ব্বভাবাপন্ন হইয়া, সেইরূপ আপনাতে মিলিত হউক; অর্থাৎ, আপনার উদ্দেশে বিহিত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমরা যেন সর্ব্বতোভাবে রত থাকি।' মন্ত্র এই অর্থ এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১৮অ ১খ ২দ ১সা)।*

দ্বিতীয়া সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

বিব্যক্থ মহিনা বৃষন্ ভক্ষং সোমস্য জাগৃবে।

১ ২ ৩ ১ ২

য ইন্দ্র জঠরেষু তে ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বৃষন্' (অভীষ্টবর্ষক।) 'জাগৃবে' (চিরজাগরণশীল চৈতন্যস্বরূপ।) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব।) 'তে জঠরেষু' (তব উদরে, তব অনুগ্রহে ইত্যর্থঃ) 'যঃ' (যঃ সাধকঃ বর্ত্তত ইতি ভাবঃ) যঃ সাধকঃ ত্বদনুগ্রহপ্রাপ্তঃ ভবতি ইত্যর্থঃ; তস্য 'সোমস্য ভক্ষং' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং উপহারং গৃহীত্বা ইত্যর্থঃ) 'মহিনা' (মহত্ত্বেন) তং সাধকং 'বিব্যক্থ' (ব্যাপ্নোষি, প্রাপ্নোষি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ ভগবান্ পূজাপরায়ণং সাধকং প্রাপ্নোতি — ইতি ভাবঃ ॥ (১৮অ-১খ-২দ-২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক চিরজাগরণশীল চৈতন্যস্বরূপ পরমৈশ্বর্য্যশালী হে দেব! আপনাতে বা আপনার অনুগ্রহে যে সাধক বর্ত্তমান থাকেন, অর্থাৎ যে

---

* এই সামমন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, একোনবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। সামবেদ-সংহিতার ঐন্দ্র-পর্ব্বেও (২অ ২প্র-৮খ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

তৃতীয় (১৬৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত 'বৃত্রহন্' পদের' ভাষ্যার্থ—"বৃত্রস্য অপাং আবরকস্য অসুরস্য মেঘস্য পাপস্য বা হন্তঃ"। ভাষ্যকার 'বৃত্র' শব্দের দুইটী অর্থ দিয়াছেন। প্রথম অর্থ—জলাবরক মেঘ; দ্বিতীয় অর্থ—পাপ। আমরা সর্ব্বত্রই 'বৃত্র' শব্দে পাপ—অজ্ঞানতা প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। এখানে বর্ত্তমানস্থলে ভাষ্যকারও যথা অভিধায়ে 'পাপ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে 'মেঘ' অর্থ গ্রহণ করিলেও অন্যত্র তিনি 'বৃত্র' পদে কোনও নির্দ্দিষ্ট হস্তপদাদিবিশিষ্ট অসুর অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। এখানকার অর্থ সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক। 'বৃত্র' পদের অর্থ জলাবরক মেঘরূপ অসুর। এই অর্থ গ্রহণ করিয়া অনেক পণ্ডিত 'বৃত্র' ও ইন্দ্র সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইন্দ্র মধ্য আকাশের দেবতা; বৃষ্টি প্রভৃতি তাঁহারই কার্য্য। বৃষ্টির জল যখন মেঘরূপে আকাশে বিচরণ করিতে থাকে, তখন ইন্দ্রদেবতাই তাঁহার বজ্রের দ্বারা সেই মেঘরূপ জলাপহরণকারী অসুরকে নিধন করিয়া জগতে বৃষ্টি বিতরণ করেন। সেইজন্যই কৃষিজীবীদের নিকট ইন্দ্রদেবতার এত সম্মান। ইন্দ্রের বৃত্রহত্যার ইহাই মর্ম্ম। এই গবেষণার অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এই মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে একটী বঙ্গানুবাদ এই,—"হে বৃত্রহা ইন্দ্র! সোম তোমার কুক্ষির পক্ষে পর্য্যাপ্ত হউক, ক্ষরণশীল সোম তোমার শরীরে পর্য্যাপ্ত হউক। (১৮অ—১খ—২দ ৩সা)। *

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয় গান।

১র র ২ ১ ২   ১ ২   ১ ২   ...   ১ ২
১। আত্বাবিশ'ন্ত্বিন্দবঃ। ঔয়াহায়ি। সমুদ্রা ১ মা ২ রি। বসায়িন্ধা ১ বা ২ ৩ঃ।

২র   ২   ১ ২   ...   ১ ২   ১র
ঔয়া ২ ৩ হায়ি। নত্বামা ১ য়িন্দ্রা ২। তিরা'য়িবা ১ তা ২ ৩ ঙ্কি। ঔয়া ২ ৩

২   ১ ২   ...   ১ ২   ২র   ২র
হায়ি। নত্বামা ১ য়িন্দ্রা ২। তিরাবিচ্যা ১ তা ২ ৩ঙ্কি। ঔয়া ২ ৩ হা

২ ১   ২ ১র ২   ১ ২   ১ ২   ...
৩ ৪ ৩ য়ি। বিবাকৃথমহিনাবৃষন্। ঔয়াহায়ি। ভক্ষা'৩ সো ১ মা ২।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাশীতিতম (বালখিল্যসূক্ত সহিত বিনবতিতম) সূক্তের চতুর্ব্বিংশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, উনবিংশী ঋক্)।

১ ২ ১র ২ ১ ২ — ১ ২
সুজাপ ১ বা ২ ৩ য়ি। ঔয়া ২ ৩ হায়ি। যআয়িয়া ১ আ ২। ঠয়ায়িব ১

২র ২ ১ ২ -- ১ ২
হা ২ ৩ য়ি। ঔয়া ২ ৩ হায়ি। যআয়িয়া ১ আ ২। ঠয়ায়িব্ ১ তা ২ ৩ য়ি।

১র ২n ১ ২ ১২র ১র ২ র ১ ২ —
ঔয়া ২ ৩ হা ৩ ৪ ৩ য়ি। অরস্তইন্দ্রকুক্ষয়ে। ঔয়াহায়ি। সোমোতা ১ বা ২।

১ ২ ১র ২ ১২ -- ১ ২
তুগার্য্যা ১ কা ২ ৩ ন্। ঔয়া ২ ৩ হায়ি। অয়াক্কা ১ মা ২। তাআয়িন্দা ১

১র ২n ১
যা ২ ৩ ঃ। ঔয়া ২ ৩ হা ৩ ৪ ৩ য়ি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা।

* * *

১র র ২ ১ ২১র ২ ১
২। আত্বাবিশন্তিন্দবআ। সমুদ্রাঃ। মিবসিন্ধ ২ ৩ বঃ। নত্বা ২ ৮ হো ১ য়ি।

২ ১২ ২ ২ ২৪৩ ৫ ১ ৩৪
আ ২ ৩ মিন্দ্রা। তিরা ১ য়িচ্যা ৩ তায়ি। সহামা ২ ৩ ৪ চিন্দ্রা। তায়িরা ৩

২ ২ ১ ৪ ২ ২১ ২ ১র২১
উবা ৩। উপ্। চ্যাহ ২ তো ৩ ৫ বায়ি। বিবাচুামহিনাবৃষয়া। তক্ষ৮ঃ

র র ২ ১ -- ২ ১২ ২ ২
সোমস্তআপ ২ ৩ বায়ি। বআ ২ তো ১ য়ি। ত্রা ২ ৩ আ। ঠয়ায়িব্ ৩ তায়ি।

র ৫ ১৪ ২ ২ ১ ২
যইন্দ্রা ২ ৩ ৪ আ। ঠায়া ৩ উবা ৩। উপ্। য২ ২ তো ৩ ৫ বায়ি।

১ ২ ৪২১ র র র ১ --
অরস্তইন্দ্রকুক্ষয়আ। সোমোভনত্তবৃত্রা ২ ৩ বান্। অয়া ২ ৮ হো ১ য়ি। যা

২ ১ ২ ২ ২ ৩ ৫ ১৪ ২
২ ৩ মা। ত্যআ ১ মিন্দা ৩ বাঃ। অরঙ্কা ২ ৩ ৪ মা। ত্যআ ৩ উবা ৩।

২ ১ ২
উপ্। দাহ ২ বো ৩ ৫ হায়ি॥ ১২॥ *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে ;—"আষ্টাদংষ্ট্রম্" এবং "উদ্বংশীয়ম্।"

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
জরাবোধ তদ্বিবিড্‌ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তৎ' (জনানাং পাপত্রাণকারণাৎ) 'জরাবোধ' (স্তুত্যা উদ্‌বুদ্ধমান, সাধনপ্রভাবেন জাগরণশীল, পরিদৃশ্যমান বা হে দেব!) 'বিশে বিশে' (সর্ব্বলোকে) 'বিবিড্‌ঢি' (প্রবিশ, অধিষ্ঠিতো ভবাসি); যজ্ঞিয়ায়' (যজ্ঞাদিকর্ম্মানুষ্ঠানসিদ্ধ্যর্থং) 'রুদ্রায়' (মহতে তুভ্যং প্রদত্তং ইতি যাবৎ) 'দৃশীকং' (দর্শনীয়ং, সমীচীনং) 'স্তোমং' (স্তোত্রং) গ্রহণং কুরু ইতি শেষঃ। জনহিতসাধকঃ হে দেব! ত্বং হি জনহিতসাধনায় সর্ব্বলোকে পরিব্যাপ্তোহসি; অস্মৎ প্রদত্তং পূজাং গৃহাণ ইত্যেবং প্রার্থনা। (১৮অ—১খ ৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধনপ্রভাবে উদ্‌বুদ্ধমান্ হে দেব! পাপ হইতে মনুষ্যগণকে পরিত্রাণের নিমিত্ত আপনি সর্ব্বলোকে অধিষ্ঠিত (অন্তঃপ্রবিষ্ট) আছেন। আমাদের যজ্ঞাদিকর্ম্মানুষ্ঠান-সিদ্ধির জন্য, সেই যে মহৎ আপনার উদ্দেশে প্রদত্ত আমাদের স্তোত্র (পূজা) আপনি গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—জনহিতসাধক হে দেব! আপনি জনহিতসাধন জন্য সর্ব্বলোকে অবস্থিত আছেন। আপনি আমাদিগের পূজাগ্রহণ করুন—মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা। (১৮অ—১খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'জরাবোধ' জরয়া' স্তুত্যা বোধ্যমান! হে অগ্নে! 'বিশে বিশে' তত্তদনুষ্ঠানরূপ-প্রজানুগ্রহার্থং 'যজ্ঞিয়ায়' যজ্ঞ-সম্বন্ধানুষ্ঠাননিধার্থং 'তদ্' দেবযজনং 'বিবিড্‌ঢি' প্রবিশ। যজমানোঽহপি 'রুদ্রায়' ক্রূরায়াগ্নয়ে তুভ্যং। কীদৃশং? 'দৃশীকং' দর্শনীয়ং সমীচীনং স্তোত্রং করোতীতি শেষঃ। অত্র যাস্ক এবং ব্যাখ্যাতবান্—জরা স্তুতিঃ জরতেঃ স্তুতি-কর্ম্মণস্তাং

বোধ, স্তুত্যা বোধয়িতরিতি বা; তদ্বিবিড্ঢি তৎ কুরু, মনুষ্যস্য মনুষ্যস্য যজনায়। স্তোমং রুদ্রায় দর্শনীয়ং (নিরু-দে—৪৮) ইতি॥ (৮অ—১খ—৩সূ -১সা)॥

* * *

প্রথম (১৬৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের একটী জটিল শব্দ—'জরাবোধ'। সায়ণের অর্থে ঐ শব্দ স্তুতির দ্বারা উদ্বুদ্ধমান অগ্নিকে বুঝাইতেছে। একজন ব্যাখ্যাকার ঐ শব্দে 'যাজ্ঞিক বিপ্র' অর্থ আমনন করিয়াছেন। তদনুসারে, যাঁহার স্তুতিতে ভগবান জাগরিত (উদ্বুদ্ধ) হন ঐ শব্দে সেই স্তুতিকারিকে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ প্রায়ই ঐ শব্দকে ব্যক্তি-বিশেষের বা দেবতাবিশেষের নাম-মাত্র বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। * বলা বাহুল্য, আমারা এ পক্ষে সায়ণেরই অনুসরণ করিলাম। আমরা মনে করি, স্তুতির দ্বারা, উপাসনার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, যিনি উদ্বুদ্ধ হন, সাধকের দর্শনীয় হন, মনশ্চক্ষের গোচরীভূত হন, সেই ভগবানই ঐ শব্দের লক্ষ্যস্থল। 'তৎ' পদ পূর্ব্ব-মন্ত্রের সম্বন্ধ আনয়ন করিয়াছে। মনুষ্যগণকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য যাঁহার করুণার হস্ত সদা প্রসারিত রহিয়াছে, সর্ব্বলোকের মঙ্গল-সাধনোদ্দেশ্যে তিনি সর্ব্বত্র অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। 'বিশে বিশে বিবিড্ঢি' বাক্যে সেই ভাব গ্রহণ করিতে পারি। তাহা হইলে আমাদের অন্বয়ানুসারে মন্ত্রের প্রথমাংশের (তৎ জরাবোধ বিশে বিশে বিবিড্ঢি) মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'জীবের পরিত্রাণকামনাহেতু সাধনার উপলব্ধীভূত হে দেব, আপনি বিশ্বের অভ্যন্তরে অন্তঃপ্রবিষ্ট আছেন।'

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের মর্ম্ম,—'সেই যে আপনি, আমাদের কর্ম্মমাত্রে সিদ্ধি-প্রদানের জন্য আমাদের স্তোত্র বা পূজা গ্রহণ করুন।' 'দৃশীকং' পদ দর্শনীয় সমীচীন অর্থ প্রকাশ করে। এখানে স্তোত্রকে একটু যেন সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। স্তোত্র যেন আপনার দর্শনীয় হয়, স্তোত্র যেন সমীচীন হয়—অন্যায় না হয়। যে-সে লোক, যে-সে অবস্থার অপকর্ম্মকারী জন, যাহা-তাহা প্রার্থনা করিলেই যে, সে প্রার্থনা ভগবানের নিকট পৌঁছিবে, তাহা নহে। সৎপথানুবর্ত্তী জন যদি ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা করে, তবেই শ্রীভগবান তাহা গ্রহণ করেন। এখানে প্রার্থনার সেই আভাষই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১৮অ—১খ—৩সূ -১সা)। †

---

* ওল্ডেনবর্গ 'জরাবোধ' শব্দ বিষয়ে লিখিয়াছেন—"I think that Ludwig is right in taking Garabodha for a proper name......'Vice Vice' may possibly depend on Yagniyaya so that we should have to translate "Administer this task: a beautiful song of praise to Rudra who is worshipful for every house." রমানাথ সরস্বতীর অর্থ, "জরয়া স্তুত্যা অগ্নিং বোধান্ জরাবোধ বিপ্র ইতি।"

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের দশমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩১ ২ ৩ ২
স নো মহাঁ৺ অনিমানো ধূমকেতুঃ পুরুশ্চন্দ্রঃ।
৩ ১র ২র
ধিয়ে বাজায় হিন্বতু ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'অনিমানঃ' (পরিমাণরহিতঃ, অতুলনীয়ঃ) 'ধূমকেতুঃ' (ধূমাৎ প্রকাশমানঃ, অন্ধকারমধ্যগতালোকরশ্মিপ্রভঃ) 'পুরুশ্চন্দ্রঃ' (পূর্ণদীপ্যমানঃ) 'সঃ' (অগ্নিদেবঃ) 'ধীয়ে' (জ্ঞানায়) 'বাজায়' (পরমার্থরূপধনায় চ) 'নঃ' (অস্মান) 'হিন্বতু' (বর্দ্ধয়তু)। হে দেব! অস্মাকং জ্ঞানং পরমার্থলাভঞ্চ বিধেহি ইতি ভাবঃ। (১৮অ—১খ—৩সূ ২সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মহান্, অতুলনীয়, অন্ধকারমধ্যগত আলোকরশ্মিপ্রভ, পূর্ণদীপ্যমান্ সেই অগ্নিদেব, জ্ঞানে এবং পরমার্থরূপ ধনে (জ্ঞান ও পরমার্থ প্রদান করিয়া) আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন। (ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে জ্ঞান এবং পরমার্থধন প্রদান করুন)। (১৮অ—১খ—৩সূ—২সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' অগ্নিঃ 'নঃ' অস্মান্ 'ধিয়ে' কর্ম্মণে 'বাজায়' অন্নায় চ 'হিন্বতু' প্রীণয়তু। কীদৃশঃ? 'মহান্'। সংহিতায়াং নকারস্য রুত্বানুনাসিকাবুক্তৌ। গুণাধিকঃ 'অনিমানঃ'। ন বিদ্যতে নিমানোঽস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞো সুভ্যাং (৬২১৭২) ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। নিমান-বর্জিতঃ অপরিচ্ছিন্ন ইত্যর্থঃ। 'ধূমকেতুঃ'। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (৮।২ ১)। ধূমেন জ্ঞাপ্য-মানঃ। 'পুরুশ্চন্দ্রঃ'। চদি আহ্লাদনে দীপ্তৌ চ (ভ্বা প) অস্মাৎ স্ফায়িতঞ্চি (উ২। ৩) ইত্যাদিনা। কর্ত্তরি রক্, পুরুশ্চাসৌ চন্দ্রশ্চেতি সমাসান্তোদাত্তত্বং হ্রস্বাচ্চন্দ্রোত্তরপদে মন্ত্রে (৬ ১।১৫১) ইতি সুট্। তস্য শ্রুত্বেন শকারঃ। বহুদীপ্তি ইত্যর্থঃ। ধিয়ে সাবেকাচ ইতি চতুর্থ্যা উদাত্তত্বং। হিন্বতু—হিবিঃ প্রীণনার্থঃ। ইদিতো নুম্ ধাতোঃ (৭।১।৫৮) ইতি নুম্ ॥ ২ ॥

• • •

দ্বিতীয় (১৬৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রে দেবতার বিশেষণ এবং প্রার্থনীয় সামগ্রী লক্ষ্য করিবার আছে। দেবতাকে 'ধূমকেতু' বলা হইয়াছে। ঐ পদের মর্ম্মার্থ এই যে, ধূমের মধ্যে যেমন অগ্নির বিকাশ সম্ভবপর, তদ্রূপ পাপান্ধকারের মধ্যেও পুণ্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে পারে। পাপি! তুমি কেন হতাশে অবসন্ন হইতেছ? তোমার দেবতা—ধূমকেতু; তাঁহার শরণাপন্ন হও; ধূমের মধ্যগত অগ্নির ন্যায় তিনি তোমার পাপরাশির মধ্য হইতে উত্থিত হইবেন;—তোমার পাপের আঁধার দূরে যাইবে, পুণ্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইবে। গ্রহ-পক্ষেও ধূমকেতুর উপমা এখানে অপ্রাসঙ্গিক নহে ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া এক সম্প্রদায়ের লোক ভীত ও ত্রস্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা জ্যোতিষতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা উহার উদয়-বিষয়ে আতঙ্কিত নহেন। সেইরূপ, পাপী যাহারা—দেবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহে, তাহাদের নিকট দেবতা ধূমকেতুবৎ ভীতিপ্রদ; বিজ্ঞজন, তাঁহার উদয়-কারণ, অনুসন্ধানে অবগত বলিয়াই আনন্দ-প্রাপ্ত। পূর্ণ-দীপ্তিমান সেই দেবতার নিকট জ্ঞান ও পরমার্থরূপ ধন প্রার্থনাই এ মন্ত্রের লক্ষ্য। প্রার্থনা 'হে দেব! এই অজ্ঞানান্ধকারাবৃত হৃদয়ে, ধূম-মধ্যগত অগ্নির ন্যায়, আপনি সমুদিত হউন; আর, আমায় জ্ঞান ও আপনার সান্নিধ্যলাভরূপ মোক্ষধন প্রদান করুন।' * (১৮অ—১খ - ৩সূ - ২সা)।

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

স রেবাঁ ইব বিশ্‌পতির্দৈব্যঃ কেতুঃ শৃণোতু নঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

উকথৈরগ্নির্বৃহদ্ভানুঃ ॥ ৩ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্‌পতিঃ' (বিশ্বপালকঃ) 'দৈব্যঃ' 'কেতুঃ' (দেবানাং দেবভাবানাং প্রজ্ঞাপকঃ) 'বৃহদ্ভানুঃ' (পরমদীপ্তিমান) 'সঃ' (পূর্ব্বকথিতপ্রভাবসম্পন্নঃ) 'অগ্নিঃ' (অগ্নিদেবঃ)

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের একাদশী ঋক্। (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'উকথৈঃ' (স্তুতিমন্ত্রৈঃ, অস্মাকমুচ্চারিতৈঃ প্রার্থনায়াঃ সন্তুষ্টঃ সন ইতি যাবৎ) 'রেবান্ ইব' (দাতৃন ইব, ধনিন ইব) 'নঃ' (অস্মান) 'শৃণোতু' (শ্রুত্বা অনুগ্রহং করোতু)। দাতা যথা প্রার্থনাকারিণঃ প্রার্থনাং শ্রুত্বা দয়ার্দ্রো ভবতি, হে দেব, ভবৎ মৎপ্রতি সদয়ো ভব। (১৮অ-১খ-৩প্র-৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বপাতা, দেবগণের দূতস্থানীয়, পরমদীপ্তিমান্ সেই অগ্নিদেব, আমাদিগের উচ্চারিত উকথ-স্তুতি মন্ত্রে (সন্তুষ্ট হইয়া), দাতাদিগের ন্যায়, আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। (ভাব এই যে,—দাতা যেমন প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্র হয়েন, সেইরূপ হে দেব! আপনি আমাদিগের প্রতি সদয় হউন।)। (১৮অ-১খ-৩সূ-৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' 'অগ্নিঃ' 'উকথেভিঃ' স্তোত্রৈর্যুক্তান 'নঃ' অস্মদীয়ান্ শৃণোতু'। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'রেবান ইব' যথা ধনবান রাজা বন্দিনাং স্তোত্রং শৃণোতি, তদ্বৎ। এতত্তদোঃ (৬।১।১৩২) ইতি সোর্লোপঃ। রয়ের্মতৌ বহুলং (৬।১।৩৪ বা) ইতি সম্প্রসারণং পরপূর্বত্বং, আদ্গুণঃ (৬।১।৮৭), ছন্দসীরঃ (৮।২।১৫) ইতি মতুপো বত্বং। রে শব্দাচ্চ মতুপ উদাত্তত্বং বক্তব্যং (৬।১।১৭৬ বা) ইতি মতুপ উদাত্তত্বং। কীদৃশঃ? 'বিশ্‌পাতঃ'। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং (৬।২।১৯৯) ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। প্রজাপালকঃ 'দেবাঃ' দেবানাং সম্বন্ধী। অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতা—ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। 'কেতুঃ' দূতবৎ জ্ঞাপকঃ। 'অগ্নির্বৈ দেবানাং দূত আসীৎ'—ইতি শ্রুতেঃ। 'বৃহদ্ভানুঃ'। বহুব্রীহৌ প্রকৃতিস্বরত্বং (৮।২।১) প্রৌঢ়রশ্মিঃ। ৩।

• • •

তৃতীয় (১৬৬৩) সামের মর্মার্থ।

এ মন্ত্রের প্রধান বিতর্কমূলক পদ—'রেবান্ ইব'। উহার অর্থ—'বড়লোকের ন্যায়'—সাধারণভাবে এইরূপ নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে। তাহাতে ভাব দাঁড়ায় এই যে রাজার বা বড়লোকের নিকট বন্দিগণ স্তব-স্তুতি করিয়া যেমন কিছু ধন প্রাপ্ত হয়, এখানেও সেইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে,—ঋষিকুমার শুনঃশেপকে এই মন্ত্রের উচ্চারণকারী। এই মতের যাঁহারা পরিপোষক, তাঁহাদের একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, শুনঃশেপ অর্থের ভিখারী হইতে পারেন না;—যাঁহার প্রাণ লইয়া টানাটানি, তিনি

বধ্য-ভূমে বলিদানার্থ নীত, অর্থ-প্রার্থনা তিনি কেন করিবেন? অতএব, স্তুতিবাদকগণের উপমা এখানে আসিতেই পারে না। আমরা 'রেবান ইব' পদ-দ্বয়ের অর্থে 'দাতুন্ ইব'—প্রকৃত দাতার ন্যায়—অর্থ পরিগ্রহ করিলাম। তাহাতে মন্ত্রের ভাব হয় এই,—'হে ভগবন্! প্রার্থী হইয়া আপনার দ্বারে দাঁড়াইয়াছি, আপনি দাতার শিরোমণি; প্রকৃত দাতার ন্যায় আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। প্রকৃত দাতা যেমন প্রার্থীর প্রার্থনা কখনই অপূর্ণ রাখেন না, হে বিশ্বপাতা পরম জ্যোতিষ্মান দেবতা, আপনি আমাদের প্রতি সেইরূপ কৃপাপরায়ণ হউন।' দাতার স্বরূপ কি, তাঁহার বিশেষণ কি, তিনি কোন্ ধনের অধিকারী, তদ্বিষয় উপলব্ধি করুন; তার পর, তাঁহার নিকট মানুষ কোন্ ধনের প্রার্থী হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া দেখুন। তাহা হইলেই মন্ত্রের মর্ম্ম সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।* (১৮অ-১খ-৩সূ ৩সা)।

—•—

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২ র র ১ ২   ১ ২ ১   ২ ১   ২   ১র   র
জরাবোধোবা। তাদ্বিবিড্ঢায়ি। বিশায়িবা ২ ৩ য়িশে। যজ্ঞিয়ায়া। স্তোমা৺

৭   ৪   ৫৩র ২   ২ র ১ ২   ১ ২র১
রুদ্রা ২ ৩ য়া। দৃশীকো ২ ৩ ঈ। ডা। সনোমহোবা। আনিমানাঃ

২র১   ২   ১   ২ ৪   ৫   ৩ ২
ধুমাকা ২ ৩ য়িতুঃ। পুরুশ্চাদ্রাঃ। ধিয়েবা ১ জা ২ ৩ য়া। হি। ন্বতো

২ র র ১ ২   ১ ২ ১   ২র১   ২
৩ ৪ ৫ ঈ। সরেবা৺ ইবা। বাবিশ্পতায়িঃ। দৈব্যাঃ কা ২ ৩ য়িতুঃ।

র ১   ২   ৫   ৪   ৫
শৃণোতুনাঃ। উক্থায়িরা ১ গ্না ২ ৩ য়ির্ব্বৃ। হিং।

৩র ২
ভানো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। ১২৩। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা;—"জরাবোধীয়ম্।"

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থঃ সূক্ত। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
তদ্বো গায় সুতে সচা পুরুহূতায় সত্বনে।

২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
শং যদ্গবে ন শাকিনে ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (স্তোত্রং, কর্ম্ম) 'সনে' (জ্ঞানকিরণসমন্বিতায় জনায়, জ্ঞানিনে) 'ন' (ইব, যথা তথা, যুগপৎ ইতি ভাবঃ) 'শাকিনে' (শক্তিমতে বা পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নায় দেবায়) 'শং' (সুখকরং, প্রীতিপ্রদং ভবতি); হে মম মনোবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যূয়ং) 'সুতে' (বিশুদ্ধে সত্ত্বভাবে সতি) 'তৎ' (স্তোত্রং, কর্ম্ম) 'সচা' (সহ, সংযুক্তা ভূত্বা) 'পুরুহূতায়' (বহুভিঃ পূজনীয়ায়, সকলানাং নমস্যায়) 'সত্বনে' (শত্রূণাং সাদয়িত্রে, পরমধনানাং প্রদাত্রে, দেবায় ইতি যাবৎ) 'গায়' (গায়ত, পূজয়ত)। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভাবার্থঃ— সৎকর্ম্মণা যথা জ্ঞানিনঃ পরিতুষ্টা ভবন্তি, তথা পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নো দেবঃ তৃপ্যতি; অতঃ বিশুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্না ভূত্বা সৎকর্ম্মণা সহ বয়ং দেবারাধনায়াং প্রবৃত্তাঃ ভবাম। ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ ইতি ভাবঃ। (১৮অ-১খ-৪সূ-১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে স্তোত্র (অথবা, যে কর্ম্ম) জ্ঞানীর এবং পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবতার যুগপৎ প্রীতিপ্রদ হয়; হে আমার মনোবৃত্তিনিবহ! তোমরা বিশুদ্ধ-সত্ত্বভাবাপন্ন হইয়া, সেইরূপ স্তোত্রের সহিত (অথবা, সেইরূপ কর্ম্মের দ্বারা) সর্ব্বজনের নমস্য, শত্রুগণের অভিভবকারী (অথবা, পরমধনপ্রদাতা) দেবতাকে আরাধনা কর। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা যেমন জ্ঞানী পরিতুষ্ট হয়েন, সেইরূপ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবতাও তৃপ্তিলাভ করেন; অতএব, বিশুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন হইয়া, সৎকর্ম্মের সহিত আমরা যেন দেবারাধনায় প্রবৃত্ত হই—ইহাই সঙ্কল্প।)। (১০অ-১খ-৪সূ-১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতারঃ! 'বঃ' যূয়ং 'সুতে' অভিষুতে সোমে সতি 'পুরুহূতায়' বহুভির্যজমানৈরাহূতায় 'সত্বনে' শত্রূণাং সাদয়িত্রে। যদ্বা, ধনানাং সনিত্রে দাত্রে ইন্দ্রায় 'তৎ' স্তোত্রং 'সচা' সহ সংহতা ভূত্বা 'গায়' গায়ত 'যং' স্তোত্রং 'শাকিনে' শক্তিমতে ইন্দ্রায় 'শং' সুখকরং তদভিতার্থঃ। (১৮অ ১খ—৪৫ ১সা।)।

*

প্রথম (১৬৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই সামের যে অর্থ দেখিতে পাই, তাহাতে মনে হয়, কেহ (ঋত্বিকই হউন, আর পুরোহিতই হউন, অর্থাৎ স্তোতৃবর্গের দলস্থ কেহ) যেন স্তোতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, 'এস, সকলে সমস্বরে মিলিয়া স্তোত্র গান কর। গাভী যেমন যবের ভূষি বা ঘাস পাইলে পরিতৃপ্ত হয়, বহু যজমানের আহ্বানীয়, শত্রু-বিমর্দ্দক অথবা ধনদাতা ইন্দ্র সেইরূপ ঐ প্রকার স্তোত্রগানে সুখ-লাভ করেন।' *

এই প্রকার অর্থে এবং তুই প্রকার উপমায় বেদের মাহাত্ম্য কত দূর রক্ষিত হইতে পারে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা-বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। তৎপক্ষে মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। প্রথম "যৎ" পদ। ভাষ্যকার ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'স্তোত্রং' পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা উহার অর্থে 'স্তোত্রং' ও 'কর্ম্ম' দুই-ই গ্রহণ করিতে পারি। ঋগ্বেদেও (৬ম—৪৫সূ—২২ঋ) এই মন্ত্রটী আছে। আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিতেছি, সেখানেও এই অর্থই সঙ্গত হইবে।

---

* মন্ত্রটীর তিন ভাষায় তিনটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে এবং সায়ণ-ভাষ্যে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ উপলব্ধি করুন। মন্ত্রের অনুবাদ,—

বঙ্গভাষায়।—"হে স্তোতৃবর্গ। ঘাস যেরূপ ধেনুর সুখকর হয়, সেইরূপ সোমরস অভিষুত হইলে পর ইন্দ্রের সুখদায়ক স্তোত্র বহুলোকের বন্দনীয়, শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রের নিকট তোমরা সমবেত হইয়া গান কর।"

হিন্দীভাষায়।—"হে স্তোতাওঁ! তুম্ সোমকো অভিষুত হোনেপর বহুতসে যজমানোঁসে আহ্বান কিয়ে হুএ শত্রুওঁকো ঘটনেবালে অথবা ধনকে দেনেবালে ইন্দ্রকে অর্থ স্তোত্রকো ইকট্টে হোকর গান করো জো স্তোত্র শক্তিমান্ ইন্দ্রকো গৌকো ভুষকী সমান সুখদায়ক হোতা হৈ।"

ইংরাজী ভাষায়।—"Sing this beside the flowing juice to him your hero much invoked, to please him as a migty bull."

এখানে 'শাকিনে' পদ 'গবে' পদের বিশেষণ দাঁড়াইয়াছে।

তার পর "গবে ন" পদদ্বয়। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় 'বঃ' পদের পরই ঐ দুই পদ লক্ষ্য করিবেন। ঐ দুই পদের প্রচলিত অর্থ,—'গরু যেমন ঘাস খাইয়া বা ভুসি খাইয়া পরিতৃপ্ত হয়।' কিন্তু গো শব্দ-মূলক 'গবে' প্রভৃতি পদের বিষয় আমরা বহুস্থলে আলোচনা করিয়াছি। ঐ শব্দে প্রধানতঃ 'জ্ঞানকিরণ' অর্থই প্রকাশ করে। তাহাতে "গবে ন" এই উপমায় "জ্ঞানকিরণসমন্বিত জন বা জ্ঞানিজন যেমন" এই ভাব আসে। তদনুসারে "বঃ গবে ন শাকিনে শং" এই মন্ত্রাংশের (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দেখুন) মর্ম্ম হয়, এই যে,—'যে স্তোত্রে অর্থাৎ ভগবানের যেরূপ আরাধনায় অথবা যে কর্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞানী যেমন তৃপ্ত হন, পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবতাও সেইরূপ তৃপ্ত হয়েন'; তাহার বিষয় এখানে প্রখ্যাত হইয়াছে। জ্ঞানীর যাহাতে আনন্দ, দেবতারও তাহাই আনন্দ-হেতুভূত। সৎকর্ম্মেই জ্ঞান লাভ হয়; সৎকর্ম্মের দ্বারাই হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশ পায়। এই তত্ত্বই এখানে পরিস্ফুট।

তার পর আলোচ্য—মন্ত্রের সম্বোধন। ভাষ্যের এবং তদনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণের সকলেরই মত এই যে, স্তোতৃগণকে সম্বোধন করিয়া ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ স্তোতৃগণকে সম্বোধনের কারণ কি? বেদের কোনও মন্ত্রই কোথাও ব্যক্তিবিশেষের সম্বোধনে প্রযুক্ত হয় নাই। আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি,—বেদ-মন্ত্রসমূহ ত্রিবিধ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত আছে। প্রথম প্রার্থনা। কতকগুলি মন্ত্র কেবলই প্রার্থনা-মূলক। দ্বিতীয়—ভগবন্মহিমা-প্রকাশ। কতকগুলি মন্ত্র কেবলই ভগবন্মহিমা-প্রকাশ করে। তৃতীয়—আত্মোদ্বোধন। কতকগুলি মন্ত্রে কেবলই আপনাকে সৎকর্ম্ম সাধনে ভগবদারাধনায় উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ঐ তিনের মধ্যেই নিত্যসত্য-তত্ত্ব বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন, বেদ-মন্ত্রের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। হয় তো কোথাও অর্থ-নিষ্কাশনে আমাদিগের ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিতে পারে; কিন্তু মন্ত্রের লক্ষ্য ঐ তিন ভিন্ন অন্যরূপ নাই। এতদনুসারে এই মন্ত্রটিকে আত্মোদ্বোধন-মূলক মন্ত্র বলিয়া মনে করিতে পারি। এখানে "আপনাকে" অথবা "আপনার অন্তরস্থ বৃত্তিসমূহকে" সম্বোধন করা হইয়াছে। "আপনাকে" অথবা "আপনার অন্তরস্থ বৃত্তিসমূহকে"—এইরূপ "অথবা" পর্য্যায়ে অর্থ-কল্পনা করার তাৎপর্য্য আছে; কেন-না, মন্ত্রে "বঃ" এবং "গায়" পদদ্বয়ের সমাবেশ রহিয়াছে। 'বঃ' পদটী মধ্যম পুরুষের দ্বিতীয়ার বহুবচনের পদ, এবং 'গায়' ক্রিয়াপদ লোটের মধ্যম পুরুষের একবচনের পদ। ভাষ্যকার 'বঃ' পদের অর্থে 'যুষ্মান্' স্থলে 'যূয়ং' পদ (প্রথমার বহুবচনের পদ) আমনন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে "গায়" পদের প্রতিবাক্যে (একবচনের স্থলে) "গায়ত" (বহুবচনের) ক্রিয়াপদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ক্রিয়াপদ অব্যাহত রাখিয়া ঐ ক্ষেত্রে "বঃ" পদের প্রতিবাক্য অধ্যাহার করিতে গেলে "ত্বং" পদ ব্যবহার করার প্রয়োজন হইত। তাহা হইলে সম্বোধনে "হে মনঃ" অথবা "হে জীব" পদ পরিগ্রহণেরও আবশ্যক আসিত। সে পক্ষেও এই তাৎপর্য্যই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অর্থ করা যাইতে পারিত। তাহাতে মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়াইত,—'হে আমার মন! তুমি সদ্ভাবান্বিত হইয়া, সকলের সমস্ত পরমধন-প্রদাতা সেই দেবতাকে স্তোত্রকর্ম্ম বা সৎকর্ম্ম দ্বারা আরাধনা কর।' যাহা হউক, 'বঃ' পদের 'যূয়ং' প্রতিবাক্য গ্রহণান্তর অর্থ করিলেও,

সেই একই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং সেই পথে ভাষ্যানুসরণেই অগ্রসর হইয়াছি। তাহাতে ক্রিয়ার বচন বদলাইতে হইয়াছে।

উপসংহারে 'গায়' পদের মর্ম্মার্থ বিষয়ে একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। 'গৈঃ' ধাতুর অর্থ—'শব্দ'। 'শব্দ করা' হইতেই 'গান করা' অর্থ আসে। আর তদনুসারেই "গায়েয়ুঃ সাম সামগাঃ" প্রভৃতি বাক্যের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মনে করিয়া দেখুন দেখি,—ঐ গান করার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি? সঙ্গীতে চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হয়,—মনঃস্থৈর্য্য সাধিত হইয়া আসে। তাই মন্ত্রোচ্চারণে সঙ্গীতের ব্যবস্থা। মূল লক্ষ্য ভগবানের অর্চ্চনা বা পূজা; সে অর্চ্চনা বা পূজা অন্য আর কিছুই নহে। আমরা তাই "গায়" পদের প্রতি-বাক্যে "পূজয়ত" পদ ব্যবহার করিয়াছি। এরূপ ক্ষেত্রে 'গায়' পদে পূজা-আরাধনার ভাবই প্রকাশ করে। ভগবানের আরাধনা কেবল যে তোতা পাখীর ন্যায় স্তোত্র উচ্চারণে সম্পন্ন হয়, তাহা আমরা মনে করি না। "যৎ" ও "তৎ" পদে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। 'যে মন্ত্র' বা 'যে কর্ম্ম' বলিতে—একটা আকাঙ্ক্ষার ভাব থাকে। সে আকাঙ্ক্ষা, তেমন স্তোত্র বা তেমন কর্ম্ম করিতে যেন সমর্থ হই, যে স্তোত্রে বা যে কর্ম্মে যুগপৎ জ্ঞানিগণ ও দেবগণ উভয়েই প্রীত হন। তাহাতেই আমরা দেবানুগ্রহ প্রাপ্ত হই, তাহাতেই আমাদের মধ্যে দেবভাবের সমাবেশ হয়। ফলতঃ, এই মন্ত্র কর্ম্মের (অথবা, স্তোত্র মন্ত্রের) একটা লক্ষণ দেখিতে পাই; যে সৎকর্ম্ম বা যে স্তোত্র যুগপৎ জ্ঞানীর ও দেবতার সুখকর, তাহাই অনুসরণীয়। ইহাই এখানকার উপদেশ। এইরূপ ভাবেই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ নিষ্কাশিত হয়। * (১৮অ ১খ ৪সূ—১সা)।

---

* এই মন্ত্রের ঋষি-বিষয়ে সাধারণতঃ ভাষ্যে এইরূপ উক্ত আছে "শাযুবৃহস্পত্য ঋষিঃ।" কিন্তু বিবরণকারের উক্তি "ভরদ্বাজঋষিঃ" ফলতঃ, দুই মতে দুই ঋষির [illegible] সাধারণ হয়। তার পর, [illegible] মন্ত্রের পর [illegible] সামান্য একটু পাঠান্তর দেখা যা[illegible] [illegible] কোনও কোনও পুঁথিতে যাত্রা গ্রন্থ [illegible] পদের "[illegible]" এর শীর্ষদেশে "[illegible]" [illegible] কোনও কোনও পাঠে "১র" চিহ্ন আছে। মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের [illegible] সংখ্যক সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ [illegible] অন্তর্ভুক্ত)। মন্ত্রটী ঐন্দ্রপর্ব্বেও (২অ—১খ-১দ—[illegible]সা) [illegible] দৃষ্ট হয়।

মন্ত্রান্তর্গত 'ব.' পদ বিষয়ে লিখিত আছে— দ্বিতীয়া বহুবচনমিদং প্রথমৈকবচনস্য স্থানে দ্রষ্টব্যং" ইতি; "অস্মাকম্ এতাঃ স্তোমাঃ, হে মদীয়াস্তরাত্মন! ইতি চ 'বিবরণকারমতং'", এখানে দেখিতেছি, আমরা যে ভাবে মন্ত্রটীকে আত্মোদ্বোধন-মূলক বলিয়া মনে করিয়াছি, বিবরণকারের মনেও সেই ভাব জাগরূক হইয়াছিল।

'সহনে' পদ বিষয়ে লিখিত আছে—"সহনে যজ্ঞে দানে ইত্যাদৌ হে স্তোতাঃ, রাত্রৌ শ্রেষ্ঠ স্তুত্যাঃ" ইতি বিবরণকারমতং। এইরূপ 'সহনে' পদে শত্রুনাশক স্থলে 'স্তোতব্য.' ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

"গচ্ছা সহ ইত্যাদি"—ইহা নিরুক্তের মন্ত্র। [illegible]।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২　৩　২৩　১২　৩　১র　২র　৩　১　৩
ন ঘা বসুর্নিযমতে দানং বাজস্য গোমতঃ।

২　৩　২৩　১৩　১　২
যৎ সীমুপশ্রবদ্গিরঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'বসু' (পরমধনদাতা, সর্ব্বেষাং নিবাসভূত দেবঃ ইত্যর্থঃ) অস্মাকং 'সীং গিরঃ' (ঐকান্তিকাঃ প্রার্থনাঃ) 'উপশ্রবৎ' (উপশৃণোতি, গৃহ্লাতি তদা সঃ দেবঃ 'গোমতঃ' (জ্ঞানযুক্তস্য) 'বাজস্য' (বলস্য আত্মশক্তেঃ ইত্যর্থঃ) 'দানং' (প্রদানং) 'ঘ' (নিশ্চিতমেব) 'ন নিযমতে' (ন সংযমতে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ প্রার্থনয়া প্রীতঃ সন লোকেভ্যঃ পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ (১৮অ—১খ—৪সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন পরমধনদাতা সকলের নিবাসভূত দেবতা আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা গ্রহণ করেন, তখন সেই দেবতা জ্ঞানযুক্ত আত্মশক্তির দান নিশ্চয়ই সংযত করেন না। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ প্রার্থনা দ্বারা প্রীত হইয়া লোকদিগকে পরমধন পরাজ্ঞান প্রদান করেন।) (১৮অ—১খ—৪সূ—২সা)॥

'শাকিনে' পদের মূল—"শকনং শাকঃ শক্তিঃ"

সায়ণ ভাষ্যে "গবে ন" পদের প্রতিবাক্যে 'যথা গবে যবসং" বাক্যাংশ প্রযুক্ত দেখি। উহার 'যবস' পদের টিপ্পনীতে ব্যাখ্যাকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন,—"যবসং যু-অঘচ ঘাসং তৃণং।" ঐ পদের—অর্থ ঘাস ও তৃণ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

বিবরণকারের মতে, 'শাকিনে' 'গবে' পদদ্বয় পরস্পর বিশেষ্য বিশেষণ। এ বিষয়ে সামশ্রমী মহাশয়ের (এশিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তকের) টিপ্পনী; যথা,—"বিবরণ-মতে 'শাকিনে' 'গবে' ইতি বিশেষ্য-বিশেষণে। তথা চ যথা কশ্চিৎ কৃষীবলঃ শক্তিমতে বৃষভায় সুখকরাঃ তৃণৌকশ্চারয়তি, তদ্বদস্মৎ সুখকরং স্তোত্রমুচ্চারয়েত্যর্থঃ সম্পন্নঃ।"

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বসুঃ' বাসয়িতা স ইন্দ্রঃ 'গোমতঃ' বহুভির্গোভির্যুক্তস্য 'বাজস্য' অন্নস্য বলস্য বা 'দানং' প্রদানং 'ন ঘ' ন খলু নিয়মতে' নিযচ্ছতি উপরতং করোতি 'যদ্' যদি 'নীং' 'গিরঃ' অস্মদীয়াঃ স্তুতীঃ উপশ্রবৎ' উপশৃণুয়াৎ স্তোত্রশ্রবণে সতি সর্ব্বদা দদাতীত্যর্থঃ। ২।

• • •

দ্বিতীয় (১৬৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

আলোচ্য মন্ত্রে ভগবানের করুণা এবং সাধকের সাধনা এই উভয় বিষয় বিবৃত হইয়াছে। মানুষ যখন ভগবানের চরণে প্রণত হয়, ঐকান্তিকতার সহিত আপনার দৈন্য নিবেদন করে, তখন তিনিও সাধকের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। তিনি পরমধনদাতা—সকলের নিবাসভূত তিনি 'বসুঃ'। ভাষ্যকার বসুঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন -'বাসয়িতা' অর্থাৎ বাসপ্রদ, যিনি পরমাশ্রয়। এই অর্থেরও সার্থকতা আছে। ভগবানই মানবের চরম ও পরম আশ্রয়। তাঁহার চরণেই মানুষ পরমশান্তি লাভ করে।

আবার অন্যদিক দিয়া আমাদের গৃহীত অর্থের দিক দিয়াও 'বাসয়িতা' অর্থ সিদ্ধ হয়। 'বসু:' পদে আমরা বিবরণকারের অনুসরণে পরমধনদাতা অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পরমধন বলিতে মোক্ষধনকেই লক্ষ্য করে। যিনি মোক্ষদাতা, তিনিই জগতের পরমাশ্রয়। মানব মোক্ষলাভ করিয়া তাঁহাতেই পরম আশ্রয় পরাশান্তি লাভ করে। তাই ভাষ্যার্থ ও আমাদের পরিগৃহীত অর্থ এক ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বাঙ্গালা অনুবাদ প্রদান করিতেছি। তাহা হইতেই প্রচলিত ভাব অধিগত হইবে। বাঙ্গালা অনুবাদটী এই,—"গৃহদাতা ইন্দ্র যখন আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করেন, তখন তিনি ধেনুগণের সহিত অন্ন প্রদান করিতে বিরত হয়েন না।" (১৮অ ৺খ—৪সূ -২সা)।

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থঃ সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র

কুবিৎসস্য প্র হি ব্রজং গোমন্তং দস্যুহাগমৎ।

১ ২ ৩ ১ ২

শচীভিরপ নো বরৎ॥ ৩॥

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশত্তম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দস্মহা' (রিপুনাশকঃ দেবঃ) 'কুবিৎসস্য' (বহুনাং, সর্ব্বলোকানাং, সর্ব্বলোকান ইতি ভাবঃ) 'গোমন্তং' (জ্ঞানযুতং) 'ব্রজং' (গমনং, ঊর্দ্ধগতিং) 'প্রাগমৎ' (প্রকর্ষেণ প্রাপয়তি); সঃ দেবঃ 'শচীভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'অপবরৎ' (আ বৃণোতু, প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ সর্ব্বলোকানাং মোক্ষদায়কঃ ভবতি; সঃ অস্মান প্রাপ্নোতু —ইতি ভাবঃ। (১৮অ—১খ ৪সূ ৩সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশকদেবতা সর্ব্বলোকদিগকে জ্ঞানযুত ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত করান; সেই দেবতা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যের সহিত আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সর্ব্বলোকের মোক্ষদায়ক হয়েন; তিনি আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।)। (১৮অ—১খ—৪সূ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কুবিৎসস্য' কুবিৎ বহু শস্যতি হিনস্তীতি। কুবিৎসো নাম কশ্চিৎ তস্য স্বভূতং 'গোমন্তং' বহুভির্গোভির্যুক্তং 'ব্রজং' গোষ্ঠং 'দস্মহা' দস্যূনামুপক্ষপয়িতৃণাং হন্তা ইন্দ্রঃ 'প্রাগমৎ' প্রকর্ষেণ গচ্ছতি 'হি' যস্মাৎ 'শচীভিঃ' আত্মীয়ৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রজ্ঞাভির্ব্বা 'নঃ' অস্মাকং তা গাঃ 'অপ বরৎ' নিগূঢ়াস্তা অপাবৃণোৎ। (১৮অ—১খ—৪সূ—৩সা)।

ইতি অষ্টাদশস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ। ১॥

তৃতীয় (১৬৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ মুক্তি-প্রার্থী; সে অন্তরের সহিত মুক্তি কামনা করে। কিন্তু মুক্তিলাভের উপায় সে অবগত নহে। এমনও অবস্থা মানুষের হয়, যখন সে মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে কি বস্তু চায়, তাহা জানিতে পারে না। আপনার অজ্ঞাতে সে আপনার অন্তরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, অথচ অক্ষমতা ও অজ্ঞানতা-বশতঃ সে তাহা জানিতে পারে না। আবার যখন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র হইয়া আত্ম প্রকাশ করে, তখনও সে কেবলমাত্র নিজের অক্ষমতার জন্যই তাহা লাভ করিতে পারে না। মুক্তি বা মোক্ষলাভের শক্তি মানুষের নাই মানুষ প্রার্থনা করে বটে; কিন্তু তাহা পূর্ণ করিবার অধিকারী ভগবান নিজে। মানুষের শক্তি অতি সামান্য, ভগবানের কৃপা লাভ

করিতে না পারিলে মানুষ কোনরূপেই রিপুগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে না। কিন্তু অপারকরুণাময় ভগবান মানুষকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করতঃ তাহাকে মোক্ষ প্রদান করেন মন্ত্রের প্রথমাংশের ইহাই মর্ম্ম।

'ব্রজং' পদে ভাষ্যাদিতে গরুর গোষ্ঠ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'গোমন্তং' পদ থাকায় ভাষ্যমতে এই ভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে কিন্তু 'ব্রজং' পদ গত্যর্থক 'ব্রজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন উহার অর্থ গমন, সাধকের উর্দ্ধগমন। আমরা এই অর্থেই এখানে 'ব্রজং' পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (১৮অ-১খ ৪সূ-৩সা। *

—•—

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

২ র ১ ২ ১ ^ ৩ ২ⁿ ৩ ৫ ১ ২ রর ১ ২ ..
তঘোহোবা। গায়া ২। সুতাযিনা ২ ৩ ৪ চা। পুরুহূতা য়সাথা ১ না ২ য়ি।

১ ২ ২^ ৩ ৫ ১ ^ ৩ ৫র র ২
শংযৎ। ঔ ৩ হোয়ি। গা ২ ৩ ৪ বায়ি। না ২ শা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩।

১ ১ ১ ১ ১ ২ র ১ ২ ১ ৩২^৩ ৫ ১র
কিনে ২ ৩ ৪ ৫। মঘোহোবা বাহ ২ ঃ। নিয়ামা ২ ৩ ৪ ভায়ি। দানং

২র ১ ২ .. ১ র ২ ২^ ৩ ৫
বাজ। ভগোমা ১ ভা ২ ঃ। বৎসীম্। হা। ঔ ৩ হোয়ি। উ ২ ৩ ৪ পা।

১ ^ ৩ ৫র র ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ র ১ ২ ১
শ্রা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩ গিরা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। কুবোহোবা। সাস্থা ২।

৩ ২ ৩ ৫ ১র ২ ১ ২ — ১ র ২
প্রহিত্রা ২ ৩ ৪ জাম্। গোমন্তম্। স্যাহাগা ১ মা ২ ৎ। শচী। হা। ঔ ৩

২^ ৩ ৫ ১ ৩ ৫র র ২
হোয়ি। ভা ২ ৩ ৩ য়িরা। পা ২ না ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩।

১ ১ ১ ১ ১
বরা ২ ৩ ৪ ৫ ৎ। ১।২।৩। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশত্তম সূক্তের চতুর্ব্বিংশী ঋক (চতুর্থ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা,—"মার্গীয়বাস্তম্।"

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩২উ ৩ ১২ ৩১র ২র ৩২
ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্।

১২ ৩ ২
সমূঢ়মস্য পাংসুলে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিষ্ণুঃ' (পরমেশ্বরঃ) 'ইদং' (সর্ব্বং জগৎ) 'বি চক্রমে' (বিশিষ্টভাবেন ব্যাপ্তঃ), 'ত্রেধা' (অতীতানাগতবর্ত্তমানত্রিকালং) 'পদং' (স্থানং, আধিপত্যং, ঐশ্বর্য্যং, স্বকিরণং) 'নি দধে' (নিরন্তরং ধৃতঃ, চিরায় অক্ষুণ্ণঃ ইত্যর্থঃ), 'অস্য' (বিষ্ণোঃ) 'পাংসুলে' (রশ্মিকণাযুক্তে প্রভুত্বে, জ্ঞানস্বরূপে পদে) 'সমূঢ়ং' (সম্যাগন্তর্ভূতং, সংস্থিতং জগদিতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং বিষ্ণুস্বরূপং বর্ণয়তি। বিশ্বব্যাপকস্য বিষ্ণোঃ প্রভুত্বে নিখিলং জগৎ সদৈব অবস্থিতং। বিষ্ণুরেব বিভূতিস্বরূপেণ অণুপরমাণুক্রমেণ সর্ব্বমধিকৃত্য তিষ্ঠতীতি ভাবঃ॥ (১৮অ - ২খ —১সূ - ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমেশ্বর বিষ্ণু এই সমগ্র জগৎকে বিশেষভাবে ব্যাপিয়া আছেন; অতীত অনাগত বর্ত্তমান—তিন কালেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মহিমা নিরন্তর ধৃত (অক্ষুণ্ণ) রহিয়াছে; সেই বিষ্ণুর জ্যোতির্ম্ময় পদে (প্রভুত্বে) এই নিখিলজগৎ সম্যক্‌ভাবে অবস্থিত আছে। (মন্ত্রটী বিষ্ণুর স্বরূপ বর্ণনা করিতেছে। ভাব এই যে,—বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর প্রভুত্বে এই নিখিল জগৎ সর্ব্বদা অবস্থিত। বিষ্ণুই বিভূতিরূপে অণুপরমাণুক্রমে সকলকে অধিকার করিয়া অবস্থিত আছে॥ (১৮অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিষ্ণুঃ' ত্রিবিক্রমাবতারধারী 'ইদং' প্রতীয়মানং সর্ব্বং জগদুদ্দিশ্য 'ত্রেধা' ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ 'পদং নি দধে' স্বকীয়ং পাদং প্রক্ষিপ্তবান্। 'অস্য' বিষ্ণোঃ 'পাংসুলে' ধূলি-যুক্তে পাদস্থানে 'সমূঢ়ং' ইদং সর্ব্বং জগৎ সম্যগন্তর্ভূতং। সেয়মৃগাগ্নেয়কৈনেবং ব্যাখ্যাতা -'বিষ্ণুং বিশতের্ব্বা ব্যশ্নোতের্ব্বা। যদিদং তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুস্ত্রিধা নিধত্তে পদং ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে

দিবীতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভঃ। সমূঢ়মস্য পাংসুলে-প্যায়নেঽন্তরিক্ষে পদং ন দৃশ্যতে অপি বোপমার্থে স্যাৎ সমূঢ়মস্য পাংসুল ইব পদং ন দৃশ্যত ইতি। পাংসবঃ পাদৈঃ সূয়ন্ত ইতি বা পন্নাঃ শেরত ইতি বা পংসনীয়া ভবন্তীতি বা (নিরু° দৈ° ৬।১৯)—ইতি॥ (১৮অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৬৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর বিবিধ অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। 'ত্রেধা বিচক্রমে', 'পদং নিদধে' এবং 'পাংসুলে সমূঢ়ং'- এই বাক্য-ত্রয়, বিভিন্নরূপ অর্থ গ্রহণের হেতুভূত। 'ত্রেধা' শব্দে 'তিন বার' এবং 'বিচক্রমে' শব্দে 'ভ্রমণ করিয়াছিলেন',—সাধারণতঃ এইরূপ অর্থ পরিগ্রহ করা হয়। 'পদং' শব্দে 'পা' এবং 'নিদধে' পদে 'ধারণ বা রক্ষা করিয়াছিলেন',—এবম্বিধ অর্থ নিষ্কর্ষ করা হইয়া থাকে। তার পর, 'পাংসুলে' শব্দে 'ধূলিকণায়' এবং 'সমূঢ়ং' পদে সমাবৃত হইয়াছে'- এইরূপ অর্থ স্থির হইয়া যায়। তাহাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'বিষ্ণু যখন মধ্য-এশিয়া হইতে দলবল সহ এ দেশে আসিতেছিলেন, তখন পথে তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরণধূলিতে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।' * কেহ বা বিষ্ণুর পদধূলিতে জগৎ আচ্ছন্ন—এইরূপ উক্তি হইতে জগতে বিষ্ণুর আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। † কেহ বা, বিষ্ণুকে সূর্য্য জ্ঞান করিয়া, সূর্য্য-রশ্মির বিষয় ধূলি-বিস্তৃতির উপমায় ব্যক্ত হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া লন। ‡

প্রচলিত সকল মতের ও সর্ব্বপ্রকার ব্যাখ্যার আলোচনা করিয়া, আমরা কিন্তু বুঝিলাম,—মন্ত্রের মর্ম্মার্থ প্রচলিত অর্থ সকল হইতে কিছু স্বতন্ত্র। মন্ত্রের অন্তর্গত বহুভাবদ্যোতক শব্দ-কয়টির বিষয় অনুধাবন করিলে, মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইতে পারিবে। 'বিষ্ণুঃ' শব্দে এবং 'বিচক্রমে' পদে কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই (পূর্ব্ব-মন্ত্রের আলোচনায়) ব্যক্ত করিয়াছি। এখানে একটী নূতন শব্দ—'ত্রেধা'। ঐ শব্দে, আমরা মনে করি, অতীত অনাগত বর্ত্তমান তিন কালকে বুঝাইতেছে। অর্থাৎ, তিন কালে তাঁহার বিদ্যমানতা সমভাবে

---

* বঙ্গদেশ-প্রচলিত একটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা, "পূর্ব্বোক্ত ভূ-প্রদেশ এবং বর্ত্তমান বাসস্থানের মধ্যবর্ত্তিস্থানে বিষ্ণুদেব ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং নিজের বিশুদ্ধপদ এই অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশে তিন বার স্থাপন করিয়াছিলেন অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়া অবশেষে বর্ত্তমান নিবাসস্থানে আগমন করিয়াছিলেন।" এটী রমানাথ সরস্বতীর অনুবাদ। কিন্তু রমেশ বাবুর অনুবাদ আবার আর এক প্রকার। যথা,- "বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়াছিল।"

† বেনফে (Benfey) এই মত (বিষ্ণুর পদধূলির বিস্তারে আধিপত্য) প্রকাশ করেন।

‡ মুইর (Muir) এই মত (ধুলিকণার উপমায় সূর্য্যরশ্মি) ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রকাশ পাইতেছে। ঐ শব্দে আরও এক ভাব মনে আসিতে পারে; সত্ত্ব রজঃ তমঃ—ভাবত্রয়ও ঐ শব্দে সূচিত হয়। এতৎপক্ষে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় তাঁহার স্থিতিশীলতার ভাব মনে আসে। বিষ্ণু যে পালনকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হন, এই ভাব হইতেই তাহা দ্যোতনা করে। মন্ত্রের আর একটী শব্দ—'পদং'। আমরা মনে করি, ঐ শব্দে আধিপত্য, ঐশ্বর্য্য, জ্যোতিঃ প্রভৃতি বুঝায়। মন্ত্রের আর একটী শব্দ—'নিদধে।' কোনও কোনও ব্যাখ্যাকারের মতে ঐ শব্দে অবস্থিতি ক্ষেপণ প্রভৃতি অর্থ সূচনা করে। এক জন ব্যাখ্যাকার ('নি' নিতরাং 'দধে' ধৃতবান) "নিয়ত ধারণ করিয়াছিলেন'—অর্থ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু মনে করি, ঐ পদে চিরধৃত অর্থাৎ 'চির অক্ষুণ্ণ' ভাব ব্যক্ত করিতেছে। মন্ত্রের 'পাংশুলে' শব্দে ধূলি নহে; 'অণু' বা 'সূক্ষ্ম' ভাব প্রকাশ করে; অর্থাৎ অণুপরমাণুময় জ্ঞানস্বরূপে (জ্ঞানরশ্মিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া) তিনি চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন। পরিশেষে—'সমূঢ়ং' শব্দ। ঐ শব্দে, 'এই জগৎ সম্যক্‌রূপে তাঁহায় অবস্থিত রহিয়াছে'—এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে।

এইরূপে, সামের ভাবার্থ এই দাঁড়ায় যে, 'সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু এই চরাচরাত্মক অখণ্ড বিশ্ব স্বকীয় বিভূতির দ্বারা ব্যাপিয়া আছেন। চিরকাল সকলের মধ্যে সম্যক্‌রূপে তাঁহার জ্ঞানময় পরমাণু ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত আছে।' এ হিসাবে, এ সামটিতে প্রার্থনার ভাবও আছে মনে করিতে পারি। সেই সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু আমার হৃদ্দেশে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না কেন? এইরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলে, মানুষ ঈশ্বরের নিকট স্বতঃই প্রার্থনা করিতে পারে, 'হে পরমেশ্বর! কৃপাপুরঃসর আমাতে আপনার সত্ত্বা বিস্তার করুন। আমি যেন জ্ঞান চক্ষুর প্রভাবে সমগ্র জগতে এবং আমাতে আপনার সত্ত্বা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই।' এই সাম হইতে এই নিগূঢ় ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১৮অ—২খ ১সূ ১সা)॥ *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১　২　৩　১র　২র　৩　১　২　৩　১র　২র
ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
২　৩　১　২　৩　১　২
অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত) শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতায় এবং কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ-সংহিতায়ও এই মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদাভ্যঃ' (কেনাপি হিংসিতুমশক্যঃ, সর্ব্বেষাং অজেয়ঃ) 'গোপাঃ' (সর্ব্বস্য জগতঃ রক্ষকঃ, বিশ্বপাতা) 'বিষ্ণুঃ' (সর্ব্বব্যাপী ভগবান) 'অতঃ' (এষু লোকেষু) 'ধর্ম্মাণি' (পুণ্যকর্ম্মাণি, সদনুষ্ঠানানি) 'ধারয়ন' (পোষয়ন) 'ত্রীণি' (ত্রিকালত্রিগুণাদিস্বরূপাণি) 'পদা' (পদানি, স্থানানি, আত্মীয়ানি আধিপত্যানি) 'বিচক্রমে' (বিশিষ্টরূপেণ ব্যাপ্তঃ, অবস্থিতঃ ইতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ বিশ্বপালকো বিষ্ণুঃ চিরায় অপ্রতিহতপ্রভাবেন ধর্ম্মকর্ম্ম পোষয়তি। (১৮অ-২খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকলের অজেয়, সকল জগতের রক্ষক, সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণু এই লোকসমূহে ধর্ম্মসমূহকে (সৎকর্ম্মসকলকে) পোষণ করিয়া ত্রিকাল-ত্রিগুণাদিস্বরূপ স্থান-সমূহে (আপনার আধিপত্যকে) বিশিষ্টরূপে ব্যাপিয়া আছেন। (ভাব এই যে,—বিশ্বপালক বিষ্ণু চিরকাল অপ্রতিহত-প্রভাবে ধর্ম্মকর্ম্ম পোষণ করিতেছেন।)। (১৮অ—২খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অদাভ্যঃ'। দভেঃ ঋহলোর্ণ্যৎ, (৩।১।১২৪) ইতি ণ্যৎ, নঞ্-সমাসঃ অব্যয়-পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং (৮।২।২)। কেনাপি হিংসিতুমশক্যঃ 'গোপাঃ' সর্ব্বস্য জগতঃ রক্ষকঃ 'বিষ্ণুঃ' পৃথিব্যাদি- স্থানেষু অত এতেষু 'ত্রীণি' 'পদা' পদানি 'বি চক্রমে'। কিঙ্কুর্ব্বন? 'ধর্ম্মাণি' অগ্নিহোত্রাদীনি 'ধারয়ন'। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং (৩।১৪) শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ (৬।১।১৮৬) এবস শিষ্যতে। পোষয়ন্। (১৮অ—২খ—১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৬৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রের অর্থও ব্যাখ্যাকারগণের রুচিভেদে নানারূপে কল্পিত হইয়া আসিতেছে। * আমরা কিন্তু মনে করি, এ মন্ত্র মনুষ্য-মাত্রকে ধর্ম্মপরায়ণ হইবার নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

---

* দুই প্রকার বঙ্গানুবাদ যাহা প্রচলিত আছে, উদ্ধৃত করিতেছি;—(১) "সমস্ত জগতের রক্ষক এবং অজেয় (সকলের অপেক্ষা বলবান) বিষ্ণুদেব এই মধ্যবর্ত্তি প্রদেশে ধর্ম্ম এবং সদাচার পালনপূর্ব্বক তিন বার পাদপ্রক্ষেপ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।" (২) "বিষ্ণু রক্ষক, তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না। তিনি ধর্ম্ম-সমুদয় ধারণ করিয়া তিন পদ পরিক্রম করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি।

ভগবান্ বিষ্ণু বিশ্বের পালক। তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত * তিনি বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ধার্ম্মিক-মাত্রেই তাঁহার আশ্রয়ে সুখশান্তি প্রাপ্ত হয়। তিনি সর্ব্বকাল

---

* এই মন্ত্রটীর এবং ইহার পূর্ববর্ত্তী মন্ত্রের দুইটী বাক্য-প্রয়োগ উপলক্ষে গবেষণার অন্ত নাই। সে বাক্যদ্বয়—"ত্রেধা পদং", "ত্রীণি পদা"। মন্ত্রদ্বয়ের অন্য যে সকল শব্দ লইয়া বিরোধ-বিতণ্ডা, সে সকল ঐ দুইয়েরই শাখা প্রশাখা মাত্র. সে সকল ঐ দুইয়ের সহিতই পারম্পরিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যাহা হউক, সে আলোচনা-গবেষণার কিঞ্চিৎ আভাষ মন্ত্র দুইটীর বিশদার্থ প্রকাশ উপলক্ষেই প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে সমষ্টিভাবে মন্ত্র দুইটীর আলোচনায়, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে কত প্রকার ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি।

এ বিষয়ে যাস্কের যে নিরুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের সায়ণ-ভাষ্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, ("যদিদং" হইতে "ঔর্ণবাভঃ" প্রভৃতি অংশ লক্ষ্য করুন); তাহাতে শাকপূণি ঔর্ণবাভ প্রভৃতি পূর্ব্বতম ব্যাখ্যাকারগণের মতের আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা এমন কিছু বলেন নাই, যাহাতে আমাদের ব্যাখ্যায় কোনরূপ বিঘ্ন আনয়ন করে। পরন্তু, তাঁহাদের ব্যাখ্যার মর্ম্মানুধাবন করিলে, আমাদের অভিমতেরই দৃঢ়ত্ব সাধিত হয়। ঐ নিরুক্তের উপর দুর্গাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভাবের অন্তরায়-জ্ঞাপক নহে। কিন্তু তাহার উপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেই নানাপ্রকার মতান্তর আনয়ন করিয়াছে। আমরা এখানে দুর্গাচার্য্য-কৃত পূর্ব্বোক্ত নিরুক্তের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে, কোথায় গোল দাঁড়াইয়াছে বোধগম্য হইবে।

পূর্ব্বোক্ত নিরুক্ত-সম্বন্ধে (রমেশচন্দ্র কৃত) দুর্গাচার্য্যের মন্তব্য; যথা, "বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি যত আহ ত্রেধা নিদধে পদং। নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক তৎ তাবৎ পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎ কিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা। যদুক্তং তমু অকৃণ্বন ত্রেধা ভুবে কমিতি। সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মাধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্য মন্যতে"

দুর্গাচার্য্যের উক্ত মন্তব্যের মুখ্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহার শেষাংশের অর্থে উদয়গিরি মধ্যাকাশ অস্তগিরি রূপ স্থান মাত্র আমনন করিয়া লইয়াছেন; এবং তাহাতে বিষ্ণু-শব্দে সূর্য্য (পরিদৃশ্যমান সূর্য্য) ও তাঁহার পাদক্রম বলিতে উদয় অস্ত স্থিতি-রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই এই প্রকার অর্থের প্রবর্ত্তক। 'পাংশুলে সমূঢ়' পদের ব্যাখ্যায়, মুইর 'সূর্য্য-রশ্মি' অর্থ করেন। বিষ্ণুর পদ-পরিক্রম অর্থে ম্যাক্সমূলার (Max Muller) লিখিয়াছেন যে,—"The stepping of Vishnu is emblemetic of the rising, the culminating, and setting of the sun." এই হইতে পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী প্রায় অনেকেই ঐ অংশে সূর্য্যের গতি অর্থ-গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যার 'সূর্য্যাত্মনা' 'বৈদ্যুতাত্মনা' প্রভৃতির

সর্ব্বত্র অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। মন্ত্রে এইরূপ ভাব ব্যক্ত আছে। এতদ্দ্বারা মনুষ্যকে যেন বলা হইতেছে 'তোমরা ধর্ম্মপর হও, শ্রেয়োলাভ করিবে।'

ভাব কেহই গ্রহণ করেন নাই। তাহা বুঝিলে, ঐরূপ স্থূল অর্থ পরিগৃহীত হইত না; তাহাতে, সূক্ষ্ম ভাবে তিনি যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তাহাই প্রতীত হইত।

তার পর, বিষ্ণু যে একজন মনুষ্য, তিনি যে মধ্য এসিয়া হইতে আসেন, এ মতও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হয়। ম্যাক্সমূলারের 'বৈদিক-মন্ত্র' সংক্রান্ত গ্রন্থে বিষ্ণুকে মনুষ্য প্রতিপন্ন করার পক্ষে যে প্রযত্ন দেখা যায়, তাহাই উক্ত মতের ভিত্তি-স্থানীয় বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন,—'তৈত্তিরীয় সংহিতার একটী মন্ত্রে (৪।১।১।৩) ইন্দ্রের সখা ও সহচররূপে বিষ্ণু বর্ণিত হইয়াছেন। তার পর ঋগ্বেদের (চতুর্থ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ১১ ঋকে) একটী মন্ত্রে ইন্দ্রদেব বিষ্ণুকে 'সখা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন লিখিত আছে। অধিক কি, ইন্দ্রের দ্বারা বিষ্ণু পরিচালিত হন এমন মন্ত্রও (অষ্টম মণ্ডল ১২ সূক্ত, ২৭ ঋক্) দেখা যায়।' এইরূপ আরও নানারূপ প্রমাণ-প্রয়োগে বিষ্ণু একবার সূর্য্য ও একবার মনুষ্য-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। (The Sacred Books of the East, Vol. XXXII, Vedic Hymns translated by F. Max Muller, p. 133) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এইরূপ গবেষণার ফলে শেষে এ দেশের পণ্ডিতগণও বিষ্ণুকে নরদেব কল্পনা করিয়া লন। তার পর, তিনি যে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তৎপ্রসঙ্গে পল্লবিত হইয়া পড়ে। রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমানাথ সরস্বতী—এ মতের প্রথম ও প্রধান পোষক ছিলেন। 'এরিয়ান উইটনেসে' (Aryan Witness) রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন,—The 'three strides' of Vishnu are noticed in the Rig-Veda, in language which clearly points the place whence the Arians commenced their migratory march to India, perhaps under the guidance of Vishnu himself." ঋগ্বেদ সংহিতার এই মন্ত্রের টিপ্পনীতে রমানাথ সরস্বতী লেখেন,—'ষোড়শ হইতে একবিংশতি পর্য্যন্ত ছয় ঋকে আর্য্যদিগের আদিম নিবাস, তথা হইতে বিষ্ণুর অধীনে প্রস্থান, তিন স্থানে আসন (বিশ্রাম) এবং স্বধর্ম্ম-রক্ষা-পূর্ব্বক ভারতবর্ষে প্রবেশ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা এবং আর্য্যদিগের একজন নায়ক রক্ষক।' তাঁহার মতে 'সপ্তধাম' বলিতে—"সপ্ত বিভাগ; যথা, ১ ভারতীয় আর্য্যগণ; ২ পারস্যবাসীরা; ৩ ইংরাজ এবং জার্ম্মাণদিগের পূর্ব্বপুরুষ টিউটন (Teutons) জাতি; ৪ রুসিয়া প্রদেশ (Russia) বাসী স্লাভোনিয়ান (Slavonian) জাতি; ৫ ফ্রান্স প্রভৃতি দেশবাসী কেল্ট (Kelt) জাতি; ৬ গ্রীস-দেশবাসী পিলাস্‌জি (Pelasgii) এবং ৭ ইটালী (Italy) প্রদেশবাসী রোমান (Roman) জাতি। বাল্হীক প্রদেশ (Balkh) এবং গান্ধার দেশ (Candahar) এককালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের

প্রার্থনা-পক্ষে এ মন্ত্রটীকে আত্মসম্বোধনমূলক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহাতে ভাবার্থ অধ্যাহৃত হয়,—'মন! তুমি ভগবানে বিশ্বাস-পর হও। সেই যে বিশ্বপালক ভগবান বিষ্ণু, তিনি চিরকাল অপ্রতিহত প্রভাবে ধর্ম্মকে ও ধার্ম্মিকদিগকে পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তুমি ধর্ম্মপরায়ণ হও। সেই ধর্ম্মপালক বিষ্ণু অবশ্যই তোমায় রক্ষা (তোমায় পরিত্রাণ) করিবেন।' (১৮অ—২খ—১সূ—২সা)। *

— • —

তৃতীয়া সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমঃ সূক্তঃ। তৃতীয়ং সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপিনঃ ভগবতঃ) 'যতঃ' (যেভ্যঃ পালনাদিকর্ম্মভ্যঃ) 'ব্রতানি' (পুণ্যানুষ্ঠানানি—তেষু ইতি ভাবঃ) 'পস্পশে' (লোকঃ স্পৃষ্টবান, প্রবৃত্তঃ ভবতি

বাসস্থান ছিল।" এ মতে, পৌরাণিক সপ্তর্ষি এই সপ্তগ্রামের নেতৃস্থানীয় ছিলেন বলিয়া কল্পনা করা হয় তাঁহারাই সাত সম্প্রদায়কে সাত দিকে পরিচালিত করেন। যাহা হউক, যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, অর্থ সেই দিক হইতেই কল্পনা করিতে পারিবেন। কিন্তু সর্ব্বত্র অর্থের সামঞ্জস্য-সাধন করিতে হইলে এবং বেদবাক্যের প্রতি একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিলে আমরা যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিলাম, তাহারই যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইবে।

অপিচ, আর্য্যগণ যে ভারতের বহির্দেশ হইতে ভারতে আসেন নাই, পরন্তু আর্য্য-সভ্যতা যে ভারতবর্ষ হইতেই অন্যত্র বিস্তৃত হইয়াছিল, মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাসে" তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ সপ্রমাণ করা হইয়াছে। 'পৃথিবীর ইতিহাসে" ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'আর্য্যগণের আদি-নিবাস' বিষয়ক প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া দেখুন। এ ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে। তার পর, সপ্তর্ষিমণ্ডলী জ্যোতিষ-বিষয়ক। উহাতে সপ্ত পরিবারের পরিচালক-রূপ মনুষ্য কল্পনা করিবার বিষয় কিছুই নাই। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, মন্ত্রদ্বয়ের নিত্যসত্য অধ্যাত্মতত্ত্বই বিবৃত আছে; দৃষ্টির বিভিন্নতায় অন্য ভাব অধ্যাস হয় মাত্র।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্। (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

ইত্যর্থঃ) তানি 'কর্ম্মাণি' (পালনাদীনি, লোকপরিত্রাণকারকাণি) 'পশ্যত' (অবলোকয়ত, অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তঃ ভবত ইত্যর্থঃ), স বিষ্ণুঃ 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য) 'যুজ্যঃ' (অভিন্নঃ) 'সখা' (সমাখ্যঃ, একাত্মকঃ ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ,—ভগবতঃ বিষ্ণোরনুগ্রহেণ হে নরাঃ! সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ভবত; দেবাঃ অভিন্নাঃ ইতি স্মরত। (১৮অ—২খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! বিশ্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণুর যে পালনাদি কর্ম্ম হইতে পুণ্যানুষ্ঠানসমূহে মানুষ প্রবৃত্ত হয়, সেই লোক-পরিত্রাণ-কারী কর্ম্মসকল তোমরা প্রত্যক্ষ কর—অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। সেই বিষ্ণু ইন্দ্রদেবের অভিন্ন সখা অর্থাৎ একাত্মক। (ভাব এই যে,—ভগবান্ বিষ্ণুর অনুগৃহীত হে মনুষ্যগণ! তোমরা সৎকর্ম্মপরায়ণ হও; দেবগণ যে অভিন্ন, তাহা স্মরণ রাখিও।)॥ (১৮অ—২খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগাদয়ঃ! 'বিষ্ণোঃ' 'কর্ম্মাণি' বীর্য্যাণি 'পশ্যত'। 'যতঃ' যৈঃ কর্ম্মভিঃ 'ব্রতানি' অগ্নিহোত্রাদীনি 'পস্পশে' স্পৃশতি যজমানঃ স্পষ্টবান্। স্পশ বাধন-স্পর্শনয়োঃ (ভ্বা॰ উ॰) লিটি দ্বির্ভাবে, 'শর্পূর্ব্বাঃ খয়ঃ' (৭।৪।৬১)—ইতি পকারঃ শিষ্যতে সকারো লুপ্যতে, যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ (৮।১।৬৬)। বিষ্ণোরনুগ্রহাদনুতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তাদৃশঃ বিষ্ণুঃ 'ইন্দ্রস্য' 'যুজ্যঃ' যোগ্যঃ। যুজের্ব্বাহুলকাৎ ক্যপ্ (৩।১।১২১), কিত্ত্বাদ্ গুণাভাবঃ (১।১।৫), তাপঃ পিত্ত্বাৎ অনুদাত্তত্বং (৩।১।৪), ধাতু-স্বরঃ (৬।১।১৬২)। অনুকূলঃ সখা ভবতি বিষ্ণোরিন্দ্রানুকূলত্বং চ স্তুয়তে পুরা ইন্দ্রানুগাকে অথবৈতদ্ বিষ্ণুরিত্যাদি বহুনা প্রপঞ্চেন তৈত্তিরীয়া আমনন্তি। (১৮অ—২খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৬৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, যেন হোতা বা পুরোহিত, ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—"বিষ্ণুর যে কর্ম্মবলে যজমান ব্রত-সমুদয় অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্ম্ম সকল অবলোকন কর, বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা।" আর এক ব্যাখ্যা,—"হে ঋত্বিক্ প্রভৃতি লোকগণ, আপনারা বিষ্ণুদেবের পালনাদি কর্ম্মসকল দর্শন করুন এবং কীর্ত্তন করুন, যে সকল কর্ম্মের প্রভাবে উপাসকেরা পুণ্যজনক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বিষ্ণু ইন্দ্রের প্রিয় সখা।" এরূপ অর্থে, মানুষভাবে বিষ্ণু পরিগৃহীত হইলেও, পূর্ব্বাপর সঙ্গতি-রক্ষা হয় না; মধ্য এসিয়া হইতে আর্য্যগণের ভারতাগমন-কল্পনাও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

পরন্তু ঐ সকল ব্যাখ্যার মধ্য হইতেই মন্ত্রের আভ্যন্তরীণ ভাবের একটা আভাষ যেন স্বতঃপ্রকাশ পায়। 'পালনাদি কর্ম্ম', যাহা 'পুণ্যজনক ব্রতের অনুষ্ঠান' করায়, তাহার বিষয় একটু চিন্তা করিলেই বোধ হয় মন্ত্রের নিগূঢ় অর্থের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে পারে।

এখন, আমরা যে দৃষ্টিতে, যে লক্ষ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে প্রযত্নপর হইয়া, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত আছি; তাহা কতদূর সঙ্গত, বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমরা বলি, মন্ত্রটি ঋত্বিকদিগকে আহ্বান করিয়া কোনও সময় উক্ত বা রচিত হয় নাই; পরন্তু, মন্ত্রটী নিত্য আত্মোদ্বোধনমূলক; যাজ্ঞিক সাধক আপন মনোবৃত্তি-নিচয়কে সম্বোধন করিয়া পুণ্যানুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"রে আমার মনোবৃত্তিনিচয়! তোমরা একবার সেই লোকপাবন বিষ্ণুর পালন পোষণ-মূলক কার্য্যাদি লক্ষ্য কর,—অনুধ্যান কর; কেন-না, তাঁহার সেই কর্ম্মের সহিতই পুণ্যানুষ্ঠানাদি সংশ্লিষ্ট আছে। তাঁহার কার্য্য দেখিতে দেখিতে, তাঁহার মহিমা স্মরণ করিতে করিতে, তোমাদেরও রতি-মতি প্রবৃত্তি তাঁহারই কার্য্যে পরিচালিত হইবে। সেই কার্য্যে, সেই পুণ্যব্রতে, তাঁহার সংস্পর্শ আছে. তদ্দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই সব। তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হও তাঁহার অনুগ্রহেই সৎকর্ম্মপরায়ণ হইতে পারিবে। সৎকর্ম্মপর হইলেই তাঁহাকে জানিতে সামর্থ্য আসিবে। স্মরণ কর, তাঁহার অনুকম্পার বিষয়; প্রত্যক্ষ কর—তাঁহার করুণার প্রস্রবণ; ব্রতী হও তদীয় প্রীতিসাধক কর্ম্মানুষ্ঠানে; দেখিবে,—ইন্দ্র-রূপেই হউক, আর বিষ্ণুরূপেই হউক, যেরূপেই হউক, তিনি আসিয়া তোমাদের অভীষ্টপূরণ-শ্রেয়ঃসাধন করিবেন।" বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্ব অপৌরুষেয়ত্ব ও প্রামাণ্য প্রভৃতিতে যাঁহারা বিশ্বাসবান নহেন, তাঁহাদের অর্থ স্বতন্ত্র হইতে পারে। কিন্তু স্বধর্ম্মপরায়ণ একনিষ্ঠ হিন্দুর পক্ষে, এ অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ হইতে পারে না। (১৮অ—২খ—১প্র–৩সা)।০

—— • ——

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

১র　২র　৩ ২　৩ ১র　২র　৩　১ ২
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদꣳ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
৩ ২ ৩　২ ৩ ১ ২
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ৪ ॥

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের একোনবিংশী ঋক্। (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবি' (আকাশে, নিরাবরণে, সূর্য্যালোকপ্রাপ্তে ইত্যর্থঃ) 'চক্ষুঃ' (নেত্রং, দৃষ্টিশক্তিঃ) 'ইব' (যথা) 'আততং' (সর্ব্বতঃ প্রসৃতং, অবাধেন সর্ব্বং পশ্যতি ইত্যর্থঃ) তথা 'সূরয়ঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'তৎ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্য) বিষ্ণোঃ' (সর্ব্বব্যাপকস্য ভগবতঃ) 'পরমং' (শ্রেষ্ঠং) 'পদং' (প্রভাবং, স্বরূপং) 'সদা' (সর্ব্বস্মিন কালে) 'পশ্যন্তি' (অবলোকয়ন্তি, সংপ্রেক্ষন্তে। সূর্য্যালোকসাহায্যেন বাধাবিরহিতাকাশে চক্ষুর্যথা প্রকৃতিপুঞ্জং পরিলক্ষয়তি, জ্ঞানিনঃ তথৈব জ্ঞানপ্রভাবেন সর্ব্বস্মিন্ কালে ভগবত্তত্ত্বং জানন্তি। (১৮অ-২খ-১সূ-৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আকাশে নিরাবরণে সূর্য্যালোক-প্রাপ্তে চক্ষু যেমন অবাধে সমস্ত দৃষ্টি করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপক ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ (শ্রেষ্ঠ স্বরূপ) সদাকাল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—সূর্য্যালোক সাহায্যে বাধাবিরহিত আকাশে চক্ষু যেমন প্রকৃতিপুঞ্জকে পর্য্যবেক্ষণ করে, জ্ঞানিগণ সেইরূপ জ্ঞানপ্রভাবে সকল কালেই ভগবত্তত্ত্ব জানিয়া থাকেন।)॥ (১৮অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সূরয়ঃ' বিদ্বাংসঃ ঋত্বিগাদয়ঃ 'বিষ্ণোঃ' সম্বন্ধি 'পরমং' উৎকৃষ্টং তচ্ছাস্ত্র-প্রসিদ্ধং 'পদং' স্থানং শাস্ত্র-দৃষ্ট্যা 'সদা'। সর্ব্বৈকান্য (৫।৩।১৫) ইতি দা-প্রত্যয়ঃ, সর্ব্বস্য সোঽন্যতরস্যাম্ দি (৫।৩।৬)—ইতি সর্ব্ব-শব্দস্য স-ভাবঃ ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। সর্ব্বদেত্যর্থঃ 'পশ্যন্তি'। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'দিবীব'। উড়িদম্প (৬।১।১৭১)—ইত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং, ইবেন নিত্যসমাসো বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বঞ্চ (২।৪।৭১বা০) ইতি, তদেব শিষ্যতে। আকাশে যথা 'আততং' তনোতেঃ কর্ম্মণি ক্তঃ, যস্য বিভাষা (৭।২।১৫) ইতি ইট্-প্রতিষেধঃ, অনুদাত্তোপদেশ (৬।৪।৩৭) ইত্যাদিনা ন-লোপঃ, কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে (৬।২।১৩৯) প্রাপ্তে গতিরনন্তরঃ (৬।২।৪৯) ইতি গতেরুদাত্তত্বং। সর্ব্বতঃ প্রসৃতং চক্ষুর্ব্বিরোধাভাবেন বিশদং পশ্যতি তদ্বৎ। (১৮অ-২খ-১সূ-৪সা)।

* * *

চতুর্থ (১৬৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্! আমার সেই দিব্যদৃষ্টি দেও, আমি যেন তোমায় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। জ্ঞানিগণ জ্ঞানদৃষ্টি-প্রভাবে তোমার পরমপদ প্রত্যক্ষ করেন। আকাশে দৃষ্টি-প্রতিরোধক বাধার অভাব-বশতঃ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যেমন

চারিদিক দেখিতে পায় ; জ্ঞানিগণ সেইরূপ, সদাকাল সর্ব্বত্র তোমার যে মহিমা ব্যাপ্ত আছে, তাহা অবিরোধে দেখিতে পান। মূঢ় অজ্ঞ আমি, আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দেও,—আমার সম্মুখের বাধা অপসারিত হউক,—আকাশের ন্যায় নির্ম্মল পথে আমি যেন তোমায় সদাকাল সর্ব্বত্র দেখিতে পাই।'

এমন উদার উচ্চ-প্রার্থনামূলক যে মন্ত্র—প্রতিদিন প্রতি দৈবকার্য্যের প্রারম্ভে উচ্চার্য্য এমন যে মহান্ মন্ত্র, ইহারও কি আবার অন্য অর্থ আছে? যত বড় পণ্ডিতই এ মন্ত্রে যত উচ্চ অর্থ আমদানি করুন না কেন, যত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক এ মন্ত্রের সহিত যত গভীর প্রত্নতত্ত্বের সামগ্রীই প্রাপ্ত হউন না কেন, আমরা মনে করি,—এ মন্ত্র আত্মোৎকর্ষসাধক-প্রার্থনামূলক। প্রতি দৈবকর্ম্মের প্রারম্ভ-মন্ত্র-হেতু মনীষিগণ যে এ মন্ত্রের অর্থ ঐ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই বোধগম্য হয়। কর্ম্মারম্ভের সূচনায় বলা হইতেছে,—'যেন আমি তোমার স্বরূপ জানিতে পারি ; যেন আমার দৃষ্টি-পথের বাধা বিদূরিত হয় ; যেন আমি অবাধে তোমার প্রতি চিত্ত ন্যস্ত করিতে পারি।' ইহাই এ মন্ত্রের প্রকৃতার্থ। * (১৮অ-২খ-১সূ-৪সা)॥ †

—•—

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম)।

১র ২র　৩ ১ ৩　৩২ ৩ ১ ২

তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাꣳসঃ সমিন্ধতে।

২ ৩ ১　২ ৩ ২　৩ ২

বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিষ্ণোঃ' (ভগবতঃ) 'যৎ' (পূর্ব্বোক্তং) 'পরমং' (শ্রেষ্ঠং) 'পদং' (স্থানং, ঐশ্বর্য্যং, বিভূতিং) 'বিপন্যবঃ' (বিশেষেণ স্তোতারঃ, ভগবদেকচিন্তাঃ সাধকাঃ) 'জাগৃবাংসঃ' (সদা জাগরূকাঃ, প্রমাদরহিতাঃ) 'বিপ্রাসঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'তৎ' (বিষ্ণুপদং,

---

* যাঁহারা এ মন্ত্রটীকেও আর্য্যগণের ভারতাগমন-মূলক বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহাদের অর্থ এই যে,—'যেমন আকাশে পতিত চক্ষু-আবরণের অভাব-বশতঃ স্বচ্ছ দেখিতে পায়, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিরা বিষ্ণুদেবের সেই উৎকৃষ্ট পাদ-প্রক্ষেপ সর্ব্বদা দেখিতে পারেন অর্থাৎ আর্য্যকুলের সহিত ভারতবর্ষাভিমুখ গমন জানেন।' যদি এ মন্ত্রের ভাবার্থ এইরূপ হইত, তাহা হইলে প্রতিদিন প্রতি পূজাকর্ম্মে এ মন্ত্র উচ্চারণের বিধি থাকিত না। আমাদের এই মনে হয়।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের বিংশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

ভগবদ্বিভূতিমানং) 'সমিন্ধতে' (সর্ব্বতোভাবেন প্রকাশয়ন্তি, হৃদয়াৎ হৃদয়ে জ্ঞানালোকং প্রদীপয়ন্তে)। অয়ং ভাবঃ—অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নানাং জ্ঞানিনাং কর্ম্মপ্রভাবেন ভগবদ্বিভূতয়ঃ হৃদয়াৎ হৃদয়ে প্রদীপ্যন্তে ॥ (১৮অ—২খ—১সূ—৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ বিষ্ণুর যে পরম পদ (শ্রেষ্ঠ বিভূতি), ভগবদেকচিত্ত প্রমাদ-পরিশূন্য সাধু জ্ঞানিপুরুষগণ তাহা (সর্ব্বতোভাবে) প্রকাশ করেন,—হৃদয় হইতে হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত রাখেন। (ভাব এই যে,—অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানিগণের কর্ম্মপ্রভাবে ভগবদ্বিভূতিসমূহ হৃদয় হইতে হৃদয়ে প্রদীপ্ত হয়।) ॥ (১৮অ—২খ—১সূ—৫সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

পূর্ব্বোক্তং 'বিষ্ণোঃ' 'যৎ' 'পরমং পদং' অস্তি, 'তৎ' পদং বিপ্রাসঃ। 'আজ্জসেরসুক্' (৭।১।৫০) মেধাবিনঃ 'সমিন্ধতে' সম্যগ্ দীপয়ন্তি। কীদৃশাঃ? 'বিপন্যবঃ'। স্তুত্যর্থস্য পনের্ব্বাহুলকাৎ ঔণাদিকো যু প্রত্যয়ঃ, তত্র প্রত্যয়স্বরঃ (৩।১।৩) বিশেষেণ স্তোতারঃ 'জাগৃবাংসঃ'। জাগৃ নিদ্রাক্ষয়ে (অদা০ প০), লিটঃ ক্বসুঃ ক্রাদি-নিয়মাৎ প্রাপ্তস্যেটো বস্বেকাজাদ্ঘসাং (৭২৬৭) ইতি নিয়মার্থত্বঃ। শব্দার্থয়োঃ প্রমাদ-রাহিত্যেন জাগরূকা ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

* * *

পঞ্চম (১৬৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'ভগবদ্ভক্ত জ্ঞানী সাধক বিপ্রগণ (বিপ্রাসঃ) ভগবানের সম্বন্ধে যে জ্ঞান বিস্তার করেন, আমাদের হৃদয় যেন সেই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়। অর্থাৎ, আমরাও যেন সেই জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারি,—জ্ঞানময়ের সান্নিধ্য লাভ করিতে সমর্থ হই।'

তার পর, সেই জ্ঞানিগণ (বিপ্রাসঃ) কেমন? যাঁহাদের আদর্শ আমরা অনুসরণ করিব, তাঁহারা কি গুণে গুণান্বিত—কি ভাবে ভাবান্বিত? মন্ত্র কহিলেন—তাঁহারা 'বিপন্যবঃ' অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে স্তুতিপরায়ণ, একনিষ্ঠ পরমভক্ত। আর তাঁহারা কেমন? না—'জাগৃবাংসঃ'। অর্থাৎ, চির-সতর্ক, সদা-জাগরূক, প্রমাদপরিশূন্য। এখানে কর্ম্মের ভাব আসে। তাঁহারা এমন সাবধান হইয়া কর্ম্ম করেন যে, তাঁহাদের কর্ম্ম কখনও অসৎসংপ্রযুক্ত হয় না। সদা সৎকর্ম্মে, সদা ভগবানের কর্ম্মে, তাঁহারা নিযুক্ত আছেন;—কদাচ লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না, 'জাগৃবাংসঃ' শব্দে তাহাই বুঝা যায়। তার পর বলা হইয়াছে—তাঁহারা 'বিপ্রাসঃ'। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—'মেধাবিনঃ।' ধাত্বর্থের অনুসরণে 'বিপ্রাসঃ' শব্দে পরমজ্ঞানীর ভাবই আসিয়া পড়ে। পূরণার্থক 'প্রা' ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কর্ম্মাদির পূর্ণতাসাধক জ্ঞানের

প্রতীতিই লক্ষ্য পড়ে; আবার ঐ শব্দকে বপনার্থক 'বপ্'-ধাতুজ বলিয়া স্বীকার করিলেও 'ধর্ম্মবীজ বপন-রূপ জ্ঞান' অর্থই অধ্যাহৃত হয়। ফলতঃ 'বিপন্যবঃ', 'জাগৃবাংসঃ' ও 'বিপ্রাসঃ' পদত্রয়ে যথাক্রমে ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমবায় হইয়াছে বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি তিনটি যাঁহাতে সমন্বিত হইয়াছে, সেইরূপ মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃকই জগতে ভগবত্তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়। 'সমিন্ধতে' পদে - সম্যক্ দীপ্তিমান্ হয়, অনলশিখার ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়া হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূর করে,—এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। ভগবৎ-সংক্রান্ত যে জ্ঞান মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠ হয়, সেই জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ-লাভ করুক, ইহাই আকাঙ্ক্ষা। মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। (১৮অ ২খ ১সূ ৫সা)। *

— • —

ষষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম)।

১　২　৩১　২　৩　২৩　১২　৩২

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।

৩　২উ　৩১২

পৃথিব্যা অধিসানবি ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যতঃ' (যস্যাঃ) 'পৃথিব্যাঃ' (ভূলোকাৎ আরভ্যেতি শেষঃ) 'অধিসানবি' (স্বর্গলোকৈঃ, ভূরাদিলোকৈঃ, নিখিলব্রহ্মাণ্ডৈঃ সহ) 'বিষ্ণুঃ' (বিষ্ণাতি ব্যাপ্নোতি বিশ্বং ইতি বিষ্ণুঃ, সর্ব্বব্যাপকঃ পরমেশ্বরঃ) 'বি চক্রমে' (বিশিষ্টভাবেন ব্যাপ্তঃ, সর্ব্বত্রগ ইত্যর্থঃ), 'অতঃ' (অস্মাৎ ভূপ্রদেশাৎ) 'দেবাঃ' (ভগবদ্বিভূতয়ঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'অবন্তু' (রক্ষন্তু, পরিত্রাণং কুর্ব্বন্তু)। অয়ং ভাবঃ—পরমেশ্বরঃ সর্ব্বব্যাপী; সর্ব্বেষু লোকেষু তদ্বিভূতিরবিচ্ছিন্না স্থিতা; তে বিভূতয়ঃ, পৃথিবীস্থাঃ দেবাঃ অস্মান্ রক্ষন্তু—ইতি প্রার্থনা। (১৮অ ২খ—সূ ৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গলোকের (অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের) সহিত ভগবান্ বিষ্ণু পরিব্যাপ্ত; সেই (এই) পৃথিবী-লোক হইতে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। (ভাব এই যে,—পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী; সকললোকে তাঁহার বিভূতি অবিচ্ছিন্ন অবস্থিত; সেই বিভূতিসমূহ (পৃথিবীস্থ দেবগণ) আমাদিগকে রক্ষা করুন—এই প্রার্থনা।)। (১৮অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিষ্ণুঃ' পরমেশ্বরঃ পৃথিব্যাঃ যস্মাৎ ভূপ্রদেশাৎ 'অধিসানবি' সমুচ্ছ্রিতে অধিকে দেশে স্বর্গাদি-লোকে 'বিচক্রমে' বিবিধং পাদ-ক্রমণং কৃতবান বিশেষেণ বর্ত্ততে যস্মাৎ পৃথিবীদেশাৎ 'নঃ' অস্মান্ 'দেবাঃ' বিষ্ণুমুখাঃ 'অবন্তু' পাপাচ্ছত্রোর্ব্বা রক্ষন্তু ইত্যর্থঃ। ৬।

• • •

ষষ্ঠ (১৬৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের এবং ইহার পরবর্ত্তী কয়েকটী মন্ত্রের অর্থ যে কত দিক্ হইতে কত ভাবে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই মন্ত্রের অর্থ উদ্ধার-পক্ষে যে সকল অন্তরায় আছে এবং সে সকল অন্তরায়ের মধ্য হইতে কোন্ ব্যাখ্যাকার কি ভাবে কিরূপ অর্থ পরিগ্রহণ-পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছেন, তৎসমুদায় হৃদয়ঙ্গম হইলে, আমাদের কৃত অর্থের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইতে পারিবে।

মন্ত্রের প্রথম শব্দ -'অতঃ'। সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন—'এই স্থান হইতে।' কোনও ব্যাখ্যাকারের মত—'এই কারণবশতঃ।' কেহ কহিয়াছেন—'সেই স্থান হইতে।' কাহারও কাহারও মতে—'অতঃপর' ও 'অতএব' অর্থও গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় শব্দ -'যতঃ।' সায়ণ বলেন,—'যে পৃথিবী হইতে।' কেহ কহিয়াছেন,—'যে কারণবশতঃ।' কাহারও মত,—'যে স্থান হইতে' ইত্যাদি। তৃতীয় শব্দ -'বিষ্ণুঃ।' সায়ণের অর্থ—'পরমেশ্বর।' কেহ কহিয়াছেন,—'সূর্য্য'। কাহারও মত 'বিষ্ণু'-নামক ব্যক্তিবিশেষ ইত্যাদি। চতুর্থ শব্দ—বিচক্রমে।' সায়ণের অর্থ,—'বিবিধরূপ পাদক্রমণ করিয়াছিলেন।' কাহারও মত,—'সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কেহ কহেন, 'উহাতে সূর্য্যের গতি বুঝাইতেছে।' কেহ বা ঐ শব্দে পিতৃলোক হইতে আগমন' অর্থ গ্রহণ করেন; কেহ বা 'আর্য্যগণের মধ্য-এসিয়া হইতে আগমনাদি' অর্থ আমনন করিয়াছেন। পঞ্চমে—'অধিসানবি'। ঐ পদে সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, - 'স্বর্গাদি-লোকে' ইত্যাদি।

অতঃপর আমরা যে অর্থ-মননে সমর্থ হইয়াছি, আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার' ও বঙ্গানুবাদের' অনুসরণে, তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করুন। 'যতঃ পৃথিব্যাঃ অধিসানবি'—মন্ত্রাংশের অর্থ, আমরা মনে করি, 'যে পৃথিব্যাদি স্বর্গলোক (নিখিল ব্রহ্মাণ্ড) সহ।' 'বিচক্রমে' ক্রিয়াপদের অর্থ 'বিশিষ্টভাবে ব্যাপ্ত।' 'বিষ্ণুঃ' শব্দের প্রকৃতার্থ—'বিশ্বব্যাপক পরমেশ্বর'।

তাহাতে, উক্ত মন্ত্রাংশের সমুদয়ার্থ এই হয় যে,—'যে পৃথিব্যাদি স্বর্গলোকের (অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের) সহিত সর্ব্বব্যাপক ভগবান বিষ্ণু ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান আছেন।'

অনন্তর মন্ত্রের অপরাংশ 'অতো দেবা অবন্তু নঃ।' এই বাক্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রাংশের অর্থ-সঙ্গতি-রক্ষা-বিষয়ে কোনও ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। ঐ অংশের অর্থ,—'এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী হইতে (সর্ব্বত্র বিদ্যমান) দেবগণ (ভগবদ্বিভূতি-সমূহ) আমাদিগকে রক্ষা করুন; অর্থাৎ, সেই দেবতাগণের প্রভাবে আমরা যেন দেবভাবাপন্ন হইয়া তৎস্বারূপ্যাদি লাভে সমর্থ হই, বিষম সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি।'

এই সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া, পূর্ব্বাপর সকল দিকের সঙ্গতি-রক্ষা-পক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া, বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি সাধু-বিষয়-সকল স্মরণ-পূর্ব্বক, মন্ত্রের অর্থ স্থিরীকৃত হইল যে,—'যে ভগবান বিষ্ণুর বিভূতি সমূহ পৃথিব্যাদি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক, (অর্থাৎ যে বিষ্ণু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন), তাঁহার গুণ-বিভূতির অংশ-স্বরূপ পার্থিব দেবগণ (দেবভাব-নিবহ) আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক।'

পূর্ব্ব মন্ত্রে পৃথিবী-দেবীকে উদ্দেশ করিয়া যে প্রার্থনা করা হইয়াছে, এ প্রার্থনা তাহারই দ্যোতক। পৃথিবী-দেবী কিং প্রকার? তিনি এই বিষ্ণুশক্তিসম্পন্ন দেবভাববিভূষিতা,—এখানে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।

বস্তুপক্ষে ভগবান সর্ব্বত্রগ সর্ব্বব্যাপী। তিনি এই পৃথিবীতেও যেমন বিদ্যমান রহিয়াছেন, 'ভুবঃ' আদি অপরাপর লোকেও তিনি সেই ভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সাধক দেখিতেছেন—তিনি সর্ব্বত্র আছেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় শূন্য রহিয়াছে। তাঁহার কর্ম্মনিবহ এখনও সে সদ্ভাব প্রাপ্ত হয় নাই যদ্দ্বারা সেই সৎস্বরূপ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হন। তাই তিনি উদ্বেলিত হৃদয়ে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবদ্বিভূতি পার্থিব-দেবগণ! আপনারা আসুন; আমাকে রক্ষা করুন। আপনাদের দেবভাবসমূহ আমার হৃদয়ে প্রবর্ত্তিত হউক। হৃদয় দেবভাবে পরিপূর্ণ হইলেই হৃদয়ে দেবতার অধিষ্ঠান ঘটে। তাই প্রার্থনা,—দেববিভূতি সদ্গুণ; সমষ্টি আমার হৃদয় অধিকার করুক। তাঁহাদের অধিষ্ঠানে এ অধম পরিত্রাণ লাভ করুক।' (১৮অ—২খ—১সূ—৬সা)। *

—∘—

বিষ্ণু-স্তোত্রের উপসংহার।

দ্বিতীয় খণ্ডের সমগ্র প্রথম সূক্তটী বিষ্ণু-স্তোত্র। বর্ত্তমান মন্ত্রে উহার পরিসমাপ্তি হইল। ঋগ্বেদ-সংহিতায়ও এই মন্ত্রগুলি পাওয়া যায়, তথায় ষষ্ঠ মন্ত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ। প্রথম হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত ছয়টী মন্ত্র—বিষ্ণুর মহিমা-জ্ঞাপক—বিষ্ণুর প্রার্থনামূলক। আমাদিগের নিত্য-কর্ম্মে প্রায় ঐ মন্ত্র-কয়টী প্রযুক্ত হয়। অথচ, আশ্চর্য্যের

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের ষোড়শী ঋক্। (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

বিষয়, ঐ মন্ত্র-কয়েকটীর মর্ম্ম অনেকেই অবগত নহেন; পরন্তু ঐ মন্ত্র কয়টীর অর্থ লইয়া বিতর্কের ও মতান্তরের অবধি নাই। দ্বিতীয় মন্ত্রের টীকার মন্তব্যে এবং কয়েকটী মন্ত্রের আলোচনা-ব্যপদেশে আমরা তাহার কতক কতক পরিচয় প্রদান করিয়াছি। উপসংহারে ঐ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

'ত্রেধা বিচক্রমে' 'ত্রীণি পদা বিচক্রমে' এই দুই বাক্যের মধ্যে যে 'ত্রেধা' ও 'ত্রীণি', বিতণ্ডা-বিতর্ক ঐ দুই শব্দেরই অর্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সে বিতর্ক যে আজ উঠিয়াছে, তাহা নহে, সুদূর অতীত হইতে সে বিতর্কে মনীষিগণের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া আছে। সায়ণের ভাষ্যে বলিরাজের আখ্যায়িকা উল্লিখিত হইয়াছে। দৈত্যরাজ বলি দানে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। বামনরূপ পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার নিকট ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করেন। বলির পুরোহিত শুক্রাচার্য্য (ভার্গব), বামনের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, দৈত্যরাজ বলিকে ত্রিপাদ-ভূমি-দানে নিরস্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দানবীর বলি, বামনের প্রার্থনানুরূপ দানে বিমুখ হইতে পারেন নাই। পুরাণে প্রকাশ, ভগবান বামন, বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ত্রিপাদ-বিস্তারে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। 'ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুঃ'—এই বেদ-বাক্যের তাহাই ভিত্তি বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন।

কেহ আবার কহেন,—এখানে জ্যোতিষের বিষয় ব্যক্ত আছে। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের মত এই যে,—"উত্তর ধ্রুব হইতে সপ্তর্ষি পর্য্যন্ত যে স্থান, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যে তৃতীয় ভাগ, ইহাই বিষ্ণুর তৃতীয় পাদ নামে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সপ্তর্ষি হইতে দক্ষিণ ধ্রুব পর্য্যন্ত অবশিষ্ট আকাশ-ভাগকে অপর দুই পাদ বলা যায়। এইরূপে খগোলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিবার কারণ, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশদরূপে উক্ত আছে। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নই ইহার কারণ। সূর্য্য (মতান্তরে পৃথিবী) বিষুবরৃত্ত হইতে একবার উত্তর দিকে উত্তর-ক্রান্তিবৃত্ত পর্য্যন্ত; আবার তথা হইতে এইরূপে দক্ষিণদিকে দক্ষিণ-ক্রান্তিবৃত্ত পর্য্যন্ত নিয়ত গতাগতি করে। এতদ্দ্বারাই খগোল তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, দক্ষিণ-ধ্রুব হইতে দক্ষিণ-ক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ, দক্ষিণ-ক্রান্তি হইতে উত্তর-ক্রান্তি পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ এবং উত্তর-ক্রান্তি হইতে উত্তর ধ্রুব পর্য্যন্ত তৃতীয় ভাগ,—এইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অতএব ভূমণ্ডলও উক্তরূপ তিন ভাগে বিভক্ত এবং বিষ্ণুর ত্রিপাদ নামে কথিত হয়। এই ত্রিপাদ-ভূমিই কৌশল-ক্রমে বামনদেব তাৎকালিক সার্ব্বভৌম বলির নিকট যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার 'গোলাধ্যায়' গ্রন্থে পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্র হইতে উত্তর কেন্দ্র পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন লোকের অবস্থান স্বীকার করিয়াছেন;—
'ভূর্লোকাখ্যো দক্ষিণে ব্যক্ষদেশাৎ। তস্মাৎ সৌম্যোঽয়ং ভুবঃস্বশ্চমেরুঃ।'

যাঁহারা বিষ্ণুকে সূর্য্য বলিয়া, তাঁহার 'ত্রীণি পদা বিচক্রমে' প্রভৃতিতে সূর্য্যের উদয়াস্ত ও মধ্যাহ্ন বিষয় সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিষ্ণুর স্বরূপ-প্রকাশিকা গায়ত্রীর ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইয়া থাকে। তাহাতে প্রতিপন্ন হয়,—গায়ত্রী সূর্য্যের স্তুতি নহে; উহা সূর্য্যেরও প্রকাশক, পরম জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞানাত্মক ধ্যান।

গায়ত্রীর ব্যাখ্যায় যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি ; যথা,—

দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি ॥

চিন্তয়াম বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃপুনঃ ॥"

বিষ্ণুর ধ্যানেও দেখিতে পাই, তিনি সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ;—'ধ্যেয় সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তীনারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী-হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।' এই সকল দৃষ্টান্ত পরম্পরার উল্লেখ করিয়া একজন ব্যাখ্যাকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"বিষ্ণুর ত্রিপাদ—ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্লোক ; এবং সূর্য্য বিষ্ণু নহেন, বিষ্ণু—সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পরমাত্মা।" মন্ত্রের ব্যাখ্যায় এ ভাব যদিও তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কিন্তু আলোচনার ফলে বিষ্ণুর স্বরূপ-বিষয়ে তাঁহার টিপ্পনীর মধ্যে শেষোক্ত একটী বাক্য যেন আপনা-আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। গভীর আলোচনার ফলে, দেবতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিলে, দেবতার স্বরূপ ঐ ভাবেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, 'ত্রীণি পদা বিচক্রমে' ও 'ত্রেধা বিচক্রমে' বাক্যদ্বয়ের যে মর্ম্মার্থ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে পুরাণের পোষক-বাক্য উদ্ধৃত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের ব্যাখ্যার সময় যদিও সে বাক্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাই ; কিন্তু ভগবানের অপার মহিমার প্রভাবে গ্রন্থের উপসংহারে সে পুরাণ-প্রমাণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। বিষ্ণুর পদ কাহাকে কহে, আর 'ত্রীণি' 'ত্রেধা' শব্দেই বা কি ভাব আনয়ন করে, সেই পুরাণ-প্রমাণে তাহা বোধগম্য হইবে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে ; যথা :—

"ঊর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ। এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্ ॥
নির্দ্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাত্মনাম্। স্থানং তৎ পরমং বিপ্র পুণ্যপাপপরিক্ষয়ে ॥
অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণাশেষাপ্তিহেতবঃ। যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
ধর্ম্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাক্ষিণঃ। তৎসাষ্ট্যোৎপন্নযোগেদ্ধাস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ যদ্ভূতং সচরাচরম্। ভাব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
দিবীব চক্ষুরাততং যোগিনাং তন্ময়াত্মনাম্। বিবেকজ্ঞানদৃষ্টঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো ভাস্বান্ মেঢ়ীভূতঃ স্বয়ং ধ্রুবঃ। ধ্রুবে চ সর্ব্বজ্যোতীংষি জ্যোতিঃষ্বম্ভোমুচো দ্বিজ ॥
মেঘেষু সঙ্গতা বৃষ্টির্বৃষ্টেঃ সৃষ্টেশ্চ পোষণম্। আপ্যায়নঞ্চ সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং মহামুনে ॥
ততশ্চাজ্যাহুতিদ্বারা পোষিতাস্তে হবির্ভুজঃ। বৃষ্টেঃ কারণতাং যান্তি ভূতানাং স্থিতয়ে পুনঃ ॥
এবমেতৎ পদং বিষ্ণোস্তৃতীয়মমলাত্মকম্। আধারভূতং লোকানাং ত্রয়াণাং বৃষ্টিকারণম্ ॥"

বিষ্ণুপুরাণম্। দ্বিতীয়াংশঃ, অষ্টমোঽধ্যায়ঃ, ৯৩—১০২ শ্লোকাঃ।

অর্থাৎ,—'দেবযানের * ঊর্দ্ধে ও উত্তরে এবং ঋষিদিগের উত্তরভাগে যে স্থলে ধ্রুব অবস্থিত, সেই দীপ্তিমৎ স্থানকে ভূমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তৃতীয় বিষ্ণুপদ বলে। পুণ্য ও পাপ উভয়েই

* বিভিন্নরূপ কর্ম্মের ফলে মানুষ বিভিন্নরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। দেবযান সেই এক গতি-পথ-বিশেষ। সেই পথে প্রসিদ্ধ নির্ম্মল-স্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধব্রহ্মচারিগণ বাস করেন। তাঁহারা সন্তান-কামনা করেন না এবং মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। এইরূপ, বিভিন্ন কর্ম্মের জন্য ধ্রুবাদি বিভিন্ন স্থান পরিকল্পিত হয়। বিষ্ণুর পরম পদ সকল পদের শ্রেষ্ঠ পদ।

পরিক্ষীণ হইলে দোষরূপপঙ্কলেপশূন্য সংযতাত্মা যতিগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদে অবস্থিতি করিতে পারেন। পাপ, পুণ্য ও অশেষবিধ পীড়ার কারণ নিবৃত্ত হইলে, প্রাণিগণ যেখানে গমন করিয়া আর শোক করেন না, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। ধ্রুব প্রভৃতি লোকসাক্ষিগণ, ইন্দ্রিয়-বশীকরণাদিলব্ধ যোগবলে দীপ্যমান হইয়া যেস্থলে ধর্ম্মাচরণ করেন, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। এই বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ চরাচর জগৎ যেখানে ওতঃপ্রোতঃ রহিয়াছে, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। যাহা আকাশে প্রকাশমান সূর্য্যরূপ চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বভাসক, তন্ময়াত্মা যোগিগণ বিবেক জ্ঞানবলে যাহা অপরিচ্ছিন্নরূপে পরিজ্ঞাত, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। ধ্রুব-নক্ষত্রে সকল নক্ষত্র আকৃষ্ট; নক্ষত্রগণে মেঘগণ আকৃষ্ট; মেঘসমূহ হইতে নিবিড় বর্ষণ; বর্ষণ হইতে জলসমূহ; সেই বৃষ্টির দ্বারা লোকসকল পুষ্ট ও তৃপ্ত হয়, এবং দেবপ্রভৃতিও তৃপ্ত হন। কারণ, সেই জলপান দ্বারা জীবিত গবাদির দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত দ্বারা তাঁহারা পরিপুষ্ট, সুতরাং তাঁহারাই ভূতাদির স্থিতির নিমিত্ত বৃষ্টির হেতুভূত হন। এবম্প্রকারে সর্ব্বপ্রকার নক্ষত্রাদির আকর্ষক, পরম্পরায় বৃষ্টির কারণ, ধ্রুব-নক্ষত্র ও দীপ্তিমান ভাস্কর যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাই—অমঙ্গলাত্মক সকলের আধারভূত, লোকত্রয়ের বৃদ্ধির কারণ, বিষ্ণুর পরম পদ। ('বঙ্গবাসীর' অনুবাদ)।

এই নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মানুষকে হৃদগম্য করাইবার জন্যই নানা উপাখ্যানের সৃষ্টি এবং রূপকের মধ্যে ইহার বর্ণনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই উপাখ্যানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে, রূপক যখন ভাঙ্গিয়া যাইবে, জ্ঞাননেত্র যখন উন্মীলিত হইবে, তখনই সত্য স্বপ্রকাশ হইয়া পড়িবে। ব্রাহ্মণে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬।১৫; শতপথ-ব্রাহ্মণ ১।২।৫,১৪।১।১) এবং আরণ্যকে (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৫।১) এই সম্বন্ধে যে সকল উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তৎসমুদায় রূপক ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে। মূলতত্ত্ব এই যে, সদাকাল পরমেশ্বরের পরম পদ তোমার জন্য প্রসারিত হইয়া আছে; আকুল-প্রাণে একাগ্রচিত্তে সেই পদ ধারণ করিবার চেষ্টা কর; একদিন না একদিন সে পদে আশ্রয় মিলিবেই মিলিবে।

—•—

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ র র ১ ২ ৯ ৩ ৫ ২র১ ৫
ইদংবিষ্ণুঃওহোহায়ি। বায়িচক্রা ২ ৩ ৪ মায়ি। ত্রেধানা ২ ৩ ৪ য়িদায়ি।

১ র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২১র২
দধেপা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহ্বা ২ ৩ ৪ দায়ে। সমূঢ়ম্।

১ ৭ র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
আস্যপাংসু ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫র ৫ ২র র র ১ ২ ৯ ৩ ৫
হায়ি। এহিয়া ৬ হা। ত্রীণিপদাঔহোহায়ি। বায়িচক্রা ২ ৩ ৪ মায়ি।

২ ১ ৫ ১র র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩
বিষ্ণুগো ২ ৩ ৪ হা । পাঅদাভা ৩ ৪ । ঔহোবা । ইহা ২ ৩ হায়ি । উহুবা

৫ ২ ১র২ ১ ৭ র২ ৩র ৪ ৫ ১ ৩ ৫
২ ৩ ৪ ঘা ঃ । অভোধ । র্ম্মাণিধারা ৩ ৪ । ঔহোবা । ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি ।

৩র ২ ৫র ৫ ২ র র র ১ ২
ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪ । যান । এহিয়া ৬ হা । নিষ্ক্তোঃকর্ম্মাঔহোহায়ি । পায়ি-

ন ৩ ৫ ২ ১ ৫ ১র ২ ৩র৭র৫ ১ ৩
পশ্যা ২ ৩ ৪ ভা । যত্তোব্রা ২ ৩ ৪ হা । ভানিপশ্যা ৩ ৪ । ঔহোবা । ইহা

৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২ ১ ৭ ২ ৩র৪র৫
২ ৩ ৪ হায়ি । উহুবা ২ ৩ ৪ হায়ি । ইন্দ্রশ্য । যজিয়ঃসা ৩ ৪ । ঔহোবা ।

১ ২ ৫ ৩র ২ ৫র ৫
ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি । ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪ । খা । এহিয়া ৬ হা ।

•৪
হো ৫ ঈ । ডা । ১-৬ । •

— • —

প্রথমং সাম ।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ । দ্বিতীয়ং সূক্তং । প্রথমং সাম ।)

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র
যো যু ত্বা বাঘতশ্চনারে অস্মন্নিরীরমন্ ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
আরাত্তাদ্বা সধমাদন্ন আ গহীহ বা

১র ২র
সন্নুপশ্রুধি ॥ ১ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে ভগবন্ ! 'ত্বা বাঘতশ্চন' (তব উপাসকাঃ অপি) 'অস্মৎ যো আরে' (অস্মৎ দূরে, অস্মাকং নিকটে ইত্যর্থঃ) 'সু' (সুষ্ঠুপ্রকারেণ) 'নিরীরমন' (রময়ন্তু) ; ভগবৎ-

---

* এই সূক্তান্তর্গত ছয়টী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা ; "মার্গীয়বোত্তরম্ ।"

পরায়ণজনানাং সান্নিধ্যং বয়ং লভেমহি—ইতি ভাবঃ; 'বা' (তথা) 'আরাত্তাৎ' (দূরাৎ, স্বর্লোকাৎ) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'সধমাদং' (হৃদয়রূপং যজ্ঞস্থলং, হৃদি ইত্যর্থঃ) 'আগহি' (আগচ্ছ); 'বা' (তথা) 'ইহ' (অত্র, অস্মাকং হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'সন্' (আবির্ভূত্বা) 'উপশ্রুধি' (স্তোত্রং, প্রার্থনাং উপশৃণু, বিশেষেণ শৃণু)। দেব! কৃপয়া অস্মাকং হৃদি আবির্ভূত্বা অস্মদীয়াং প্রার্থনাং পূরয়—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ ২খ ২সূ ১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার উপাসকগণও যেন আমাদিগের নিকটে সুষ্ঠুভাবে আনন্দ উপভোগ করেন; (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সান্নিধ্য লাভ করি); এবং দূর স্বর্লোক হইতে আপনি আমাদিগের হৃদয়-রূপ যজ্ঞস্থলে আগমন করুন, এবং আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া প্রার্থনা বিশেষভাবে শ্রবণ করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপা করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের প্রার্থনা পূরণ করুন।)॥ (১৮অ—২খ—২সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'ত্বং' ত্বাং 'সাধবশ্চ ন' ঋত্বিজোঽপোতে 'অস্মদ্' অস্মত্তঃ 'আরে' দূরে 'মা নিরীরমন' ন নিতরাং রময়ন্তু। অতস্ত্বং 'আরাত্তাদ্' দূরেঽপি বর্ত্তমানঃ 'নঃ' অস্মদীয়ং 'সধমাদং' যজ্ঞং 'আগহি' আগচ্ছ 'ইহ বা' অত্রাপি বা 'সন্' বিদ্যমানঃ 'উপশ্রুধি' অস্মদীয়ং স্তোত্রং উপশৃণু। (১৮অ ২খ-২সূ-১সা)।

• • •

প্রথম (১৬৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

ভক্ত সখেদে গাহিয়াছেন—

"যে যাহারে ভালবাসে, বাঁধা তার প্রেমপাশে,
আমি যদি বাসতেম ভাল, জানতেম না আর তোমা বই,
প্রভো! তোমায় ভালবাসি কই?"

আর, এই মন্ত্র সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'প্রভো! আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও, তোমাকে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহারাও যেন আমা হইতে দূরে না যান। আমি যেন ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণের সন্নিকটে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করি। যাঁহারা তোমাকে ভালবাসেন, তোমার প্রতি যাঁহারা ভক্তিযুক্ত, তাঁহাদের চরণরেণুও যে পবিত্র! আমি পাপী, আমি তোমার মাহাত্ম্য জানি না, তোমার পূজার উপচার জানি না। যদি ভগবৎপরায়ণ

ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে থাকিয়া মুক্তিলাভের উপায়ভূত সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি—এই মাত্র ভরসা।'

আবার এই মন্ত্রে ভগবানের প্রতি সাধকের অপূর্ব্ব প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধক ভগবানের প্রেমে বিভোর হইয়া, ভগবানকে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদিগকেও নিকটে—আত্মীয়বন্ধুরূপে—পাইতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহার প্রেমাস্পদকে যাঁহারা ভালবাসেন, তাঁহারাও নিশ্চয়ই ভক্তিপাত্র। তাঁহাদের সান্নিধ্যও সেই পরম প্রেমাস্পদের অনুভূতি হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়। তাই সাধক, ভগবৎপরায়ণ-ব্যক্তিকেও প্রেমালিঙ্গন দিতে ছুটিয়া যায়। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ে এই মহাসত্যটী উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত দেখিতে পাই। অহঙ্কৃতা গোপীদিগের মধ্য হইতে রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে পর কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীগণ তাঁহাদিগের প্রেমাস্পদের ছায়া মনে করিয়া, একে অন্যকে আলিঙ্গন করিতেছেন। যিনি ভগবানকে ভালবাসেন, তিনিই ভালবাসার পাত্র। যাহা দ্বারা হৃদয়ে তাঁহার অনুভূতি জাগে, তাহাই প্রিয়। তাই ভক্ত ভগবৎপরায়ণা রাধিকার মুখ দিয়া বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ কাল, তমাল কাল, তাইতে তমাল ভালবাসি।"

এখানেও সাধক বলিতেছেন—

'যো বৃ বা বাঘতশ্চনারে অস্মৎ নিরীরমন'

তুমি যাঁহাদের প্রিয়, তাঁহারাও যেন আমার নিকটে থাকেন—আমি যেন তাঁহাদিগের সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হই। (১৮অ—২থ ২প্র—১দা)॥ *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১র   ২র   ৩ ১ ২   ৩ ২উ
ইমে হি তে ব্রহ্মকৃতঃ সুতে
৩   ২ ৩ ২উ   ৩   ১ ২
সচা মধৌ ন মক্ষ আসতে।
২ ৩   ১ ২   ৩ ১ ২   ৩ ২ ৩
ইন্দ্রে কামং জরিতারো বসূয়বো
২ ৩ ২উ   ৩ ১   ২
রথে ন পাদমা দধুঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—৬খ—৬দ ২দা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মক্ষঃ' (মধুকামিনঃ, অমৃতকামিনঃ সাধকাঃ) 'ন' (যথা) 'মধৌ' (অমৃতে) 'সচা' (সহ, সর্ব্বতোভাবেন ইত্যর্থঃ) 'আসতে' (বর্ত্তন্তে) অমৃতং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ, তদ্বৎ 'হি' (এব) 'তে' (তব) 'ইমে ব্রহ্মকৃতঃ' (প্রার্থনাপরায়ণাঃ সাধকাঃ ইতি ভাবঃ) 'সুতে' (বিশুদ্ধে সত্ত্বভাবে) বর্ত্তন্তে, শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে ইতি ভাবঃ ; 'রথে ন পাদং আদধুঃ' (অভীষ্টস্থানগমনায় জনাঃ যথা যানে পাদং স্থাপয়ন্তি, তদ্বৎ) 'বসূয়বঃ' (পরমধনকামিনঃ) 'জরিতারঃ' (স্তোতারঃ) 'ইন্দ্রে' (ভগবতি ইন্দ্রদেবে) 'কামং' (অভিলাষং, কামনাং) সমর্পয়ন্তি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবতি সমর্পিতপ্রাণাঃ প্রার্থনাপরায়ণাঃ সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে — ইতি ভাবঃ। (৮অ - ২খ — ২সূ - ২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতকামী সাধকগণ যেমন অমৃতে সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান থাকেন অর্থাৎ অমৃত প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপই আপনার প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে বর্ত্তমান থাকেন, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন ; অভীষ্ট-স্থানে গমনের জন্য মানুষ যেমন যানে পদ স্থাপন করে, সেইরূপভাবে পরমধনকামী স্তোতাগণ ভগবান্ ইন্দ্রদেবে কামনা সমর্পণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানে সমর্পিতপ্রাণ প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (১৮অ—২খ—২সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'তে' ত্বদর্থং 'সুতে' অভিষুতে সোমে 'ব্রহ্মকৃতঃ' স্তোত্রকৃতঃ ঋত্বিজঃ 'মধৌ ন' মধুনীব 'মক্ষঃ' মক্ষিকাঃ 'সচা' সহ 'আসতে' উপবিশন্তি। অথ পরোক্ষস্তুতিঃ—'বসূয়বঃ' ধনকামাঃ 'জরিতারঃ' স্তোতারঃ 'কামং' ইষ্টং 'ইন্দ্রে' 'রথে ন পাদং' রথে পাদমিব 'আ দধুঃ' সমর্পয়ন্তীত্যর্থঃ। (১৮অ ২খ—২সূ - ২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (1674) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে একটী মহান সত্য বিবৃত হইয়াছে। যিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন যিনি আপনার সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে নিবেদন করিতে পারেন, তিনি মুক্তি বা মোক্ষলাভের অধিকারী হয়েন। সাধকের যে পর্য্যন্ত 'অহং'-জ্ঞান থাকে, সে পর্য্যন্ত মোক্ষলাভ অসম্ভব। এখানে দেখিতে হইবে—মোক্ষ বা মুক্তি বলিতে কি বুঝায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দার্শনিকগণ মোক্ষ বা মুক্তির নানাবিধ অর্থ করিয়াছেন। এখানে সে সমস্তের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভারতীয় দার্শনিকগণও মুক্তির নানাবিধ স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু সকলের ব্যাখ্যারই মূলভিত্তি এক—সেই ভিত্তি অসম্পূর্ণতা হইতে মুক্তি-লাভ। মানুষ যে পর্য্যন্ত নিজেকে তৎকৃত কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিবে, সেই পর্য্যন্ত সে তাহার সসীম বুদ্ধিজনিত ভ্রান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইবে না। কারণ অহংবুদ্ধিতে যে কর্ম্মই করা যাউক না কেন, কর্ম্মীকে তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু তাঁহার মন হইতে যখন অহংবুদ্ধি চলিয়া যায়, তখনই তিনি প্রকৃতপক্ষে মোক্ষলাভের অধিকারী হয়েন। তাঁহার অসম্পূর্ণতাজনিত ত্রুটীবিচ্যুতি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সমস্ত ভগবানে সমর্পিত হওয়ায়, তিনি তাঁহার কৃতকর্ম্মের ফলও ভোগ করেন না সুতরাং অনায়াসেই মোক্ষ-লাভ করিতে পারেন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে একটী এই,—"যেমন মধুতে মধুমক্ষিকা উপবেশন করে, সেইরূপ স্তোত্রকারীগণ তোমার জন্য সোম অভিযুত হইলে উপবেশন করে। রথে যেমন পদক্ষেপ করে, ধনকাম স্তোতাগণ সেইরূপ ইন্দ্রে স্তুতি সমর্পণ করে।" (১৮অ—২খ ২সূ ২সা)। *

— • —

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
অস্তাবি মন্ম পূর্ব্ব্যং ব্রহ্মেন্দ্রায় বোচত।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
পূর্ব্বীঋ্ঁতস্য বৃহতীরনূষত স্তোতুর্মেধা অসৃক্ষত ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'অস্তাবি' (আরাধনীয়ঃ ভবতি ভগবান্ ইতি শেষঃ); ততঃ যূয়ং 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রার্থং ভগবন্তং প্রাপ্তুয়ে ইত্যর্থঃ) 'মন্ম' (মননীয়ং, প্রকৃষ্টং) 'পূর্ব্ব্যং' (নিত্যং, সনাতনং) 'ব্রহ্ম' (স্তোত্রং) 'বোচত' (উচ্চারয়ত); 'ঋতস্য' (সত্যস্য সৎকর্ম্মণঃ বা, সত্যসম্বন্ধিনীঃ যদ্বা সৎকর্ম্মসম্বন্ধিনীঃ ইত্যর্থঃ) 'পূর্ব্বীঃ' (পুরাতনীঃ, নিত্যাঃ) 'বৃহতীঃ' (মহতীঃ স্তুতীঃ) 'অনূষত' (পঠত, উচ্চারয়ত); 'স্তোতুঃ' (প্রার্থনাকারিণঃ মম) 'মেধা' (ধীশক্তিঃ) 'অসৃক্ষত' (ভগবতা বিসৃজ্যতাং, ভগবৎকৃপয়া প্রবর্দ্ধিতা ভবতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবন্তং আরাধিতুং উদ্বুদ্ধাঃ ভবেম; ভগবান্ অস্মভ্যং সদ্বুদ্ধিং প্রদেহি—ইতি ভাবঃ। (১৮অ—২খ—৩সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! ভগবান্ আরাধনীয় হয়েন; সেইজন্য তোমরা ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য প্রকৃষ্ট সনাতন স্তোত্র উচ্চারণ কর; সত্যসম্বন্ধীয় (অথবা সৎকর্ম্মসম্বন্ধীয়) নিত্য মহতী স্তুতি উচ্চারণ কর; প্রার্থনাকারী আমার ধীশক্তি ভগবৎকৃপায় প্রবর্দ্ধিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হই; ভগবান্ আমাদিগকে সদ্বুদ্ধি প্রদান করুন।) ॥ (১৮অ—২খ—৩সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

স 'ইন্দ্রঃ' 'অস্তাবি' অস্মদীয়ৈঃ স্তোত্রৈঃ ঋত্বিগ্ভির্বা স্তূয়তে 'ইন্দ্রায়' 'পূর্ব্ব্যং' অনাদিত্বাৎ পূর্ব্বস্মিন্ ভবং 'মন্ম' মননীয়ং 'ব্রহ্ম' স্তোত্রং বেদং বা 'বোচত'। হে ঋত্বিজঃ! যূয়ং পঠত কিঞ্চ 'পূর্ব্বীঃ' পূর্ব্বকালীনাঃ 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য সম্বন্ধিন্যঃ 'বৃহতীঃ' বৃহতীচ্ছন্দস্কা বৃহৎসামানি বা 'অনূষত' স্তুবত পঠিতবত্যঃ। 'স্তোতুঃ' মম 'মেধাঃ' এবংবিধাঃ প্রজ্ঞাবিশেষাঃ 'অসৃক্ষত' ঋত্বিগ্ভিঃ বিসৃজ্যন্তাং। যদ্বা, ঈশ্বরেণ। (১৮অ—২খ—৩সূ—১সা) ॥

* * *

প্রথম (১৬৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম দুই অংশে আত্মোদ্বোধন আছে। আমরা ভগবানের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি, ভগবৎপূজায় যেন আমরা আমাদের সমগ্র সত্তাকে বিলাইতে সমর্থ হই, মন্ত্রে এই ভাব প্রকটিত হইয়াছে। সাধক আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে ভগবানের মহিমা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—"তিনি 'অস্তাবি'—পরমারাধনীয় দেবতা। তাঁহার আরাধনায় বিশ্বের সকলই ব্যাপৃত আছে। হে আমার মন! কেবলমাত্র তুমিই কি মোহঘোরে অচেতন থাকিবে? জাগ মন! উঠ, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যে আত্মনিয়োগ কর, ভগবানের আরাধনায় রত হও।"

এই আত্মোদ্বোধনার পরই প্রার্থনা আছে। আমরা হীনশক্তি দুর্ব্বল, কেবলমাত্র ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারিলেই আমরা তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই। তাই সেই সাধনশক্তি, মেধাশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও অনেকাংশে এই

ভাব রক্ষিত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রাচীন স্তোত্র পাঠ কর, এবং স্তোত্র উচ্চারণ কর, যজ্ঞের পূর্ব্বকালীন মহতী স্তুতি উচ্চারণ কর এবং স্তোতার মেধা বর্দ্ধিত কর।" (৮ম—২অ-৩সূ-১সা)। •

———•———

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ　৩　১ ২　৩১ ২ ৩　২

সমিন্দ্রো রায়ো বৃহতীরধূনুত সং

৩ ২উ　৩　১ ২

ক্ষোণী সমু সূর্য্যম্।

২　৩ ২ ৩　১ ২ ৩　১　২ ২র　৩

স৺ শুক্রাসঃ শুচয়ঃ সং গবাশিরঃ

২ ৩　১ ২

সোমা ইন্দ্রমমন্দিষুঃ॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (বলাধিপতিঃ দেবঃ, ভগবান্ ইত্যর্থঃ) অস্মভ্যং 'বৃহতী' (মহান্তি) 'রায়ঃ' (পরমধনানি) 'সং' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'অধূনুত' (প্রাপয়তু); 'ক্ষোণীঃ' (ভূমীঃ, জগতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠধনং ইত্যর্থঃ) 'সং' (সম্যক্‌রূপেণ প্রাপয়তু); 'উ' (অপিচ) 'সং সূর্য্যং' (দীপ্তিং, পরাজ্ঞানং প্রাপয়তু), সঃ পরমদেবঃ 'শুচয়ঃ' (নির্ম্মলানি) 'শুক্রাসঃ' (জ্যোতীংষি) 'সং' (সম্যক্‌রূপেণ প্রযচ্ছতু); 'গবাশিরঃ' (জ্ঞানসমন্বিতাঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ—অস্মাকং হৃদিহিতাঃ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'সমমন্দিষুঃ' (হর্ষয়ন্তু—প্রীতং কুর্ব্বন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং তথা পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮ম—২অ-৩সূ-২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি দেবতা অর্থাৎ ভগবান্ আমাদিগকে মহা পরমধন প্রকৃষ্ট-রূপে প্রাপ্ত করান; জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠধন সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত করান;

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের (বালখিল্যসূক্তসহিত) দ্বিপঞ্চাশত্তম সূক্তের নবমী ঋক্। উহা বালখিল্যসূক্তের অন্তর্গত।

অপিচ, পরাজ্ঞান প্রাপ্ত করান, সেই পরমদেবতা নির্ম্মল জ্যোতিঃকে সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন; জ্ঞানসমন্বিত আমাদের হৃদ্নির্মিত শুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রীত করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন এবং পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)। (১৮অ—২খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

স 'ইন্দ্রঃ' 'বৃহতীঃ' মহান্তি 'রায়ঃ' রা ধনানি অন্নানি 'সমধূনুত' মাং প্রাপয়ত্বিত্যর্থঃ। ধূঞ্ কম্পনে (ক্র্যা০ উ০) ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ। কিঞ্চ 'ক্ষোণী' ভূমীঃ 'সং' অধূনুত মাং সম্যক্ প্রাপয়তু। অপিচ 'সূর্য্যং' সূর্য্য-সদৃশীং দীপ্তিং 'সং' অধূনুত। 'শুচয়ঃ' নির্ম্মলাঃ 'শুক্রাসঃ' শুক্রগ্রহাঃ ইন্দ্রং 'সং অমন্দিষুঃ' হর্ষয়ন্তি। কিঞ্চ 'গবাশিরঃ' গোশ্রয়ণাঃ সহিতাঃ ইন্দ্রং সমমন্দিষু হৃষ্টবন্ত ইত্যর্থঃ। (১৮অ—২খ—৩সূ—২সা)॥

দ্বিতীয় (১৬৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক যাহা কিছু লাভ করে, তাহার সমস্তই সে ভগবান হইতে প্রাপ্ত হয়। যে বস্তু লাভ করিবার জন্য মানুষ প্রাণান্ত পরিশ্রম করে, যাহা পাইলে তাহার জীবনের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয় বলিয়া মনে করে, সেই পরমধন সে ভগবানের কৃপাতেই লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে জ্ঞানের বলে মানুষ আপনার জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনে সমর্থ হয়, তাহাও ভগবানের দান। তাই সাধক মন্ত্রে ভগবানের নিকট পরমধন ও পরাজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।

আমাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানই প্রদান করিয়াছেন। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের বীজ নিহিত আছে, সাধনা দ্বারা তাহাকে বিকশিত করিতে পারিলে, মানুষ সেই শক্তিবলেই ভগবচ্চরণে পৌঁছিতে সমর্থ হয়। এখানে মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন আমাদের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে লাভ করিতে সমর্থ হই।

মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। বঙ্গানুবাদটী এই,—"ইন্দ্র প্রভূত ধন প্রেরণ করেন, দ্যাবাপৃথিবীকে প্রেরণ করিয়াছেন, সূর্য্যকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং শ্বেতবর্ণ শুচি (পদার্থসমূহকে। প্রেরণ করিয়াছেন। গব্যমিশ্রিত সোম ইন্দ্রকে সম্যক্‌রূপে প্রমত্ত করিয়াছিল।" (১৮অ ২খ ৩সূ ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের (বালখিল্য সূক্ত সহিত) দ্বিপঞ্চাশত্তম সূক্তের দশমী ঋক্। উহা বালখিল্য সূক্তের অন্তর্গত।

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

১ ২ ১ ২ ১ ৫ ১ র র ২ র
অস্তাহাউ। বায়িমন্মপূ ৩ আউবা ২ ৩। ষী ২ ৩ ৪ য়াম্। ব্রহ্মোগ্রায়বোচত-

র ১র২১ ২ ১র ২র৩ ১ ১ ১ ১ ১র ২ ১ র ২
পূর্ব্বীঋতস্যবৃহতীরনূষতা ২ ৩ ৪ ৫। স্তোতুর্হাউ। মাধিনা অধা ৩ ১ উবা ২ ৩।

৫ ২র ১২র১র ২ ২ ২র ১র র ২ ১র ২র৪৩ ১ ১ ১ ১
স্মা ২ ৩ ৪ ভা। স্তোতুর্ম্মেধা অসৃক্ষত সমিন্দ্রোরায়োবৃহতীরধূনুষা ২ ৩ ৪ ৫।

১ ২ ১ ২ ১ ৫ ১ ২র১র ২২১র
সক্ষোহাউ। পায়িসম্নু ৩ আউবা ২ ৩। রী ২ ৩ ৪ য়াম্। সক্ষোণীসমুপর্যাত-

১ ২ র১ ১ ২ ১ র ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ১র ২ ১ ২
শুক্রাসঃশুচয়ঃ। সমবাশিরা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। সোমাহাউ। আয়িন্দ্রমমা

৫
৩ ১ উবা ২ ৩। দা ১ ৩ ৪ সূ ঃ। ১২। *

—•—

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থঃ সূক্তঃ। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ১ ৩ ১র ২র
ইন্দ্রায় সোম পাতবে বৃত্রঘ্নে পরি ষিচ্যসে।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
নরে চ দক্ষিণাবতে বীরায় সদনাসদে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'বৃত্রঘ্নে' (শত্রুনাশকায়) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে) 'পাতবে' (পানায়, তস্য গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) 'পরিষিচ্যসে' (পরিক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইতি ভাবঃ); 'চ' (তথা) 'দক্ষিণাবতে' (দয়াকারুণ্যাদিভূষিতায়) 'বীরায়' (শক্তিসম্পন্নায়) 'সদনাসদে' (যজ্ঞে সীদতে, সৎকর্ম্মসাধকায়) 'নরে' (নরায়, জনায়) ত্বং পরিক্ষরসি ইতি শেষঃ; তেষাং হৃদি আবির্ভবসি ইতি ভাবঃ। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা; —"সন্তনি।"

মন্ত্রঃ। শক্তিসম্পন্নঃ সৎকর্ম্মসাধকঃ শুদ্ধসত্ত্বং লভতে; বয়মপি ভগবৎকৃপয়া শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি—ইতি ভাবঃ॥ (১৮অ ২খ - ৪সূ - ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! শত্রুনাশক ভগবানের গ্রহণের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; এবং দয়াকারুণ্যাদিভূষিত শক্তিসম্পন্ন সৎকর্ম্মসাধক ব্যক্তির জন্য আপনি ক্ষরিত হয়েন; অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শক্তিসম্পন্ন সৎকর্ম্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন; আমরাও যেন ভগবৎ-কৃপায় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।)॥ (১৮অ—২খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'বৃত্রাঘ্নে' বৃত্রস্য হন্ত্রে ইন্দ্রায়। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী (২।৩।৬২ বা০)। ইন্দ্রস্য 'পাতবে' পানার্থং 'পরি ষিচ্যসে' পরিতঃ পাত্রেষু সিচ্যসে বসতীবরীভিরদ্ভিঃ। কিঞ্চ 'দক্ষিণাবতে' ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণা দানেন তদ্বতে, 'বীরায়' বীর্য্য-যুক্তায়েন্দ্রার্থং হবীংষি দাতুং 'সদনাসদে' যজ্ঞ-গৃহে সীদতে, 'নরে' মনুষ্যায় যজমানায় তস্মৈ ফল-প্রদানার্থং পরিষিচ্যসে॥ ১॥

* * *

প্রথম (১৬৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে শুদ্ধসত্ত লাভের জন্য প্রার্থনা বিদ্যমান এবং অপরাংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত আছে। দ্বিতীয়াংশের ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধকগণ শুদ্ধ-সত্ত্বের অধিকারী হয়েন। কিন্তু আমরা তো তেমনভাবে সৎকর্ম্মে আত্ম-নিবেশ করিতে পারি না, তবে আমাদের উপায় কি হইবে? ভগবানের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাঁহার চরণে প্রার্থনা করাই একমাত্র উপায়। কিন্তু আমরা কি প্রার্থনা করিতে পারি, প্রার্থনা করিতে জানি? তাঁহার চরণে যদি আত্ম-নিবেদন করিতে পারিতাম, তাঁহাকে যদি তেমন-ভাবে ডাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে তো সকল দুঃখ-দৈন্য ঘুচিয়া যাইত, বিমল শান্তিতে হৃদয় মন ভরিয়া উঠিত। কিন্তু তাহা পারি কৈ? চারিদিকের মোহজাল আমাদিগকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তার উপর আবার রিপুর আক্রমণ, মায়ার প্রলোভন! দুর্ব্বল মানুষ, প্রবল ভীষণ রিপুকুলের সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে? সেই রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া মানুষ পরিত্রাহি ডাকে, সর্ব্বশত্রুনিসূদন সেই পরমপ্রভুর চরণে আপনার দুর্দ্দশা জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা করে। মন্ত্রের প্রথমাংশে 'বৃত্রঘ্নে' পদে সেই পরম-দেবতাকেই লক্ষ্য করিয়াছে।

বস্তুতঃ মানুষ স্বভাববশেই পাপে লিপ্ত হয় না। স্বরূপতঃ সে বিশুদ্ধ পবিত্র। সংসারের মোহ-মায়াজালই তাহাকে বিপথে প্রেরণ করে। শত্রুগণ বন্ধুর মুখোস পরিয়া আসিয়া মানুষকে বিপথে পরিচালনা করে। অজ্ঞান মানুষ রিপুগণের ছলনা বুঝিতে না পারিয়া পাপ-পথে পদার্পণ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই আপাতঃমধুর পাপ-কার্য্য অসীম দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং তখন অনুশোচনা ও পরিতাপ আসিয়া তাহার জীবনকে বিষাক্ত করিয়া দেয়। মানুষ যতই কঠিন হৃদয় হউক না কেন, তাহার অন্তরস্থ সদ্ভাবরাজি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় না, অধঃপতনের মধ্যেও অন্তরের আলোক বিদ্যুৎ-শিখার ন্যায় বিকাশ পায়। তাহার আলোকেই মানুষ আপনার উদ্ধারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করে। তখন পতিতপাবন ভবপারের কাণ্ডারীর কথা স্মরণ হয়, তাঁহার চরণে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করে। কারণ তিনি যে একমাত্র শত্রুবিনাশক পরমদেবতা!

সেই পরমদেবতাকে লাভ করিবার জন্য, তাঁহার করুণাকণা পাইবার জন্য, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজন করিতে হইবে। তাই তাহা লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা মন্ত্রের প্রথমাংশে পরিদৃষ্ট হয়। শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়াই প্রার্থনা করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎ-শক্তি, সুতরাং পরোক্ষভাবে শক্তির অধিকারী সেই পরমপুরুষের নিকটেই প্রার্থনা নিবেদিত হইয়াছে।

মন্ত্রের অপরাংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বলাভ করিয়া ধন্য হয়েন, মন্ত্রাংশের ইহাই সারমর্ম্ম। কিরূপ সাধক লাভ করেন? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ বলা হইতেছে "দক্ষিণাবতে বীরায় সদনাসদে" অর্থাৎ দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণসম্পন্ন, আত্মশক্তিসম্পন্ন সৎকর্ম্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে সোম! বৃত্রের নিধনকারী ইন্দ্রের জন্য তোমাকে সেচন করা যাইতেছে, যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিতেছে, তাহার গৃহে যে দেবতা আসিয়াছেন তাঁহারও জন্য তোমাকে সেচন করা যাইতেছে। (৮অ-২খ ৪সূ ১সা)।*

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ওঁ সখায়ঃ পুরূরুচং বয়ং যূয়ং চ সূরয়ঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অশ্যাম বাজগন্ধ্যং সনেম বাজপস্ত্যম্ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা উত্তরার্চ্চিকের অন্যত্র (১০অ-১০খ ৩সূ ৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' সখিভূতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ !) 'যুয়ং' 'সুধয়ঃ বয়ং' (জ্ঞানাকাঙ্ক্ষিণঃ বয়ং ইত্যর্থঃ) 'পুরুরুচং' (বহুদীপ্তিং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'বাজগন্ধ্যং' (বলকরং) 'তং' (প্রসিদ্ধং— শুদ্ধসত্বং) অশ্যাম' (অশ্নবাম প্রাপ্নয়াম) ; 'চ' (তথা) 'বাজপস্ত্যং' (শক্তিদায়কং) পরাজ্ঞানং ইতি যাবৎ 'সনেম' (সম্ভজেমহি, প্রাপ্নয়াম)। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং আত্মশক্তিদায়কং শুদ্ধসত্বং তথা পরাজ্ঞানং লভেমহি—ইতি ভাবঃ ॥ (১৮অ—২খ ৪সূ ২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ ! অর্থাৎ জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী আমরা যেন জ্যোতির্ম্ময় বলকর প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্বকে প্রাপ্ত হই ; এবং শক্তিদায়ক পরাজ্ঞান যেন প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন আত্মশক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ব এবং পরাজ্ঞান লাভ করি।) ॥ (১৮অ—২খ—৪সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সখায়ঃ' স্তোতারঃ 'সুধয়ঃ' প্রজ্ঞাবন্তঃ 'যুয়ং বয়ঞ্চ' যজমানাঃ 'পুরুরুচং' 'বহুদীপ্তিং' 'বাজগন্ধ্যং' বল-কর-সাধুগন্ধোপেতং তং তমিমং সোমং 'অশ্যাম' অশ্নীম পিবেম। কিঞ্চ 'বাজপস্ত্যং' অন্নযুক্ত গৃহ সহিতং'। যদ্বা, বলকরং সোমং 'সনেম' সম্ভজেমহি সোমেন বলান্ন-গৃহাদীনি ভবন্তীত্যর্থঃ। (১৮অ ২খ ৪সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৬৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষের মনই মানুষের পরম বন্ধু, আবার এই মনই তাহার পরম শত্রু হইতে পারে। যখন মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে, তখন এই মনই তাহাদের পরম বন্ধু। আবার যখন মানুষ অসৎকর্ম্মে রত হয়, তখন এই মনই মানুষকে অসৎপথে পরিচালিত করে, তখন এই মনই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। এখানে সাধক জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী হইয়া আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহের সখিত্ব কামনা করিতেছেন। তাই 'সখায়ঃ' পদে সেই চিত্তবৃত্তিসমূহকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে

মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনের ভাব এই যে, আমরা যেন সদ্বৃত্তিসমূহের সাহায্যে পরাজ্ঞান ও শুদ্ধসত্ব লাভ করিতে সমর্থ হই। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর অন্যরূপ ভাব গৃহীত হইয়াছে।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"হে বুদ্ধিমান বন্ধুগণ! এই দেখ সেই সোম আমাদিগের সম্মুখভাগে ঔজ্জল্য প্রকাশ করিতেছে, ইহার গন্ধ আঘ্রাণ করিলে কিম্বা ইহাকে পান করিলে বল পাওয়া যায়। এস, তোমরা আমরা উভয়ে ভাগ করিয়া লই এবং পান করি।" কিন্তু এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের অনৈক্য ঘটিতেছে। নিম্নে একটী ভাষ্যানুসারী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি তাহা এই,—"হে স্তোতাওঁ বুদ্ধিমান তুম আউর হম যজমানকী উস্ বড়ী দীপ্তিওয়ালে আউর বলকারী শ্রেষ্ঠ সুগন্ধিময় বস্তুওসে প্রস্তুত হুয়ে সোমরসকো পিয়ৈ, বলকারী সোমকো পিয়ৈ।" (১৮অ—২খ—৪সূ—২সা)॥ *

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং তৃতীয়া সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

পরি॰ ত্যং৺ হর্য্যতং৺ হরিং॰ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধকাঃ 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'হর্য্যতং' (সর্বৈঃ স্পৃহণীয়ং) 'হরিং' (পাপহারকং শুদ্ধসত্ত্বং ইতি যাবৎ) 'পরি' (পরিগচ্ছন্তি—প্রাপ্নুবন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে ইতি ভাবঃ॥ (১৮অ—২খ—৪সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ প্রসিদ্ধ সর্ব্বলোকস্পৃহণীয় পাপহারক শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (১৮অ—২খ—৪সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

তৃতীয়মৃক্ পূর্ব্বমেব ব্যাখ্যাতা॥ (১৮অ—২খ—৪সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্দ্দিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১৬৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।*

এই মন্ত্রটী সামবেদের একটী মন্ত্রের অংশবিশেষ। সমগ্র মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল। মন্ত্রটী এই,—

২৩ ১ ২৩১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
পারি ত্যং হর্য্যতং হরিং বভ্রুং পুনন্তি বারেণ।

২ ৩২উ ৩ ২উ ৩ ১২ ৩১র ২র
যো দেবান্ বিশ্বান্ ইৎপরি মদেন সহ গচ্ছতি॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।—'মদেন সহ' (আনন্দেন সহ, সাধকায় পরমানন্দদানায় ইত্যর্থঃ) 'যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'বিশ্বান্' (সর্ব্বান্) 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'ইৎ' (নিশ্চিতং) 'পরিগচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি, তৈঃ সহ সম্মিলিতঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) 'ত্যং' (তং) 'হরিং' (পাপহারকং) 'হর্য্যতং' (সর্ব্বৈঃ স্পৃহণীয়ং, সর্ব্বলোকস্পৃহণীয়ং) 'বভ্রুং' (পালকং, সজ্জনপালকং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'বারেণ' (অমৃতেন) সাধকাঃ 'পারি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'পুনন্তি' (শোধয়ন্তি); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ অমৃতদায়কং বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ॥

বঙ্গানুবাদ।—সাধককে পরমানন্দ দিবার জন্য যে সত্ত্বভাব সমস্ত দেবভাবকে নিশ্চিতরূপে প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত মিলিত হয়েন, সেই পাপহারক, সর্ব্বলোকস্পৃহণীয়, সজ্জনপালক সত্ত্বভাবকে অমৃতের দ্বারা সাধকগণ সর্ব্বতোভাবে শোধন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অমৃতদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হয়েন।)॥

মর্ম্মার্থ।—ভাষ্যকার এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বভ্রুং' পদের অর্থ করিয়াছেন—'বভ্রুবর্ণ' অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ। অন্যত্র তাঁহার মতানুসারেই সোমরস হরিৎবর্ণ। একই জিনিষ, একই অবস্থায়, দুই বর্ণ হয় কিরূপে? প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'বভ্রুং' পদ সোমরসের বিশেষণরূপে গৃহীত হইয়াছে। পালনার্থক 'ভৃ' ধাতু-নিষ্পন্ন 'বভ্রু' শব্দে পালক, সজ্জনপালক প্রভৃতি ভাবকে লক্ষ্য করে। আমরা এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রান্তর্গত 'বারেণ' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বে (৩প-৫অ—৫খ ৩সা) আলোচনা করা গিয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মন্ত্রের মধ্যে একটি নিত্য-সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সত্তের সঙ্গেই সত্তের মিলন হয়, সমধর্ম্মী সমধর্ম্মীকেই চায়। তাই সত্ত্বভাব ও দেবভাব অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই উভয়ের মিলনে, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সহিত দেবভাব সম্মিলিত হইলে সাধক পরমানন্দ—অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে॥ (৮অ ২খ—৪সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী উত্তরার্চ্চিকের অন্যত্র (১০অ—১১খ ৩সূ ২সা) প্রাপ্তব্য। উহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প-৫অ—৮খ ৮সা) পরিদৃষ্ট হয়। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

৪ ৩ ৪ ২ ৪র ৫ ১ র ২ ১ ২ ২
ইন্দ্রাং৫ য়। শো ৩ মা ৩ পাতাবারি। বাত্র্যেপা। ন্নী ৩ বায়িচ্যা ৩ সারি।

১ --১ ২ ১ ২ ২ ১ র A
নরে ২ চ। দক্ষা ২ ৩ য়িণা। হুম্মারি। বা ৩ ভারি। বারিয়ায়সদনা ২

৩২ ১ ২ ১র র র ২ ১২ ২ ১ --১
সদাউ। দায়িতাম্। সথায়ঃপুরুরুচংবয়ংযুয়াম্। চা ৩ স্বরা ৩ য়াঃ। অন্ধা ২ য।

র ২ ১ ২ ২ ১র র --৩২ ১২
বাজা ২ ৩ গা। হুম্মায়ি। ধা ৩ য়াম্। সানেমবাজপা ২ স্তিরাউ। যাম্পা।

১ ২ ১২ ২ ১র --১র
রিতা৮ হর্যাত৮ হরিষক্রম্পুনা। ভী ৩ সারে ৩ ণা। যোদে ২ বান্। বিশ্বা৮

২ ১ ২ ২ ১ র ∧ ৩২
২ ৩ আ। হুম্মায়ি। পা ২ রায়ি। মাদেনসহগা ২ চ্ছতাউ। ১।২।৩। *

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১র ২র
কস্তমিন্দ্র ত্বা বসো০॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসো' (বাসক, সর্ব্বেষাং আধারভূত ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রঃ' (সর্ব্বশক্তিমন হে ভগবন্!) 'ত্বা' (ত্বাং) যঃ উপাসাতি যদ্বা শরণং গচ্ছতি ইতি যাবৎ, 'তং' (ভবতাং শরণাগতং তং জনং ইতি ভাবঃ) 'কঃ' (কোঽপি) অভিভবিতুং ন শক্নোতি ইতি শেষঃ। (১৮অ—২খ—৫সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকলের আধারভূত সর্ব্বশক্তিমান্ হে ভগবন্! আপনাকে যে জন উপাসনা করে অর্থাৎ শরণ গ্রহণ করে, আপনার শরণাগত সেই ব্যক্তিকে কেহই অভিভূত করিতে সমর্থ হয় ।। (১৮অ—২খ—৫সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা; -"বজ্রাবজীয়ে যে।"

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইত্যাচঃ প্রতীকং, তস্যাদিতো ব্যাখ্যানমস্যত্র দ্রষ্টব্যং। (১৮অ - ২খ—৫সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১৬৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী ছন্দ-আর্চ্চিকের একটী মন্ত্রের অংশ-বিশেষ মাত্র। ছন্দ-আর্চ্চিকের সেই মন্ত্রটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

১র ২র ৩১র ২র
"কস্তমিন্দ্র ত্বা বসবা মর্ত্ত্যো দধর্ষতি।

৩১র ২র ৩ ১ ২ ৩২ ৩১র ২র
শ্রদ্ধা হি তে মঘবন পার্য্যে দিবি বাজী বাজং সিষাসতি॥"

ছন্দার্চ্চিকের এই মন্ত্রেরই প্রথমাংশ এ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মন্ত্ররূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। উদ্ধৃত ব্যাখ্যা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রাংশে এস্থলে যে তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয়, এখানে তদ্বিষয়ই আমাদিগের বিবেচ্য।

ভাষ্যকার এ মন্ত্রের কোনও অর্থ প্রদান করেন নাই। তিনি কেবল ছন্দ-আর্চ্চিকে এই মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। আমরা এই মন্ত্র নিত্যসত্য এবং ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে পারিলে, সকল বিপদের শান্তি হয়। ভগবান্ রক্ষা করিলে, কেহই বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না।' ভগবানের এই মহিমা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ—যদি সংসার-সমুদ্র উত্তরণে প্রয়াসী হও, ভগবানের শরণ গ্রহণ কর; তিনি তোমার সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।

ভগবান বলিয়াছেন,—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ;'—অর্থাৎ সকল ধর্ম্ম (ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম) পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর। তাহা হইলে, 'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ'—আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব! শাশ্বতী শান্তির কি স্পষ্ট আহ্বান! দয়ার সাগর তিনি, অভয় দিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া কহিতেছেন,—'মানুষ! কেন হতাশ হও, কেন ভয় পাও; আমার দিকে অগ্রসর হও, আমাকে আশ্রয় কর। তোমার সকল শোক তাপ দূরে যাইবে, তোমার সকল দুঃখ—সকল অশান্তি তিরোহিত হইবে।' আর ভাবনা কি? তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। তুমি কেবলমাত্র "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

একবার একদিন নহে। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত প্রতিজনকে ডাকিয়া ডাকিয়া শ্রীভগবান উপদেশ দিয়াছেন, "যদি দুঃখ-নিবৃত্তি ও শান্তিলাভ করিতে চাও, মদ্গতচিত্ত হও, আমার

প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে অভ্যাস কর; আমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও, আমাকে নমস্কার কর। এবম্প্রকারে আমার প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া আমার অনুসরণ করিলে, আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমাকে প্রাপ্ত হইলে তোমার সকল সন্তাপ দূরে যাইবে; তুমি পরমানন্দলাভে সমর্থ হইবে।" সুতরাং "মামেকং শরণং ব্রজ।" আমাকে পাইলে, সকলই পাওয়া হইবে; আমাকে জানিলে সকলই জানা হইবে। আমি সকল ধর্ম্মেরই "পরমং বেদিতব্যং।" একেবারে সোজাসুজি তাঁহার শরণ লওয়া। এ কি কম সান্ত্বনার কথা! জীবনব্যাপী তপস্যার আবশ্যক নাই, কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধ্য ব্রতনিয়মের আবশ্যক নাই; গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় লওয়ার আবশ্যক নাই। শুধু আমার শরণ—একমাত্র ভগবানের শরণ লওয়া। এ শিক্ষার—এ উপদেশে, তুমি যেমন আছ, তেমনি থাক; যাহা করিতেছ, তাহাই কর। তবে তুমি যাহা করিতেছ, তাহা তোমার নয় ভগবানের, এইরূপ বুঝিয়া কার্য্য কর। এই বিশ্ব-যজ্ঞাগারে মনে কর, তুমি তাঁহার একজন সেবক মাত্র। তিনি সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর; সকল যজ্ঞের ফলভাগী। তুমি মাত্র তাঁহার সহায়-স্বরূপ। তুমি স্ত্রী হও শূদ্র হও, অধিকারী হও, অনধিকারী হও, হিন্দু হও, মুসলমান খৃষ্টান হও; তাহাতে কিছু আসে যায় না। কার্য্যের সাফল্য-বৈফল্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম তোমার নহে বুঝিয়া, কর্ম্মফল তাঁহাতে অর্পণ কর। তাহা হইলেই তোমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হইবে; তাহা হইলে আর মোক্ষ-লাভের জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মূঢ় মানব! ভগবানের এ শাশ্বতী অভয় বাণী শুনিয়াও তাঁহার প্রতি তোমার এ নির্ভরতাটুকু আসিবে না কি? যদি সে বিশ্বাসটুকু করিতে পার, দেখিবে—এই অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ড এক মহা বিরাট-পুরুষেরই অংশ-মাত্র। বুঝিবে তরঙ্গ যেমন সিন্ধু হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও এক; সমস্ত জীবাত্মা তেমনি দৃশ্যতঃ পরস্পর পৃথক হইয়াও সেই একই পরমাত্মার ব্যষ্টি বিকাশ-মাত্র। জানিবে—সর্ব্বব্যাপনশীল একই সিন্ধুজল যেমন, বিশাল মহাসমুদ্রের অংশ বিশেষ লইয়া নামরূপ গ্রহণে তরঙ্গ অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছে; তেমনি একই পরমাত্মার অংশ বিশেষ নামরূপ-গ্রহণে জড়-উদ্ভিদ মনুষ্য-পশু-কীট-পতঙ্গ স্থাবর-জঙ্গম-চরাচরের উদ্ভব হইয়াছে। সমুদ্র-জলে মিশাইয়া গেলে তরঙ্গ যেমন নাম-রূপ হারাইয়া এক হইয়া যায়; স্থাবর-জঙ্গমাদিও সেইরূপ লয়ে নাম-রূপ হারাইয়া পরব্রহ্মে মিশাইয়া যাইবে। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানে নির্ভর পরায়ণ হইলে, তাঁহার শরণ লইলে, মোক্ষের বা মুক্তির জন্য আর ভাবিতে হয় কি? তখন মুক্তি আপনিই অধিগত হইয়া আসে। (১৮অ—২খ—৫সূ—১সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশ সূক্তের চতুর্দ্দশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

ছন্দ-আর্চ্চিকের (৩অ—৫খ—৫দ—৮সা) এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা—'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'ত্বাবসুং' (ত্বাবসুং, ত্বমেব বসু ধনং যস্য স ত্বাবসুঃ, তং ভগবৎপ্রাণং ইত্যর্থঃ) 'তং' (সাধকং) 'কঃ মর্ত্ত্যঃ' (কো জনঃ,

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
মঘোনঃ স্ম বৃত্রহত্যেষু চোদয়

১র ২র ৩ ১র ২র
যে দদতি প্রিয়া বসু।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তব প্রণীতী হর্য্যশ্চ সূরিভির্বিশ্বা

৩ ২
তরেম দুরিতা ॥ ২ ॥

কঃ শত্রুঃ) 'দধর্ষতি' (ধর্ষয়তি, পীড়য়তি); ভগবৎপরায়ণং জনং কোঽপি ন পীড়য়িতুং সমর্থঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ ; 'মঘবন্' (পরমধনশালিন হে দেব !) 'বাজী' (সৎকর্ম্মসম্পন্নঃ প্রজ্ঞাবান জনঃ) 'তে' (তব প্রতি) 'শ্রদ্ধা' (শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্) 'পার্যে' (রিপুনাশায়) তথা 'দিবি' (দ্যুলোকে, মোক্ষপ্রাপ্তয়ে বা) 'হি' (নিশ্চিতং) 'বাজং' (সৎকর্ম্ম) 'সিষাসতি' (দাতুমিচ্ছতি, সাধয়তি ইত্যর্থঃ); সাধকঃ রিপুনাশায় মোক্ষলাভায় চ সর্ব্বত্র সৎকর্ম্মণি আত্মানং নিয়োজতি ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ—ষড়ৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব ! ভগবৎগতপ্রাণ সাধককে কোন্ শত্রু পীড়া দিতে পারে ? (ভাব এই যে,—ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তিকে কেহই পীড়া দিতে সমর্থ হয় না); পরমধনশালী হে দেব ! সৎকর্ম্মসম্পন্ন ব্যক্তি আপনার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, রিপুনাশের জন্য এবং মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্য (দ্যুলোকে) সৎকর্ম্মসাধন করেন ; (ভাব এই যে,—সাধক রিপুনাশের ও মোক্ষলাভের জন্য সর্ব্বত্র সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন)।

সায়ণ-ভাষ্য—বশিষ্ঠ ঋষিঃ। হে 'বসো' বাসক ব্যাপক বা হে 'ইন্দ্র' 'তং' প্রসিদ্ধং 'ত্বা' ত্বাং 'কঃ' 'মর্ত্ত্যঃ' 'আদধর্ষতি' আধর্ষয়েৎ। হে 'মঘবন্' ! 'তে' ত্বদর্থং যঃ 'শ্রদ্ধা' শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সন্ 'বাজী' হবিষ্মান্ যজমানঃ ভবেৎ। 'পার্যে দিবি' সৌত্যেঽহনি সঃ 'বাজং' হবির্লক্ষণমন্নং 'সিষাসতি' দাতুমিচ্ছতি।

মর্ম্মার্থ—যিনি ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি 'অভীঃ'। জগতে কেহ তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না ; কারণ, তিনি যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই আশ্রয়—সেই অভেদ্য দুর্গ—কোন শত্রুর পক্ষে জয় করা তো দূরের কথা, কেহ সেদিকে অগ্রসরও হয় না। শক্তির উৎস তিনি, তাঁহা হইতে জগতে সকল শক্তি বিচ্ছুরিত হয়।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মঘোনঃ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্য) 'তব' (তব প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'যে' (যে জনাঃ) 'প্রিয়া' (ভবতাং প্রীতিকরাণি) 'বসু' (শুদ্ধসত্ত্বরূপাণি পূজোপচারাণি ইত্যর্থঃ) 'দদতি' (প্রযচ্ছন্তি, উৎসৃজন্তি বা) ত্বমপি অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্তঃ সন্ তান্ জনান্ 'বৃত্রহত্যেষু' (রিপুণা সহ সংগ্রামেষু ইত্যর্থঃ) 'চোদয়' (প্রেরয়, শত্রুনাশসামর্থ্যদানেন তান্ প্রবর্দ্ধয় ইতি ভাবঃ)। অতঃ 'হর্য্যশ্ব' (প্রভূতপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে ভগবন!) তব 'প্রণীতী' (প্রেরণয়া, যদ্বা—ভবতাং অনুগ্রহেণ সৎকর্ম্মাণি সৎপাথ চ প্রাপ্তিষ্ঠিতাঃ সন্তঃ ইতি ভাবঃ) বয়ং 'সূরিভিঃ' (বিশুদ্ধ-জ্ঞানলাভেন সত্ত্বভাবলক্ষয়েন চ) বিশ্বা', (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'দুরিতা' (দুরিতানি, পাপকলুষানি ইত্যর্থঃ) 'তরেম' (তীর্ণা ভবেম)। মন্ত্রস্য প্রথমার্দ্ধে নিত্যসত্যঃ, দ্বিতীয়ার্দ্ধে সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে। ভক্ত্যা যঃ ভগবতি আত্মসমর্পণং করোতি, ভগবান্ তং রক্ষতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—সংসার-তাপ-নাশায় বয়ং করুণাময়ং ভগবন্তং আত্মনিবেদনং করবাম। (১৮অ ২খ—৫খ—২সা)॥

আধারের সঙ্গে কে প্রতিযোগিতা করিতে যাইবে? তাই সাধক, নিজকে নিরাপদ করিবার সেই শক্তির জন্য, সেই আশ্রিত-বৎসল ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন।

অন্য দিক দিয়াও দেখিতে গেলে বুঝা যায়, ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি 'অভীঃ'। কারণ, যিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহার নিজের বলিতে কিছুই নাই, সুখ দুঃখ নিন্দা-প্রশংসা সমস্তই তাঁহার নিকট এক জিনিষ। সেই স্থিতধী ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা নাই, দ্বেষ নাই, নিন্দা-অপমানে সুখে-দুঃখে তিনি সমানভাবে উদাসীন। সুতরাং শত্রুর পীড়া, অথবা বন্ধুর ভালবাসা তাঁহার সাধন-কর্ম্মে লাগিয়া 'ফিরিয়া যায়—সাধকের মনে সুখ-দুঃখের কোন তরঙ্গই তুলিতে সমর্থ হয় না। তাই বলা হইয়াছে "কস্তমিন্দ্র ত্বাবসবা মর্ত্ত্যো দধর্ষতি?"

যে পর্য্যন্ত না মানুষ সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্গতপ্রাণ হয়, সে পর্য্যন্ত সাধক যতই উচ্চস্তরে যাউন না কেন, তখনও শত্রুর আক্রমণ সম্ভাবনা থাকে। তাই তিন্দুদর্শনকার বলিতেছেন—মানুষকে ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ এই তিনলোকে যাওয়া-আসা করিতে হয়; অর্থাৎ, স্বর্লোকে গিয়াও মানুষের পতনের সম্ভাবনা আছে যদি না তিনি ভগবচ্চিত্ত হইয়া সাধনায় রত হন। তাই প্রজ্ঞাবান্ সাধক সাধনার উচ্চস্তরে দ্যুলোকেও মোক্ষসাধনভূত সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন। বেদ এই মন্ত্রের মধ্য দিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, "মানব! সাবধান! যে পর্য্যন্ত না ভবসমুদ্রের পারে পৌঁছিয়াছ, সে পর্য্যন্ত তুমি নিরাপদ নহ; যে কোনও মুহূর্ত্তে তোমার ভরাডুবি হইতে পারে। অতএব সাবধান মানব! পাপের হাত হইতে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন কর—পারের মাঝির চরণে আত্মসমর্পণ কর।"

এই মন্ত্রের প্রচলিত কোন কোনও ব্যাখ্যায় সোমরসের কথা টানিয়া আনা হইয়াছে। আমরা কিন্তু উহাতে সোমরসের গন্ধও পাই নাই। আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা-মুখেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের সমস্যামূলক পদ—'ত্বাবসবা'। ঋগ্বেদীয়-পাঠের অনুসরণে আমরা 'ত্বাবসুং' পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আপনার প্রীতির নিমিত্ত যে জন আপনার প্রীতিকর শুদ্ধসত্ত্বরূপ উপকরণসমূহ উৎসর্গ করে, আপনি অনুগ্রহ-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সেই জনকে রিপুসহ সংগ্রামে শত্রুনাশসামর্থ্যদানে প্রবর্দ্ধিত করেন। অতএব, প্রভূতজ্ঞানসম্পন্ন হে ভগবন্! আপনার প্রেরণায় অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহে সৎকর্ম্মে এবং সৎপথে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া, বিশুদ্ধজ্ঞানলাভে এবং সদ্ভাবসঞ্চয়ে যেন সমুদায় পাপকলুষ হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হই। (এই মন্ত্রের প্রথমাংশে নিত্যসত্য এবং দ্বিতীয় অংশে সঙ্কল্প বর্ত্তমান। ভক্তিসহকারে যিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করেন। অতএব সঙ্কল্প— সংসার তাপ-নাশের জন্য আমরা যেন করুণাময় ভগবানকে আত্মনিবেদন করিতে পারি)॥ (১৮অ—২খ—৫সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'মঘোনঃ' ধনবতঃ 'তব' ত্বদর্থং 'প্রিয়া' প্রিয়াণি 'বসু' বসূনি হবির্লক্ষণানি ধনানি 'যে' জনাঃ 'দদতি' প্রযচ্ছন্তি তান্ জনান্ 'বৃত্রহত্যেষু' যজ্ঞেষু সংগ্রামেষু বা 'চোদয়' প্রেরয়। হে 'হর্য্যশ্ব' হরি-নামকাশ্ববন্নিন্দ্র! তব 'প্রণীতী' প্রণীত্যা প্রণয়নেন 'সূরিভিঃ' স্তোতৃভিঃ পুত্রাদিভিঃ সার্দ্ধং 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'দুরিতা' দুরিতানি 'তরেম' তীর্ণা ভবেম। (১৮অ-২খ-৫সূ-২সা)॥

ইতি অষ্টাদশস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বিতীয় (১৬৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশক এবং আত্মোদ্বোধনমূলক। ভগবানের করুণা ভিন্ন এ সংসারে কিছুই সম্ভব নহে। তিনি যদি দয়া করেন, তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া যদি তাঁহার প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, ফলাকাঙ্ক্ষা-বিরহিত হইয়া তাঁহার কর্ম্ম তিনিই করাইতেছেন মনে করিয়া মানুষ যদি কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে ভগবানই তখন অনুগ্রহ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, শরণাগতকে রক্ষা করেন, তাহার গতিমুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। মন্ত্র এই যে সত্য প্রকটিত করিতেছে, এ সত্য চিরপ্রতিষ্ঠিত। ভগবৎ-প্রেরণারই মানুষের সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি জন্মে—ভগবানের অনুগ্রহেই মানুষ সত্ত্বাসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হয়। শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। বাল্মীকি, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি এপক্ষে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আজীবন পাপপরায়ণ হইয়াও তাঁহারা যে অক্ষয় পুণ্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন,—ভগবানের করুণা ভিন্ন তাহাকে আর কি বলিব! তাই মন্ত্র বলিতেছেন,—যদি তেমন ভক্ত হইতে পার; যদি তেমনভাবে আত্মসমর্পণে সমর্থ হও, অনায়াসে ভগবানের করুণা-লাভে সমর্থ হইবে।

ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের এক মাত্র আশ্রয়-স্থান;—ভক্তের হৃদয়েই ভক্তাধীন ভগবান বাস করেন। জ্ঞানী ভক্তই তাঁহাকে দেখিতে পান;—জ্ঞানীরই তিনি দৃষ্টিগোচর আছেন। সত্যের আশ্রয়-স্থান তিনি; সত্যের মধ্যেই তিনি বিরাজমান। ভক্ত সৎ; জ্ঞানীই সৎ। জ্ঞানীর ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার বাসস্থান; তাই অনেক সময় ভগবান স্বয়ং ভক্ত সাজিয়াছেন;—ভক্তিডোরে কেমন করিয়া তাঁহাকে বাঁধিতে হয়, ভক্ত সাজিয়া আপনিই তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া, তাঁহার প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই মানুষ তাঁহাকে প্রাপ্ত হউক, যুগেযুগে অবতাররূপ-গ্রহণে তিনি মানুষকে তাহাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। মন্ত্রের প্রথমাংশ যেন তাই শিক্ষা দিতেছে 'সেই ভক্তিই ভক্তি, সেই জ্ঞানই জ্ঞান অনন্যচিত্তে যদ্দ্বারা ভগবানের তৃপ্তিসাধনে নিযুক্ত হইতে পারা যায়। জ্ঞানভক্তির সেই পবিত্র-বন্ধনে ভগবানকে বন্ধন কর। তিনি তোমায় চিদানন্দ প্রদান করিবেন।' হও—প্রজ্ঞানসম্পন্ন; হও—ভক্তিমান; হও সৎকর্ম্মপরায়ণ; ভগবানের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইবে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে উদ্বোধনার ভাব প্রকটিত। প্রার্থনাকারী ভাবিতেছেন,—'আমি জ্ঞানী নহি, ভক্ত নহি, সাধক নহি। তাই বলিয়া আমি কি ভগবানের করুণালাভ করিতে পারিব না?' তাই তাঁহার জ্ঞানী হইবার, ভক্ত হইবার সঙ্কল্প। ভগবানের প্রেরণায়ই যদি মানুষ সৎকর্ম্মে রত হয়, সৎপথের সন্ধান পায়,—আমিই বা সে করুণা কেন না পাইব? আমি যদি তাঁহাকে আত্মনিবেদন করিতে পারি, আমি যদি তাঁহার শরণাপন্ন হই, তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রতি করুণাপরায়ণ হইবেন তিনি নিশ্চয়ই আমার সকল পাপ দূর করিয়া মোক্ষ পথের পথিক করিবেন।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'হর্য্যশ্ব' পদ প্রণিধানযোগ্য। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'হরিনামকাশ্ববানিন্দ্র।' ইন্দ্রের বাহক যে অশ্বদ্বয়, তাহারা 'হরি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে অশ্ব প্রভৃতির কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। ঋগ্বেদের মন্ত্রার্থ আলোচনায় আমরা এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ধাত্বর্থের অনুসরণে 'হরি' শব্দের অর্থ হয়—'যিনি হরণ করেন।' পাপ হরণ করেন বলিয়াই ভগবানের নাম 'হরি।' পাপের অপেক্ষা গুরুভার সামগ্রী সংসারে আর দ্বিতীয় নাই। সেইজন্যই পাপতাপহরণকারী ভগবান্ 'হরি' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 'হরণ' হইতে আবার 'বহন' ভাবও সূচিত হয়। তাই হরি শব্দে ইন্দ্রের অশ্ব বা যে টুক অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কত দূর অন্বয়ে ঐ অর্থ সিদ্ধ হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

আমাদের মতে 'হরি' শব্দে রশ্মি (জ্ঞানরশ্মি) বুঝায়। কিবা যজ্ঞপক্ষে কিবা আধ্যাত্মিক পক্ষে 'হরি' শব্দের 'রশ্মি' (জ্ঞানরশ্মি) অর্থই সর্ব্বথা সঙ্গত হয়। যজ্ঞক্ষেত্রেও তিনি (ভগবান) রশ্মির মধ্য দিয়া আসিতে পারেন; আবার হৃদয়-ক্ষেত্রেও তিনি জ্ঞানের মধ্য দিয়া আসিয়া অন্তরের ভক্তিসুধা গ্রহণ করিতে পারেন। দুই দিকের দুই ভাবই ঐ একই অর্থে

প্রকাশ পায়। কিন্তু সে রশ্মি বা জ্যোতিঃ কেমন? -অর্থাৎ অশ্ব যেমন আরোহীকে গন্তব্য-স্থানে পৌছাইয়া দেয়, অথবা অভীষ্টস্থান প্রাপ্ত করে; এ রশ্মি সেইরূপ ভগবানকে অন্তরে বহন করিয়া আনে, অথবা প্রার্থনাকারীকে ভগবানের নিকট পৌছাইয়া দেয়। আবার অশ্ব যেমন ত্বরিতগতিবিশিষ্ট, জ্ঞানরশ্মিও তেমনি ত্বরিতগতিবিশিষ্ট। প্রকৃষ্ট-জ্ঞানসম্পন্ন আত্মোৎকর্ষশীল ব্যক্তি সহজেই ভগবানে আত্মলীন করিতে সমর্থ হয়েন। এই অর্থেই 'হর্য্যাশ্ব' পদের সার্থকতা॥ (১৮অ—২খ-৫স—২সা)॥ *

—— ০ ——

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
এন্দু মধোর্ম্মদিন্তরং সিঞ্চাধ্বর্য্যো অন্ধসঃ।
১ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
এবা হি বীরস্তবতে সদাবৃধঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অধ্বর্য্যো' (সৎকর্ম্মণঃ নেতঃ হে মম মনঃ!) ত্বং 'অন্ধসঃ' (সত্ত্বভাবজনিতং) 'মধোঃ', (পরমানন্দদায়কং, অমৃতোপমং) 'মদিন্তরং' (মোক্ষপ্রাপকং ইতি ভাবঃ) 'ইৎ' (বিশুদ্ধং জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'আ সিঞ্চ' (অভিষিঞ্চ, হৃদি উপজয়) ; 'সদাবৃধঃ' (চিরবর্দ্ধনশীলঃ,- সত্ত্বাদিভিঃ ইতি ভাবঃ) 'বীরঃ' (সমর্থঃ, আত্মশক্তিসম্পন্নঃ সাধকঃ ইতি যাবৎ) 'উ' (খলু) 'এব হি' (কেবলং) 'স্তবতে' (পূজয়তি, আরাধয়তি—ভগবন্তং ইতি শেষঃ)। মোক্ষলাভায় অহং ভগবন্তং আরাধয়ামি—ইতি ভাবঃ॥ (১৮অ—৩খ—১স—১সা)॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে উনবিংশ বর্গে (সপ্তম মণ্ডল দ্বাত্রিংশ সূক্তে পঞ্চদশী ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা,—"হে ইন্দ্র! তুমি মঘবান। যাহারা তোমার প্রিয় ধন প্রদান করে, তাহাদিগকে সংগ্রামে প্রেরণ কর। হে হর্য্যশ্ব! তোমার উপদেশমত স্তোতৃগণের সহিত সমস্ত দুরিত হইতে উত্তীর্ণ হইব।"

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের নেতা হে আমার মন! তুমি সত্ত্বভাব-জনিত পরমানন্দ-দায়ক মোক্ষপ্রাপক বিশুদ্ধ জ্ঞান হৃদয়ে সঞ্চয় কর। সত্ত্বাদির দ্বারা চির-বর্দ্ধনশীল আত্মশক্তি-সম্পন্ন সাধকই কেবল ভগবানের পূজায় সমর্থ হন। (ভাব এই যে,—মোক্ষলাভের জন্য আমি যেন ভগবানের আরাধনা করি।)। (১৮অ—৩খ—.সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অধ্বর্য্যো!' অধ্বরস্য নেতঃ! ঋত্বিক্! 'মধোঃ' মদকরস্য 'অন্ধসঃ' সোমলক্ষণস্যান্নস্য 'মদিন্তরং' অত্যর্থং মাদয়িতৃতমং সোমরসমেব 'আ সিঞ্চ' ইন্দ্রার্থমভিমুখেন ক্ষর। 'ইৎ' 'উ' ইত্যবধারণে। 'বীরঃ' সমর্থঃ 'সদাবৃধঃ' সর্ব্বদা হবির্ভির্বর্দ্ধনীয়ঃ। যদ্বা, সর্ব্বদা যজমানস্য বর্দ্ধকঃ। অয়ং 'এব' ইন্দ্রঃ 'স্তবতে হি' স্তোত্র-শস্ত্রাদিভিঃ স্তূয়তে খলু। অতঃ কারণাৎ স্তুতায়েন্দ্রায় সোমো দাতব্য ইতি শেষঃ। তস্মাদাসিঞ্চেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। (১৮অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৬৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

——•: * •:——

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আত্মোদ্বোধন আছে এবং দ্বিতীয় অংশে নিত্য-সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

মনই কর্ম্মের নেতা। মনের সাহায্যেই অথবা মনের পরিচালনায়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহ ক্রিয়াশীল হয়। এই মনের সাহায্যে মানুষ সৎপথে বা অসৎপথে যাইতে পারে। সাধক মনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'তুমি সৎকর্ম্মের নেতা; সুতরাং সৎকর্ম্মজনিত যে বিশুদ্ধ জ্ঞান, হৃদয়ে সেই জ্ঞানের সঞ্চার কর। সে জ্ঞান সত্ত্বভাবজনক, পরমানন্দদায়ক এবং মোক্ষপ্রাপক। যে জ্ঞানের অধিকারী হইলে তোমার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ-সাধন হইবে।' মন ইন্দ্রিয়-মাত্র; তবে মন জ্ঞানলাভ করিবে কিরূপে? মন ইন্দ্রিয় হইলেও সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই মানুষ সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়—তদ্দ্বারাই জ্ঞান লাভ হয়। তার পর, মনের পরিচালনায় মানুষ সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, এবং সৎকর্ম্মজনিত সত্ত্বভাবের অধিকারী হইতে পারে। সেই সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন করে। তাই সৎকর্ম্মা-ন্বিত হইয়া হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদনের জন্য মনকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

যিনি মোক্ষলাভে অভিলাষী, তিনিই ভগবানের উপাসনায় রত হয়েন। তিনি 'সদাবৃধঃ' সত্ত্বাদির দ্বারা চিরবর্দ্ধনশীল। যিনি ভগবানের উপাসনায় আত্ম-নিয়োগ করেন, অথবা যিনি মোক্ষলাভের জন্য তদুপাসনাসাধনভূত সৎকর্ম্মে রত থাকেন, তিনি ক্রমশঃই উচ্চ হইতে উচ্চতর সাধন-রাজ্যে প্রবেশ করেন, অবশেষে ভগবৎ-পদে আত্মলীন হয়েন।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ভাষ্যাদিতে সোমরসের উল্লেখ আছে। একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল—"হে অধ্বর্য্যু! তুমি মদকর অন্নের সর্ব্বাপেক্ষা মদকর অংশ ইন্দ্রের জন্য সেবা কর, এই বীর ও বর্দ্ধনশীল ইন্দ্রকেই লোকে স্তব করে।" যাহা হউক, আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-মুখেই বিবৃত হইয়াছে। (১৮অ—৩খ-১সূ—১সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্র স্থাতর্হরীণাং নকিষ্টে পূর্ব্ব্যস্তুতিম্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
উদানংশ শবসা ন ভন্দনা॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরীণাং স্থাতঃ' (জ্ঞানরশ্মিষু, যদ্বা—জ্ঞানরশ্মিনাং অধিষ্ঠাতঃ, অথবা পরাজ্ঞানদায়ক ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্!) 'তে' (ত্বদীয়ং, ভবতাং সম্বন্ধিনং ইত্যর্থঃ) 'পূর্ব্ব্যস্তুতিং' (চিরনবীনং স্তোত্রং, ভবতাং অনন্তং মহিমানং ইতি ভাবঃ) 'ন কিঃ' (ন কোঽপি) 'উদানংশ' (বর্ণয়িতুং শক্নোতি ইত্যর্থঃ)। অপিচ, 'শবসা' (বলেন) 'ভন্দনা' (মহিম্না চ) ন কোঽপি ত্বাং অতিক্রামতি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র প্রার্থনা—হে ভগবন্! ত্বং হি অদ্বিতীয়শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বৈবাং বন্দনীয়শ্চ। ত্বত্তো শক্তিশালী স্তুত্যঃ চ অন্যঃ নাস্তীতি ভাবঃ। (১৮অ—৩খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানরশ্মিসমূহে অথবা জ্ঞানরশ্মিসমূহের অধিষ্ঠাতা অথবা পরাজ্ঞান-দায়ক পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধী চিরনবীন অর্থাৎ আপনার অনন্ত মহিমা কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না। আরও, বলের ও মহিমার দ্বারা কেহই আপনাকে অতিক্রম করিতে পারে না। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনিই

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দার্চ্চিকেও (৪থ—৪দ ৬সা) এ মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়।

অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন এবং সকলের বন্দনীয়। আপনার অপেক্ষা শক্তিশালী এবং স্তুত্য অপর কেহই নাই)। (১৮অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'হরীণাং স্থাতঃ' হরিনামকানামশ্বানামধিষ্ঠাতঃ। যদ্বা, হরি-নামকৈরশ্বৈঃ প্রাপয়িতঃ। 'ইন্দ্র'! 'তে' ত্বদীয়াং 'পূর্ব্বাস্তুতিং' পূর্বৈঃ কৈশ্চিরস্তনৈঃ ঋষিভিঃ কৃতাং স্তুতিং। (উপলক্ষণং) ইদানীন্তনৈঃ ক্রিয়মাণমপি স্তুতিং 'ন কিঃ' ন কশ্চিৎ 'শবসা' বলেন 'উদানংশ' সম্যগ্ ব্যাপ্নোতি। অশূ ব্যাপ্তৌ (স্বা০ আ০) অশ্নোতেশ্চ (৭।৪।৭২) ইতি নুট্, ছান্দসো দ্বিতীয়ো নুডাগমঃ। কশ্চিন্নাতিক্রামতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'ভন্দনা' সনঃ প্রার্থনীয়ত্বাৎ পূজনীয়েন ধনেন স্তুত্যা বা ত্বদীয়াং স্তুতিং ন কশ্চিদতিক্রামতি, ত্বত্তো বলবান্ ধনী স্তুত্যো বা অন্যো নাস্তীত্যর্থঃ॥ (২৮অ ৩খ-১সূ—২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (১৬৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। জ্ঞানের দ্বারাই ভগবানকে জানিতে পারা যায়। তাঁহার মহিমার অন্ত নাই, তিনি সর্ব্বশক্তির আধার—তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। সেই অদ্বিতীয় ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলে সর্ব্ব সন্তাপ দূর হয়, মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'হরীণাং স্থাতঃ' পদের ভাষ্যসম্মত অর্থ—'হরিনামকানাং অশ্বানাং অধিষ্ঠাতঃ' অর্থাৎ হরি-নামক অশ্বসমূহের অধিষ্ঠাতা বা অধিপতি। কিন্তু 'হরি' শব্দে যে 'জ্ঞানরশ্মি' 'জ্ঞানকিরণ' প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে, বিভিন্ন স্থলে আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। তাই আমাদিগের অর্থ ভিন্ন পথ পরিগ্রহণ করিয়াছে। আমাদিগের মতে ঐ পদদ্বয়ের অর্থ হইয়াছে—'জ্ঞানরশ্মিষু' অথবা জ্ঞানরশ্মিনাং অধিষ্ঠাতঃ অর্থাৎ 'পরাজ্ঞানদায়ক।'

যাঁহার চিন্তায়—যাঁহার অনুধ্যানে আমি নিরত রহিয়াছি, তাঁহার স্বরূপ কি, কি গুণ তাঁহার, তিনি কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করেন, আমি যদি তাহা জানিতে না পারি, কিরূপে তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইব? কেমন করিয়াই বা তাঁহার পূজারাধনায় রত হইব? জ্ঞানে সে তত্ত্ব অধিগত হয়, জ্ঞানে তাঁহাকে সংবাহিত করিয়া আনে; আবার সে জ্ঞানেরও তিনিই উন্মেষ করিয়া দেন। এই ভাবেই আমাদিগের অর্থের সার্থকতা। ফলতঃ, অন্তর জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না হইলে, জ্ঞান-রশ্মিসম্পাতে অন্তরের আবিলতা দূর না হইলে, সে হৃদয়ে ভগবদধিষ্ঠান সম্ভবপর নহে। তাই মন্ত্রের সম্বোধনে জ্ঞানজ্যোতিঃ-লাভে স্বরূপ উপলব্ধির উপদেশ আছে। তিনি যেমন প্রজ্ঞানাধার, সেইরূপ জ্ঞানধনে ধনী হইতে না পারিলে, সেইরূপ গুণ-বিশেষণে ভূষিত না হইলে, তাঁহাকে পাওয়া যায় কি?

তার পর 'পূর্ব্বাস্তুতিং' পদের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যকারের অর্থ—'পূর্বৈশ্চিরন্তনৈর্ঋষিভিঃ কৃতাং স্তুতিং ইদানীন্তনৈঃ ক্রিয়মাণমপি স্তুতিং।' অর্থাৎ 'চিরন্তন ঋষিগণের কৃত স্তুতি এবং বর্ত্তমানে কৃত স্তুতি।' এখানে 'পূর্ব্ব' পদ লক্ষ্যস্থানীয়। আমরা মনে করি, এখানে 'পূর্ব্ব' শব্দের সহিত কালাকালের কোনও সম্বন্ধ নাই। নিত্যসত্যসনাতন পরমাত্মা পরমেশ্বর সর্ব্বকালে সমভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র সমভাবে সম্পূজিত হইতেছেন। তাঁহার উপাসনায় পূর্ব্বাপর অতীত-অনাগত কালাকাল নাই। তাঁহার উপাসনা স্তুতিবন্দনা অনাদ্যমানকাল চলিয়া আসিতেছে। যিনি যখনই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন, যিনি যখনই তাঁহার সমীপস্থ হইবার প্রয়াস পাইবেন, তিনি তখনই বুঝিবেন,—তিনি তো নূতন নহেন তিনি পুরাতন—তিনি সনাতন।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥"

অর্থাৎ,—তাঁহার জন্ম নাই, তিনি অজ; তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই, তিনি নিত্য; তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি শাশ্বত; তাঁহার পরিণাম নাই, তিনি পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই; তাই কথিত হইয়াছে—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। শস্ত্র ইঁহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইঁহাকে পোড়াইতে পারে না, জল ইঁহাকে ভিজাইতে পারে না এবং বায়ু ইঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইনি অচ্ছেদ্য, ইনি অদাহ্য, ইনি অক্লেদ্য, ইনি অশোষ্য; ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, বিকারহীন এবং সনাতন।' তিনি চিরদিনই আছেন; তাই তাঁহার স্তুতিবন্দনা চিরদিনই চলিয়াছে।

আজ যে আমিই কেবল তাঁহার স্তুতিবন্দনা করিতেছি, তাহা নহে। আজি যে আমিই কেবল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, তাহা নহে। পূর্ব্বপূর্ব্বতন মুনিঋষিগণ—আমার পূজনীয় পিতৃপিতামহগণ—সকলেই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত ছিলেন—সকলেই তাঁহার সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। সুতরাং আমিই যে সে পথের নূতন পথিক, তাহা নহে; অধুনাতন সাধকগণই যে তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহা নহে; অনাদি অনন্ত কাল অনাদি অনন্ত কোটী সাধক তাঁহার মহিমায় বিভোর হইয়া, তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়াছিলেন। আবার, অনাদি অনন্ত কাল—অনন্ত কোটী সাধক তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইবেন। 'পূর্ব্বাস্তুতিং' পদের অন্তর্গত 'পূর্ব্ব' পদে যে পূর্ব্বকে বুঝাইতেছে, সে পূর্ব্ব ধ্যানধারণা-কল্পনার অতীত। এখন যেমন আমি বলিতেছি—'পূর্ব্ব', তেমনি আমার পিতৃপিতামহগণ বলিয়াছেন—পূর্ব্ব, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ বলিয়াছিলেন—'পূর্ব্ব'। এইরূপ, সকলেই সর্ব্বকালে 'পূর্ব্ব' বলিয়া আসিয়াছেন। সে যে কোন পূর্ব্ব,—কত পূর্ব্ব, কে তাহা নির্দ্ধারণ করিবে!' মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি, অসীম অনন্তকে ধারণ

করিতে পারে না ; তাই তাহারা অসীম অনন্তেরও একটা সীমা কল্পনা করিয়া লয়। অনন্ত কাল যেমন-মন্বন্তর, যুগ, বর্ষ, ঋতু, মাস, দিন, মুহূর্ত, ক্ষণ, পল প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে সীমাবদ্ধ হয়, এ পূর্ব্ব শব্দও সেইরূপ অসীম অনন্ত কালের সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে মাত্র। কেন-না, যখনই বলিবে—পূর্ব্ব, যখনই বলিবে নূতন ; তখনই তাহা সেই একই ভাবের প্রকাশক হইবে ; তখনই—তাহাতে সেই পূর্ব্ব, সেই নূতন বুঝাইবে। এই ভাবেই 'পর্ব্বস্তুতিং' পদের সার্থকতা ;—এই ভাবেই 'পূর্ব্ব' শব্দের নূতনত্ব এবং নিত্যত্ব অনুভূত হয়। (১৮অ—৩খ—১সূ—২সা)।*

—০—

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২   ৩   ১ ২ ৩   ২ ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
তং বো বাজানাং পতিমহূমহি শ্রবস্যবঃ।

১ ২   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
অপ্রায়ুভির্যজ্ঞেভির্বাবৃধেন্যম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ ! 'অপ্রায়ুভিঃ' (কর্ম্মণাং প্রকৃষ্টসম্পাদকৈঃ—সৎকর্ম্মসাধকানাং প্রমাদরহিতৈঃ ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞেভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ) 'বাবৃধেন্যং' (বর্দ্ধনীয়ং) 'বাজানাং' (সত্ত্বাধিকানাং, চতুর্ব্বর্গধনানাং বা ইত্যর্থঃ) 'পতিং' (অধিপতিং স্বামিনং ইতি যাবৎ) 'তং' (প্রসিদ্ধং—সৎকর্ম্মণঃ নেতারং তং ভগবন্তং ইতি যাবৎ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'শ্রবস্যবঃ' (রক্ষণায়, পরমার্থলাভায় ইতি ভাবঃ) 'অহূমহি' (আহ্বয়াম, প্রতিষ্ঠাপয়াম—হৃদি ইতি শেষঃ)॥ (১৮অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গে দৃষ্ট হয়। (অষ্টম মণ্ডল চতুর্ব্বিংশ সূক্ত সপ্তদশী ঋক্)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত অনুবাদ এই—"হে হবিগণের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্র! তোমার পূর্ব্বকালীন স্তুত সকলকেই বলদাতা এবং ধন আছে বলিয়া অতিক্রম করিতে পারে না।" বলা বাহুল্য, এ অর্থ সর্ব্বতোভাবে ভাষ্যের অনুসারী নহে।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! কর্ম্মসমূহের প্রকৃষ্টসম্পাদক অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকদিগের প্রমাদরহিত সৎকর্ম্মের দ্বারা বর্দ্ধনীয়, সদ্ভাবসমূহের অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গসাধনের অধিপতি, সৎকর্ম্মের নেতা সেই ভগবানকে তোমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত অর্থাৎ পরমার্থলাভের জন্য (যেন) হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করি। (১৮অ—৩খ—১সু—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অপ্রায়ুভিঃ' কর্ম্মসু অপ্রমাদেনাগচ্ছদ্ভির্যুক্তৈঃ অথবা অপ্রমত্তা একত্র স্থিত্বৈব কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম প্রারভ্য নান্যং দেশং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। এবংবিধ-মনুষ্য-যুক্তৈঃ 'যজ্ঞেভিঃ' যজ্ঞৈঃ এতাদৃশ-মনুষ্যৈর্যজ্ঞৈশ্চ 'বাবৃধেন্যং' বর্দ্ধনীয়ং 'সত্বানাং' অস্মাকং 'পতিং' স্বামিনং 'বঃ' যষ্ঠ-যষ্ঠবা-লম্বন্ধেন যুষ্মদীয়ং 'তং' তাদৃশং ইন্দ্রং 'অবস্যবঃ' রক্ষণকামাঃ সন্তঃ 'অভুমহি' আহ্বয়ামঃ। হুয়তেলু ও বহুলচ্ছন্দসি (৬।১।৩৪)—ইতি সম্প্রসারণং। (১৮অ—৩খ—১সু ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৬৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

যাঁহারা প্রমাদ-পরিশূন্য, প্রত্যবায়াদি-দোষরহিত, তাঁহারাই ভগবৎ-পূজায় সমর্থ হয়েন; ভগবান্ তাঁহাদেরই কর্ম্মের দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া চতুর্ব্বর্গফল তাঁহাদিগকে প্রদান করেন।

মানুষ কিরূপে 'অপ্রায়ুঃ' অর্থাৎ প্রমাদরহিত হয়? অন্তর যখন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়, অজ্ঞানাবরণ যখন অপসৃত হইয়া যায়, কর্ম্মের স্বরূপ বিষয়ে যখন জ্ঞান জন্মে, তখনই মানুষ প্রমাদরহিত হয়, তখনই তাহার কর্ম্ম প্রত্যবায়াদি-দোষ-রহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, জ্ঞানই মূলীভূত, জ্ঞান ভিন্ন কিছুই সম্ভবপর নহে।

মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা কোনও কোনও পদের বিভক্তি-ব্যত্যয়ে বাধ্য হইয়াছি। আমাদিগের প্রদত্ত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। ফলতঃ, প্রজ্ঞানলাভে, ভগবানের পূজার প্রকৃষ্ট পন্থা অবগত হইয়া তৎপ্রতি অনুরক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে বর্ত্তমান রহিয়াছে। (১৮অ—৩খ—১সু ৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত (অষ্টম মণ্ডল, চতুশ্চত্বারিংশী সূক্ত অষ্টাদশী ঋক্)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—"আমরা অন্নাভিলাষী হইয়া যে সকল যজ্ঞের ঋত্বিক্গণ প্রমাদগ্রস্ত হয় না, সেই সকল যজ্ঞের দ্বারা বর্দ্ধনীয় অন্নপতি ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।"

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ ২র ২র ২র২র১
এহ ৫ ভু। মবো ৩ র্ম্মা ৩ দিস্তরাম্। ম। দায়ি। চাধ্বর্য্যো অহ্নসএবা'হ।

২ ২র১ — ১ ২ ৩ ২র ২ ১ — ১
বা। ঔ ৩ হোহায়ি ২ স্তা ২ ৩ বতায়ি। দদোহো ৩। হুম্মা ২। বাহ২

২ ৩ ২র ৪ ২ ৪২র৫ ১ ২র
র্দ্ধো ৩ ৫ হায়ি। আহ ৫ যিগ্র। ঙ্খাতা ৩ হী ৩ রীণাম্। না। ক্রিহৈ-

২র ২২র ১ ২ ২র২ ১ ১ ৩ ২র ২
পূর্ব্বাস্তুতিমুদা। মা। ঔ ৩ হোহায়ি। শদা ২ ৩ বদা। নভোহো ৩।

১ — ১ ২ ৩ ২র ৪ ২ ৪ ৫
হুম্মা ২। দাহ ২ নে ৩ ৫ হায়ি। ভাং ৫ বঃ। বাজা ৩ না ৩ স্পতারেণ।

১ ২র ২র২র১ ২র ২ ১ ২
আ। হুর্মহিশ্রবস্তবো প্রায়ু। ভায়িঃ। ঔ ২ ৩ হোহায়ি। যজ্ঞা ২ ৩ য়িভির্ব্বা।

৩ ২র ২ ১ — ১ ২
সুধোহো ৩। হুম্মা ২। স্থাং ২ মো ৫ হায়ি। ১।১।৩। *

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তং গূর্দ্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধন্বিরে।

৩ ২ ৩ ১ ২
দেবত্রা হব্যমূহিষে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মনঃ! ত্বং 'স্বর্ণরং' (সর্ব্বস্য নেতারং) 'তং' (জ্ঞানদেবং) 'গূর্দ্ধয়' (গূর্দ্ধয় স্তুহি); উদ্বোধনায়াঃ ভাবঃ—হে মনঃ! ত্বং জ্ঞানানুসারী ভব; 'দেবাসঃ' (দেবভাবসমন্বিতাঃ সাধকং-

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"বামদেব্যম্"

পরায়ণাঃ জনাঃ) 'দেবং' (দীপ্তিমন্তং, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তং, পরমৈশ্বর্য্যশালিনং) 'অরতিং' (সর্ব্বেষাং স্বামিনং, বিকার-রহিতং ভগবন্তং) 'দধন্বিরে' (গচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ); হে মনঃ! ত্বং তেষাং অনুসারী ভূত্বা 'হব্যং' (পূজাং, বিহিতং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'দেবত্রা' (সর্ব্বান দেবান) 'আ উহিষে' (অভিপ্রাপয়)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। মম মনঃ কর্ম্ম চ দেবত্বানুসারী ভবতাং ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ। (১৮অ—৩খ ২সূ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! সকলের নেতা সেই জ্ঞান-দেবতাকে তুমি স্তুতি কর; (উদ্বোধনার ভাব এই যে,—হে মন! তুমি জ্ঞানানুসারী হও); দেবভাব-সমন্বিত ভগবৎপরায়ণ জনগণ, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত, পরমৈশ্বর্য্যশালী, সকলের প্রভু, নির্ব্বিকার ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন; হে মন! তুমি তাঁহাদিগের অনুসারী হইয়া তোমার পূজাকে (বিহিত কর্ম্মকে) সকল দেবগণকে প্রাপ্ত করাও। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। আমার মন ও কর্ম্ম যেন দেবত্বের অনুসারী হয়—ইহাই সঙ্কল্প।)। (১৮অ—৩খ—২সূ—১সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতঃ! 'তং' প্রসিদ্ধমগ্নিং 'গৃর্দ্ধয়' স্তুহি। গৃর্দ্ধয়তিঃ স্তুতিকর্ম্মা (নিঘ০ ৩।১৪।৫) কীদৃশং? 'স্বর্ণরং' সর্ব্বস্য নেতারং। সর্ব্বৈর্যজমানৈঃ নেতব্যং বা, অথবা স্বর্গং প্রতি হবিষাং নেতারং। 'দেবাসঃ' দীপ্যন্তি স্তুবন্তীতি দেবা ঋত্বিজঃ 'দেবং' দানাদিগুণ যুক্তং 'অরতিং' অর্থাং স্বামিনং। যদ্বা, অভি প্রাপ্তব্যং প্রভুং। 'দধন্বিরে'। ধন্বতি গচ্ছন্তি স্তুত্যাদিভিঃ প্রাপ্নুবন্তি, অভিগতার্থঃ (ভ্বা০ প০)। অথ প্রত্যক্ষস্তুতিঃ—দেবত্রা' দেবেষু মধ্যে। যথা, দেব-মনুষ্য (৫।৩।১০ বা০)—ইত্যাদিনা দ্বিতীয়ার্থে ত্রা-প্রত্যয়ঃ দেবানিত্যর্থঃ। 'হব্যং' পুরোডাশাদি-লক্ষণং হবিঃ 'আ' আভিমুখ্যেন 'উহিষে' হে অগ্নে! অভিতো বা প্রাপয়সি। বহেলিটি যজাদিত্বাৎ সম্প্রসারণং। 'উহষে'—উহিষে'—ইতি পাঠৌ। (১৮—৩খ—২সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (১৬৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে স্তোতা! সেই প্রসিদ্ধ অগ্নিকে স্তুতি কর। কিরূপ অগ্নি?—তিনি 'স্বর্ণরং' অর্থাৎ সকলের নেতা, কর্ম্মপ্রারম্ভে যজমানগণের স্তোতব্য, অথবা স্বর্গলোকে দেবগণ-সমীপে হবিরাদির নয়নকর্ত্তা। ঋত্বিগ্‌গণ দানাদিগুণযুক্ত স্বামী অগ্নির অভিমুখে গমন করেন (তাঁহাকে প্রাপ্ত হন)। হে স্তোতা! সেই অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দ্বারা দেবগণকে হবিঃ প্রাপ্ত করাও।' মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাও এইলে

উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে স্তোতা! প্রসিদ্ধ অগ্নির স্তব কর, তিনি (হব্য) স্বর্গে লইয়া যান; ঋত্বিকগণ স্বামী অগ্নিদেবের নিকট গমন করেন এবং দেবগণকে হব্য প্রদান করেন।" বলা বাহুল্য, আমাদের ব্যাখ্যা অনেকাংশে ভাষ্যেরই অনুসারী হইয়াছে।

মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার কতকগুলি বিশেষণ পরিদৃষ্ট হয়। সেই বিশেষণগুলির বিশ্লেষণ করিলেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে। জ্ঞানদেবতার প্রথম বিশেষণ—"স্বর্ণরং।" ভাষ্যের অনুসরণে ঐ পদের অর্থ হইয়াছে,—'সর্ব্বস্য নেতারং, কর্ম্মারম্ভে সর্ব্বেষাং নেতব্যং, যদ্বা—স্বর্গে দেবানাং সমীপে হবিষাং নয়নকর্ত্তারং'। ভাব এই যে, তিনি সকলের নেতা অর্থাৎ সকলকে ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেন এবং তিনি সৎকর্ম্মপরায়ণ জনের কর্ম্ম সমূহকে অর্থাৎ তাঁহাদের জ্ঞানসঞ্জাত সদ্ভাবনিবহকে বা ভক্তিসুধাকে দেবগণের নিকট সংবাহিত করেন। পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, এখানে ভাব হয় এই যে,—অগ্নিদেব যাঁহাদিগকে রক্ষা করেন, তাঁহাদের প্রদত্ত হবিঃ স্বর্গে দেবসমীপে পৌঁছিয়া থাকে, তাঁহাদের অর্চ্চনা দেবগণ প্রাপ্ত হন। এখানে প্রবৃত্ত-কর্ম্মের আভাষ পাওয়া যায়। অগ্নিই বা কে, আর দেবগণই বা কে? কে কাহার নিকট কোন্ সামগ্রী পৌঁছাইয়া দিবেন? স্থূলবুদ্ধি জীবের যাহা নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত, তাহাতে তাহার আস্থা বড় কম; মানব তাহার দৃষ্টির অতীত অলৌকিক কিছুর সন্ধান করে। সে তাহার সহজ-জ্ঞানে বুঝিতে পারে না যে,—যিনি অগ্নিরূপে পুরোভাগে বিদ্যমান, তিনিই রূপান্তরে নামান্তরে বিশ্বের সর্ব্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন। বিভিন্ন দেবগণ—সে তো তাঁহারই বিভূতি-মাত্র! তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির বিকাশ, ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশমান মাত্র। দেবগণের নিকট স্বর্গে তিনি হবিরাদি বহন করেন অর্থাৎ স্বর্গে হবিরাদি নয়নকর্ত্তা। এখানকার তাৎপর্য্য এই যে,—'হে জগজ্জীবন! আর কেন মোহপঙ্কে ডুবিয়া থাকি? সারাজীবন মজিয়া রহিলাম, মোহ-ঘোর কাটিল না; একবার আমায় উদ্ধার করুন। চারিদিক ঘোর তমসাচ্ছন্ন। সে অন্ধকার ভেদ করিবার সাধ্য আমার নাই। জ্যোতিষ্মান আপনি; একবার জ্যোতিরূপে প্রকাশমান হউন। অন্ধ আঁখি উন্মীলিত হউক; আপনার মধ্যেই আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থম্মন্য হই।'

জ্ঞানদেবতার আর একটী বিশেষণ 'দেবং'। অগ্নিদেবকে 'দেবতা' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, তিনি দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত, তিনি পরমৈশ্বর্য্যশালী। তিনি স্বপ্রকাশ—তাই তিনি দীপ্তিমান। তাঁহার দাতৃত্ব-শক্তির পরিচয় তত্ত্বজ্ঞানী ও কর্ম্মজ্ঞানী উভয়ের কার্য্য-কলাপেই প্রকটিত। তদ্বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হইবে। তিনি মোক্ষদান করেন। মোক্ষদান—শ্রেষ্ঠদান। সে দানের ইয়ত্তা আছে কি? তিনি অশেষদানশীল বলিয়াই তিনি পরমৈশ্বর্য্যশালী ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। তাঁহাতে নিখিল ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ—তিনি স্বর্গাপবর্গ-প্রদানকর্ত্তা। তিনি ঐহিক পারত্রিক সকল কল্যাণ প্রদান করিতে সমর্থ। তিনি যজ্ঞের সঙ্কল্পিত ফল প্রদান করেন; তিনি দানাদিগুণযুক্ত দীপ্তিমান স্বপ্রকাশ। ফলতঃ, যে ভাবে যে জন তাঁহাকে দর্শন করিবে, তাঁহার নিকট তিনি সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবেন।

তিনি 'অরতিং' অর্থাৎ 'সর্ব্বেষাং স্বামিনং বিকাররহিতং বা।' অর্থাৎ,—তিনি সকলের স্বামী, তিনি নির্ব্বিকার বিকাররহিত। ভগবান সংসারের সকল জীবে সকল পদার্থে নিত্য বিদ্যমান; অথচ, তিনি কাহারও সহিত বিজড়িত নহেন। পদ্মপত্রের জলের ন্যায় তিনি নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত। তিনি আসক্তি-পরিশূন্য অক্ষয় অব্যয়। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন,—'য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরোঽয়মাত্মা ন বেদ। যস্যাত্মা শরীরং। য আত্মানমন্তরো যময়তি। কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চজ্জনিতা ন চাধিপঃ।" অর্থাৎ,—'তিনি নিরন্তর আত্মায় অবস্থিত আছেন বটে; কিন্তু আত্মার বিষয় অবগত নহেন। তিনি অন্তর্য্যামিরূপে আত্মাকে নিয়মিত করেন। তিনি কারণ-সংযুক্ত কারণের অধিপতি। তাঁহার কেহই জনয়িতা নাই; তাঁহার অধিপতিও কেহ থাকিতে পারে না।' তিনি অক্ষয় বিকারহীন। তিনি ক্ষয়রহিত। তিনি অক্ষয় অব্যয়। এই বস্তু তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশমান হইতেছে; তাঁহারই জ্যোতিঃ সকলকে জ্যোতিষ্মান্ করিয়া রাখিয়াছে। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

মন্ত্রের শেষে বলা হইতেছে,—'হে মন! তোমার পূজায় সকল দেবগণকে প্রাপ্ত করাও।' এখানে নিষ্কাম কর্ম্মের আভাষ পাই। এখানে ফলের আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই। যাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, তাঁহার নিকট সংবাহিত হইলেই যাজ্ঞিক এখানে কৃতকৃতার্থ। তিনি রূপ চাহেন না; তিনি ধন চাহেন না; তিনি যশ চাহেন না; তিনি পুত্রকলত্রাদি-জনিত সুখের আশায়ও প্রলুব্ধ নহেন। তিনি কেবল চাহেন—তাঁহার যজ্ঞ যেন তাঁহারই (ভগবানেরই) কর্ম্ম হয়; তাঁহার কার্য্য যেন ভগবানের উদ্দেশ্যেই বিহিত হয়।'

কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। প্রবৃত্ত কর্ম্মই নিবৃত্ত কর্ম্মে লইয়া যাইবে। ভগবান্ এবং বিভূতি অভিন্ন। 'অগ্নিদেবের সহিত দেবগণকে হবিঃ প্রাপ্ত করাও' বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—'এমনভাবে তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হও,—এমন কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যাহাতে বিভূতিগণ-সহ ভগবান্ পরিতৃপ্ত হন।' মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইতেছে, 'হে দেব! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমার কর্ম্মের ফলে, আমায় দিব্যজ্ঞান দান করুন। আপনি সকলের নেতা, আপনি দেব, আপনি বিকারহীন, আপনি বিশ্ববিধাতা, আপনি বিশ্বরূপ, আপনি বিশ্বেশ্বর। আপনি আমাদের পূজা গ্রহণ করুন, দেবগণ সে পূজা প্রাপ্ত হউন। আমাদের কর্ম্মের ফলে আমরা যেন দিব্যজ্ঞান-লাভ করি, দেবত্ব অবগত হইতে সমর্থ হই এবং পরিশেষে আপনাতে লীন হইয়া যাই।' (১৮অ ৩খ ২সূ—১সা)। •

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ত্র্যধিকশততম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ—১প্র ১খ ১২দ ৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিভূতরাতিং বিপ্র চিত্রশোচিষমগ্নিমীড়িষ্ব যন্তুরম্।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩
অস্য মেধস্য সোম্যস্য সোভরে
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
প্রেমধ্বরায় পূর্ব্ব্যম্ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপ্র' (বিশিষ্টপ্রজ্ঞানাভিলাষিন) 'সোভরে' (শোভনপূজাসম্পাদয়িতুং ইচ্ছন্) হে জীব (আত্মসম্বোধন)! ত্বং 'অধ্বরায়' (প্রকৃষ্টকর্ম্মসাধনায়,—ভগবৎকর্ম্মসম্পাদনায় ইত্যর্থঃ) 'বিভূতরাতিং' (প্রভূতধনং, পরমদাতারং ইত্যর্থঃ) 'চিত্রশোচিষং' (বিচিত্রদীপ্তিবিশিষ্টং—পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্নং) 'অস্য' (হৃদি সঞ্জাতেন) 'সোমস্য' (শুদ্ধসত্ত্বেন—সাধয়িতব্য) 'মেধস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) যন্তুরং' (নিয়ন্তারং, সম্পূরকং) 'পূর্ব্ব্যং' (চিরনবীনং সনাতনং ইত্যর্থঃ) 'ঈং' (জ্ঞানদেবং) 'প্রেড়িষ্ব' (প্রকর্ষেণ স্তুহি, সম্পূজয় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। পরাজ্ঞানেন পরমার্থতত্ত্বং অধিগন্তব্যং। অতঃ পরাজ্ঞানলাভায় মন্ত্রেঽস্মিন উদ্বোধনা বর্ত্ততে। (১৮অ ২খ ২সূ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

বিশিষ্টপ্রজ্ঞানাভিলাষিন, শোভনপূজাসম্পাদনপ্রয়াসী হে জীব (আত্মসম্বোধন)! তুমি প্রকৃষ্টকর্ম্মসাধন-জন্য (ভগবৎকর্ম্মসম্পাদনের নিমিত্ত) পরমদাতা, বিচিত্রদীপ্তিবিশিষ্ট—পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন, হৃদিসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সম্পাদনীয় সৎকর্ম্মের পূরণকারী, চিরনবীন—সনাতন সেই জ্ঞানদেবতাকে প্রকৃষ্টরূপে পূজা কর। (মন্ত্রটী আত্মো দ্বোধক। পরাজ্ঞানেই পরমার্থতত্ত্ব অধিগত হয়। অতএব পরাজ্ঞানলাভের নিমিত্ত মন্ত্রে উদ্বোধনা বর্ত্তমান)। (১৮অ—২খ—২সূ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঋষিরাত্মানং সম্বোধ্য প্রেরয়তি—হে 'বিপ্র' মেধাবিন্! 'সোভরে' এতৎসংজ্ঞক ঋষে! 'অধ্বরায়' যাগার্থং 'ঈং' অগ্নিং 'প্রেড়িষ' প্রকর্ষেণ স্তুহি। কীদৃশং? 'বিভূতরাতিং' ব্যাপ্তধনং প্রভূতদানং বা, 'চিত্রশোচিষং' চায়নীয়তেজস্কং বিচিত্রদীপ্তিকং বা 'সোমস্য' সোমসাধ্যস্য 'অস্য মেধস্য' যজ্ঞস্য 'যন্তারং' নয়ন্তারং 'পূর্ব্ব্যং' চিরন্তনামিতি। ২।

• • •

দ্বিতীয় (১৬৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের নানা বিষয়ে মতান্তর ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, মতান্তর ঘটিয়াছে—মন্ত্রের সম্বোধন পদ লইয়া। সোভরি ঋষি আপনাকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন,—ভাষ্যে সেই ভাবের বিকাশ দেখি। তিনি আবার নিজেকে 'বিপ্র' অর্থাৎ মেধাবী বলিয়াও সম্বোধন করিয়াছেন। একে মন্ত্রের সহিত অনিত্য ঋষির সম্বন্ধ, তাহাতে আবার 'বিপ্র' বিশেষণে ঋষির আত্মশ্লাঘা প্রকাশ—নিত্যসত্য সনাতন বেদমন্ত্রে বিসদৃশ নহে কি? নিত্যের সহিত অনিত্যের, বাস্তবের সহিত অবাস্তবের সম্বন্ধ কদাচ সমীচীন নহে। তাহাতে নিত্যত্বের অন্তরায় উপস্থিত হয়। ক্রান্তদর্শী ঋষি মহর্ষির উদ্দেশ্য কখনও তাহা হইতে পারে না। সুতরাং সম্বোধন-বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারিলাম না।

ভাষ্যকার স্বয়ং বলিয়াছেন, "ঋষিরাত্মানং সম্বোধ্য প্রেরয়তি।" তাহা হইতে এখানে আমরা জীবমাত্রের সম্বোধনে আত্ম-সম্বোধন পরিকল্পনা করি। সুশিক্ষা প্রদান, সদ্ভাবের উন্মেষণ—বেদমন্ত্রের লক্ষ্য। সার্ব্বজনীন ভাবই বেদমন্ত্রের মেরুদণ্ড। সেই সার্ব্বজনীন-ভাবেই মন্ত্রে সম্বোধনের পরিকল্পনা—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। 'বিপ্র' পদে 'বিশিষ্টপ্রজ্ঞান' অর্থের আভাস। তাহা হইতে আমাদের অর্থ হইয়াছে—'বিশিষ্টপ্রজ্ঞানাভিলাষিন।' আকাঙ্ক্ষা—সদ্‌জ্ঞান-লাভের; উদ্বোধনা—আত্মজ্ঞান-সঞ্চয়ের। ভগবানের পূজায়, জ্ঞান-দেবতার অর্চ্চনায় আমার উদ্দেশ্য—আমি যেন ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারি, আর সেই জ্ঞান লাভ করিয়া আমি যেন স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। এই ভাবেই আমাদিগের অর্থের আভাস হইয়াছে। 'সোভরে' পদে আমরা 'সোভরি' ঋষির কোনই সম্বন্ধ দেখি না। সুষ্ঠুরূপে যিনি সদ্ভাব ভরণ ও পোষণ করেন, তিনিই সোভরি; ভগবানের পূজায় যে সদ্ভাবের সমাবেশ এবং উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই ভাবেই আমরা 'সোভরে' পদের অর্থ করিয়াছি—'শোভনপূজাসম্পাদয়িতুং ইচ্ছুন।'

মন ভগবানের পূজায় উদ্বুদ্ধ। ভগবানের পূজা-বিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন প্রত্যবায়াদিরহিত পূজায় সামর্থ্য জন্মে না। প্রত্যবায়াদিরহিত পূজাই—শোভনপূজা। সুতরাং সেপক্ষে আমাকে কি করিতে হইবে? প্রথমতঃ, পূজাবিষয়ক জ্ঞানসঞ্চয় করিতে হইবে। সে জ্ঞানের অধিকারী কে এবং সে জ্ঞানই বা কে দান করেন? প্রজ্ঞানাধার ভগবানের করুণা

ভিন্ন সে জ্ঞানদানে আর কে বল সমর্থ হয়? একমাত্র জ্ঞানাধিপতি ভগবানই সে জ্ঞান দান করেন। তবে চাই—সে জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা। তিনি 'বিভূতরাতিং' অর্থাৎ পরমদাতা, প্রভূত-দানকর্ত্তা। তিনি না-প্রতিশব্দ-রহিত। তাঁহার নিকট চাহিবামাত্রই তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়া থাকেন। তবে সে দান-গ্রহণের উপযুক্ততা চাই, সে দান-গ্রহণের অধিকারী হওয়া চাই। আর চাই চাহিবার মত চাওয়া। কেবল 'হে ভগবন! আমাকে জ্ঞান দাও, ধন দাও' বলিয়া চীৎকার করিলে চলিবে না। এমনভাবে চাহিতে হইবে যে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সে ধন তোমাকে দান করিবেন। তাই চাই—অন্তরের ব্যাকুলতা; চাই প্রাণের আকুল আকাঙ্ক্ষা; চাই—অকপট জ্ঞান-ভক্তি। তবেই তাঁহাকে 'বিভূতরাতিং' বলিয়া স্বরূপ উপলব্ধ করিতে সমর্থ হইবে।

এ মন্ত্রেও 'পূর্ব্ব্যং' পদ দেখিতে পাই। পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্র-বিশেষে 'পূর্ব্ব্যং' পদের বিস্তৃত আলোচনা প্রদান করিয়াছি। এস্থলে এ মন্ত্রেও 'পূর্ব্ব্যং' পদে আমরা সেই ভাবই উপলব্ধি করি। এই মন্ত্রেও 'পূর্ব্ব্যং' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্ব-পরিগৃহীত পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ঐ পদের অর্থ লিখিয়াছেন,—'চিরন্তনং।' এখানে তিনি কালাকালের সম্বন্ধ পরিহার করিয়াছেন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সোমস্য অস্য মেধস্য' অংশের 'সোমসাধ্য এই যজ্ঞের' অর্থ দেখিতে পাই। আমাদের অর্থ একটু স্বতন্ত্র প্রকারের। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। ভগবান যেমন সৎস্বরূপ; তিনি সেইরূপ সৎকর্ম্মের সম্পূরক। 'তিনি সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর'; তিনি ভিন্ন কর্ম্মফল-দানে কেহই সমর্থ নহে। তাঁহার কর্ম্ম তিনি সম্পন্ন না করিলে, মানুষের কি সামর্থ্য—ভগবৎ-কর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হয়। তাই মন্ত্রাংশে ভগবানের সেই শ্রেষ্ঠ মহিমার বিষয়ই পরিব্যক্ত। কর্ম্ম তিনি, কর্ম্মময় তিনি, কর্ম্মফলদাতা তিনি। একমাত্র তিনিই সৎ; সৎস্বরূপ ভিন্ন সৎকর্ম্মসাধনা দুরূহ। ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন,—"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ।" কেবল ইহাই নহে; তিনিই যে সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু তাহাও বুঝাইয়া দিয়াছেন,—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" সুতরাং তিনি ভিন্ন, তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন, কোনও যজ্ঞই সুসম্পন্ন হইবার নহে। তিনিই কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, আবার তিনিই কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। অজ্ঞান-বিমূঢ় মানুষ বুঝিতে পারে না; তাই 'আমার কার্য্য' 'আমি করিতেছি' বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে।

মন্ত্রের তাই উদ্বোধনা 'আত্মজ্ঞানলাভে প্রযত্নপর হও। আত্মজ্ঞান ভিন্ন পরমার্থ-তত্ত্ব অধিগত হয় না।' (১৮অ-৩খ-২সূ-২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের একোনত্রিংশ বর্গে পরিদৃষ্ট হয় (অষ্টম মণ্ডল, ঊনবিংশ সূক্ত, দ্বিতীয়া ঋক্)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ,—'হে মেধাবী সোভরি! বিভূত-দানবিশিষ্ট, বিচিত্র দীপ্তিমান, সোমসাধ্য এই যজ্ঞের নিয়ন্তা এই পুরাতন অগ্নিকে যাগ করিবার জন্য স্তুতি করি।" বলা বাহুল্য, আমরা ব্যাখ্যাকারের এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করি নাই। আমাদিগের মন্তব্য মর্ম্মার্থালোচনা প্রসঙ্গেই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয় গান।

৫ ৪ ২A ৪ ৫ ৪ ৫ ২র১রর র —১ ৭ ১ ৩
ওভ্, ৩ ঙ্কা ৩ য়াহসুবর্ণয়োবা। দেবানোদেবময়া ২ ভামিন্দধা ২ ৩। হো। ষা ২ ৩ ৪

৫ ২র ১র S ২ ১ ^ ৩ ৫র র ৫র৪
মিরায়ি। দেবত্রাহ। ব্যমু ৩ হা ৩। হা ২ য়িষা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। দেবা ৬

২A ৪ ৫র ৪ ৫ ১ র র --১ ৭ ১ ৩
ত্রা ৩ হবানূ্ংযোবা। বিভূতরতিবিপ্রা ২ চায়িত্রশো ২ ৩। হো। চা ২ ৩ ৪

৫ ১ র S ২ ১ ^ ৩ ৫র র ৫ ৪
য়িষায়। অগ্নিমীড়ে। ষয়া ৩ হা ৩ য়ি। তু ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা। অগ্না ৬

২A ৪ ৫ ৪ ৫ ১ র র --১ ৭ ১ ৩ •
য়িষা ৩ য়িড়ম্বরস্তরোবা। অস্তমেষস্তসোমা ২ য়াস্থদো ২ ৩। হো। ভা ২ ৩ ৪

৫ ১র র ৮ ২ ১ ^ ৩
য়ায়ি। প্রেমধ্বরা। যপূ ৩ হা ৩। র্কা ২ য়া ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ ৫। ১।২।৩। •

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
আ সোম স্বানো অদ্রিভিস্তিরো বারাণ্যব্যয়া।

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ক ২র ৩ ২ ৩
জনো ন পুরি চম্বোর্বিশদ্ধরিঃ

২ ৩ ১ ২
সদো বনেষু দধ্রিষে॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরসৎকর্ম্মভিঃ) 'স্বানঃ' (অভিষূয়মাণঃ, বিশুদ্ধঃ) 'বারাণি' (অমৃতানি, অমৃতযুক্তঃ উত্তার্ষঃ) 'অব্যয়া' (নিত্যং, অবিনাশী) ত্বং 'আ তিরঃ'

• এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা; "গৌতমম্।"

(আ তীর্ণং, অস্মাকং হৃদয়ং তীর্ণং কুরু, পরিপ্লুতং কুরু, অস্মাকং হৃদয়ং প্রাপয় ইত্যর্থঃ); 'জনঃ ন' (জনঃ যথা) 'পুরি' (নগরং) 'বিশৎ' (প্রবিশতি) তদ্বৎ 'চম্বোঃ' (দ্যাবাপৃথিব্যো — স্থিতঃ ইতি যাবৎ, দ্যুলোকভূলোকস্থিতঃ ইত্যর্থঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) ত্বং 'বনেষু' (কিরণময়ে জ্ঞানালোকিতে, জ্ঞানালোকিতং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'সদঃ' (স্থানং, অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'দধ্রিষে' (ধারয়, প্রবেশয় ইতি ভাবঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং জ্ঞান-সমন্বিতং পাপনাশকং সত্ত্বভাবং লভেমহি — ইতি ভাবঃ॥ (৮অ — ৩খ — ৩সূ — ১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! কঠোর সৎকর্ম্মের দ্বারা বিশুদ্ধ, অমৃতযুক্ত, অবিনাশী তুমি আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হও; লোক যেমন নগরে প্রবেশ করে সেই-রূপ দ্যুলোকভূলোকস্থিত পাপহারক তুমি জ্ঞানালোকিত করিয়া আমা-দিগের হৃদয়ে প্রবেশ কর। (ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞানসমন্বিত পাপনাশক সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (১৮অ — ৩খ — ৩সূ — ১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'স্বানঃ' অভিষূয়মাণঃ ত্বং 'অব্যয়া' অবিময়ানি 'বারাণি' বালানি দশাপবিত্রাণি 'তিরঃ' কুর্ব্বন্ ব্যবধায়কানি কুর্ব্বাণঃ সন্ 'আ' পবস ইতি শেষঃ। 'হরিঃ' হরিত-বর্ণঃ স সোমঃ 'চম্বোঃ' অভিষবণ-ফলকয়োঃ 'বিশৎ' প্রাবিশতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'জনঃ ন' যথা জনঃ 'পুরি' পুরে প্রবিশতি স তত্র তেষু কাষ্ঠ-নির্ম্মিতেষু পাত্রেষু সতীবরীষু বা 'সদঃ' স্থানং 'দধ্রিষে' করোতি। দধ্রিষে — 'দধ্রিষঃ' — ইতি পাঠৌ। (১৮অ ৩খ ৩সূ — ১সা)।

• • •

প্রথম (১৬৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। ভাষ্য এবং নিম্নোদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। প্রচলিত বঙ্গানুবাদটী এই, "হে সোম! প্রস্তরের দ্বারা তুমি নিষ্পীড়িত হইতে হইতে মেষের লোমকে আচ্ছাদন করিতেছ। দুই ফলকের উপরিস্থিত কলসের মধ্যে সোম প্রবেশ করিতেছেন। পরে উজ্জ্বল হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্রে স্থান গ্রহণ করিতেছেন।'

মন্ত্রান্তর্গত 'অদ্রিভিঃ' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় সামের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। 'অব্যয়া' পদে আভিধানিক অর্থ 'নিত্য, অবিনাশী' শব্দদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি এবং সত্ত্বভাব সম্বন্ধে তাহা সঙ্গত অর্থ। সত্ত্বভাব চিরবিদ্যমান, অক্ষয়, অব্যয়। উহা ভগবৎশক্তি, তাহার বিনাশ

নাই, ধ্বংস নাই। 'তিরঃ' পদের 'তীর্ণঃ' অর্থ নিরুক্ত-সম্মত। তাই ঐ পদে 'তীর্ণং কুরু' অভিভূত কর, অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়কে পরিপ্লুত কর—এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'চম্বোঃ' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ সামের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-দৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে। (১৮অ ৩খ ৩সূ—১সা)।০

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১র ২র
স মামৃজে তিরো অণ্বানি

৩ক ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২
মেষ্যো মীঢ্বাংৎসপ্তির্ন বাজয়ুঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
অনুমাদ্যঃ পবমানো মনীষিভিঃ

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সোমো বিপ্রেভির্ঋক্বভিঃ॥ ২॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজয়ুঃ' (সত্ত্বাধিষ্ঠিতঃ জনস্য হৃদ ইতি যাবৎ) 'অণ্বানি' (অণুপরমাণুক্রমেণ ইতি ভাবঃ) 'মেষ্যঃ' (বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রদাতং) 'তিরঃ' (সংজ্ঞনয়ন) 'মীঢ্বান্ সপ্তিঃ ন' (অভিষেচন-সমর্থঃ আদিত্যঃ ইব, যথা—আদিত্যঃ যথা সপ্তরশ্মিভিঃ ভূতসজ্ঞান চেতয়তি তদ্বৎ) 'অনুমাদ্যঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রতাসাধকঃ) 'সঃ' (পরমার্থদায়কঃ সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ঋক্বভিঃ' (স্বতেজসা) 'মামৃজে' (অলং-ক্রিয়তে, তস্য জনস্য উৎকর্ষং সাধয়তি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যজ্ঞাপকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। অপারঃ হি শুদ্ধসত্ত্বস্য মহিমা। শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেন মনুষ্যাঃ পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। (১৮অ ৩খ ৩সূ—২সা)।

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প ৫অ— ৫খ ৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বাবকামী জনের হৃদয়ে অণুপরমাণুক্রমে বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রবাহ জন্মাইয়া, অভিষেচনসমর্থ আদিত্যের ন্যায় অর্থাৎ আদিত্য যেমন আপনার সপ্তকিরণ দ্বারা ভূতসমূহের চেতনা দান করেন সেইরূপভাবে, পরমানন্দদায়ক পবিত্রতাসাধক পরমার্থদায়ক সেই শুদ্ধসত্ত্ব, সত্ত্বাবকামী সেই জনের উৎকর্ষ সাধন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক ও আত্মোদ্বোধক। শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার পার নাই শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবেই মানুষ পরমানন্দলাভে সমর্থ হয়)। (১৮অ—৫খ—৫সূ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাজয়ুঃ' অন্ন-কামঃ 'অণ্বানি' অণূনি অশ্বানি 'মেষ্যঃ' মেষাণি অবেঃ রোমাণি চিত্রাণি 'তিরঃ' কুর্বন 'সঃ' সোমঃ 'মামৃজে' পরিশোধ্যতে অলঙ্ক্রিয়তে বা। তত্র দৃষ্টান্তঃ—মীঢ্বান' সেচন-সমর্থঃ 'সপ্তি' ন' অশ্ব ইব অশ্বো যথা সংগ্রামেহলঙ্ক্রিয়তে তদ্বৎ। কীদৃশঃ? 'অনুমাদ্যঃ' অনুমোদনীয়ঃ সর্বৈঃ 'পবমানঃ' মনীষিভির্মেধাবিভিঃ পূয়মানঃ, তথা 'ঋক্বিঃ'। ছন্দসি বনিপৌ (৫।২।১২২ বা০)—ইতি বনিপ্। স্তুতিমন্তু স্বৈপ্রের্মেধাবিভিঃ অভিষ্টূয়মানঃ সূয়তে। ২।

• • •

দ্বিতীয় (১৬৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——:◡*◡:——

কি কুহেলিকা-জালেই মন্ত্রটীকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। মন্ত্রটীর অর্থ নিষ্কাশনে বড়ই আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই সে জটিলতার মূল। মন্ত্রে 'মেষ্যঃ' 'মীঢ্বান সপ্তিঃ ন' প্রভৃতি সেই জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। মেষের লোমে সোমরস পতিত হইয়া শোধিত হয়, তখন সে সোম যুদ্ধার্থ সজ্জিত অশ্বের ন্যায় শোভান্বিত হয়, —এই ভাবই ভাষ্যকারের অর্থে প্রাপ্ত হই। মন্ত্রে 'সঃ' পদ আছে; 'সোম' শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। 'মেষ্যঃ' পদ দেখিয়াই বোধ হয় ভাষ্যকার 'সঃ' পদ হইতে 'সোম' শব্দ টানিয়া আনিয়াছেন।

ভাষ্যের অনুসারী যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতেও এক অদ্ভুত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। সে অর্থটী এই "মেষলোম আচ্ছাদনকালে সোমকে শোধন করিতেছে, তিনি যেন যুদ্ধের ঘোটকের ন্যায় সজ্জিত হইতেছেন। তিনি যখন ক্ষরিত হয়েন, স্তবকারী মেধাবী পণ্ডিতগণের উচিত অভিনন্দন করা।" মূলে আছে -'মামৃজে' ক্রিয়াপদ। তাহা হইতে ব্যাখ্যাকারের অর্থ আসিয়াছে -'অভিনন্দন করা'। ব্যাখ্যাকারের অর্থের সঙ্গতি ভাষ্যেও পরিদৃষ্ট হয় না। ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের অনেক স্থলে পার্থক্যই পরিলক্ষিত হইবে।

যাহা হউক, মন্ত্রের সহিত অশ্ব প্রভৃতির বা সোমরসের কোনই সম্বন্ধ দেখি না। আমরা মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করি, এতৎপ্রসঙ্গে তাহা বিবৃত করিতেছি। মন্ত্রের মধ্যে প্রথম দুইটী পদ পাই—'অণ্বানি' ও 'মেষ্যঃ'। ভাষ্যমতে ঐ দুই পদের অর্থ হইয়াছে 'সূক্ষ্মাণি অবেঃ রোমাণি' অর্থাৎ সূক্ষ্ম মেষরোম। সোমরস সুসংস্কৃত হইয়া মেষরোমে পতিত হয়—এই ভাবই ঐ দুই পদে উপলব্ধ হয়। কিন্তু আমরা সোমরসের বা মেষরোমের কোনই সম্বন্ধ মন্ত্রের সহিত দেখিতে পাই না। অণু শব্দ সূক্ষ্মার্থবাচক, ভাষ্যকারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এখানে অণু শব্দের মুখ্য অর্থই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'অণুপরমাণু-ক্রমেণ।' আর 'মেষ্যঃ' পদের অর্থ হইয়াছে 'বিশুদ্ধং জ্ঞানপ্রবাহং' জ্ঞানের বিচিত্র জ্যোতিঃ অন্তরের সমুদায় ক্লেদরাশি বিদূরিত করিয়া অন্তরের পবিত্রতাসাধন করে। পূর্ণজ্ঞান একেবারেই আসে না; অণুপরমাণুক্রমে অঙ্কুর হইতে বিশাল মহীরুহের উদ্ভবের ন্যায় ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়। শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে সেই অবস্থার উন্মেষ হয়,—ইহাই 'অণ্বানি মেষ্যঃ' পদদ্বয়ের লক্ষ্য।

তার পর 'সপ্তিঃ ন' উপমা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'সপ্তিঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'অশ্ব ইব।' ভাষ্যকারের অর্থই যদি অনুসরণ করি, তাহাতেও অর্থ সঙ্গত হয়। সূর্য্যের সপ্ত-রশ্মিকে সপ্ত অশ্ব বলা হয়। 'সপ্তি' পদে সেই সপ্তাশ্বের বা সপ্তরশ্মি অর্থ হইতে আমরা 'আদিত্যঃ' অর্থ আমনন করিয়াছি। সূর্য্যের আলোকে যেমন ভূতসমূহের চেতনা প্রদান করে, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব অন্তরে জ্ঞানরশ্মিসম্পাতে চৈতন্য সত্তার উপলব্ধি জন্মাইয়া দেয়। 'অণ্বানি মেষ্যঃ' পদদ্বয়ের সহিত এই উপমা বাক্যের অন্বয়ে এক সঙ্গত সূক্ষ্ম ভাব উপলব্ধ হয়। সূর্য্যের আলোকরশ্মি সম্পাতে সংসারের ক্লেদরাশি ভস্মীভূত হইয়া সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে আকাশে সঞ্চিত হয়, মেঘাকারে পরিণত হইয়া বৃষ্টিরূপে সংসারে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করে। স্থূলশরীর নদী হ্রদ তড়াগাদি যেমন মেঘরূপে সঞ্চারিত হয় না; তাহাদিগকে যেমন সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হইতে হয়; জ্ঞান-সম্বন্ধেও সেই উপমা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। মানুষ একেবারেই পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হয় না। ক্রমে ক্রমে সে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হয়। অণুপরমাণু-ক্রমে সে জ্ঞান অন্তরে উপজিত হইয়া থাকে।

আবার সেই জ্ঞানপ্রভাবে মানুষ ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইতে সমর্থ হয়। জন্ম-জরা-মরণশীল মানবদেহ পাপপঙ্কিল মায়াময় এই নশ্বর দেহ ভগবানের নিকট পৌঁছাইতে পারে না বলিয়া হতাশ হইবার কারণ নাই। মন্ত্র এক হিসাবে সেই হতাশে আশ্বাস প্রদান করিতেছে। বলিতেছে,—তোমাতে সোম বা শুদ্ধসত্ত্ব সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্থূল-দেহের পর সূক্ষ্ম-দেহ আছে। স্থূল-ইন্দ্রিয়ের অতীত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় রহিয়াছে। তোমার অন্তর, তোমার হৃদয়, তোমার চিত্ত—তাহারা তো স্থূল নহে! তাহারাই তোমার সূক্ষ্মদর্শী সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি। জ্ঞানোদ্ভাসিত পবিত্র হইলে তাহারাই তোমাকে ভগবানের সহিত সঙ্গত করিবে। সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্ম তোমার সেই অন্তর—সে কেন ভগবচ্চরণে বিলুণ্ঠিত হয় না! তোমার মনোভৃঙ্গ কেন এই পার্থিব সংসারপঙ্কে মজিয়া আছে? সে কেন ভগবানের চরণসরোজে আশ্রয় লইতে পারে না! শরণ লও তাঁহার! আশ্রয় কর তাঁহার

চরণ-পদ্ম! মত্ত হও—তাঁহার প্রেমসুধাপানে; তবেই তো তিনি জ্ঞানরশ্মিরূপে তোমার অন্তর আলোকিত করিবেন! তবেই তো তুমি অণুপরমাণুক্রমে তাঁহাতে লীন হইতে পারিবে! * (১৮শ ৩খ—৩য় ২সা)।

—— • ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩১ ২ ৩১র　　২র　　৩২　　৩ ১২

বয়মেনমিদা হ্যোহপীপেমেহ বজ্রিণম্।

১ ২　　৩১র　　২র　　৩২　　৩২

তস্মা উ অদ্য সবনে সুতং ভরা

৩১২　　২　　৩২

নূনং ভূষত শ্রুতে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'বজ্রিণং' (শত্রুনাশায় বজ্রধারিণং) 'এনং' (প্রসিদ্ধং, শ্রেষ্ঠং দেবং) 'ইদা' (ইদানীং, তন্মাহাত্ম্যং পরিজ্ঞাতাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'ইহ' (অস্মিন যজ্ঞে, সর্ব্বেষু কর্ম্মসু) 'হ্যঃ' (নিশ্চয়ং) 'অপীপেম' (আপ্যায়েম, অনুসরেম ইত্যর্থঃ); হে মম মনঃ! 'তস্মা উ' (তদেবার্থং) 'অদ্য সবনে' (অস্মিন যজ্ঞে, নিত্যানুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মণি) অ' (সর্ব্বতো-ভাবেন) 'সুতং' (শুদ্ধসত্ত্বং, সৎভাবং) 'ভর' (সঞ্চয়); তথা হে মম কর্ম্মনিবহাঃ! যূয়ং 'নূনং' (ইদানীং, দেবতত্ত্বং পরিজ্ঞাতাঃ সন্তঃ) 'শ্রুতে' (শ্রুতায়, বিখ্যাতায়, তস্মৈ দেবায়, দেবানুগ্রহ-লাভায় ইত্যর্থঃ) 'ভূষত' (সদ্ভাবেন আত্মনঃ অলঙ্কুরুত)। মন্ত্রোহয়ং আত্মোদ্বোধকঃ; উপাসকঃ অত্র আত্মানং ভগবদনুসারিণি সৎকর্ম্মণি উদ্বোধয়তি। (১৮শ ৩খ ৪য় ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রার্থনাকারী আমরা, শত্রুনাশের নিমিত্ত বজ্রধারী এই প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ দেবতাকে, ইদানীং অর্থাৎ তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত হইয়া, এই যজ্ঞে (সকল কর্ম্মে) নিশ্চয়ই যেন আপ্যায়ন করি—অনুসরণ করি। হে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গে (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিকশততম সূক্তের একাদশী ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

আমার মন! সেই দেবতার জন্য, এই যাগে—নিত্যানুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে, সর্ব্বতোভাবে সত্ত্বভাবকে সঞ্চয় কর; আর, হে আমার কর্ম্মনিবহ! তোমরা অধুনা, দেবতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া, বিখ্যাত সেই দেবতার উদ্দেশে—দেবতার অনুগ্রহলাভের জন্য, সত্ত্বভাবের দ্বারা আপনাদিগকে অলঙ্কৃত কর। (এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক; এই মন্ত্রে উপাসক আপনাকে ভগবদনুসারী সৎকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।)। (১৮অ—৩খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বয়ং' যজমানাঃ 'এনং' ইন্দ্রং 'বজ্রিণং' 'ইদা' ইদানীং 'হ্যঃ' অতীতেঽহ্নি 'ইহ' অত্র অংশুনা 'অপীপেম' আপায়য়াম সোমেন 'তস্মা উ' তস্মৈ এব 'অদ্য' অত্র সবনে সংগ্রামার্থং। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা শে-আদেশঃ। 'সুতং' অভিষুতং সোমং 'ভর' আহর 'নূনং' ইদানীং 'শ্রুতে' স্তোত্রে শ্রুতে সতি 'আ ভূষত' আভিমুখ্যেন সর্ব্বতোঽধ্বর্য্যাদীনাগচ্ছতু। (১৮অ ৩খ ৪দ্ব—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৬৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

ব্যাখ্যা-উপলক্ষে মন্ত্রটিকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তদ্দ্বারা আত্মোদ্বোধন-মূলক ত্রিবিধ ভাব মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত তিনটী ক্রিয়াপদ (অপীপেম, ভর, ভূষত—পদত্রয়) উপলক্ষেই বিভিন্ন কর্তৃপদের অনুসন্ধানে ভাবপ্রবাহকে লক্ষ্য করিতে হইয়াছে।

মন্ত্রের প্রথম চরণে প্রার্থনাকারী সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন,—'আমরা যেন সেই প্রসিদ্ধ বজ্রধারী ভগবানের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া সকল কর্ম্মে তাঁহার অনুসরণ করি।' ভাব এই যে, 'আমাদিগের সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানের অনুসারী হউক।' মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের দুইটী ক্রিয়াপদ উপলক্ষে (লোটের একবচনের 'ভর' এবং বহুবচনের 'ভূষত' এই পদদ্বয় উপলক্ষে), আমরা মনে করি, প্রথমে মনকে এবং পরিশেষে কর্ম্মনিবহকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তদনুসরে প্রথমে যেন সাধক আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে আমার মন! তোমার সকল কর্ম্মে—ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত প্রতি কর্ম্মে—সত্ত্বভাবের সঞ্চয় কর।' সঙ্গে সঙ্গে, আপনার কর্ম্মনিবহকেও লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে আমার কর্ম্মনিবহ! দেবতত্ত্ব অবগত হইয়া, দেবতার অনুকম্পা-লাভের জন্য, তোমরা সত্ত্বভাবের দ্বারা আপনাদিগকে অলঙ্কৃত কর।' মন্ত্রে এইরূপ ভাবই আমরা পরিগ্রহণ করি। প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার পার্থক্য, ভাষ্যের অনুসরণেই বোধগম্য হইবে। তদনুসারে মন্ত্রের শেষ চরণে অধ্বর্য্যুকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইয়াছে, 'হে

অধ্বর্য্যু! তুমি এই যজ্ঞে সেই দেবতার জন্য সোমরস সঞ্চয় কর, এবং দেবতাকে স্তোত্র রূপ অলঙ্কারে ভূষিত কর' (১৮অ—৩খ—৪সূ—১সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

বৃকশ্চিদস্য বারণ উরামথিরা বয়ুনেষু ভূষতি।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩

সেমং ন স্তোমং জুজুষাণ আগহীন্দ্র

২ ৩ ১ ২ ৩ ২

প্র চিত্রয়া ধিয়া ॥ ২ ॥

---

* ঋগ্বেদ-সংহিতায় (অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চপঞ্চাশৎ সূক্তের সপ্তমী ঋক্) এই মন্ত্রটী পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সেখানে পাঠের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। 'সবনে' স্থলে সেখানে 'সমনা' পাঠ দৃষ্ট হয়। ব্যাখ্যায়ও সেখানে অন্যরূপ ভাব পরিগৃহীত হইতে দেখি। 'আ ভূষত' পদের 'আভবন্তু, আগচ্ছন্তু' প্রতিবাক্য সেখানে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ 'আগচ্ছন্তু' পদ কাহার উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে 'দেবতা আগমন করুন' এই অর্থই গ্রহণ করিতে হয়। অপিচ, ঋগ্বেদের ভাষ্যে 'ভর' পদের প্রতিবাক্যে 'হরত' পদ গ্রহণপূর্ব্বক উহার সঙ্গতির জন্য, 'অধ্বর্য্যাদয়ঃ' পদ সেখানে সম্বোধনের পদ-রূপে সংযোজিত হইয়াছে। এস্থলে আমরা ঋগ্বেদের ভাষ্য এবং প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা আমাদিগের পরিগৃহীত ভাবের সহিত প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাবের পার্থক্য উপলব্ধ হইবে। যথা; ঋগ্বেদের সায়ণ-ভাষ্যং "বয়ং যজমানা এনমিন্দ্রং বজ্রিণং ইদা ইদানীং শ্বশ্চ ইহ অত্র অপীপেম অপ্যায়য়াম সোমেন তস্মাউ তস্মা এবাস্মাত্র সমনা সমনায় সংগ্রামার্থং সুতমভিষুতং সোমং ভর হরত হে অধ্বর্য্যাদয়ঃ। নূনমিদানীং শ্রুতে স্তোত্রে শ্রুতে সতি আভূষত আভবত্বাগচ্ছতু" প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ; যথা,—"আমরা এক্ষণে এবং কল্য এই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রকে অপ্যায়িত করিব তাঁহারই উদ্দেশে এই যুদ্ধ অভিষুত সোম আহরণ কর। স্তোত্র শ্রুত হইলে তিনি যেন আগমন করেন।"

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চপঞ্চাশৎ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। কিন্তু কোনও কোনও গ্রন্থে এই মন্ত্রটী অষ্টম মণ্ডলের ষড়ধিকষষ্টিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ মধ্যে পরিগণিত দেখা যায়। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ ৪থ—৪দ—১০সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বৃকশ্চিৎ' (হিংসাপ্রত্যবায়াদীনাং) 'বারণঃ' (বারয়িতা) 'উরামথিঃ' (অসন্মার্গগামিনঃ সৎপথি স্থাপয়িতা ইত্যর্থঃ) 'অস্তু' (সঃ ভগবান) 'বয়ুনেষু' (সন্মার্গেষু) 'আ ভুবৎ' (প্রতিষ্ঠাপয়তি—শরণাগতান ইতি যাবৎ)। অথবা 'বৃকশ্চিৎ' (হিংসকোঽপি) 'বারণঃ' (সৎকর্ম্মবিরোধকোঽপি) 'উরামথিঃ' (উন্মার্গগামিনোঽপি) 'অস্তু' (পরমকারুণিকস্য ভগবতঃ প্রেরণয়া ইত্যর্থঃ) 'বয়ুনেষু' (সন্মার্গেষু, তৎসম্বন্ধিষু প্রজ্ঞানেষু বা ইতি যাবৎ, যথা—অস্মিন অস্মিন) 'আ ভুবৎ' (ভবন্তে, পরিচালিতাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ)। শত্রবঃ অপি ভগবতঃ আনুকূল্যং লভন্তে ইতি ভাবঃ। 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন হে ভগবন।) 'স ত্বং' (তথাবিধঃ করুণাধারঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মদীয়ং) 'সোমং' (হৃদয়গতং সত্ত্বভাবং ইত্যর্থঃ) 'জুজুষাণঃ' (সেবমানঃ গ্রহীত্বা ইত্যর্থঃ) 'চিত্রয়া' (বিবিধবিচিত্রফলযুক্তয়া) 'ধিয়া' (অনুগ্রহবুদ্ধ্যা যুক্তঃ সন্) 'আগহি' (আগচ্ছ—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) (১৮অ—৩খ—৪সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হিংসাপ্রত্যবায়াদির বারয়িতা, অসন্মার্গগামিগণকে সৎপথে স্থাপয়িতা ভগবান, শরণাগতদিগকে সন্মার্গে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। অথবা, হিংসক, সৎকর্ম্মবিরোধী উন্মার্গগামীও পরমকারুণিক ভগবানের প্রেরণায় সন্মার্গে বা প্রজ্ঞানে সম্যক্‌রূপে পরিচালিত হয়। (ভাব এই যে,—শত্রুও ভগবানের আনুকূল্য লাভে সমর্থ হয়)। পরমৈশ্বর্য্যশালিন হে ভগবন! সেই করুণাধার আপনি আমাদিগের হৃদয়গত সত্ত্বভাব গ্রহণ করিয়া বিবিধ-বিচিত্রফলসমন্বিত অনুগ্রহবুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইয়া আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন। (১৮অ—৩খ—৪সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বৃকশ্চিৎ' স্তেনোঽপি 'বারণঃ' বারয়িতা সর্ব্বস্য সন্নপি 'উরামথিঃ' শত্রূণাং মার্গে গচ্ছতাং মথিতা সন্নপি 'অস্তু' ইন্দ্রস্য 'বয়ুনেষু' মার্গেষু প্রজ্ঞানেষু বা 'আ ভুবৎ' আনুকূল্যেন ভবতে। অতীব হিংস্রোঽপীন্দ্রস্যানুকূল্যে ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা, অশ্বেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী (৩।১।৮৫) অস্মিন্দ্রং উক্তরূপঃ ক্রূরেষু বয়ুনেষু স্তোত্রেষু ভবতি। হে ইন্দ্র! স ত্বমিমং 'নঃ' অস্মদীয়ং সোমং স্তোত্রং চ 'জুজুষাণঃ' প্রীয়মাণঃ সেবমানঃ সন 'চিত্রয়া' চায়নীয়য়া নানাবিধ-ফলরূপয়া 'ধিয়া' যুক্তঃ সন্ 'আগহি' আগচ্ছ। (১৮অ-৩খ-৪সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৬৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী বিশেষ সমস্যা-মূলক। ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা সেই জটিলতা আনয়ন করিয়াছে। মন্ত্রের সঙ্গে চোরের সম্বন্ধ খ্যাপিত হইয়াছে, ইন্দ্রের সামগ্রী চোরে চুরি করিতে পারে না — এইরূপ কত ভাবের কত কথা ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। প্রথমতঃ মন্ত্রের প্রচলিত একটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা "চোর যদিও সকলের নিবারণকর্ত্তা এবং পথগামী-দিগের বিনাশক, তথাপি সে ইন্দ্রের কার্য্যে ব্যাঘাত করিতে পারে না; হে ইন্দ্র! সেই তুমি প্রীত হইয়া আগমন কর। হে ইন্দ্র! বিচিত্র কর্ম্মবলে বিশেষরূপে আগমন কর।" বলা বহুল্য, ভাষ্যের অধ্যাহৃত 'বৃকশ্চিৎ' পদের 'স্তেনোঽপি' অর্থে মন্ত্রের সহিত চোরের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। 'চোর যদিও সকলের নিবারণ করেন, তথাপি সে ইন্দ্রের কার্য্য ব্যাঘাত করিতে পারে না' এরূপ অর্থে ইন্দ্রেরই বা কি মহিমা প্রকাশ পায়, আর মন্ত্রেই বা কি উচ্চভাব সূচিত হয়? এবম্বিধ অর্থেই বেদমন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা আসিয়া পড়িয়াছে।

যাহা হউক আমরা যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি তাহার যৌক্তিকতা বিষয়ে আমাদের মন্তব্য বিবৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। শত্রুভাবেও যে ভগবানের করুণা প্রাপ্ত হওয়া যায় — মন্ত্র সেই সত্য প্রচার করিতেছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বৃকশ্চিৎ' 'বারণঃ' 'উরামথিঃ' প্রভৃতি পদত্রয়ের বিশ্লেষণে আমরা এই ভাবই প্রাপ্ত হই। ঐ সকল পদের দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। আর সেই উভয়বিধ অর্থেই মন্ত্রের সুষ্ঠু সঙ্গত ভাব পরিব্যক্ত হয়। প্রথমবিধ অর্থে 'বৃকশ্চিৎ বারণঃ' পদদ্বয়ের অর্থ হয় 'হিংসাপ্রত্যবায়াদির বারক'; আর 'উরামথিঃ' পদের অর্থ হয় — 'অসন্মার্গগামীদিগকে সৎপথে প্রতিষ্ঠাপয়িতা।' এতদুভয়কে 'অন্ত' পদের বিভক্তি ব্যত্যয়ে ভগবানের গুণ-বিশেষণরূপে পরিগ্রহণ করা হইয়াছে। ভগবান যে হিংসা-প্রত্যবায়াদি নিরাসকর্ত্তা এবং তিনিই যে মানুষকে সৎপথে স্থাপন করেন, তাহা আর বুঝাইতে হয় না। সে সকল আলোচনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যবিধ অর্থের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। 'বৃকশ্চিৎ' পদের 'স্তেনোঽপি' অর্থ ভাষ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। 'স্তেন' শব্দে চৌর বা চোর বুঝায়। এখানে 'স্তেন' পদের চৌর অর্থেই ব্যাখ্যায় চোরের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। যদি চৌর অর্থই গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে বাহিরের চোরের সন্ধানে কেন ফিরিব। নিজের গৃহের মধ্যে যে চোর নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, অন্তরে থাকিয়া যে চোর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই চোরকে পরিত্যাগ করিয়া, অপরের বহির্ভাগে মানুষ চোরের সন্ধান করিয়া কি ফললাভ হইবে। অজ্ঞানতার সূচীভেদ্য অন্ধকার-রূপ প্রাচীর-বেষ্টনে, অন্তরের চোর দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়াছে, তাহাদের দুর্ভেদ্য বৃহৎ 'বারণঃ' অর্থাৎ আমার জ্ঞানকে সর্ব্বদা প্রতিহত করিতেছে, তখন অন্যত্র আবার আমি চোরের সন্ধানে ফিরিব কেন? অন্তরের অভ্যন্তরে চোর — হৃদয়ের অভ্যন্তরে চোরের রাজত্ব। তাহাদের দমনের উপায় চিন্তা না করিয়া, বাহিরের চোর কেন খুঁজিয়া বেড়াইব? প্রথমে

সেই শত্রুর বা চোরের দুর্ভেদ্য দুর্গদ্বার উদ্ভিন্ন কর, হৃদয়ের অন্ধকার অপসারণে উদ্বুদ্ধ হও, তবে তো হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান হইবে।

অন্য ভাবের তাৎপর্য্য এই - 'ভক্ত যিনি, শরণাগত যিনি, তিনি তো ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়াই আছেন।' তাঁহারাই আত্মসমর্পণ তো করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীমতী শ্রীরাধার ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহারা তো তন্ময় হইয়াই গিয়াছেন—

"শ্যাম সুন্দর, শরণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন,
শ্যাম সে গলার হার।
শ্যাম সে বেসর, শ্যাম বেশ মোর,
শ্যাম সাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন, ভজন পূজন,
শ্যাম দাসী হলো রাধা।
শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল,
শ্যাম সে সুখের নিধি,
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি।"

কিন্তু যাহারা আজন্ম পাপপরায়ণ, যাহারা উন্মার্গগামী এককথায় যাহারা ভগবানের শত্রু, তাহারা কি তবে ভগবানের করুণা লাভে সমর্থ হইবে না। ভগবদ্বৈরিগণ, বৈরিভাবে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছিল, শ্রীমদ্ভাগবতে সে উক্তিও দেখিতে পাই,—

"এনং পূর্বকৃতং যত্তত্রাজ্ঞানঃ কৃষ্ণবৈরিণঃ।
জহুস্ত্বন্তে তদাত্মানঃ কীটঃ পেশস্কৃতো যথা।"

হিরণ্যকশিপু কংস প্রভৃতি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈরী হইলেও, বৈরিভাবে স্মরণ করিয়াও তাঁহারা ভগবানের করুণালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে দেখিতে পাই -

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ।"

এখানে মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই সত্যই প্রকটিত দেখি। শত্রুও যদি শত্রুভাবে ভগবানকে স্মরণ করে, সেও ভগবানের কৃপাকণা লাভে সমর্থ হয়। সুতরাং মন্ত্রের উদ্বোধনা—মন্তুহস্তিবৎ উন্মার্গগামী তুমি, চিরকাল পাপপঙ্কে নিমগ্ন রহিয়াছ; তুমি একবার সেই পরমকারুণিক ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। অবশ্যই তাঁহার কৃপাকণালাভে সমর্থ হইবে।

মন্ত্রের অন্যান্য অংশ সরল ও সহজবোধ্য। মন্ত্রের অন্তর্গত 'চিত্রয়া' পদের আমরা 'বিবিধবিচিত্রফলযুক্তয়া' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকারের অর্থও প্রায় একইরূপ। ভগবান কর্ম্মফলবিধাতা, চতুর্ব্বর্গফল মোক্ষফলদাতা। মোক্ষফল - চতুর্ব্বর্গফল অপেক্ষা

বিচিত্র আর কি হইতে পারে? তাহার অপেক্ষা রমণীর প্রিয়দর্শন অঙ্গ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এই ভাবেই 'চিত্রয়া' পদের সার্থকতা॥ (৮ম-৩অ-৪সূ-২সা)। *

—— • ——

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

৪৩১র৫ র ৩২ ৩১ ৫ ৪ ৫ ২ ১ — ১ র র র
বয়মেনমিদা। হিয়াও ২ ৩ বা। ইযাহাযি। হ্বেহো ২ য়ি। অপীপেমে৬ঃ

১ — ১ র ১ — ৪ ২ ৩১র
হাবিজ্রিণা ২ ম্। তস্মাউবদ্যসবনায়ি। সুতস্তায়া ২। ঈ ৩ য়া। অনূনা

৫ ২ ১ ৩র৪র৩৪র৫ ৩ ২ ১ ৩
২ ৩ ৪ স্ত। যতাশ্রা ২ ৩ ৪ ৫ তা ৬ ৫ ৬ য়ি। আনূনভূগত। শ্রীহাও ২ ৩ ৪

৫ ৪ ৫ ২ ১ — ১রর র ২ — ১
বা। ইয়াহায়ি। হ্বেহো ২ য়ি। আনূনভূগতাশ্রা ১ তা ২ য়ি। বৃকশ্চিদস্য-

র ২ — ৪ ২ র ১ ৫ ২:র
বারণ। উরামা ১ থী ২ঃ। ঈ ৩ য়া। আবয়ূ ২ ৩ ৪ না। যুভূণা ২ ৩ ৪ ৫।

৩র৮৩৪র৫র ৩২র৩ ৫ ৪ ৫ ২১ —
তা ৬ ৫ ৬ য়ি। আবয়ুনেযুভূ। যতাও ২ ৩ ৪ বা ইয়াহায়ি। হ্বেহে ২

১র র — ১র র র ২ — ৪
য়ি। আবয়ুনেযুভূষা ১ তা ২ য়ি। সেমস্তোমঞ্জুজুষা। গমাগা ১ হী ২। ঈ ৩

২ ১ ৫ ১১র ২ ১
য়া। ইন্দ্রপ্রা ২ ৩ ৪ চায়ি। ত্রয়াণা ২ ৩ ৪ ৫ য়া ৬ ৫ ৬। শ্রুণা ৩ না

১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ৫ য়ি॥ ১২॥ *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ পরিবাজেষু ভূষথঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ক ২র
তদ্বাং চেতি প্র বীর্যম্॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গে (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিক শততম সূক্তের একাদশী ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়।

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা,— "বাসিষ্ঠম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (মম হৃদধিষ্ঠিতৌ হে ইন্দ্রাগ্নীদেবৌ, যদ্বা — সর্ব্বশক্তিমন্তৌ প্রজ্ঞানময়ৌ দেবৌ! 'দিবঃ রোচনা' (হৃদ্রূপে দ্যুলোকে জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশকৌ ইতি ভাবঃ) যুবাং 'বাজেষু' (সদ্ভাবজনকেন সৎকর্ম্মণা) 'পরিভূষথঃ' (প্রকৃষ্টরূপেণ অলঙ্কৃতৌ ভবথঃ)। জ্ঞানজ্যোতিষা ভগবান হৃদি স্বপ্রকাশঃ ভবতি ইতি ভাবঃ।

অথবা,

'ইন্দ্রাগ্নী' (মম হৃদধিষ্ঠিতৌ হে ইন্দ্রাগ্নীদেবৌ, যদ্বা সর্ব্বশক্তিমন্তৌ প্রজ্ঞানময়ৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'দিবঃ রোচনা' (হৃদ্রূপে দ্যুলোকে জ্ঞানজ্যোতিঃরূপেণ প্রকাশিতৌ সন্তৌ ইতি যাবৎ) 'বাজেষু' (শত্রুণা সহ সংগ্রামেষু) 'পরি' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'ভূষথঃ' (অস্মান্ বিজয়যুক্তান্ কুরুথঃ)।

হে দেবৌ! 'বাং' (যুবয়োঃ) 'বীর্য্যং' (সামর্থ্যং) 'তৎ' (যুবয়োঃ অদ্বিতীয়ং শক্তিমাহাত্ম্যং) 'প্রচেতি' (প্রকর্ষেণ বিজ্ঞাপয়তি, যুবয়োঃ মহিমানং প্রখ্যাপয়তি ইতি ভাবঃ)। (১৮অ—৩খ—৫সা—১স) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমার হৃদধিষ্ঠিত হে ইন্দ্রাগ্নিদেবতা, অথবা সর্ব্বশক্তিমান জ্ঞানময় হে দেবদ্বয়! হৃদ্রূপ দ্যুলোকে জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশক আপনারা সদ্ভাবজনক সৎকর্ম্মের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে অলঙ্কৃত হয়েন। (ভাব এই যে,— জ্ঞানজ্যোতিঃ-প্রভাবে ভগবান হৃদয়ে স্বপ্রকাশ হয়েন)।

অথবা,

আমার হৃদধিষ্ঠিত হে ইন্দ্রাগ্নিদেবতা, অথবা সর্ব্বশক্তিমান্ প্রজ্ঞানময় হে দেবদ্বয়! আপনারা হৃদ্রূপ দ্যুলোকে জ্ঞানজ্যোতিঃরূপে প্রকাশিত হইয়া, শত্রুসহ সংগ্রামে প্রকৃষ্টরূপে আমাদিগকে বিজয়যুক্ত করুন।

হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের সামর্থ্য, আপনাদিগের অদ্বিতীয় শক্তি-মাহাত্ম্য প্রকৃষ্টরূপে বিঘোষিত করে অর্থাৎ আপনাদিগের মহিমা বিজ্ঞাপিত করে। (১৮অ—৩খ—৫সা—১স) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'দিবঃ রোচনা' স্বর্গস্য রোচ[illegible] যুবাং 'বাজেষু' সংগ্রামেষু 'পরি ভূষথঃ' পরিতঃ সর্ব্বতঃ অলঙ্কৃতৌ ভবথঃ। শত্রূন্ পরাজিত্য সর্ব্বতো বিজয়মানৌ বর্ত্তেথে। 'বাং'

যুবয়োঃ 'বীর্য্যং' সামর্থ্যমেব 'তৎ' তাদৃশং সংগ্রাম বিজয়ং 'প্রচেতি' প্রকর্ষেণ জ্ঞাপয়তি। যয়া, যুবাং 'বাজেষু' সংগ্রামেষু ভুবথঃ শত্রূন্ পরিভবথঃ। শেষং পূর্ব্ববৎ॥ ১॥

• • •

প্রথম (১৬৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক, নিত্যসত্যপ্রকাশক ও ভগবন্মাহাত্ম্য জ্ঞাপক। সর্ব্বশক্তিমান ভগবান জ্ঞানজ্যোতিঃরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হন, জ্ঞানের মধ্য দিয়াই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; প্রথম অন্বয়ে মন্ত্র এই এক ভাবই প্রকাশ করিতেছে। দ্বিতীয় অন্বয়েও প্রায় একই ভাবের আভাস হয়। সেখানেও জ্ঞানের প্রভাব বিদ্যমান। অজ্ঞানতা-রূপ অন্তঃশত্রু জ্ঞানের প্রভাবে অপসারিত হয়, অন্তরে পূর্ণজ্ঞানের উদয় হয়, দ্বিতীয় অন্বয়ে এই ভাবেরই বিকাশ দেখি। ফলতঃ, জ্ঞানই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদাতা,—জ্ঞানই জ্ঞানস্বরূপকে প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। (১৮অ—৩খ ৫সূ ১সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২　 ৩　 ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্র গ্নী অপসস্পরিং॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে ভগবন্ জ্ঞানদেব!) 'অপসস্পরি' (সৎকর্ম্মাভিমুখেন) অস্মান প্রেরয় ইতি ভাবঃ। অথবা হে ভগবন্! অস্মাকং 'অপসঃ' (অজ্ঞানাবরণং) 'পরি' (পরিতঃ, সর্ব্বতোভাবেন ইত্যর্থঃ) নাশয় ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্। অস্মাকং অজ্ঞানতাং বিনাশয় অস্মান্ সৎকর্ম্ম-পরায়ণান কুরু॥ (১৮অ—৩খ—৫সূ—২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে ভগবন্ জ্ঞানদেব! আমাদিগকে সৎকর্ম্মাভি-মুখে প্রেরণ করুন। অথবা হে ভগবন্! আমাদিগের অজ্ঞানাবরণ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকে, প্রথম অধ্যায়ে, দ্বাদশ বর্গে পরিদৃষ্ট হয়।

সর্ব্বতোভাবে নাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের অজ্ঞানতা নাশ করিয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্মপরায়ণ করুন)। (১৮অ—৩খ—৫সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অথেতি দ্বিতীয়া অথেতি তৃতীয়া। তয়োর্দ্দ্বৃচোঃ প্রতীকে। তয়োর্ব্যাখ্যানমত্রৈব দ্রষ্টব্যং। (১৮অ—৩খ—৫সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৬৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সূক্তের তৃতীয় সামের অংশ-বিশেষ। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। অজ্ঞানতানাশে সৎকর্ম্মপরায়ণ হইবার প্রার্থনা মন্ত্রে সংসূচিত। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে মন্ত্রের তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে। সমগ্র-মন্ত্রটী যে ভাবে যে অর্থ প্রকাশ করে, নিম্নে তাহা প্রদান করিতেছি; যথা—

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রাগ্নী অপসস্পর্য্যুপ প্র যন্তি ধীতয়ঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ২
ঋতস্য পথ্যা২৩ অনু ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।—'ইন্দ্রাগ্নী' (হে বলাধিপতে তথা হে জ্ঞানদেব। যুবয়োঃ প্র [illegible] অস্মাকং 'ধীতয়ঃ' (বুদ্ধয়ঃ, চিত্তবৃত্তয়ঃ) [illegible] অনু, মার্গান্ লক্ষীকৃত্য 'অপসঃ পরি' (সৎকর্ম্মণঃ পরিতঃ, সৎকর্ম্মাভিমুখীন ইত্যর্থঃ) 'উপপ্রযন্তি' (গচ্ছন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া বয়ং সত্যপরায়ণাঃ সৎকর্ম্মসাধকাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। হে বলাধিপতি এবং হে জ্ঞানদেব! আপনাদের কৃপায় আমাদের চিত্তবৃত্তি-সমূহ সত্যের মার্গ লক্ষ্য করিয়া সৎকর্ম্মাভিমুখে গমন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, ভগবৎকৃপায় আমরা যেন সত্যপরায়ণ সৎকর্ম্মসাধক হই)।

সায়ণ-ভাষ্যং।—হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'ধীতয়ঃ' সোমস্য ধাতারঃ পাতারো হোত্রাদয়ঃ 'ঋতস্য' কর্ম্মফলস্য 'পথ্যাঃ' পথঃ মার্গান্ 'অনু' লক্ষীকৃত্য 'অপসঃ' অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণস্য পরিতঃ সর্ব্বতঃ সমীপে 'পর্য্যুপ' 'প্র যন্তি' প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে অতঃ সোমপানার্থং যুবামাগচ্ছতমিতি ভাবঃ। যদ্বা, 'ধীতয়ঃ' 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'পথঃ' মার্গান্ 'অনু' লক্ষীকৃত্য 'অপসঃ' কর্ম্মণঃ 'পরি' পরিতঃ 'উপ প্র যন্তি' প্রবর্ত্তন্তে, অতঃ স্তোতব্যতয়া যুবামাগচ্ছতামিতি।

মর্ম্মার্থ।—মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। যাহাতে আমরা সৎপথে চলিতে পারি, যাহাতে আমাদের বাক্য, কর্ম্ম ও চিন্তা সৎ ও মহৎ হয়, মন্ত্রে তাহার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'ঋতস্য পথ্যা অনু' সত্যের পথ অবলম্বন করিয়া যেন আমাদের 'ধীতয়ঃ' চিত্তবৃত্তি-সমূহ 'উপপ্রযন্তি' গমন করিতে পারে। আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহ পবিত্র নির্ম্মল হউক, সত্যের ধ্রুবজ্যোতিঃ লক্ষ্য করিয়া যেন আমরা জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারি—মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই সার মর্ম্ম।

সত্যের আলোকরেখাকে লক্ষ্য করিয়া যদি চলিতে পারি, তবে আপাততঃ আমাদের সম্মুখে নিবিড় অন্ধকাররাশি বর্ত্তমান থাকিলেও আমাদের ভয়ের কারণ থাকে না। সেই ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া সংসার-সমুদ্রে আমাদের জীবন-তরণী নির্ভয়ে পরিচালনা করিতে পারি সেই ধ্রুবতারা, ধ্রুবজ্যোতিঃ—সত্য, অনন্ত অবিনশ্বর সত্য। যিনি সেই সত্যের পথে চলিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার আর অধঃপতনের ভয় থাকে না। তাই সেই সত্যমার্গে চলিবার শক্তি লাভ করিবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা এই, "হে ইন্দ্রাগ্নি! স্তোতাগণ, যজ্ঞের মার্গ লক্ষ্য করিয়া আমাদের কর্ম্মের চতুর্দ্দিকে উপাগত হইতেছে (৩য় ৪থ ৫থ ২সা)।

—— •

তৃতীয় [illegible] সা

তৃতীয় খণ্ডঃ। পঞ্চ [illegible]। তৃতীয়ং সাম।)

১ ৩ ২
ইন্দ্রাগ্নী তবিষাণি বাং০ ॥ ৩ ॥

[illegible] শ্রেষ্ঠ-

সামর্থ্যানি [illegible] যচ্ছ [illegible] ৩অ—৩থ ৫থ [illegible]

বঙ্গানুবাদ

বলৈশ্বর্য্যাধার হে ভগবন্ জ্ঞানদেব! আপনাদের সম্বন্ধি শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য আমাদিগকে প্রদান করুন। (৩অ—৩থ—৫সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা উত্তরার্চ্চিকের অন্যত্র (১৬অ—১খ-২সূ ৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অধেতি দ্বিতীয়া, অধেতি তৃতীয়া। তয়োঋ্চোঃ প্রতীকে। তয়োর্ব্ব্যাখ্যানমন্যত্র দ্রষ্টব্যং। (১৮অ - ৩খ - ৫সূ - ২।৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৬৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্ব মন্ত্রে অজ্ঞানতা-নাশে সৎকর্ম্মপরায়ণ হইবার প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এই মন্ত্রে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যের প্রার্থনা রহিয়াছে। সামর্থ্য না জন্মিলে, শক্তি সঞ্চার না হইলে কিরূপে সৎকর্ম্ম-সাধন করা যাইতে পারে? মন্ত্র তাই উপদেশ দিতেছে,—যদি ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম-সম্পাদনে তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইতে চাও, কর্ম্ম-শক্তির উন্মেষ কর। কিরূপে সে কর্ম্ম-শক্তির বিকাশ হয়? প্রথমে কর্ম্মের স্বরূপ-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, প্রকৃত কর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে হইবে, তার পর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

সে প্রকৃত কর্ম্ম কিরূপ কর্ম্ম? ভগবান বলিয়াছেন,—সে কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্ম। কর্ম্ম করিতে হইবে; কিন্তু কামনা ত্যাগ করিয়া। ইহা কি প্রহেলিকাময় নহে! মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পুত্তলিকায় চলচ্ছক্তির কামনা সছিদ্র কুম্ভে পূর্ণপাত্রের অভিলাষ, যেরূপ আকাশকুসুম কল্পনার সামগ্রী; কামনা-বিহীন কর্ম্মও সেইরূপ অসম্ভব—আকাশকুসুমবৎ কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অর্জ্জুন গাণ্ডীবধন্বা, ভগবানের প্রিয় সখা; তাঁহার কর্ম্ম স্বতন্ত্র হইতে পারে। তাঁহার পক্ষে যাহা সম্ভব; মর্ত্ত্যের মানুষ পার্থিব জীবে কি তাহা সম্ভব হয়? কিন্তু বড়ই সংশয় - বড়ই সমস্যা! প্রতি কার্য্যেই যদি কামনার প্রাধান্য খ্যাপন করিয়া ধর্ম্ম-হীনতা সপ্রমাণ করিতে যাই, তাহা হইলে কোনও সৎকর্ম্মই তো সংসারে তিষ্ঠিতে পারে না! সে ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলা-কদাচারেরই প্রতিষ্ঠা হয়। উচ্ছৃঙ্খলা কদাচার প্রতিষ্ঠার জন্যই কি ভগবান অর্জ্জুনকে ঐরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন? না,—তাহা কখনও হইতে পারে না। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে। মানুষ কামনার দাস। তাহার কামনা যাহাতে সৎকর্ম্মের দিকে প্রধাবিত হয়, ভগবানের তাহাই আকাঙ্ক্ষা। কামনা করিয়া কার্য্য করিতে করিতে মানুষ প্রথমে কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হউক, তার পর সে কর্ম্মের সাফল্য আপনিই অধিগত হইবে,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। মিষ্ট সামগ্রী জলে মিশাইতে মিশাইতে শেষ যেমন জলের অস্তিত্ব লোপ হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। সৎকর্ম্ম যে ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক, তাহার ফল শুভপ্রদ। কামনা বিজড়িত হইলেও পরিণাম সেই সৎস্বরূপই অবশিষ্ট থাকে।

কর্ম্মের দ্বারা বাসনা-জাল ছিন্ন করিতে হইবে। সে কর্ম্ম—এমন কর্ম্ম হওয়া চাই, যাহা সংসার-বন্ধনের হেতুভূত নহে; অর্থাৎ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সকল বন্ধন টুটিয়া যায় - সকল দুঃখের অবসান হয়। কামনাই মানুষের দুঃখের হেতুভূত। সেই দুঃখের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। অহংজ্ঞানই সকল কামনার মূলীভূত,—তাহা হইতেই সকল দুঃখের উৎপত্তি।

অহংজ্ঞানের লোপ হইলেই কামনার নিবৃত্তি হয়,—তখনই সকল দুঃখের অবসানে পরমানন্দ লাভ ঘটে। অহংজ্ঞানে দুঃখোৎপত্তি এবং তন্নিবৃত্তি বিষয়ে রঘুকুলতিলক একসময়ে প্রশ্নজিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে কুলগুরু বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন,—"যথার্থ বলিতেছি, 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান যতক্ষণ তোমার থাকিবে, ততক্ষণ তুমি দুঃখ নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবে না। যখন তোমার 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান বিদূরিত হইবে, তখনই তুমি দুঃখনির্ম্মুক্ত হইতে পারিবে।" কুলগুরুর এতদ্বাক্যে শ্রীরামচন্দ্রের মনে সংশয়ের উদয় হয়। তিনি পুনরায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন,—অহঙ্কারই যে সকল দুঃখের হেতুভূত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা অসৎ, যাহা মিথ্যা, যাহার অস্তিত্বাভাব, তাহা লাভের জন্য ব্যাকুল হওয়াই দুঃখ। সে দুঃখের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা লাভ করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? মহর্ষি পুনরপি কহিলেন,—"যথার্থই 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া কোনও পদার্থ নাই; আছে কেবল—একমাত্র পরাৎপর শিব পরমাত্মা। সেই শান্তিময় আত্মা হইতেই এই প্রাতিভাসিক দৃশ্য বস্তু। কিন্তু এই দৃশ্যের কোনও স্বরূপ নাই, ইহা অলীক। জগৎ-নামক এই যে দৃশ্য দেখা যাইতেছে; ফলে ইহা সুবর্ণের বলয়ের ন্যায়, শিবময় আত্মা হইতে পৃথক কোনও বস্তু নহে। ইহাকে পৃথকরূপে না জানাকেই সাধুগণ ইহার ক্ষয় বলিয়া থাকেন ইহার ক্ষয় হইয়া গেলে একমাত্র সত্য সেই পরব্রহ্মই থাকেন। বিশ্বের অভ্যন্তরগত মজ্জা, অভ্যন্তরে যে বীজাদি উৎপাদন করে, সেই বীজাদি যেমন বিশ্ব হইতে ভিন্ন নহে; সেইরূপ চিৎস্বরূপ আত্মা আপনাতে যে চিত্র নামক ত্রিপুটী রচনা করেন, সেই ত্রিপুটী তাঁহা হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। ভূলোকের অন্তর্গত জম্বুদ্বীপাদি বিভাগ যেমন ভূলোক হইতে ভিন্ন নহে; সেইরূপ আকাশের অন্তর্গত পৃথিব্যাদি পদার্থও, পরমাত্মা হইতে অণুমাত্র পৃথক নহে। যেমন জল ও জলের অন্তর্গত দ্রবত্ব, পরস্পর অভিন্ন পদার্থ; সেইরূপ চিন্ময় ও চিত্ত একই পদার্থ; জলে যেমন দ্রবত্ব, তেজে যেমন আলোক বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মেও চিদ্ভাব ও চিত্তভাব দুইই আছে দৃশ্য প্রকাশ করাই চিতির কর্ম্ম; সেই কূটস্থ চৈতন্য হইতে ঐ দৃশ্য ভ্রমপ্রতীয়মান যক্ষের ন্যায় বৃথাই উদিত হইয়া থাকে। বস্তুগত্যা তাহা উদিত নাই। অতএব মনুষ্যের নিজের কোনও কর্ম্ম বা কর্তৃত্ব নাই, ইহা স্থির।"

যতদিন অহঙ্কার থাকিবে, যতদিন অহংজ্ঞানের তিরোভাব না হইবে, ততদিন কামনার অবসান নাই, ততদিন দুঃখের নিবৃত্তি নাই। তৃণের লালসায় ধাবমান হইয়া হরিণ যেমন কূপমধ্যে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে, তৃষ্ণার অনুসরণে মূঢ় অনুসরণকারীও সেইরূপ অন্ধতম নিরয়কূপে নিপাতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। তৃষ্ণা বা বাসনা, আকাঙ্ক্ষা বা কামনা—অহঙ্কারেরই নামান্তর। অহঙ্কারের ক্ষয় হইলেই কামনার অবসান হয়; কামনার অবসান হইলেই সকল দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে। তখনই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হওয়া যায়। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,অনহঙ্কারিণী কর্ত্তরী দ্বারা অহংজ্ঞানরূপিণী তৃষ্ণাকে ছেদন করিতে পারিলে নিখিলসংসারভয়শূন্য হইয়া ব্রহ্মরূপে সুখে অবস্থান করিতে পারা যায়।" কিন্তু তাহাতেই বা দুঃখের দূর হয় কৈ? দেহ অহঙ্কারের আধারভূত। অহঙ্কারের ক্ষয় হইলে, দেহের ক্ষয় অনিবার্য্য! অহঙ্কারের অবলম্বনেই দেহ রহিয়াছে। দেহেরই যদি

বিনাশ ঘটিল, তাহা হইলে সুখসাধন হইবে কিরূপে? শ্রীরামচন্দ্রের এই সংশয় নিরসন জন্য বশিষ্ঠ পুনরপি কহিলেন, "হে রাজীবলোচন! তত্ত্বজ্ঞেরা বাসনা-ত্যাগকে সর্ব্বত্রই 'জ্ঞেয়' ও 'ধ্যেয়' এই দুই প্রকার নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে 'আমি ইহাদের, ইহারা আমার জীবন ও আমার, আমি ইহাদের সহিত পৃথক কেহই নহি, ইহারাও আমার ভিন্ন কিছু নহে', এইরূপ নিশ্চয় তোমার মনে সতত রহিয়াছে; কিন্তু যখনঃ তুমি মনের সহিত বিচার করিয়া বুঝিবে যে, আমি কাহারও নই, আমার কেহ নাই'; তখনই, এই নেম-জ্ঞান তোমার শীতল বুদ্ধিতে বিকাশ পাইলেই, তোমার ধ্যেয় অর্থাৎ চিন্তনীয় দ্বিতীয় বাসনা ত্যাগ হইয়াছে বুঝিবে এবং সমগ্র জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপে অবগত হইয়া জীব নিজ প্রারব্ধের ক্ষয়ে যখনই মমতাশূন্য হইয়া দেহত্যাগ করে, তখনই তাহার জ্ঞেয়-সংজ্ঞক প্রথম বাসনা-ক্ষয় সিদ্ধ হইল জানিবে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারময়ী ও পূর্ব্বোক্তা ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। হে রঘুনাথ! যিনি ছলনাময়ী বাসনাকে নিঃশেষ রূপে ত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করেন তিনি জ্ঞেয়বাসনাত্যাগী মুক্ত পুরুষ বলিয়া অভিহিত। জনকাদি সুজন মহাজন মহাত্মারা অনায়াসবোধে ধ্যেয়-বাসনা পরিত্যাগ করতঃ শান্তি পাইয়া পরম ব্রহ্মে অবস্থান করিতেছেন। হে রাঘব, এই দ্বিবিধ বাসনা-ত্যাগীরাই সৌভাগ্যশালী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন।"

সুতরাং বাসনার ক্ষয় করিতে হইবে—কামনার নিবৃত্তি করিতে হইবে, আকাঙ্ক্ষা দূর করিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে বাসনার ক্ষয় করিবে? বাসনার নিবৃত্তি হইবে কি প্রকারে? আকাঙ্ক্ষার অবসান হইবে কিরূপে? শ্রীভগবান বলিয়াছেন, কর্ম্ম দ্বারা বাসনার ক্ষয় কর। কর্ম্ম কর; কিন্তু 'মা ফলেষু কদাচন' ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না। ফল ভিন্ন মানুষ কোনও কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয় না। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে প্রথমেই ফলের প্রশ্ন উঠে। এই কার্য্যে এই ফল হইবে—জানিয়া, পরে মানুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং ভগবান্ এ আবার কি প্রহেলিকার সৃষ্টি করিলেন! এখানেও একটু বিচারের আবশ্যক। যাহা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, শ্রীভগবান্ কি সে উপদেশ দিতে পারেন? বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন—যে কর্ম্মে বাসনার ক্ষয় হয়, সে কর্ম্ম কোন কর্ম্ম! শাস্ত্রে কর্ম্মের বিভিন্ন বিভাগ, বিভিন্ন স্তরপর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই সকল বিভাগ—সেই সকল স্তরের মধ্যে কোন্ কর্ম্ম কামনানাশক, তাহাই বিচার করিতে হইবে। সেই কর্ম্মই বাছিয়া লওয়ার প্রয়োজন। সংসারীর পক্ষে কর্ম্মাকর্ম্ম নির্দ্দেশ বড়ই সুকঠিন। এই কর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া প্রিয় সখা অর্জ্জুনই যখন একদিন মুহ্যমান হইয়াছিলেন, তখন সাধারণ মানুষের সে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যে নিতান্ত দুরূহ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে কি মানুষের পক্ষে শ্রেয়োলাভ সম্ভবপর নহে? শাস্ত্র কিন্তু সে পথ সরল সুগম করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ।" যে কর্ম্মে শ্রীহরি শ্রীভগবান্ পরিতুষ্ট হন, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম। তদ্ভিন্ন, আর সকলই অকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই কামনার নিবৃত্তি—বাসনার ক্ষয়—আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি। প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভগবানের প্রিয়-কর্ম্ম—যে কর্ম্মে তিনি পরিতুষ্ট হন, সেই কর্ম্ম—কিরূপ কর্ম্ম? তিনি সৎস্বরূপ,

সৎকর্ম্মেই তাঁহার প্রীতি। তাই তিনি জীবকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, তিনি প্রজাপালক, তিনি জগতের হিতসাধক। সুতরাং যে কর্ম্মে জগতের হিত সাধিত হয়, যে কর্ম্মে হিংসা অবিদ্যমান,—সেই কর্ম্মই শ্রেয়ঃ কর্ম্ম, সেই কর্ম্মেই তাঁহার পরিতুষ্টি। বাসনার ক্ষয় করিতে হইলে, সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানই আবশ্যক হয়।

পারিবে না কি? তাঁহার কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাঁহার শরণ লইতে পারিবে না কি? যদি শ্রেয়োলাভ করিতে চাও—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছু দাও, সকলই তাঁহার উদ্দেশে সমর্পণ কর। ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখিও না। সিদ্ধিদাতা তিনি; তাঁহার প্রিয়-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, সিদ্ধি আপনিই অধিগত হইবে। কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণ লও। তাঁহাতে শ্রীরাধার ভাবে তন্ময় হইয়া যাও। কামনা আপনিই দূর হইবে, বাসনা আপনিই লোপ পাইবে, আকাঙ্ক্ষার আপনিই নিবৃত্তি হইবে; তাঁহার কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহাকেই পাইবে। বিশ্বকর্ম্মা তিনি; তাঁহার কর্ম্মের অন্ত নাই। তিনি আপনিই বাসনার ক্ষয় করিয়া দিবেন। চাই—মাত্র তাঁহার শরণ লওয়া; চাই—মাত্র তাঁহার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা; চাই—মাত্র ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন করা। শ্রীভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

"চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ। বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।"

তাঁহার প্রিয় কর্ম্মে চিত্ত সংন্যস্ত কর; তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলেই তোমার শাশ্বতপদপ্রাপ্তি ঘটিবে। ভগবান্ তো বলিয়াছেনই—যিনি নিত্য অনুষ্ঠেয় সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বদা সুসম্পন্ন করিয়া আমাকেই একমাত্র আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেন, অর্থাৎ আমাতেই আত্মসমর্পণ করেন, আমার প্রসাদে তিনি নিত্য অব্যয় বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন।

"সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ। মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।"

আর বলিয়াছেন,—"মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।" আমার প্রসাদে সকল সংসার দুঃখকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। ভগবানের এই অভয়বাণী স্মরণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ কর। মুক্তি আপনিই অধিগত হইবে। কামনা-বাসনার অবসানে শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ করিতে পারিবে।

এই সাম-মন্ত্রটীর সমগ্র অংশ ষোড়শ অধ্যায়ে পরিদৃষ্ট হয়। সেই মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদান করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি; মন্ত্র যথা—

১২   ৩১২   ৩১২৩ ১২
ইন্দ্রাগ্নী তবিষাণি বাং, সধস্থানি প্রয়াংসি চ।

৩২৩১২   ৩২
যুবোরপ্তূর্যাং হিতম্॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।—'ইন্দ্রাগ্নী' (হে বলাধিপতে তথা হে জ্ঞানদেব!) 'বাং' (যুবয়োঃ) 'তবিষাণি' (বলানি, শক্ত্যাদীনি) 'চ' (তথা) 'প্রয়াংসি' (প্রকর্ষেণ যাতব্যানি, ঊর্দ্ধগমনদায়কং পরমাশ্রয়ং) 'সধস্থানি' (একত্রং নিবসন্তি); 'যুবোঃ' (যুবয়োঃ) 'অপ্তূর্যাং' (অমৃতদানশক্তিঃ) অস্মাকং 'হিতং' (পরমমঙ্গলদায়িকা) ভবতু ইতি শেষঃ। নিত্যসিদ্ধপ্রখ্যাপকঃ

তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি কেবলং লোকানাং পরমাশ্রয়ঃ ; সঃ অস্মাকং পরমমঙ্গলং সাধয়তু—ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ।—হে বলাধিপতি এবং জ্ঞানদেব ! আপনাদের শক্ত্যাদি এবং উর্দ্ধগমনদায়ক পরমাশ্রয় একত্র নিবাস করে ; আপনাদের অমৃতদানশক্তি আমাদের পরমমঙ্গলদায়িকা হউক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই কেবলমাত্র লোকদিগের পরমাশ্রয় হয়েন ; তিনি আমাদের পরমমঙ্গল সাধন করুন।)।

সায়ণ-ভাষ্যং।—হে ইন্দ্রাগ্নী ! 'বাং' যুবয়োঃ 'তবিষাণি' বলানি 'প্রয়াংসি' অন্নানি 'চ' 'সধস্থানি' সহস্থিতানি পরস্পরমবিযুক্তা বর্ত্তন্তে তথা 'অপ্তুর্যাং' বৃষ্টিদারয়াঃ প্রেরকং স্বং 'যুবোঃ' যুবয়োরেব 'হিতং' নিহিতং বর্ত্তন্তে। তস্মাৎ সোমপানপ্রভৃতিষু সর্ব্বকর্ম্মসু ইন্দ্রাগ্ন্যোঃ সহৈব বর্ত্তনমিতি ভাবঃ। সধস্থানি ষ্ঠা-গতি-নিবৃত্তৌ চ (ভ্বা· প·) আতোঽনুপসর্গে কঃ (৩ ২.৩) সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসি (৬।৩।৯৬)। ইতি হস্য সধাদেশঃ ॥

মর্ম্মার্থ।—মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। প্রথম অংশের মর্ম্ম এই যে,—ভগবানই মানুষকে পরমধন—পরমাশ্রয় প্রদান করেন। 'প্রয়াংসি' পদে ভাষ্যকার 'অন্নানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিবরণকারের মতে উক্ত পদের অর্থ,—"প্রকর্ষেণ যাতব্যানি, অধ্বরাণি, যজ্ঞগৃহাণি"। আমাদের মনে হয়—'প্রকর্ষেণ যাতব্যানি' পদে 'যজ্ঞগৃহাণি' বুঝায় না। প্রকৃত গৃহ পরমাশ্রয়কেই লক্ষ্য করে। তাই আমরা 'প্রয়াংসি' পদে 'উর্দ্ধগমনদায়কং পরমাশ্রয়ং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'প্রয়াংসি' পদ গমনার্থক 'যা' ধাতুমূলক। প্রকৃষ্টরূপে যাহাতে গমন করা যায়, সা গমন করিয়া যাহাতে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি লাভ করা যায়—'প্রয়াংসি' পদে তাহাই বুঝায়। সেই বস্তু কি—যাহাতে মানব চরম স্থিতি লাভ করিতে পারে, তাহার সকল গমনাগমনের অবসান হয় ? সেই বস্তু পরমপদ ভগবদাশ্রয়। সেই পরমাশ্রয় ও ভগবৎশক্তি একত্র অবস্থিতি করে অর্থাৎ ভগবৎশক্তিই সেই আশ্রয়ের কারণ। ভগবান্ আপনার শক্তিবলেই মানুষকে সেই আশ্রয় প্রদান করেন। আর মানুষ তাহা গ্রহণ করিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিতে পারে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে যে প্রার্থনা আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—ভগবৎশক্তি, তাহার অমৃতদায়িকা শক্তি আমাদের চরম ও পরমমঙ্গল সাধন করুক। 'অপ্তুর্যাং' পদের অর্থ—'অমৃতদায়কঃ'। ভগবানের সেই শক্তিই আমাদিগকে মঙ্গলের পথে লইয়া যাউক। আমাদের বাক্য, চিন্তা, কর্ম্ম মঙ্গলময় হউক—ইহাই প্রার্থনার ভাবার্থ। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর ভাব কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্রাগ্নি ! তোমাদের বল ও অন্ন তোমাদের দুই জনের মধ্যে অবিযুক্তভাবে আছে, এবং বৃষ্টি-প্রেরণরূপ কার্য্য তোমাদের দুই জনেতেই নিহিত আছে।" (১৮অ ৩খ-৫সূ—৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা উত্তরার্চ্চিকেও (১৬অ-১খ-২সূ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র
ক ঈং বেদ সুতে সচা০ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতে' (সৎকর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'সচা' (নিত্যবর্ত্তমানং) 'ঈং' (তং ভগবন্তং) 'কঃ বেদ' (কঃ জ্ঞাতুং সমর্থঃ -কোঽপি তত্ত্বং ন জানে ইতি ভাবঃ)। (১৮অ ৩খ—৬সূ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে নিত্যবর্ত্তমান সেই ভগবানকে কে জানিতে সমর্থ হয়? ভাব এই যে,—কেহই ভগবত্তত্ত্ব অবগত নহে। (১৮অ—৩খ—৬সূ—১সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঋচঃ প্রতীকং। তস্যাদিতো ব্যাখ্যানমত্রত্র দ্রষ্টব্যং। (১৮অ - ৩খ - ৬সূ ১সা)।

প্রথম (১৬৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী ছন্দ আর্চ্চিকের (ঐন্দ্র পর্ব্বের) সপ্তম খণ্ডে (সপ্তম দশতি) পঞ্চম সাম রূপে দেখিতে পাই। ভগবান সৎকর্ম্মে নিত্য বর্ত্তমান, ভগবত্তত্ত্ব দুরূহ, কেহই সে তত্ত্ব অবগত নহে; পরন্তু জ্ঞানপ্রভাবেই সে তত্ত্ব অধিগম্য হয়,—মন্ত্রাংশ সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে।

এই মন্ত্রটী ছন্দ-আর্চ্চিকের যে মন্ত্রের অংশ-বিশেষ, নিম্নে সেই মন্ত্রটী এবং তাহার ব্যাখ্যা প্রভৃতি উদ্ধৃত হইল। তাহাতেই মন্ত্রের তাৎপর্য্যের বিষয় উপলব্ধি হইবে। মন্ত্রটী এই

১ ২ ৩২উ ৩ ১২৩১র২র
ক ঈং বেদ সুতে সচা পিবন্তঙ্কদ্বয়ো দধে।

৩১র ২র ৩১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
অয়ং যঃ পুরো বিভিনত্ত্যোজসা মন্দানঃ শিপ্র্যন্ধসঃ।

মর্ম্মানুসারিণী -'অয়ং যঃ' (যঃ দেবঃ) 'ওজসা' (স্বকীয় তেজসা) 'পুরঃ' (রিপূণাং আশ্রয়ং, মোহপাশং ইত্যর্থঃ) 'বিভিনত্তি' (ধ্বংসং করোতি) 'অন্ধসঃ' (সত্ত্বভাবস্য—সম্নিধানং ইতি যাবৎ) 'মন্দানঃ' (আনন্দবর্দ্ধকঃ) 'শিপ্রী' (জ্যোতির্ম্ময়ঃ, জ্ঞানদাতা ভবতি ইত্যর্থঃ)

(বিশুদ্ধে সৎকর্ম্মণি) 'সচা' (সম্মিলিতং) 'ঈং পিবন্তং' (জ্ঞানং পানকারিণং, জ্ঞানেন সহ অভিন্নসম্বন্ধবিশিষ্টং তং দেবং) 'কঃ বেদ' (কঃ জ্ঞাতুং সমর্থঃ ভবতি—ইতি শেষঃ) 'কৎ' (কঃ দেব. বা) 'বয়ঃ' (বলং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'দধে' (দদাতি) ; ভগবতঃ কৃপাং বিনা কোঽপি তং জ্ঞাতুং ন সমর্থঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ - এই যে দেবতা স্বকীয় তেজে রিপুগণের আশ্রয়কে অর্থাৎ মোহপাপকে ধ্বংস করেন ; সদ্ভাব-সন্নিধানে আনন্দবর্দ্ধক এবং জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ জ্ঞানদাতা হয়েন, বিশুদ্ধ সৎকর্ম্মে সম্মিলিত জ্ঞান-পানকারী অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত অভিন্নসম্বন্ধবিশিষ্ট সেই দেবতাকে কে জানিতে সমর্থ হয় ? কোন্ দেবতাই বা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করেন ? (ভাব এই যে, ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হয় না।)।

সায়ণ-ভাষ্যং - পঞ্চমং সাম। মেধাতিথিঃ ঋষিঃ। 'সুতে' অভিষুতে সোমে 'সচা' ঋত্বিগ্ভিঃ সহ সোমং 'পিবন্তং' এনমিন্দ্রং 'কো বেদ' বেত্তি ন কোঽপি বেত্তীত্যর্থঃ। 'কৎ' কিংবা 'বয়ঃ' অন্নং 'দধে' ধারয়তি। যোঽয়ং ইন্দ্রঃ 'শিপ্রী' হনুমান 'অন্ধসঃ' সোমেন 'মন্দানঃ' 'ওজসা' বলেন 'পুরো বিভিনত্তি'।

মর্ম্মার্থ—মানুষের হৃদয়ের চিরন্তনী অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি এখানে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের ও সসীমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। মানুষের ভিতর ভগবান যে জ্ঞানের বীজ দিয়াছেন, জ্ঞান লাভের জন্য যে অনুসন্ধিৎসা মানুষের হৃদয়ে আছে, তাহাই মানুষকে জ্ঞানের পথে লইয়া যায় ; পরিণামে সেই জ্ঞানই মোক্ষ-লাভের সোপান-স্বরূপ হয়।

মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব লাভের প্রধান কারণ ঐ অনুসন্ধিৎসা। মানুষের মনে প্রশ্ন আসে আমি কে ? কোথা হইতে আসিলাম ? যাব কোথায় ? আমার পরিণাম কি ? আমাকে কে সৃষ্টি করিল ? এই জগৎ কি ? এই জগতের সঙ্গে আমার এবং স্রষ্টার কি সম্বন্ধ ?

এই আত্ম-জিজ্ঞাসাই ধর্ম্ম লাভের প্রথম সোপান। মানুষ সমস্ত বিষয় জানিতে চায়, সমস্ত বিষয় বুঝিতে চায় ; চুপ করিয়া শুধু মানিয়া চলিতেই মানুষ জন্মে নাই। আর, মানুষকে নির্জীব জড় পদার্থ করিয়া সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ও ভগবানের ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে জগতে দর্শন-বিজ্ঞানের, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইত না, মানুষ মুক্তিপথে চলিতে পারিত না। কিন্তু ভগবান্ মানুষের ভিতর এমন জ্ঞান, এমন বৃত্তি দিয়াছেন, যাহার সাহায্যে সে আত্মজ্ঞানলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে।

সেই অনুসন্ধিৎসার ফলেই এই প্রশ্ন—'কঃ বেদ ?'—তাঁহাকে কে জানিতে পারে ? অন্যত্র আরও একটু অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করা হইতেছে—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?' তিনি কে ? কাহাকে পূজা করিব ? তিনি কিরূপ ? এই সমস্ত প্রশ্ন হইতে পরাজ্ঞানের আরম্ভ।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'কঃ বেদ ?' কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধে নানা বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। আপত্তিকারিগণ বলিবেন—'অজ্ঞেয়কে জ্ঞেয়ত্বের মধ্যে আনিয়া আবার তাঁহাকে অজ্ঞেয়-রূপে কল্পনা করায় স্ববিরোধিতা দোষ লক্ষিত হইতেছে।' আমাদিগের মত এই যে,—এখানে স্ব-বিরোধিতা-দোষ-কল্পনার কোনও কারণ নাই। এখানে এই জিজ্ঞাসার অর্থ এই যে, কে সেই অনন্ত

বিরাট্ পুরুষ পরমব্রহ্মকে পূর্ণরূপে জানিতে পারে। অর্থাৎ কেহই পারেন না যে পর্য্যন্ত না আত্মা সেই জ্ঞেয়ের সমতাপাপন্ন হইয়াছেন, যে পর্য্যন্ত না তিনি নিজের অসীমত্বের ও অনন্তত্বের পূর্ণ-বিকাশ সাধন করিয়াছেন। সেই পূর্ণব্রহ্মকে সাধক জানিতে সমর্থ হন তখন - যখন তিনি আপনার মধ্যে অনন্তত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন—যখন তিনি ব্রহ্মভূমিতে উপনীত হন। পূর্ণরূপে তাঁহাকে জানিতে না পারিলেও মানুষ তাহার হৃদয়স্থিত ভগবৎ-প্রদত্ত ভাবের সাহায্যে ভগবানের সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করিতে পারে। তাহা না হইলে পূর্ণ-জ্ঞান আর অজ্ঞানতা ব্যতীত মাঝখানের স্তরগুলির অস্তিত্ব থাকিত না।

মানুষ তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে জানিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আরও জানিবার জন্য অনুসন্ধিৎসু হয়। তখন, যতটুকু পারে, তাঁহার সম্বন্ধে ততটুকুই ব্যক্ত করে। এইরূপে জানিতে জানিতে বলিতে বলিতে, শেষে জানারও শেষ হয়, বলারও শেষ হয়। ব্রহ্মকে যে 'অবাঙ্-মনসগোচরং' বলা হয়, আবার তাঁহার সম্বন্ধে যে নানা বিশেষণও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; ইহাই তাহার কারণ বলিয়া মনে করিতে পারি। নচেৎ, বাক্য দ্বারা যাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না, তাঁহার সম্বন্ধে বাক্য কিরূপে ব্যবহার করা হয়? শ্রুতির অন্যত্রও এ সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে,—আপত্তিকারিগণের ঐ আপত্তি ভিত্তিহীন। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা[illegible] প্রয়োজন নাই। • (১৮অ—৩খ ১সূ—১সা)।

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২　৩ ১র　২র ৩ ১　২ ৩ ২　৩ ১ ২
দানা মৃগো ন বারণঃ পুরুত্রা চরথং দধে।

১　২ ৩　১　২৩২　৩ ১　২
ন কিষ্ট্বা নি যমদা সুতে গমো

৩ ১　২ ৩ ১ ২
মহাং শ্চরস্যোজসা ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'দানা মৃগঃ ন বারণঃ' (মদস্রাবী মত্তবারণঃ যথা স্ববিরোধিনঃ মৃগয়িতা, তদ্বৎ শত্রুণাং সম্বন্ধে মত্তবারণবৎ ভীষণঃ) অথবা 'মৃগঃ' (পাপসম্বন্ধং নাশয়িতা) 'বারণঃ' (পাপাত্মনং

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রয়স্ত্রিংশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ-৭খ-৭দ. ৫সা) পরিদৃষ্ট হয়।

ভীতিজনকঃ) 'ন' (অপিচ) 'দানা' (পরমানন্দদায়কঃ) 'পুরুত্রা' (সর্ব্বেষু সৎকর্ম্মসু শত্রূণাং ধর্ষকঃ) ত্বং হে ভগবন্! 'রণং' (ভবৎসমীপে সংবাহনযোগ্যং পরমানন্দং ইতি ভাবঃ) 'দধে' (ধারয়সি, প্রযচ্ছ অবতাং অনুগ্রহপ্রার্থনে মহ্যং ইতি যাবৎ)। হে ভগবন্! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ন কিঃ' (ন কোঽপি) 'নিয়মত্' (বারয়িতুং শক্নোতি, ন কশ্চিদপি অতিক্রামতি ইতি ভাবঃ)। 'নঃ' (অং) 'সুতে' (সোমে অভিষুত বিশুদ্ধে সতি, যদ্বা হৃদি সদ্ভাবং সংজনয়ন) 'আ গম' (আগচ্ছ অধিতিষ্ঠ)। 'মহান্' (সর্ব্বেষাং পূজ্যঃ) ত্বং 'ওজসা' (স্বপ্রভাবেন) সর্ব্বত্র বিরাজসি ইতি শেষঃ। (অতঃ প্রার্থনা—মম হৃদয়েঽপি বিরাজমান ভব)। (১৮অ—৩খ ৬সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মদস্রাবী মত্তবারণ যেমন স্ববিরোধিদিগের ধর্ষক সেইরূপ শত্রুগণের সম্বন্ধে মত্তবারণের ন্যায় ভীষণ, অথবা পাপসম্বন্ধ-নাশক, পাপাত্মগণের ভীতিজনক ও পরমানন্দদায়ক, সৎকর্ম্মসমূহে শত্রুগণের ধর্ষণকারী আপনি (হে ভগবন্!) আপনার সমীপে সংবাহনযোগ্য পরমানন্দ, আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী আমাকে প্রদান করুন। হে ভগবন্! আপনাকে কেহই প্রতিরোধ (অতিক্রম) করিতে পারে না। সোম অভিযুত বিশুদ্ধ হইলে অর্থাৎ অন্তরে সদ্ভাব জন্মাইয়া আপনি আগমন করুন (অধিষ্ঠিত হউন)। সকলের পূজ্য আপনি স্বপ্রভাবে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। (অতএব প্রার্থনা—আপনি আমার হৃদয়েও বিরাজমান হউন। (১৮অ—৩খ—৬সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'মৃগঃ' শত্রূণামন্বেষকঃ 'বারণঃ' গজঃ 'দানা' মদজলাদীন 'পুরুত্রা' বহুষু যজ্ঞেষু চ 'রণং' চরণশীলং 'মদং' 'দধে' ইন্দ্রো ধারয়তি। অথ প্রত্যক্ষস্তুতিঃ হে ইন্দ্রঃ! 'ত্বা' ত্বাং 'ন কিঃ' নিয়মত' ন কশ্চিন্নিযচ্ছতি। 'সুতে' অভিষুতে সোমে 'আ গম' আগচ্ছ। 'মহান' পূজ্যঃ 'নঃ' ত্বং 'ওজসা' বলেন সর্ব্বতশ্চরসি গচ্ছসি। (১৮অ ৩খ—৬সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৬৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভগবানের অনুগ্রহে অন্তঃশত্রুনাশে পরমানন্দলাভ হয়; ভগবান সর্ব্বশক্তিমান—তিনি সকলের আরাধনীয় এবং তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান; জগতের প্রতি অণুপরমাণুতে তিনি অনুঃপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, সুতরাং তিনি আমার অন্তরেও বিরাজমান হউন—মন্ত্র এই ভাব প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'দানা মৃগো ন বারণঃ' উপমা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। ভাষ্যের অর্থ—'শত্রূণামন্বেষকঃ গজঃ মদজালানীব' অর্থাৎ শত্রুর অন্বেষণকারীর হস্তীর মদজালার ন্যায়। কিন্তু ঐ উপমা বাক্যে দুইটী পক্ষ পরিগৃহীত হইতে পারে। প্রথম লৌকিক পক্ষ; দ্বিতীয়—দেবপক্ষ। প্রথম পক্ষে ঐ বাক্যে উপমা স্বীকার করা যায়; দ্বিতীয় পক্ষে মন্ত্রে উপমা পরিত্যক্ত হয় এবং 'ন' পদ পাদপূরক অব্যয় শব্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 'দানা মৃগো ন বারণঃ' বাক্যকে উপমা-স্বীকারে এবং লৌকিক প্রয়োগানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই—

"শত্রুগণের অন্বেষণকারী হস্তী যেমন মদজাল ধারণ করে, সেইরূপ ইন্দ্র যজ্ঞে মত্ততা ধারণ করেন। (হে ইন্দ্র!) তোমাকে কেহ নিয়মিত করিতে পারে না, তুমি সোমাভিমুখে আগমন কর। তুমি বীর্য্য-প্রভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাক।" এবম্বিধ অর্থে মন্ত্রের কি উচ্চ ভাব প্রকাশ হয়? যে ভাবে উপমার অর্থ প্রচলিত ব্যাখ্যায় পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে ইন্দ্রের দেবত্ব-বিষয়ে মনে সংশয়-সন্দেহ আনয়ন করে। ইন্দ্র পদে যদি ভগবান উপলক্ষিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি হিংস্র-প্রকৃতির আরোপ করা হয়। তাই আমরা ভাষ্যের ব্যাখ্যার অর্থ-পরিগ্রহণ করি না। উপমা স্বীকার করিলে,—ঐ উপমায় শত্রু-অন্বেষণকারী মদস্রাবী হস্তী অর্থ প্রকাশ করে না। আমাদিগের মতে উপমার অর্থ এই 'মত্তহস্তী যেমন তাহার বিরোধিদিগের মর্দ্দক অর্থাৎ মত্তহস্তী যেমন তাহার শত্রুগণকে সংহার করে; সেইরূপ ভগবানও মত্তহস্তীর ন্যায় পাপরূপ বৈরিদলকে দমন করেন বলিয়া, তিনি পাপাত্মগণের নিকট ভীতিজনক। যাহারা হিংস্রস্বভাব, যাহারা পাপপুণ্যবিচারহীন, তাহারাই তাঁহাকে ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে করে, ভগবান তাহাদের নিকটই ভয়ঙ্কর। কিন্তু পুণ্যাত্মগণের নিকট তিনি সদা-শান্তসৌম্য-মূর্ত্তিতে প্রকাশমান হয়েন। তিনি পাপকে নাশ করিয়া পরমানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি পাপকে হিংসা করেন বটে; কিন্তু তিনি ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য সদা বদ্ধপরিকর রহিয়াছেন। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলেই তাঁহার বজ্রকঠোর হিংস্রস্বভাব প্রকাশ পায়, তখনই তিনি মদস্রাবী মত্তবারণের ন্যায় পাপকে পদদলিত করেন। শ্রীভগবান গীতায় তাই বলিয়াছেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

যখন এই সংসারে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, মানুষ যখনই নিঃশ্রেয়সসাধক সদাচারভ্রষ্ট হইয়া উঠে, যখন বর্ণাশ্রমবিহিত আচার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া মানুষ উন্মার্গগামী হয়, যখন হতাদর ও অপরিপালনপ্রযুক্ত ধর্ম্ম পরিম্লান হইয়া পড়েন, অপিচ যখন বেদবিরুদ্ধ নানা অসদাচার প্রাবল্য লাভ করে, মানবগণ যখন অশেষ দুঃখদায়ক নানা অপকর্ম্মের সেবক হয়, তখনই ভগবান আপন মায়াপ্রভাবে আত্মসৃষ্টি করিয়া জগতে আবির্ভূত হয়েন। তিনি কদাচার কদনুষ্ঠানে প্রীতিলাভ করেন না; তাই তৎসমুদায় নিরাকরণ জন্যই তাঁহার অবতাররূপ গ্রহণ। সংসারে অধর্ম্মের রাজ্য বিস্তৃত হইলে, ধর্ম্মনিষ্ঠ বেদবিহিত কর্ম্মপরায়ণ সাধুপুরুষদিগের দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। তাঁহাদিগের সংরক্ষণ জন্য এবং বিরুদ্ধকর্ম্মনিরত পাপিগণের দণ্ডদান-উদ্দেশ্যে ভগবান কঠোররূপ ধারণ করেন, আর তখনই 'দানা মৃগো ন বারণঃ' রূপে তাঁহার

মত্তহা প্রকটিত হয়। যদি উপমা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এই হিসাবেই সে উপমার সার্থকতা। তদ্ভিন্ন ঐ উপমায় ভগবৎপক্ষে অন্য কোনও ভাব আসিতে পারে না।

'মৃগঃ' পদের ধাত্বর্থ গ্রহণ করিলেও আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। 'মৃষ্‌জ্‌' ধাতুর অর্থ শুদ্ধ (পরিশোধিত) করা। তিনি (ভগবান্‌) প্রাণিগণকে পরিশোধিত করেন। পাপকলুষ মানুষকে কলঙ্কিত করিয়া রাখে। পাপ-সম্বন্ধ পরিচ্ছিন্ন হইলেই—অন্তরে ভগবদধিষ্ঠান হইলেই মানুষ বিশুদ্ধ হয়; সেই জন্যই তিনি 'মৃগঃ' অর্থাৎ পাপসম্বন্ধ-বিচ্ছিন্নকারী পাপাত্মগণের পরিশোধক। ভগবান্‌ পাপসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন বলিয়াই, তাঁহার প্রভাবে পাপসম্বন্ধ বিদূরিত হয় বলিয়াই, তিনি পাপীদিগের পাপতাপের শাস্তিবিধান করেন বলিয়াই, তিনি 'ভীমঃ' অর্থাৎ পাপাত্মগণের ভীতি উৎপাদক এবং পাপীদিগের ভয়প্রদ। আমরা মনে করি, উপমাংশের এই অর্থই সমীচীন এবং সর্ব্বসামঞ্জস্য-সংরক্ষক। অন্তরের পাপকলুষ বিদূরিত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের সঞ্চার হইলেই পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। সে আনন্দ কিরূপ ?—'রণং' অর্থাৎ রণ যেমন অভীষ্টস্থান প্রাপ্ত করায়। তেমনই সে আনন্দ—সে শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎকামী জনকে ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

ভগবানকে কেহই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না;—অর্থাৎ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্‌—সকল শক্তির আধার স্বরূপ। তিনি সকলের পূজনীয় 'ন কিষ্টা নিয়মত' মন্ত্রাংশের ইহাই অর্থ। তাৎপর্য্য এই যে,—'হে মন! অথবা হে জীব! তুমি সেই ভগবানের শরণ লও; তাহা হইলেই তোমার সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। ভগবানের যিনি শরণাপন্ন হন, তাঁহার কোনও ভাবনা থাকে কি? তিনি সকল পাপ-সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হন। পদ্মপত্র যেমন জলে থাকিয়াও জলসংস্পর্শ-বিমুক্ত থাকে অর্থাৎ জলে আর্দ্র হয় না, তিনিও তেমনি সংসারে থাকিয়া নির্লিপ্ত হইতে পারেন। সংসার-সন্ন্যাস তাঁহার পক্ষেই সম্ভবপর হয়। তিনিই মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন। তিনি সর্ব্বঘটে বিরাজমান, তিনি অণুপরমাণুক্রমে যাবতীয় সৃষ্ট সামগ্রীতে ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান রহিয়াছেন। জলস্থলমরুদ্ব্যোম কোথায় তিনি নাই! তাই প্রার্থনা—তিনি আমার অন্তরেও বিরাজমান হউন। তাঁহার পুণ্যজ্যোতিতে আমার অন্তরও আলোকিত হউক। * (১৮অ—৩খ—৩সূ—২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ৩ ১ ২র ৩ ১র ২র৩ ১ ২
য উগ্রঃ সন্ননিষ্টৃতঃ স্থিরো রণায় সংস্কৃতঃ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যদি স্তোতুর্ম্মঘবা শৃণবদ্ধবম্নেন্দ্রো যোষত্যাগমৎ॥ ৩॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায় অষ্টম বর্গে (অষ্টম মণ্ডল, অষ্টত্রিংশ সূক্তের অষ্টমী ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মপারিণী-ব্যাখ্যা।

'উগ্রঃ' (শত্রুনাশায় উগ্রমূর্ত্তিধারকঃ) 'অনিষ্টৃতঃ' (শত্রুভিরনভিভাব্যঃ) 'যঃ' (যঃ ভগবান্) 'রণায়' (শত্রুসংগ্রামেষু) 'স্থিরঃ' (অবিচলিতঃ) 'সংস্কৃতঃ' (বিজয়যুক্তঃ) 'সন্' (ভবতি) 'মঘবান' (পরমধনদাতা) 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান্ সঃ ভগবান্ ইতি যাবৎ) 'যদি' (যদা, সততং ইত্যর্থঃ) 'স্তোতুঃ হবং' (শরণাগতজনস্য করুণাহ্বানং) 'শৃণ্বন্' (শ্রুত্বা) 'আ গমৎ' (আগচ্ছতি—তস্য শরণাগতস্য রক্ষণায় ইতি ভাবঃ) অপিচ 'ন যোষতি' (তং শরণাগতং জনং ন পরিত্যজতি)। (১৮অ-৩খ-৬সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুনাশে উগ্রমূর্ত্তিধারণকারী, শত্রুকর্ত্তৃক অনভিভাব্য যে ভগবান শত্রুসংগ্রামে অবিচলিত ও জয়যুক্ত হয়েন, পরমধনদাতা পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিমান্ সেই ভগবান্, শরণাগত জনের করুণ আহ্বান শ্রবণ করিয়া, সেই শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষার নিমিত্ত আগমন করেন, অপিচ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। (১৮অ—৩খ—সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' 'উগ্রঃ' উদ্গূর্ণবলঃ ওজস্বী বা 'সন্' ভবন 'অনিষ্টৃতঃ' শত্রুভিরবিস্তীর্ণঃ 'স্থিরঃ' অচলঃ 'রণায়' যুদ্ধায় 'সংস্কৃতঃ' শস্ত্রৈরলঙ্কৃতঃ সোমৈর্ব্বা সংস্কৃতঃ সঃ 'ইন্দ্রঃ' 'মঘবান্' ধনবান্ 'যদি' 'স্তোতুঃ' 'হবং' আহ্বানং 'শৃণ্বন্' শৃণোতি তর্হ্যন্যত্র 'ন যোষতি' ন গচ্ছতি কিন্তু 'আ গমৎ' তত্রৈবাগচ্ছতি। (১৮অ-৩খ-৬সূ-৩সা)।

ইতি অষ্টাদশস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ)

* * *

তৃতীয় (১৬৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভগবানের শরণাগত হইলে—তাঁহার শরণ লইতে পারিলে, তিনি স্বয়ং আসিয়া শরণাগতকে রক্ষা করেন। শরণাগত ব্যক্তিকে তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন না, মন্ত্র এই ভাব প্রকাশ করিতেছে।

বড় সার সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার শরণ গ্রহণ করা তো সহজ নহে। তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে হইলে কি করিতে হইবে?—কিরূপে তাঁহার শরণ লইতে পারিব? ভগবান বলিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

এমন আশা আশ্বাসের কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু তাঁহাকে শরণ লইতে হইলে কি করিতে হইবে? সর্ব্বপ্রকার আসক্তিপরিশূন্য হইয়া অবিচ্ছেদে তাঁহাতে অনুরক্ত হইতে হইবে। এইরূপে ভগবানে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে ব্রহ্ম ও আত্মা বিষয়ে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইবে। সেই ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইলেই সর্ব্বতোভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে পারিবে। কিন্তু সে জ্ঞাননিষ্ঠা কিরূপে লাভ হইবে। ভগবান তাই বলিয়াছেন,—মদ্ভক্ত হও। তোমার মনে হইতে পারে, তুমি অল্পপুণ্য; সুতরাং তোমাতে সে ভক্তির সঞ্চার হওয়া কিরূপে সম্ভবপর? সুতরাং প্রথমতঃ তুমি 'মদ্‌যাজী' হও অর্থাৎ একমাত্র আমার উদ্দেশ্যেই কর্ম্ম করিতে থাক। কিন্তু সে কর্ম্মানুষ্ঠানেও অন্তরায় আছে। হয় তো তোমার সে অনুষ্ঠানের সামর্থ্য নাই। সেস্থলে কেবলমাত্র 'মাং নমস্কুরু' একমাত্র আমাকেই নমস্কার কর। এইরূপে, আমাকে নমস্কার করিতে করিতে, আমার প্রতি পূজাপরায়ণ হইতে পারিবে। আমার পূজায় আমার প্রতি তোমার ভক্তির উদয় হইবে; তাহার ফলে, আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে পারিলে, তোমার সকল আসক্তি দূরে যাইবে। আসক্তিপরিশূন্য চিত্তে আমাকে ভজনা করিতে করিতে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

তিনি বলিয়াছেন,—'আমি' 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং'—আমি সকল জীবের ঈশ্বর। জগতের যাবতীয় ব্যাপার আমার দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। 'আমিই' ভূতসমূহের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া মায়ার দ্বারা সকলকে স্ব স্ব পথে পরিচালিত করিতেছি। যন্ত্রে পরিস্থাপিত পুত্তলিকা যেমন সূত্রের দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিঘূর্ণিত হয়, আমিও সেইরূপ হৃদয়-প্রদেশে অবস্থিত থাকিয়া মায়া-সূত্রের দ্বারা জীবগণকে সর্ব্বদা পরিচালিত করিতেছি। যিনি সাধক, যাঁহার অন্তরাত্মা নির্ম্মল, তিনিই কেবল আমাকে দেখিতে পান। হৃদ্দেশাবস্থিত একমাত্র শরণ্য, অদ্বিতীয় নিয়ামক ভগবানের প্রতি কায় মন ও বাক্য নিয়োজিত করিয়া 'শরণং গচ্ছ'। তাহা হইলে অনায়াসে তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবে। আর তাঁহার প্রসন্নতা বলে তুমি পরাশান্তি মুক্তি লাভ করিয়া অনন্ত আনন্দের অধিকারী হইবে। স্মরণ রাখিও—তাঁহার অমৃত উপদেশ; অনুসরণ করিও—তাঁহার সেই অভয়বাণী। তাঁহার অভয়-বাণীর অনুসরণ করিয়া, তাঁহার প্রতি আসক্ত হইতে পারিলে মোক্ষ অধিগত হইবে—পরাশান্তি লাভ করিতে পারিবে। ভগবান তাই বলিয়াছেন,—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

এই ভগবত্তত্ত্ব অধিগত হইলেই তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে পারিবে। তাই, যদি সুখ চাও—শান্তি চাও, যদি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কর, তাঁহার শরণ লও, তাঁহার অভয়বাণী অনুসরণ কর। ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে একবার যদি প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পার; দয়াল ঠাকুর তিনি—দয়ার মন্দাকিনী-ধারা অংশুই প্রবাহিত করিবেন। তাই বলি—একবার প্রাণ ভরিয়া ডাক ডাকার

মত ভাবিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর। তিনি অবশ্যই আশ্রয় দান করিবেন। মন্ত্রে এই সত্যই প্রকটিত করিতেছে।

কিন্তু সে প্রাণ তো আসে না! পাপ-মোহ যে অন্তরায় হয়! এমনই কলুষ-কলঙ্কে পরিময় জীব! সংসারের ক্লেদরাশি তাহাকে এমনিভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; চক্ষু দর্শনশক্তিহীন; কর্ণ—শ্রবণশক্তিবিহীন; রসনা—ভগবত্তত্ত্বরূপ রসাস্বাদে বিরত; মুখ—মূক হইয়া আছে। সংসার পঙ্কে এমনই নিমজ্জমান জীব যে, তাহার যত-কিছু অনুষ্ঠান, যত-কিছু প্রচেষ্টা সকলই তাহার আত্মতৃপ্তির জন্য, সকলই তাহার আত্মসুখসাধন-কামনায়। সুতরাং মানুষ কিরূপে তাঁহার শরণ লইতে পারিবে? কিরূপে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? তাই মন্ত্রে ভগবানের একটী বিশেষণ—'উগ্রঃ'। সংসারবন্ধনকারক শত্রুগণের নাশে তিনি কঠোর মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করেন বলিয়াই তিনি 'উগ্রঃ'। তিনি সে সংসার-মোহ নাশ করিয়া, তাঁহার শরণ গ্রহণের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। তিনি স্থির অর্থাৎ অবিচলিত; তিনিই মনঃস্থৈর্য্য সাধন করেন, তিনি রিপু-সংগ্রামে অর্থাৎ অন্তঃশত্রুনাশে মানুষকে বিজয়যুক্ত করেন বলিয়া তাঁহার এক বিশেষণ—'সংস্কৃতঃ'। ফলতঃ কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারিলে ভগবান সে আশ্রিতকে রক্ষা করেন। * (১৮অ—৩খ—৬সূ—৩সা)।

ষষ্ঠ-সূক্তের গেয়-গান।

২র র ১ ২ -- ১ ২ -- ১
১। কঔংবেদা। সুতাস্নিসা ১ চা ২। পিবস্তুংবহ্বায়ো ১ দাধা ২ রিঃ অয়ংস্রঃ

র ২ -- ১র ২ ১ A ৩
পুরো বিভিনত্তাও ১ অ সা ২। মন্দানা ২৩১ শী ৩। প্রা ২ য়া ২৩৪

৫রর ৩৫ ২রর ১২ -- ১ র ২
ঔহোবা। ধাসা ২৩২ সাঃ। দানামৃগঃ। নবারা ১ সা ২ ঃ। পুরুত্রাচরথাস্বা

-- ১ র র ২ -- ১র ২ ১ A
১ ধা ২ রি। নকিষ্টানিযমদাস্যুতাস্নিগা ১ মা ২ঃ। মহা৺ খা ২ রা ৩। সাঃ ২

৫রর ৩ ৫ ২ ১ ২ --
৩২৩৪ ঔহোবা। আ ২৩৪ দা। যউগ্রঃসান। অনাসিষ্টা ১ র্ত্তা ২ঃ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টম বর্গে (অষ্টম মণ্ডল, ত্রয়স্ত্রিংশ সূক্ত, অষ্টমী ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ,—

"ইন্দ্র উগ্র হইলে (শত্রুরা) তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারে না, তিনি অচল, তিনি যুদ্ধে অলঙ্কৃত হন। ধনবান ইন্দ্র যদি স্তোতার আহ্বান শ্রবণ করেন, (অন্যত্র) গমন করেন না, কেবল (তথায়) আগমন করুন।"

এরূপ অর্থে ইন্দ্রকে একজন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন মানুষ বলিয়াই মনে হয়। দেবতার ভাব আদৌ উপলব্ধ হয় না। এইরূপ ব্যাখ্যা হইতেই বেদের প্রতি নানা ভ্রান্ত ভাব পরিপোষিত হইয়া থাকে।

১ র র ২ -- ১ র র ২ -- র ১
শ্বিয়োয়ণায়সা৮ ষ্ঠা ১ র্ত্তা ২ ঃ। যদিত্তোতুর্ণস্ত নাশৃণবাস্কা ১ বা ২ ম্। গেয়োয়ো

২ ১ ৮ ৩ ৫র র ৩ ৫
২ ৩ বা ৩। স্ত্যা ২ আ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। গা ২ ৩ ৪ বাৎ।

* * *

৫ র ২ ৪ ৫র৪৫ ১ ২ ১ ২
২। কঈংবে ৩ দস্থ২ন্তেশচা। পারিবস্তক্ষৎ। বয়ো ২ ৩ দধাউ। বা ৩ ২।

১২ ১ ২র ৩ ২ ১ ২ ১র ৫ ১ ২ ১
অংঘঃপূ। রোবিভিনা। ভিয়োজা ২ ৩ ৪ দা। মা ২ ৩ ন্দা। মঃশিপ্রি।

১ ৫ র ২ ৪র ৫র৪৫ ১ ২র ১
বজ্বা ২ ৩ ৪ ৫ ৎ দা ৬ ৫ ৬ ঃ। দানামা ৩ র্গোনবায়ণা। পূরুত্রাচ। রথা ২

[২ ১২১ ২৩২১ ২ ১র ৫ ১
৩ স্বধাউ। বা ৩ ২। নকিষ্টুবা। নিয়মদা। স্থতেগা ২ ৩ ৪ মা ঃ। মা

২ ১ ২ ১র ৫ ২ ৪ ৫৪৫
২ ৩ হান্। চয়সি। ওজা ২ ৩ ৪ ৫ দা ৬ ৫ ৬। যউগ্রা ৩ ঃণস্নিষ্টৃতা ঃ।

১ র ২র ১ ২ ১২র১ ২৮৩৩র১
ছায়িরোয়ণা। যদা ২ ৩ ৮ ক্ষুতাউ। বা ৩ ২। যদিত্তোতু। মঘবাশা।

২১ ৫ ১ ২ ১র ২ ১র
পবস্তা ২ ৩ ৪ বাদ্। সে ২ ৩ ম্যো। বোধতি। আগা ২ ৩ ৪ ৫ মা ৬ ৫ ৬ ৎ।

২ ১ ১ ১ ১
আ ২ ৩ ৪ ৫ ম্। ১২।৩। *

—— • ——

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
পবমানা অসৃক্ষত সোমাঃ শুক্রাস ইন্দবঃ।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অভি বিশ্বানি কাব্যা ॥ ১ ॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;—(১) "বাজ্রম্" এবং (২) আকারণিধনম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শুক্রাসঃ' (পরমজ্যোতিঃসম্পন্নাঃ) 'পবমানাঃ' (পরমপবিত্রতাসাধকাঃ, পরমানন্দদায়কাঃ) 'ইন্দবঃ' (হবিরাদিরূপাঃ হবনীয়াঃ—ভক্তিসুধাঃ, শুদ্ধসত্ত্বানি ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বা' (নিখিলানি) 'কাব্যা' (সৎকর্ম্মাণি) 'অসৃক্ষত' (সম্পাদয়ন্তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—সম্ভাবেন সৎকর্ম্ম সম্পূর্ণং ভবতি; ভগবানপি তেন পরিতুষ্টঃ অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্তঃ ভবতি ইত্যর্থঃ। (১৮অ—৪খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন পরমপবিত্রতাসাধক—পরমানন্দদায়ক ভক্তিসুধাসমূহ (শুদ্ধসত্ত্বসমূহ) নিখিল সৎকর্ম্ম সম্পাদন করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবেই সৎকর্ম্ম সম্পূর্ণ হয়; আর ভগবানও তাহাতে পরিতুষ্ট ও অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত হয়েন)। (১৮অ—৪খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শুক্রাসঃ' উজ্জ্বলাঃ 'ইন্দবঃ' দীপ্তাঃ 'পবমানাঃ' পূয়মানাঃ সোমাঃ 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'কাব্যা' কাব্যানি স্তোত্রাণি 'অসৃক্ষত' ঋত্বিগ্‌ভিরভিতঃ সৃজ্যন্তে। (১৮অ—৪খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৬৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী নিত্যসত্য প্রকাশ করিতেছে। সদ্ভাবসংযুত ভক্তি সৎকর্ম্ম-সাধনের মূলীভূত এবং তাহাতে ভগবান পরিতৃপ্ত হইয়া অনুগ্রহপরায়ণ হন,—মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে। উপদেশ দিতেছে—হও ভক্তিমান, হও—সৎকর্ম্মপরায়ণ, হও—সদ্ভাব-সম্পন্ন। তাহা হইলেই ভগবানের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইবে।

এখানে 'ইন্দবঃ' পদ অনুধাবনীয়। ঐ পদের যে কয়েকটী বিশেষণ রহিয়াছে, তাহাও লক্ষ্যস্থানীয়। এখানে 'ইন্দবঃ' পদের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন,—'দীপ্তাঃ।' আর অধ্যাহার করিয়াছেন—'সোমাঃ'। কিন্তু 'সোম' শব্দ মন্ত্রের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, ঐ 'ইন্দবঃ' পদের অর্থই সায়ণ অন্যত্র লিখিয়াছেন,—'সোমাঃ'। তাহা হইতে ব্যাখ্যাকারগণ অর্থ করেন, সোমরসরূপ মাদকদ্রব্যবিশেষ। কিন্তু 'ইন্দবঃ' পদের সে অর্থ নিতান্ত দুরান্বয়ে সিদ্ধ হয় বলিয়াই মনে করি তাই আমরা উহার অর্থ করিয়াছি—'ভক্তিসুধাঃ' বা 'শুদ্ধসত্ত্বানি।' হৃদয় যখন ভগবদ্ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়, আর সেই ভক্তির ডালি লইয়া সাধক যখন ভগবানের চরণে অঞ্জলি-দানে প্রস্তুত হন, তখনই তিনি অনুভব করিতে পারেন কি অনুপম অত্যুত্তম আনন্দের সামগ্রী তিনি লাভ করিয়াছেন। তাই যখনই ভক্তি সর্ব্বতোভাবে ভগবানের

উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, যখনই ভক্তি ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিয়াছে, তখনই আনন্দে আনন্দ মিলিয়া গিয়াছে। ভক্তির প্রবল অবস্থায় মৎসরতারূপ আনন্দ সঞ্জাত হয়; দ্বিতীয় অবস্থায় আনন্দের মাদকতায় সাধক বিহ্বল হইয়া পড়েন; তৃতীয় অবস্থায় বিন্দু বিন্দু ধারায় চিদানন্দে আত্মানন্দ মিলিত হন। পরিশেষে মিলনের মধুরতা জীবন অনন্ত মধুময় করিয়া তুলে। অন্তর তখন বিশুদ্ধ ভক্তির আধারে পরিণত হয়; 'ইন্দবঃ' — হবনীয় দ্রব্যাদি তখনই সুধামৃতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। সকল আনন্দের হেতুভূত তৃপ্তিপ্রদ হর্ষবৃদ্ধিকর মধুর 'ইন্দবঃ' (উপচার) তখনই ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বা প্রস্তুত হইয়াছে বলিতে পারি।

ভক্তির এই যে তৃতীয় অবস্থা—ইহাই 'শুক্রাসঃ'। এই অবস্থারই জ্ঞানময়কে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে পারা যায়। * (১৮অ ৪খ—১সূ—১সা।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২উ ১ ২
পবমানা দিবস্পর্য্যন্তরিক্ষাদসৃক্ষত।

৩ ২উ ৩ ১ ২
পৃথিব্যা অধি সানবি ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার [illegible] অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে [illegible] বর্গ ([illegible] মণ্ডল, ত্রিষষ্টিতম সূক্ত পঞ্চবিংশী ঋক্) [illegible] হয়। মন্ত্রের একটী [illegible] ব্যাখ্যা [illegible] উদ্ধৃত করিতেছি, [illegible] "শুভ্র [illegible] সোমরসগুলি ক্ষরিত হইতে হইতে [illegible] নানাবিধ স্তুতি [illegible] গ্রহণ করিতে করিতে উৎপাদিত হইলেন।"

বলা বাহুল্য, প্রচলিত এই অর্থ সোমরসের [illegible] কর্তার বিষয়ই সমর্থন করে। কিন্তু 'সোমরসগুলি ক্ষরিত হইতে হইতে' [illegible] স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করে, তাহা সহসা হৃদয়ঙ্গম হইল না। বৃক্ষের বা লতাবল্লরীর চৈতন্যশক্তির আভাস বেদমন্ত্রে প্রাপ্ত হই। আধুনিক বিজ্ঞানও তাহা সমর্থন করে। কিন্তু [illegible] বৃক্ষের বা লতার রসেও [illegible] ছিল [illegible] রসও বাক্যকথনশক্তি ধারণ করিত, সে প্রমাণ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'শুক্রাসঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'উজ্জ্বলাঃ'। [illegible] বিবরণ-কারের তাৎপর্য্য—'তৃতীয়সবনে সোমাঃ শুক্রা ভবন্তি।' এখানে তৃতীয় সবন বলিতে আমরা সাধনার শেষ স্তরকে লক্ষ্য করি। সাধকের সাধনায় যখন পূর্ণতা সাধিত হয়, তখনই তাঁহার ভক্তিকে বা শুদ্ধসত্ত্বকে 'শুক্রাসঃ' বলা যাইতে পারে। এই ভাবেই আমাদিগের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানাঃ' (পবিত্রতাসাধকাঃ, পরমানন্দদায়কাঃ চ) ভক্তিসুধাঃ—শুদ্ধসত্ত্বানি বা 'দিবস্পরি' 'অন্তরিক্ষাৎ' (দ্যুলোকস্য উপরিভাগে অধিষ্ঠিতাৎ অন্তরিক্ষলোকাৎ, যদ্বা—সহস্রারে অবস্থিতাৎ সহস্রদলকমলাৎ ইতি ভাবঃ) 'পৃথিব্যাঃ অধিসানবি' ভূম্যা সমুচ্ছ্রিতে দেশে, যদ্বা হৃদরূপে আধারদেশে ইতি ভাবঃ) 'পর্য্যসৃক্ষত' (ক্ষরন্তি যাবৎ)। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্য-প্রকাশকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। (১৮অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারী পরমানন্দদায়ক ভক্তিসুধা শুদ্ধসত্ত্ব সমূহ, দ্যুলোকের উপরিভাগে অবস্থিত অন্তরিক্ষলোক হইতে অর্থাৎ সহস্রারে অবস্থিত সহস্রদলকমল হইতে, পৃথিবীতে অর্থাৎ হৃদ্‌রূপ আধারক্ষেত্রে ক্ষরিত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রকাশক ও আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাবও মন্ত্রের অন্তর্নিহিত)। (১৮অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানাঃ' পূয়মানাঃ সোমাঃ 'দিবঃ' দ্যুলোকাদন্তরিক্ষাচ্চ 'পৃথিব্যাঃ' ভূম্যাঃ 'অধি সানবি' সমুচ্ছ্রিতে দেশে দেবযজনে 'পর্য্যসৃক্ষত' সৃজ্যন্তে। (১৮অ—৪খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৬৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———:*:———

মন্ত্রটী নিত্য-সত্যমূলক। কিন্তু ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাবে মন্ত্রের অর্থ একটু জটিলতাসম্পন্ন হইয়াছে। মন্ত্রের একটী প্রচলিত অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা "ক্ষরিত সোমরস-গুলি স্বর্গলোক ও নভোমণ্ডল হইতে (আনীত হইয়া) পৃথিবীর উন্নত প্রদেশে উৎপাদিত হইলেন।" এখানে পর্ব্বতগাত্রে সোমলতার উৎপত্তি এবং তাহা হইতে রসগ্রহণের ভাবই মনে আসে। তবে সোমরসগুলি আনীত হইয়া পৃথিবীর উন্নত প্রদেশে উৎপাদিত হইলেন, এ ভাষা ও এ ভাব বোধগম্য হওয়া নিতান্ত দুরূহ। ভাষ্যের ভাবও প্রায় এইরূপ।

যাহা হউক, আমরা ভাষ্যকারের বা ব্যাখ্যাকারের ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদেই তাহা পরিস্ফুট হইবে। সহস্রারে অবস্থিত সহস্রকমলদল হইতে যে সোমধারা হৃদয়ে ক্ষরিত হয়, যে সোমধারা আত্মানন্দে বিভোর করিয়া তুলে, আমাদের মতে মন্ত্রের লক্ষ্য তাহাই।

যখন সাধকের মনোমধুকর শ্রীভগবানের চরণ-সরোজে মধুপানে মত্ত হইয়া পড়ে, তখনই সোম দ্যুলোক হইতে পৃথিবীতে ক্ষরিত হইয়া থাকে। মন্ত্রে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি। ● (১৮অ-৪খ—৫সূ-২সা) ॥

— ● —

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১২ ৩ ১২ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
পবমানাস আশবঃ শুভ্রা অসৃগ্রমিন্দবঃ।
২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ঘ্নন্তো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আশবঃ' (আশুমুক্তিদায়কাঃ) 'শুভ্রাঃ' (দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্নাঃ) 'পবমানাসঃ' (নিত্যশুদ্ধিদায়কাঃ পরমানন্দরূপাঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দবঃ' (ভক্তিসুধাঃ—শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ ইতি যাবৎ) 'বিশ্বা' (সর্ব্বান্) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্টৄন্—অন্তঃশত্রূন্ ইত্যর্থঃ)। 'অপঘ্নন্তঃ' (বিদূরয়ন্তঃ) 'অসৃগ্রন্' (সঞ্চরন্তি—হৃদি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—ভক্তিসুধাঃ শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ চ গতিমুক্তিদায়কাঃ। অতঃ যদি মুক্তিং ইচ্ছসি সদ্ভাবসঞ্চয়ায় ভক্তিসুধাহরণায় প্রবুদ্ধঃ ভব—ইতি উদ্বোধনম্। (১৮অ-৪খ-১সূ-৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিদায়ক দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন নিত্যশুদ্ধিদায়ক—পরমানন্দস্বরূপ ভক্তিসুধা ও শুদ্ধসত্ত্ব সকল শত্রুকে বিদূরিত করিয়া হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভক্তিসুধা ও শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি গতিমুক্তিদায়ক। অতএব যদি মুক্তির অভিলাষী হও, সদ্ভাবসঞ্চয়ে এবং ভক্তিসুধা আহরণে প্রবুদ্ধ হও। (৮অ—১খ—১সূ—৫সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গে (নবম মণ্ডল, ত্রয়ষষ্টিতম সূক্তের সপ্তবিংশী ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'আশবঃ' শীঘ্রাঃ 'শুভ্রাঃ' শোভনাঃ 'পবমানাসঃ' পবমানাঃ 'ইন্দবঃ' দীপ্তাঃ সোমাঃ 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বান্ 'দ্বিষঃ' দ্বেষ্টৄন্ শত্রূন্ 'অপঘ্নন্তঃ' মারয়ন্তঃ 'অসৃগ্রং' সৃজ্যন্তে ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (১৬৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক ও আত্মোদ্বোধনমূলক। অন্তরের বিশুদ্ধা ভক্তি যদি অনন্যভাবে ভগবানে সংন্যস্ত হয় এবং সত্ত্বভাবে যদি সৎস্বরূপে আকর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং অন্তরে আবির্ভূত হইয়া অন্তঃশত্রুনাশে পরাগতির বিধান করেন। অতএব যদি মোক্ষের অভিলাষী হইয়া থাক, অন্তরে সত্ত্বাদিরূপে ভক্তিসুধা আহরণে প্রযত্নপর হও।

মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের আলোচনায়ই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—'দ্রুতগামী শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি তাবৎ শত্রু সংহার করিতে করিতে ক্ষরিত হইলেন এবং উৎপাদিত হইলেন।" রস কিরূপে শত্রু-সংহার করে বোধগম্য হয় না। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দবঃ' পদের আলোচনা পূর্ব্ববর্তী মন্ত্রে পরিদ্রষ্টব্য। * (১৮অ-৪খ-১সূ-৩সা)॥

প্রথমং সাম।

(চতুর্থ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সামঃ।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

তোশা বৃত্রহণা হুবে সজিত্বানাপরাজিতা।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রাগ্নী বাজসাতমা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তোশা' (দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্নৌ) 'বৃত্রহণা' (পাপশত্রূণাং নাশকৌ) 'সজিত্বানা' (সর্ব্বত্র বিজয়যুক্তৌ) 'অপরাজিতা' (কেনাপ্যতিরস্কৃতৌ) 'বাজসাতমা' (পরমধনস্য

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ বর্গে (ষষ্ঠ মণ্ডল, ত্রিষষ্টিতম সূক্ত, ষড়্‌বিংশী ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়।

বিধায়কৌ, চতুর্ব্বর্গফলদাতারৌ ইতি যাবৎ) হে 'ইন্দ্রাগ্নী' (সর্ব্বশক্তিমন্তৌ দিব্যজ্ঞানাধারৌ হে দেবৌ) যুবাং 'হুবে' (আহ্বয়ামি, মম হৃদি সৎকর্ম্মণি চ প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ)। (১৮অ—৪খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন পাপশত্রুগণের বিনাশকারী, সর্ব্বত্রবিজয়যুক্ত সকলের অভিনন্দিত, পরমধনের বিধানকারী অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গফলদাতা হে সর্ব্বশক্তিমান দিব্যজ্ঞানাধার ইন্দ্রাগ্নী দেবদ্বয়! তোমাদিগকে হৃদয়ে এবং সৎকর্ম্মে যেন প্রতিষ্ঠিত করি। (১৮অ—৪খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তোশা' শত্রূণাং বাধকৌ 'বৃত্রহণা' বৃত্রস্য পাপস্য হন্তারৌ 'সজিত্বানা' জেতারৌ পরস্পরাপেক্ষয়া জয়শীলৌ 'অপরাজিতা' কেনাপ্যতিরস্কৃতৌ 'বাজসাতমা' অন্নস্য অতিশয়েন দাতারৌ 'ইন্দ্রাগ্নী' যুবাং 'হুবে' ইহ কর্ম্মণি সোমপানার্থমহমাহ্বয়ামি। ১।

* * *

প্রথম (১৭০০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর ভাব ও প্রার্থনা সরল। মন্ত্রে ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিবার সঙ্কল্প বর্ত্তমান। অন্তরে ভগবদধিষ্ঠান হইলে অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হয়, মানুষ পরমধনের অধিকারী হইতে পারে,—মন্ত্র এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্রের যে একটি বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই—"আমি শত্রুনাশক, বৃত্রহন্তা, জয়শীল, অপরাজিত ও প্রচুর পরিমাণে অন্নদাতা ইন্দ্রাগ্নীকে আহ্বান করিতেছি। * (১৮অ-৪খ—২সূ-১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১২
প্র বামর্চ্চন্ত্যুক্থিনঃ০ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে একাদশ বর্গে (তৃতীয় মণ্ডল, দ্বাদশ সূক্ত; চতুর্থী ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নৌ জ্ঞানাধিপৌ দেবৌ! 'উক্থিনঃ' (আত্মজ্ঞানসম্পন্নাঃ সাধকঃ ইত্যর্থঃ) এব 'বাং' (যুবাং) 'প্রার্চ্চন্তি' (প্রকৃষ্টরূপেণ আরাধয়িতুং শক্নুবন্তি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। (১৮অ ৪খ—২সূ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন জ্ঞানাধিপতি দেবদ্বয়! আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণই আপনাদিগকে অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। (১৮অ—৪খ—২সূ—২সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অথ প্র বামর্চ্চন্ত্যুক্থিনঃ, ইতি দ্বিতীয়া, অথ ইন্দ্রাগ্নীনবতিস্পুরঃ—ইতি তৃতীয়া, ইন্দ্রোগ্নোঃ প্রতীকে। তয়োরাদিতো ব্যাখ্যানমত্রাপি দ্রষ্টব্যং। ২।

দ্বিতীয় (১৭০১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। যাঁহারা আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন, যাঁহারা ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, পরমার্থ-তত্ত্ব যাঁহাদের অধিগম্য হইয়াছে, তাঁহারাই সেই ভগবানের অর্চ্চনায় সমর্থ হয়েন। এই নিত্যসত্য প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উপদেশ দিতেছেন,—যদি ভগবানের পূজা করিতে চাও, আত্মজ্ঞানলাভে পরমার্থ-তত্ত্বে অভিজ্ঞ হইতে প্রযত্নপর হও। নচেৎ, গতিমুক্তি লাভ সুদূরপরাহত। তিনি যে বিশ্বরূপ! তাঁহার স্বরূপ যদি উপলব্ধ না হইল, কিরূপে কোন্ রূপে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে?

মন্ত্রটী ষোড়শ অধ্যায়ের একটী মন্ত্রের অংশ-বিশেষ। সেই মন্ত্রটী এবং তাহার তাৎপর্য্য প্রভৃতি নিম্নে প্রকটিত করিতেছি। মন্ত্রটী; যথা—

১　২　৩　১ ২　৩ ১ ২　৩ ১ ২
প্র　বামর্চ্চন্ত্যুক্থিনো　নীথাবিদো　জরিতারঃ।

১ ২ ৩　২ ৩　১　২
ইন্দ্রাগ্নী　ইষ　আ　বৃণে। ১।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।—'ইন্দ্রাগ্নী' (হে বলাধিপতে তথা জ্ঞানদেব!) 'নীথাবিদঃ' (স্তোত্রাভিজ্ঞাঃ, বেদজ্ঞাঃ) 'উক্থিনঃ' (মন্ত্রাভিজ্ঞাঃ) 'জরিতারঃ' (স্তোতারঃ, প্রার্থনাপরায়ণাঃ সাধকাঃ) 'বাং' (যুবাং) 'প্রার্চ্চন্তি' (আরাধয়ন্তি); 'ইষঃ' (আত্মশক্তেঃ লাভার্থং ইতি যাবৎ) অহং যুবাং 'আ বৃণে' (আরাধয়ামি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ অন্তরঙ্গং আরাধয়ন্তি, বয়ং অপি ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ।—হে বলাধিপতি এবং জ্ঞানদেব! বেদজ্ঞ মন্ত্রাভিজ্ঞ প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ আপনাদিগকে আরাধনা করেন; আত্মশক্তিলাভের জন্য আমি আপনাদিগকে আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবানকে আরাধনা করেন; আমরাও যেন ভগবৎপরায়ণ হই।)॥

সায়ণ ভাষ্যং।—হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'উকৃথিনঃ' (উকথং শস্ত্রং তদ্বন্তঃ) শস্ত্রিণঃ হোত্রাদয়ঃ 'বাং' যুবাং 'অর্চন্তি'—ইহ কর্ম্মণি স্তুতিরূপাভির্বাগ্‌ভিঃ পূজয়ন্তি। তথা 'নীথাবিদঃ' স্তোত্রাভিজ্ঞাঃ সাম, জানকুশলা 'জরিতারঃ' স্তোতারঃ উদ্গাত্রাদয়ঃ অভিলষিত-ফলাপ্তয়ে যুবামর্চন্তি। অহমপি 'ইষঃ' অন্নস লাভার্থং 'ইন্দ্রাগ্নী' যুবাং 'আ বৃণে' সর্ব্বতঃ সম্ভজে পূজয়ামীত্যর্থঃ॥

মর্ম্মার্থ। মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। প্রথম অংশের ভাব এই যে, সাধনাভিজ্ঞ লোকসমূহ ভগবানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। মন্ত্রে ইন্দ্র এবং অগ্নি এই উভয় দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। অর্থাৎ ইন্দ্র এবং অগ্নিরূপে প্রকাশিত দুই ভগবৎশক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে। 'উকৃথিনঃ'—যাঁহারা উক্‌থাদি মন্ত্রাভিজ্ঞ; 'নীথাবিদঃ' যাঁহারা বেদজ্ঞ; তাই 'উকৃথিনঃ নীথাবিদঃ জরিতারঃ বাং অর্চন্তি' মন্ত্রাংশের ভাব এই যে, যাঁহারা সাধনার পদ্ধতি জানেন, তাঁহারাই প্রকৃতভাবে ভগবৎসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হয়েন।

মন্ত্রের শেষাংশে আছে প্রার্থনা। সেই প্রার্থনার অন্তর্নিহিত ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবদারাধনার পদ্ধতি জানেন; কিন্তু অজ্ঞান আমরা, আমাদের কি গতি হইবে? আমরা সেই ভগবানের চরণে আমাদের দুর্ব্বলতা-অক্ষমতা নিবেদন করিতেছি। হে ভগবন! সাধনভজনহীন আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক শক্তি প্রদান কর, যেন তোমার আরাধনায় প্রকৃতভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারি। প্রার্থনাংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই—"হে ইন্দ্রাগ্নী উক্‌থবিশিষ্ট (হোতাগণ) তোমাদিগকে অর্চ্চনা করে, স্তোত্রাভিজ্ঞ স্তোতাগণ তোমাদিগকে অর্চ্চনা করে। আমি অন্নলাভের জন্য তোমাদের পূজা করিতেছি।" (১৮অ—৪খ—২সূ—২সা)॥॰

—•*•—

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১র ২র
ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরঃ০॥ ৩॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় তৃতীয় মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের পঞ্চমী ঋক (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একাদশ-বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। সামবেদ-সংহিতায় উত্তর-আর্চ্চিকে ষোড়শ অধ্যায়ে প্রথম খণ্ডে দ্বিতীয় সূক্তের প্রথম সামরূপেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (জ্ঞানশক্তিপ্রদায়কৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'নবতিং পুরঃ' (বহুসংখ্যাকং শত্রুগৃহং) নাশয়থঃ ইতি শেষঃ; অথবা 'নবতিং পুরঃ' (নবদ্বারবিশিষ্টং অসংখ্যশত্রুপরিবৃতং অস্মাকং দেহরূপং গৃহং ইতি ভাবঃ, যথা—সর্ব্বান্ শত্রূন্ নাশয়িত্বা নবদ্বারবিশিষ্টং দেহরূপ-গৃহং ইত্যর্থঃ) পালয়থঃ রক্ষথঃ চ ইতি শেষঃ। (১৮অ-৪খ-২সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানশক্তিপ্রদায়ক হে দেবদ্বয়! আপনারা বহুসংখ্যক শত্রুগৃহকে বিনাশ করেন; অথবা নবদ্বারবিশিষ্ট অসংখ্য শত্রুপরিবৃত আমাদিগের দেহরূপ গৃহকে, অর্থাৎ সকল শত্রুকে বিনাশ করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ গৃহকে রক্ষণ ও পালন করেন। (১৮অ—৪খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অথ 'প্র বামর্চ্চন্ত্যুক্থিনঃ, ইতি দ্বিতীয়া, অথ ইন্দ্রাগ্নী নবতিম্পুরঃ—ইতি তৃতীয়া, ইত্যেতাবৃচোঃ প্রতীকে। তয়োরাদিতো ব্যাখ্যানমন্যত্রাপি দ্রষ্টব্যং॥৩।

* * *

তৃতীয় (১৭০২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদে এবং কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদে পরিদৃষ্ট হয়। সামবেদের ষোড়শ অধ্যায়ে (১৬অ-১খ-২সূ-২সা) ইহা সন্নিবিষ্ট আছে। সেই সেই স্থলে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদান করিতেছি। তাহাতেই আমাদিগের পরিগৃহীত তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে। বক্ষ্যমাণ মন্ত্রটী সামবেদের যে মন্ত্রটির অংশ-বিশেষ প্রথমতঃ তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

১২ ৩১র ২র ৩১২
ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধূনুতম্।
৩১র২র৩ ১২
সাকমেকেন কর্ম্মণা॥ ২।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।—'ইন্দ্রাগ্নী' (হে বলাধিপতে তথা জ্ঞানদেব!) যুবাং 'দাসপত্নীঃ' (রিপূণাং পালকান, রিপূণাং রক্ষকান, যথা—মায়াবাকারিণঃ) 'নবতিং পুরঃ' (অসংখ্যান আশ্রয়স্থানান্, যথা—প্রভূতশক্তিং) 'সাকং' (সার্দ্ধং, যুগপৎ) 'একেন কর্ম্মণা' (একেনৈব উদ্যোগেন, অবহেলয়া ইত্যর্থঃ) 'অধূনুতম' (কম্পয়থঃ, বিনাশয়থঃ ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। তয়োঃ হি লোকানাং রিপুনাশকঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। — হে বলাধিপতি এবং জ্ঞানদেব! আপনারা রিপুদিগের রক্ষক (অথবা আশ্রয়কারী) অসংখ্য আশ্রয়স্থান (অথবা প্রভূতশক্তি) যুগপৎ অবহেলায় বিনাশ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, ভগবানই লোকদিগের রিপুনাশক হয়েন।)।

সায়ণ-ভাষ্যং। — হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'দাসপত্নীঃ' দাসয়ন্তি উপক্ষয়ন্তীতি দাসাঃ উপক্ষয়িতারঃ শত্রবঃ তে পতয়ঃ পালকাঃ যাসাং তা দাসপত্নীঃ 'নবতিং' নবতি-সংখ্যাকাঃ 'পুরঃ' এবংবিধাঃ শত্রুপুরীঃ 'একেন কর্মণা' একেনৈবোদ্যোগেন যুবাং 'সাকং' সহ যুগপৎ 'অধূনুতং' অকম্পয়তং, তাদিন্দ্রাগ্নী আহ্বয়ামীতি শেষঃ।

মর্মার্থ। — ভগবান্ শক্তির আধার। জগতের কোন শক্তিই তাঁহার শক্তির সমকক্ষ নয়। রিপুগণের দুর্দ্ধর্ষশক্তি মানুষকে অভিভূত করিতে পারে, কিন্তু ভগবানের শক্তির আঘাতে তাহা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। রিপুগণের শক্তি ভগবান অনায়াসেই বিনষ্ট করিতে পারেন — মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রান্তর্গত 'দাসপত্নীঃ' পদ সম্বন্ধে ভাষ্যকার যে অর্থ প্রদান করিয়াছেন, সঙ্গতবোধে আমরা তাহাই অনেকাংশে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু অন্যত্র 'দাস' শব্দে এই ভাষ্যে এবং অন্যান্য প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে অন্য অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'দাস' শব্দে ব্যাখ্যাকারগণ অনার্য্য-দাসজাতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা পরিস্ফুট হইবে। অনুবাদটি এই, — "হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমরা এক উদ্যোগ দ্বারাই দাসগণের নবতিসংখ্যক পুরী যুগপৎ কম্পিত করিয়াছিলে।" এখানে দাসগণ বলিতে ব্যাখ্যাকার কোন একশ্রেণীর মানুষকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহারাও যেন খুব পরাক্রমশালী ছিল, তাহাদের বহুসংখ্যক পুরী অথবা দুর্গ ছিল। অগ্নি ও ইন্দ্র তাহাদের সেই দুর্গসমূহ নষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে অনেক আধুনিক পণ্ডিত ধারণা করেন যে, প্রাচীনকালে আর্য্য এবং অনার্য্য এই দুই জাতি ভারতে বাস করিতেন, এবং তাহাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহাদি সঙ্ঘটিত হইত। এই এক দাস শব্দ দ্বারাই প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এক স্তর গড়িয়া তুলিতে চেষ্টান্বিত। তাঁহাদের মত এই যে, আর্য্যগণ যখন প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন এই দেশে কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য একজাতি বাস করিত। তাহাদের দেশে নূতন ভিন্নজাতীয় লোকের আগমন তাহারা মোটেই পছন্দ করে নাই এবং সেজন্য উপলক্ষ এই অনার্য্যদের সহিত আর্য্যগণের সর্ব্বদাই যুদ্ধাদি সঙ্ঘটিত হইত। বেদের নানাস্থানে এই পণ্ডিতগণ সেই সকল যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই আদিমবাসী অনার্য্যগণই বেদে দাস-জাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রে ভাষ্যকার যদিও 'দাসপত্নীঃ' পদে এই অনার্য্যদাসজাতিকে লক্ষ্য করেন নাই, তথাপি অন্যান্য দুই একজন ব্যাখ্যাকার তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এইরূপ বেদব্যাখ্যার ফলে ভারতীয় সমাজে নানা অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে। বেদের ব্যাখ্যা কেবলমাত্র পুস্তকাদিতেই নিবদ্ধ থাকে নাই, কার্য্যক্ষেত্রেও তাহার প্রসার ঘটিয়াছে। সম্প্রতি কিছু দিন হইল একশ্রেণীর লোক আপনাদিগকে তথাকথিত বেদোক্ত দাসজাতি বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের দাবী এই যে, তাঁহারা হিন্দুও নহেন, এবং

ভারতে প্রচলিত অন্য কোনও বর্ণান্তর্গতও নহেন। তাঁহারা এক স্বতন্ত্র জাতি, এবং সেই হিসাবে তাঁহারা রাষ্ট্রে এবং সমাজে আপনাদের পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলিতে চাহেন। অর্থাৎ শতধা বিভক্ত ভারত সমাজের আরও বিভাগ করিতে তাঁহারা চেষ্টান্বিত। বেদব্যাখ্যার ফল দাঁড়াইয়াছে—এই। অথচ প্রকৃতপক্ষে বেদে, 'দাসজাতি' বলিয়া কোন পৃথক জাতির উল্লেখ নাই। যদি তাহাই অর্থাৎ 'দাসজাতির' অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, তাহাদের বিরুদ্ধে যাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহারাও দাসজাতির মতই মানুষ। কারণ মানুষ ও দেবতার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক দুর্গাদি আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করা হয় না। যদি ইহা স্বীকার করা হয়, তবে ইহাও গ্রহণ করিতে হইবে যে, ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতিও মানুষ ছিলেন, এবং তাঁহারাও মানুষের মতই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইন্দ্রাদিকে মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত এরূপ ব্যাখ্যাকারেরও অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যাও কম এবং তাঁহাদের মতও গৃহীত হয় না। কিন্তু প্রচলিত অনেক ব্যাখ্যাকারও ইন্দ্রাদিকে মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বেদের যে ব্যাখ্যা সর্ব্বজন-গ্রাহ্য নয়, অথবা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, এরূপ ব্যাখ্যার উপরও নির্ভর করিয়া সমাজের অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। সুতরাং বেদের ব্যাখ্যা যে কতদূর দায়িত্বজনক তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রচলিত মতাদি যাহাই হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। 'ইন্দ্র' 'অগ্নি' প্রভৃতি ভগবানেরই বিভিন্ন বিভূতিমাত্র. তাঁহারা মানুষও নহেন, স্বতন্ত্র দেবতাও নহেন। ভগবৎবিভূতির বিশেষ প্রকাশকেই বিভিন্ননামে অভিহিত করা হয়; তাই 'ইন্দ্র' 'অগ্নি' প্রভৃতিকে দেবতা বলা যায়, এবং এই দিক দিয়াই আমরা 'দেবতা' শব্দ ব্যবহার করি॥

দ্বিতীয় অন্বয়ে মন্ত্রের যে তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয়, তাহাও এস্থলে বিবৃত করিতেছি।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।—'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'দাসপত্নীঃ' (সৎকর্ম্মণাং উপক্ষয়িতৄণাং শত্রূণাং ইতি যাবৎ) 'অধূনুতং' (অধ্যাষতঃ ইত্যর্থঃ) 'নবতিং' (বহুসংখ্যাকং) 'পুরঃ' (গৃহং), অথবা 'নবতিং পুরঃ' (নবদ্বারবিশিষ্টং অসংখ্যশত্রুপরিবেষ্টিতং অস্মাকং দেহরূপং গৃহং ইতি ভাবঃ, যদ্বা সর্ব্বান্ শত্রূন্ নাশয়িত্বা নবদ্বারবিশিষ্টং দেহরূপং গৃহং রক্ষথঃ পালয়থঃ চ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ)। তস্মাৎ 'কর্ম্মণা' (শত্রুনাশরূপেণ মহৎ কর্ম্মণা ইত্যর্থঃ, যদ্বা—সর্ব্বেষু কর্ম্মসু ইতি ভাবঃ) 'একেন' (অদ্বিতীয়েন, অদ্বিতীয়েঃ যুবাং ইতি যাবৎ) 'সাকং' (যুবয়োঃ মহিমানং পারং নাস্তি ইতি ভাবঃ, যদ্বা – অশেষমহিমান্বিতৌ ভবথঃ ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। অত্র ভগবতঃ মহিমা প্রদর্শয়তি। সর্ব্বকর্ম্ম-সম্পাদকঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু বিদ্যমান পরমেশ্বরঃ সর্ব্বান্ সৎকর্ম্মসু নিয়োজয়তি। তস্মিন্ কর্ম্মণি শত্রুনাশং সম্ভবতি। এবং সতি শত্রুনাশেন লোকাঃ ভগবতঃ অশেষকীর্ত্তিং প্রখ্যাপয়ন্তি ভগবন্তং চ প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ।—জ্ঞান ও শক্তি-দায়ক হে দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্ম্মের উপক্ষয়িতা (প্রতি-বন্ধক) শত্রুদিগের অধ্যুষিত অসংখ্য শত্রুপুরীকে (ভাব এই যে,—নবদ্বারবিশিষ্ট অসংখ্য-শত্রুপরিবেষ্টিত আমাদিগের এই দেহরূপ গৃহকে) সকল শত্রুনাশের দ্বারা রক্ষণ ও পালন

করেন। শত্রুনাশরূপ কর্ম্মের দ্বারা অদ্বিতীয়ত্ব হেতু আপনাদের মহিমার অন্ত নাই অথবা সকল কর্ম্মে অদ্বিতীয় আপনারা উভয়েই অশেষমহিমান্বিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রে ভগবানের মহিমা প্রদর্শিত হইয়াছে। সকল কর্ম্মের মধ্যে বিদ্যমান সৎকর্ম্মসম্পাদক পরমেশ্বর সকলকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করেন। তাহাতে সৎকর্ম্মসাধনে শত্রুসমূহ বিনষ্ট হয়। শত্রুনাশের দ্বারাই লোকে ভগবানের অশেষ কীর্ত্তি বিঘোষিত করিয়া থাকে এবং সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন)।

মন্ত্রের ('ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরঃ' প্রভৃতি) ব্যাখ্য নিষ্কাশনেও ভাষ্যকারের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা এই;—'প্রজাগণের উপকরিতা তস্করাদির অধিপতি যিনি, ভাষ্যমতে তিনিই দাসপত্নী। হে ইন্দ্রাগ্নি! দাসপত্নীদিগের সেই নবতিসংখ্যক পুরীকে আপনারা যুগপৎ একই আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করেন।' ভাষ্যের অনুসারী প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও ঐ একই ভাব উপলব্ধি করি। সে ব্যাখ্যা এই,—"হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমরা একই উদ্যোগ দ্বারা দাসগণের নবতিসংখ্যক পুরী কম্পিত করিয়াছিলে।"

বলা বাহুল্য, আমরা কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মন্ত্রটিকে ভগবন্মাহাত্ম্যমূলক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে ভগবানের মাহাত্ম্য এবং নিত্যসত্য প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মতে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তিই মোক্ষলাভের হেতুভূত। তাহাদের দ্বারাই কর্ম্ম সুচারু সম্পন্ন হয়। মানবদেহ নানা শত্রুর আগার। অসংখ্য শত্রু এই দেহে বাস করিতেছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান সাহায্যে তাহারা বিদূরিত হইতে পারে। ভগবান সেই জ্ঞান ও শক্তির স্বরূপ। জ্ঞান ও শক্তি-স্বরূপ ভগবানকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র তাই কহিতেছেন,—'হে ভগবন! আমাদিগের এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে অসংখ্য শত্রুর বসতি। আপনি সেই সকল শত্রুকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের এই দেহরূপ গৃহকে রক্ষা করুন। আপনি অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন। এই সকল শত্রুকে নাশ করেন বলিয়াই আপনার মহিমা প্রখ্যাত। আপনি আমার অন্তরের সেই সকল শত্রুকে নাশ করিয়া আমাকে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করুন। আপনার মহিমার অন্ত নাই; আমি অশেষ মহিমান্বিত—আপনি সকল কর্ম্মে অদ্বিতীয়। অতএব আপনি আমায় আপনার মহিমার বিষয় বুঝাইয়া দিউন।'

মন্ত্রের অন্তর্গত সমস্যামূলক 'নবতিং পুরঃ' এবং 'সাকং একেন কর্ম্মণা' এই অংশদ্বয়ের বিশ্লেষণেই মন্ত্রের উচ্চভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বেদ-মন্ত্রের মধ্যে 'নব', 'সপ্ত' এবং 'ত্রি' প্রভৃতি পদের বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। ঐ সকল পদ সংখ্যা-পরিমাণের বহুত্ব সূচিত করে। ঋগ্বেদের এবং অন্যান্য বেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা নানা স্থানে এই সকল পদের বিশ্লেষণ করিয়াছি। 'নবতিং' পদে নবের পূরণ বুঝায়। মানবশরীর নবদ্বার-বিশিষ্ট। সেই নয়টী দ্বার—কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ। এই নয়টী ইন্দ্রিয় হইতেই মানুষের পদস্খলন হয়। মানুষের অন্তঃশত্রুসমূহ ঐ নয়টী দ্বারেই মানুষকে আক্রমণ করিয়া অভিভূত করিয়া ফেলে। এই নয়টী দ্বারকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই—শত্রুর আবাসস্থল নবদ্বারবিশিষ্ট এই দেহরূপ পুরীকে উদ্ভিন্ন করিতে সমর্থ

হইলেই—মানুষ পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 'নবতিং পুরঃ' বলিতে আমরা এই নবদ্বারবিশিষ্ট সেই দেহরূপ দুর্গ হইতে শত্রুদিগকে (দাসপত্নীঃ) বিতাড়িত করেন বলিয়াই তাঁহার প্রসিদ্ধি এবং তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব। এইরূপ ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা এই মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। (১৮অ ৪থ-২সূ-৩সা)॥ *

—•—

প্রথম সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উপ ত্বা রণ্বসন্দৃশং প্রয়স্বন্তঃ সহস্কৃত।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে সসৃজ্মহে গিরঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্কৃত' (বলোৎপন্ন, সাধনয়া উৎপন্ন) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'প্রয়স্বন্তঃ' (হবিষ্মন্তঃ, পূজাপরায়ণাঃ বয়ং) 'রণ্বসন্দৃশং' (পরমরমণীয়ং) 'ত্বা উপ' (ত্বাং প্রতি অভিলক্ষ্য) 'গিরঃ' (প্রার্থনাঃ) 'সসৃজ্মহে' (বিসৃজাম, উচ্চারয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং প্রার্থনা-পরায়ণাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৮অ ৪থ-৩সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধনা দ্বারা উৎপন্ন হে জ্ঞানদেব! পূজাপরায়ণ আমরা পরমরমণীয় আপনাকে অভিলক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা যেন উচ্চারণ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই।)॥ (৮অ—৪খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সহস্কৃত' সহসা বলেনোৎপন্ন! 'প্রয়স্বন্তঃ' হবির্লক্ষণান্নবন্তো বয়ং 'রণ্বসন্দৃশং' রমণীয়ং সন্দর্শনং স্তোতব্যং সন্দর্শনং বা 'ত্বা' ত্বাং 'উপ' প্রতি 'গিরঃ' স্তুতীঃ 'সসৃজ্মহে' বিসৃজাম উচ্চারয়াম ইত্যর্থঃ॥ (১৮অ ৪থ—৩সূ—১সা)॥

---

* সামবেদের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার তৃতীয় অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশ বর্গে (তৃতীয় মণ্ডল, দ্বাদশ সূক্ত, ষষ্ঠী ঋক) পরিদৃষ্ট হয়। ইহা উত্তরার্চ্চিকেও (১৬অ-১খ-২সূ-২সা) পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম (১৭০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। ভগবানের জ্ঞানবিভূতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে। জ্ঞানের একটী বিশেষণ 'সহস্কৃত' অর্থাৎ বলের দ্বারা, শক্তির দ্বারা উৎপন্ন। সাধনার প্রভাবেই মানুষ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। মানুষের অন্তরে জ্ঞানবীজ আছে বটে, তাহাকে সাধনার দ্বারা পরিস্ফুট করিতে হয়। তাই জ্ঞানকে 'সহস্কৃত' বলা হইয়াছে।

'হিরণ্যসন্দৃশং' পদের অর্থ আমরা ভাষ্যানুসারেই গ্রহণ করিয়াছি। নিম্নে একটী প্রচলিত হিন্দী ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইল। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হে বলসে উৎপন্ন হুয়ে অগ্নিদেব! ছবিরূপ অন্নকো লিয়ে হুয়ে হম রমণীয় আউর দর্শনীয় আপকে সমীপ স্তুতিয়োকা উচ্চারণ করতে হ্যায়।" (১৮অ—৪খ—৩সূ—১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
উপ ছায়ামিব ঘৃণেরগন্ম শর্ম্ম তে বয়ম্।
২ ৩ ১ ২
অগ্নে হিরণ্যসন্দৃশঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'হিরণ্যসন্দৃশঃ' (হিতরমণীয়স্য, পরমমঙ্গলদায়কস্য) 'ঘৃণেঃ' (দীপ্তস্য, জ্যোতির্ম্ময়স্য) 'তে' (তব) 'ছায়ামিব শর্ম্ম' (পরমশান্তিদায়কং কল্যাণং আশ্রয়ং বা) 'উপ' (উপগচ্ছাম, প্রাপ্নুয়াম ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবতঃ জ্ঞানশক্তেঃ আশ্রয়ং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৮অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! পরমমঙ্গলদায়ক জ্যোতির্ম্ময় আপনার পরমশান্তিদায়ক কল্যাণ (অথবা আশ্রয়) যেন প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের সপ্তত্রিংশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের জ্ঞানশক্তির আশ্রয় লাভ করি)। (১৮অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'হিরণ্যসন্দৃশঃ' হিরণ্যবদ্রমণীয়-তেজসঃ হিরণ্যবদ্রোচমান তেজসো বা 'দ্যুমতঃ' দীপ্তস্য 'তে' তব 'শর্ম্ম' শরণং আশ্রয়ণং সুখং বা 'উপ অগন্ম' উপগচ্ছামঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'ছায়ামিব' যথা সূর্য্যসন্তপ্তাশ্ছায়ামুপাগচ্ছন্তি তদ্বৎ॥ (১৮অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৭০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • § • ——

মন্ত্রের মধ্যে একটী উপমা আছে—'ছায়ামিব', এই একটী উপমার মধ্যে সার অংশ নিহিত আছে। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার এই মন্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী ও বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"হে অগ্নিদেব! সুবর্ণকী সমান তেজওয়ালে আউর দীপতে হুয়ে তুম্হারে শরণ আশ্রয় বা সুখকো হম প্রাপ্ত হোতে হ্যায় জ্যায়সে ধূপসে অত্যন্ত তপে হুএ পুরুষ ছায়াকো শরণমে জাতা হ্যায়।"

অন্য একটী বাঙ্গালা অনুবাদ এই,—"হে অগ্নি! তুমি রমণীয় তেজঃসম্পন্ন ও দীপ্তিশালী, তোমার আশ্রয় আমরা ছায়ার ন্যায় গ্রহণ করিতেছি।" (১৮অ—৪খ—৩সূ—২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
য উগ্র ইব শর্য্যহা তিগ্মশৃঙ্গো ন বংসগঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে পুরো রুরোজিথ॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ দেবঃ) 'উগ্র ইব' (উদগূর্ণবলঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'শর্য্যহা' (যোদ্ধা ইব রিপুনাশকঃ) তথা 'তিগ্মশৃঙ্গো ন বংসগঃ' (তীক্ষ্ণশৃঙ্গো মননীয়গতিঃ বৃষভঃ ইব, রক্ষাস্ত্রধারী

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের অষ্টত্রিংশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ঊর্দ্ধগতিদায়কঃ অভীষ্টবর্ষকঃ ইব ইত্যর্থঃ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব !) সঃ ত্বং 'পুরঃ' (শত্রূণাং আশ্রয়স্থানং) 'রুরোজিথ' (বিনাশয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমশক্তিসম্পন্নঃ ভগবান্ অস্মাকং রিপুনাশকঃ ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৮অ, ৪খ ৩সূ - ৩সা)।

* * *

মন্ত্রানুবাদ।

যে দেবতা প্রভূতশক্তিসম্পন্ন যোদ্ধাতুল্য রিপুনাশক এবং রক্ষাস্ত্রধারী ঊর্দ্ধগতিদায়ক অভীষ্টবর্ষক তুল্য হে জ্ঞানদেব! সেই আপনি শত্রুদিগের আশ্রয়স্থান বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমশক্তিসম্পন্ন ভগবান আমাদের রিপুনাশক হউন) (১৮অ—৪খ— ৩সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' অগ্নিঃ 'উগ্রইব' উদ্গূর্ণ বলঃ 'ধন্বীব' 'শর্য্যাবা' শর্য্যৈরিষুভিঃ শত্রূণাং হন্তা 'তিগ্মশৃঙ্গো ন বংসগঃ' তীক্ষ্ণশৃঙ্গো-বননীয়-গতির্বৃষভইব। হে অগ্নে। স ত্বং 'পুরঃ' আসুরীস্ত্রিস্রঃ। পুরীঃ 'রুরোজিথ' ভগ্নবানসি। রুদ্রো বা এষঃ যদগ্নিঃ ইতি শ্রুতেঃ, রুদ্র কৃতমপি ত্রিপুর দহনমগ্নি-কৃতমেবেত্যগ্নি স্তূয়তে। যদ্বা, ত্রিপুর-দহন-সাধন ভূতে বাণে অগ্নেরনীকত্বেনা স্থানাদগ্নিঃ পুরাণি ভগ্নবানিত্যুচ্যতে। দেবাসুরা বা এষু লোকেষু সমযতন্ত—ইত্যাদিকং ব্রাহ্মণমত্রানুসন্ধেয়ং। (১৮অ ৪খ ৩সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৭০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

———•———

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানের কৃপায় যেন আমাদের রিপুবিনাশ হয়, ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার সার মর্ম্ম। এই প্রার্থনার মধ্যে ভগবানের মহিমাও পরিকল্পিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে নিম্নে দুইটী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। একটী বঙ্গলা অনুবাদ এই,—"হে অগ্নি! তুমি বাণদ্বারা শত্রুনিহন্তা, প্রচণ্ড বলশালী, ধানুষ্কের ন্যায় এবং তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় পুরী সকল নষ্ট করিয়াছ।"

কিন্তু এই অনুবাদ ভাষ্যের ভাব প্রকাশ করিতে পারে নাই। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইল,—"জো অগ্নি পরমবলী ধনুষধারীকী সমান বলকা নাশক হ্যায়, শ্রেষ্ঠ গমন ওয়ালে বৃষভকী সমান তীখে শৃঙ্গোওয়ালা হ্যায়, ঐসে হে অগ্নিদেব! তুমনে অসুরোঁকী তীন পুরিয়োঁকো নষ্ট কিয়া হ্যায়।" (১৮অ ৪খ—৩সূ—৩সা) ॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের ঊনচত্বারিংশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২　　　　৩২৩২৩　　১ ২৩১ ২

ঋতাবানং বৈশ্বানরমৃতস্য জ্যোতিষস্পতিম্।

১ ২　　৩১ ২

অজস্রং ঘর্ম্মমীমহে ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'ঋতাবানং' (সত্যস্বরূপং) 'বৈশ্বানরং' (বিশ্বস্য নরাণাং হিতকারিণং) 'ঋতস্য জ্যোতিষস্পতিং' (সত্যজ্যোতিষঃ অধিপতিং) 'অজস্রং ঘর্ম্মং' (অনন্তজ্যোতিঃস্বরূপং) ত্বাং 'ঈমহে' (আরাধয়াম—বয়ং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপং পরমদেবং আরাধয়াম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৮অ-৪খ-৪সূ ১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সত্যস্বরূপ, বিশ্বে লোকসমূহের হিতকারী, সত্যজ্যোতির অধিপতি, অনন্তজ্যোতিঃস্বরূপ আপনাকে আমরা যেন আরাধনা করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্যোতিঃস্বরূপ পরমদেবতাকে আরাধনা করি।)॥ (১৮অ—৪খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'ঋতাবানং' যজ্ঞবন্তং সত্যবন্তং ঋতস্য সত্যস্য যজ্ঞস্য বা সম্বন্ধিনং 'বৈশ্বানরং' বিশ্বেষাং নরাণাং হিতকারিণং 'জ্যোতিষস্পতিং' জ্যোতিষঃ তেজসঃ পতিং পালকং 'অজস্রং' অনাদিশ্বাদবিচ্ছিন্নং 'ঘর্ম্মং' দীপ্তং বৈশ্বানরাখ্যং ত্বাং 'ঈমহে' অভীষ্টং যাচামহে। (১৮অ-৪খ—৪সূ-১সা)।

° ° °

প্রথম (১৭০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

———•———

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। অনন্তজ্যোতির অধিপতি সেই পরমদেবতার আরাধনায় যেন আমরা রত হইতে পারি, আমাদের আরাধনা প্রার্থনা যেন তাঁহার চরণতলে পৌঁছায়,—ইহাই প্রার্থনার মূলভাব। সেই দেবতা কেমন? বেদ বলিতেছেন;—তিনি 'ঋতাবানং'—সত্যের আকর, সত্যস্বরূপ। অপিচ তিনি 'বৈশ্বানরং'—বিশ্বের লোকসমূহের

হিতকারক। তিনি 'অজস্রং ঘর্ম্মং' অর্থাৎ অতন্দ্রজ্যোতিঃ। তিনিই জ্যোতির আধার, তাঁহা হইতেই জগতে আলোকের আবির্ভাব হয়। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিতেছেন,— "তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তাঁহার জ্যোতিঃলাভ করিয়াই জগৎ প্রকাশ লাভ করে। মানুষ যদি তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিতে পারে, তাঁহার চরণে আপনার অর্ঘ্য নিবেদন করিতে পারে তবেই মানবের জীবন সার্থক হয়। তাই মন্ত্রে সেই চরম সার্থকতা লাভের জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১৮অ—৪খ—৪সূ—১সা)॥

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ক ২র ৩ ২

য ইদং প্রতি পপ্রথে যজ্ঞস্য স্বরুত্তিরন্।

৩ ২ ১ ২র ৩ ২

ঋতূনুৎসৃজতে বশী ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ পরমদেবঃ) 'ইদং' (পরিদৃশ্যমানং ইদং জগৎ) 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'স্বঃ উত্তিরন্' (স্বর্গপ্রাপকং মহাফলং প্রযচ্ছন্) 'প্রতি পপ্রথে' (সর্ব্বত্র প্রখ্যাতঃ ভবতি), 'বশী' জগৎবশীকর্ত্তা, জগৎপতিঃ ইত্যর্থঃ) সঃ দেবঃ 'ঋতূন্ উৎসৃজতে' (কালং প্রবর্ত্তয়তে, কালাধীশঃ ভবতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি সর্ব্বাধিপতিঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১৮অ—৪খ—৪সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে পরমদেব পরিদৃশ্যমান এই জগৎকে সৎকর্ম্মের স্বর্গপ্রাপক মহাফল প্রদান করিয়া সর্ব্বত্র প্রখ্যাত হয়েন, জগৎপতি সেই দেব কালাধীশ হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক ভাব এই যে,—ভগবানই সর্ব্বাধিপতি হয়েন।)। (১৮অ—৪খ—৪সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' অগ্নিঃ 'ইদং' জগৎ 'যজ্ঞস্য' অনুষ্ঠীয়মানস্য যাগস্য 'স্বঃ' সর্ব্বং বিঘ্নং 'উত্তিরন্' উত্তারয়ন্। যদ্বা, 'স্বঃ' স্বর্গ ফল-সবৃদ্ধি মহাফলং 'উত্তিরন্' প্রযচ্ছন্। 'প্রতি পপ্রথে' সর্ব্বত্র প্রখ্যাতো ভবতি 'বশী' পরমাত্মতয়া জগৎ বশীকর্ত্তা সোঽগ্নিঃ 'ঋতূন্' বসন্তাদীন্

'উৎসৃজতে' অনুষ্ঠানার্থং সম্যক্ সৃজতি। তেষু স্বয়মাধীয়মানঃ সন্ তদনন্তরম্ যজমানান্ উত্তমান্ কুরুত ইত্যভিপ্রায়ঃ। (১৮অ—৪খ—৪সূ ২সা)॥

দ্বিতীয় (১৭০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত 'ইদং' পদে ভাষ্যকার পরিদৃশ্যমান জগৎকে লক্ষ্য করিয়াছেন, আমরাও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। জগতের সকলজীব, তাঁহারই কৃপায় মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়, তিনিই জগৎকে শান্তিবারি বিতরণ করেন। 'যজ্ঞস্য বঃ উত্তিরন' যজ্ঞের, সৎকর্ম্মের মহাফল তিনিই জগৎকে বিতরণ করেন। মানুষ সৎকর্ম্ম সম্পাদন করে বটে, কিন্তু ফললাভ তাহার আয়ত্তাধীন নয়। কর্ম্ম করিবার অধিকার মানুষের আছে সত্য, কিন্তু ফলপ্রাপ্তি ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে। যিনি এই সত্য অবগত আছেন, যিনি এই সত্যের সাধনা করেন, তিনি আশানিরাশাজনিত দুঃখের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এই মহান্ সত্য জগৎকে জ্ঞাপন করিবার জন্যই বেদ বলিতেছেন—"ইদং যজ্ঞস্য নঃ উত্তিরন" বিশ্ববাসীকে স্বর্গপ্রাপক মহাফল প্রদান করিয়া "প্রতি পপ্রথে"—সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হন, প্রকাশিত হয়েন। জগৎবাসী তাঁহার মহিমা অবগত হইবার সুযোগ লাভ করে। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১৮অ - ৪খ - ৪সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অগ্নিঃ প্রিয়েষু ধামসু কামো ভূতস্য ভব্যস্য।
৩ ২উ ৩ ১ ২
সম্রাডেকো বি রাজতি॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভূতস্য ভব্যস্য' (পূর্ব্বজাতস্য তথা আগামিনঃ, সর্ব্বেষাং ভূতজাতানাং ইত্যর্থঃ) 'কামঃ' (কাম্যঃ, আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'প্রিয়েষু ধামসু' (সর্ব্বলোকেষু) 'একঃ' (অদ্বিতীয়ঃ) 'সম্রাট্' (অধীশ্বরঃ) 'বিরাজতি' (বিশেষেণ প্রকাশয়তি, ভবতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্ হি বিশ্বাধিপতিঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১৮অ ৪খ - ৪সূ - ৩সা)।

বঙ্গানুবাদ।

সমস্ত ভূতজাতের আকাঙ্ক্ষণীয় জ্ঞানদেব সর্ব্বলোকে অদ্বিতীয় অধীশ্বর হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানস্বরূপ ভগবানই বিশ্বাধিপতি হয়েন।)॥ (১৮অ—৪খ—৪সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'ভূতস্য' অতীত-কালীনস্য ভূত-জাতস্য 'ভব্যস্য' আগামিনঃ ভবিষ্যৎকালীনস্য জগতঃ 'কামঃ' কাম্যমানস্তৎ তৈঃ পুরুষৈঃ 'সম্রাট্' 'একঃ' অদ্বিতীয়ত্বেন 'প্রিয়েষু' আহবনীয়াদিষু 'ধামসু' স্থানেষু। যদ্বা, ত্রিষু পৃথিব্যাদি-লোকেষু 'বিরাজতি' বিশেষেণ দীপ্যতে ॥ ৩ ॥

ইতি অষ্টাদশস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ। ৫ ॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক-শ্রীবীর-বুক্ক ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১৮ ॥

* * *

তৃতীয় (১৭০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানই বিশ্বের অধিপতি, পালক ও রক্ষক। সমগ্র জগৎ তাঁহাকেই লাভ করিতে চায়। তিনিই বিশ্বের একমাত্র অধীশ্বর। তাঁহা হইতে জগৎ আসিয়াছে, তাঁহাতেই বিলীন হইবে। উহাই জগতের চরম গতি। মানুষ স্বাভাবিক প্রেরণাবশে তাঁহার সেই পরম ও চরম লক্ষ্যের দিকেই অগ্রসর হইতে চায়। নানাবিধ বাধাবিপদের জন্য সে অগ্রসর হইতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার লক্ষ্য সেই এক পরম ধাম।

ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতের অনেকাংশেই ঐক্য পরিলক্ষিত হইবে। 'ভূতস্য ভবত' পদের অর্থ করিয়াছেন, অতীতকালীনস্য ভূতজাতস্য আগামিনঃ ভবিষ্যৎকালীনস্য অর্থাৎ সর্ব্বলোকের। সর্ব্বলোকের কি হয়েন? উত্তরে বলা হইতেছে 'কামঃ' সকলের কামনার সামগ্রী।

শুধু তাই নয়। তিনি সমগ্র বিশ্বের অধিপতি—'একঃ সম্রাট্'। তিনি অদ্বিতীয়, একমেবাদ্বিতীয়ং। তিনিই জগতের কর্ত্তা, সর্ব্বলোকে সর্ব্বকালে, তাঁহারই মহিমা প্রখ্যাপিত হয়। সেই জগৎপতি পরমদেবতার মহিমাই এই বেদমন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (১৮অ ৪খ—৪সূ ৩সা)।

—•—

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

——— ০ঃ ❀ ✱ ❀ ঃ০ ———

উত্তরার্চ্চিকে—একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

--- • ---

যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং॥

* . *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ২ ৩ ২৩ ১২৩ ১ ২ ৩২ ২
অগ্নিঃ প্রত্নেন জন্মনা শুম্ভানস্তন্বা৺ ২৩ স্বাম্।
৩ ১র ২র
কবির্ব্বিপ্রেণ বাবৃধে॥ ১॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবিঃ' (ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ, সর্ব্বান্তর্যামী) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'প্রত্নেন জন্মনা' (পুরাতনেন জন্মহেতুনা, অনাদিত্বাৎ ইত্যর্থঃ) 'স্বাং' (স্বকীয়ং) 'তন্বং' (অঙ্গং, মাহাত্ম্যং ইত্যর্থঃ) 'শুম্ভানঃ' (শুম্ভয়ন্, প্রকাশয়ন্) 'বিপ্রেণ' (মেধাবিনা, জ্ঞানিনা) 'বাবৃধে' (প্রবৃদ্ধঃ ভবতি, সম্পূজিতঃ ভবতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকং অয়ং মন্ত্রঃ। অনাদিঃ অনন্তঃ জ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্ সাধকৈঃ আরাধিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (১৯অ-১খ-১সূ—১সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বান্তর্যামী জ্ঞানদেব পুরাতন জন্মহেতু অর্থাৎ অনাদিত্বহেতু আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া জ্ঞানিজনের দ্বারা সম্পূজিত হয়েন। (মন্ত্রটী

নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—অনাদি অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ সাধকগণ কর্ত্তৃক আরাধিত হয়েন।)॥ (১৯অ—১খ—১সূ—১সা।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কবিঃ' ক্রান্ত-কর্ম্মা 'অগ্নিঃ' 'প্রত্নেন' পুরাণেন 'জন্মনা' জননীয়েন স্তোত্রেণ 'স্বাং' স্বকীয়াং 'তন্বং' তনুমঙ্গং 'শুম্ভানঃ' শুম্ভয়ন্ 'বিপ্রেণ' মেধাবিনা স্তোত্রা 'বাবৃধে' প্রবৃদ্ধো ভবতি। (১৯অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৭০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধকগণ আপনাদের মুক্তি-লাভের জন্য ভগবদারাধনায় রত হয়েন। জ্ঞান-স্বরূপ সেই পরমদেবতার কৃপালাভ করিবার জন্য তাঁহারা ভগবন্মহিমা কীর্ত্তন করেন। জগতে প্রকাশ-মান ভগবানের বিভূতি দর্শন করিয়া মানুষ তাঁহার চরণে প্রণত হয়। 'প্রত্নেন জন্মনা' পদ-দ্বয়ে জ্ঞানের—জ্ঞানদেবের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। 'প্রত্নেন' পদের ভাষ্যার্থ—"পুরাণেন"। 'প্রত্ন' শব্দের অর্থ 'চির পুরাতন'। 'প্রত্নেন জন্মনা' পদদ্বয়ের দ্বারা অনাদিত্বকে লক্ষ্য করে। জ্ঞানদেব সম্বন্ধে উক্ত পদদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে। জ্ঞান অনাদি অনন্ত। উহার উৎপত্তি নাই বিলয় নাই, কারণ উহা ভগবানেরই বিভূতি-মাত্র। সুতরাং ভগবান্ যেমন উৎপত্তি-বিলয়-হীন জ্ঞানও তেমনি উৎপত্তি-বিলয়হীন। এই পরিদৃশ্যমান জগতে তাঁহার বিভূতি বিদ্যমান রহিয়াছে। চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ তারা তাঁহারই মহিমা বিঘোষিত করিতেছে। মলয় পবনে তাঁহারই সুরভিত নিশ্বাস বায়ু প্রবাহিত হয়, কোকিল-কূজনে তাঁহারই কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। মাতৃ-হৃদয়ে তাঁহারই স্নেহ-সুষমা, বজ্রধ্বনিতে তাঁহারই রুদ্রকণ্ঠের পরিচয় জ্ঞাপন করে। সাধক জ্ঞান-দৃষ্টিতে, প্রেম-দৃষ্টিতে বহির্জগতের সেই বিভূতি দর্শনে অন্তর্জ্জগতের ধ্যানে নিমগ্ন হয়েন। তাই বলা হইয়াছে,—"স্বাং তন্বাং শুম্ভানঃ বিপ্রেণ বাবৃধে।" (১৯অ—১খ—১সূ—১সা)॥ *

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩
ঊর্জ্জো নপাতমা হুবেঽগ্নিং পাবকশোচিষম্।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধ্বরে॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুঃচত্বারিংশত্তম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঊর্জ্জঃ নপাতং' (অন্নানাং পাতারং, শক্তেঃ রক্ষকঃ) 'পাবকশোচিষং' (পবিত্রদীপ্তিং, পবিত্রকারকজ্যোতির্যুতং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) বয়ং 'অধ্বরে' (অহিংসিতে, কল্যাণদায়কে ইত্যর্থঃ) 'অস্মিন্ যজ্ঞে' (অস্মাকং অনুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মণি) 'আহুবে' (আহ্বয়ামঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধনে বয়ং ভগবতঃ জ্ঞানশক্তিং লভেমহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৯অ—১খ—১সূ—২সা)।

*
*
*

বঙ্গানুবাদ।

শক্তির রক্ষক, পবিত্রকারক জ্যোতিঃযুক্ত জ্ঞানদেবকে আমরা কল্যাণদায়ক আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে আহ্বান করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনে আমরা ভগবানের জ্ঞানশক্তিকে যেন লাভ করি।)। (১৯অ—১খ—১সূ—২সা)।

*
*
*

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ঊর্জ্জঃ' অন্নস্য 'নপাতং' পুত্রং 'পাবক-শোচিষং' শোধক দীপ্তিমগ্নিং 'অধ্বরে' অসুরৈররতাম্ব হিংস্যেঽস্মিন্ যজ্ঞে 'আ হুবে' আহ্বয়ামি। (১৯অ—১খ—১সূ—২সা)।

*
*
*

দ্বিতীয় (১৭৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

'ঊর্জ্জঃ নপাতং' পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থ—"অন্নস্য পুত্রং"। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন,—"অন্নানাং পাতারং রক্ষয়িতারং।" 'ঊর্জ্জঃ' অথবা 'অন্ন' শব্দে শক্তিকে লক্ষ্য করে। বেদে নানাবিধ অর্থে 'ঊর্জ্জ' শব্দ ব্যবহৃত হইলেও তাহার মূলভাব সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে। 'নপাতং' শব্দের প্রচলিত অর্থ 'পুত্র'। পুত্র হইতেই কুল রক্ষা হয়, কুলের বা বংশের পতন হয় না, সেই জন্যই পুত্রকে 'নপাত' বলা হয়। সাধারণ প্রচলিত ধারণা 'পুত্রঃপিণ্ড-প্রয়োজনং' অর্থাৎ পুত্রলাভের প্রধান এবং মুখ্য উদ্দেশ্য পিণ্ডোদক লাভ। পুত্র হইতেই শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়া সুনিষ্পাদিত হয়, তদ্দ্বারা পিতৃগণ তৃপ্ত হন, তাঁহাদের পতন হয় না। সেইজন্যই পুত্রপৌত্রাদিকে 'নপাত' বলা হয়। কিন্তু এই প্রচলিত ধারণা ব্যতীত এই 'নপাত' শব্দের মূল অর্থ 'রক্ষাকারী'—পতন হইতে রক্ষাকারী। প্রচলিত অর্থের মধ্যেও এই রক্ষার ভাব বিদ্যমান আছে। আমরা সর্ব্বত্রই এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। বর্ত্তমান স্থলেও এই অর্থেই সঙ্গতি লক্ষিত হয়। এখানে 'ঊর্জ্জঃ নপাতং' পদদ্বয় 'অগ্নিং' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্ঞানই মানবের শক্তিরক্ষক। সেই জ্ঞান 'পাবকশোচিষং' অর্থাৎ জ্ঞানের জ্যোতিঃ পবিত্রকারক। আমরা যেন সেই পবিত্রজ্যোতিঃ দ্বারা সৎকর্ম্মসাধনে পরিচালিত

হইতে পারি—ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার সারাংশ। এই মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে একটী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—"বলের পুত্র এবং পবিত্র দীপ্তিযুক্ত অগ্নিকে এই হিংসা-শূন্য যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি।" (১১অ—১খ—১সূ—২সা)।*

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমং খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

স নো মিত্রমহস্ত্বমগ্নে শুক্রেণ শোচিষা।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২

দেবৈরা সৎসি বর্হিষি॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মিত্রমহঃ' (পরমারাধনীয় মিত্রস্বরূপ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'ত্বং' 'শুক্রেণ' (নির্ম্মলেন) 'শোচিষা' (জ্যোতিষা) তথা 'দেবৈঃ' (দেবভাবৈঃ সহ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বর্হিষি' (আসনে, হৃদাসনে) 'আসৎসি' (উপবিশ, আগচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে জ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১১অ ১খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমারাধনীয় মিত্রস্বরূপ হে জ্ঞানদেব! প্রসিদ্ধ আপনি নির্ম্মল জ্যোতির এবং দেবতা সমূহের সহিত আমাদিগের হৃদাসনে আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে জ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (১১অ—১খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'মিত্রমহঃ' মিত্রাণাং পূজনীয়াগ্নে! 'সঃ' ত্বং 'শুক্রেণ' জ্বালাবতা 'শোচিষা' তেজসা 'দেবৈঃ' সহ 'বর্হিষি' 'আসৎসি' আসীদ। (১১অ—১খ ১সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুশ্চত্বারিংশ সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১৭১১) সামের মর্ম্মার্থ।

—•§ ◡ §•—

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মূলভাব ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবান্ যেন কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে আগমন করেন ইহাই মন্ত্রের মূল প্রার্থিত বিষয়।

ভগবান্ 'মিত্রমহঃ'—পরমপূজনীয় মিত্রস্বরূপ। তিনি নির্ম্মল জ্ঞানজ্যোতির সহিত আগমন করুন, আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। তাঁহার আগমনে মানবহৃদয়ের সর্ব্ববিধ উচ্চভাব বিকশিত হয়। দেবভাবের বিকাশে মানব ক্রমশঃ ঊর্দ্ধমার্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়েন।

এই মন্ত্রটীর যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটী অনুবাদ প্রদত্ত হইল। প্রথমটী বঙ্গানুবাদ; তাহা এই,—"হে মিত্রগণের পূজনীয় অগ্নি! তুমি দেবগণের সমভিব্যাহারে উজ্জ্বল তেজের সহিত যজ্ঞে আসীন হও।" 'মিত্রমহঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে "মিত্রগণের পূজনীয়।" কিন্তু আমাদের ধারণা যে, এখানে 'মিত্রমহঃ' পদে 'মিত্র' ও 'মহ' এই দুই শব্দের একত্র সংযোগ হইয়াছে। উহার অর্থ,—"পরমারাধনীয় মিত্রস্বরূপ দেব।

অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"হে মিত্রোংকে পূজনীয় অগ্নিদেব! আপনা তু জ্বালাওয়ালে তেজ করকে দেবতাও সহিত যজ্ঞমে বিরাজো।" (১৯ম—২খ—১সূ—৩সা)। *

—•—

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উত্তে শুষ্মাসো অস্থু রক্ষো ভিন্দন্তো অদ্রিবঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
নুদস্ব যাঃ পরিস্পৃধঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (রিপুনাশায় পাষাণকঠোর হে দেব!) 'রক্ষঃভিন্দন্তঃ' (রাক্ষসান্ বিনাশয়ন্তঃ) 'তে' (তব) 'শুষ্মাসঃ' (বেগাঃ, আশুমুক্তিদায়িকাঃ শক্তয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'উদস্থুঃ' (উত্তিষ্ঠন্তু, আগ্রতাঃ ভবন্তু); 'যাঃ পরিস্পৃধঃ' (যে শত্রবঃ অস্মান্ প্রতিবাধন্তে তান্) 'নুদস্ব' (বাধস্ব,

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুঃচত্বারিংশত্তম সূক্তের চতুর্দ্দশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বিনাশয় ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং রিপূন্ বিনাশয়—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৯অ—১খ—২সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশের জন্য পাষাণকঠোর হে দেব! রাক্ষসদিগকে বিনাশকারী আপনার আশুমুক্তিদায়িকা শক্তি জাগ্রত হউক; যে শত্রুগণ আমাদিগকে বাধা প্রদান করে তাহাদিগকে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের রিপুগণকে বিনাশ করুন।) (১৯অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অদ্রিবঃ' গ্রাবযন্ সোম! 'তে' তব 'শুষ্মাসঃ' শুষ্মা বেগাঃ 'রক্ষঃ' রাক্ষসান্ 'ভিন্দন্তঃ' বিদারয়ন্তঃ 'উদস্থুঃ' উত্তিষ্ঠন্তি। 'যাঃ' 'স্পৃধঃ' স্পর্দ্ধমানাঃ শত্রুসেনা অস্মান্ প্রতিবাধন্তে তাঃ 'নুদস্ব' প্রেরয় বাধস্বেত্যর্থঃ। (১৯অ—১খ—২সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৭১২) সামের মর্ম্মার্থ।

বজ্রাদপি কঠোর, কুসুম হইতেও সুকোমল ভগবানের হৃদয়। তিনি মানবকে আপনার কোমল স্নেহধারায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলেন। আবার জগতের শত্রুনাশের সময় তাঁহারই বিশালগর্জ্জন বিশ্বকে প্রকম্পিত করিয়া তুলে। তিনিই বিশ্বের রক্ষক, তাঁহার রোষাগ্নিতেই রিপুকুল ধ্বংস হয়। তাই তখন তাঁহার রুদ্ররূপের প্রয়োজন। 'অদ্রিবঃ' পদে ভগবানের সেই পাষাণকঠোর রূপেরই পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। 'উদস্থুঃ' পদের অর্থ—উঠুক, জাগ্রত হউক। ভগবানের রিপুনাশিকা শক্তি জাগ্রত হউক, তাহার অর্থ এই যে,—ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের রিপুগণকে বিনাশ করুন। অথবা তাঁহারই শক্তি আমাদিগকে রিপুনাশে উদ্বুদ্ধ করুক। সমগ্র মন্ত্রের ভাব এই যে, ভগবৎকৃপায় আমরা যেন রিপুজয়ী হই।

এতৎসহ মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইল, তাহা এই,—"হে প্রস্তরসমুদ্ভূত সোমরস! রাক্ষসধ্বংসকারী তোমার তেজঃ সমস্ত উদ্রিক্ত হইয়াছে, যে সকল বিপক্ষ চতুর্দ্দিকে আস্ফালন করিতেছে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দাও।" অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"হে পাষাণোসে সুসিদ্ধ হুয়ে সোম! তেরে বেগ রাক্ষসোঁকো বিদীর্ণ করতে হুয়ে উঠতে হ্যায়। যো হমেঁ বাধা দেনেওয়ালী শত্রুওঁকী সেনা হ্যায় উনকো তুম পীড়া দো।" (১৯অ-১খ-২সূ ১সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিপঞ্চাশৎ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১　২ ৩ ১র　২র　৩ ১র　২র　৩ ২

অয়া নিজঘ্নিরোজসা রথসঙ্গে ধনে হিতে।

২ ৩　১ ২　৩ ২

স্তবা অবিভ্যুষা হৃদা॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'অয়া' (প্রসিদ্ধেন, স্বকীয়েন) 'ওজসা' (বলেন, শক্ত্যা ইত্যর্থঃ) ত্বং 'নিজঘ্নিঃ' (শত্রুনাশশীলঃ, রিপুনাশকঃ—ভবতি ইতি শেষঃ) 'রথসঙ্গে' (সৎকর্ম্মজনিতে) 'ধনে' (পরমধনে) 'হিতে' (নিহিতে, উৎপন্নে, লব্ধে সতি ইত্যর্থঃ) ত্বাং প্রাপ্তয়ে বয়ং 'অবিভ্যুষা হৃদা' (নির্ভয়েন হৃদয়েন) 'স্তবা' (আরাধয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সৎকর্ম্মসাধনেন ভগবন্তং লব্ধুং আরাধনাপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৯অ—১খ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! স্বকীয় শক্তির দ্বারা আপনি রিপুনাশক হয়েন; সৎকর্ম্মজনিত পরমধন লব্ধ হইলে আপনাকে প্রাপ্তির জন্য আমরা যেন নির্ভয় হৃদয়ে আরাধনা করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করিতে আরাধনাপরায়ণ হই।) ॥ (১৯অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'অয়া' অনেন কৃতেন 'ওজসা' বলেন 'নিজঘ্নিঃ' শত্রূন্ হন্তুং শীলবান্। তং ত্বাং 'অবিভ্যুষা' 'অভীতেন' 'হৃদা' মনসা যুক্তোঽহং 'রথ-সঙ্গে' অস্মাকং রথানাং সঙ্গে 'হিতে' শত্রুষু নিহিতে ধনে চ নিমিত্তে 'স্তবৈ' স্তৌমি। ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৭১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

———:‡:•‡:•———

ভগবান্ স্বশক্তিতে বিশ্বের রিপুনাশ করেন, তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তিবলে, সমস্ত রিপুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 'অয়া ওজসা' পদদ্বয়ে ভগবৎশক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছে। ভগবান্ শক্তির

আধার, তাঁহার শক্তিবলেই জগৎ বিধৃত ও পরিচালিত হইতেছে। তাঁহার শক্তি জগতের সর্ব্বজীবের বিঘ্ন বিপদ দূরীকরণে বিনিযুক্ত আছে। তিনি নিজে অজাতশত্রু। তাঁহার কোনও শত্রু নাই, কিন্তু মানব তাঁহার প্রিয়সন্তান মানব, চারিদিকে রিপুগণ-কর্তৃক আক্রান্ত। তাহাদিগকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রযত্নপর হয়েন।

সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষ যখন আপনার অন্তরস্থিত মালিন্য দূরীভূত করিতে সমর্থ হয়, যখন তাহার হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ পাপকালিমা দূরে পলায়ন করে, তখনই তাহার পক্ষে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ সম্ভবপর হয়। কারণ সৎকর্ম্মজনিত শক্তি তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চিত হইবার অবসর পায়। সত্যের, পুণ্যের শক্তি এমনই প্রবলশক্তি যে, অতি দুর্ব্বলকেও তাহা মহা শক্তিশালী করিয়া তুলে। তাই বলা হইয়াছে আমরা যেন সৎকর্ম্মজনিত শক্তিলাভ করিয়া অভীঃ হইতে পারি। সেই শক্তিবলে যেন আমরা ভগবদারাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হই—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। নিম্নে এই মন্ত্রের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। একটী বঙ্গানুবাদ এই,—"এই আমি নির্ভয় হৃদয়ে (বিপক্ষের) রথমধ্যাগত ধন লুণ্ঠন করিবার জন্য এবং নিজ বলে বিপক্ষ সংহার করিবার উদ্দেশে সোমের গুণ গান করিতেছি।" কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই অনুবাদ মূলমন্ত্রের ভাব মোটেই প্রকাশ করিতে পারে নাই, বরং অনেকাংশে বিপরীত ভাবই প্রকাশ করিয়াছে। 'বিপক্ষ' শব্দ অনুবাদকার অধ্যাহৃত করিয়াছেন। তারপর রথমধ্যস্থিত ধনরত্ন লুণ্ঠনের কোন প্রসঙ্গ মন্ত্রে নাই। এই ব্যাখ্যা হইতে যদি ইহা অনুমান করা যায় যে, আর্য্যগণও একশ্রেণীর দস্যু ছিলেন, তাহা হইলে বিশেষ অন্যায় হয় কি? এইরূপ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়াই অনেক পাশ্চাত্য অথবা পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেন যে, আর্য্যগণও প্রকৃতপক্ষে লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহারা ভারতে প্রবেশ করিয়া আদিমনিবাসী অনার্য্যগণকে পরাজিত করতঃ তাহাদের দেশ অধিকার করেন, এবং তাহাদের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া আপনাদের সমৃদ্ধি সাধন করেন। যাঁহারা এরূপ মত পরিপোষণ করেন তাঁহাদের মতের ভিত্তি—ঐসকল ব্যাখ্যা। আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি যে, বেদে ঐ সকল বিষয়ের কোনও প্রসঙ্গ নাই। বেদের মূল লক্ষ্য - জগতে পরাজ্ঞান বিতরণ, ভগবন্মাহাত্ম্য প্রকাশ। সুতরাং তাহাতে ঐ সকল জাগতিক বিষয়ের প্রসঙ্গ থাকিতে পারে না। যাহা হউক, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহা যথাস্থানেই বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী আরও একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই, "হে সোম! তু ইস কিয়ে হুএ বলসে শত্রুও কো নষ্ট করনেওয়ালা হ্যায়। এ্যায়সে তুঝকো নির্ভয় মনসে যুক্ত মৈ হমারে রথোকে সঙ্গসে শত্রুওকে নষ্ট হোনে পর ধনকে নিমিত্ত মৈঁ স্তুতি করতা হুঁ।" (১৯অ—১খ—২সূ—৫সা)।*

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় নবম মণ্ডলের ত্রিংশদধিকশত সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ক ২র

অস্য ব্রতানি নাধৃষে পবমানস্য দূঢ্যা।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২

রুজ যস্ত্বা পৃতন্যতি॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে দেব! তব কৃপয়া 'অস্য' (প্রসিদ্ধস্য) 'পবমানস্য' (পবিত্রকারকস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য, শুদ্ধসত্ত্বজনিতানি ইত্যর্থঃ) 'ব্রতানি' (কর্ম্মাণি) 'দূঢ্যা' (দুর্ব্বুদ্ধিনা রাক্ষসেন, বিঘ্নকারকৈঃ রিপুভিঃ ইত্যর্থঃ) 'নাধৃষে' (নিবারিতানি ন ভবন্তি); 'যঃ' (জনঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পৃতন্যতি' (হিনস্তি, ন আরাধয়তি) তং 'রুজ' (বিনাশয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে দেব! রিপূণাং অপ্রতিহতাঃ সন্তঃ বয়ং শুদ্ধসত্ত্বজনিতানি সৎকর্ম্মাণি সাধয়াম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৯অ-১খ-২সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনার কৃপায় প্রসিদ্ধ পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্বের অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বজনিত কর্ম্মসমূহ বিঘ্নকারক রিপুগণের দ্বারা নিবারিত হয় না; আপনাকে যে জন আরাধনা করে না তাহাকে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! রিপুদিগের অপ্রতিহত হইয়া আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বজনিত সৎকর্ম্ম সাধন করিতে পারি।)। (১৯অ—১খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'পবমানস্য' ক্ষরতঃ যস্য 'অস্য' তব 'ব্রতানি' কর্ম্মাণি 'দূঢ্যা' দুর্ব্বুদ্ধিনা রাক্ষসেন 'নাধৃষে' আধর্ষয়িতুমশক্যানি স 'ত্বা' ত্বাং 'যঃ' দুর্ব্বুদ্ধিঃ শত্রুঃ 'পৃতন্যতি' যোদ্ধুমিচ্ছতি তং 'রুজ' বাধস্ব। (১৯অ-১খ-২সূ-৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৭১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—§ • §—

ভগবানের কৃপায় মানুষ আপনাদের শক্তি অনুযায়ী সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। ভগবান্ আপনার রক্ষাশক্তি প্রভাবে মানবকে সর্ব্ববিধ রিপুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার করেন। যাহা সাধনপথের বিঘ্ন, তাহা ভগবানেরই কৃপায় দূরীভূত হয়। 'রুজ' পদের অর্থ 'বিনাশ করুন'। এখানে 'বিনাশ করা' বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহারা পাপী, তাহাদিগকে বিনাশ করার অর্থ, তাহাদের মধ্যস্থিত পাপপ্রবৃত্তিকে বিনাশ করা। "বনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" মন্ত্রাংশেরও অর্থ তাহাই। যাহারা দুষ্কৃত, যাহারা পাপপরায়ণ, তাহাদের অন্তরস্থিত পাপপ্রবৃত্তি সমূলে বিনাশ হইলে তাহারা তখন আর পাপী থাকেন না। তাহারাও পুণ্যাত্মা হইয়া যান। পাপীকে পুণ্যবানে পরিণত করাই পাপীর বিনাশ। 'রুজ' পদ এই বিশেষ অর্থেই এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। মানুষের অন্তরে যে পাপপ্রবৃত্তি আছে, তাহাই আমাদিগকে সর্ব্বদা পাপপথে পরিচালিত করে, সেই পাপের বিনাশই মন্ত্রস্থিত প্রার্থনার লক্ষ্য।

এই মন্ত্রের যে সকল প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"নির্ব্বোধ শত্রু এই ক্ষরিত সোমের প্রভাব কখনই সহ্য করিতে পারে না। যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহে, তাহাকে বিনাশ কর।" (১১অ—১খ-২সূ-৩সা) ॥০

—— • ——

চতুর্থং সাম :

(প্রথমা দশতিঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম)।

১ ২ ৩২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ওঁ হিম্বন্তি মদচ্যুতঁ হরিং নদীষু বাজিনম্।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২

ইন্দুমিন্দ্রায় মৎসরম্ ॥ ৪ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধকাঃ 'মদচ্যুতং' (পরমানন্দদায়কং) 'হরিং' (পাপহারকং) 'বাজিনং' (বলবন্তং, আত্মশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'মৎসরং' (পরমানন্দপ্রদং) 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'ইন্দুং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রার্থং, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'নদীষু' (অমৃতপ্রবাহেষু) 'হিম্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিপঞ্চাশৎ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

সম্মিলয়ন্তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎপ্রাপ্তয়ে হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সমুৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১৯অ—১খ—২সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ পরমানন্দদায়ক, পাপহারক, আত্মশক্তিদায়ক, পরমানন্দপ্রদ, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য অমৃতপ্রবাহে সম্মিলিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদন করেন।) ॥ (১৯অ—১খ—২সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মদচ্যুতং' মদস্য চ্যাবয়িতারং 'হরিং' হরিতবর্ণং 'বাজিনং' বলিনং 'মৎসরং' মদকরং 'তং' 'ইন্দুং' সোমং 'নদীষু' 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'হিন্বন্তি' ঋত্বিজঃ প্রেরয়ন্তি ॥ ৪ ॥

* * *

চতুর্থ (১৭১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

আমরা প্রথমেই আলোচ্য মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"সেই যে সোম, যিনি মদিরা ক্ষরিত করেন, যাঁহার বর্ণ দূর্ব্বাদলবৎ, যিনি বলকর, তাঁহাকে ইন্দ্রের আনন্দবিধানের জন্য ঋত্বিকগণ নদীতে ঢালিয়া দিতেছেন।" অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"আনন্দকো বর্ষা করনেওয়ালে আউর পাপহারী বলযুক্ত আউর মদকারী উস সোমকো বসতীবরী জলোমে ইন্দ্রকে অর্থ প্রেরণা করতে হ্যায়।" শেষোক্ত হিন্দী অনুবাদ ভাষ্যানুসারী। ভাষ্যকার 'নদী' শব্দে বসতীবরী জলকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বাঙ্গালা অনুবাদকার উহার সহজ নদী অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন স্পষ্টভাব প্রকাশিত হয় নাই। সোমরসকে নদীতে ইন্দ্রের জন্য ঢালিয়া দেওয়ার অর্থ কি? উহা দ্বারা কোন ভাবই অধিগত হয় না।

কিন্তু আমরা মনে করি, 'নদীষু' পদে অমৃতপ্রবাহকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতপ্রবাহের সহিত মিলিত হয়—ইহাই মন্ত্রের ভাব। আবার ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য এই উভয়ের মিলন অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাই বলা হইয়াছে,—"ইন্দুং নদীষু হিন্বন্তি।" (১৯অ ১খ ২সূ-৪সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিপঞ্চাশৎ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি ময়ূররোমভিঃ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২উ ৩ ২উ ৩

মা ত্বা কেচিন্নিয়েমুরিন্ন পাশিনোঽতি

১ ২ ৩ ১ ২

ধন্বেব তাঁ ইহি॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'মন্দ্রৈঃ' (সৎকর্ম্মসাধকৈঃ, সদানন্দদায়কৈঃ) 'ময়ূররোমভিঃ' (ময়ূররোমবৎ বিচিত্রদর্শনৈঃ, চিত্তাকর্ষকৈঃ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—বিচিত্রসামর্থ্যোপেতৈঃ, বিবিধপ্রকারেণ অসদ্বৃত্তিনাশকৈঃ ইতি ভাবঃ) 'হরিভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ যুক্তঃ সন্ ইতি শেষঃ) 'আ যাহি' (আগচ্ছ, অস্মাকং কর্ম্মণি হৃদি বা ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! নিখিলাঃ জ্ঞানকিরণাঃ ত্বাং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ন্তু; ভবৎকৃপয়া যথাহং প্রজ্ঞানসম্পন্নঃ সৎকর্ম্মপরায়ণঃ ভবামি, অপিচ জ্ঞানকর্ম্মপ্রভাবেন যথাহং ত্বাং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি, তৎ বিধেহি। হে ইন্দ্র! 'পাশিনঃ ন' (ব্যাধাঃ ইব, পাশহস্তাঃ ব্যাধাঃ যথা বন্ধনসাধকেন পাশেন পক্ষিণঃ গমনপ্রতিবন্ধং সাধয়িত্বা তান্ নিঘ্নন্তি, তদ্বৎ) 'যে কেচিৎ' (কোঽপি শত্রবঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মা নি যমুঃ ইৎ' (মা নিযচ্ছন্তু এব, গমনপ্রতিবন্ধং সাধয়িত্বা মা নিঘ্নন্তু ইত্যর্থঃ); পরন্তু 'ধন্বেব' (মরুদেশঃ ইব, পান্থঃ যথা মরুপ্রদেশং প্রাপ্য শীঘ্রং তং অতিক্রম্য আগচ্ছতি, তদ্বৎ ত্বমপি গমনপ্রতিবন্ধকান্ শত্রূন্ ইতি যাবৎ) 'অতি তাঁ' (অতিতান্, অতিক্রম্য, তেষাং পরাভবং সাধয়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'ইহি' (এহি, আগচ্ছ—অস্মাকং অনুষ্ঠিতে কর্ম্মণি হৃদি বা ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রাংশে অন্তঃশত্রুবহিঃশত্রুনাশায় প্রার্থনা দ্যোততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মাকং সর্ব্বান্ শত্রূন্ নাশয়িত্বা অস্মান্ ত্বয়ি সংযোজয় অপিচ অস্মান্ সমুদ্ধারয়। (১৯অ ১খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সৎকর্ম্মসাধক সদানন্দদায়ক ময়ূররোমবৎ বিচিত্রদর্শন অর্থাৎ চিত্তাকর্ষক অথবা বিচিত্রসামর্থ্যোপেত

অর্থাৎ বিবিধ প্রকারে অসদ্বৃত্তির নাশক জ্ঞানকিরণসমূহের দ্বারা যুক্ত আপনি আমাদিগের কর্ম্মে অথবা হৃদয়ে আগমন করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! নিখিলজ্ঞানকিরণসমূহ আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুক। আপনার কৃপায় যাহাতে প্রজ্ঞান-সম্পন্ন হইতে পারি এবং সেই প্রজ্ঞান-প্রভাবে যাহাতে আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহ বিহিত করুন)। হে ইন্দ্র! পাশহস্ত ব্যাধ যেমন বন্ধনসাধক পাশের দ্বারা পক্ষিগণের গমনপ্রতিবন্ধক জন্মাইয়া তাহাদিগকে নিহত করে, সেইরূপ কোনও শত্রুই যেন আপনার গমনপ্রতিবন্ধক উৎপন্ন করিয়া নিহত না করে; পরন্তু, মরুপ্রদেশ প্রাপ্ত হইলে পান্থ যেমন শীঘ্র তাহা অতিক্রম করিয়া আগমন করে, সেইরূপ আপনি গমনপ্রতিবন্ধক শত্রুগণকে অতিক্রম (অর্থাৎ পরাভূত) করিয়া, আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে অথবা হৃদয়ে শীঘ্র আগমন করুন (এই মন্ত্রাংশে অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রু-নাশের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের সকল শত্রুকে নাশ করিয়া আমাদিগকে আপনার সহিত সম্মিলিত করুন এবং আমাদিগকে উদ্ধার করুন)। (১৯অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বামিত্রো যজ্ঞার্থমিন্দ্রমাহ্বয়তি—হে 'ইন্দ্র'! 'মন্দ্রৈঃ' মাদয়িতৃভিঃ ময়ূর-রোমভিঃ ময়ূর-রোম-সদৃশ-রোম-যুক্তৈঃ 'হরিভিঃ' এতৎসংজ্ঞকৈরশ্বৈরুপেতস্ত্বং 'আ যাহি' যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছ। 'কেচিৎ' অপি জনাঃ 'ত্বা' ত্বাং 'মা নিয়েমুঃ' 'মা নিযচ্ছন্তু গমন-প্রতিবন্ধং মা কুর্বন্ত্বিত্যর্থঃ। প্রতিবন্ধে দৃষ্টান্তঃ—'পাশিনো ন' পাশ-হস্তা ব্যাধা যথা পক্ষিণং নিযচ্ছন্তি তদ্বৎ ত্বাং মা নিযচ্ছন্তু। কিঞ্চ 'ধন্বেব' যথা পান্থাঃ ধন্ব মরুদেশং শীঘ্রমতিগচ্ছন্তি, তদ্বদাগমন-প্রতিবন্ধিনঃ 'তান্' অতীত্য শীঘ্রমাগচ্ছ (১৯ম ১খ ৩অ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৭১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'মন্দ্রৈঃ', 'হরিভিঃ' ও 'ময়ূররোমভিঃ' পদ-কয়েকটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। ভাষ্যে 'মন্দ্রৈঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'মাদয়িতৃভিঃ' অর্থাৎ মাদকতাসাধক; 'হরিভিঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'অশ্বৈঃ'; এবং 'ময়ূররোমভিঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'ময়ূররোমসদৃশরোমযুক্তৈঃ' অর্থাৎ ময়ূরের রোমের ন্যায় রোমযুক্ত। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'তুমি মাদকতাসাধক এবং ময়ূরের রোমের

ন্যায় রোমযুক্ত অশ্বের সহিত আগমন কর।' ইহাতে যেন মনে হয়,—মত্তপায়ী মত্তের অধিপতি দেবতাকে উন্মাদনাসাধক বাহন-সমভিব্যাহারে আসিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। এইরূপে, মন্ত্রের যে ভাব দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার অনুসরণে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা এই,—

"হে ইন্দ্র! তুমি মাদক ও ময়ূরের লোমের ন্যায় লোমযুক্ত অশ্বের সহিত আগমন কর। ব্যাধ যেরূপ পক্ষীকে বাধা দেয়, সেইরূপ তোমাকে যেন কেহ বাধা না দেয়। (পথিক) যেরূপ মরুদেশ (অতিক্রম করিয়া গমন করে), সেইরূপ তুমি শীঘ্র ঐ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আগমন কর।"

কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ অন্য ভাব দ্যোতনা করে। আমরা মনে করি, 'মন্দ্রৈঃ' পদে সেই পরমানন্দের প্রতি লক্ষ্য আছে। সে আনন্দ তুচ্ছ মাদক-দ্রব্য-পানের আনন্দ নহে। মানুষের আত্যন্তিক দুঃখনাশ-জনিত যে আনন্দ—জন্মগতি-রোধে যে নিত্যানন্দ, এখানে 'মন্দ্রৈঃ' পদে সেই সদানন্দ—পরমানন্দের বিষয়ই প্রখ্যাত হইয়াছে। 'হরিভিঃ' পদে আমরা 'অশ্বসমূহের সহিত' অর্থ গ্রহণ করি না। দেবতাকে মানুষ-প্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিলেও একযোগে একাধিক অশ্বে কেমন করিয়া তিনি আরোহণ করিতে পারিবেন,—তাহাও কল্পনা করিতে পারি না। 'হরিভিঃ' পদে সর্বত্রই জ্ঞান-কিরণসমূহ', 'জ্ঞানরশ্মি সমূহ' অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। রূপকে 'হরি' 'ইন্দ্রের অশ্ব' বলিয়া প্রচারিত হয়। কিন্তু ঐ পদের মর্ম্ম অন্যরূপ। ঐ পদে 'জ্ঞানরশ্মি' বুঝায়। দেবতা সংবাহিত হন,—দেবতা আগমন করেন—কিসে? অশ্ব-সংযোজিত রথে। কিন্তু বুঝিয়া দেখুন দেখি,—সে অশ্বই বা কি, আর সে রথই বা কি? আমরা মনে করি, অশ্ব জ্ঞানরূপ, আর রথ—আমাদের কর্ম্মরূপ। জ্ঞানরূপ অশ্ব-সংযোজিত কর্ম্মরূপ রথে আরোহণ করিয়াই দেবগণ এ মর্ত্ত্যভূমে আগমন করেন। 'হরিভিঃ' পদে, আমাদের মতে, সেই ভাবই উপলব্ধ হইয়াছে। এই কর্ম্মরূপ রথের অধিস্বামী যিনি—সেই জ্ঞানসমন্বিত কর্ম্মের নেতা যিনি, জ্ঞান-প্রদাতা যিনি, এখানে 'হরিভিঃ' পদে তাঁহারই স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। তার পর, 'ময়ূররোমভিঃ' পদের 'ময়ূররোমসদৃশরোমযুক্তৈঃ' অর্থও আমরা গ্রহণ করি না। আমাদের মতে 'ময়ূররোমভিঃ' পদের অর্থ—'ময়ূররোমবৎ বিচিত্রদর্শনৈঃ, চিত্তাকর্ষকৈঃ, যদ্বা—বিচিত্রসামর্থ্যোপেতৈঃ, বিবিধপ্রকারেণ অসদ্বৃত্তিনাশকৈঃ।' সত্ত্বসমন্বিত হইলে, বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইলেই 'জ্ঞান' বিচিত্রদর্শন হয়। তদ্ভিন্ন তাহাকে 'অজ্ঞানতা' ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। যখনই জ্ঞান সাধুদিকে প্রধাবিত হয়, যখনই সে বিচিত্র সামর্থ্য লাভ করে, তখনই বিবিধ প্রকারে অসদ্বৃত্তিনাশে তাহার সামর্থ্য জন্মে; সেই অবস্থায়ই জ্ঞান ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধ করিতে সমর্থ হয়। যখন মানুষের সেই পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইবে, তখনই ভগবান অযাচিতভাবে আসিয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-ধন প্রদান করিবেন। সকল কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশে বিহিত হইলে, তাঁহার কর্ম্ম তিনিই করাইতেছেন—এই জ্ঞান, এই যুক্তি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে, কর্ম্মের সহিত

আত্মসুখের বা আত্মস্বার্থের সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারিলে, ভাবনার আর কোনই কারণ থাকে না। ভগবান্ স্বয়ংই তখন বিশ্বের সকল ধনের সার ধন পরমধন মোক্ষ-ধন—আনিয়া উপস্থিত করেন। এই ভাবেই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ময়ূররোমভিঃ' পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—'আমাদিগকে সত্ত্ব সমন্বিত প্রজ্ঞান-সম্পন্ন করুন, আমাদিগের কর্ম্ম জ্ঞান-সমন্বিত হউক; অর্থাৎ জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিভিন্ন দিক দিয়া বিভিন্ন প্রকারে বিস্ফুরিত হইয়া আমাদিগের কর্ম্মকে বিশুদ্ধতা-সম্পন্ন করুক। ফলতঃ অজ্ঞানতা-বশে আমরা যেন কোনও অসৎকর্ম্ম করিয়া না ফেলি।' এইরূপে সদ্‌জ্ঞান লাভ করিয়া, আপনি সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া, আপনাকে সৎকর্ম্মে লীন করিয়া, আপনার মধ্যে ভগবানকে পাইবার কামনা—এই মন্ত্রাংশে করা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু-নাশের প্রার্থনা বিদ্যমান। ভগবানকে বলা হইয়াছে,—'আপনি যে আসিবেন, হৃদয়ে যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিব, তাহারও বিবিধ-অন্তরায় আছে। আমার হৃদয়ে যে সকল শত্রু আছে, তাহারা আপনার আগমনে প্রতি-বন্ধক হইবে। পাশ-হস্ত ব্যাধের ন্যায় তাহারা সর্ব্বদা সতর্কিত রহিয়াছে। ব্যাধ যেমন পাশ বিস্তার করিয়া পক্ষিগণের গমনের প্রতিবন্ধকতা উৎপাদন করে, আমার অন্তরের শত্রুরাও আপনাকে সেইরূপে বাধা প্রদান করিবে। কিন্তু আপনি সে ক্ষেত্রে এমন করুন, যেন তাহারা আপনার আগমনের অন্তরায় না হইতে পারে। তাহারা আমার হৃদয় মরুভূমি-সদৃশ করিয়া রাখিয়াছে। গন্তব্য স্থানে যাইতে হইলে পথিক যেমন সত্বর মরুভূমি অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, আপনি সেইরূপ আমার হৃদয়রূপ মরুভূমি অতিক্রম করুন এবং আমাতে প্রতিষ্ঠিত হউন।' অন্তরের বিবিধ শত্রু—মায়া মোহ প্রভৃতি বিবিধ-বন্ধনে মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে। তাহাদেরই প্রভাবে মানুষ অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাহারাই মানুষের মনে অহঙ্কার আনয়ন করে, তাহারাই মানুষকে স্বার্থান্ধ করিয়া রাখে। যতদিন আত্মস্বার্থ, যতদিন আত্মসুখের কামনা, যতদিন অহঙ্কার,—ততদিন মুক্তির আশা দুরাশা মাত্র। এখানে, এই মন্ত্রাংশে,—সেই অজ্ঞানতা দূর করিয়া জ্ঞানের স্ফুরণই প্রার্থনাকারীর একমাত্র কামনার সামগ্রী। মন্ত্রের অন্তর্গত উপমা-বাক্যদ্বয়ে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি।

প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আসুন, আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন। আমাদিগের কর্ম্মে আপনি সর্ব্বদা প্রীতিযুক্ত হউন; আপনার প্রতি আমরা যেন সর্ব্বদা অনুরাগসম্পন্ন ভক্তিপরায়ণ থাকি। আমার অসদ্বৃত্তিসমূহ অবরুদ্ধ অর্থাৎ সঙ্কুচিত হউক। আমার হৃদয়ে সজ্‌-জ্ঞানের সদ্বৃত্তির মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হউক; আমার কর্ম্মের দ্বারা আমি যেন আপনাতে লীন হইতে সমর্থ হই।'. (৯অ—১খ—৩স—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

দ্বিতীয় সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
বৃত্রখাদো বলংরুজঃ পুরাং দর্মো অপামজঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
স্থাতা রথস্য হর্য্যোরভিস্বর ইন্দ্রো

৩ ১ ২ ৩ ২
দৃঢ়া চিদারুজঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রখাদঃ' (বৃত্রনাশকঃ, পাপবিনাশকঃ) 'বলংরুজঃ' (রিপূণাং শক্তিনাশকঃ) 'অপামজঃ' (অমৃতদায়কঃ) 'পুরাং দর্ম্মঃ' (রিপূণাং আশ্রয়নাশকঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ)

ঋগ্বেদ-সংহিতার সহিত এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের একটু পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে 'কেচিন্নিয়েমুরিন্ন' স্থলে 'কেচিন্নিয়মন্বিং' পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে 'বিং' পদে পক্ষী অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

'মন্দ্রৈঃ' পদের অর্থ ভাষ্যকার করেন 'মাদয়িতৃভিঃ'। কিন্তু বিবরণ-গ্রন্থে উহার 'মন্দস্বরৈঃ, গভীরস্বরৈঃ' প্রভৃতি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

'নিয়েমুঃ' পদ 'যমি' (যম্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'যমি' (যম্) ধাতু এখানে বন্ধনার্থ-বোধক।

মন্ত্রে 'ধন্বেব' পদ আছে। বিবরণকার বলেন,- 'ধন্বেব' পদের অন্তর্গত 'এব' শব্দ এখানে পাদ-পূরণে ব্যবহৃত। উপসর্গে উহার প্রয়োগ অসম্ভব বলিয়া পাদপূরণে 'এব' পদ পরিগৃহীত হয়। 'ধন্ব' পদে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে। 'ধন্বনা' পদের অর্থ 'অন্তরীক্ষেণ' অথবা 'ধনুষা অন্তরিক্ষজিত্যা তান্' ইত্যাদি প্রকার পরিগৃহীত হইয়া থাকে। 'অতীত্য' পদ উপসর্গঃ। বিবরণকারের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি; যথা, "অতীতায়ুরুপসর্গঃ। উপসর্গাশ্চ পুনরেবমাত্মকোঃ—যত্র ক্রিয়াবাচী কশ্চিচ্ছব্দঃ তত্র বিশেষমাহুঃ। যত্র ন প্রযুজ্যতে, তত্র সংসাধনাং ক্রিয়ামাহুঃ। ন চাত্র ক্রিয়াবাচী কশ্চিচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে, অত উপসর্গ এব ক্রিয়াং ব্রবীতি। অতোঽত্যতীতাইত্যেবাতীত্যোত্যর্থে যোগঃ।"

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ যথা,—"হে ইন্দ্র! আনন্দ দেনেবালে মোরপক্ষের রোমোবালে ঘোড়োঁ সহিত তুম তৈসে বটোহী মরুদেশকো শীঘ্র হী লাঁঘজাতে হৈঁ তৈসে উন গহনকে প্রতিবন্ধকোঁ কো লাঁঘকর আইয়ে ঔর জৈসে হাথমেঁ পাশ লিয়ে হুএ ব্যাধে পক্ষিয়োঁকো পকড়তে হৈঁ তৈসে তুমহৈ কোই ন রোক পাইবেগা"

'রথস্য হর্য্যোঃ' (সংকর্ম্মণঃ পাপহারিকাঃ শক্তীঃ) 'অভিস্বরে' (অস্মদাভিমুখ্যেন) 'স্থাতা' (প্রেরকঃ ভবতি, প্রেরয়তি ইত্যর্থঃ); 'দৃঢ়াচিৎ' (দৃঢ়ানপি শত্রূন্) 'আরুজঃ' (শত্রু-বিনাশয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ পাপনাশকঃ রিপুনাশকঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (১৯অ—১খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপবিনাশক রিপুগণের শক্তিনাশক অমৃতদায়ক রিপুগণের আশ্রয়নাশক ভগবান্ ইন্দ্রদেব সৎকর্ম্মের পাপহারিকা শক্তি আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করেন; দৃঢ়শত্রুকেও বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ পাপনাশক রিপুনাশক হয়েন)। (১৯অ—১খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সোঽয়মিন্দ্রঃ 'বৃত্রখাদঃ'। খাদৃ ভক্ষণে (ভ্বা০ প০),—ইত্যস্মাৎ কর্ম্মণ্যণ্ (৩।২।১) কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরঃ (৩।২।১৩৯), বৃত্রং খাদতি হিনস্তীতি বৃত্রখাদঃ। 'বলংরুজঃ'। রুজো ভঙ্গে (তু০ প০), কর্ম্মণ্যুপপদে মূলবিভুজাদিত্বাৎ ক-প্রত্যয়ঃ তৎপুরুষে কৃতি বহুলং (৬।৩।১৪) ইতি দ্বিতীয়ায়া অলুক্, থাথাদিস্বরঃ (৬।২।১৪৪) আয়ুদাত্তত্বাকাশমিতি। বলো মেঘঃ তস্য ভঞ্জকঃ তত্র 'অপামজঃ' অজ গতিক্ষেপণয়োঃ (ভ্বা০ প০)—ইত্যস্মাৎ পচাদ্যচ্ (৩।১।১৩৪), চিৎস্বরঃ (৬।১।১৬৩)। মেঘ-ভেদন-দ্বারা অপাং প্রেরকঃ 'পুরাং' শত্রু-সম্বন্ধিনাং 'দর্ম্মঃ' দারকঃ। তথা বিষ্ণুঃ ত্রিবিক্রমাবতারধারী ইদং প্রতীয়মানং সর্ব্বং জগৎ ক্রান্ত্বা তিষ্ঠতীতি মন্ত্রবর্ণঃ। তথা 'হর্য্যোঃ' অশ্বয়োঃ 'অভিস্বরে' অস্মদাভিমুখ্যেন প্রেরণে নিমিত্তভূতে সতি 'রথস্য স্থাতা' রথমধিষ্ঠাতা, তথা 'দৃঢ়াচিৎ' দৃঢ়ানামতিবলবতাং শত্রূণামপি 'আ রুজঃ'। রুজো ভঙ্গে (তু০ প০)—ইত্যস্মাদিগুপধ-লক্ষণঃ কঃ (৩।১।১৩৫) আ সমন্তাৎ ভঞ্জকো ভবতি॥ (১৯অ—১খ—৩সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৭১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—————:*:—————

মন্ত্রে ভগবন্মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে নিত্য-সত্যমূলক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নে আমরা দুই ভাষায় দুইটী অনুবাদ প্রদান করিতেছি। একটী বাঙ্গালা অনুবাদ এই,—"ইন্দ্র বৃত্রের বিনাশক, তিনি মেঘ বিদীর্ণ করেন,

ও জল প্রেরণ করেন। তিনি শত্রুপুরী বিদীর্ণ করেন, তিনি অশ্বদ্বয়কে আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করিবার জন্য রথে আরোহণ করেন। তিনি বলবান্ (শত্রুদিগকেও) ভগ্ন করেন।"

অন্য একটি হিন্দী অনুবাদ এই,—"ওয়াহ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকা নাশক, মেঘকা ভেদক, শত্রুওকে নগরোকো তোড়নেওয়ালা জলকো প্রেরক, অশোঁকো হমারী ওরকো প্রেরণা করনেপর রথপর স্থিত হোনেওয়ালা অতি বলবান্ ঔর শত্রুওকো নষ্ট করনেওয়ালা হ্যায়।"

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। 'বৃত্রখাদঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে, 'বৃত্রাসুরনাশক'। কিন্তু 'বৃত্র' শব্দে জ্ঞানাবরক পাপকেই লক্ষ্য করে, তাই আমরা উক্ত পদে 'পাপবিনাশক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আবার 'বলংরুজঃ' পদের ভাষ্যার্থ "বলঃ মেঘঃ তস্য ভঞ্জকঃ" অর্থাৎ মেঘের বিদীর্ণকারী। এই প্রচলিত মতের পশ্চাতে একটী আখ্যায়িকা আছে। তাহা এই,—ইন্দ্রদেব মেঘকে তাঁহার বজ্রদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া জগৎকে জলপ্রদান করেন, বৃষ্টিবর্ষণ করেন, তাই তাঁহাকে 'বলংরুজঃ' এবং 'অপামজঃ' বলা হইয়াছে। কিন্তু 'অপামজঃ' পদের অর্থ অমৃতদায়ক। যিনি অমৃত দান করেন, তিনিই 'অপামজঃ' কিন্তু ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যাতে এই পদের বৃষ্টিবর্ষণকারী অর্থই পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল ব্যাখ্যার অনুসরণেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইন্দ্রকে বৃষ্টির অধিপতি মধ্যাকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদনুসারে বেদমন্ত্রাদির ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু 'ইন্দ্র' কোনও স্বতন্ত্র দেবতা নহেন। 'ইন্দ্র' ভগবানেরই বিভূতির একটী বিশেষ প্রকাশ মাত্র। অনেকস্থলে সাধকগণ তাঁহাদের সাধনার সুবিধার জন্য কোন বিশেষ প্রকাশকেই সমগ্র ভাবিয়া তাঁহার আরাধনায় রত হয়েন। এই দিক দিয়া 'ইন্দ্র'কে দেবতা-বিশেষরূপে গ্রহণ করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে বেদের মূলভাব অবিকৃত থাকে না, এবং একত্বের পরিবর্তে বহুত্বের প্রাধান্য পরিকীর্তিত হইয়াছে। আমরা তাহার সমর্থন করিতে পারি না।

বর্তমান মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ইন্দ্রের কোনও একটী বিশেষ কর্মের—বৃষ্টিবর্ষণের বিষয়ই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু 'অপামজঃ' পদের মধ্যে বৃষ্টির কোনও প্রসঙ্গ আমরা পাই নাই।

অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে ভাষ্যাদির সহিত আমাদের কোন কোনও স্থলে ঐক্য পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আমরা প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারি নাই। 'হর্য্যঃ' পদে সৎকর্মের পাপনাশিকা শক্তিকেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু ভাষ্যাদিতে তাহা অশ্বার্থক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের মত মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। (১১অ—১খ ৩সূ-২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
গম্ভীরাঁ উদধীঁরিব ক্রতুং পুষ্যসি গা ইব।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২
প্র সুগোপা যবসং ধেনবো যথা হ্রদং
৩ ১ ২
কুল্যা ইবাশত ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! উদকৈঃ 'গম্ভীরাম উদধীন ইব' (যথা গম্ভীরঃ সমুদ্রঃ পূর্ণঃ ভবতি তদ্বৎ) ত্বং 'ক্রতুং' (সৎকর্ম্ম) 'পুষ্যসি' (পোষয়সি); 'সুগোপাঃ গাঃ ইব' (সুগোপয়িতা, সৎকর্ম্ম-সাধকাঃ যথা পরাজ্ঞানং লভন্তে) 'ধেনবঃ যথা যবসং প্র' (পরাজ্ঞানং যথা আশুমুক্তিং প্রযচ্ছতি) তথা 'হ্রদং কুল্যা ইব' (ক্ষুদ্রজলধারা যথা মহানদীং প্রাপ্নোতি) তদ্বৎ সর্ব্বে জীবাঃ 'আশত' (ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বে জীবাঃ ভগবতি চরমাশ্রয়ং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ। (১অ-১খ—২সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! জলদ্বারা যেমন গম্ভীর সমুদ্র পূর্ণ হয়, সেইরূপভাবে আপনি সৎকর্ম্মকে পোষণ করেন; সৎকর্ম্মসাধক যেমন পরাজ্ঞান লাভ করেন, পরাজ্ঞান যেমন আশুমুক্তি প্রদান করে এবং ক্ষুদ্রজলধারা যেমন মহানদীকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপভাবে সকল জীব আপনাকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সকলজীব ভগবানে চরমাশ্রয় প্রাপ্ত হয়।)। (১অ—১খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! ত্বং 'গম্ভীরান্' মহাবকাশান্ 'উদধীন' সমুদ্রান্ উদকৈঃ যথা পোষয়সি তদ্বৎ 'ক্রতুং' যজ্ঞস্য কর্ত্তারং অমুং যজমানমভিমতফল-প্রদানেন 'পুষ্যসি' পোষয়সি। তত্র দৃষ্টান্তঃ যথা —'সুগোপাঃ' সমীচীনো গোপালঃ 'যবসেন' 'গাঃ' পোষয়তি তদ্বৎ, যথা 'ধেনবঃ' 'যবসং'

তৃণাদিকং প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ সোমান্ প্রাপ্নোতি, তে চ সোমাঃ 'কুল্যাঃ' কৃত্রিম-সরিতঃ 'হ্রদং' মহাজলাশয়ং যথা প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ 'আশত' ব্যাপ্নুবন্তি। (১৯অ - ১খ—৩সূ - ৩সা)।

• • •

তৃতীয় (১৭১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—:*:—

মন্ত্রটী সিদ্ধান্তমূলক। মন্ত্রে কয়েকটী উপমার সাহায্যে মন্ত্রের ভাব পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটী লৌকিক উপমাও আছে। সাংসারিক মানবকে উচ্চ ভগবন্মাহাত্ম্য বুঝাইতে হইলে সাধারণ মানবের উপযোগী বিষয় অবলম্বনেই প্রত্যেক বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়। আবার উচ্চশ্রেণীর সাধকের জন্ত উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক উপমাই সঙ্গত। বর্ত্তমান মন্ত্রে এই উভয়বিধ উপমাই প্রযুক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় জীবের চরম গতি। মন্ত্রের সর্ব্বশেষ উপমাতে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই ভাবের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। তাহা এই,—"হে ইন্দ্র! সাধু গোপালক যেরূপ গাভী সকলকে পরিপুষ্ট করে, তুমি যেরূপ সমুদ্রকে (নদীদ্বারা পরিপুষ্ট কর), সেইরূপ তুমি যজ্ঞকর্ত্তাকে পুষ্ট করিয়া থাক। ধেনুগণ যেরূপ তৃণাদি (প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তুমি সোমরস প্রাপ্ত হইয়া থাক) সরিৎ, যেরূপ হ্রদ প্রাপ্ত হয়, (সেইরূপ সোমরস তোমাকে ব্যাপ্ত করে)। অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"হে ইন্দ্র! তু জ্যায়সে গম্ভীর সমুদ্রকো জলসে পুষ্ট করতা হ্যায় ত্যায়সে হী ইস যজ্ঞ-করনেওয়ালে যজমানকো ইচ্ছিত ফল দেকর পুষ্ট করতা হ্যায়, জ্যায়সে শ্রেষ্ঠ গোপাল তৃণাদিকে দ্বারা গৌওকো পুষ্ট করতা হ্যায় (যথা ধেনবঃ যবসং প্র) জ্যায়সে গৌএঁ তৃণাদিকো পাতী হ্যায় ত্যায়সে তুম সোমকো পীতে হো, ওয়াহ সোম জ্যায়সে কৃত্রিম নদিয়েঁ জলাশয়কো প্রাপ্ত হোতী হ্যায় ত্যায়সে তুম্মে প্রাপ্ত হোতে হ্যায়।" (১৯অ—১খ—৩সূ - ৩সা)।*

— • —

তৃতীয়-সূক্তের গেয়গান।

২র১ ২ ১ ২ ১'২ন ৩ ৫ ২ ন ৩

১। ঔহোহোহায়ি। আয়িতী। আমা। ত্রৈ ২ ৩ ৩ রায়ি। স্রাহায়া ২ ৩ ৪

৫ ২ ন ৩ ৫ ২র১র ২র১ ৩ ৫

য়িভায়িঃ। যাতীমা ২ ৩ ৪ যু। রারোক্ষভায়িঃ। ঐহোয়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িহী।

২ ন ৩ ৫ ২ ন৩ ৫ ২ ১র ২র১

যাবাকা ২ ৩ ৪ য়িচীৎ। মায়িয়েষু ২ ৩ ৪ বীৎ। মাপাশিনাঃ। ঐহোয়ি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ৩২ ৪
আ ২ ৩ ৪ য়িহী। আভীধা ২ ৩ ৪ যে। বত্তা ৩ ৮ আ ৫ য়িহা ৬ ৫ ৬ য়ি।

২র ১ ২ ১ ২ ১২ ৩ ৫ ২ n ৩ ৫
ঔহোহোহায়ি। আয়িহী। বাত্রা। খা ২ ৩ ৪ দো। বাল৮ রু ২ ৩ ৪ আঃ।

২ n ৩ ৫ ২র১র ২র ১ ৩ ৫ ২ n ৩
পূরান্ধা ২ ৩ ৪ র্ধ্মাঃ। আপামজাঃ। ঐহোয়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িহী। স্বাতারা

৫ ২ n ৩ ৫ ২র ১ ২র১ ৩
২ ৩ ৪ খা। স্থাহারী ২ ৩ ৪ মো ঃ। আভিখরায়ি। ঐহোয়ি। আ ২ ৩ ৪

৫ ২ n ৩ ৫ ৩২ ৪ ২র ১ ২
য়িহী। আয়িত্রোদা ২ ৩ ৪ চা। চিদা ৩ রু ৫ আ ৬ ৫ ৬॥ ঔহোহোহায়ি।

৩ ২ ১ ২n ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ২ n ৩
আয়িহী। গাস্তী। রা৮ ২ ৩ ৪ উ। দাণী৮ রা ২ ৩ ৪ য়িবা। ক্রাতুম্পূ

৫ ২র১র ২র১র ৩ ৫ ২ ৩ ৫
২ ৩ ৪ য্যা। সীগাইবা। ঐহোয়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িহী। প্রাহগো ২ ৩ ৪ পাঃ।

২ n ৩ ৫ ২র১র ২র১র ৩ ৫ ২ ৩
যাবাসা ২ ৩ ৪ ঙ্কে নাবোযথা। ঐহোয়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িহী। হাদন্ত

৫ ৩২ ৪ ৩ ৫
২ ৩ ৪ দ্যাঃ। ইবা ৩ আ ৫ ভা ৬ ৫ ৫। আ ২ ৩ ৪ ভী। ১।২।৩। *

—•—

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র
যথা গৌরো অপা কৃতং তৃষ্যন্নেত্যবেরিণম্।

৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
আপিত্বে নঃ প্রপিত্বে তূয়মাগহি কণ্বেষু

২উ ৩ ১ ২
সু সচা পিব॥ ১॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা ;—"অভিনিধনকাণ্বম্"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গৌরঃ' (গৌরমৃগঃ) 'তৃষ্যন্' (পিপাসিতঃ সন্) 'অপা কৃতং' (উদকৈঃ সম্পূর্ণত্ব-প্রাপ্তং, জলপরিপূর্ণং ইত্যর্থঃ) 'ইরিণং' (তড়াগদেশং) 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'অবৈতি' (অভিগচ্ছতি, অভিমুখঃ সন্ শীঘ্রং গচ্ছতি ইত্যর্থঃ); তথা 'আপিত্বে' (ত্বয়া সহ বন্ধুত্বে) 'প্রপিত্বে' (মিলনার্থং, ত্বয়ি অস্মান্ সন্ন্যস্তর্থং ইতি ভাবঃ) হে ভগবন্! ত্বং 'নঃ' (অস্মান্, অস্মাকং সমীপে ইতি যাবৎ) 'তুয়ং' (শীঘ্রং) 'আগহি' (আগচ্ছ, আবির্ভূতো ভব ইতি ভাবঃ); অপিচ, 'কণ্বেষু' (অস্মদ্‌সদৃশেষু অকিঞ্চনেষু জনেষু ইত্যর্থঃ) 'সচা' (সহ, অভিন্নত্বেন ইতি যাবৎ) 'সু' (সুষ্ঠু, প্রকৃষ্টরূপেণ ইত্যর্থঃ) 'পিব' (পানং কুরু, অস্মাকং হৃদি সঞ্জাতং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং চ গৃহাণ ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অকিঞ্চনানাং অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং চ গৃহীত্বা অস্মান্ ত্বয়ি সম্মিলয়,—ইত্যেবং প্রার্থনাঃ ইতি ভাবঃ। (১৯অ-১খ-৪সূ-১সা)।

অথবা,

'গৌরঃ' (চন্দ্রঃ) 'তৃষ্যন্' (তৃষ্ণার্ত্তঃ সন, সূর্য্যরশ্মিসম্মিলনাকাঙ্ক্ষী সন্ ইত্যর্থঃ) 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'অপা কৃতং' (অপগতাবরকং, তেজোভিঃ পূরিপূর্ণং ইত্যর্থঃ) 'ইরিণং' (ইরবন্তং, পূর্ণতেজঃসম্পন্নং সূর্য্যরশ্মিং ইতি যাবৎ) 'অবৈতি' (অভিগচ্ছতি); তথা 'আপিত্বে' (ত্বদীয়ে সখিত্বে) 'প্রপিত্বে' (ত্বয়ি সন্ন্যস্তচিত্তে সতি ইতি ভাবঃ) হে ভগবন্! ত্বং 'নঃ' (অস্মান্, অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) 'তুয়ং' (শীঘ্রং) 'আগহি' (আগচ্ছসি, আবির্ভূতঃ ভবসি ইতি ভাবঃ); তথা 'কণ্বেষু' (অস্মদ্‌সদৃশেষু অকিঞ্চনেষু ইত্যর্থঃ) 'সচা' (সহ, অভিন্নত্বেন ইতি ভাবঃ) 'সু' (সুষ্ঠু, প্রকৃষ্টরূপেণ সম্মিলিতঃ সন ইত্যর্থঃ) 'পিব' (অস্মাকং হৃদিসঞ্জাতং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং চ গৃহ্লাসি ইতি ভাবঃ); প্রার্থনাপক্ষে মন্ত্রস্য ভাবঃ—অস্মৎসদৃশানাং অকিঞ্চনানাং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং বা গ্রহীত্বা অস্মান্ ত্বয়ি সম্মিলয়, অস্মাসু চ তিষ্ঠ। চন্দ্রঃ যথা কদাচিদপি সূর্য্যকিরণসম্বন্ধং ন পরিত্যজতি, হে দেব! তথা ত্বমপি অস্মাভিঃ সহ চিরসম্বন্ধযুতঃ ভব—ইতি প্রার্থনা। (১৯অ-১খ-৪সূ-১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

গৌরমৃগ পিপাসিত হইয়া জলপরিপূর্ণ তড়াগের প্রতি যেরূপভাবে শীঘ্র প্রধাবিত হয়; সেইরূপ ভাবে আপনার সহিত বন্ধুত্বে মিলনের জন্য অর্থাৎ আপনাতে আমাদিগকে সন্ন্যস্ত করিবার জন্য, হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের নিকটে শীঘ্র আগমন করুন; এবং আমাদিগের ন্যায় অকিঞ্চনের সহিত অভিন্নভাবে অর্থাৎ অভিন্ন হইয়া প্রকৃষ্টরূপে আমাদিগের হৃদিসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভক্তি-সুধা পান করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক; অকিঞ্চন আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব

ও ভক্তি-সুধা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে আপনার সহিত সম্মিলিত করিয়া লউন।)॥ (১৯অ—১খ—৪সূ—১সা)।

অথবা,

চন্দ্র তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মিসম্মিলনাকাঙ্ক্ষী হইয়া, যে প্রকারে অপগতাবরক অর্থাৎ তেজঃসমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ পূর্ণতেজঃসম্পন্ন সূর্য্যরশ্মির প্রতি গমন করে; সেইরূপ, আপনার সখিত্বে অর্থাৎ আপনাতে সম্যক্‌চিত্ত হইলে, হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের হৃদয়ে শীঘ্র আগমন করেন অর্থাৎ আবির্ভূত হয়েন; এবং আমাদিগের ন্যায় অকিঞ্চনের মধ্যে অভিন্নভাবে প্রকৃষ্টরূপে সম্মিলিত হইয়া আমাদিগের হৃদি-সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বকে গ্রহণ করেন। (প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব;—আমাদিগের ন্যায় অকিঞ্চনের শুদ্ধসত্ত্বকে বা ভক্তিসুধাকে গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে আপনাতে সম্মিলিত করুন, অথবা আমাদিগের মধ্যে অবস্থিতি করুন। চন্দ্র যেমন কখনও সূর্য্যরশ্মি-সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করেন না, হে ভগবন্! আপনিও সেইরূপে আমাদিগের সহিত চির-সম্বন্ধযুত হইয়া থাকুন।)॥ (১৯অ—১খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গৌরঃ' গৌরমৃগঃ 'তৃষ্যন্' পিপাসন্ 'অপা' অভিরুদকৈঃ। ব্যত্যয়েনৈকবচনং (৩।১।৮৫) উড়িদং (৬১১৭১) ইত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং কৃতং। 'ইরিণং' নিম্নং তটাক-দেশং 'যথা' যেন প্রকারেণ 'অবৈতি' অবগচ্ছতি। অব-শব্দোঽভি-শব্দস্যার্থে। অভিমুখঃ সন্ শীঘ্রং গচ্ছতি। তথা 'আপিত্বে' বন্ধুত্বে 'প্রপিত্বে' প্রাপ্তে সতি হে ইন্দ্র! ত্বং 'নঃ' অস্মান্ 'তুয়ং'। ক্ষিপ্রনামৈতৎ (নিঘ০ ২।১৫।১১)। শীঘ্রং 'আ গহি' আগচ্ছ। আগত্য 'চ কণ্বেষু' কণ্ব-পুত্রেষু অস্মাসু 'সচা' সহ একস্থেনৈব বিদ্যমানং সর্ব্বং সোমং সুষ্ঠু 'পিব'। (১৯অ - ১খ - ৪সূ — ১সা)।

• • •

প্রথম (১৭১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী একটু জটিল ভাবাপন্ন। মন্ত্রের প্রথম চরণই সেই জটিলতার মূল বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'গৌরঃ' এবং 'ইরিণং' পদদ্বয়ের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে যেন সে জটিলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। 'গৌরঃ' পদের অর্থে, ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে

'গৌরমৃগঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হয়; আর 'ইরিণং' পদের অর্থ হয় 'নিস্তৃণং তড়াগপ্রদেশং' অর্থাৎ তৃণশূন্য তড়াগদেশ। 'অপা কৃতং' পদদ্বয়ের অর্থ,—'উদকৈঃ সম্পূর্ণীকৃতং কৃতং' অর্থাৎ জলের দ্বারা পরিপূর্ণ। তাহাতে 'অপা কৃতং ইরিণং' বাক্যত্রয়ের অর্থ হয়—'জলপরিপূর্ণ তৃণশূন্য তড়াগদেশ।' মন্ত্রে 'পিব' পদ আছে। তাহাতে সোমের সম্বন্ধ অধ্যাহৃত হইয়াছে। মন্ত্রে 'কণ্বেষু' পদ আছে। তাহার অর্থ করা হয়—কণ্বপুত্রগণ।

এইরূপে পদ-সমূহের অর্থ গ্রহণান্তর মন্ত্রের ব্যাখ্যা দাঁড়াইয়াছে,—"গৌরমৃগ যেরূপ তৃষিত হইয়া জলপূর্ণ তৃণশূন্য (স্থান) জানিতে পারে; সেইরূপ তুমি বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইলে আমাদের অভিমুখে শীঘ্র আগমন কর, আমরা কণ্বপুত্র, আমাদের সহিত একত্র পান কর।"

মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায়,—ইন্দ্র যেন একজন সোমমদ্যপায়ী; তিনি যেন সোম-মদ্যপানের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত থাকেন; আর তিনি যেন যজমানগণের সহিত একসঙ্গে বসিয়া সোম-মদ্য পান করেন। কিন্তু, এই কি বেদমন্ত্রের ভাব? -এই কি বেদ-মন্ত্রের লক্ষ্য? পরমার্থ—মোক্ষের নিদান, পরমার্থপথপ্রদর্শক অপৌরুষেয় নিত্য-সনাতন বেদমন্ত্র কি মদ্যপানের উৎসাহ দিয়া মানুষকে বিপথে পরিচালিত করিবেন? এ ভাব কদাচ মনে স্থান পাইতে পারে না। বেদমন্ত্রের এইরূপ কদর্থে এবং কু-ব্যাখ্যায়ই বেদের প্রতি মানুষের মনে ভিন্ন ভাবের সঞ্চার করিয়া থাকে।

যাহা হউক, আমরা এ সকল ব্যাখ্যা অনুমোদন করি না। আমাদিগের মতে অপৌরুষেয় বেদমন্ত্র মানুষের গতি-মুক্তির পথই প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিসে মানুষ সৎপথে পরিচালিত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আপনার উৎকর্ষ সাধন করিয়া পরমার্থ-লাভে সমর্থ হয়,—বেদমন্ত্র সেই তত্ত্ব প্রকটিত করিতেছে বলিয়াই আমরা মনে করি। সংসারে দুঃখের অন্ত নাই। নানা বিভীষিকা মানুষকে সর্ব্বদা লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। সংসারের সেই দারুণ দুঃখনাশ এবং লক্ষ্য স্থির করিয়া মানুষকে সৎপথে পরিচালনা করাই বেদমন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই অনুপ্রাণনা—সেই লক্ষ্য লইয়া, বেদমন্ত্রের সুষ্ঠু সঙ্গত এবং পরমার্থতত্ত্বপ্রকাশক নিগূঢ় অর্থ উদ্ঘাটন করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

আমরা দ্বিবিধ ভাবে মন্ত্রটীর অর্থ প্রকটনের প্রয়াস পাইয়াছি। আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দুইটিতে তাহা উপলব্ধ হইবে। প্রথমতঃ আমাদিগের প্রকাশিত প্রথম অন্বয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 'গৌরঃ' পদে যদি 'গৌরমৃগঃ' অর্থই গ্রহণ করা যায়, আর 'ইরিণং' পদে যদি 'তৃণশূন্য তড়াগদেশ' অর্থই স্বীকার করি, তাহাতেও মন্ত্রে এক সঙ্গত ভাব পাইতে পারি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অবৈতি' ক্রিয়া পদের অর্থ ভাষ্যে 'অভিগচ্ছতি' অথবা 'অভিমুখঃ সন্ শীঘ্রং গচ্ছতি'—এইরূপ লিখিত আছে। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাকার কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অর্থ—'জানিতে পারে'। ধাত্বর্থের অনুসরণেও ঐ ক্রিয়াপদের এ অর্থ আসিতে পারে না। আমরা ভাষ্যকারের অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছি। তবে সোটের স্থলে সটের প্রতিবাক্য গ্রহণই

সঙ্গত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'কণ্বেষু' পদ সমস্যামূলক। ঐ পদের অর্থ করা হয়,—'কণ্বপুত্রেষস্মাসু।' কিন্তু ভাষ্যর্থের অনুসরণে 'কণ্ব' শব্দের এক স্বতন্ত্র অর্থ প্রকটিত হয়। 'কণ্ব' শব্দে 'পাপ' বুঝায়, ক্ষুদ্র বুঝায়। তাহা হইতে 'কণ্বেষু' পদের অর্থ আমরা করিয়াছি,—'অকিঞ্চনেষু' বেদমন্ত্র অপৌরুষেয়; ইহার সহিত সাধারণ মানুষের সম্বন্ধ থাকার বিষয় স্বীকার করা যায় না। সুতরাং 'কণ্বেষু' পদে আমরা 'অকিঞ্চনেষু' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। এইরূপ, 'গৌরমৃগঃ' পদের উপলক্ষে আমরা মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, তাহার ভাব এই যে, 'আমাদিগের মধ্যে পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব ও ভক্তিসুধা সঞ্চিত হউক; তাহা হইলেই আপনার সহিত আমাদের সখিত্ব বা বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন আর আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। সূর্য্যরশ্মির সহিত চন্দ্রের যেমন চিরসম্বন্ধ, আমাদের সহিত আপনি সেইরূপ চিরসম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকুন,—ইহাই আমাদিগের আকিঞ্চন।

এক্ষণে দ্বিতীয় অন্বয়ে পরিগৃহীত মন্ত্রের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যার ভাবে বুঝা যায়,—দেবতাকে বলা হইতেছে,—"তৃষ্ণার্ত্ত গৌরমৃগের ন্যায় আসিয়া আপনি সোমরস পান করুন। দেবতা যেন সোমরস-রূপ মদ্য পানের জন্য জিহ্বা লেহন করিতেছেন; অর্চ্চনাকারী যেন তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিতেছেন,—'তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আছেন; আসুন, সোমরস প্রস্তুত; তৃষ্ণানিবারণকামী মৃগের ন্যায় আসিয়া, আমাদিগের সঙ্গে বসিয়া তাহা পান করুন।'

যাহা হউক, আমরা এতৎসম্বন্ধে যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহা এই,—'গৌরঃ' শব্দে চন্দ্রকে বুঝায়। অভিধানে 'গৌরঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'চন্দ্রঃ' পদই দেখিতে পাই—'রশ্ময়ো যস্য (চন্দ্রস্য) গৌরাঃ।' কিন্তু 'গৌরঃ' পদের 'মৃগঃ' অর্থ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। 'গৌরঃ' পদের 'চন্দ্রঃ' অর্থই প্রসিদ্ধ। 'ইরিণং' পদের অর্থ অভিধান-মতে, ঊষর-ভূমি। কেহ কেহ 'ইরিণং' পদের সহিত ইরাণ-দেশের সম্বন্ধ খ্যাপন করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। যাহা হউক, 'ইরিণং' পদের অর্থ আমরা 'পূর্ণতেজস্ক সূর্য্যরশ্মি' ভাব গ্রহণ করি। 'ইরিণং' পদে শূন্য বুঝায়; আর গত্যর্থক 'ইণ' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। তেজের বা জ্যোতির অপেক্ষা ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট সামগ্রী এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। তেজঃ বা জ্যোতিঃ শূন্যপথেই প্রধাবিত হয়। সূর্য্যের কিরণ অতি বেগশালী। সেই তেজেই সকলের তেজ। এই হইতে আমরা 'ইরিণং' পদের অর্থে পূর্ণতেজস্ক সূর্য্যরশ্মির ভাব গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের তাৎপর্য্য হয় এই যে,—'তৃষিত চন্দ্রের ন্যায় আপনি সুধা পান করুন।'

পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থে উপমায় দুই ভাব ব্যক্ত হয়। প্রথমতঃ, সূর্য্যের জ্যোতিতে চন্দ্র জ্যোতিষ্মান, সূর্য্যের সহিত চন্দ্র একসূত্রে নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত আছেন; জলপানে যেমন পিপাসার প্রভাব দূর হয়, সূর্য্যের জ্যোতিঃ-গ্রহণে সেইরূপ চন্দ্রের অন্ধকার (অভাব) দূর হয়। এই দৃষ্টিতে তৃষিতের ভাব এখানে পূর্ণ-প্রকটিত দেখি; জ্যোতিঃ-লাভ পক্ষে চন্দ্র চিরতৃষিত। সুতরাং সূর্য্যের সহিত চন্দ্র চিরসম্বন্ধযুক্ত (ভাবে-চিরপানরত)। তদনুসারে

এখানে এই সাম-মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—'যেন আপনি আমাদিগকে আর পরিত্যাগ না করেন। আপনি যাহা আকাঙ্ক্ষা করেন, যাহা হইতে পারিলে আপনার প্রিয় হওয়া যায় তেমন অবস্থা যেন আমাদিগের সঞ্জাত হয়। আর, তাহার ফলে, আপনি আমাদিগের সঙ্গে চিরতৃষিতের ন্যায় চিরসম্বন্ধযুক্ত হইয়া বিরাজ করুন; অথবা, পক্ষান্তরে, আমরা যেন আপনার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ থাকিয়া যাই।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। আর এক দিক দিয়াও ঠিক এই ভাবেরই আর এক অর্থ অধ্যাহৃত হইতে পারে। সুধাপানে সুধার আধার হইয়া আছেন বলিয়াই চন্দ্রের নাম—সুধাকর। সুধার আধার হইয়াও যেন তাঁহার পিপাসা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান র'হয়াছে;—সংসারের সকল সুধা পানের জন্য—সকল সৌন্দর্য্য গ্রাসের জন্য, তিনি যেন সদা ব্যাকুল হইয়া আছেন। জলাধিপতি মহা-সমুদ্রের জলের কোন অভাব নাই। তথাপি তিনি যেন সারা পৃথিবীর সমস্ত নদনদীর সলিলরাশিকে উদরে পুরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন। সে পক্ষে তাঁহার তৃষ্ণার অবধি আছে কি? এখানে উপমায় চন্দ্র-সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে আসিতে পারে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে প্রয়াস পাইলে, এই মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে, 'সুধাকর সুধার আধার হইয়াও যেমন সুধাপানে সদা তৃষিত হইয়া আছেন, হে ভগবন, আপনিও সেইরূপ, সকল জ্যোতির সকল সুধার সকল সদ্ভাবের আধার-স্থানীয় হইয়াও, আমাদিগের এই অকিঞ্চিৎকর ভক্তিসুধার শুদ্ধসত্ত্বের প্রতি চিরতৃষিত-নয়নে দৃষ্টিপাত করুন।' ফলতঃ ভগবান্ যেন সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা অনুগ্রহ-পরায়ণ থাকেন, উপমায় এই কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রটী যে জটিল ভাবাপন্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। নিরুক্ত-ভাষ্যে দুর্গাচার্য্য ভাই এই মন্ত্রটী ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে এই মন্ত্রে আর এক অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। নিম্নে তাঁহার সেই ভাষ্য উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"ঐন্দ্রেত্যেষা। বৃহতী। দেবাতিথেঃ কাণ্বস্যার্ষম্। মহাব্রতে বৃহতীসহস্রে শস্যতে। হে ইন্দ্র! 'যথা' যেন প্রকারেণ 'গৌরঃ' গৌরমৃগঃ 'অবেরিণম্' অপগতার্ণম্ অপগতোদকং মরুদেশং গত্বা 'তৃষ্যন্' তৃষা বাধ্যমানঃ 'অপাকৃতং' আপানীয়ং পানং যোগ্যং যত্র নাস্তি স্বল্পোদকত্বাৎ, তত্র কৃতং উদকেন বা কৃতং জলাশয়স্থানম্ তড়াগমন্তদ্ বা শীঘ্রম্ 'এতি' এবং সমপ্যেতাস্মন্ 'আপিত্বে' আপানকালে 'প্রপিত্বে' প্রাপ্তে 'তূয়ং' শীঘ্রং 'আগহি' আগচ্ছ। আগত্য চ য এবঃ সোমঃ 'কণ্বেষু' এষু ঋত্বিক্ষু বর্ত্ততে তবেভিরেণ ঋত্বিগ্‌ভিঃ 'সচা' সাকং 'সু' সুষ্ঠু সহ স্থিত্বা 'পিব' (সংযোগেন তুষ্যন্) ইতি। (নিঘণ্টু-ভাষ্যে ৩।২৯)।

এরূপ ব্যাখ্যায়ও মন্ত্রের ভাব সুস্পষ্ট হইতে পারে। এ সংসারে অভক্ত নাস্তিকের সংখ্যাই অধিক। ভগবানে প্রীতিসম্পন্ন জন সংসারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে যদি সামান্য একটু ভক্তিরসও হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে, ভগবান্ তাহারই প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। মৃগ যেমন, মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া, পানীয় জলের অভাবে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ থাকিয়া, পরিশেষে পঙ্কিল-সলিল-বিশিষ্ট অতিক্ষুদ্র তড়াগেই তৃষ্ণা নিবারণ

করিতে প্রবৃদ্ধ হয়; ভগবান সেইরূপ সংসারের চারিদিকে পাপের ও অভক্তের প্রাধান্য দেখিয়া পরিশেষে সামান্য ভক্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্রজনের হৃদয়েই আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে মন্ত্রার্থে এইরূপ একটা ভাবেরই দ্যোতনা দেখা যায়।

অভক্ত নাস্তিকের হৃদয় মরুসদৃশ। সে হৃদয়ে ভগবানের স্থান নাই। ভগবান্ সেখানে অবস্থিতি করিতে পারেন না। তাই যেন ভগবানকে বলা হইতেছে—আপনি অভক্তের নিকট অনাদৃত হইয়াছেন; ভক্তি-কামী আপনি; তাহার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। তাই আপনি তৃষিত। আমিও পাষণ্ড পাপাচারী বটে; আমরাও হৃদয় মরুস্থলীবৎ বিশুষ্ক সত্য; কিন্তু কি জানি কেন কাহার অনুকম্পায়, পঙ্কিল জলাশয়-রূপ একটু ভক্তি আমাতে সঞ্চিত হইয়াছে। তাই ডাকিতেছি—আসুন,—আমার হৃদয়ে আসুন। আমি আপনার জন্য হৃদয়-আসন বিস্তৃত রাখিয়াছি। আমাতে একটু শুদ্ধসত্ত্বের সমাবেশ করুন; ভক্তিরসে হৃদয় একটু আপ্লুত হউক। আসুন—এই হৃদয়ে সমাসীন থাকিয়া আমার অন্তর্নিহিত ভক্তি-সুধা পান করুন। তাহা হইলে আপনারও তৃষ্ণা নিবারণ হইবে; এ অভাজন আমিও তরিয়া যাইব। এখানে ভক্তের আকুল আবাহন। ভগবানকে যে একমাত্র ভক্তিডোরেই বাঁধিতে পারা যায়, ভগবান যে কেবলমাত্রই ভক্তিরসেরই প্রয়াসী, এতদ্দ্বারা সেই তত্ত্বই প্রকটিত।

মন্ত্রে 'ইরিণং' পদ আছে। ঐ পদে সূর্য্যের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে যে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, আমাদের দ্বিতীয় অন্বয়ে সে অর্থ পরিগৃহীত হয় নাই। 'ইরিণং' পদের যে সূর্য্য অর্থ আসিতে পারে, তৎসম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি। নিঘণ্টু-নিরুক্তি (১।৪) আছে,—"স্বরাদিভ্যো ভবতি সু অরণঃ, সু ঈরণঃ" ইত্যাদি। ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে, "সু অরণঃ সুগমন ইত্যর্থঃ অথবা সু ঈরণঃ। সুষ্ঠু তমাংসি ঈরয়তীত্যর্থঃ।" সুষ্ঠুরূপে অন্ধকার সমূহ নাশ করেন যিনি, তিনি 'সু ঈরণঃ'। 'সু' পদের অর্থ 'সুষ্ঠুরূপেণ প্রকৃষ্টরূপেণ বা' আর 'ঈরণঃ' পদের অর্থ 'তমাংসি ঈরয়তি।' প্রকৃষ্টরূপে অন্ধকার নাশ করিতে পারেন—একমাত্র সূর্য্য। তাঁহার জ্যোতিঃতেই সংসার জ্যোতিষ্মান; চন্দ্র-তারকা-নক্ষত্রাদি সকলেই সূর্য্যের আলোকে আলোকিত। তাই 'ইরিণং' পদে সূর্য্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমরা মনে করি, 'ইরিণং' পদ 'ঈরণঃ' পদের অপভ্রংশ অথবা ঐ অর্থে নিপাতনে সিদ্ধ॥ (১৯অ-১খ-৪স-১সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ ১খ ২দ-১০সা) পরিদৃষ্ট হয়।

গৌর শব্দের অর্থ গ্রন্থান্তরে দেখিতে পাই,—'গৌরমৃগাঃ সিংহা ব্যাঘ্রো বা ইতি'।

'আপিত্বে' পদের অর্থ বিবরণ-মতে 'আপানকালে'।

'কণ্বেষু' পদের এইরূপ নির্ব্বাচন দৃষ্ট হয়; যথা—"কণ্বেষু সপ্তম্যা বহুবচনমিদম্ তৃতীয়া বহুবচনস্থানে দ্রষ্টব্যম্। কণ্বৈর্মেধাবিভিরস্মদীয়ৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সচা সহ পিব সোমং ইতি। কণ্ব ইতি নির্ঘণ্টৌ মেধাবিনামসু সপ্তমং পদম্ (৩।১৫)॥"

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
মন্দন্তু ত্বা মঘবন্নিন্দ্রেন্দবো রাধো

১ ২ ৩ ২
দেয়ায় সুন্বতে।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩
আমুষ্যা সোমমপিবশ্চমূ সুতং জ্যেষ্ঠং

১ ২ ৩ ১ ২
তদ্দধিষে সহঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মঘবন্‌' (ধনবন্‌, পরমধনদাতঃ) 'ইন্দ্র' (ভগবন্‌ হে ইন্দ্রদেব!) ত্বং 'সুন্বতে' (সৎকর্ম্ম-সাধকায়) 'রাধঃ' (পরমধনং) 'দেয়ায়' (প্রদানায়) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ—অস্মাকং হৃন্নিহিতাঃ ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মন্দন্তু' (প্রীণয়ন্তু); ত্বং 'চমূসুতং' (কঠোরসাধনয়া বিশুদ্ধীকৃতং) 'জ্যেষ্ঠং' (শ্রেষ্ঠং) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'আমুষ্যা' (বলাদাহৃত্য, অনারাধনাপরায়ণেভ্যঃ অস্মৎ আহৃত্য) 'অপিবঃ' (গৃহাণ) ততঃ 'তৎ' (প্রসিদ্ধং) 'সহঃ' (বলং, আত্মশক্তিং) 'দধিষে' (ধারয় অস্মভ্যং প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্‌ অস্মাকং পূজোপচারং গৃহীত্বা অস্মভ্যং পরমশক্তিং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৯অ—১খ ৪সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনদাতা ভগবন্‌ হে ইন্দ্রদেব! আপনি সৎকর্ম্মসাধককে পরমধন প্রদানের জন্য আমাদের হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্ব আপনাকে প্রীত করুক; আপনি কঠোরসাধনাদ্বারা বিশুদ্ধীকৃত শ্রেষ্ঠ শুদ্ধসত্ত্ব অনারাধনাপরায়ণ আমাদের নিকট হইতে আহরণ করিয়া গ্রহণ করুন, তারপর প্রসিদ্ধ আত্মশক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্‌ আমাদের পূজোপচার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পরমশক্তি প্রদান করুন।)। (১৯অ—১খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'মঘবন্' ধনবন্নিন্দ্র! 'ইন্দবঃ' ক্লেদনাঃ সোমাঃ ত্বাং 'মন্দন্তু' হর্ষয়ন্তু। মন্দের্ব্বাত্যয়েন পরস্মৈপদং (৩১।৮৫)। কিমর্থং? 'সুন্বতে' সোমাভিষবং কুর্ব্বতে যজমানায় 'রাধঃ দেয়ায়' রাধনঃ ধনস্য দানার্থং। দদাতেঃ অচো যৎ (৩।১।৯৭)-ইতি ভাবে যৎ, ঈদ্যতি (৬৪।৬৫)—ইতীকারঃ, যতোঽনাবঃ (৬।১।২১৩)-ইত্যাদ্যুদাত্তত্বে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (৬২।১৩৯)। শতুরনুমঃ (৬।১।১৭৩)-ইতি সুপচ্ছন্দাং পরা বিভক্তিরুদাত্তা। অপিচ ত্বং 'সোমং' 'আমুষ্য' মোষণং কৃত্বা অদত্তমপি বলাদাহৃত্য 'অপিবঃ' পীতবানসি। স যজ্ঞবেশনং কৃত্বা প্রাপুহা সোমমপিবৎ ইতি শ্রুতেঃ। কীদৃশং সোমং? 'চম্বূ' চম্বোরধিষবণ-ফলকয়োঃ 'সুতং' অভিষুতং। যদ্বা, চমূভ্যাং চমসাভ্যাং হোতুর্মৈত্রাবরুণস্য চ সম্বন্ধিভ্যাং সংস্কৃতাভিব'সতীবরীভিঃ সুতমভিষুতং। যস্মাদেবং তস্মাৎ কারণাৎ 'জ্যেষ্ঠং' প্রশস্যতমং বৃদ্ধতমং বা 'সহঃ' বলং 'দধিষে' হে ইন্দ্র! ত্বং ধারয়সি অতো মদীয়া অপি সোমাস্ত্বাং মাদয়ন্ত্বিতি প্রার্থ্যতে॥ (১৭অ—১খ—৪সূ ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৭২০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মধ্যে যেমন ভগবৎশক্তিলাভের ভাব আছে, তেমনি সেই সঙ্গে আত্মদৈন্য নিবেদনও আছে। এই প্রার্থনার মধ্যে 'আমুষ্য' পদটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমুষ্য পদের ভাষ্যার্থ-"আমোষণং কৃত্বা, অদত্তমপি বলাদাহৃত্য 'অপিবঃ' পীতবানসি" অর্থাৎ আমাদের যাহা কিছু আছে তাহা আপনি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করুন। হীনমতি আমাদের দিবার সামর্থ্য নাই—দিবার মত সৎপ্রবৃত্তিও নাই। সুতরাং আপনি বলপূর্ব্বক আমাদের নিকট হইতে আপনার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করুন, আমরা যেন আমাদের সর্ব্ববিধ কুপ্রবৃত্তির হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। আমরা তো স্বাভাবিক ভাবে, আপন প্রবৃত্তির প্রেরণায় আপনার আরাধনায় নিযুক্ত হইব না। তবে আপনি যদি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আপনার কোলে টানিয়া লয়েন, তবেই আমাদের উদ্ধার হইতে পারে। তাই প্রার্থনা—"ওগো দয়াল প্রভো, ভেঙ্গে দাও মোদের মোহের শৃঙ্খল, আমাদের উন্মত্ত পিপাসা দূরীভূত করিয়া দাও, সাংসারিক মোহপ্রলোভনের হাত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা তুমি গ্রহণ কর, আমাদের সর্ব্ব কামনা বাসনা দূরীভূত করিয়া দাও। আমরা যেন তোমাতে আমাদের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতে পারি। আমাদিগকে পূর্ণ করিবার জন্য রিক্ত করিয়া দাও। আমরা হীনমতি ভক্তিহীন, আমাদের দিবার মত কিছুই নাই, যাহা কিছু আছে, তাহা সকলি গ্রহণ কর, আমাদিগকে নিঃশেষে আপনার করিয়া লও।" মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে মঘবান্ ইন্দ্র! সোম সকল অভিষবকারীকে ধন-

দানার্থে তোমাকে প্রমত্ত করুক। তুমি সোম পান করিয়াছ, ঐ সোম অভিষবণ-ফলকদ্বারা অভিষুত, অতএব অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য, এই জন্য তুমি মহাবল ধারণ করিয়াছ। (১৯অ—১খ - ৪সূ - ১সা)। *

—•—

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

২১র ৪র ৫র ১ র ২ ১র ২ র ১র র
যথাগৌ ২ ৩ রোঅপাকৃতাম। তৃষ্যন্নেতিযবেরা ২ ৩ ম্নিণাম্। আপিত্বেনঃপ্রপিত্বে-

র২১র ২ ১ — ১ ১ ^ ৩ ৫রর
তূয়মাগা ২ ৩ হী। কণ্বে ২ যুস্ব ২ ৩। সা ২ চা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

৩ ৫ ২ ১র ৪ ৫র ১ র ২১র ২
পী ২ ৩ ৪ বা। কণ্বেষ্, ২ ৩ সুসচাপিবা। কণ্বেষুসুসচাপা ২ ৩ য়িবা।

১ র ১ ১র ২ র ১র ২ ১ ^ ৩
মন্দন্তুত্বামঘবন্নিন্দ্রেন্দা ২ ৩ বাঃ। রাধোদে ২ ৩ য়া ৩। বা ২ দূ ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫ ২ ১র ৪র ৫ ১র র র
ঔহোবা। বা ২ ৩ ৪ তে। রাধোদে ২ ৩ য়ায়সুষতামি। রাধোদে-

র ২১ ২ ১র র র ২১র ২ ১
য়ায়সুষা ২ ৩ তামি। আমুষ্যাসোমমপিবশ্চমূষ ২ ৩ তাম। জ্যেষ্ঠন্তাতা

২ ১ ^ ৩ ৫রর ৩ ৫
২ ৩ ন্দা ৩। ধা ২ য়িষা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সা ২ ৩ ৪ হাঃ। ১।২॥ †

—•—

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বমঙ্গ প্রশংসিষো দেবঃ শবিষ্ঠ মর্ত্ত্যম্।

২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ন ত্বদন্যো মঘবন্নস্তি মর্ডিতেন্দ্র

১ ২ ৩ ১ ২
ব্রবীমি তে বচঃ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"মনাজ্ঞম্"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শবিষ্ঠ' (হে বলবত্তম !) 'দেবঃ ত্বং' (দ্যোতমানঃ স্বপ্রকাশঃ ত্বং) 'মর্ত্তাং' (ইমং মনুষ্যং, অর্চ্চনাকারিণং মাং ইতি ভাবঃ) 'অঙ্গ' (ক্ষিপ্রং, ত্বরয়া) 'প্রশংসিষঃ' (প্রশংস, ভবতঃ উপাসনাপরায়ণত্বাৎ প্রশংসনীয়ং কুরু ইত্যর্থঃ); যেনাহং ভবতঃ উপাসনাপরায়ণঃ সন্ প্রশংসনীয়াং শ্রেষ্ঠাং গতিং প্রাপ্নোমি, তৎ কুরু—ইতি প্রার্থনা। 'মঘবন্' (হে পরমধনশালিন্) 'ইন্দ্র' (ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ত্বৎ অন্যঃ' (ত্বত্তঃ অন্যঃ কশ্চিৎ) 'মর্ডিতা' (সুখয়িতা) 'ন অস্তি' (ন বিদ্যতে); অতঃ 'তে' (তুভ্যং) 'বচঃ' স্তোত্রং) 'ব্রবীমি' (উচ্চারয়ামি)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভগবৎপরায়ণঃ সন্ যেন অহং প্রশংসনীয়ঃ ভবামি, তথা ভগবতঃ উপাসনা-প্রভাবেন সুখশান্তিং লভেয়, হে ভগবন্, তৎ বিধেহি। (১৯অ-১খ—৫সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বলবত্তম ! দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশ আপনি, এই মনুষ্যকে—অর্চ্চনাকারী আমাকে—ত্বরায় আপনার উপাসনাপরায়ণত্ব-হেতু প্রশংসনীয় করুন; (প্রার্থনা এই যে,—আমি যেন আপনার উপাসনাপরায়ণ হইয়া প্রশংসনীয় শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হই)। হে পরমধনশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! আপনার অপেক্ষা অন্য কেহই সুখদাতা নাই; অতএব, আপনার উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি। (ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ হইয়া আমি যেন প্রশংসনীয় হই এবং ভগবানের উপাসনার প্রভাবে যেন সুখশান্তি লাভ করি, হে ভগবন্ তাহাই বিধান করুন।)॥ (১৯অ—১খ—৫সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অঙ্গ—ইত্যাভিমুখীকরণে। 'অঙ্গ' 'শবিষ্ঠ' বলবত্তমেন্দ্র ! 'দেবঃ' দ্যোতমানস্ত্বং 'মর্ত্ত্যং' নর-ধর্ম্মাণং ত্বাং স্তুবন্তং পুরুষং 'প্রশংসিষঃ' সম্যক্ স্তেন স্তুতমিতি প্রশংসা। হে 'মঘবন্' ধনবন্ ! 'ইন্দ্র' ! 'ত্বদন্যঃ' কশ্চিৎ 'মডিতা' সুখয়িতা নাস্তি, অতঃ কারণাৎ 'তে' তুভ্যং ইদং স্তুতিলক্ষণং 'বচঃ' 'ব্রবীমি' উচ্চারয়ামি। শংসিষঃ-শংস স্তুতৌ (ভ্বা॰ প॰), লেটি, সিপ্যড়াগমঃ (৩।৪।৯৪) সিব্বহুলং লেটি (৩ ১'৩৭)—ইতি বিকরণে সিপ, তস্যার্দ্ধধাতুকত্বাদিড়াগমঃ (৭২'৩৫)॥ (১৯অ—১খ ৫সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৭২১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'প্রশংসিষঃ' পদ সমস্যা-মূলক। উহার অর্থ—'প্রশংসা কর।' তদনুসারে মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ দাঁড়ায়, 'হে অতিশয়তম বলবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি মরণশীল মনুষ্যের প্রশংসা করুন।' দেবতাকে সম্বোধন করিয়া এরূপ বলার তাৎপর্য্য কি? ইহাতে কোনও সদ্ভাব প্রকাশ পায় না বলিয়া, ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রান্তর্গত 'মর্ত্ত্যং' পদের একটা বিশেষণ অধ্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছে। 'যে মরণধর্ম্মশীল পুরুষ ভগবানের স্তবপরায়ণ', ভাষ্যে বলা হইয়াছে, তাঁহারাই প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। আমরাও সেই ভাবেরই অনুসরণ করি। আমাদিগের মতে, প্রার্থনার ভাবার্থ এই যে,—'হে ভগবন্! আমায় এরূপ-ভাবে আপনার স্তুতিপরায়ণ ও কর্ম্মানুরত করুন আমি যেন আপনার নিকট প্রশংসনীয় হই, অর্থাৎ প্রশংসনীয় শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হই।' এতদংশের 'অঙ্গ' পদে আমরা পূর্ব্ববৎ 'ক্ষিপ্র বা ত্বরায়' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

দ্বিতীয় চরণের দুইটি অংশে যথাক্রমে ভগবানের মহিমা এবং আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে। যিনি অদ্বিতীয় সুখদাধয়িতা, যাঁহার সমকক্ষ সুখদাতা দ্বিতীয় কেহ নাই, তাঁহারই সম্বন্ধে আমি স্তোত্র উচ্চারণ করি তাঁহারই প্রতি আমার যেন মতি গতি-প্রবৃত্তি সঞ্চারিত হয়—তাঁহারই কর্ম্মে আমি যেন আত্মনিয়োগ করিতে পারি,—এবম্বিধ সঙ্কল্প এখানে মন্ত্রের শেষাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। (১৯অ-১খ-৫সূ—১সা)॥ *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মা তে রাধাংসি মা ত ঊতয়ো

৩ ১র ২র ৩ ১ ২
বসোহস্মান্ কদা চনা দভন্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
বিশ্বা চ ন উপমিমীহি মানুষ

১ ২ ৩ ২ ৩ ২
বসূনি চর্ষণিভ্য আ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের একোনবিংশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসো' (নিবাসয়িতঃ, আশ্রয়প্রদাতঃ হে ভগবন্) 'তে' (তব, ত্বদীয়ানি অঙ্গীভূতানি ইত্যর্থঃ) 'রাধাংসি' (ধনানি—পরমার্থরূপাণি) তথা 'তে' (তব, ত্বদীয়ানি আয়ত্তীভূতানি ইত্যর্থঃ) 'ঊতয়ঃ' (রক্ষাকর্ম্মাণি) 'মা' (মাং, ইমং কর্ম্মবিহীনং দীনং ইতি ভাবঃ) তথা 'অস্মান্' (সর্ব্বান্ অপরান্ ইত্যর্থঃ) 'কদাচনা' (কদাচিদপি) 'মা দভন্' (মা পরিত্যজন্তু, মাং প্রতি কদাচ বিমুখানি ন ভবন্তু ইতি ভাবঃ); 'চ' (তথা) 'মানুষ' (হে মনুষ্যত্বসম্পন্ন নর, যদ্বা হে মনুষ্য, জনসাধারণ ইত্যর্থঃ) 'চর্ষণিভ্যঃ' (মন্ত্রদ্রষ্টৃভ্যঃ ঋষিভ্যঃ, আত্মোৎকর্ষ-সাধনসম্পন্নেভ্যঃ সাধকেভ্যঃ) 'বিশ্বা' (সর্ব্বাণি) 'বসূনি' (ধনানি—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণি) ত্বং 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন আহৃত্য ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মভ্যং, অস্মৎসদৃশায় কর্ম্মপরাঙ্মুখায় জনায়, লোকানাং হিতসাধনায় ইত্যর্থঃ) 'উপমিমীহি' (প্রযচ্ছ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। ভগবতঃ করুণা ব্যষ্টিভাবেন তথা সমষ্টিভাবেন অস্মান্ প্রাপ্নোতু; তথা বয়মপি সর্ব্বে সাধুসকাশাৎ পরমার্থতত্ত্বং পরিজ্ঞায় অপরান্ তৎ জ্ঞাপয়িতুং প্রচেষ্টামহে। (১৯অ-১খ ৫সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশ্রয়প্রদাতা হে ভগবন্! আপনার অঙ্গীভূত পরমার্থরূপ ধনসমূহ ও আপনার আয়ত্তীভূত রক্ষাকর্ম্মসকল, আমাকে (এই কর্ম্মবিহীন দীনকে) এবং আমাদিগকে (অর্থাৎ অপরাপর সকলকে) কদাচ যেন পরিত্যাগ না করে—কখনও যেন আমার প্রতি বিমুখ না হয়। আর, হে মনুষ্যত্বসম্পন্ন (অথবা, হে মনুষ্য)! মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের নিকট হইতে—আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকগণের নিকট হইতে—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ সকল ধন-সমূহকে তুমি সর্ব্বতোভাবে আহরণ করিয়া, আমাদিগকে—আমাদিগের ন্যায় কর্ম্ম-পরাঙ্মুখ জনের জন্য অর্থাৎ লোকগণের হিতসাধনের নিমিত্ত, প্রদান কর। (এই মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। ভগবানের করুণা ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক; এবং আমরা সকলেই যেন সাধুগণের নিকট হইতে পরমার্থ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া অপরকে তাহা জানাইবার প্রচেষ্টা করি।)। (১৯অ—১খ—৫সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বসো' বাসয়িতরিন্দ্র! 'তে' তব সম্বন্ধীনি স্তোতৃভিরিতি 'রাধাংসি' ভূতানি অস্মাৎ 'কদাচন' কদাচিদপি 'মা দভন্' মা বিনাশয়ন্তু। তথা 'ঊতয়ঃ' গন্তারঃ। যদ্বা, ঊতয় ইত্যত্র বর্ণ-লোপঃ, ধূতয়ঃ কম্পয়িতারঃ 'তে' ত্বদীয়া মারুতাশ্চ হে 'মানুষ' মনুষ্য

হিতেন্দ্র। 'চর্ষণিভ্যঃ' মন্ত্র-দ্রষ্টৃভ্যঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'বসূনি' ধনানি চ 'আ উপ মিমীহি' সর্ব্বত আহৃত্য অস্মৎসমীপে কুরু, সর্ব্বত্র বর্ত্তমানং ধনং অস্মভ্যং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। কদা—কিং-শব্দাৎ সর্বৈকান্যকিংযত্তদঃ কালে দা (৫ ৩।৫) ইতি দা-প্রত্যয়ঃ, কিমঃ কঃ (৭।২।১০৩) ইতি কাদেশঃ, ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং (৩।১।৮৫)। দভন্—দম্ভু দম্ভে, লোডর্থে ছান্দসে লঙি। বহুলং ছন্দসি (২।৪।৭৩) ইতি বিকরণস্য লুক্, ন মাঙ্‌যোগে (৬।৪।৭৪) ইত্যড়ভাবঃ। মিমীহি—মাঙ্ মানে শব্দে চ (অদা০ প০) ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং (৩।১।৮৫), জুহোত্যাদিভ্যঃ শ্লুঃ (২।৪।৭৫), ভৃঞামিৎ (২ ৪ ৭৬) ইত্যভ্যাসস্যেত্বং, হের্ঙিত্ত্বাৎ ঘুমাস্থা (৬।৪।৬৬) ইতীত্বং। (১৯অ ১খ—৫সূ ২সা)॥

ইতি একোনবিংশস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

• • •

দ্বিতীয় (১৭২২) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহ হইতে এই মন্ত্রের অর্থ আমাদিগের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ নূতন ভাব-প্রকাশক হইল। প্রথম চরণের অন্তর্গত 'রাধাংসি', 'ঊতয়ঃ' ও 'দভন্' পদ-ত্রয় এবং দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'মানুষ' ও 'চর্ষণিভ্যঃ' পদদ্বয়—এই অর্থ-বিপর্য্যয়ের মূলীভূত। নিম্নে একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি। ভাষ্যের সহিত তাহা মিলাইলে, পার্থক্য স্বতঃই বোধগম্য হইবে।

(১) "হে নিবাসস্থানদাতা ইন্দ্র! তোমার ভৃত্যগণ ও সহায়স্বরূপ (মরুৎ-গণ) আমাদিগকে যেন কখনও বিনাশ না করে। হে মনুষ্যের হিতকারী ইন্দ্র! আমরা মন্ত্র জানি, তুমি আমাদিগকে ধন আনিয়া দাও।"

(2) "Let nct thy bounteous gifts, let not thy saving help fail us, good Lord, at any time;
And measure out to us, thou lover of man-kind, all riches hitherward from men."

বঙ্গানুবাদটী অনেকাংশে ভাষ্যের অনুসারী বটে; কিন্তু ইংরাজী অনুবাদটীর প্রথমাংশ ভিন্ন ভাব প্রকাশ করিতেছে। যাহা হউক, আমরা যে পথে অগ্রসর হইয়া যে ভাব পরিগ্রহণ করিতেছি, তাহারই একটু বিশ্লেষণ করা যাইতেছে।

'রাধ' ধাতুমূলক 'রাধাংসি' পদে পরমার্থ-রূপ ধনকে যে লক্ষ্য করে, তাহা আমরা বহু-স্থলে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। পরন্তু ঐ পদে যে ভৃত্যগণকে বুঝায়, তাহা এই নূতন দেখিলাম। ইংরাজী অনুবাদে, ভাষ্যের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্ষেত্রের অনুসরণে, 'প্রচুর ধনসমূহ' অর্থ ঐ পদে গৃহীত হইয়াছে। আমরা আরাধনা-মূলক ধাতু হইতে উৎপন্ন ঐ পদে যথাপূর্ব্ব 'পরমার্থ-রূপ ধন' অর্থই গ্রহণ করিলাম। 'ঊতয়ঃ' পদ পূর্ব্বে যেখানে যেখানে পাইয়াছি, সর্ব্বত্রই রক্ষণ অর্থ প্রকাশ করিয়াছে। ইংরাজী অনুবাদটীতেও সেই ভাবেরই অনুসরণ দেখি। কিন্তু সায়ণের

ভাষ্যে ও তাহার অনুসারী অপরাপর ব্যাখ্যাদিতে ঐ পদে 'ইন্দ্রের সহায় মরুদ্গণকে' নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অপিচ, ঐ পদটীর অর্থান্তর ঘটাইবার জন্য ভাষ্যে বর্ণ-লোপ প্রভৃতিও পরিকল্পনা করা হইয়াছে। আমরা 'উতয়ঃ' পদে রক্ষাকর্ম্মসমূহকে বুঝাইতেছে বলিয়াই নির্দ্দেশ করি। তার পর, 'দভন্' ক্রিয়া-পদে 'বিমুখ হওয়ার' সুতরাং 'পরিত্যাগ করার' ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। দম্ভার্থক 'দম্ভ্' ধাতু হইতে ঐ পদ ব্যুৎপন্ন। দম্ভের ভাবেই বিমুখ হওয়ার প্রতি লক্ষ্য আসে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণে "আপনার ভৃত্যগণ ও সহচর মরুদ্গণ যেন আমাদিগকে বিনাশ না করে" এবম্বিধ অর্থের পরিবর্ত্তে আমরা নির্দ্দেশ করি, অর্থ হওয়া উচিত, -'হে ভগবন্! আপনার রক্ষা ও পরমার্থ-রূপ ধন যেন আমাদিগের প্রতি বিমুখ না হয়।' ভাব এই যে, -'আপনি আমাদিগকে পতন হইতে রক্ষা করুন এবং পরম ধন দান করুন।' তারপর, প্রথম চরণে দুইটী 'মা' পদ আছে। তদনুসারে ভাষ্যকার ক্রিয়া-পদটীকে দুইবার গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু আমরা একটী 'মা' পদে 'মাং' (আমাকে) অর্থ গ্রহণ করি; অন্য 'মা'-পদটী, আমাদিগের মতে, না-অর্থ প্রকাশক। একটী 'মা' (মাং) এবং একটী 'অস্মান্' পদ থাকায়, বিশেষভাবে আপনার পক্ষে এবং সাধারণভাবে অন্যান্য সকলের পক্ষে প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে মনে করা যায়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীর অন্তর্গত 'মানুষ' ও 'চর্ষণিভ্যঃ' পদদ্বয়ের মর্ম্মও বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। 'মানুষ' পদ হইতে কি প্রকারে 'মানুষের হিতসাধক ইন্দ্র' অর্থ আসে, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অথচ, সকল ব্যাখ্যাকারই ভাষ্যের ঐরূপে সায় দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, এখানকার সম্বোধন - মনুষ্যকে—মনুষ্যত্বসম্পন্ন জনকে। যাঁহারা প্রকৃত মানুষ, যাঁহাদিগের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, তাঁহারা লোকহিতসাধক হয়েন। জ্ঞানিগণের নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া তাঁহারা লোকসমাজে তাহা বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সাহায্য পাইয়াই আমরা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। এই অংশে সেই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি। অথবা 'মানুষ' সম্বোধনে মানুষকে জনসাধারণকে সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। মানুষ-মাত্রেই সাধুগণের অনুসারী হইয়া তাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করুন এবং সেই উপদেশ জগতে প্রচার করুন। সে পক্ষে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের ইহাই তাৎপর্য্য। 'চর্ষণিভ্যঃ' পদটীকে আমরা পঞ্চমীর পদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। ঐ পদের ভাব ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের নিকট হইতে—আত্মোৎকর্ষসাধন-সম্পন্ন সাধকগণের নিকট হইতে। সেই ঋষিগণ বা সাধকগণ সর্ব্বদা আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয়েন না; তাঁহাদিগের দর্শন-লাভ অথবা তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত জ্ঞানের অধিকার মনুষ্যত্বসম্পন্ন জনের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। এখানকার আকাঙ্ক্ষা, সেইরূপ মনুষ্য আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হউন, এবং আমাদিগকে সৎজ্ঞানের অধিকারী করুন। আমরা বিমূঢ়—কর্ম্মপরাঙ্মুখ; কিন্তু দুই এক জন মানুষ যদি আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন, তবেই আমাদিগের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়। এই মন্ত্রে তাই ভগবানকেও আহ্বান করা হইয়াছে, আবার মানুষের মত মানুষের সাহায্যও প্রার্থনা করা হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মানুষের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহার নিকট পৌঁছান যায় ইহাই মর্ম্ম। এখানকার 'চর্ষণিভ্যঃ' পদে ভাষ্যে 'চর্ষণি'-শব্দের সদর্থই দৃষ্ট হয়।

আমরাও পূর্ব্বাপর এই ভাবই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ভাষ্যকার, বিশেষতঃ তদনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ, ঐ শব্দে পূর্ব্বে কৃষক (চাষা) অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। তাহা প্রকৃত অর্থ নহে, এই স্থানেই বোধগম্য হইবে। (১৯অ—৫খ-৫সূ ২সা) ॥ *

—•—

পঞ্চম সূক্তের গেয়গান।

৫৪৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ র১ ২১ ২
১। হুবম। গপ্রা৩৪ঔহোবা। শাৎ্সিষঃ। দেবাঃশ্ব। ইমর্ত্তা২৩য়াম্।

১ ২ ১ ২ ১
মঘদস্তো। মঘবা২৩না। স্তিমর্ড্ডিতা। ইন্দ্রত্রা২৩বী। ভিত্তায়িবা

৫৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১
২৩৪৫বা৬৫৬॥ ইন্দ্র। বীমা৩৪ঔহোবা। ভারিষচঃ। ইন্দ্রত্রণী।

২১র ২ র১রর র ২ ১র র
মিত্তেবা২৩চাঃ। মাস্তেরাধা। সিমাস্তা২৩উ। তয়োবসাষ্ট। অস্মান্

২ ১র ৫৪৫ ৩র২
ক্ষা২৩দা। চমাদা২৩৪৫ভা৬৫৬ম্। অস্মান্‌ক। দাচা৩৪

৫র৪র৫ ১২ ১র র ২১র ২ ২
ঔহোবা। মাদভন্। অস্মান্‌কদা। চমাদা২৩ভাদ। বিশ্বাচনাঃ। উপমা

২ ১র র ২ ১
২৩য়িমায়ি। হিম। সুবা। বসুমা২৩য়িচা। বণায়িত্যা২৩৪৫

৫৪ ১১১১১
আ৬৫৬। দক্ষা৩য়া২৩৪৫।

* * *

২ ২ র১ ২ ২ ১ ৩ ৫
২। স্বমজপ্রশৎ্সা৩য়িবাঃ। দেবঃশবায়িষ্ঠা৩মা। হুম। ভা২৩৪য়াম।

২১২১র ২ ১২ন ৩২র১ ৩ ১ ১২র ১ন
মঘদস্তো মঘ-ন্। স্বারিম। ডিত্তেক্ষা। ত্রা২৩৪গী। মায়িত্তেব। চা২।

৩ ৫র র ২ র র ২ ১ ২ ২ ১
য়া২৩৪ঔহোবা। ইন্দ্রত্রবীমিত্তেবা৩চাঃ। ইন্দ্রত্রণীমো৩ভারি। হুম।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের বিংশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

৩ ৫ ১র২র ১র্র ২১র২র ১২n ৩২র১ ৩
বা ২ ৩ ৪ চাঃ। যাতে য়াধাৎ দিমা ৩ উ। ভায়ঃ। বসোযান। কা ২ ৩ ৪

৫ ১২র ১ n ৩ ৫র্র ২ র র ২
মা। চানাম। ভা ২। য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ অস্মানকদা চমাদা ৩ ভাম্।

১র ২ ২ ১ ৩ ৫ ১র২ র ১ ২র৩ ২১
অস্মানকদাচা ৩ মা। হুম্। দা ২ ৩ ৪ ভান্ বিশ্বাচরউপমিমী। হাইমাভুবর্ষ।

৩ ৫ ১২ ১ n ৩ ৫র্প
মা ২ ৩ ৪ য়িচী। যাপিভাঃ। আ ২। য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

৩ ৫
ঈ ২ ৩ ৪ দাঃ। ১২। *

—— • ——

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ২ ৩১৩ ১২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১২
প্রতি স্যা সূনরী জনী ব্যুচ্ছন্তী পরি স্বসুঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২
দিবো অদর্শি দুহিতা ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্যা' (প্রসিদ্ধা সা) 'সূনরী' (সুষ্ঠু নেত্রী, অস্মাকং সৎপথপ্রদর্শয়িত্রী) 'জনী স্বসুঃ' (স্বস্বভূতেষু সর্ব্বজনেষু) 'পরিব্যুচ্ছন্তী' (দীপ্তিং কুর্ব্বন্তি, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্তী ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ দুহিতা' (স্বর্গস্য দুহিতা, দিব্যকান্ত'—জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী ইতি যাবৎ) 'প্রত্যদর্শি' (সর্ব্বৈঃ প্রতিদৃশ্যতে, সর্ব্বজীবানাং হৃদি আবির্ভূতা ভবতু—ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং দিব্যজ্ঞানং লভেমহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৯প-২ধ ১সূ ১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়গান আছে। উহাদের নাম যথা,—"পৌরুমীঢ়ম্" এবং "ত্রৈককুভম্।"

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ সেই জনগণের সৎপথপ্রদর্শনকারিণী স্বসৃভূত সর্ব্বজনে জ্ঞান-প্রদানকারিণী দিব্যজাতা জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী সর্ব্বজীবের হৃদয়ে আবির্ভূতা হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারি।)॥ (১৯অ—২খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বা' সা প্রসূয়মানা, 'সূনরী' সুষ্ঠু প্রাণিনাং নেত্রী, 'জনী' জনয়িত্রী ফলানাং, 'স্বসুঃ' স্বসৃ-স্থানীয়ায়া রাত্র্যাঃ 'পরি' উপরি ভাগে রাত্রি-পর্য্যবসান-কালে 'ব্যুচ্ছন্তী' তমো বিবাসয়ন্তী স্বদা—স্বস্রে আয়ত্তাইত্যুক্তং। 'দিবঃ' দ্যোতমানস্যাদিত্যস্য 'দুহিতা', উষাঃ 'প্রত্যদর্শি সর্ব্বৈঃ প্রতিদৃশ্যতে। (১৯অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৭২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মতে উহা নিত্যসত্যমূলক বলিয়া অনুমিত হয়, নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"সেই আদিত্যদুহিতা দৃষ্ট হইতেছেন। তিনি (প্রাণিগণের) নেত্রী ও (সুফলের) উৎপাদয়িত্রী। তিনি, ভগিনী (রাত্রির)-পর্য্যবসান-কালে অন্ধকার-বিনাশ করেন।" কয়েকটী পদের ব্যখ্যা প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। 'দিবঃদুহিতা' পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থ—'দ্যোতমানস্য আদিত্যস্য দুহিতা উষাঃ' অর্থাৎ সূর্য্যের কন্যা উষাদেবী। কিন্তু 'দিবঃ' পদে আমরা 'দ্যুলোকস্য' অর্থাৎ 'স্বর্গের' অর্থই স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তাই উক্ত পদদ্বয়ের অর্থ হয় 'দিব্যজাত, স্বর্গজাত'। জ্ঞান স্বর্গজাত নিশ্চয়ই, কারণ জ্ঞান ভগবানেরই শক্তি। তাঁহারই শক্তি জগতে জনগণের মধ্যে আবির্ভূত হয়। মন্ত্রে ব্যবহৃত বিশেষণ পদগুলির আলোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 'সূনরী' পদের অর্থ 'সুষ্ঠু নেত্রী'—জনগণের সৎপথপ্রদর্শনকারিণী। জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী সম্বন্ধেই এই বিশেষণ সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। জ্ঞানই মানুষকে প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করে, জ্ঞানের বলেই মানুষ আপনার জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হয়। তাই জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীকে 'সূনরী' বলা হইয়াছে। 'পরিব্যুচ্ছন্তী' পদের অর্থও এই ভাবের সমর্থক।

মন্ত্রের মূলভাব এই যে—"জগতের সর্ব্বলোক জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হউক, আমরা যেন সেই পরমদেবীর কৃপালাভে বঞ্চিত না হই। (১৯অ-২খ-১সূ-১সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের দ্বিপঞ্চাশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ৩ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অশ্বেব চিত্রারুষী মাতা গবামৃতাবরী।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সখা ভূদশ্বিনোরুষাঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বেব চিত্রা' (ব্যাপকজ্ঞানবৎ বিচিত্রা) 'আরুষী' (জ্যোতির্ম্ময়ী) 'ঋতাবরী' (হিতকারিণী যদ্বা সত্যপ্রাপিকা) 'গবাং মাতা' (জ্ঞানকিরণানাং উৎপাদয়িত্রী, জ্ঞানস্য মূলীভূতা ইত্যর্থঃ) 'উষাঃ' (জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী) 'অশ্বিনোঃ' (আধিব্যাধিনাশকয়োঃ দেবয়োঃ) 'সখা ভূৎ' (ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানপ্রভাবেণ লোকাঃ আধিব্যাধিমুক্তাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ। (১৯অ—২খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ব্যাপকজ্ঞানবৎ বিচিত্র জ্যোতির্ম্ময়ী হিতকারিণী (অথবা সত্যপ্রাপিকা) জ্ঞানকিরণের উৎপাদয়িত্রী অর্থাৎ জ্ঞানের মূলীভূত জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়ের সখা হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানপ্রভাবে লোকসমূহ আধিব্যাধিমুক্ত হয়।) ॥ (১৯অ—২খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অশ্বেব' 'চিত্রা' চায়নীয়া 'অরুষী' আরোচমানা 'গবাং' রশ্মীনাং 'মাতা' নির্ম্মাত্রী 'ঋতাবরী' যজ্ঞবপুঃ 'অশ্বিনোঃ' 'সখা' সমান-খ্যানা সহ স্তুয়মানা 'ভূৎ' ভবতি। অশ্বিনোরুষসা সহ স্তুয়মানত্বাৎ সখিত্বং পরস্পরং। (১৯অ—২খ—১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৭২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে জ্ঞানের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম অংশ—'অশ্বেব চিত্রা' অর্থাৎ ব্যাপক জ্ঞানের তুল্য বিচিত্র। এখানে ব্যাপক জ্ঞানের সহিত সমানুষ্ঠ সূচিত হইতেছে। সেই জ্ঞান 'ঋতাবরী' উহার ভাষ্যার্থ 'যজ্ঞবতী'। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—'হিতকরী'। উক্ত

অর্থই সঙ্গতবোধে আমরা গ্রহণ করিয়াছি। তবে 'ঋত' শব্দে এখানে যজ্ঞার্থের পরিবর্তে সত্যার্থই সূচিত করে। তাই আমরা উক্ত পদে "হিতকারিণী যথা সত্যপ্রাপিকা" এই উভয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

'গবাং মাতা' পদদ্বয়েও এই অর্থই সূচিত করে। জ্ঞানোন্মেষিকাদেবীই জ্ঞানের জননী। যাহা হইতে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তাহাকে জ্ঞানের ভিত্তিভূমি অথবা উৎপত্তিভূমি বলা যায়। এই দিক হইতেই উক্ত পদদ্বয়ে আমরা "জ্ঞানস্য মূলীভূতা" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অশ্বিনোঃ সখা ভূঃ' মন্ত্রাংশের মধ্যে বিশেষ ভাব নিহিত আছে। মানুষ যখন আধিব্যাধিতে পীড়িত হয়, রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়ে তখন মানুষকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে একমাত্র জ্ঞান। জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষ সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে— মন্ত্রের এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে। নিম্নে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইতেছে, তাহা এই,—"অশ্বিনীর ন্যায় মনোহরা, দীপ্তিমতী ও রশ্মিসমূহের মাতা যজ্ঞবতী উষা অশ্বিদ্বয়ের বন্ধু হয়েন।" (১৯অ—২খ-১সূ-২সা)। *

— — • — —

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র

উত সখাস্যশ্বিনোরুত মাতা গবামসি।

৩ ২ ৩ ১ ২

উতোষো বস্ব ঈশিষে ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (জ্ঞানোন্মেষিকে হে দেবি!) ত্বং 'অশ্বিনোঃ' (আধিব্যাধিনাশকয়োঃ দেবয়োঃ) 'উত' (অপি) 'সখা' 'অসি' (ভবসি); 'উত' (অপিচ) 'গবাং' (জ্ঞানকিরণানাং, পরাজ্ঞানস্য ইত্যর্থঃ) 'মাতা' (উৎপাদয়িত্রী, মূলীভূতা কারণস্বরূপা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); 'উত' (তথা) ত্বং 'বস্বঃ' (পরমধনস্য) 'ঈশিষে' (ঈশ্বরী ভবসি)। নিত্যসত্য-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানং হি লোকানাং ভবদুঃখনিবারকং পরমবন্ধুস্বরূপং ভবতি— ইতি ভাবঃ ॥ (১৯অ—২খ—১সূ ৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের দ্বিপঞ্চাশত্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানোন্মেষিকে হে দেবি! আপনি আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়েরও সখা হয়েন; অপিচ পরাজ্ঞানের মূলীভূতা কারণস্বরূপা হয়েন; এবং আপনি পরমধনের ঈশ্বরী হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানই লোকদিগের ভবদুঃখনিবারক পরমবন্ধুস্বরূপ হয়েন।)॥ (১৯অ—২খ—১সূ—৩সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ 'অশ্বিনোঃ' 'সখা', 'উত' অপিচ 'গবাং' রশ্মীনাং 'মাতা' নির্ম্মাতা 'অসি', 'উত' অপিচ হে 'উষঃ'! 'বস্বঃ' ধনস্য 'ঈশিষে' ঈশ্বরী ভবসি। ৩॥

* . *

তৃতীয় (১৭২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—§ . §—

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রের মধ্যে জ্ঞানের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। মন্ত্রটীর প্রথম অংশ - 'অশ্বিনোঃ সখা অসি' – আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়ের সখা সহায় হয়েন। পূর্ব্ব-মন্ত্রেও আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। জ্ঞানই মানবের ভবদুঃখনিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায়। জ্ঞানবলে মানুষ "ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ং" হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। জ্ঞান তাই আধিব্যাধিনাশক দেবতার সহায়। আধিব্যাধিনাশিকা যে শক্তি, তাহা জ্ঞানের সাহায্যেই শক্তি লাভ করে, জ্ঞানের দ্বারা মানবের অন্তরাস্থিত বিঘ্ননাশিকা শক্তি জাগ্রত হয়, শক্তি লাভ করে। অথবা জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ আপনার মঙ্গলসাধন করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানই মানুষকে জাগতিক সুখদুঃখের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়, ভূমানন্দের অধিকারী করিতে পারে। মন্ত্রের 'অশ্বিনোঃ সখা অসি' অংশের ইহাই তাৎপর্য্য।

ইহার পরের অংশ "গবাং মাতা অসি"—'জ্ঞানকিরণ সমূহের উৎপাদয়িত্রী'। 'গবাং' পদে ভাষ্যকার এখানে 'গরু' অর্থ করেন নাই। উক্তপদের ভাষ্যার্থ—'রশ্মীনাং'। আমরা বলি আর একটু অগ্রসর হইলেই ভাষ্যার্থের সহিত আমাদের অর্থ-সামঞ্জস্য ঘটে। 'গরু' হইতে 'কিরণ' পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যাহা হউক, আমরা উক্ত মন্ত্রাংশ পূর্ব্বমন্ত্রেও পাইয়াছি এবং এই মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গ আমরা যথাস্থানেই আলোচনা করিয়াছি।

এতৎসহ আমরা মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম। তাহা এই,—"তুমি অশ্বিদ্বয়ের বন্ধু এবং রশ্মিসমূহের মাতা। হে উষা! তুমি ধনের ঈশ্বরী।" (১৯অ—২খ ১সূ—৩সা)॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের দ্বিপঞ্চাশত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম-সূক্তের গেয়গান।

২ র ১২ ১র২১ ২১ ২ ১ ২
প্রতিষ্যাসোবা। নারীজনায়ি। বিযুচ্ছা ২ ৩ স্তী। পরিস্বাসূঃ। দিবোআ ১ দা

৪S ৫ ৩ ২ ২র ১২ ১
২ ৩ শী। দ। হিতো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ অশ্বেবচোবা। ত্রাঅক্রুষায়ি।

২র১ ২ র১ ২ ৪S ৫র ৩২
মাতাগা ২ ৩ বাম্। ঋতাবারায়ি। পথাভু ১ দা ২ ৩ খায়ি। নোঃ। উষো

২ ১২ ১ ২১ ২১ ২ র১
৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। উতপথোবা। সাঅশ্বিনোঃ। উতামা ২ ৩ তা। গবামাসায়ি।

২ ৪S ৫র ৩২
উতোযো ১ বা ২ ৩ স্বাঃ। ঈ। শিষো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। ১।২।৩। *

—— * ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ক ২র ৩ ২ ৩ ২
এষো উষা অপূর্ব্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ।

৩ ১ ২ ৩২
স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (জ্ঞানিগণৈঃ পরিদৃশ্যমানাঃ) 'অপূর্ব্ব্যা' (অতিনবত্বসম্পন্না) 'প্রিয়া' (রমণীয়া) 'উষা' (জ্ঞানোন্মেষকারিণী উষোদেবতা) যদা 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ, স্বর্গাৎ—আগতা ইতি যাবৎ) 'ব্যুচ্ছতি' (অজ্ঞানান্ধকারং নাশয়তি) তদা 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'বাং' (যুবাং) 'স্তুষে' (স্তৌমি, আরাধয়ামি)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানোন্মেষণসহকারেণ বয়ং অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধি-নাশায় প্রচেষ্টাপরায়ণাঃ ভবাম দেবানুসারিণঃ স্যাঃ ইত্যর্থঃ। (১৯অ-২খ-২সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়গান আছে। উহার নাম যথা;—"অয়াবোধীয়ম্।"

বঙ্গানুবাদ।

সেই (জ্ঞানিগণের দৃশ্যমানা) অভিনবত্বসম্পন্না, রমণীয়া, জ্ঞানোন্মেষ-কারিণী উষাদেবতা, যখন দ্যুলোক হইতে আসিয়া অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন, তখন, হে অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়, আমি আপনাদিগের আরাধনা করি। (ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হইলে, আমরা যেন অন্তর্ব্যাধি বহির্ব্যাধি-নাশের জন্য প্রচেষ্টাপরায়ণ হই অর্থাৎ দেবভাবের অনুসারী হই।)॥ (১৪অ—২খ—২সূ—১স.)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' এষা অস্মাভিঃ পরিদৃশ্যমানা 'প্রিয়া' সর্ব্বেষাং প্রীতের্হেতুঃ 'অপূর্ব্ব্যা' পূর্ব্বেষু মধ্যরাত্রিকালেষু বিদ্যমানা ন ভবতি কিন্ত্বিদানীন্তনী 'উষাঃ' উষোদেবতা 'দিবঃ' দ্যু-লোকস্য সকাশাদাগত্য 'ব্যুচ্ছতি' তমো বর্জ্জয়তি। হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ! 'বাং' যুবাং 'মহৎ' প্রভূতং যথা ভবতি তথা 'স্তষে' স্তৌমি। (১৪অ—২খ—২সূ—১স.)॥

* * *

প্রথম (১৭২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের আভাষ সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদেই প্রাপ্ত হইবেন। রাত্রি-প্রভাতে উষা-সমাগমে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের পূজা আরম্ভ হয়। সাধারণ প্রচলিত অর্থে, মন্ত্রে এই ভাব মাত্র প্রাপ্ত হই।*

কিন্তু 'উষা দেবতা' বলিতে যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং 'অশ্বিনীকুমার দেবদ্বয়' যে যে ভগবদ্বিভূতির প্রকাশক হয়েন, তাহাতে মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ অন্য পথ পরিগ্রহ করে। যে দেবতার অনুকম্পায়, বা হৃদয়ে যে দেবভাবের বিকাশে জ্ঞানোন্মেষ হয়, সেই দেবতাকে 'উষাদেবতা' বলিয়া মনে করি। এ বিষয় পূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি। অশ্বিদ্বয় বলিতে অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয় বুঝাইয়া থাকে। এ বিষয়ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে। ঐ দুই দেবতার স্বরূপতত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা হইলে, তখন আর মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে কোনরূপ দ্বিধাভাব বা অন্তরায় আসিতে পারে না। জ্ঞানোন্মেষ হইলেই, দেবতার পূজায় (দেবভাব-সঞ্চয়ে) প্রবৃত্তি আসে। বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ব্যাধি-বিনাশই সে প্রবৃত্তির প্রথম

---

* মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ দেখুন। কি অর্থ উপলব্ধ হয়, তাহাতেই বুঝিয়া লইবেন। অনুবাদ; যথা, "আমাদিগের দৃশ্যমান সকলের প্রীতিজনক উষা দেবতা মধ্য-রাত্রিতে অগোচর ছিলেন, কিন্তু এইক্ষণে স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন। হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনাদিগকে নিরন্তর স্তব করি।

প্রচেষ্টা। ভগবৎ-কৃপায় জ্ঞানোন্মেষ হইলে, মানুষ প্রথমে অন্তরস্থিত ও বহিঃস্থিত ব্যাধি দূর করিতে প্রয়াস পায়। এখানে এ মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত।

প্রার্থনা-পক্ষে এখানে যেন বলা হইতেছে,—'হে জ্ঞানোন্মেষকারিণি দেবি! আপনি আমার জ্ঞানোন্মেষ করিয়া দেন। আর হে অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়! আমি যেন আমার জীবন-প্রভাতে প্রথমেই আপনাদিগের পূজায় প্রবৃত্ত হই। আপনাদিগের কৃপায় আমার বহিরন্তর বিশুদ্ধ হউক।' (১অ—২খ—২সূ ১সা)। *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২
যা দস্রা সিন্ধুমাতরা মনোতরা রয়ীণাম্।

৩২ ৩১ ২৩ ১২
ধিয়া দেবা বসুবিদা ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দস্রা' (সদস্তুদর্শনীয়ৌ, আধিব্যাধিনাশকৌ) 'সিন্ধুমাতরা' (স্নেহধারাক্ষরণশীলৌ, যদ্বা — অনন্তস্নেহসমুদ্রসমুদ্ভবৌ) 'রয়ীণাং' (পরমার্থরূপধনানাং) 'মনোতরা' (মনস্তুরৌ, সদা প্রদানার্থং মননশীলৌ, সদাবিতরণকামৌ) 'বসুবিদা' (বসুবিদৌ, সকলসম্পদাং লম্ভয়িতারৌ) 'যা' (যৌ, প্রসিদ্ধৌ) 'দেবা' (দেবৌ, দীপ্তদানাদিগুণযুক্তৌ) তৌ 'ধিয়া' (মনসা, কর্ম্মণা) অনুসরণং করবাণি ইতি শেষঃ। তৌ দেবৌ সদৈব অস্মাকং অনুসরণীয়ৌ চ ভবতাং —ইতি ভাবঃ ॥ (১অ—২খ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সদ্বস্তুদর্শনকারক (আধিব্যাধিনাশক) স্নেহক্ষরণশীল, পরমার্থধন-বিতরণাভিলাষী, সকল-সম্পৎপ্রদাতা যে প্রসিদ্ধ দেবদ্বয়, তাঁহাদিগকে যেন হৃদয়ের সহিত (কর্ম্মের দ্বারা) অনুসরণ করি। (সেই দেবদ্বয় সর্ব্বদা আমাদিগের অনুসরণীয় হউন—এই ভাব)। (১অ—২খ—২সু—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ষট্চত্বারিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ত্রয়স্ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যা দেবা' যাবুভাবশ্বিনৌ বক্ষ্যমাণ-গুণ-যুক্তৌ তৌ স্তব ইতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। কীদৃশৌ? 'দস্রা' দর্শনীয়ৌ, 'সিন্ধুমাতরা' সমুদ্রমাতরৌ। যদ্যপি সূর্য্যাচন্দ্রমসাবেব সমুদ্রজৌ তথাপ্যশ্বিনোঃ কেষাঞ্চিন্মতে তদ্রূপত্বাৎ তথাত্বং। 'রয়ীণাং' ধনানাং 'মনোতরা' মনসা তারয়িতারৌ, 'ধিয়া' কর্ম্মণা 'বসুবিদা' নিবাস-স্থানস্য লম্ভয়িতারৌ। মনোতরা মনসা তরত ইতি মনোতরৌ, তরতেরন্তর্ভাবিত-ণ্যর্থাৎ ধদোরপ্ (৩।৩।৫৭) ইত্যপ্, পূর্ব্বপদান্তস্য সকারস্য রুত্বে সতি ছান্দসমুত্বং। রয়ীণাং—নামন্যতরস্যাং (৬।১।১৭৭)—ইতি নাম উদাত্তত্বং। ধিয়া সাবেকাচ (৬।১।১৬৮) ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বসুবিদা বসূনি নিবাস-স্থানানি বিন্দেতে ইতি বসুবিদৌ কিপ্ চ (৩।২।৭৬)—ইতি কিপ্॥ (১৯অ—২খ—২সূ ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৭২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রটী বিভিন্ন বিপরীত ভাব ব্যক্ত করিতেছে। প্রথম 'দস্রা' পদ। এই পদের অর্থ পূর্ব্বে সায়ণ এক প্রকার লিখিয়া আসিয়াছেন; এখানে আবার আর এক প্রকার লিখিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ পদে 'রিপুনাশক' 'শত্রুনাশক' অর্থ দেখিয়াছি; এখানে ঐ পদে 'দর্শনীয়' অর্থ দেখিতেছি। অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ ব্যক্ত করিতেছে। তাঁহারা যে আধিব্যাধিরূপ শত্রুর নাশকারী, ঐ পদে তাহাই বুঝাইতেছে; পরন্তু দেবদ্বয় যে সত্বস্তুর প্রদর্শক, ঐ পদে সে ভাবও গ্রহণ করিতে পারি। দ্বিতীয় পদ—'সিন্ধুমাতরা।' ঐ পদে, 'সমুদ্রের পুত্র' বলিয়া অশ্বিদ্বয়কে পরিচিত করা হইয়াছে। কেহ আবার কহিতেছেন,—'সিন্ধু' শব্দে 'অন্তরিক্ষকে' বুঝায়; এবং 'সিন্ধুমাতরা' পদে 'অন্তরিক্ষের পুত্র' অর্থ হয়। সায়ণ 'সমুদ্রের পুত্র' অর্থ প্রকাশ-পক্ষেই প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা কিন্তু এখানে ভিন্ন ভাব গ্রহণ করি। 'পৃশ্নিমাতরঃ' (১ম—৮সূ ৪ঋ ও ১ম—২৩সূ—১০ঋ) 'শবসঃ পুত্রঃ' (১ম—২৬সূ—১০ঋ ও ১ম—৫৭সূ—২ঋ) প্রভৃতি স্থলে যে ভাব ও যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই ভাব ও সেই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সেই দেবদ্বয় সদা স্নেহধারাক্ষরণশীল (সিন্ধু-শব্দের মূল 'স্যন্দ্' ধাতুর অর্থ 'ক্ষরিত হওয়া'). তাঁহারা সতত স্নেহকরুণা বিতরণের জন্য উন্মুখ আছেন 'সিন্ধুমাতরা' পদে সেই ভাব প্রকাশ করে। ঐ পদে আরও এক ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনন্ত স্নেহকরুণার আধার ভগবানকে সিন্ধু স্বরূপ মনে করিলে, তাঁহার অঙ্গীভূত দেবদ্বয়কে তাঁহার পুত্র-স্থানীয় বলিয়া মনে করিতে পারি। তাহাতে 'সিন্ধুমাতরা' পদের অন্তর্গত মাতৃ শব্দের এক ভাব প্রাপ্ত হই; আর পূর্ব্বোক্ত অর্থে অন্য এক ভাব পাইতে পারি। তবে এই দুই ভাবেই এক অভিন্ন নিগূঢ়-তত্ত্ব ব্যক্ত হয়। আমরা তাই 'সিন্ধুমাতরা' পদের প্রতিবাক্যে 'স্নেহধারাক্ষরণ-শীলৌ' অথবা 'অনন্তস্নেহসমুদ্রসম্ভূতৌ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'রয়ীণাং মনোতরা' পদদ্বয়ে আমরা 'পরমার্থ-

রূপ ধন-দানের জন্য সদা ইচ্ছুক' এবং 'বসুবিদা' পদে 'সকল সম্পদ-লাভ-কারক' ভাব গ্রহণ করি। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সকল সম্পদই তাঁহারা প্রদান করেন। ঐ দুই পদ এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের যে মর্ম্ম হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে।

প্রার্থনাপক্ষে এ মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে অন্তর্ব্ব্যাধিনাশক বহির্ব্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়! সদা করুণাশীল আপনারা; আমরা অন্তরের সহিত আপনাদিগের করুণা প্রার্থনা করিতেছি,—আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা যেন আপনাদিগের করুণা-লাভে সমর্থ হই।' (১৯অ—২খ—২সূ ২সা)॥ •

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

বচ্যন্তে বাং ককুহাসো জূর্ণায়ামধি বিষ্টপি।

২৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

যদ্বাং রথো বিভিষ্পতাৎ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যৎ' (যদা) 'বাং' (যুবয়োঃ সম্বন্ধী) 'রথঃ' (অস্মাকং কর্ম্মরূপং যানং) জূর্ণায়াং' (নানাশাস্ত্রৈঃ স্তুতায়াং) 'অধিবিষ্টপি' (স্বর্গলোকে) 'বিভিঃ' (পক্ষিবৎ শীঘ্রৈঃ) 'পতাৎ' (পততি, গচ্ছতি), তদা 'বাং' (যুবয়োঃ) 'ককুহাসঃ' (স্তুতয়ঃ) 'বচ্যন্তে' (অস্মাভি উচ্যন্তে)। অয়ং ভাবঃ—যদা বয়ং সৎকর্ম্মণঃ শুভফলজনিতং আনন্দং উপভোক্তুং সমর্থাঃ ভবামঃ তদৈব দেবারাধনায়াঃ প্রবৃত্তিঃ ভবতি। (১৯অ—২খ—২সূ—৩সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যখন আপনাদিগের সম্বন্ধীয় আমাদিগের কর্ম্মরূপ নানাশাস্ত্রে স্তূয়মান্ স্বর্গলোকে পক্ষিবৎ শীঘ্রগতিতে গমন করে; তখন আপনাদিগের স্তুতিসমূহ আমাদিগের কর্তৃক উচ্চারিত হয়; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের শুভফলজনিত আনন্দ যখন

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ষট্‌চত্বারিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ত্রয়স্ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

আমরা উপভোগ করিতে সমর্থ হই, তখনই দেবারাধনার প্রবৃত্তি আসে।)॥ (১৯অ—২খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ! 'বাং' যুবয়োঃ সম্বন্ধী রথঃ 'অর্ণায়াং' নানাশাস্ত্রৈঃ স্তুতায়াং 'অধিবিষ্টপি' স্বর্গ-লোকে 'যদ্' যদা 'বিভিঃ' অশ্বৈঃ 'পতাৎ' পততি গচ্ছতি, তদানীং 'বাং' যুবয়োঃ 'ককুহাসঃ' স্তুতয়ঃ 'বচ্যন্তে' অস্মাভিরুচ্যন্তে। ব্রবীতের্বক্, ব্রুবো বচিঃ (২।৪।৫৩)—ইতি বচ্যাদেশঃ, বচি-স্বপি (৬।১।১৫)—ইত্যাদিনা সম্প্রসারণং, সম্প্রসারণাচ্চ (৬।১।১০৮)—ইত্যত্র ছন্দসী-ত্যনুবৃত্তেঃ পরপূর্ব্বত্বস্য পাক্ষিকত্বাৎ যণাদেশঃ, প্রত্যয়স্বরঃ। 'ককুহাসঃ'—ককুভং শৃঙ্গে বিদুঃ প্রধানে চ—ইত্যভিধানাৎ; প্রাধান্যাভিধায়িনা ককুপ্-শব্দেন তৎ-প্রতিপাদকা স্তুতয়ো লক্ষ্যন্তে; হস্বং ছান্দসং, আজ্জসেরসুক্ (৭।১।৫০)—ইত্যসুক্। অর্ণায়াং—অর্ধ্ব বয়োহানৌ (দি॰ প॰), অত্র স্তুত্যর্থঃ, ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ, নিষ্ঠায়াং শ্ব্যুকঃ কিতি (৭।২।১১) ইতি ইট্-প্রতিষেধঃ, বহুলমন্যত্রাপি (৭।১।১০৩), ইতি উত্বং, রদাভ্যামিতি (৮।২।৪২) নিষ্ঠানত্বং, প্রত্যয়স্বরঃ (৩।১।৩)। বিভিঃ—বী গত্যাদৌ (অদা॰ প॰) বিযন্তি গচ্ছন্তি বয়োঽশ্বাঃ, ঔণাদিকো ডি-প্রত্যয়ঃ। পতাৎ—পৎলৃ গতৌ (ভ্বা॰ প॰), লেট্যড়াগমঃ, ইতশ্চ লোপঃ (৩।৪।৭)—ইত্যাকার-লোপঃ॥ (১৯অ—২খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৭২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——:*:——

মানুষ সহসা ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। তাহাদিগের স্বতঃ-অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মসমূহ তাহাদিগকে প্রথমে তদ্বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে। কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে তাহারা ক্রমশঃ উচ্চগতি প্রাপ্ত হয়। তখন তাহারা ভগবানের মহিমা বুঝিতে পারে। তখন তাহারা তাঁহার গুণানুকীর্ত্তনে তন্ময় হইয়া পড়ে। ইহাই এ সংসারে সংসারীর রীতিপ্রকৃতি। সকল সৎকর্ম্মের প্রারম্ভেই ঔদাসীন্য অবহেলা ও বীতরাগ আসে। কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, সে আবিলা দূরীভূত হয়। এখানে সেই ভাবই পরিব্যক্ত দেখিতেছি। মন্ত্র শিক্ষা দিতেছে,—'সাধনপথে একটু অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর। তখন ভগবন্মহিমা আপনিই উপলব্ধি করিবে। তখন দেবতার উপাসনায় আপনিই প্রবৃত্ত হইবে।'

মন্ত্রে আমরা এই ভাব উপলব্ধি করিলেও, মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাব-দ্যোতক। সে অর্থে প্রকাশ,—"হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! যৎকালে আপনাদিগের রথ অশেষ শাস্ত্র দ্বারা স্তুত স্বর্গলোকে অশ্ব দ্বারা বাহিত হইয়া গমন করে, সেই কালে আমরা আপনাদিগকে স্তব করি।" এই প্রকার অর্থ হইতে অনেকে এই ভাব আসেন যে, অশ্বিনীকুমারেরা স্বর্গ-নামক স্থানে রথে করিয়া যাতায়াত করিতেন; আর সেই রথ দেখিয়া

লোকে তাঁহাদিগের অথবা সেই রথের স্তব করিত। মন্ত্রের অন্তর্গত 'রথঃ' এবং 'বিভিঃ' পদদ্বয়ের অর্থ উপলক্ষেই প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার পার্থক্য ঘটিয়াছে। 'বিভিঃ' পদে 'পক্ষী' ও 'অশ্ব' দুই অর্থই আসিতে পারে। তবে ক্ষিপ্রগতি বুঝাইতে, পক্ষী অর্থই অধিকতর সঙ্গত হয়। কিন্তু 'রথঃ' পদে এখানে 'আমাদিগের কর্ম্মরূপ যানই' বুঝাইতেছে। তদ্দ্বারাই দেবগণের (দেবভাবের) অধিষ্ঠান হয়। ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। যাহা হউক, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহাতে প্রার্থনা-পক্ষে এ মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,— 'হে দেবগণ! আমাদিগের কর্ম্ম সৎপথানুসারী হউক। তাহার প্রভাবে আমরা যেন আপনাদিগকে পূজা করিতে শিখি।' (১৯অ ২খ ২সূ ৩সা)। *

— ০ —

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

১র র ১ ১   ১ র ২ ১   ২ ১   ২   র ১   ২
এষোউষোবা। আপূবিবা। বিযূচ্ছা ২ ৩ ভী। প্রিয়াদাদিবাঃ। স্তুষায়িবা ১

৪S   ৫র   ৫র২   ২র র ১ ২   ১র ২ ১
মা ২ ৩ খ্বায়ি। তা। বৃহা ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ যাদস্রাসোবা। ধূমাতরা।

২ ১   ৩   ১   ২   ৪S   ৫   ৩ ২
মনোতা ২ ৩ রা। রয়াস্ত্রিণাম্। ধিয়াদা ১ য়িবা ২ ৩ বা। স্তু। বিদো

২   রর   ১২   ১ ২র১   ২র১   ২
৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। বচাস্তেবা৺ ঙবা। কাকুদাসাঃ। স্বর্ণায়া ২ ৩ মা।

১   ১   ৪S   ৫   ৩ ২
দিবিষ্টায়ি। যদ্বা৺ রা ১ থো ২ ৩ বায়ি। স্তি। পতো

৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। ১।২।৩। †

— * —

প্রথম সাম।

(দ্বিতীয় খণ্ডঃ। তৃতীয় সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২ ৩ ২   ৩ ১   ২র ৩   ১ ২
উষস্তচ্চিত্রমা ভরাস্মভ্যং বাজিনীবতি।

১ ২   ৩ ২   ৩   ১ ২   ৩   ১ ২
যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ষট্‌চত্বারিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ত্রয়স্ত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"জয়াবোবীয়ম্"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজিনীবতি' (সৎকর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়িত্রি) 'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিকে দেবতে) 'অস্মভ্যং (অস্মদর্থং) 'চিত্রং' (চায়নীয়ং, শ্রেষ্ঠং) 'তৎ' (মুক্তিপ্রদায়কং ধনং) 'আভর' (আহর, প্রযচ্ছ); 'চ' (এবং) 'যেন' (ধনেন) 'তোকং চ তনয়ং' (পুত্রপৌত্রাদিকং বংশপারম্পর্য্যাৎ সর্ব্বলোকং ইতি ভাবঃ) 'ধামহে' (বয়ং ধারয়ামঃ, উদ্ধারয়িতুং শক্নুমঃ ইত্যর্থঃ), তদ্ধনং চ আভর ইতি শেষঃ। যেন জ্ঞানধনেন বয়ং আত্মনঃ অপরান্ সর্ব্বান্ চ উদ্ধারয়িতুং শক্নুমঃ, জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতা তৎ জ্ঞানধনং অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ। (১অ-২খ-৩সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তক হে জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতা! আমাদিগের জন্য চায়নীয় শ্রেষ্ঠ মুক্তিপ্রদ সেই ধনকে আহরণ করুন—প্রদান করুন; এবং যে ধনের দ্বারা পুত্রপৌত্রাদি বংশপরম্পরা সকল লোককে আমরা ধারণ করিতে অর্থাৎ উদ্ধার করিতে সমর্থ হই, সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—যে জ্ঞান-ধনের দ্বারা আমরা আপনাদিগকে এবং অপর সকলকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হই, জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতা সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।)॥ (১অ—২খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বাজিনীবতি'। বাজো হবির্লক্ষণমন্নং, তদ্বাক্তা বাজিনী, তয়া ক্রিয়য়া যুক্তে! 'উষঃ' উষোদেবতে! 'অস্মভ্যং' 'চিত্রং' চায়নীয়ং 'তৎ' ধনং 'আভর' 'আহর' প্রযচ্ছ। 'যেন' ধনেন 'তোকং' পুত্রং 'তনয়ং' তৎপুত্রং 'চ' ধামহে দধ্মহে ধারয়ামঃ। অত্র নিরুক্তং—উষস্তচ্চিত্রং চায়নীয়ং মংহনীয়ং ধনমাহরাস্মভ্যমন্নবতী যেন পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ দধীমহি (নিরু• দৈ• ৬।৬) ইতি। ধামহে দধাতের্লেটি বহুলং ছন্দসি (২.৪।৭৩) ইতি শপো লুক্, বাভায়েনাত্মাদাভবং; যথা, গোটি আভুভমন্য পিচ্ছ (৩ ৪ ৯২). ইত্যাভাগমঃ প্রত্যয়স্য পিত্ত্বাবশ্চ, অতঃ প্রত্যয়স্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে; অস্মিন্ পক্ষে এত ঐ (৩।৪।৯৩) ইত্যৈত্বাভাবো ব্যত্যয়েন দ্রষ্টব্যঃ, বহুভাষিতাং (৮।১৬৬) ইতি নিঘাত-প্রতিষেধঃ। (১অ ২খ-৩সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১৭২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই উষার সম্বোধনে যে উষাকালকে বুঝায় নাই, তাহা প্রতিপন্ন হয়। এ পক্ষে ভাষ্যাদির ভাব অনুসরণ করিয়াই আমরা ঐ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। দেবতার নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে ধন-প্রাপ্তির জন্য। আবার 'তোকং তনয়ং চ' পুত্রপৌত্রাদি যাহাতে সেই ধন প্রাপ্ত হয়েন, তাহারও কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। ধনের বিশেষণে আবার দেখি - 'চিত্রং' ও 'ভৎ' পদদ্বয় রহিয়াছে। তাহাতে যে ধন বিচিত্র, যে ধন আকাঙ্ক্ষণীয়, যে ধন শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি ভাব আসিতে পারে। সে ধন যে ধনই হউক, উষাকাল যে তাহা প্রদান করিতে পারে, আমরা তাহা মনে করি না। কিন্তু জ্ঞানোন্মেষের ফলে মানুষ যে বিচিত্র পরমরমণীয় শ্রেষ্ঠ ধনকে লাভ করিতে পারে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। আমরা সেই অর্থেই যৌক্তিকতা দেখি। মন্ত্রান্তর্গত পদাবলীতে আমরা যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা বোধগম্য হইবে। (১৯অ-২খ-৩হৃ-১সা। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১র ১র ৩ ১ ২

উষো অদ্যেহ গোমত্যশ্বাবতি বিভাবরি।

৩২৩ ১ ২

রেবদস্মে ব্যুচ্ছ সূনৃতাবতি ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গোমতি' (জ্ঞানপ্রভাসমন্বিতে) 'অশ্বাবতি' (বিস্তারকজ্ঞানরশ্মিযুতে) 'বিভাবরি' (প্রকৃষ্টপ্রকাশসম্পন্নে) 'সূনৃতাবতি' (প্রিয়সত্যবাক্যবিশিষ্টে) 'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিকে দেবতে) ত্বং 'অদ্য' (নিত্যকালং) 'অস্মে ইহ' (অস্মাকং হৃদয়ে, অস্মাকং সম্বন্ধিনি ইহজগতি বা) 'রেবৎ' (পরমং ধনং) 'ব্যুচ্ছ' (ন বর্জ্জয়, প্রতিষ্ঠাপয় ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানোন্মেষিকায়াঃ দেবতায়াঃ কৃপয়া অস্মাকং সর্ব্বেষাং সত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশঃ ভবতু— ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১৯অ—২খ ৩হৃ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্। (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষড়্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানপ্রভা-সমন্বিত, বিস্তারক জ্ঞানরশ্মিযুত, প্রকৃষ্টপ্রকাশসম্পন্ন, প্রিয়-সত্যবাক্যবিশিষ্ট হে জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতা! আপনি নিত্যকাল আমাদিগের হৃদয়ে অথবা আমাদিগের সম্বন্ধীয় ইহজগতে পরম ধনকে প্রতিষ্ঠা করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতার কৃপায় আমাদিগের সকলের হৃদয়ে সংজ্ঞানের সঞ্চার হউক।)॥ (১অ—২খ—৩সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'গোমতি' অস্মভ্যং দাতব্য-গোভির্যুক্তে! তথা 'অশ্বাবতি' অশ্বৈর্যুক্তে 'বিভাবরি' বিশিষ্ট-প্রকাশোপেতে! 'সূনৃতাবতি' প্রিয়সত্যাত্মিকা বাক্ সূনৃতা, তাদৃশ্যা বাচা যুক্তে! এবম্ভূতে হে 'উষঃ' উষোদেবতে! 'অস্ম' ইদানীং প্রভাত-সময়ে 'ইহ' অস্মিন্ দেশে 'অস্মে' অস্মাকং 'রেবৎ'। রয়েস্মতৌ বহুলং (৬।১।৩৪ বা০) ইতি সম্প্রসারণং, ছন্দসীরঃ (৮।২।১৫)—ইতি মতুপো বত্বং, রৈ-শব্দাচ্চ মতুপ উদাত্তত্বং বক্তব্যং (৬।১।১৭৬ বা০)—ইতি মতুপ-উদাত্তত্বং। ধন-যুক্তং কর্ম্ম যথা ভবতি তথা। 'ব্যুচ্ছ' নৈশং তমো নিবারয়। উচ্ছী বিবাসে (তু০ প০) বিবাসো বর্জ্জনং। (১অ—২খ—৩সূ—২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (১৭৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ব্যুচ্ছ' পদের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত পথ পরিগ্রহ করিয়াছে, তদুপলক্ষেই ভাষ্যে একটা কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে! মূলে আছে "রেবৎ" পদ; তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'ধনযুক্তং কর্ম্ম যথা ভবতি তথা'। অপিচ, মূলে আছে—"ব্যুচ্ছ" পদ; তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে হইয়াছে—'নৈশং তমো নিবারয়।' বুঝিয়া দেখুন, অর্থের উদ্ধার-পক্ষে কিরূপ পদসমূহ অধ্যাহার করিয়া আনিতে হইয়াছে।

কিন্তু ঐরূপ কষ্টকল্পনার কোনই প্রয়োজন নাই। আমরা বলি, 'ব্যুচ্ছ' পদের অর্থ 'বর্জ্জন করুন' নহে; উহার অর্থ—'সংরক্ষণ করুন।' 'উচ্ছী' ধাতুতে 'বর্জ্জন' অর্থ বুঝাইলেও বি-উপসর্গের যোগে তাহার বৈপরীত্য স্বীকার করা যায়। তদনুসারে ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে,—আমাদিগের মধ্যে পরম ধন সংরক্ষণ করুন; অর্থাৎ, আমাদিগকে সদাকাল সেই পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করুন।

দেবতার সম্বোধনাদির বিষয় অনুধাবন করিলেও ঐ অর্থেই সঙ্গতি দেখা যায়। উষাকাল-পক্ষে 'সূনৃতাবতি' সম্বোধন সার্থক বলিয়া মনে হয় কি? প্রিয়সত্যাত্মিকা বাক্যের অধিকারী উষাকাল কি প্রকারে হইতে পারে? রূপক ব্যাপার ভিন্ন এখানে কোনই ভাব পরিগ্রহ

হয় না। পক্ষান্তরে জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী বা বৃত্তি আমাদিগকে যে প্রিয়সত্যবাক্যে উদ্বুদ্ধ করেন, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। সুতরাং 'সূনৃতাবতি' সম্বোধন তাঁহার পক্ষেই সঙ্গত বুঝি। এইরূপ গো সকল ও অশ্বসকল যে ঊষাকালের অধিকারভুক্ত নহে; পরন্তু 'গোমতি' ও 'অশ্বাবতি' সম্বোধনে যে জ্ঞানরশ্মির ও তাহার ব্যাপকতার বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই বুঝা যায়। এ সকল বিষয় বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। বিস্তার বাহুল্য মাত্র। ফলতঃ, এই মন্ত্রে পরমার্থ-রূপ ধনলাভের জন্য জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১১অ ২খ—৩সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয় খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যুঙ্ক্ষ্বা হি বাজিনীবত্যশ্বাঁ অদ্যারুণাঁ উষঃ।
১ ২ ৩ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অথা নো বিশ্বা সৌভগান্যা বহ ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজিনীবতি' (সৎকর্ম্মাণি প্রবর্ত্তয়িত্রি) 'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিকে দেবতে) 'অদ্য' (নিত্যকালং) 'হি' (নিশ্চিতং, অবিচ্ছেদেন ইতি ভাবঃ) 'অরুণান্' (নবপ্রভাযুক্তান্) 'অশ্বান্' (ব্যাপকজ্ঞানকিরণান্) 'যুঙ্ক্ষ্ব' (অস্মাকং হৃদি সংযোজয়); 'অথ' (তদনন্তরং) 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'বিশ্বা' (সর্ব্বাণি) 'সৌভগানি' (সৌভাগ্যানি, মঙ্গলানি ইত্যর্থঃ) 'আবহ' (আনয়)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে দেবি! অস্মান্ জ্ঞানসমন্বিতান্ কৃত্বা অস্মভ্যং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপং চতুর্ব্বর্গফলং প্রযচ্ছ। (১১অ-২খ—৩সূ ৩সা)।

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তক হে জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতা! নিত্যকাল নিশ্চয়রূপে অবিচ্ছেদে নবপ্রভাযুত ব্যাপকজ্ঞানকিরণসমূহকে আমাদিগের হৃদয়ে সংযোজন করুন; তদনন্তর আমাদিগের জন্য সকল সৌভাগ্যকে অর্থাৎ মঙ্গলসমূহকে আনয়ন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবতা!

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম সূক্তের চতুর্দ্দশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষড়্বিংশ বর্গের অন্তর্গত।)

আমাদিগকে জ্ঞান-সমন্বিত করিয়া আমাদিগের জন্য ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গফল প্রদান করুন।)॥ (১অ—১খ—৫সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বাজিনীবতি' হবির্লক্ষণান্নবতি! 'উষঃ' উষো-দেবতে! 'অরুণান্' অরুণ-বর্ণান্ 'অশ্বান্' অশ্ব-স্থানীয়ান্ গো-বিশেষান্। দীর্ঘাদটি সমানপাদে (৮৩।৯) ইতি সংহিতায়াং সকারস্য রুত্বং, আতোঽটি নিত্যং (৮।৩।৩)—ইতি সানুনাসিক আকারঃ। এবম্ভূতান্ 'অশ্বা' আশ্বন্ কালে 'যুঙ্ক্ষ্ব হি' যোজয়ৈব (হিরবধারণে) 'অথ' অনন্তরং রথমারুহ্য 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'সৌভগানি'। সুভগাম্মন্ত্রে (৫।১।১২৯ বা०) ইত্যুদ্গাত্রাদিষু পাঠাৎ ভাব-কর্ম্মণো-রর্থয়োঃ প্রাণভৃজ্জাতিবয়োবচনোদ্গাত্রাদিভ্যোঽঞ্ (৫।১।১২৯)—ইত্যঞ্, প্র যঃ, হৃদ্ভগ সিন্ধ্বন্তে পূর্ব্বপদস্য চ ইত্যুভয়-পদ-বৃদ্ধৌ প্রাপ্তায়াং সর্ব্ব-বিধীনাং ছন্দসি বৈকল্পিকত্বাৎ অত্রোত্তরপদস্য বৃদ্ধিম' ভবতীত্যুক্তং, সৌভগানি। সর্ব্বাণি সৌভাগ্যানি 'নঃ' অস্মভ্যং 'আ বহ' আনয়। (১৯অ ২খ—৩দ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৭৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

'যুঙ্ক্ষ্ব' ক্রিয়াপদের সহিত "অরুণান্ অশ্বান্" পদদ্বয়ের সংযোগ হওয়ায়, মন্ত্রের ভাব-পরিগ্রহণের পথে বিষম অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত করিয়াছে। তাহাতে, 'অরুণ-বর্ণের অর্থাৎ লাল রঙের ঘোটক-সকলকে যুক্ত কর' মন্ত্রের প্রথম চরণের এইরূপ অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ভাষ্যকার আবার 'অশ্বান্' পদে অশ্বস্থানীয় গো-বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, লাল বর্ণের গো-বিশেষকে যুক্ত করিতে বলা হইয়াছে। কোথায় যুক্ত হইবে সে বিষয় অবশ্য ভাষ্যে উল্লিখিত হয় নাই। কোনও ব্যাখ্যাকার ভাবে শকটকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে, 'আপন গোযানে রক্তবর্ণ গোগণকে যুক্ত করিয়া উষা সৌভাগ্যসকলকে (ধনসমূহকে) আনিয়া দিউন।' যাহা হউক, আমরা গাড়ীতে ঘোড়া বা গরু যুতিবার ভাব গ্রহণ করি না। আমরা যথাপূর্ব্ব জ্ঞানলাভ-পক্ষেই কামনার বিষয় স্বীকার করি। হৃদয়ে জ্ঞান-সংযোগই এখানকার প্রার্থনা। জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতাকে আনান হইতেছে,—তিনি যেন আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান সঞ্চার করেন, এবং তাহার ফলে আমরা যেন সৌভাগ্যের চতুর্ব্বর্গের অধিকারী হই। (১৯অ ২খ-৩দ ৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম সূক্তের পঞ্চদশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষড়্বিংশ বর্গের অন্তর্গত।)

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

১ — র ১ ২ ২ ১ ২৩র২১ র ২র১২
উবস্তচ্চা ২ য়িত্রম্। আভরোবা। অস্মভ্যংবা। জিনীবতায়ি। যেনতোকঞ্চ-

১ ২১ ২ ১র ১র — র ১
তনয়ঞ্চ। ধা ২ ৩। মহাউবা। শূদিয়া ২॥ উষোঅদ্যে ২ হ। গোমত্যোনা।

২১র২১ ২৩র১র ২র১২১র২র১ ২
অশ্বাবতায়ি। বিভাবর্য়ায়ি। রেবদস্মব্যুচ্ছসূনৃ। তা ২ ৩। বতাউবা।

১র — ১র -- র ১ ২১র ২১ ২৩র ২১
শূধিয়া ২॥ যুক্ষাহিবা ২ জি। নীবত্যোবা। অশ্বাঁ৺অদ্যা। রুণাঁ৺উষাঃ।

র ২র১২র১র২র১ ২ ১র
অথানোবিশ্বাসৌভগানি। আ ২ ৩। বহাউবা। শূধিয়া ২। ১।২।৩॥

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অশ্বিনা বর্ত্তিরস্মদা গোমদ্দস্রা হিরণ্যবৎ।

৩ ২উ ৩ ১২ ৩ ১২
অর্ব্বাগ্রথ৺ সমনসা নিযচ্ছতম্॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশকৌ হে অশ্বিনৌ দেবৌ!) যুবাং 'দস্রা' (শত্রূণাং উপক্ষয়িতারৌ নিদূরকৌ ইত্যর্থঃ) সন্তৌ 'অস্মৎ' (অস্মাকং) 'বর্ত্তিঃ' (হৃদয়ং) 'গোমৎ' (জ্ঞানকিরণান্বিতং) তথা 'হিরণ্যবৎ' (হিতরমণীয়ধনযুক্তং, সত্ত্বসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) কুরুতং ইতি শেষ; তথা 'সমনসা' (ঐকান্তিকেন যত্নেন ইত্যর্থঃ) 'রথং' (সুকর্ম্মরূপং যানং) 'অর্ব্বাক্' (অর্ব্বাচীনং, অস্মদীয়ং হৃদয়ং অভিমুখে ইত্যর্থঃ) 'নিযচ্ছতং' (আবর্ত্তয়তং, প্রবর্ত্তিতং কুরুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! পারিপার্শ্বিকীঃ সর্ব্বাঃ বাধাঃ দূরীকৃত্য অস্মান সর্ব্বথা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যযুক্তান কুরুতং। (১৯অ-২খ-৪সূ ১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়গান আছে। উহার নাম যথা;—"স্রাধ্যম্"।

বঙ্গানুবাদ।

অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা শত্রুগণের ক্ষপয়িতা অর্থাৎ বিদূরক হইয়া আমাদিগের হৃদয়কে জ্ঞানকিরণান্বিত এবং হিত-রমণীয়-ধনযুক্ত অর্থাৎ সত্ত্বসম্পন্ন করুন; এবং ঐকান্তিক যত্নের দ্বারা সুকর্ম্ম-রূপ যানকে অর্ব্বাচীন অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয় অভিমুখে প্রবর্ত্তিত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! পারিপার্শ্বিক সকল বাধা দূর করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য-যুক্ত করুন)। (১৯অ—২খ—৪সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উষসা সাহচর্য্যাৎ বুদ্ধিস্থাবশ্বিনাবিদমাদিকেন তৃচেন স্তূয়তে। হে 'অশ্বিনা' অশ্ববন্তৌ ব্যাপনশীলৌ বা দেবৌ! 'দস্রা' শত্রূণামুপক্ষপয়িতারৌ 'অস্মৎ' অস্মাকং 'বর্ত্তি' বর্ত্তনহেতুভূতং গৃহং 'আ' সমন্তাৎ 'গোমৎ' বহুভির্গোভির্যুক্তং 'হিরণ্যবৎ' হিতরমণীয়-ধন-যুক্তং চ যথা ভবতি তথা 'সমনসা' সমানমনস্কৌ সন্তৌ 'যুবাং' যুষ্মদীয়ং 'রথং' 'অর্ব্বাক্' অর্ব্বাচীনং অস্মদভিমুখং 'নিযচ্ছতং' আবর্ত্তয়তং। অস্মৎ—সুপাং সুলুক্ (৭।১।৩৯) ইতি ষষ্ঠ্যা লুক্। ১।

* * *

প্রথম (১৭৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'গোমৎ' ও 'হিরণ্যবৎ' পদদ্বয় উপলক্ষে, প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ, দেবদ্বয়ের নিকট গাভীযুক্ত ও হিরণ্যাদিযুক্ত ধনের প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগের রথকে প্রার্থনাকারীর গৃহাভিমুখে প্রবর্ত্তিত করিবার কামনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা এই যে,—প্রথমে শত্রুকে দূর করিতে বলা হইয়াছে, অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু কাম-ক্রোধাদি রিপুর প্রভাবকে প্রথমে নাশ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার পর হৃদয় জ্ঞানকিরণে উদ্ভাসিত হউক, হিত-রমণীয় ধন অধিগত হউক—ইত্যাদি আকাঙ্ক্ষা পরিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এ সকলেরই মূল—সৎকর্ম্মসাধন। উপসংহারে তাই বলা হইয়াছে—"সমনসা অর্ব্বাক্ রথং নিযচ্ছতং।" এখানে 'রথং' বলিতে সৎকর্ম্ম-রূপ যান অর্থেই সঙ্গতি দেখি। হৃদয় পাপ-সংসর্গে রিপুর প্রাধান্যে নীচত্ব প্রাপ্ত হইয়া আছে। সৎকর্ম্মে আদৌ আর মতি স্থির নহে। তাই প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা একান্ত যত্নসহকারে এই অর্ব্বাচীন নীচ আমাদিগের হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধনের প্রচেষ্টা আনিয়া দিউন।' সৎকর্ম্মসাধনই সকল শ্রেয়ঃসাধনের হেতুভূত। তদ্দ্বারা শত্রু দূরে যায়—অসৎ নাশ পায়,

সত্ত্বভাব জাগিয়া উঠে। অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়ের নিকট অর্থাৎ যাঁহারা অন্তরের বাহিরের সকল বিপত্তি দূর করেন, তাঁহাদিগের নিকট এবম্বিধ প্রার্থনাতেই সঙ্গতি দেখা যায়। (১২অ ২খ-৪সূ ১সা।)*

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থঃ সূক্তঃ। দ্বিতীয়ং সাম)।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
এহ দেবা ময়োভুবা দস্রা হিরণ্যবর্ত্তনী।

৩ ১ ২ ৩ ১ ১
উষর্ব্বুধো বহন্তু সোমপীতয়ে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'উষর্ব্বুধঃ' (জ্ঞানোন্মেষেণ প্রবুদ্ধাঃ অস্মাকং কর্ম্মনিবহাঃ, অস্মাকং সংকর্ম্মাণি ইত্যর্থঃ) 'সোমপীতয়ে' (শুদ্ধসত্ত্বপ্রাপণায়, তৈঃ কর্ম্মভিঃ সহ সম্মিলনার্থায়) 'দেবা' (দীপ্তিদানাদি-গুণযুক্তৌ) 'ময়োভুবা' (সুখস্য ভাবয়িতারৌ, সুখপ্রদাতারৌ) 'দস্রা' (শত্রূণাং নাশকৌ) 'হিরণ্যবর্ত্তনী' (হিরণ্যবৎ আকাঙ্ক্ষণীয়মার্গানুসারিণৌ, সৎপথি অনুবর্ত্তিনৌ) তৌ দেবৌ 'ইহ' (অস্মিন্ লোকে, লোকানাং হৃদয়াভ্যন্তরে ইত্যর্থঃ) 'আ বহন্তু' (আনয়ন্তু)। অয়ং ভাবঃ— জ্ঞানসমন্বিতেন অস্মাকং কর্ম্মণা বয়ং যেন লোকান্ অন্তর্ব্যাধি বহির্ব্যাধিনাশকং দেবদ্বয়ং সর্ব্বথা বিজ্ঞাপয়িতুং সমর্থাঃ ভবাম। (১২অ-২খ ৪সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানোন্মেষের দ্বারা প্রবুদ্ধ আমাদিগের কর্ম্মনিবহ অর্থাৎ আমাদিগের সৎকর্ম্মসমূহ, শুদ্ধসত্ত্বকে পাওয়াইবার জন্য অর্থাৎ সেই কর্ম্মসমূহের সহিত সম্মিলনের জন্য, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত, সুখপ্রদাতা, শত্রুনাশক, হিরণ্যবৎ আকাঙ্ক্ষণীয় মার্গানুসারী অর্থাৎ সৎপথের অনুবর্ত্তী, সেই দেবদ্বয়কে, এই সংসার—লোকের হৃদয়াভ্যন্তরে বহন করিয়া আনুক। (ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা আমরা যেন

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম সূক্তের ষোড়শী ঋক্। (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

লোকগণকে অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক দেবত্বলাভের জন্য সর্ব্বথা নিয়োজিত করিতে সমর্থ হই।)॥ (১অ—১খ—৪সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উষর্বুধঃ' উষসি প্রবুদ্ধা অশ্বাঃ 'ইহ' অস্মিন্ যাগে 'সোমপীতয়ে' সোম-পানায় 'দস্রা' শত্রূণামুপক্ষপয়িতারৌ অশ্বিনৌ 'আ বহন্তু' আনয়ন্তু। কীদৃশৌ? 'দেবা' দেবন-শীলৌ নানাবিধগুণ-যুক্তৌ বা 'ময়োভুবা' ময়সঃ আরোগ্যস্য ভাবয়িতারৌ। অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ—ইতি শ্রুতেঃ। 'হিরণ্যবর্ত্তনী' বর্ত্ততেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা বর্ত্তনি-শব্দেন রথ উচ্যতে। সুবর্ণময়ো বর্ত্তনির্যয়োস্তৌ। দেবা—ইত্যাদিষু ত্রিষু সুপাং সুলুক্ (৭।১।৩৯)—ইত্যাকারঃ॥ (১৯অ ২খ-৪সূ ২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (১৭৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——————•:•:•——————

আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ নূতন ভাবের প্রকাশক হইল। ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যেও অবশ্য মতান্তর দৃষ্ট হয়। ব্যাখ্যায় সকলেই ভাষ্যের অনুসরণ করেন নাই।

ভাষ্যের সহিত মত-পার্থক্যের প্রধান কারণ—'উষর্বুধঃ' পদ। ভাষ্যের মতে, ঐ পদের লক্ষ্য—উষাকালে জাগরিত অশ্বগণের প্রতি। তদনুসারে অর্থ হয় এই যে—অশ্বিদ্বয়ের বাহন অশ্বগণ উষাকালে জাগরিত হইয়া তাঁহাদিগকে (অশ্বিদ্বয়কে যজ্ঞক্ষেত্রে বহন করিয়া আনুক। অনেকেই এই ব্যাখ্যারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন বটে; কিন্তু একজন ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—'না, তাহা নহে' ঐ 'উষর্বুধঃ' পদে ঋত্বিক্ পুরোহিতগণকে বুঝাইয়াছে; তাঁহারা উষাকালে জাগরিত হইয়া যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তাই তাঁহাদিগকে 'উষর্বুধঃ' বলা যায়।

প্রচলিত এই দুইরূপ অর্থের পরিচয়-স্বরূপ দুই প্রকার প্রচলিত ব্যাখ্যা (একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সেই দুই ব্যাখ্যা; যথা,—

(১) "দ্যুতিমান্ আরোগ্যপ্রদ স্বর্ণরথযুক্ত এবং দস্র অশ্বিদ্বয়কে সোমপান করিবার জন্য অশ্বগণ উষাকালে জাগরিত হইয়া এস্থানে আনয়ন করুক।"

(2) "Hither may they who wake at dawn bring, to drink Soma, both the gods.

Health-givers, wonder workers, borne on paths of gold." *

---

* এই ইংরাজী ব্যাখ্যাকারই (গ্রিফিথ্ সাহেব) উষর্বুধঃ পদ-সম্বন্ধে নিম্নরূপ টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন;—According to Sayana (it means) the

আমাদিগের ব্যাখ্যা কিন্তু ঐ দুই পথের কোনও পথই অবলম্বন করে নাই। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। যে দেবতার আগমনে অর্থাৎ সান্নিধ্য-প্রাপ্তিতে অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধি নাশ প্রাপ্ত হয়, সেই দেবতাকে ইহসংসারে আনিবার জন্য তাঁহার প্রভাব সর্ব্বত্র বিস্তৃত করিবার অভিপ্রায়ে এখানে প্রার্থনাকারীর আকুল আহ্বান দেখা যায়। তাঁহার প্রধান আকাঙ্ক্ষা 'উষর্ব্বুধঃ' পদে প্রকাশ পাইয়াছে সে আকাঙ্ক্ষা—আমাদিগের কর্ম্মসমূহ জ্ঞানোন্মেষের দ্বারা প্রবুদ্ধ হউক। কি জন্য প্রবুদ্ধ হইবে? না- 'সোমপীতয়ে'; অর্থাৎ, দেবগণকে শুদ্ধসত্ত্ব পাওয়াইবার জন্য উদ্বুদ্ধ হউক—ইহাই এখানকার প্রথম ও প্রধান কামনা। তাহার ফল কি হইবে? পরবর্ত্তী অংশে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদিগের কর্ম্মসমূহ যদি জ্ঞানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহারাই সেই দেবতাকে—অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক দেবতাকে—এ সংসারে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। কর্ম্মের দ্বারা অন্তরের ও বাহিরের সর্ব্বপ্রকার বিপদ দূরীভূত হয়। অতএব, কর্ম্মসমূহকে জ্ঞানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করা হউক—ইহাই প্রথম কামনা বা সঙ্কল্প হওয়া কর্ত্তব্য। তাহার ফল,—আপনাদিগের ও জগতের শ্রেয়ঃসাধন। তদ্দ্বারা যে কি প্রকার শ্রেয়ঃ সাধিত হইতে পারে, দেবতার বিশেষণে তাহাই বোধগম্য হইবে। দেবদ্বয় 'দস্রা' অর্থাৎ শত্রুনাশক। যদি জ্ঞানসংযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা দেবদ্বয়কে আকর্ষণ করিতে পারি, তাহা হইলে সকল প্রকার শত্রুই নাশ প্রাপ্ত হইবে। তাঁহাদের 'দস্রা' বিশেষণ সেই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহাদের 'ময়োভুবঃ' বিশেষণে তাঁহারা যে সুখের দাতা সুখসাধক হইবেন, তাহাই বুঝা যাইতেছে। তাঁহারা যে সৎপথের অনুবর্ত্তী সৎকর্ম্মের অনুসারী, 'হিরণ্যবর্ত্তনী' পদে তাহাই বোধগম্য হয়। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের উপদেশ এই যে, জ্ঞানের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া সর্ব্বথা সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হও; তদ্দ্বারা সকল ব্যাধি বিপত্তি দূরীভূত হইবে মন্ত্রের অন্তর্গত 'হিরণ্যবর্ত্তনী' পদে সেই দেবদ্বয়, যাঁহারা অন্তরের ও বাহিরের সকল ব্যাধি বিপত্তি দূর করেন সেই দেবদ্বয় কোন্ কর্ম্মে কি ভাবে আসিয়া আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়েন, তাহাই বুঝা যায়। সৎকর্ম্মের পথই হিরণ্ময় আকাঙ্ক্ষণীয়; অর্থাৎ, সেই পথেই তাঁহারা আসিয়া থাকেন; সৎকর্ম্মের সমাধানেই সকল বিপত্তি দূরীভূত হয়। (১৯অ ২খ-৪সূ—৫সা)।

---

horses of the Asvins. The expreesion may apply, with at least equal propriety, to the priests who rise at day break to perform the morning sacrifices" যাহা হউক, সকল প্রকার ব্যাখ্যাতেই সোমরস মাদকদ্রব্য পান করাইবার জন্য যে অশ্বিদেবদ্বয়কে যজ্ঞক্ষেত্রে আনয়ন করিতে হইবে, এই উক্তিই প্রকাশ পাইয়াছে।

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

২ ৩২উ　৩ ১ ২　৩ ২উ　৩ ১ ২　৩ ১ ২

যাবিত্থা শ্লোকমা দিবো জ্যোতির্জ্জনায় চক্রথুঃ।

২ ৩ ১ ২　৩ ২

আ ন ঊর্জ্জং বহতমশ্বিনা যুবম্ ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'যৌ' (যুবাং) 'জনায়' (লোকহিতসাধনায়) 'ইত্থা' (অনেন পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ, সর্ব্বেভ্যঃ কর্ম্মসামর্থ্যদানানন্তরং ইত্যর্থঃ) "দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ, সত্ত্বনিলয়াৎ) 'শ্লোকং' (শংসনীয়ং) 'জ্যোতিঃ' (তেজঃ, জ্ঞানকিরণং ইত্যর্থঃ) 'চক্রথুঃ' (কুরুতং, ইহজগতি আনয়তং); তথা 'যুবং' (যুবাং) নঃ' (অস্মভ্যং প্রার্থনাকারিভ্যঃ) 'ঊর্জ্জং' (বলপ্রাণং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) 'আ বহতং' (আনয়তং প্রযচ্ছতং) প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ- হে দেবৌ! ইহজগতি সর্ব্বথা জ্ঞানকিরণং বিস্তারয়তং তথা অস্মাসু বলপ্রাণং সঞ্চারয়তং। (১৯অ ২খ—৪সূ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা লোক-হিতসাধনের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্থাৎ সকলকে কর্ম্মসামর্থ্য দানানন্তর, দ্যুলোক হইতে—সত্ত্বনিলয় হইতে—শংসনীয় তেজকে অর্থাৎ জ্ঞানকিরণকে ইহজগতে আনয়ন করুন; এবং এই প্রার্থনাকারী আমাদিগের জন্য বলপ্রাণকে অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনের শক্তিকে আনয়ন করুন—প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! ইহজগতে সর্ব্বথা জ্ঞানকিরণ বিস্তার করুন এবং আমাদিগের মধ্যে বল-প্রাণ সঞ্চার করুন।)। (১৯অ—২খ—৪সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ 'যৌ' যুবাং 'দিবঃ' লোকাৎ 'শ্লোকং' উপশ্লোকনীয়ং প্রশংসনীয়ং 'জ্যোতিঃ' তেজঃ 'ইত্থা' ইত্থমস্মাভিরনুভূয়মানেন প্রকারেণ 'চক্রথুঃ' কৃতবন্তৌ। কেবাকিম্বতেন সূর্য্যা-

চন্দ্রমসাবশ্বিনাবিত্যুচ্যেতে। তদুক্তং যাস্কেন—তৎকাবশ্বিনৌ দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেকেঽহো-রাত্রাবিত্যেকে সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিত্যেকে (নিরু০ দৈ০ ৬।১) ইতি। তথাচ প্রকাশকত্বং তয়োরূপপন্নং তৌ 'যুবং' যুবাং 'নঃ' অস্মভ্যং ঊর্জ্জং বল প্রদমন্নং 'আ বহতং' আনয়তং প্রযচ্ছতং। শ্লোক সঙ্ঘাতে (ভ্বা০ আ০), অয়ং স্তুত্যর্থোঽপি, কর্ম্মাণি ঘঞ্; 'ঞ্চন্দ দাহ্যা-দাস্তবং (৬।১।১৯৭)॥ (১৯অ ২খ—৪সূ-৩সা)॥

ইতি একোনবিংশস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১৭৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'শ্লোকং' ও 'জ্যোতিঃ' পদদ্বয়ের অর্থ-উপলক্ষে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে সংশয় পরিদৃষ্ট হয়। সায়ণ 'শ্লোকং' পদের প্রতিবাক্যে 'শংসনীয়' পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে 'জ্যোতিঃ' পদের 'তেজঃ' অর্থই সঙ্গত। তদনুসারে, অশ্বিদ্বয় সংসারে শংসনীয় তেজকে আনয়ন করেন—এই ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার 'শ্লোকং' পদে 'স্তোত্র' অর্থের সার্থকতা দেখিয়াছেন। যাঁহারা 'শ্লোকং' পদে এইরূপ স্তোত্র অর্থ গ্রহণ করেন, 'জ্যোতিঃ' পদে তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে আলোক অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। তবে সে আলোক এবং স্তোত্র যে কেমন করিয়া দ্যুলোক হইতে আসে, তাহা তাঁহারা খ্যাপন করেন নাই। যাহা হউক, 'জ্যোতিঃ' পদে 'তেজঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ-পূর্ব্বক, সায়ণ 'অশ্বিনা' পদে আবার যাস্কের নিরুক্ত অনুসারে 'সূর্য্যঃ ও চন্দ্র' অর্থ গ্রহণ করিতেও প্রলুব্ধ হইয়াছেন। সে পক্ষে সায়ণের ভাব দ্যুলোক হইতে সূর্য্যের ও চন্দ্রের প্রশংসনীয় জ্যোতিঃ আসে। অন্যের অর্থ—দ্যুলোক হইতেই স্তোত্র ও আলোক আসে। এক অর্থে—সূর্য্য-চন্দ্ররূপে অশ্বিদ্বয় দ্যুলোক হইতে প্রশংসনীয় আলোক বিতরণ করিতেছেন। অন্য অর্থে—তাঁহারা দ্যুলোক হইতে স্তোত্র ও আলোক প্রেরণ করেন। প্রথমোক্ত অর্থ ভাষ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। শেষোক্ত অর্থের একটী আদর্শ (ইংরাজী অনুবাদ) নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

"Ye who b·ought down the hymn from heaven,a light that giveth light to man,
Do ye, O Aswins, bring strength hither to us."

কোথা হইতে কি ভাব আসিয়াছে, আমাদিগের ব্যাখ্যায় তাহাই একটু বিশ্লেষণ করিবার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি। আমরা বলি, যে দেবতার, যে সৎকর্ম্মের বা সদ্ভাবের দ্বারা বাহ্য ও অভ্যন্তর বিশুদ্ধ হয়, সকল প্রকার বিপাস্ত দূরে যায়, তাহার উৎপত্তি-স্থান—দ্যুলোক—সদ্ভাবনিলয় স্বর্গ। যে তেজঃ, শক্তি বা জ্ঞান আমরা লাভ করি, তাহা সেই দেবতার বা সদ্ভাবের নিকট হইতে প্রাপ্ত; অর্থাৎ, সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ। সকল

কর্ম্মসামর্থ্য তাঁহাদের অর্থাৎ সৎকর্মান্বিতগণের নিকট প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে এই মন্ত্রে দেবতার নিকট বল-প্রাণ-প্রাপ্তির অর্থাৎ কর্ম্মশক্তির ও জ্ঞান-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে মন্ত্রটীকে আত্মোদ্বোধক বলিয়াও মনে করিতে পারি। সঙ্কল্প এই যে, যেন সেই কর্ম্ম করিতে পারি, যদ্দ্বারা সকল জ্ঞান ও শক্তি অধিগত হয়। (৯অ ২খ ৫সূ—৩সা)। *

— * —

চতুর্থ-সূক্তের গেয় গান।

১ র — ১ ২র১২ ১ ২৩২ ১ ৩ ১র ১ ১ ২২ ১
অশ্বিনাবা ২ র্ত্তিঃ। অস্মদোবা। গোমদ্দস্রা। হিরণ্যবাৎ। অর্বাগ্রথ৺ সমনসানি।

২ ১র — ১র ১ -- র ১ ২১র ২১
যা ২ ৩। চ্ছতাউবা। শূন্যিয়া ২। এহদেবা ২। যোভবোবা। দস্রা হিরা।

২ ৩২ ১ ২ ১ র২ র ১ ২ ১র --
ণ্যবর্ত্তনায়ি। উষর্বুধোবহন্তুসোম। পা ২ ৩ য়ি। তয়াউবা। শূন্যিয়া ২।

১র র -- র ১ ২র ১ ২ ১ ২৩২ ১ র ২১র
বাবিচ্ছ্রুয়া ২ কম্। আদিবোবা। জ্যোতির্জ্জনা। যচক্রথুঃ। আনউর্জ্জং-

২ ১ ২ ১র -- ১ ২
নহতমশ্বি। না ২ ৩। যুবাউবা। শূন্যিয়া ২। এ ২ ৩ হিয়া ৩ ৪ ৩।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ ড। ১২৩। †

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অগ্নিং তং মন্যে যো বসুরস্তং যং যন্তি ধেনবঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অস্তমর্ব্বন্ত আশবোঽস্তং নিত্যাসো বাজিন ইষ৺,

৩ ২ ৩ ১ ২
স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তবিংশী বর্গের অন্তর্গত।)

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—“শ্রৌধ্যং”।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ যঃ ভগবান্) 'বসুঃ' (সর্ব্বেষাং পরমাশ্রয়ভূতঃ), 'অস্তং' (সর্ব্বেষাং আধারভূতং, ধারকং বা) 'যং' (প্রজ্ঞানস্বরূপং যং ভগবন্তং) 'ধেনবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'যন্তি' (প্রাপ্নুবন্তি, আশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি ইত্যর্থঃ), অপিচ 'অস্তং' (সর্ব্বেষাং আধারভূতং, আশ্রয়-স্বরূপং বা) যং ভগবন্তং 'অর্ব্বন্তঃ' (ক্ষিপ্রগমনশীলাঃ, সদাসৎকর্ম্মপরায়ণাঃ) 'আশবঃ' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'যন্তি' (আশ্রয়ন্ত), তথা 'নিত্যাসঃ' (নিত্যপ্রবৃত্তাঃ, সদাসৎকর্ম্মশীলাঃ ইতি যাবৎ) 'বাজিনঃ' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ইতি ভাবঃ) যং 'অস্তং' (সর্ব্বেষাং আশ্রয়ভূতং ভগবন্তং) যন্তি (প্রাপ্নুবন্তি, যদ্বা যস্মিন্ ভগবতি আত্মলীনং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ); 'তং' (তথাবিধং, জগতাং আধারভূতং, জগৎকারণং ইতি ভাবঃ) 'অগ্নিং' (প্রজ্ঞানস্বরূপং জ্ঞানাধারং ভগবন্তং) 'মন্যে' (স্তুমঃ, আশ্রয়ং কুর্ম্মঃ ইতি ভাবঃ)। তাদৃশঃ ত্বং 'স্তোতৃভ্যঃ' (তবাশ্রয়প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং) 'ইষং' (অভীষ্টফলং) 'আভর' (আহর, দেহি)। অয়ং ভাবঃ, জগতি সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ জনাঃ অবিচলিতভাবেন ভগবন্তং আরাধয়ন্তি। তৎকর্ম্মণা এব ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্তাঃ তে পরমপদং লভন্তে। অতঃ হে ভগবন্! অস্মভ্যং পরমপদং সিদ্ধিঞ্চ দেহি। (১৯অ—৩খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবান্ সকলের পরমাশ্রয়ভূত; সকলের আধারভূত প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবানকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানকিরণসমূহ অবস্থিতি করে; অপিচ, সকলের আশ্রয়স্বরূপ যে ভগবানকে সদাসৎকর্ম্মপরায়ণ আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ আশ্রয় করেন এবং সদাসৎকর্ম্মশীল আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জ্ঞানীগণ সকলের আশ্রয়ভূত যে ভগবানকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যাঁহাতে আত্মলীন করেন, জগতের আধারভূত জগৎকারণ প্রজ্ঞানাধার সেই ভগবানকে আমরা স্তুতি করি অর্থাৎ আশ্রয় করি। তদ্গুণসম্পন্ন হে ভগবন্! আপনার আশ্রয়প্রার্থনাকারী আমাদিগকে অভীষ্টফল প্রদান করুন! (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধুগণই ইহসংসারে অবিচলিতভাবে ভগবানের আরাধনায় রত থাকেন। সেই কর্ম্মের দ্বারাই ভগবৎ-সামীপ্য-প্রাপ্ত তাঁহারা পরমপদ লাভ করেন। অতএব হে ভগবন্! আমাদিগকে পরমপদ ও সিদ্ধি প্রদান করুন)। (১৯অ—৩খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তং' অগ্নিং 'মন্যে' স্তৌমি, 'যঃ' অগ্নিঃ 'বসুঃ' বাসকঃ, 'যং' 'অস্তং' সর্ব্বেষাং গৃহবদাশ্রয়ভূতমেনং 'ধেনবঃ' গাবঃ 'যন্তি' গচ্ছন্তি প্রীণয়িতুং 'অস্তং' উক্ত-লক্ষণং 'অর্ব্বন্তঃ' অশ্বাঃ

অথবাঃ 'আশবঃ' শীঘ্র-গামিনঃ যন্তি, তথা 'সত্যাসঃ' নিত্য-প্রবৃত্তয়ো 'বাজিনঃ' হবির্লক্ষণা-ন্নবন্তো যজমানাঃ যং 'অত্যং' যন্তি তং মন্ত্রে, 'ঈষং' অশ্বং 'স্তোতৃভ্যঃ' অস্মভ্যং 'আভর' হে অগ্নে। আহর॥ (১৯অ—৩খ-১সূ—১সা)।

* . *

প্রথম (১৭৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

বিবিধ-ভাব-প্রকাশক এই মন্ত্রে এক দিকে যেমন নিত্যসত্যপ্রকাশক আত্মোদ্বোধনা আছে, অন্যদিকে তেমনি প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে। জগত্তারক জগদ্রক্ষক ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হইলে, তাঁহার পূজায় প্রাণমন উৎসর্গ করিলে, তাঁহাতে সহজেই যে আত্মলীন করিতে পারা যায়, ভগবান্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহাদিগকে যে উদ্ধার করিয়া লয়েন,—মোক্ষপদ প্রদান করেন,—এই সত্যই মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রকটিত। দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনার ভাব সূচিত। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন, সৎকর্ম্মে জ্ঞানোন্মেষে যখন আপনাকে পাওয়া যায়, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ যখন তৎপ্রভাবেই আপনাকে পাইয়া থাকেন, তখন আমরাই বা আপনাকে পাইব না কেন? আপনার কৃপাকটাক্ষপাত হইলে আমরাও তো তাঁহাদের ন্যায় শুভকর্ম্মসমন্বিত হইতে পারি। আপনি আসুন; আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানোন্মেষ করিয়া দিউন; আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনে উদ্বুদ্ধ করুন; আপনাকে পাইবার উপযোগী করিয়া লউন। আমরাও অনায়াসে আপনাকে পাইতে পারিব। আত্মসমর্পণ করিলাম; চরণে শরণ লইলাম; আপনি আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করুন। আপনি কৃপা করিয়া, আমাদিগকে সেই অবস্থায় লইয়া চলুন, যে অবস্থায় প্রেমের অফুরন্ত প্রস্রবণ নিত্য প্রবাহিত হয়, যে অবস্থায় ভক্তগণ গদগদচিত্তে প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারি—

> "তোমারি সুখেতে আমারি সুখ, তোমারি সেবায় প্রীতি পাই।
> তোমার হাসি অমিয়রাশি হৃদয়ে মাখিয়া সিদ্ধ হই।"

ভগবানই সর্ব্বলোকের পরম আশ্রয়স্থল। তাঁহা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহাতেই জগৎ বিধৃত আছে, তাঁহাতেই জগৎ আবার বিলয়প্রাপ্ত হইবে। জগতের আধার—তিনি; মানবের একমাত্র গতি—তিনি। সাধকগণ তাঁহাকে পাইবার জন্যই সাধনা করেন, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই সামগান উচ্চারিত হয়, তাঁহার উদ্দেশেই ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞসম্পাদন করেন। তাঁহার পদপ্রান্ত হইতে জ্ঞানধারা প্রবাহিত হইয়া মানবকে শান্তির পথ প্রদর্শন করে, আবার তাঁহাতেই সেই জ্ঞান পুনরাবর্ত্তন করে। জ্ঞানস্বরূপ তিনি, তাঁহার কৃপাতেই জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়। তাঁহার দেওয়া জ্ঞানরশ্মির সাহায্যেই সাধক তাঁহার পদপ্রান্তে পৌঁছিতে পারেন, তাঁহার জ্ঞানের ফল তাঁহার চরণেই বিলীন হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মতের যে অনৈক্য আছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে—'যিনি দিবানিশি, এবং যাঁহাকে ধেনুগণ, শীঘ্রগামী অশ্বগণ ও নিত্য-

প্রভৃতি ভয়দাতাগণ নিজ নিজ গৃহের ন্যায় আশ্রয় করে, আমি সেই অগ্নিকে স্তুতি করি। হে অগ্নি! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।' (১৯অ—২খ-১সূ—২সা)।*

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অগ্নির্হি বাজিনং বিশে দদাতি বিশ্বচর্ষণিঃ।

৩ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
অগ্নী-রায়ে স্বাভুবং৺ স প্রীতো যাতি

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বার্য্যং ইষং৺ স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বচর্ষণিঃ' (বিশ্বদ্রষ্টা) 'অগ্নিঃ হি' (জ্ঞানদেবঃ এব) 'বিশে' (প্রজাভ্যঃ, সাধকেভ্যঃ) 'বাজিনং' (বলযুক্তং, শক্তিদায়কং—জ্ঞানং ইতি যাবৎ) 'দদাতি' (প্রযচ্ছতি); 'সঃ অগ্নিঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ জ্ঞানদেবঃ) 'প্রীতঃ' (প্রসন্নঃ সন্) 'রায়ে' (ধনার্থিনে) 'স্বাভুবং' (সুষ্ঠু কল্যাণদায়কং) 'বার্য্যং' (সর্বৈঃ বরণীয়ং) পরমধনং 'যাতি' (প্রাপয়তি, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ); হে দেব! কৃপয়া 'স্তোতৃভ্যঃ' (প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং) 'ইষং' (পরাসিদ্ধিং) 'আ ভর' (আহর, প্রদেহি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি লোকেভ্যঃ পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি; সঃ অস্মভ্যং তৎ পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ ॥ (১৯অ-৩খ ১সূ—১সা)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বদ্রষ্টা জ্ঞানদেবই সাধকদিগকে শক্তিদায়ক জ্ঞান প্রদান করেন; প্রসিদ্ধ সেই জ্ঞানদেব প্রসন্ন হইয়া ধনার্থীকে কল্যাণদায়ক সকলের বরণীয়

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ ৮খ—৮দ—৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

পরমধন প্রদান করেন; হে দেব! কৃপাপূর্ব্বক প্রার্থনাকারী আমাদিগকে পরাশান্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই লোকদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন; তিনি আমাদিগকে সেই পরমধন প্রদান করুন)॥ (১৯অ— খ—১সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অগ্নিঃ হি' অগ্নিরপি খলু 'বিশে' যজমানায় 'বাজিনং' অন্নবন্তং পুত্রং অশ্বং অন্নং বা 'দদাতি' প্রযচ্ছতি, বিশ্বচর্ষণিঃ। বিশ্বে চর্ষণয়ো মনুষ্যা রক্ষণীয়া অর্চ্চকা বা যস্য স তথোক্তঃ। যদ্বা, পশ্যতি-কর্ম্মৈতৎ। সর্ব্বস্য দ্রষ্টা 'অগ্নিঃ 'রায়ে' ধনার্থিনে। অথবা দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী। (৩১৮৫) ধনং। 'স্বাভুবং' সুষ্ঠু সর্ব্বত্র ব্যাপ্তং 'বার্য্যং' সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়ং প্রীতঃ সন্ 'যাতি' যময়তি দাতুং বা গচ্ছতি। ইত্যমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। (১৯অ—৩খ ১সূ ২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (১৭৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • § • ——

মন্ত্রে জ্ঞানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। জ্ঞানদেব বলিতে এখানে ভগবানের শক্তিবিশেষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভগবান বিশ্বদ্রষ্টা, বিশ্বের যাবতীয় বিষয় তাঁহার নখদর্পণে রহিয়াছে। তিনি অন্তর্যামীরূপে সাধকের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন। জ্ঞানদেব, সাধকদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন—সেই জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারা মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়েন।

জ্ঞানের প্রভাবে মানুষ আপনার সর্ব্ববিধ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। 'রায়ে' পদের ভাষ্যার্থ 'ধনার্থিনে' অর্থাৎ যিনি পরমধন কামনা করেন। আমরাও ভাষ্যার্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'বার্য্যং' পদের অর্থ 'বরণীয়ং'-সর্ব্বৈঃ বরণীয়ং; যাহা সকল লোকে কামনা করে, প্রার্থনা করে—তাহা কি? এমন কোন বস্তু থাকিতে পারে, যাহা আপামরসাধারণ সকলের প্রার্থনীয়? তাহা পরমধন মোক্ষ। তাহার প্রেরণাতেই মানুষ সেই পরমাত্মলাভের জন্য আত্মনিয়োগ করে। মন্ত্রে তাহারই প্রতিধ্বনি—মানব-অন্তরের সেই চিরবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশিত হইয়াছে। মন্ত্রের যে সকল প্রচলিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল, "সকলের দর্শক অগ্নি যজমানকে অন্নযুক্ত (পুত্র) দান করেন, অগ্নি প্রীত হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ও বরণীয় ধন (দানের জন্য) গমন করেন। (হে অগ্নি!) স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।" (১৯অ ৩খ ১সূ—২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

২ ১র ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সো অগ্নির্যো বসুর্গৃণে সং যমায়ন্তি ধেনবঃ।
১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সমর্বন্তো রঘুদ্রুবঃ সং সুজাতাসঃ সূরয় ইষং
৩ ২ ৩ ১ ২
স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ বসুঃ' (নিবাসপ্রদঃ যঃ দেবঃ, পরমাশ্রয়স্বরূপঃ যঃ দেবঃ) 'গৃণে' (স্তূয়তে, সাধকৈঃ আরাধিতঃ ভবতি ইত্যর্থঃ), '(ধে)নবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'যং' (যং দেবং) 'সমায়ন্তি' (সম্প্রাপ্নুবন্তি), 'রঘুদ্রুবঃ অর্বন্তঃ' (লঘুগমনাঃ সাধকাঃ, আশুমুক্তিকামিনঃ সাধকাঃ) যং দেবং 'সং' (সমায়ন্তি প্রাপ্নুবন্তি), 'সুজাতাসঃ' (শোভনজন্মানঃ, দিব্যজ্ঞানান্বিতাঃ) 'সূরয়ঃ' (জ্ঞানিনঃ) যং দেবং 'সং' (সমায়ন্তি, প্রাপ্নুবন্তি) 'সঃ অগ্নিঃ' (সঃ প্রসিদ্ধঃ জ্ঞানদেবঃ) 'স্তোতৃভ্যঃ' (প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'ইষং' (পরাসিদ্ধিং) 'আ ভর' (আহর, প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া বয়ং পরাসিদ্ধিং লভেমহি — ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৯অ-৩খ-১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমাশ্রয়স্বরূপ যে দেবতা সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হয়েন, জ্ঞানকিরণসমূহ যে দেবতাকে প্রাপ্ত হয়, আশুমুক্তিকামী সাধকগণ যে দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন, দিব্যজ্ঞানান্বিত জ্ঞানিগণ যে দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন, সেই প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেব প্রার্থনাকারী আমাদিগকে পরাসিদ্ধি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় আমরা যেন পরাসিদ্ধি লাভ করি।)। (১৯অ—৩খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'সঃ অগ্নিঃ' স হ্যগ্নিঃ 'যঃ' 'বসুঃ' বাসকঃ 'গৃণে' স্তূয়তে 'যং' 'ধেনবঃ' 'সমায়ন্তি' হোমার্থং সঙ্গচ্ছন্তু, 'অর্বন্তঃ' অশ্বাঃ রঘুদ্রুবঃ লঘুগমনাঃ 'সং' আয়ন্তি, 'সুজাতাসঃ' শোভন প্রাদুর্ভূতাঃ 'সূরয়ঃ' মেধাবিনঃ 'সং' আয়ন্তি। স যস্য হবিস্তি শেষঃ পূর্ব্ববৎ। ৩।

* * *

তৃতীয় (১৭৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

———:*:———

প্রথমেই আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"যিনি নিবাসপ্রদ বলিয়া স্তুত হয়েন, যাঁহার নিকট ধেনুগণ সমাগত হয়, দ্রুতগামী অশ্বগণ সমাগত হয় এবং সুজাত মেধাবীগণ সমাগত হয়, তিনি অগ্নি। (হে অগ্নি!) স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।" এই অনুবাদের মধ্যে দুইটী ভাব বর্ত্তমান আছে। প্রথম অংশ হইতে ইহাই মনে হয় যে, মন্ত্রে অগ্নির বর্ণনাচ্ছলে মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনার অর্থ—সেই অগ্নি যেন স্তোতাদিগকে পরমধন প্রদান করেন।

ভাষ্যাদিতে যে অগ্নির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই অগ্নি কি? যদি কাষ্ঠাদি দাহনশীল পরিদৃশ্যমান অগ্নিই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল হয়, তবে তাহা নিবাসপ্রদ হইবে কিরূপে? আবার, সেই অগ্নির নিকটে ধেনুগণ এবং দ্রুতগামী অশ্বগণ সমাগত হয় কেন? আবার "সুজাত মেধাবীগণই" বা সেই অগ্নির নিকট কেন সমাগত হয়?

আমাদের মনে হয় মন্ত্রের পদসমূহের অর্থপ্রসঙ্গেই ভ্রান্তির অবসর ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে 'অগ্নি' শব্দে কোন বস্তুকে লক্ষ্য করে। আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি যে বেদের মধ্যে অনিত্য বস্তু বা ঘটনার কোনও প্রসঙ্গ নাই। বেদে নিত্য-সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। এখানে বেদে যে 'অগ্নি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার মূল অর্থ—মানবের অন্তরস্থিত জ্ঞানাগ্নি। আবার 'ধেনবঃ' পদে 'গরু বাছুর' প্রভৃতি কিছুই বুঝায় না। 'ধেনবঃ' পদে জ্ঞানকিরণকে বুঝায়। এখন দেখা যাউক, 'ধেনবঃ যং সমায়ন্তি' মন্ত্রাংশের কি অর্থ সম্পাদিত হয়। আমরা পূর্ব্ব অর্থানুসারে দেখিতেছি যে, উহার অনুবাদ হয়, "জ্ঞানকিরণসমূহ যাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।" 'যং' সর্ব্বনাম পদ 'অগ্নি' শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উহার অর্থ,—'জ্ঞানকিরণসমূহ জ্ঞানদেবকে প্রাপ্ত হয়।'

এই অংশের আর ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। কারণ জ্ঞানকিরণ জ্ঞানদেবেরই বিভূতি। সুতরাং এই অংশের দ্বারা স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা দেখুন। তাহা এই,—'যাহার নিকট ধেনুগণ সমাগত হয়।' ধেনুগণ অগ্নির নিকট কেন সমাগত হইবে? এই অংশের দ্বারা কি কোনও ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা মনে করি এখানে ধেনু বা অগ্নির কোনই প্রসঙ্গ নাই।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ,—"রঘুদ্রুবঃ অর্ব্বন্তঃ যং সমায়ন্তি", উহার বঙ্গানুবাদ,—'যাহার নিকট দ্রুতগামী অশ্বগণ সমাগত হয়।" অগ্নির নিকটে অশ্বগণ সমাগত হইবে কেন, তাহার কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। আমরা মনে করি 'রঘুদ্রুবঃ অর্ব্বন্তঃ' পদদ্বয়ে আত্মমুক্তিকামী সাধকগণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহারাই জ্ঞানদেব-সমীপে গমন করেন অর্থাৎ সাধকগণ সাধনা-প্রভাবে পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। ইহাই মন্ত্রাংশের অর্থ। "সুজাতাসঃ সূরয়ঃ যং" অংশের অর্থ-সম্বন্ধেও এক কথাই বলা যায়।

মন্ত্রের শেষাংশে প্রার্থনা আছে। সেই প্রার্থনার প্রচলিত ভাব—'অগ্নি তোমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন।' কিন্তু অগ্নি কিরূপে অন্ন প্রদান করেন? আমরা মনে করি পরাসিদ্ধি-লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১৯অ—৩খ—১সূ—৩সা)। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মহে নো অদ্য বোধয়োষো রায়ে দিবিত্মতী।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যথা চিন্নো অবোধয়ঃ সত্যশ্রবসি

৩ ১র ২র ৩ ১ ২
বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সুজাতে' (সৎকর্ম্মসমুদ্ভবে) 'অশ্বসূনৃতে' (সৎকর্ম্মণি অধিষ্ঠাত্রি। 'উষঃ' (জ্ঞানোন্মেষিকে হে দেবি) 'দিবিত্মতী' (দীপ্তিমতী) ত্বং 'যথা চিৎ' (যেন প্রকারেণ) 'বায্যে' (শক্তিসমুদ্ভূতে, আত্মশক্তিসম্পন্নে) 'সত্যশ্রবসি' (সত্যশীলে জনে) 'অদ্য' (নিত্যং, সদাকালং) 'অবোধয়ঃ' (আত্মানং উদ্বোধয়সি, প্রকাশয়সি বা) তথা 'মহে' (মহতে, পরমায়) 'রায়ে' (ধনায়, পরমধন-লাভায় ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'বোধয়' (প্রবুদ্ধয়); হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছ—ইতি ভাবঃ। (১৯অ ৩খ ২সূ—১সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসমুদ্ভূত সৎকার্য্যের অধিষ্ঠাত্রি জ্ঞানোন্মেষিকে হে দেবি! দীপ্তিমতী আপনি যেরূপে আত্মশক্তিসম্পন্ন সত্যশীল ব্যক্তিতে আপনাকে নিত্যকাল প্রকাশিত করেন, সেইরূপ পরমধনলাভের জন্য আমাদিগকে উদ্বোধিত করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। (১৯অ—৩খ—২সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অগ্নে' অগ্নিন্ যাগদিনে, হে 'উষঃ' উষো দেবি! 'দিবিত্মতী' দীপ্তিমতী ত্বং 'নঃ' অস্মান্ 'মহে' মহতে 'রায়ে' ধন-প্রাপ্তয়ে 'বোধয়' প্রজ্ঞাপয় প্রকাশয়েত্যর্থঃ। সতি হি প্রকাশে ক্রতু-দ্বারা ত্রয়্যার্জ্জয়িতুং শক্যত্বাৎ। 'যথা চিৎ' যথৈব পুরা 'নঃ' অস্মান্ 'অবোধয়ঃ' অতীতেষু দিনেষু যথা বোধিতবতী, তদ্বদধুনাপীত্যর্থঃ। হে 'সুজাতে' শোভন-প্রাদুর্ভূতে! 'অশ্বসূনৃতে' অশ্বাখ্যা প্রিয়-সত্যাত্মিকা বাগ যস্যাঃ সা। হে তাদৃশ দেবি! 'বয্যে' বয্য-পুত্রে 'সত্যশ্রবসি' ময্যনুগৃহাণেত্যর্থঃ ॥ (১২অ—৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৭৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম'—তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। সত্য ও জ্ঞান একত্র থাকে, সত্যের সঙ্গে জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। যাঁহার হৃদয়ে সত্য অধিষ্ঠিত, তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান স্বতঃ প্রকাশিত হয়। জ্ঞান নিত্য, সত্য নিত্য। সত্যের সাধনায় মানবের হৃদয় ভগবানের সামীপ্য লাভ করে। সত্য-স্বরূপ ভগবান হইতে মানুষ আসিয়াছে। সংসারের মায়ামোহের আবর্ত্তে পড়িয়া মানুষ সত্য হইতে দূরে সরিয়া যায়, আপনার স্বরূপ-অবস্থা ভুলিয়া যায়। আবার সৌভাগ্যবশে, যখন সাধনার বলে হৃদয়ে সত্যের আলো জ্বলিয়া উঠে, তখন সে ক্রমশঃ ভগবদভিমুখে চলিতে থাকে। সত্যের সহচর জ্ঞান তখন আপনিই সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়।

সৎকর্ম্মের সাধনের দ্বারা, ও অবিচলিতভাবে সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবন পথে চলাতে মানুষের হৃদয় পবিত্র হয়, অসত্য অজ্ঞানতা দূরে পলায়ন করে। সত্যের সাধনা ব্যতীত জ্ঞানলাভ অসম্ভব। সত্যের সাধনার দ্বারা হৃদয়ের পাপ কলুষতা সবই দূরে পলায়ন করে। তখন হৃদয় পূত পবিত্র নির্ম্মল হইয়া উঠে। সাধক অনায়াসে জ্ঞানলাভে অধিকারী হয়।

তাই এই মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে—"হে ভগবন্! হে জ্ঞানাধীশ! আমাদিগকে সত্যের পথে চলিবার শক্তি দাও, যেন সত্যের সাধনায় জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারি। তোমার পরমজ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতির সাহায্যে যেন আমরা জীবনের চরম অভীষ্ট লাভে সমর্থ হই।" (১২অ—৩খ—২সূ—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—৮খ—৮দ ৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
যা সুনীথে শৌচদ্রথে ব্যৌচ্ছো দুহিতর্দ্দিবঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
সা ব্যুচ্ছ সহীয়সি সত্যশ্রবসি বায্যে
২র ৩ ১ ২
সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দুহিতর্দ্দিবঃ' (হে দিব্যজাতে দেবি!) 'যা' (যা ত্বং) 'শৌচদ্রথে' (শুচিসম্পন্নে) 'সুনীথে' (সৎকর্ম্মপরায়ণে জনে) 'ব্যৌচ্ছঃ' (তমাংসি বিনাশয়সি, জ্যোতিঃ প্রযচ্ছসি) 'সা' (সা ত্বং) 'সহীয়সি' (শক্তিমতি) 'বায্যে' (শক্তিসমুদ্ভূতে) 'সত্যশ্রবসি' (সত্যশীলে) 'সুজাতে' (শোভনজাতে, সৎকর্ম্মপরায়ণে) 'অশ্বসূনৃতে' (সত্যজ্ঞানাধিনি জনে) 'ব্যুচ্ছ' (জ্যোতিঃ প্রযচ্ছসি) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্যপরায়ণাঃ সৎকর্ম্মসাধকাঃ জনাঃ দিব্যজ্যোতিঃ লভন্তে ইতি ভাবঃ॥ (১২অ-৩খ-২সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দিব্যজাতে দেবি! যে আপনি শুচিসম্পন্ন সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে জ্যোতিঃ প্রদান করেন, সেই আপনি শক্তিবান্ শক্তি-সমুদ্ভূত সত্যশীল সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে জ্যোতিঃ প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—সত্যপরায়ণ সৎকর্ম্মসাধক ব্যক্তি দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করেন।)॥ (১২অ—৩খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দিবঃ দুহিতঃ' সূর্য্যস্য পুত্রি উষঃ! 'যা' ত্বং সুনীথে এতন্নামকে 'শৌচদ্রথে' শুচদ্রথস্যাপত্যে পুরুষে 'ব্যৌচ্ছঃ' ব্যবাসয়ঃ তমাংসি, 'সা' ত্বং 'সহীয়সি' অতিশয়েন বলবতি, 'বায্যে' বয্য-পুত্রে 'সত্যশ্রবসি' ময়ি 'ব্যুচ্ছ' তমো বিবাসয়। উক্তৌ বিবাদে (ঋ০ প০) বিবাদো বর্ত্তেতে। শিষ্টং সমানং॥ (১২অ-৩খ-২সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৭৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। সত্যশীল সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন, ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ।

'দুহিতর্দ্দিবঃ' পদের ভাষ্যার্থ,—"সূর্য্যস্য পুত্রি উষঃ"। বিবরণকারের মতে উক্ত পদের অর্থ, "অহো দ্যুতিভূতা উষাঃ"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'দিবঃ' পদের অর্থ সম্বন্ধে এই উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। অবশ্য 'দিবঃ' পদের সূর্য্য ও দিবস এই উভয় অর্থই গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারেই সূর্য্য ও উষার সম্বন্ধ-বিষয়ে বিরোধ বর্ত্তমান আছে। কোনও স্থলে সূর্য্যকে উষার পিতা বলা হইয়াছে, আবার কোন কোনও স্থলে সূর্য্য উষার জার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এরূপ অসঙ্গত ভাব ও অসামঞ্জস্য কেবলমাত্র প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেই সম্ভবপর হয়। আমরা মনে করি, বেদমন্ত্রের ভ্রান্তব্যাখ্যার জন্যই পবিত্র বেদ-অঙ্গে এই সকল কুৎসিৎ ভাব স্থান লাভ করিয়াছে, এবং এই সকল অসদর্থ গ্রহণ করিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যবর্গ বেদ ও বৈদিক ভারত-সম্বন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। অথচ সূর্য্য ও উষা সম্বন্ধে কোনও উপাখ্যানের অবসর নাই। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ তাহা উদ্ভাবন করিয়াছেন।

যাহা হউক, মন্ত্রের মূলভাব জ্ঞানের মহিমা ও সাধকের সৌভাগ্য প্রখ্যাপন। যিনি সাধক, যিনি সত্যশীল, যিনি শক্তির আরাধক, তিনিই জ্ঞানলাভ করিয়া ধন্য হয়েন। এস্থলে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদও উদ্ধৃত করিতেছি,—'হে স্বর্গতনয়া উষা! তুমি শুচদ্রথের পুত্র সুনীথের অন্ধকার দূর করিয়াছিলে। হে সুজাতা দেবী! অশ্বলাভের নিমিত্ত লোকে হৃদয়ের সহিত তোমার স্তব করিয়া থাকে। তুমি বয্যপুত্র বলবান্ সত্যশ্রবার তমোনাশ কর।' (১৯অ—৬খ ২সূ—১সা)॥ *

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২র

সা নো অদ্যাভরদ্বসুর্ব্যুচ্ছা দুহিতর্দ্দিবঃ।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যো ব্যৌচ্ছঃ সহীয়সি সত্যশ্রবসি

৩ ১র ২র ৩ ১ ২

বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনাশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দ্যুতদ্ভির্দিবঃ' (হে দিব্যজ্যোতে দেবি!) 'যা' (যা ত্বং) 'শচীমসি' (শক্তিমতি) 'বাযো' (শক্তিসমুদ্ভূতে) 'সত্যশ্রবসি' (সত্যশীলে) 'সুজাতে' (শোভনকর্ম্মণি) 'অশ্বসূনৃতে' (সত্যজ্ঞানার্থিনি জনে) 'ঘোচ্ছঃ' (তমাংসি বিনাশয়সি, জ্যোতিঃ প্রযচ্ছসি) 'আভরদ্বসুঃ' (আহৃতধনা, পরমধনদাত্রী) 'সা উ' (সা ত্বং এব) 'অদ্য' (নিত্যকালং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ব্যুচ্ছঃ' (তমঃ বিবাসয়, অজ্ঞানতাং দূরীকুরু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ তস্য জ্ঞানশক্ত্যা অস্মান্ সর্ব্বতোভাবেন নিত্যকালং রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৯অ-৩খ-২সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দিব্যজ্যোতি দেবি! যে আপনি শক্তিমান্ শক্তিসমুদ্ভূত সত্যশীল শোভনকর্ম্মা সত্যজ্ঞানার্থী ব্যক্তিতে জ্যোতিঃ প্রদান করেন, পরমধনদাত্রী সেই আপনিই নিত্যকাল আমাদের অজ্ঞানতা দূর করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ তাঁহার জ্ঞানশক্তির দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে নিত্যকাল রক্ষা করুন।)। (১৯অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দুহিতঃ দিবঃ'! 'আভরদ্বসু' আহৃত-ধনা 'সা' প্রসিদ্ধা ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'অদ্য' অস্মিন্ দিনে 'ব্যুচ্ছ' তমো বিবাসয় 'শচীমসি।' 'যা উ'। উ কারোঽনর্থকঃ। যা ত্বং পূর্ব্বং ব্যৌচ্ছঃ 'সা' অদ্যাপী চ। শিষ্টং সমানং। (১৯অ—৩খ—২সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৭৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের মধ্যেই কয়েকটী পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা;—'দুহিতর্দিবঃ' 'বাযো' 'সত্যশ্রবসে' ইত্যাদি। এই পদসমূহের বিষয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে আলোচনা করা হইয়াছে, সুতরাং এখানে তাহার পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই। তবে বর্ত্তমান মন্ত্র ও পূর্ব্বমন্ত্রের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। পূর্ব্বমন্ত্রে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, আর বর্ত্তমান মন্ত্রে আছে—প্রার্থনা। সেই প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে, আমরা যেন ভগবানের কৃপায় সর্ব্ববিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি। এই মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, তমোনাশের জন্য হৃদয়াস্থিত অজ্ঞানান্ধকার বিনাশের জন্যই মন্ত্রে বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হইয়াছে। বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের প্রার্থনার ভাব বর্ত্তমান আছে সত্য, কিন্তু তাহাও জ্ঞানলাভসাপেক্ষ। তাই এই মন্ত্রে জ্ঞানেরই প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"হে স্বর্গতনয়া ধনাহরণকারিণী উষা! তুমি সেইরূপ অদ্য আমাদিগের অন্ধকার দূর কর। হে সুজাতা অশ্বার্থ সমাক স্তুতাদেবী! তুমি বয্যাপুত্র বলবান সত্যশ্রবার তমোনাশ করিয়াছিলে।" এতৎসহ ভাষ্যানুসারী একটী হিন্দী অনুবাদও প্রদত্ত হইল,—"হে দ্যুলোককী পুত্রী উষাদেবি! ধনদাকর দেনেওয়ালী তু হমারে আজকে দিনকে অন্ধকারকো দূর করো; হে অত্যন্ত বলওয়ালী জৈসে তু পহিলে অন্ধকারকো দূর করতী হুই হে সুন্দর প্রাদুর্ভাবওয়ালী আউর হে সত্যপ্রমাণীওয়ালী বয্যাকে পুত্র সুখ সত্যশ্রবাকে উপর অনুগ্রহ করো।" (১৯অ ৩১ ২৫ ৩সা)।*

— - • — —

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

প্রতি প্রিয়তমং রথং বৃষণং বসুবাহনম্।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩

স্তোতা বামশ্বিনাবৃষিঃ স্তোমেভির্ভূষতি

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

প্রতি মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনৌ (ভবব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ!) 'ঋষিঃ' (আত্মোৎকর্ষশীলঃ) 'স্তোতা' (প্রার্থনাকারী, সাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'বাং' (যুবয়োঃ) 'প্রিয়তমং' (অতিপ্রিয়ং) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষণশীলং) 'বসুবাহনং' (পরমধনপ্রাপকং) 'রথং' (যুবয়োঃ বাহনং সৎকর্ম্মরূপং ইতি যাবৎ) 'স্তোমেভিঃ' (সত্ত্বাবসমন্বিতৈঃ স্তোত্রৈঃ) 'প্রতিভূষতি' (অলঙ্করোতি, আধারয়তি বা) আত্মজ্ঞানসম্পন্নঃ সাধকঃ ভগবন্মাহাত্ম্যং কীর্ত্তয়তি, অপিচ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যলাভায় ভগবন্তং আরাধয়তি—ইতি ভাবঃ; 'মাধ্বী' (অমৃতপ্রদাতারৌ হে দেবৌ) 'মম' (যুবয়োঃ কর্ম্মণি নিযুক্তস্য মম) 'হবং' (প্রার্থনাং) 'প্রতি' (প্রকর্ষেণ ইত্যর্থঃ) 'শ্রুতং' (শৃণুতং, গৃহ্নীতং ইত্যর্থঃ); যুবাং ইতি শেষঃ; হে ভগবন্! কৃপয়া মহ্যং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং দত্ত্বা উদ্ধারয়—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৯অ ৩৭-৩২-১সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ঊনাশীতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

ভববাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক আপনাদের অতিপ্রিয়, অভীষ্টবর্ষণশীল পরমধনপ্রাপক সৎকর্ম্মরূপ বাহনকে সদ্ভাবসমন্বিত স্তোত্রের দ্বারা অলঙ্কৃত করিতেছেন। (ভাবার্থ—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধক ভগবন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন এবং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভের জন্য ভগবানকে আরাধনা করিতেছেন)। অমৃতপ্রদানকারী হে দেবদ্বয়! আপনাদের কর্ম্মে নিযুক্ত আমার প্রার্থনা আপনারা প্রকৃষ্টরূপে গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবান্! কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করিয়া উদ্ধার করুন।)॥ (১৯অ—৩খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অশ্বিনৌ'! একঃ প্রতি-শব্দোঽনুবাদঃ। 'বাং' যুবয়োঃ 'প্রিয়তমং' 'রথং' 'স্তোতা' ঋষিঃ 'স্তোমেভিঃ' স্তোমৈঃ 'প্রতি ভূষতি' অলঙ্করোতি। কীদৃশং রথং? 'বৃষণং' বর্ষিতারং ফলানাং, 'বসুবাহনং' ধনানাং বাহকং ঈদৃশং রথমাগমনায় স্তোতা স্তৌতীত্যর্থঃ। তথা 'মাধ্বী' মধুবিদ্যা-বেদিতারৌ 'মম' 'হবং' আহ্বানং 'শ্রুতং' শৃণুতং॥ ১॥

* * *

প্রথম (১৭৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞানী সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। কেন?—সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রাপ্তির জন্য। এখানে 'রথং' পদের বিশেষণগুলির একটু আলোচনা করা আবশ্যক। 'রথং' পদে ভাষ্যকার কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত যানবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং, 'রথং' পদে 'রথমাগমনায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বাপর দেবতার রথ-শব্দে 'সৎকর্ম্মরূপ যান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। যাহা মানুষকে ভগবানের সমীপে বহন করিয়া লইয়া যায়, তাহাই তো প্রকৃত রথ। সেই রথ—সৎকর্ম্ম। বর্ত্তমান মন্ত্রের 'রথং' পদের বিশেষণগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের 'রথং' পদে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তাহা পরিস্ফুট হইবে।

'রথ' কিরূপ? 'প্রিয়তমং'—ভগবানের অতিশয় প্রিয়। সৎস্বরূপ ভগবানের সৎসম্ব ভিন্ন প্রিয়তম কি হইতে পারে? মানুষের সৎকর্ম্মই তাঁহার অতিশয় প্রিয়। সৎকর্ম্মের দ্বারাই মানুষ তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। সৎকর্ম্মই মানুষকে তাঁহার নিক পৌঁছাইয়া দেয়, এই সৎকর্ম্মসাধনের সাহায্যেই মানুষ ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করে, স্বর্গী পিতার সহিত মর্ত্ত্যের সন্তানের মিলন সাধিত হয়।

সেই রথ—'বৃষণং'—অভীষ্টবর্ষণশীল। সাধারণ কাঠের রথ মানুষের কামনা বাসনা কি করিয়া পূর্ণ করিতে পারে? কিরূপে সেই রথ মানুষের সমস্ত অভীষ্ট প্রদান করে? কিন্তু সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষ তাহার চরম অভীষ্ট লাভ করিতে পারে, জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে। সে রথ মানুষের অভীষ্টপূরণ করিবার জন্য যেন সর্ব্বদাই প্রস্তুত; সে রথ তাঁহাকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য যে তাহাকে সর্ব্বদাই আহ্বান করিতেছে!

সে রথ আমাদের 'বসুবাহনং'—পরমধনপ্রাপক সৎকর্ম্মই মানুষকে তাহার অভীষ্ট পরমধন দিতে পারে, সৎকর্ম্মের সাহায্যেই মানুষের বাসনা কামনার নিবৃত্তি ঘটে। সে রথ যেমন মানুষকে ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়; তেমনি সে রথ আবার, ভগবৎপ্রাপ্তির মূলীভূত পরমধন মোক্ষ বহন করিয়া আনে। মানুষ যে সৎপথে চলিয়া সৎকর্ম্মসাধনে পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে,—'বসুবাহনং' পদে তাহাই সূচিত হইতেছে।

জ্ঞানী সাধক সেই সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। যাহাতে প্রার্থনাকারী সেই সামর্থ্য লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনাই মন্ত্রের শেষাংশে দেখিতে পাওয়া যায়। (৯অ—৩খ ৩সূ-১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২   ৩ ১র   ২র   ৩ ১র   ২র
অত্যায়াতমশ্বিনা তিরো বিশ্বা অহং সনা।

২ ৩   ১ ২   ৩   ১ ২ ৩   ১ ২   ৩
দস্রা হিরণ্যবর্ত্তনী সুষুম্ণা সিন্ধুবাহসা

২ ৩   ১ ২   ৩   ১ ২
মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥ ২ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (হে অশ্বিনৌ, আধিব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'অত্যায়াতং' (সম্যক্-রূপেণ আগচ্ছতং, মাং প্রাপ্নুতং); 'অহং (প্রার্থনাকারী অহং) 'সনা' (নিত্যকালং)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ-৭খ-৭দ-১০সা) পরিদৃষ্ট হয়।

'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ, সর্ব্বান্ শত্রূন ইত্যর্থঃ) 'তিরঃ' ; (তিরস্কর্ত্তুং শক্নোমি, নিবারয়িতুং শক্নোমি ইত্যর্থঃ) ; 'দস্রা' (শত্রূণাং উপক্ষয়িতারৌ, রিপুনাশকৌ) 'হিরণ্যবর্ত্তনী' (হিরণ্যরথৌ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রাপকৌ) 'সুষুম্না' (সুধনৌ, পরমধনসম্পন্নৌ, পরমধনদাতারৌ) 'সিন্ধুবাহসা' (অমৃতপ্রস্রবণৌ) 'মাধ্বী' (অমৃতপ্রাপকৌ দেবৌ) 'মম' (প্রার্থনাকারিণঃ মম) 'হবং' (আরাধনাং, প্রার্থনাং) 'শ্রুতং' (শৃণুতং, গৃহ্নীতং ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মাকং প্রার্থনাং শ্রুত্বা অস্মভ্যং অমৃতং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৯অ—৩খ ৩সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাকে প্রাপ্ত হউন; প্রার্থনাকারী আমি নিত্যকাল যেন সর্ব্ব শত্রুকে নিবারণ করিতে সমর্থ হই; রিপুনাশক, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রাপক, পরমধনদাতা, অমৃতপ্রস্রবণ, অমৃতপ্রাপক দেবদ্বয় প্রার্থনাকারী আমার প্রার্থনা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে অমৃত প্রদান করুন।)॥ (১৯অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ! 'অস্তারাভং' সর্ব্বান্ যজমানানতিক্রম্য গচ্ছতং 'অহং' ঋষির্বা 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বা অশ্বিনোর্বিরোধি-প্রজাঃ 'সনা' সদা 'তিরঃ' করোমি। অথবা, 'অহং তিরঃ সনা'—ইতি সম্বন্ধঃ। প্রাপ্তাঃ বিশ্বাঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া যুষ্মদীয়া অনুষ্ঠেয়া ইত্যর্থঃ, সনা সনাতনৌ। 'দস্রা' শত্রূণামুপ-ক্ষপয়িতারৌ 'হিরণ্যবর্ত্তনী' হিরণ্য-রথৌ 'সুষুম্না' সুধনৌ 'সিন্ধুবাহসা' নদীনাং প্রবাহয়িতারৌ বৃষ্টিপ্রেরণেন তাদৃশৌ যুবামস্মানাভজতং ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৭৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। 'অশ্বিনা' পদে আধিব্যাধিনাশক দেবতাকে বুঝায়। মানুষকে সর্ব্বদাই নানাবিধ দুর্ঘটনা ও বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। 'শরীরং ব্যাধিমন্দিরং' এই বাণীও সত্য, ধর্ম্ম-সাধন করিতে হইলে, শরীরকে উপেক্ষা করা চলে না। কারণ আত্মা এই শরীরকে অবলম্বন করিয়াই ধর্ম্মসাধন করিতে সমর্থ হয়। শরীর রোগপ্রবণ হইলে মানুষ কোন সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না। শরীরের সঙ্গে মনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, শরীর স্বাস্থ্যহীন

হইলে মনও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তাই শারিরীক স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করা প্রয়োজন। আবার শারিরীক আপদবিপদ ব্যতীত অন্যবিধ দৈবদুর্বিপাকও আছে। সেই সমস্ত দুর্বিপাকের বিপদের জন্যও মানুষ সৎকর্ম্মসাধন করিতে সমর্থ হয় না। ভগবানের যে শক্তি মানুষকে এই সকল আপদবিপদ হইতে রক্ষা করে সেই শক্তিকেই 'অশ্বিনৌ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের সেই বিপদনাশিকা শক্তি আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হউক। আমরা যেন রিপুজয় করিতে সমর্থ হই। মন্ত্রান্তর্গত 'দস্রা' পদের ভাষ্যার্থ, —"শত্রূণাং উপক্ষয়িতারৌ"। এই পদের দ্বারাও আমাদের গৃহীত ভাব সমর্থিত হইতেছে। আধিব্যাধিনাশকদেবদ্বয়ের কয়েকটী বিশেষণপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইল,—"হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা (অন্যান্য যজমানকে) অতিক্রম করিয়া এস্থানে আগমন কর, কারণ তাহা হইলে আমি সর্ব্বদা সমস্ত (শত্রুকে) পরাভূত করিতে পারিব। হে শত্রুসংহারকারী সুবর্ণময় রথারূঢ় প্রশস্ত ধনসম্পন্ন ও নদী সকলের বেগপ্রবর্ত্তনকারী এবং মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।" (১৯অ-৩খ-৩সূ—২সা।)*

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

আ নো রত্নানি বিভ্রতাবশ্বিনা গচ্ছতং যুবম্।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩

রুদ্রা হিরণ্যবর্ত্তনী জুষাণা বাজিনীবসূ

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

মাধ্বী মম শ্রুত৺ হবম্॥৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, হে আধিব্যাধিনাশকৌ দেবৌ!) 'যুবং' (যুবাং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'রত্নানি' (পরমধনানি) 'বিভ্রতা' (ধারয়ন্তৌ সন্তৌ, প্রযচ্ছন্তৌ ইত্যর্থঃ) 'আগচ্ছতং'

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(অস্মান্ প্রাপ্নুতং); 'রুদ্রা' (রিপুনাশায় রুদ্রস্বরূপৌ হে দেবৌ!) 'হিরণ্যবর্ত্তনী' (হিরণ্যরূপৌ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রাপকৌ) 'বাজিনীবসূ' (শক্তিরূপধনসম্পন্নৌ, পরমশক্তি-সম্পন্নৌ ইত্যর্থঃ) 'জুষাণা' (স্তোত্রং সেবমানৌ, আরাধনীয়ৌ) 'মাধ্বী' (অমৃতপ্রাপকৌ) যুবাং 'মম' (প্রার্থনাকারিণঃ মম) 'হবং' (প্রার্থনাং) 'শ্রুতং' (গৃহ্ণীতং)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং অমৃতং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ] ভাবঃ। (১৯অ-৩খ-৩সূ-৩সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে পরমধন প্রদান করিয়া আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; রিপুনাশে রুদ্রস্বরূপ হে দেবদ্বয়! সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রাপক, পরমশক্তিসম্পন্ন আরাধনীয় অমৃত-প্রাপক আপনারা প্রার্থনাকারী আমার প্রার্থনা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন অমৃত প্রদান করুন।) (১৯অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'যুবং' যুবাং 'নঃ' অস্মভ্যং 'রত্নানি' রমণীয়ানি 'বিভ্রতা' বিভ্রতৌ ধারয়ন্তৌ সন্তৌ অস্মান্ 'আগচ্ছতং'। হে 'রুদ্রা' রুদ্রপুত্রৌ! স্তুতৌ! যা 'বাজিনীবসূ' বাজিনীবসৌ যুবাং হিরণ্যবর্ত্তনী হিরণ্যরথৌ 'জুষাণা' যজ্ঞং সেবমানৌ সন্তৌ আগচ্ছতমিতি। মাধ্বীত্যাদি গতং। (১৯অ ৩খ—৩সূ—৩সা)।

ইতি একোনবিংশস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* . *

তৃতীয় (১৭৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রটী পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রেরও আরাধ্য দেবতা 'অশ্বিনা' অর্থাৎ আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়। আবার প্রার্থনার ভাবও অনেকটা তাই। তবে প্রার্থনার মধ্যে একটু পার্থক্য এই যে, মন্ত্রে রিপুনাশের প্রার্থনার পরিবর্ত্তে পরমধনলাভের প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের মধ্যে রিপুনাশের প্রার্থনা প্রত্যক্ষভাবে না থাকিলেও পরোক্ষভাবে 'রুদ্রা' পদের মধ্যে সেই ভাব নিহিত আছে। 'রুদ্র' ধ্বংসের দেবতা। জগৎ যখন পাপে পরিপূর্ণ হয়, যখন পুণ্যজ্যোতিঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, তখনই রুদ্রের প্রলয় বিষাণ গর্জ্জিয়া উঠে, প্রলয় ধ্বংস আরম্ভ হয়। ভগবান্ যেমন মানবকে সর্ব্ববিধ বিপদ

হইতে রক্ষা করেন, মাতৃস্নেহের অমৃতধারায় অভিষিক্ত করেন, ঠিক তেমনি, তাহারই মঙ্গলের জন্য ভগবান্ রুদ্রমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হয়েন। মন্ত্রে এই ভাবও প্রতিফলিত হইয়াছে।

'বাজিনীবসূ' পদের অর্থ, শক্তিই যাঁহার ধন অর্থাৎ পরমশক্তিসম্পন্ন। 'জুষাণা' পদের মর্ম্ম—আরাধিত, পরমারাধনীয়। অন্যান্য পদ পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায়। সুতরাং এখানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রচলিত অর্থের ভাব বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"হে অশ্বিদ্বয়। তোমরা আমাদিগের জন্য রত্ন লইয়া আগমন কর। হে সৌবর্ণ-রথারূঢ়, অন্নরূপ ধনে ধনবান্, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী ও মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।" (১৯অ—৩খ—৩সূ—৩সা)। *

— • —

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ২   ৩ ২ ৩   ১ ২ ৩
অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাং

১ ২   ৩ ১ ২   ৩ ২ ৩ ১ ২
প্রতি ধেনুমিবায়তীমুষাসম্।

৩ ১   ২৩   ২   ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
যহ্বা ইব প্র বয়ামুজ্জিহানাঃ

২   ৩ ১ ২   ৩ ২ ৩ ১ ২
প্র ভানবঃ সস্রতে নাকমচ্ছ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষাসং প্রতি' (উষঃকাল-সম্বন্ধে, জ্ঞানোদয়প্রারম্ভে) 'আয়তীং' (আগচ্ছতীং) 'ধেনুমিব' (রশ্মিমিব, পালকারিণমিব) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'জনানাং' (লোকানাং, সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'সমিধা' (সমিদ্ভিঃ, সত্ত্বভাবৈঃ সহ) 'অবোধি' (প্রবুদ্ধোঽভূৎ); উষঃকালে যথা আলোকরশ্মি উষাসং অনুসরতি, সত্ত্বভাবেন সহ তথৎ জ্ঞানাগ্নিঃ হৃদি আলোক-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত।)

প্রদানং করোতি ইতি ভাবঃ। 'যহ্বাঃ' (মহান্তঃ) 'বয়াং' (শাখাঃ, পক্ষিণঃ) 'প্রোজ্জিহানাঃ ইব' (প্রোদগময়ন্তো বৃক্ষা ইব, যদ্বা—উড্ডীয়মানাঃ পক্ষিণ ইব, স্বাধিষ্ঠানং ত্যজন্ত ইতি যাবৎ তদ্বৎ) 'ভানবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'নাকং' (অন্তরিক্ষং, স্বর্গলোকং) 'অচ্ছ' (অভিমুখোন) 'প্র সস্রতে' (প্রসরন্তি, প্রাপ্নুবন্তি)। পক্ষিণো যথা (যদ্বা বৃক্ষশাখাঃ যথা) বৃক্ষসম্বন্ধং অতিক্রম্য আকাশে আত্মসম্প্রসারণং কুর্ব্বন্তি, তদ্বৎ জ্ঞানসান্নিধ্যপ্রাপ্তা বয়ং সংসারসম্বন্ধং ত্যক্ত্বা পরমার্থসন্নিকর্ষং মোক্ষং বা লভামহে—ইতি ভাবঃ। (১৯অ ৪খ—১সূ ১সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

উষঃকালে আগমনকারী সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব জনসমূহের (সাধকগণের) সত্ত্বভাবের সহিত প্রবুদ্ধ হয়েন। (ভাব এই যে, উষার পশ্চাতে আলোকরশ্মি যেমন ধাবমান হয়, সত্ত্বভাবের সহিত জ্ঞান সেইরূপ সংযুক্ত হয়েন—হৃদয় আলোকিত করেন) মহান্ বৃক্ষের শাখা বহির্গমনের ন্যায় (অথবা, উড্ডীয়মান পক্ষীর আপন আশ্রয়স্থানত্যাগের ন্যায়) জ্ঞানরশ্মিসমূহ অন্তরিক্ষ-অভিমুখে প্রসারিত হয় (অর্থাৎ, জ্ঞানকিরণসমূহের দ্বারা সাধকগণ পরমার্থ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন) (ভাব এই যে,—পক্ষিগণ বা বৃক্ষশাখা সকল যেমন বৃক্ষসম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া আকাশে আত্মসম্প্রসারণ করে, জ্ঞানসম্বন্ধপ্রাপ্ত আমরাও যেন সেইরূপ সংসার-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া পরমার্থ-সন্নিকর্ষ বা মোক্ষ লাভ করি)॥ (১৯অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং 'অগ্নি' 'জনানাং' অধ্বর্য্বাদীনাং 'সমিধা' সমিদ্ভিঃ 'অবোধি' প্রবুদ্ধোঽভূৎ। 'ধেনুং ইব' অগ্নিহোত্রার্থং ধেনুং প্রতি যথা প্রাতর্বুধ্যতে তদ্বৎ, 'আয়তীং' আগচ্ছন্তীং 'উষাসং প্রতি' উষঃকাল ইত্যর্থঃ। অথ প্রবুদ্ধস্যাগ্নেঃ 'ভানবঃ' রশ্ময়ঃ জ্বালাঃ 'যহ্বাঃ' মহান্তঃ 'বয়াং শাখাং 'প্রোজ্জিহানাঃ' প্রোদগময়ন্তো বৃক্ষা ইব। যদ্বা, মহান্তঃ প্রোজ্জিহানাঃ স্বাধিষ্ঠানং ত্যজন্তঃ ভানবঃ। 'নাকং' অন্তরিক্ষং 'অচ্ছ' অভিমুখোন 'প্র সস্রতে' প্রসরন্তি 'সস্রতে'—'সিস্রতে'—ইতি পাঠৌ। (১৯অ—৪খ—১সূ ১সা।)

* . *

প্রথম (১৭৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—§ • §—

এই মন্ত্রটি বড়ই জটিলতাপূর্ণ। সেইজন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ এই মন্ত্রের বিভিন্নরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সায়ণের ব্যাখ্যা ভাষ্যেই বোধগম্য হইবে। অধিকন্তু নিম্নে মন্ত্রটীর বঙ্গানুবাদ এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "ধেনুর ন্যায় আগমনকারিণী ঊষা উপস্থিত হইলে অগ্নি অধ্বর্য্যুগণের কাষ্ঠ দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের শিখাসমূহ মহান এবং শাখাবিস্তারকারী (বৃক্ষের) ন্যায় অন্তরীক্ষাভিমুখে প্রসৃত হইয়াছে।"

(২) "Agni has been wakened by the fuel of men, in face of the Dawn who approaches like a milch-cow. His flames stream forward to the sky like quick (birds) that fly up to a branch."

কেহ কহেন,—'অগ্নিহোত্রীদিগের যজ্ঞাগ্নি কখনও নির্ব্বাপিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু রাত্রিতে কাষ্ঠাদির অভাব-হেতু সে অগ্নি নির্ব্বাপিত অথবা ক্ষীণপ্রভ হইতে পারে। তাই এখানকার ভাব এই যে, রাত্রিতে যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, ঋত্বিকগণ প্রাতে যজ্ঞশালায় গমন করিয়া কাষ্ঠাদির দ্বারা সেই নির্ব্বাপিত যজ্ঞাগ্নিকে প্রজ্বলিত করেন।' সেই বিষয়ই এখানে পরিবর্ণিত হইয়াছে। ইহাই একশ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের অভিমত।

এখন আমরা এই মন্ত্রের যে অর্থ যে ভাব পরিগ্রহ করিলাম, তাহার যৌক্তিকতার বিষয় আলোচনা করিতেছি। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অর্থসমূহ যে কি প্রকারে অধ্যাহৃত হইয়াছে, তাহাও বুঝা যাইবে। এ পক্ষে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের অনুসরণ করিয়া সুধীগণ ক্রমশঃ মর্ম্মানুধাবন করুন। কল্পতরুরূপ বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা নানা প্রকারেই সাধিত হইতে পারে। তবে কোন্ ব্যাখ্যা অধিকতর সঙ্গত হয়, তাহাই বিবেচনাধীন।

আমরা অন্বয়মুখে মন্ত্রটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশে ('উষাসং প্রতি আয়তীং ধেনুমিব অগ্নিঃ জনানাং সমিধা অবোধি' অংশে) অনায়াসে অগ্নি-পক্ষেও অর্থ হয়; আবার জ্ঞান-পক্ষেও অর্থ আসে। লোকগণের প্রদত্ত সমিধ দ্বারা আগুন জ্বলে; আবার সত্ত্বভাবের সমাবেশেই হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। এই দুই ভাবই এখানে গ্রহণ করিতে পারি। তবে পূর্ব্ব মন্ত্রের উপসংহার-বাক্যের 'সত্ত্বভাবের নিকট জ্ঞানকিরণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়' এই ভাব স্মরণ হইলে, জ্ঞানের ও সত্ত্বসম্বন্ধের বিষয়ই এখানে প্রখ্যাত আছে,- মনে আসে। তার পর, 'উষাসং প্রতি আয়তীং ধেনুমিব' এই উপমাতেই ঐ ভাবই অধিকতর প্রস্ফুট হইয়া থাকে। যদি বলেন, এই বাক্যের অর্থ—'গাভীর ন্যায় আগমনকারী উষা।' তাহাতে কোনই ভাব অধ্যাহৃত হয় না। পক্ষান্তরে উষার সঙ্গে আলোকরশ্মিরই অব্যাহত গতি সংস্কৃত-ভাষায় (কেবল সংস্কৃতভাষারই বা বলি কেন, প্রায় সকল ভাষাতেই) এবংবিধ প্রয়োগই দেখিতে পাই। সুতরাং 'ধেনুং' পদ এখানে কিরণার্থক স্বীকার করিতে হয়। মাধবের অনুসরণেও 'ধেনুং' পদে 'কিরণ' 'রশ্মি' অর্থ আসিতে পারে। 'ধে' ধাতুর অর্থ 'পান' করা'। 'পান করে' (জল প্রভৃতি) বলিয়াই 'ধেনু' পদে গাভীকে বুঝায়। কিন্তু আমরা জানি, পান-বিষয়ে রশ্মির বা কিরণের প্রাধান্য স্বতঃই লক্ষিত হয়। জল 'পান' বা 'শোষণ' রশ্মির বা কিরণের চিরন্তন কার্য্য। সুতরাং আমরা উপমার সার্থকতা রক্ষার পক্ষে 'কিরণ' বা 'রশ্মি' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে উপমার অতি সঙ্গত ভাবই প্রাপ্ত হই,—উষার প্রতি আলোকরশ্মি যেমন

অনুবর্ত্তন করে, সত্ত্বভাবের প্রতিও জ্ঞান সেইরূপ আকৃষ্ট থাকে। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'হে মানব! তোমরা সৎকর্ম্ম দ্বারা সত্ত্বভাব সঞ্চার কর; জ্ঞান-দেবতা তোমায় অনুগ্রহ করিবেন। জ্ঞানদেবতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে তোমাদের সকল বন্ধন ছিন্ন হইবে।'

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। এই অংশের ('ভানবঃ যহ্বাঃ বয়াং প্রোজ্জিহানাঃ ইব অচ্ছ প্র সস্রতে' অংশের) 'বয়াং' পদে সংশয় আসে। ঐ পদে 'শাখাসমূহ' এবং 'পক্ষী সকল' দ্বিবিধ অর্থ অধ্যাহৃত হয়। কিন্তু ঐ উভয় প্রকারের অর্থ গ্রহণ করিয়াও আমাদের ব্যাখ্যার লক্ষ্য অব্যাহত থাকে। 'বৃক্ষ হইতে যেমন শাখা নির্গত হয়' অথবা 'আশ্রয়স্থান বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া পক্ষিগণ যেমন অন্তরীক্ষে উড্ডীন হয়'—এ উপমা অগ্নির শিখা-পক্ষেও খাটে, জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিষয়েও যথাপ্রযুক্ত হইতে পারে। তবে উহা—সেই 'কিরণ' বা 'জ্যোতিঃ'-কোথায় বিস্তৃত হয়, তাহা লক্ষ্য করিলে, জ্ঞান-পক্ষের প্রাধান্যই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। 'নাকং' পদে স্বর্গ বুঝায়। ঐ পদের নিগূঢ় ভাব 'মোক্ষ' বা 'ভগবৎসাযুজ্য'। যেখানে অসুখ বা দুঃখ নাই, শব্দার্থানুসারে তাহাকেই 'নাক' কহে আকাশ অর্থের অনুসরণ করিলে, 'অগ্নির শিখা আকাশে উত্থিত হয়'—এইরূপ একটা ভাব আসে। কিন্তু তাহাতে মন্ত্রোচ্চারণের কোনই সার্থকতা থাকে না। অগ্নির শিখা আকাশে উত্থিত হউক বা না হউক, তাহাতে প্রার্থনাকারীর কি আসে যায়? অতএব, মন্ত্রগুলিকে প্রার্থনামূলক বা যজ্ঞকর্ম্মের উদ্দেশ্য-সাধক বলিয়া মনে করিলে, মন্ত্রে আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। মানুষ যখন সৎকর্ম্মের দ্বারা সত্ত্বভাবের সাহায্যে জ্ঞান-রশ্মিকে লাভ করে, তখন সেই জ্ঞানরশ্মির প্রভাবে তাহারা মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। ইহাই এখানকার ভাবার্থ। শাখার উদ্গমের উপমা অপেক্ষা পক্ষীর উড্ডয়নের উপমায় একটু নিগূঢ় ভাব পাওয়া যায়। পক্ষীর উড্ডয়নে আশ্রয়-স্থান পরিত্যাগ, পার্থিব সকল সম্বন্ধ পরিহার, জন্মজরামরণের সম্বন্ধ-নাশ—এবংবিধ ভাব প্রাপ্ত হই। বৃক্ষশাখা-উদ্গমের উপমায় পার্থিব-সম্বন্ধ থাকার ভাব আসে। অর্থাৎ, কর্ম্মফলে স্বর্গাদিলাভজনিত সুখ-ভোগই বুঝাইয়া থাকে। তাহাতে পতনের আশঙ্কা একেবারে দূরে যায় না। যিনি যে ভাবে জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন, তাঁহার পক্ষে উপমায় সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করা যায়। যিনি কেবল কর্ম্মকাণ্ডে অনুরক্ত, তিনি স্বর্গাদি প্রাপ্তির দ্বারা (বৃক্ষের শাখা-উদ্গমের ন্যায়) সুখভোগ করেন; আর, যিনি কর্ম্মকাণ্ডের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার হৃদয় জ্ঞানকিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাঁহার কর্ম্মসম্বন্ধ সমস্তই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি আত্যন্তিক দুঃখনাশ-রূপ পরমসুখ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শব্দার্থে দুই ভাবই আসিতে পারে।

প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে জ্ঞানদেব! আমার সত্ত্বভাবের সহিত আপনি আমার মধ্যে প্রবুদ্ধ (জাগরিত) হউন; উষার আলোকের ন্যায় আমার সত্ত্বভাবের সহিত জ্ঞান-রশ্মি প্রকটিত হউক। পক্ষিগণ যেমন আশ্রয়-স্থান ত্যাগ-পূর্ব্বক

অনন্তে উত্তীর্ণ হব, আমার সত্ত্বভাবসহ জ্ঞান আমায় সেই দুঃখবিরহিত মোক্ষধামে লইয়া যাউক। (১৯অ—৪খ—১সূ—১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ৩ ২ ৩ ২
অবোধি হোতা যজথায় দেবানূর্দ্ধো

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নিঃ সুমনাঃ প্রাতরস্থাৎ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সমিদ্ধস্য রুশদদর্শি পাজো মহান্

৩ ১ ২র ৩ ১ ২
দেবস্তমসো নিরমোচি ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হোতা' (যজ্ঞনিষ্পাদকঃ, সৎকর্ম্মসাধকঃ জনঃ) 'দেবান্ যজথায়' (দেবারাধনায়) 'অবোধি' (প্রবুদ্ধঃ ভবতি); 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'প্রাতঃ' (প্রাতঃকালে, সৎকর্ম্মারম্ভে ইত্যর্থঃ) 'সুমনাঃ' (প্রসন্নঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'ঊর্দ্ধঃ অস্থাৎ' (ঊর্দ্ধলোকে স্থাপয়তি সাধকান্ ইতি শেষঃ); 'সমিদ্ধস্য' (প্রবুদ্ধস্য, জ্ঞানস্য ইতি যাবৎ) 'রুশৎ পাজঃ' (জ্যোতির্ম্ময়ী দীপ্তিঃ) 'অদর্শি' (দৃশ্যতে, সাধকৈঃ লভ্যতে ইত্যর্থঃ); 'মহান্ দেবঃ' (পরমদেবঃ) 'তমসঃ' (অন্ধকারাৎ, অজ্ঞানান্ধকারাৎ) 'নিরমোচি' (নির্ম্মুক্তান্ করোতি—সাধকান্ ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকঃ দেবারাধনাপরায়ণঃ ভবতি; সঃ পরাজ্ঞানং লভতে—ইতি ভাবঃ। (১৯অ—৪খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসাধক ব্যক্তি দেবারাধনার জন্য প্রবুদ্ধ হয়েন; জ্ঞানদেব সৎকর্ম্মারম্ভে প্রসন্ন হইয়া সাধকদিগকে ঊর্দ্ধলোকে স্থাপন করেন;

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৬অ—১প্র—৮দ—১সা) পরিদৃষ্ট হয়।

প্রবুদ্ধ জ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময়ী দীপ্তি সাধকগণকর্ত্তৃক লক্ষ হয়; পরমদেব অজ্ঞানান্ধকার হইতে সাধকদিগকে নির্ম্মুক্ত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—সাধক দেবারাধনাপরায়ণ হয়েন; তিনি পরাজ্ঞান লাভ করেন।)। (১৯অ—৪খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং 'হোতা' হোম-নিষ্পাদকঃ 'অগ্নিঃ' 'দেবান্' যষ্টব্যান 'যজথায়' যষ্টুং 'অবোধি' বুধ্যতে। সোঽগ্নিঃ 'প্রাতঃ' কালে 'সুমনাঃ' শোভন-মনস্কঃ যজমানানুগ্রহ-বুদ্ধিঃ সন্ 'ঊর্দ্ধঃ' 'অস্থাৎ' উত্তিষ্ঠতি। 'সমিদ্ধস্য' অস্য 'রুশৎ' রোচমানং 'পাজঃ' বলং জ্বালা-লক্ষণং 'অদর্শি' দৃশ্যতে। অথ তদাভূতঃ 'মহান্ দেবঃ' 'তমসঃ' অন্ধকারাৎ 'নিরমোচি' সর্ব্বং জগৎ নিরমোচয়ৎ। (১৯অ—৪খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৭৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রধানতঃ চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ—"হোতা দেবান যজথায় অবোধি"। এখানে ভাষ্যকার 'হোতা' পদের সহিত 'অগ্নিঃ' পদকে অন্বিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে অগ্নিই হোতা। প্রচলিত মতে অগ্নি না হইলে যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় না। প্রথমতঃ অগ্নি উৎপাদন করিতে হয়, তারপর যথারীতি বেদীতে অগ্নিকে স্থাপন করিয়া হোমাদি যজ্ঞ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। সুতরাং যজ্ঞনির্ব্বাহে অগ্নিই প্রধান বস্তু। তাই অগ্নিকে 'হোতা' বলা হইয়াছে। প্রচলিত মতানুসারে এই মন্ত্রাংশের অর্থ হয়,—"যজ্ঞনিষ্পাদক অগ্নি দেবযজনের জন্য প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। অর্থাৎ অগ্নিই যেন আপনা হইতে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, এই অংশের ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 'অগ্নি' শব্দে মানবের অন্তরস্থিত সেই পরম জ্ঞানাগ্নিকেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সৎকর্ম্ম-সাধন করিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান ব্যতীত কোনও সৎকর্ম্মসাধন সম্ভবপর নয়। ভগবানের আরাধনা করিবার জন্য সাধকগণ উদ্বুদ্ধ হয়েন, তাঁহারা হৃদয়ে দেবভাব উপজনের জন্য যত্নপরায়ণ হয়েন—ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশ—"অগ্নিঃ প্রাতঃ সুমনাঃ ঊর্দ্ধঃ অস্থাৎ"। প্রচলিত অর্থ—"অগ্নি প্রাতঃ-কালে প্রসন্নমনে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়েন।" ইহা হইতে মনে হয়, মন্ত্রে যেন প্রাতঃকালীন হোমের অগ্নির বর্ণনা আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাতে জ্ঞানের মহিমাই ব্যক্ত হইয়াছে। অগ্নিদেব, জ্ঞানদেব সৎকর্ম্মারম্ভে সাধকের প্রতি প্রসন্ন হয়েন এবং সেইজন্য সাধকের মনকে ঊর্দ্ধে—সাংসারিক ভাবনা, সুখদুঃখের অতীত রাজ্যে লইয়া যান, সাধক যেন পার্থিব

মোহমায়ায় আবদ্ধ না হইয়া যেন ঊর্দ্ধপথে বিচরণ করিতে পারেন। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে এই সত্যই পরিবর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় অংশের ভাব এই যে,—সাধকগণ জ্ঞানের দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করেন, চতুর্থ অংশে এই সত্যই আরও পরিস্ফুটভাবে বিবৃত হইয়াছে। "মহান্ দেবঃ তমসঃ নিরমোচি"—সেই পরমদেবতা সাধককে অজ্ঞানান্ধকার হইতে নির্ম্মুক্ত করেন।

এই মন্ত্রের প্রচলিত যে অর্থ আছে তাহার ভাব নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হোতা (অগ্নি) দেবগণের যাগ করিবার জন্য প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। অগ্নি প্রাতঃকালে প্রসন্নমনে উর্দ্ধে উত্থিত হয়েন। সমিদ্ধ (অগ্নির) দীপ্তিমান্ বল দৃষ্ট হইতেছে। মহান্ দেব অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়াছেন। (১৯ম-৪থ-১প্র—২সা)*

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থং খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২　৩ ১ ২　৩ ১র ২র ৩
যদীং গণস্য রশনামজীগঃ

১ ২　৩　১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
শুচিরঙ্‌ক্তে শুচিভির্গোভিরগ্নিঃ।

১র ২র　৩ ২ ২
আদ্দক্ষিণা যুজ্যতে বাজয়ন্ত্যু

৩ ২ ৩ ১　২　৩ ১ ৩
ত্তানামূর্দ্ধো অধয়জ্জুহূভিঃ ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'ঈং' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ জ্ঞানদেবঃ) 'গণস্য রশনাং' (বহুজগতঃ তমোন্ধকারং) 'অজীগঃ' (গিরতি, বিনাশয়তি ইতি ভাবঃ), যদা 'শুচিঃ' (পবিত্রঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'শুচিভিঃ গোভিঃ' (পবিত্রৈঃ জ্ঞানকিরণৈঃ) 'অঙ্‌ক্তে' (ব্যনক্তি, প্রকাশয়তি—বিশ্বং ইতি যাবৎ), 'আৎ' (তদা) 'বাজয়ন্তী' (শক্তিং প্রদাতুমিচ্ছন্তী, শক্তিদানকারিণী) 'দক্ষিণা' (কৃপাপরায়ণা, মঙ্গলসাধিকা ইত্যর্থঃ) জ্ঞানধারা ইতি যাবৎ 'জুহূভিঃ' (সাধকহৃদ্বৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

'যুজ্যতে' (সম্মিলিতা ভবতি) তথা 'অধমং' (অধঃপতিতজনং) 'উত্তানাং ঊর্দ্ধঃ' (উর্দ্ধং স্থাপয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানশক্ত্যা জগৎ প্রকাশিতং ভবতি; সাধকাঃ পরমকল্যাণসাধকং পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১৯অ—৪খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন এই প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেব বদ্ধজগতের ঘনান্ধকার বিনাশ করেন, যখন পবিত্র জ্ঞানদেব পবিত্র জ্ঞানকিরণের দ্বারা বিশ্বকে প্রকাশিত করেন, তখন শক্তিদানকারিণী, কৃপাপরায়ণা, মঙ্গলসাধিকা জ্ঞানধারা সাধক-হৃদয়ের সহিত সম্মিলিতা হয়েন এবং অধঃপতিতজনকে উর্দ্ধে স্থাপন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানশক্তির দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হয়; সাধকগণ পরমকল্যাণসাধক পরাজ্ঞান লাভ করেন।)। (১৯অ—৪খ—৩স,—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যদ্' যদা 'ঈং' অয়মগ্নিঃ 'গণস্য' সঙ্ঘাতাত্মকস্য জগতঃ 'রশনাং' রজ্জুমিব ব্যাপার-প্রতিবন্ধকং তমঃ 'অজীগঃ' গিরতি গৃহ্লাতি বা সমিদ্ধো ভবতীত্যর্থঃ। যদা 'শুচিঃ' দীপ্তঃ 'অগ্নিঃ' শুচিভিঃ শোচিঃ ব্যাপারপ্রতিবন্ধকৈর্দীপ্তৈঃ রশ্মিভিঃ 'অক্তে' ব্যনক্তি বিশ্বং জগৎ 'আৎ' অনন্তরমেব 'দক্ষিণা' প্রবৃদ্ধা 'বাজয়ন্তী' হবির্লক্ষণমন্নং প্রদাতুমিচ্ছন্তী 'জুহূভিঃ যুজ্যতে' যুক্তা ভবতি।" অথবা, দক্ষিণা প্রবৃদ্ধাজ্যধারা যুজ্যতে। তাং ধারাং 'উত্তানাং' ঊর্দ্ধমুখীং তামুপরি বিস্তৃতাং 'ঊর্দ্ধঃ' উন্নতঃ সন্ জুহূভিঃ 'অধয়ৎ' পিবতি। (১৯অ ৪খ ১সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৭৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা আলোচ্য মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"যখন অগ্নি একত্রিত (জগতের) রজ্জুরূপ অন্ধকার গ্রহণ করেন, যখন তিনি প্রদীপ্ত হইয়া দীপ্ত রশ্মিদ্বারা (জগৎকে) প্রকাশিত করেন। অনন্তর তিনি প্রবৃদ্ধ অন্নাভিলাষী (ঘৃতধারার) সহিত যুক্ত হয়েন এবং উন্নত হইয়া উপরে বিস্তৃত (সেই ধারাকে) জুহূদ্বারা পান করেন।" এই অনুবাদের মধ্যে বন্ধনীস্থিত অংশসমূহ অনুবাদকার অধ্যাহার করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই অনুবাদ সম্পূর্ণরূপে মূলানুযায়ী নহে। অধিকন্তু ভাষ্যের সহিতও এই ব্যাখ্যার অনেকাংশে অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই ভাষ্যের ভাব অবগত হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"জব যহ অগ্নি সমূহরূপ জগৎকী রজ্জুকা সমান চেষ্টাকো রোকনেবালে অন্ধকারকো

নিগল আতা হ্যায় অর্থাৎ প্রজ্বলিত হোতা হ্যায়, উস সময় দীপ্ত হুয়া অগ্নি দীপ্ত কিরণোসে সকল জগৎকো প্রকট করতা হ্যায়; তদনন্তর বো বড়ীভারী ঘৃতকীধারা হবিরূপ অন্ন দেখা চাহতী হুই জুহু নামক যজ্ঞপাত্রোসে যুক্ত হোতী হ্যায় উস উপর কৈসী হুই ঘৃতকী ধারাকো উঁচা হোকর পীতা হ্যায়।"

উপরের দুই ব্যাখ্যার কোনটীই আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। কারণ উভয়ত্রই 'অগ্নি' শব্দের কাষ্ঠাদিদাহনশীল অগ্নিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু অগ্নি পদে যে পরমব্রহ্মকে বুঝায় তাহা আমরা অন্যত্র বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা যেভাবে মন্ত্রটীর অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য। (১১অ ৪খ-১দ ৩সা)। *

প্রথম সূক্তের গেয়গান।

১ ২ ১ ২ ২ ১২র১ ২১র ২র৲৩৪৫
আবো। ধিরগ্নিসমিধা। জনা ৩ নাম্। প্রতিধেনুম্। ইবায়। তীমুষাসাম্।

১র র ৭ ২ ১র২১ ২১র ২
যহ্বাইবপ্রবয়ামূৎ। জিহা২৩নাঃ। প্রভানবাঃ। সস্রতে। না ৩ ৪ ৩।

২ ৪ ১ ২ ১রর ২ ২ র১র
কা ৩ ভা ৫ ভা ৬ ৫ ৬। আবো। খিবোতাগজথ। যদা ২ রিবান্। উর্দ্ধো

২১ ২১র ২n৩৪৫ ১ ৭ ২
অস্থাৎ। সুমনাঃ। প্রাতরস্থাৎ। সমিদ্ধস্যরুশদদ। শিশা ২ ৩ জাঃ।

১র২র১ ২১ ২ ২ ৪ ১২
মহান্দেবাঃ। তমসঃ। না ৩ ৪ ৩ খিঃ। আ ৩ মো ৫ চা ৬ ৫ ৬ খি। যাদীম্।

১ ২ ২ ১২১ ২১ ২n৩৪৫
গণস্যরশনাম্। অজা ৩ য়িগা। শুচিঃস্বাপি। শুচিভিঃ। গোভিরগ্নিঃ।

১র র র ৭ ২ ১র২র১র ২ ১
আদ্দক্ষিণাযুজ্যতেবা। জয়া ২ ৩ জী। উত্তানাম্। ধ্বো ৩ অধ।

২ ২ ৪
যা ৩ ৪ ৩ ৫। জু ৩ হূ ৫ ভা ৬ ৫ ৬ খিঃ। ১।২।৩। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দ্বাদশ-বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়গান আছে। উহার নাম যথা;—"ঔষসম্"

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১২উ ৩ ১ ২৩ ২ ৩১২
ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগা

৩১ ২৩১ ১ ৩ ১২
চ্চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা।

২৩ ২৩ ৩২ ৩২ ৩২উ
যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায়ৈবা

৩ ২৩ ১২
রাত্র্যুষসে যোনিমারৈক্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইদং' (বক্ষ্যমাণং, প্রসিদ্ধং) 'শ্রেষ্ঠং' (প্রশস্ততমং) 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' (সর্ব্বেষাং জ্ঞানরশ্মীনাং মূলীভূতং প্রজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অগাৎ' (আগচ্ছতু, অজ্ঞানান্ অস্মান্ প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ); 'চিত্রঃ' (রমণীয়ঃ) 'প্রকেতঃ' (অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নস্য সর্ব্বস্য বিজ্ঞাপকঃ তদীয় রশ্মিসমূহঃ) 'বিভ্বা' (পর্য্যাপ্তঃ সন্, সর্ব্বথা ইত্যর্থঃ) 'অজনিষ্ট' (অস্মাসু প্রাদুর্ভবতু) প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অজ্ঞানেষু অস্মাসু জ্ঞানং আবির্ভবতু; 'যথা' (যস্মাৎ) 'রাত্রৌ' (অজ্ঞানতারূপা রাত্রিঃ) 'সবিতুঃ' (প্রজ্ঞানরূপাৎ সূর্য্যাৎ) 'প্রসূতা' (উৎপন্নে সতি, জ্ঞানেন সহ অজ্ঞানজে কর্ম্মণি সম্বন্ধবিশিষ্টে সতি ইত্যর্থঃ) 'উষসে' (জ্ঞানোন্মেষিকায়ৈ বৃত্তিরূপায়ৈ ইত্যর্থঃ) 'সবায়' (উৎপত্ত্যায়, প্রকাশনার্থং নিমিত্তভূতং কারণং ভবতি ইতি ভাবঃ); তস্মাৎ 'রাত্রী এব' (অজ্ঞানতারূপা রাত্রিঃ এব) 'যোনিং' (জ্ঞানোন্মেষিকায়াঃ উষসঃ উৎপত্তিক্ষেত্রং) 'অরৈক্' (কথ্যতে, অভিধীয়তে); অয়ং ভাবঃ জ্ঞানেন সহ যৎ কর্ম্ম সম্বন্ধযুতং তদেব সুফলপ্রদং ভবতি; অতঃ অস্মাকং সর্ব্বং কর্ম্ম জ্ঞানসম্বন্ধযুতং ভবতু—ইতি প্রার্থনা। (১৯অ ৫খ -২সূ -১সা)।

অথবা,

'ইদং' (দৃশ্যমানং) 'শ্রেষ্ঠং' (মহত্তোমহীয়ঃ) 'জ্যোতিষাং (দ্যোতনশীলানাং সূর্য্যাদি-গ্রহগণানাং) 'জ্যোতিঃ' (স্বপ্রকাশরূপং, জগৎস্ফুরণাত্মকং অনির্ব্বচনীয়মালোকং) যদা 'আ' (সর্ব্বতঃ) 'অগাৎ' (অগমৎ—হৃদয়দহরে ইতি শেষঃ); তদা 'চিত্রঃ' (অদ্ভুততমঃ বৈচিত্র্যকারকঃ জ্ঞানালোকঃ) 'বিভ্বা' (ব্যাপ্তঃ সন) 'প্রকেতঃ' (অজ্ঞানধ্বান্তবিধায়কঃ)

'অজনিষ্ট' (প্রাদুরভূৎ); 'যথা' (যাদৃশং) 'সবিতুঃ' (সূর্য্যাৎ) 'প্রসূতা' (উৎপন্না) 'রাত্রিঃ' (ধ্বান্তনিশা) 'উষসে' (উষাকালস্য) 'সবায়' (উৎপত্ত্যাঃ) 'যোনিং' (কারণং) 'অরৈক্' (আরেচিতবতী ভবতি)। অয়ং ভাবঃ-যথা সূর্য্যাৎ সমুদ্ভূতা রাত্রিঃ উষাকালস্য উৎপত্তয়ে ভবতি, তথা পরমব্রহ্মণঃ উপরি ভাসমানা ইয়ং অজ্ঞানরাত্রিঃ জ্ঞানালোকস্য প্রভবায় ভবতি। (১৯অ—৪খ ২সূ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

এই লক্ষ্যমাণ শ্রেষ্ঠ সকল জ্ঞানরশ্মির মূলীভূত প্রজ্ঞান, জ্ঞানহীন আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হউন; রমণীয়, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন সকলের বিজ্ঞাপক, তাঁহার রশ্মিসমূহ, পর্য্যাপ্ত হইয়া, সর্ব্বথা আমাদিগের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হউক; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানহীন আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হউক); যেহেতু, অজ্ঞানতা রূপা রাত্রি, প্রজ্ঞানরূপ-সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইলে অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানজ কর্ম্ম সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইলে, জ্ঞানোন্মেষিকা-বৃত্তি-রূপ উষাকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, নিমিত্তভূত কারণ হয়েন; সেইহেতু, অজ্ঞানতা-রূপা রাত্রিই জ্ঞানোন্মেষিকা উষার উৎপত্তি-ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হয়েন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের সহিত যে কর্ম্ম সম্বন্ধযুক্ত, তাহাই সুফলপ্রদ হইয়া থাকে; অতএব আমাদিগের সকল কর্ম্ম জ্ঞানসম্বন্ধযুত হউক—এই প্রার্থনা।)। (১৯অ—৪খ—২সূ—১সা)।

অথবা,

এই দৃশ্যমান, মহৎ অপেক্ষাও মহৎ, শোভনশীল সূর্য্যাদি গ্রহগণের স্বপ্রকাশক-রূপ জগৎস্ফুরণাত্মক অনির্ব্বচনীয় আলোক, যখন সর্ব্বতোভাবে হৃদয়াকাশে উপস্থিত হয়; তখন, অদ্ভুততম বৈচিত্র্যকারক জ্ঞানালোক বিস্তৃত হইয়া, অজ্ঞান-তিমিরের বিনাশক হইয়া থাকে;—যেমন সূর্য্য হইতে উৎপন্না অন্ধকারময়ী রাত্রিই উষাকালের উৎপত্তির কারণ হয়। (ভাব এই যে,—যেমন সূর্য্য হইতে সমুদ্ভূত রাত্রি, উষাকালের উৎপত্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে, সেরূপ পরমব্রহ্মের উপর ভাসমান এই অজ্ঞান-রাত্রি জ্ঞানালোকের উৎপত্তির নিমিত্ত হয়।)। (১৯অ—৪খ—২সূ—১সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'জ্যোতিষাং' গ্রহ-নক্ষত্রাদীনাং দ্যোতমানানাং মধ্যে 'ইদং' উষআখ্যং 'জ্যোতিঃ' 'শ্রেষ্ঠং' প্রশস্ততমং। অত্র কোহতিশয়ঃ? ইতি চেৎ, উচ্যতে—নক্ষত্রাদিকং জ্যোতিষামানমেব

প্রকাশয়াতি মাস্তু, চন্দ্রস্তু যদ্যপ্যস্নং প্রকাশয়াত তথাপি ন বিস্পষ্টপ্রকাশঃ, উষসস্তু জ্যোতির্যুগপদেব সর্ব্বস্ত জগতোঽন্ধকার-নিরাকরণেন বিশেষেণ প্রকাশকং অতঃ প্রশস্ততমমিত্যর্থঃ। তাদৃশং জ্যোতিঃ। 'আগাৎ' পূর্ব্বস্যাং দিশ্যাগমৎ। আগত্য চৈতস্মিন 'চিত্রঃ' চায়নীয়ং, 'প্রকেতঃ' অন্ধকারাবৃতস্য সর্ব্বস্য পদার্থস্য প্রজ্ঞাপকঃ তথা 'বিভ্ব' বিভূর্ব্ব্যাপ্তঃ সন 'অজনিষ্ট' প্রাদুরভূৎ। কিঞ্চ 'যথা' 'রাত্রৌ' রাত্রীঃ স্বয়ং 'সবিতুঃ' সূর্য্যাৎপ্রকাশাৎ' 'প্রসূতা' উৎপন্না। সূর্য্যো হ্যস্তং গচ্ছন্ রাত্রিং জনয়তি সূর্য্যমনস্তমিতে রাত্রেরুৎপত্ত্যভাবাৎ এবমেব রাত্রিরপি 'উষসে' 'সবায়' উষস উৎপত্তয়ে তদীয়াং 'যোনিং' স্থান স্বকায়াপর-ভাগলক্ষণং 'আরৈক্' আরেচিতবতী, কল্পিতবতীত্যর্থঃ। যদ্বা 'প্রসূতা' রাত্রি,-প্রকাশাদুৎপন্না উষাঃ সাবতুঃ' সূর্য্যস্য 'সবায়' প্রসবায় জন্মনে যথা ভবতি এবং 'রাত্রিঃ' অপি 'উষসে' উষসো যজ্জন্ম তদর্থং 'যোনিং' স্বাপর-ভাগ-লক্ষণং স্থানং কৃতবতী। অত্র নিরুক্তং 'ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাচ্চিত্রাং প্রকেতন প্রজ্ঞাততমমজনিষ্ট বিভূততমং যথা প্রসূতা সবিতুঃ প্রসবায় রাত্রিরাদিত্যাস্যৈবং রাত্র্যুষসে যোনিমারচৎ স্থানং (নিরু০ নৈ০ ২।১৯) ইতি। শ্রেষ্ঠং—প্রশস্য শব্দাদাতিশায়নিক ইষ্টন্ (৫।৩।৫৫), প্রশস্যস্য শ্রঃ (৫।৩।৬০) ইতি শ্রাদেশঃ, 'প্রকৃত্যৈকাচ্' (৬।৪।৬৩)—ইতি প্রকৃতিভাবাট্টিলোপাভাবঃ। অগাৎ- এতেলুঙি। "ইণো গা লুঙি (২।৪।৪৫)- ইতি গাদেশঃ, গাতিস্থা (২।৪।৭৭)"- ইতি সিচো লুক্। প্রকেতঃ—কিত জ্ঞানে (ভ্বা০প০) অন্তর্ভাবিত-ণ্যর্থাৎ কর্ম্মণি ঘঞ্. পাধাদিনা (৬।২।১৪৪) উত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। অজনিষ্ট—জনী প্রাদুর্ভাবে (দি০ আ০) লুঙি সিচ ইড়াগমঃ। বিভ্ব বি-প্র-সংভ্যো-ড্বঃ সংজ্ঞাং (৩।২।১৮০) ইতি ড্-প্রত্যয়ঃ, 'সুপাং সুলুক (৭।১।৩৯)- ইত্যাদিনা সোরাকারাদেশঃ, ও সুপি (৬।৪।৮৩) ইতি যণাদেশস্য 'ন ভূসুধিয়োঃ (৬।৪।৮৫) ইতি নিষেধে প্রাপ্তে ছন্দস্যুভয়থা ব (৬।৪।৮৬) ইতি যণাদেশঃ, ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং ; যদ্বা, বি-পূর্ব্বাৎ ভবতেরৌণাদিকে ডবুন প্রত্যয়ঃ, নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং (৬।১।১৯৭)। প্রসূতা-সূনোতেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠা, গতিরনন্তরঃ (৬।২।৪৯) ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। সবায়-'ছন্দসি ভব-সবৌ বক্তব্যৌ (৩।৩।৫৬বা)- ইতি নিপাতনাৎ অচ্. চিৎস্বরঃ (৬।১।১৬৩)। রাত্রী-'রাত্রেশ্চাজসৌ (৪।১।৩১)—ইতি ঙীপ্. যস্যেতি চ (৬।৪।১৪৮)- ইতীকার-লোপঃ। আরৈক্—রিচির্ বিরেচনে (রু০ উ০); লঙি বহুলংছন্দসি (২।৪।৭৩) ইতি বিকরণস্য লুক্, লঘূপধগুণে (৭।৩।৮৬) হল্ঙ্যাভ্যঃ (৬।১।৬৮)- ইতি তিলোপঃ, বর্ণ-ব্যত্যয়েন পকারস্য ককার (৩।১।৮৫)। (১৯অ—৪খ—২সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৭৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি—বেদ দর্পণ স্বরূপ। দর্পণের সম্মুখে যে মূর্ত্তি স্থাপিত হয়, ঠিক তদনুরূপ প্রতিবিম্বই তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বেদ সম্বন্ধেও তাহাই বেদ এক নির্দ্দিষ্ট অর্থের নির্দ্দেশক নহে। বেদান্তর্গত মন্ত্রাবলীর মধ্যে যে দৃষ্টিতে যে প

গ্রহণের চেষ্টা পাইবেন, তাঁহার চক্ষে সে অর্থ—সে ভাবই সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হইবে। ঐটুকুই ভেদের-বিশেষত্ব।

আমরা 'যথা'-পর্য্যায়ে এই মন্ত্রের দুই প্রকার অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি। ঐ দুই অর্থেই আমরা সঙ্গত ভাব প্রাপ্ত হই। প্রথম ব্যাখ্যায় প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইতেছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে মন্ত্রটী নিত্যসত্যতত্ত্বজ্ঞাপক অথবা আত্মোদ্বোধনা-মূলক। মন্ত্রের প্রথম চরণের অন্তর্গত 'অগাৎ' এবং দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'অজনিষ্ট'—এই দুইটী ক্রিয়াপদের প্রতিবাক্য গ্রহণ-উপলক্ষেই ভাবপার্থক্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এ মন্ত্রের ঐ দুইটি পদই প্রথম আলোচ্য। প্রার্থনা-পক্ষে 'অগাৎ' পদে 'আসুক-আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক' এবং 'অজনিষ্ট' পদে 'আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হউক'—এইরূপ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আবার ঐ দুইটী পদে যথাক্রমে 'আগমন করিয়াছেন' এবং 'প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল' অর্থগ্রহণ করিয়াও নিত্য-সত্যতত্ত্ব-জ্ঞাপক ভাব নিষ্কাশিত হইতে পারে। আমরা দুই অর্থেই সঙ্গতি দেখি।

মন্ত্রটী দুর্ভেদ্য জটিলতা-জালে সমাচ্ছন্ন। কেবলমাত্র মন্ত্রান্তর্গত পদাবলীর অর্থ-গ্রহণ করিয়া কেহই মন্ত্রের মর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। সকল ব্যাখ্যাকারই ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে কোনও না কোনও পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। অধ্যাহার-কালে ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রান্তর্গত 'ইদং' পদে 'উষাকাল' অর্থ গ্রহণ করিয়া ভাবসঙ্গতি দেখাইয়াছেন। আমরা কিন্তু 'ইদং' পদের সাধারণতঃ প্রচলিত অর্থেই সঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছি। 'ইদং' পদের অর্থ—'এই' অর্থাৎ যাহা সম্মুখে দেদীপ্যমান্। আমাদিগের ব্যাখ্যায় সেই দৃষ্টিতেই ঐ পদে 'বক্ষ্যমাণ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অতঃপর 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' পদদ্বয়। ব্যাখ্যাদিতে ঐ পদদ্বয়ের অর্থ এই যে—'দ্যোতমান গ্রহ-নক্ষত্রাদির জ্যোতিঃ'। কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে গ্রহ, নক্ষত্র সূর্য্য অথবা উষার জ্যোতিঃর বিষয় প্রখ্যাত নহে। 'জ্যোতিষাং' পদই তাহা বিজ্ঞাপিত করিতেছে। ব্যাকরণানুসারে 'জ্যোতিষাং' ষষ্ঠীর বহুবচনের পদ। তদনুসারে ঐ পদের অর্থ—'জ্যোতি-সমূহের।' এই দৃষ্টিতেই আমরা 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' পদদ্বয়ের 'সকল জ্ঞানরশ্মিসমূহের মূলীভূত প্রজ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এতদনুসারে সিদ্ধান্তিত হয়, মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রার্থনা এই যে,—'প্রজ্ঞান আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানের সঞ্চার হউক।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটী উপমা-মূলক। ঐ উপমাবাক্যের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রার্থ অধিকতর জটিল ও সমস্যাপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে দ্বিতীয় চরণের অর্থ এই যে,—যেরূপ রাত্রি সবিতার প্রসূত অর্থাৎ সূর্য্য অস্তমিত হইলে রাত্রির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ রাত্রির অবসানে উষার উৎপত্তি হয়, এজন্য রাত্রি উষার জন্মস্থান।' এই চরণের পদাবলী হইতে এবম্বিধ অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা হইতে কি মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি? আমাদিগের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যায় সেই মর্ম্ম উদ্ঘাটনে প্রয়াস পাইয়াছি। পরন্তু ঐ চরণটিকে উপমার পদ স্বীকার করিলেও সুষ্ঠু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে দৃষ্টিতে কোন্ পদের কি অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহা আমাদিগের প্রথমোক্ত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই দৃষ্ট হইবে। সে ব্যাখ্যার প্রতিবাক্য,—'প্রজ্ঞানরূপ সূর্য্য হইতে অজ্ঞানতারূপ রাত্রি উৎপন্ন হয়, আবার সেই অজ্ঞানরূপা রাত্রিই জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তি-রূপা উষার উৎপত্তির হেতুভূত

হইয়া থাকে।' উহার তাৎপর্য্য এই যে;—'জীবের জন্মমূল—কর্ম্ম। সে কর্ম্ম—অজ্ঞানজ। কিন্তু সেই অজ্ঞানজ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন জীব যদি অভিনব-কর্ম্ম-সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ তাহার কর্ম্ম যদি জ্ঞান-সম্বন্ধযুত, সুতরাং ভগবানে উৎসৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার উদ্ধারের উপায় আপনিই হইয়া আসে। সেই নবীন কর্ম্মের ফলে তাহার জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তির অভ্যুদয় হয়। ফলে, সে জন্মজয়ী মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে।'

ফলতঃ, প্রথমোক্ত ব্যাখ্যানুসারে এই মন্ত্রটী প্রার্থনা-জ্ঞাপক এবং আত্মোদ্বোধনা-মূলক। এখানকার প্রার্থনায়ও নিত্য-সত্য-তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'যেমন দিবসের পর রাত্রির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, আবার রাত্রির পর দিবসের পুনরাবির্ভাব অনিবার্য্য, তদ্রূপ অজ্ঞানতা চিরকালই বিরাজিত থাকিবে না। একদিন না একদিন জ্ঞানের উদয় হইবেই হইবে। অতএব প্রার্থনা,—'আমরা অজ্ঞান। অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া আছি। আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হউক। অজ্ঞান-রাত্রি অপসৃত হইয়া, আমাদিগের অন্তরে সকল জ্ঞানের মূলীভূত প্রজ্ঞানের আবির্ভাব হউক।'

দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা-নির্দ্দেশ পক্ষে, মন্ত্রান্তর্গত পদাবলীর যে যে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদেই দৃষ্ট হইবে। এস্থলে ঐ ব্যাখ্যা হইতে আমরা কি ভাব প্রাপ্ত হই, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ দিবার প্রয়াস পাইতেছি।

ভগবান্ পরমজ্যোতিঃ-স্বরূপ। উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের প্রতীক উপাসনা-প্রকরণে 'ব্রহ্ম' জ্যোতিঃ-রূপে আখ্যাত হইয়াছেন। এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ হইতে নিখিল সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ, এমন কি, সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে। এই জ্যোতিঃ যখন হৃদয়াকাশে সমুদিত হয়, তখন ঐ আকাশের গাঢ় অন্ধকার তিরোহিত হইয়া যায়। এই অন্ধকারের নাম—'অজ্ঞান'। ইনিই জগৎ-সৃষ্টির হেতু। ইঁহার প্রভাবেই মনের মধ্যে অসৎসৃষ্টির বিচিত্রধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই দৃশ্যমান সৃষ্টি তাহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং, এই অজ্ঞানই একমাত্র জীবের নাশবস্তু। অজ্ঞান সৃষ্টি আনাইয়া দেয়। সৃষ্টি অনন্ত দুঃখে মূল। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। অতএব অজ্ঞানের হস্ত হইতে উদ্ধার না পাইলে,—"নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়"—দুঃখের হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় নাই।

এই অজ্ঞান-অন্ধকারকে নষ্ট করিতে হইলে, জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ পরমজ্যোতিঃ ব্রহ্মজ্যোতিঃকে লাভ করিতে হইবে। কারণ, এই অন্ধকার সামান্য নহে; ইহা অদ্ভুততম। ইহার প্রভাবও অদ্ভুত; প্রকাশও অদ্ভুত। তাই ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে,—"সূর্য্য হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে উষা।" সূর্য্য যখন অস্তমিত হয়, তখন আলোকপ্রভাব হ্রাস পায় এবং ধীরে ধীরে গাঢ় অন্ধকার সমগ্র জগৎকে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার যখন আলোক প্রভাব বিস্তার করে, তখন ঐ অন্ধকার অন্তর্হিত হইয়া পড়ে; নবীন জীবন-প্রভাতের অরুণ উষা হৃদয়-গগনকে নির্ম্মল করিয়া দেয়। কিন্তু, অন্ধকার একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। সইবস্তুর পুনরভ্যুত্থান কখনই সম্ভবপর নহে। এই জন্য অন্ধকার থাকে; ঐ আলোকের মধ্যেই অন্ধকার প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। যখন সময় পায়, তখন মূর্ত্তিমান হইয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। সূর্য্য যখন উঠে, তখন উহার মধ্যেই অন্ধকার লুকাইয়া পড়ে, আবার

সূর্য্য সরিয়া যাইলেই অন্ধকার ফুটিয়া উঠে—এইমাত্র। ঠিক এইরূপ—"অজ্ঞানাত্মক সংসার ও জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মজ্যোতিঃ।"

অজ্ঞান-জন্ম কামনা। কামনা সুখাশার নামান্তর। সুখাশাই কর্ম্মতরঙ্গের প্রবর্ত্তক। কর্ম্মতরঙ্গই লক্ষ্যহীন জীবনের নিদান। লক্ষ্যহীন জীবনই যন্ত্রণার অভিভূতি, বিষাদের দীর্ঘোচ্ছ্বাস, হাহাকারের আর্ত্তনাদ, দারুণ অনুশোচনার হেতু। সুতরাং এই অজ্ঞান যে অদ্ভুত, তাহা নিশ্চিত। কারণ, এই অজ্ঞানই সংসারে আনাইয়াছে, দেবত্বের সিংহাসনে পশুত্বের অধিকার দিয়াছে। অতএব এই অজ্ঞান নষ্ট করিতে না পারিলে, মনুষ্যত্বের সার্থকতা সুদূর পরাভূত। কিন্তু এই অজ্ঞান নষ্ট করিতে হইলে, প্রকাশ-জগতের সূর্য্য-প্রভায় হইবে না। তাই বেদ কীর্ত্তন করিতেছেন যে,- জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ—সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থেরও প্রকাশক, যাঁহার প্রভায় জগৎ দীপ্ত—সেই দীপ্ত জ্যোতির আশ্রয় লাভ কর। তাঁহাকে লাভ কর; হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার চিরান্তর্হিত হইবে। আর অন্ধকারে থাকিতে হইবে না। পরম শান্তি লাভ করিবে। ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে, কর্ম্ম অজ্ঞানজ হইয়াও, জ্ঞানের জনয়িত্রী সুতরাং মোক্ষপ্রাপক হয়। অতএব দুঃখ-নাশের অভিলাষী হইলে, সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে,—আমাদিগের কর্ম্ম যেন ভগবদনুসারী হয়। (১৯অ-৪খ-২সূ—১সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
রুশদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যাগা

১ ২ ৩ ১র ২র
দারৈগু কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ
সমানবন্ধু অমৃতে অনূচী

৩ ১ ২ ৩ ২
দ্যাবা বর্ণঞ্চরত আমিনানে॥ ২॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ত্রয়োদশাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যদা 'রুশদ্বৎসা' (দীপ্তজ্ঞানরূপবৎসবিশিষ্টা) 'রুশতী' (প্রদীপ্তা) 'শ্বেত্যা' (সুনির্ম্মলা জ্ঞানদা উষা) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অগাৎ' (আগতবতী); তদা 'কৃষ্ণা' (মলিনাত্মিকা অজ্ঞানরাত্রিঃ) 'অস্যাঃ' (নির্ম্মলাত্মিকায়া জ্ঞানময্যা উষায়াঃ) 'সদনানি' (কেন্দ্রীভূতানি নিবাসস্থানানি) 'উং ইতি' (মহেশ্বরং ইতি) 'অরৈক্' (কল্পিতবতী, তং আত্মগোপনস্থানং পরিকল্প্য বিলীনা ভবতি); 'ইতি' (অস্মাদ্ধেতোঃ) এতস্মাৎ তমঃসত্ত্বময্যাৎ অজ্ঞানজ্ঞানরূপে রাত্র্যুষে 'সমানবন্ধূ' (আশ্রয়াশ্রয়িভাবেন মিত্রতাভাবাপন্নে) 'অমৃতে' (অমরণশীলে) 'দ্যাবা' (স্বর্গীয়মার্গেণ, উচ্চমার্গেণ) 'অনূচী' (অনুগচ্ছন্ত্যৌ) 'বর্ণং' (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং রূপং) 'আমিনানে' (হিংসন্ত্যৌ) 'চরতঃ' (উভে বিচরতঃ)। অয়ং ভাবঃ,—জ্ঞানরূপায়াঃ উষায়াঃ সমাগমে মলিনাত্মিকা অজ্ঞানরাত্রিঃ পরমে ব্রহ্মণি মহেশ্বরে আত্মগুপ্তিং করোতি; তদা সর্ব্বং জগৎ নামরূপং বিহায় ব্রহ্মত্বেন অবতিষ্ঠতে। (১৯অ-৪খ-২সূ-২সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

যখন দীপ্তজ্ঞানরূপ-বৎসবিশিষ্ট প্রদীপ্ত সুনির্ম্মল জ্ঞানদাত্রী উষা, সম্যক্-রূপে আসিয়া উপস্থিত হয়েন; তখন তমোময়ী অজ্ঞানরাত্রি, সত্ত্বময়ী জ্ঞানরূপা উষার কেন্দ্রীভূত স্থানস্বরূপ মহেশ্বরে বিলীন হইয়া যায়; এইজন্য তমোময়ী অজ্ঞানরাত্রি ও সত্ত্বময়ী উষা, পরস্পর আশ্রয়-আশ্রয়িভাবে বন্ধুত্বভাবাপন্ন ও অমরণশীল এবং পরস্পর অনুগত-ভাবে সমগ্র প্রাণিজগতের রূপ-জ্ঞান নষ্ট করিয়া, এই সৃষ্টিপথের মধ্যে বিচরণ করিতেছে। (ভাব এই যে,—জ্ঞানরূপ উষার সমাগম হইলে মলিনাত্মিকা অজ্ঞানরাত্রি পরমব্রহ্ম মহেশ্বরে আত্মগোপন করিয়া থাকে; নিখিল জগৎ নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থানমান হইয়া থাকে। (১৯অ—৪খ—২সূ—২সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

শ্বেত্যা ইতি উষসো নামধেয়ং (নিঘ০ ১৮.১২)। 'রুশতী' দীপ্তাশ্চ 'শ্বেত্যা' শ্বেতবর্ণোষাঃ 'রুশদ্বৎসা' রুশন্ দীপ্তঃ সূর্য্যো বৎসো যস্যাঃ সা তথোক্তা। যথা মাতুঃ সমীপে বৎসঃ সঞ্চরতি এবমুষসঃ সমীপে সূর্য্যস্য নিত্যামবস্থানাৎ তদ্বৎসত্বং অথবা যথা বৎসো মাতুঃ স্তন্যং রসং পিবন্ হরতি এব মুষসোঽবশ্যায়াখ্যং রসং পিবন বৎস ইত্যুচ্যতে। তাদৃশী সতী 'আগাৎ' আগতবতী। আগতায়া উষসঃ 'কৃষ্ণা' কৃষ্ণবর্ণা রাত্রিঃ 'সদনানি' স্থানানি স্বকীয়ানি অর্দ্ধবাস-লক্ষণানি 'আরৈক্' আরেচিতবতী কল্পিতবতীত্যর্থঃ (উ-ইত্যোতনঃ

পূরণঃ) অপিচৈতে রাত্র্যুষসৌ 'সমানবন্ধূ' সমানেন একেন সূর্য্যাখ্যেন বন্ধুনা সখ্যা যুক্তে। যদ্বা, সূর্য্যেণ সহ সম্বন্ধে, যথা উষা উদেষ্যতা সূর্য্যেণ সম্বদ্ধা এবং রাত্রিরপি অস্তং অনূচৌ প্রথমং রাত্রিঃ পশ্চাৎ উষা ইত্যনেন ক্রমেণ গচ্ছন্তৌ। যদ্বা, সূর্য্য গচ্ছতা সূর্য্যেণ সম্বদ্ধা। 'অমৃতে' মরণ-রহিতে (কালাত্মকতয়া নিত্যত্বাৎ। 'অনূচী' গত্যনুসারেণ গচ্ছন্ত্যৌ এবম্ভূতে। 'বর্ণং' সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং রূপং 'আ মিনানে' অপনয়ন্ত্যৌ। যদ্বা, স্বকীয়ং রূপং হিংসন্ত্যৌ, উষসা নৈশং তমো নিবর্ত্ত্যতে, প্রকাশাত্মকমুষসো রূপং রাত্র্যা এবংবিধে সত্যৌ। 'দ্যাবা' দ্যোতমানে 'চরতঃ' প্রতিদিনমাগচ্ছত। যদ্বা, দ্যাবানভসোহন্তরিক্ষ-মার্গেণ চরতঃ প্রতিদিবসং গচ্ছতঃ। অত্র নিরুক্তং 'রুশদ্বৎসা সূর্য্যবৎসা। রুশদিতি বর্ণনাম, রোচতের্জ্বলতিকর্ম্মণঃ। সূর্য্যমস্যা বৎসমাহ সাহচর্য্যাদ্রস-হরণাদ্বা। রুশতী শ্বেত্যাগাৎ। শ্বেত্যা শ্বেততেরবিচৎ কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ কৃষ্ণবর্ণা রাত্রিঃ কৃষ্ণং কৃষ্যতের্নিকৃষ্টো বর্ণঃ। অথৈনে সংস্তৌতি সমান-বন্ধু, সমান বন্ধনে অমৃতে অমরণ-ধর্ম্মাণাবনূচী অনূচ্যাবিতীতরেতরমভিপ্রেত্য দ্যাবা-বর্ণং চরতস্তে এব দ্যাবৌ দ্যোতমানদপি বা দ্যাবা চরতস্তয়া সহ চরত ইতি স্যাদাহিমানে আমিম্বানে অন্যোহন্যস্যাধ্যাত্মং কুর্ব্বাণে (নিরু৹ নৈ৹ ২২০) ইতি। শ্বেত্যা—শ্বিতা বর্ণে (ভ্বা৹ আ৹), অস্মাণ্যস্তাৎ অচো যৎ (৩১৯৭) ইতি ভাবে যৎ, ণি-লোপঃ, অর্শআদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽচ্ (৫।২।১২৭)। অমৃতে অস্বৃতং মরণমনয়োরস্তীতি বহুব্রীহৌ নঞোজরমরমিত্রমৃতা (৬।২।১১৬) ইত্যুত্তর-পদাদ্যুদাত্তত্বং। অনূচী - অনুপূর্ব্বাদঞ্চতেঃ 'ঋত্বিগিত্যাদিনা ক্বিন্ (৩।২৫৯), অনিদিত্বাৎ (৬।৪।২৪)—ইতি ন-লোপঃ অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানং (৪।১।৬ বা ৭৹) ইতি ঙীপ, 'অচঃ (৬।৪ ১৩৯) ইত্যাকার-লোপে, চৌ (৬।৩ ১৩৯) ইতি দীর্ঘঃ অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্ত-লোপঃ (৬।১।১৬১) ইতি ঙীপউদাত্তত্বং, সুপাং সুলুক্ (৭।১।৩৯) ইতি বিভক্তের্লুক্। মিনাতে মীনাতেঃ ক্র্যাদিকস্য শানচ মীনাতের্নিগমে (৭।৩।৮১) ইতি হ্রস্বত্বং। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১৭৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

নির্ম্মল দীপ্ত উষা নিত্য জ্ঞানময়ী। সূর্য্য উষার পুত্র; যেহেতু, উষার গর্ভে সূর্য্যের উদয় হয় এবং জগৎকে প্রভাত করে। জ্ঞানও সেইরূপ উষামাতৃকার সন্তান। ঐই জ্ঞানময়ী উষা সুপ্ত-চেতনার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আনাইয়া দেয়। উষার আলোকে অন্ধকার-জগৎ আলোকিত হয়। জগৎ নবীন চেতনায় হাসিয়া উঠে। জীবজগৎ সমগ্র দিবস অক্লান্ত দেহে কঠোর পরিশ্রমে কর্ম্মের সেবা করে এবং সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লান্ত শরীরে বিবশ-চিত্তে সুপ্তির আশ্রিত হয়। এই সুপ্তির নাম নিত্য প্রলয়। সুপ্তির সময় জাগ্রৎ-জগতের কোনও জ্ঞান থাকে না। থাকে কেবল—বিরাট্ চৈতন্য ও জাগ্রতের সংস্কার মাত্র। বিরাট্ চৈতন্যের স্পন্দনে ও সংস্কারের সাহায্যে উষার বিমল প্রভায় জগৎ জ্ঞানের মধ্যে আসিয়া পুনঃ কর্ম্মশীল হয়। সুতরাং, এই উষা যেমন দৈনন্দিন নৈশ-প্রলয়

হইতে জগৎকে মুক্ত করিয়া সৃষ্টির বিমল হাস্যে ভাসাইয়া তুলে, সেইরূপ জগৎ যখন তমোগুণাশ্রিত মহেশ্বরের মধ্যে প্রলীন হইয়া অবস্থান করে, অথবা এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া অনাম, অব্যয় ও নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে, তখনই এই জ্ঞানময়ী চৈতন্য-রূপা উষা পুনঃসৃষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত সেই নির্গুণ ব্রহ্মের বক্ষে ইচ্ছা রূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। ইহারই নাম—ইচ্ছাময়ী শক্তি; ইহারই নাম—সৃষ্টিময়ী উষা।

এই জন্য এই উষার নাম—জ্ঞান বা চৈতন্য। ইহাতেই জগতের প্রলয় হয়; আবার ইহা হইতেই জগৎ উদ্ভূত হয়। উষার বিকাশে যেমন অন্ধকার আত্মগোপন করে, আবার রাত্রি আসিলেই সেইরূপ আত্মপ্রকাশ করে। এই উভয় অবস্থার মধ্যেই অজ্ঞান বা অন্ধকার প্রচ্ছন্ন থাকে; একেবারে ধ্বংস পায় না। কারণ, উভয় অবস্থাই আপেক্ষিক। অন্ধকার থাকিলেই উষা; উষা থাকিলেই অন্ধকার! সৃষ্টি থাকিলেই প্রলয়; আবার প্রলয় থাকিলেই সৃষ্টি! একের প্রভাবে অপর শক্তির হ্রাস হয় এইমাত্র; ফলতঃ, একেবারে ধ্বংস হয় না। এই জন্য তমোময়ী রাত্রি বা তমোগুণাত্মক প্রলয়, এবং সত্ত্বময়ী উষা বা সত্ত্বগুণাত্মিকা সৃষ্টি পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মনিষ্ঠ হইলেও, ব্যবহারিকভাবে উহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু এবং ব্যবহারিক অমরণশীল। মূলে কিন্তু সৃষ্টিও নাই, প্রলয়ও নাই। যেখানে সৃষ্টি ও প্রলয় সেইখানেই অজ্ঞান।

এই অজ্ঞান-নাশই এই মন্ত্রের প্রধানতম লক্ষ্য। এই অজ্ঞান-নাশকেই লক্ষ্য করিয়া, বেদ রাত্রির ও উষার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আলোকের অভ্যুপগমে যেমন অন্ধকার তিরোহিত হয়, জ্ঞানের বিকাশে অজ্ঞানও তদ্রূপ। এই উভয় অবস্থাতেই রূপ-জ্ঞান থাকে না। অজ্ঞানে বা অন্ধকারে চক্ষুর শক্তি ব্যাহত হয়; বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান হইতে পারে না। আবার, জ্ঞানের বিকাশেও রূপ-রসাদি বস্তুর জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। এই মন্ত্র হইতে আমরা তাই বুঝিতে পারি,—'অজ্ঞান ও জ্ঞান, রাত্রি ও উষা, প্রলয় ও সৃষ্টি, কৃষ্ণা ও শুক্লা নামে অভিহিত হইতে পারে।' গীতায়ও দেখা যায়,—'শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে' ইত্যাদি। সুতরাং, এই কৃষ্ণ ও শুক্ল, যাহা তমোগুণ ও সত্ত্বগুণ, যাহা রাত্রি ও আলোক, যাহা প্রলয় ও সৃষ্টি, যাহা অজ্ঞান ও জ্ঞান,—তাহাকে লক্ষ্য করাই এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য।

বেদ সৃষ্টির প্রভাত। এই প্রভাত-কালে ব্রাহ্মণ-শিরে বেদ-হস্তা ব্রহ্ম-রূপা হংস-বাহনা কুশহস্তা কুমারী সরস্বতী সমাসীন থাকিয়া, ব্রাহ্মণগণকে সুপ্ত-চেতনা হইতে প্রবুদ্ধ করেন। ইহাই সুপ্ত-জগতের জাগ্রৎসৃষ্টি; অথবা নিত্যপ্রলয়ের নবীন সৃষ্টি-প্রভাত। মধ্যাহ্নে আবার কর্ম্মময়ী যুবতী জড় জগতের কর্ম্মোদ্দীপনা জাগাইয়া যৌবন-চাঞ্চল্যের পরিচয় প্রদান করেন। সন্ধ্যায় পুনরায় বৃদ্ধা ভৈরবী শিবরূপা পরাশক্তি বার্দ্ধক্যের অবলম্ব জীবনে জগৎকে স্থবির আলস্যপূর্ণ করিয়া প্রলয়ের মহাসুপ্তিতে নিমগ্ন করিয়া দেয়। সুতরাং, এই সৃষ্টি ও প্রলয়, অথবা অজ্ঞান ও জ্ঞান যে কত গভীরতা-পূর্ণ, তাহারই পরিজ্ঞাপন করা এ মন্ত্রের উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত, সাধারণ রাত্রি ও উষার বর্ণনা করিতে এত বড় বেদের কোনও আবশ্যকতা নাই বলিয়া বিবেচিত হয়। আমরা মনে করি, মন্ত্রে যে উষার নির্দ্দেশ দেখিতে পাই, সে উষা নিত্য প্রকাশশীলা সাধারণ উষা নহে;

উষা-পদ-উপলক্ষে এস্থলে রূপকে সৃষ্টিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ পাইতেছে। এ উষা, প্রলয়ের পরে সৃষ্টির পূর্ব্বাভাস প্রদান করেন; গাঢ় তমসার অন্তরালবর্ত্তী আলোকরশ্মি বিকাশিত করেন; অজ্ঞান-অন্ধকার নিমজ্জিত চিত্তকে বিমল তাহার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলেন। (১অ-৪খ-২সূ-২সা)। •

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩২উ
সমানো অধ্বা স্বস্রোরনন্ত-

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স্তমন্যান্যা চরতো দেবশিষ্টে।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ন মেথতে ন তস্থতুঃ সুমেকে

২ ৩ ২ ১ ১ ২ ৩ ১২
নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বস্রোঃ' (ভগ্নীতুল্যয়োঃ অজ্ঞানজ্ঞানরূপয়োঃ রাত্র্যহ্নোঃ) 'অধ্বা' (পন্থাঃ) 'সমানঃ' (এক এব) তথা 'অনন্তঃ' (অবসানরহিতঃ) 'দেবশিষ্টে' (দেবেন দ্যোতমানেন জ্যোতিঃ-স্বভাবেন পরমাত্মনা অনুশিষ্টে অনুগতে অজ্ঞানজ্ঞানরূপে রাত্র্যহে ইতি শেষঃ); 'অন্যান্যা' (পরস্পরেণ, আপেক্ষিকেন) 'তং' (বিশালে পথি) 'চরতঃ' (নিত্যং প্রতিতিষ্ঠতঃ); 'সুমেকে' (শোভনজননে, তুল্যজননশীলে) 'বিরূপে' (তমঃপ্রকাশাত্মকে বিরুদ্ধস্বভাবে) 'সমনসা' (সমানমনস্কে) 'নক্তোষাসা' (অজ্ঞানজ্ঞানরূপে রাত্র্যহে) 'ন মেথেতে' (পরস্পরং ন হিংস্তঃ) তথা 'ন তস্থতুঃ' (ন তিষ্ঠতঃ)। অয়ং ভাবঃ,—যথা বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্নে রাত্র্যহে একতঃ সমুৎপন্নে অপি ন পরস্পরং হিংস্তঃ তথা চিরং ন তিষ্ঠতঃ তথা অজ্ঞানজ্ঞানে অপি ইতি। (১অ-৪খ-২সূ-৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ত্রয়োদশাধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত।)

বঙ্গানুবাদ।

সহোদরার মত অজ্ঞান ও জ্ঞানরূপিণী রাত্রির এবং উষার পথ এক ও অবসান-রহিত। দ্যোতনশীল জ্যোতিঃস্বভাব পরমাত্মাতে অনুগত হইয়া, অজ্ঞান ও জ্ঞানরূপা রাত্রি এবং উষা আপেক্ষিকভাবে সেই বিশাল পথে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; তুল্য-উৎপাদনশীল ও তমঃ-প্রকাশাত্মক বিরুদ্ধ-স্বভাবসম্পন্ন, সমানমনা অজ্ঞান ও জ্ঞানরূপা রাত্রি এবং উষা পরস্পর কেহ কাহাকে হিংসা করে না এবং চিরকালও থাকে না। (ভাব এই যে,—যেমন বিরুদ্ধ-স্বভাবসম্পন্ন রাত্রি এবং উষা এক স্থান হইতে সমুৎপন্ন হইয়াও পরস্পর কেহ কাহাকে হিংসা করে না এবং চিরদিনও থাকিতে পারে না, অজ্ঞান এবং জ্ঞানও ঠিক সেইরূপ।)॥ (১. অ—৪খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বস্রোঃ' ভগিন্যোঃ রাত্র্যুষসোঃ 'অধ্বা' সঞ্চরণসাধন-ভূতো মার্গঃ 'সমানঃ' এক এব যেন আকাশমার্গেণ উষা নির্গচ্ছতি তেনৈব রাত্রিরপি, স চ মার্গো 'অনন্তঃ' অবসানরহিতঃ 'তং' মার্গং 'দেবশিষ্টে' দেবেন দ্যোতমানেন সূর্য্যেণানুশিষ্টে শিক্ষিতে সত্যৌ 'অন্যান্যা' একৈকা 'চরতঃ' ক্রমেণ গচ্ছতঃ। অপিচ 'সুমেকে' শোভন-মেহনে সর্ব্বেষামুৎপাদকে শোভন-প্রজননে 'নক্তোষাসা' রাত্রিরুষাশ্চ 'বিরূপে' তমঃপ্রকাশলক্ষণাভ্যাং বিরুদ্ধরূপাভ্যাং যুক্তে, অপি 'সমনসা' সমানমনস্কেন ঐকমত্যং প্রাপ্তে সত্যৌ 'ন মেথেতে' পরস্পরং ন হিংস্তঃ, তথা 'ন তস্থতুঃ' কদাচিদপি ন তিষ্ঠতঃ সর্ব্বদা লোকানুগ্রহার্থং গচ্ছত ইত্যর্থঃ। অন্যান্যা - কর্ম্মব্যতিহারে সর্ব্বনাম্নো দ্বে ভবত ইতি বক্তব্যাৎ সমাসবচ্চ বহুলং (৮।১।১২ বা) ইত্যন্যশব্দস্য দ্বির্ভাবঃ, তত্র পরমাম্রেড়িতং (৮।১।২) ইত্যাম্রেড়িতসংজ্ঞায়াং অনুদাত্তঞ্চ (৮।১।৩) ইত্যাম্রেড়িতানুদাত্তত্বং। দেবশিষ্টে—শাসু অনুশিষ্টৌ (অদা০ প০), শাস্তেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠা, যস্য বিভাষা (৭।২।১৫) ইতীট্‌-প্রতিষেধঃ শাস ইদঙ্‌হলোঃ (৬।৪।৩৪)—ইতি উপধায়া ইত্বং' শাসি-বসি-ঘসীনাঞ্চ (৮।৩।৬০)—ইতি ষত্বং, তৃতীয়া-কর্ম্মণি (৬।২।৪৮) ইতি পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং। মেথেতে মেথতির্হিংসার্থো ভৌবাদিকোঽনুদাত্তেৎ। সুমেকে - মিহ সেচনে (ভ্বা০প০), ভাবে ঘঞ্‌, শোভনো মেকো যয়োস্তে ব্যত্যয়েনৈকারঃ (৩।১।৮৫), উত্তরপদস্য ক্রিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্‌ছন্দসি (৬।২।১১৯) ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। নক্তোষাসা - সুপাং সুলুক্‌ ইতি (৭।১।৩৯) বিভক্তেরাকারঃ। ৩।

* * *

তৃতীয় (১৭৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—— — ••• ——

এক নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরমব্রহ্ম বা পরাপ্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি বা চিৎশক্তি হইতে সমুদ্ভূত হয় বলিয়া, এই অজ্ঞানরূপিণী রাত্রি ও জ্ঞানরূপিণী উষা ইহারা পরস্পরে সহোদরা ভগ্নীর মত। ইহাদের উৎপত্তি-স্থান এক। এক বস্তুতেই এই পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবিশিষ্ট দুই বস্তু আপনিই প্রতিভাত হইয়া রহিয়াছে। বিরুদ্ধা বা বিষমা সৃষ্টির প্রতি নির্গুণ ব্রহ্মের কোনও কারণতা নাই। নির্গুণ ব্রহ্ম জলে পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্ত অবস্থায় থাকেন সংস্কারের বশে সংসার তাহাতে বিভক্ত অবস্থায় ভাসিয়া উঠে সমুদ্র নিত্যই স্থির; তাহার গাম্ভীর্য্য স্বতঃই প্রশান্ত ও অব্যাহত। বায়ুর গতি যে পর্য্যন্ত, সমুদ্র সেই পর্য্যন্ত তরঙ্গায়িত মাত্র। অতরঙ্গ সমুদ্রের সহিত সতরঙ্গ সমুদ্রের কোনও পার্থক্য নাই। তরঙ্গগত নামের পার্থক্যই কেবল দেখিতে পাওয়া যায়। এই তরঙ্গায়িত সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সহিত দৃশ্যমান্ সৃজ্যবস্তুরও সেই সম্বন্ধ। সমুদ্রও জল, তরঙ্গও জল। বিশ্বও ব্রহ্ম, সৃজ্যবস্তুও ব্রহ্ম, মূলে কিন্তু অভিন্ন। নির্গুণ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন সত্তাই নাই। কেবল দৃশ্যতা নামমাত্র প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাই অজ্ঞান বা রাত্রি। এই জন্য ইহা ব্যবহারিক; ইহা পারমার্থিক নহে। আলোক বা জ্ঞান পারমার্থিক। তাহা স্বতঃপ্রকাশমান। এইজন্য রচনার ক্ষেত্রে বা দ্রষ্টাদের চক্ষে এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বা বিষম জ্ঞান প্রতীয়মান হইতেছে। অন্ধকার ও আলোক, অজ্ঞান ও জ্ঞান, পাপ ও পুণ্য প্রভৃতি বিবিধ বিরুদ্ধ বস্তু পরিলক্ষিত হইলেও এক চৈতন্যের পূর্ণ সত্তা ব্যতীত অন্য কোনও সত্তাই এখানে নাই। কেবল বস্তুতে অবস্তুর অধ্যাস হইয়াছে বলিয়া বিবিধ বস্তু নামে অভিব্যক্ত হইয়াছে—এইমাত্র। এই অধ্যাস অজ্ঞান-প্রসূত। এই অজ্ঞানের মধ্যে মানবীয় কর্ম্মজীবনের অন্তর্নিহিত সংস্কার থাকে বলিয়াই, নির্গুণ অসীম অব্যক্ত ব্রহ্মের উপর দৃশ্যপ্রপঞ্চ ভাসিয়া বা অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। যেমন সুষুপ্তিতে বিশুদ্ধ চৈতন্যের উপর জাগ্রৎ জীবনের সংস্কার অন্তর্লীন থাকে এবং বিশুদ্ধ চৈতন্যের পরিস্পন্দনে ঐ সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া আবার যেমন জাগ্রৎজীবনের সম্পাদন করে; এখানেও ঠিক তাহাই। রাত্রি সৃষ্টির প্রলয়কাল; উষা তাহার প্রথম প্রভাত।

এইজন্য এই রাত্রি ও উষার পথ এক; অর্থাৎ, এক নির্গুণ পরমব্রহ্মের উপর ভাসমান এই সৃষ্টির ধারা একটি। যেমন মৃত্তিকা, ঘট ও কুম্ভকার। মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, কুম্ভকার তাহা প্রস্তুত করে। ঘট হইলেই ভাঙে, আবার ভাঙিলেই প্রস্তুত হয়। যেহেতু কুম্ভকার ও কুম্ভকারের মনে ঘট-প্রস্তুত-প্রণালীর সংস্কার অক্ষুণ্ণ থাকে। সেইরূপ জগৎ নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন হয়, আবার সংস্কার ও মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বক্ষে তরঙ্গমালার মত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হইয়া উঠে। সুতরাং সৃষ্টির পর প্রলয় ও প্রলয়ের পর সৃষ্টি, রাত্রির পর উষা ও উষার পর রাত্রি। এই ধারাটি চিরন্তনী। ইহা অসীম বটে। যেহেতু ইহা অনাদি। এই ব্যবহারিক সৃষ্টি ও ব্যবহারিক প্রলয় আপেক্ষিকভাবে অনাদি কাল পরম্পরায় ব্রহ্মের উপর অধ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। সৃষ্টির পর প্রলয় ও প্রলয়ের পর সৃষ্টি এইরূপ ভাবেই অনাদিকাল

হইতে চলিয়া আসিতেছে। নতুবা এই বৈষম্য হইত না; অথবা ব্রহ্মের নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ভাবও থাকিত না। হয় সাম্য থাকিত, অথবা ব্রহ্ম সগুণ সক্রিয় বা সামান্য সংসারীর ন্যায় একজন পুণ্য পুরুষ হইতেন। এই জন্য, এই অভ্যুত্থানের ও লয়ের অথবা উষার ও রাত্রির আপেক্ষিক ভাবটি অসীম। অর্থাৎ ইহার আদিও নাই, আর অন্তও নাই। অবশ্য ইহা ব্যবহারিক। যেখানে দ্বৈতভাব, সেখানের জন্যই এই বিচার-পদ্ধতি। ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন জগতে দ্বিতীয়-সত্তা নাই। ব্রহ্মসত্তাই জগৎসত্তা। তাই অন্ধকার ও আলোকের মত বিরুদ্ধ-স্বভাব-সম্পন্ন হইলেও একটী বস্তুতে ইহারা অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মূর্ত্তিও এক। কারণ উৎপত্তি ও বিলয় ইহাদের স্বভাব। সেইজন্য ইহারা পরস্পর মিত্রতা-সম্পন্ন। কেহ কাহারও কোন ক্ষতি করে না। যদি ক্ষতি করিত, তাহা হইলে ব্যবহারিক সত্তার অস্তিত্ব থাকিত না। অজ্ঞানই মনের মধ্যে প্রশান্তসাগরের বক্ষে বায়ুক্ষুব্ধ অসংখ্য লহরিকার মত সৃষ্টির ধারা প্রবাহিত করে। অজ্ঞানই এ বিচিত্র বৈষম্যের কারণ। কিন্তু যখন আত্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয়, তখন এই জগৎ 'ছায়াসম' আভাসে অনুস্মৃত হইয়া থাকে। জগতের অস্তিত্ব আমার নিকট প্রতিভাত না হইলেও, অপরের নিকট নাম-রূপে প্রতিভাত হয়। এই মন্ত্রের নির্দ্দেশ এই যে, পারমার্থিক জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞান থাকিবেই। যে মুহূর্ত্তে স্ব-স্বরূপানুভূতি আসিবে, সেই মুহূর্ত্তেই জগৎ নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপে বিলীন হইয়া যাইবে।

এইরূপে বুঝা যায়, এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়—ইহারা উষা ও রাত্রি। ইহারা একমূর্ত্তি এবং অসীম হইলেও ব্যবহারিক। ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা বা শক্তি নাই। ইহারা অনাদি কাল-পরম্পরায় জগৎরূপে প্রতিভাসমান থাকিলেও, ব্রহ্ম-বিজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, নামরূপে আখ্যাত থাকে। আত্মার অপরোক্ষানুভূতি হইলেই ইহাদের আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, অথবা উপলব্ধ হয় না। তখন একমাত্র ব্রহ্ম-সত্তাই বিরাজমান থাকে। সুতরাং, জ্ঞানের বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্তই এই অজ্ঞান। অজ্ঞান নামমাত্র। জ্ঞানই চিরন্তন। জ্ঞানই জগদাকারে পরিণত। বেদ সেই সমাচার দিবার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছেন। (১অ—৪খ—২সূ—৩সা)। *

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

১ ২ ১র র র ২ ২ ১ ২ ১ ২ ১
আয়িদাম্। শ্রেষ্ঠজ্যোতিষাজ্যো। তিরা ৩ গাৎ। চিত্রঃপ্রকাবি। তো ৩ অজা।

২ ৩ ৪ ৫ ১র ৫র ৭ ২ র১র২র১ ২ ১ র
নিষ্টবিভ্বা। যথাপ্রসূতা সবিতুঃ। সবা ২ ৩ য়া। এবারাত্র্যি। উষসে।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ত্রয়োদশাধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত।)

২ ২ ৪ ১২ ১২ র ২
যো ৩ ৪ ৩। না ৩ য়িমা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ য়িক্। রুশাং। সংশাক্রুশতীথে। তিয়া ৩

২ র ১র২ ১ ২ ১ ২n৩৪৫ ১র র ৭ ২
গাং। আরৈগকা। স্তঃ ৩ সদানাা নিষস্থাঃ। সমানবধূঅমৃতে। অনূ ২ ৩ চা।

র১র২র ২১ ২ ২ ৪ ১২
স্তাবাবর্ণাম্। বরন্তঃ। আ ৩ ৪.৩। মা ৩ দ্বিনা ৫ না ৬ ৫ ৬ রিঃ। সামা।

১র র ২ ২ ১২র১ ২১ ২n৩৪৫
গোঅধ্বাসস্রোঃ। অনা ৩ স্তাঃ। তমস্তাস্তা। চরন্তঃ। দেবশিষ্টামি।

১ র র র ৭ ২ ১র২র১ ২১ ২
মযেপেজেনৃহস্তুঃ। সুমে ২ ৩ কায়ি। নক্তোষসা। সমন। সা ৩ ৪ ৩।

২ ৪
না ৩ যিরু ৫ পা ৬ ৫ ৬ যি॥ ১২।৩। *

—•—

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩

আ ভাত্যগ্নিরুষসামনীক-

১র ২র ৩ ১র ২র

মুদ্বিপ্রাণাং দেবয়া বাচো অস্থুঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অর্ব্বাঞ্চা নূনꣳ রথ্যেহ যাতং

৩ ১ ২ ১ ৩ ১র ২র

পীপিবাꣳসমশ্বিনা ঘর্ম্মমচ্ছ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'উষসাং অনীকং' (অজ্ঞানান্ধকারনাশিকায়াঃ দেব্যাঃ মুখভূতঃ, অজ্ঞানান্ধকারনাশস্য মূলীভূতকারণ-স্বরূপঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'ভাতি' (প্রকাশয়তি, সাধকহৃদি তিষ্ঠতি যাবৎ); 'বিপ্রাণাং' (মেধাবিনাং, জ্ঞানিনাং) 'দেবয়াঃ' (দেবকামাঃ) 'বাচঃ' (প্রার্থনাঃ) 'উদস্থুঃ' (উদগতাঃ

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"ঔষসম্"।

ভবন্তি) ; 'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'রথ্যা' (রথেন, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যেন সহ) 'অর্ব্বাঞ্চা' (অস্মদভিমুখৌ সন্তৌ) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'ইহ' (অস্মিন স্থানে, অস্মাকং সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'ঘর্ম্মং পীপিবাংসং' (জ্যোতির্ম্ময়ং মোক্ষাদিরূপফলং) 'অচ্ছ' (নিত্যকালং) 'আয়াতং' (প্রাপয়তং । । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান কৃপয়া অস্মভ্যং মোক্ষদায়কং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৯অ ৪খ -৩সূ ১সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানোন্মেষণের মূলীভূতকারণস্বরূপ জ্ঞানদেব সাধকহৃদয়ে প্রকাশিত হয়েন; জ্ঞানিগণের দেবকামী প্রার্থনা উদ্গীত হয়; আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যের সহিত আমাদের অভিমুখী হইয়া নিশ্চিতরূপে আমাদের সৎকর্ম্মসাধনে জ্যোতির্ম্ময় মোক্ষাদিরূপফল নিত্যকাল প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে মোক্ষদায়ক পরমধন প্রদান করুন।)॥ (১৯অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উষসাং' 'অনীকং' অনীকভূতা। অনীকং মুখং, উষসি প্রবুধ্যমান ইত্যর্থঃ। তাদৃশঃ 'অগ্নিঃ' 'আ ভাতি' দীপ্যতে। অথবা, উষসাং মুখমাভাৎ দীপয়তি। উষঃ-কালে হ্যগ্নয়ঃ প্রতিবুধ্যন্তে। কিঞ্চ, 'বিপ্রাণাং' মেধাবিনাং স্তোতৄণাং 'দেবয়াঃ' দেবকামাঃ 'বাচা' স্তোত্রাণি 'উদস্থুঃ' উত্তিষ্ঠন্তি। যস্মাদেবং তস্মাৎ হে 'রথ্যা' রথ-স্বামিনাবশ্বিনৌ! 'অর্ব্বাঞ্চা' অস্মদভিমুখাবশ্বিনৌ 'নূনং' 'অদ্য' অস্মিন যাগ-দিনে 'ইহ' যাগে 'যাতং' আয়াতং। কিংপ্রতি? 'পিপীবাংসং' স্বাঙ্গৈঃ পরিবৃঢ়ং 'ঘর্ম্মং' প্রদীপ্তং যজ্ঞং। যদ্বা, 'পিপীবাংসং' আপ্যায়িতং ঘর্ম্ম ক্ষরণ-রূপং সোমরসং; অথবা, ঘৃতাদিনা 'পিপীবাংসং' 'ঘর্ম্মঃ' প্রবর্গ্যাং। 'অচ্ছ' অভি লক্ষ্য আয়াতং। প্রবর্গ্যস্য সূক্তস্য বিনিয়োগো বহ্বৃচানাং। (১৯অ - ৪খ - ৩সূ - ১সা)॥

* . *

প্রথম (১৭৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

—•§ ❍ §•—

আলোচ্য মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এই,—"অগ্নি উষা সকলের প্রারম্ভকে সমুজ্জ্বল করিতেছে। মেধাবী স্তোতৃবর্গের স্তোত্র সকল দেবোদ্দেশে উদ্গীত হইতেছে। অতএব হে রথাধিপতি অশ্বিদ্বয়! তোমরা অদ্য এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া সোমপূর্ণ এই সমৃদ্ধ যজ্ঞে

আগমন কর।" কিন্তু এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের অনেকাংশে অনৈক্য লক্ষিত হইবে। নিম্নে ভাষ্যানুসারী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে ভাষ্যের মর্ম্ম অবগত হইবে। হিন্দী অনুবাদটি এই,—"উষঃকালোকা মুখরূপ অগ্নি দীপ্ত হোতা হ্যায়, বিপ্রান্ স্তোতাওকী দেবতাওকো চাহনেওয়ালী স্তুতিয়ে উঠতী হ্যায় ইসকারণ হে রথকে অভিমানী অশ্বিনীকুমারো হমারে অভিমুখ হোতেহুএ আজ যজ্ঞকে দিন ইস্ যজ্ঞমে অপনে অশ্বোসে পুষ্ট দীপ্ত যজ্ঞকে প্রতি অথবা গোয়ুতাদিসে পুষ্ট প্রবর্গ্যকে প্রতি আও!"

আমাদের ব্যাখ্যার সহিত উপরোক্ত ব্যাখ্যার যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হইবে। তাহার প্রধান কারণ কয়েকটী পদের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের সহিত ভাষ্যাদির অনৈক্য। 'উষা' শব্দে আমরা জ্ঞানোন্মেষিকা শক্তিকেই বুঝি, আবার 'অগ্নি' শব্দে জ্ঞানদেবতাকে অথবা ভগবানের জ্ঞানশক্তিকেই লক্ষ্য করে। সুতরাং জ্ঞানশক্তি অথবা 'অগ্নি'ই 'উষার' মূলীভূত কারণ! নতুবা 'অগ্নি' উষার প্রারম্ভকে সমুজ্জ্বল করিবে কিরূপে? যাহা হউক আমাদের মত যথাস্থানেই বিবৃত হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (১৯অ ৪খ—৩য়-১সা)।

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১　২　৩ ১২　　২র　৩
ন সং৴স্কৃতং প্র মিমীতো

২ ৩ ১ ২　৩ ২ ৩ ১র　২র　৩ ২
গমিষ্ঠান্তি নূনমশ্বিনোপস্তুতেহ।

১ ২　৩ ২ ৩ ১ ২　৩
দিবাভিপিত্বেঽবসাগমিষ্ঠা

১র　২র　৩ ২ ৩　১ ২
প্রত্যবর্ত্তিং দাশুষে শম্ভবিষ্ঠা॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'সংস্কৃতং' (বিশুদ্ধং, সৎকর্ম্ম-সাধকং ইত্যর্থঃ); 'ন প্রমিমীতঃ' (ন হিংস্তাং); 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'গমিষ্ঠা' (গন্তৃতমৌ,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ষট্সপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকৌ যুবাং) 'অস্তি ইহ' (অস্মাকং সমীপে ইত্যর্থঃ) 'উপস্তুতা' (আরাধিতৌ—ভবতং ইতি শেষঃ) ; 'দিবাভিপিত্বে' (দিবসস্থাপত্তনে, কর্ম্মজীবনারম্ভে ইত্যর্থঃ) 'আগমিষ্ঠা' (আগমনকারিণৌ—সাধকহৃদি ইতি যাবৎ) যুবাং 'অবসা' (রক্ষণেন, রক্ষাশক্ত্যা সহ) 'প্রত্যবর্ত্তিং' (শক্তিযুক্তায়, শক্তিদায়কায়) তথা 'দাশুষে' (হবির্দ্দত্তবতে, আরাধনাপরায়ণায়) 'শম্ভবিষ্ঠা' (সুখদাতারৌ ভবতং ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং ঊর্দ্ধগতিং তথা পরাশক্তিং পরমসুখং চ প্রদেহি - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১৯অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

* \. *

বঙ্গানুবাদ।

অশ্বিদ্বয়াশ্বিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্ম্মসাধককে হিংসা করেন না; নিশ্চিতরূপে ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক আপনারা আমাদের সমীপে আরাধিত হউন; কর্ম্মজীবনারম্ভে সাধকহৃদয়ে আগমনকারী আপনারা রক্ষার সহিত শক্তিদায়ক এবং আরাধনাপরায়ণ জনে সুখদাতা হয়েন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে ঊর্দ্ধগতি এবং পরাশক্তি ও পরমসুখ প্রদান করুন।)॥ (১৯অ—৪খ—৩সূ—২সা)॥

* \. *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ! 'সংস্কৃতং' যর্জ্ঞং 'ন প্রমিমীতঃ' ন হিংস্তঃ কিন্তু 'অস্তি' অন্তিকে যর্জ্ঞ-সমীপে 'নূনং' ইদানীং 'ইহ' যজ্ঞে 'গমিষ্ঠা' গন্তৃতমৌ যুবাং 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'উপস্তুতা' উপস্তুতৌ ভবতং 'দিবাভিপিত্বে' দিবসস্থাপত্তনে প্রাতঃকালে 'অবসা' রক্ষণ-নিমিত্তেনান্নেন সহ 'অবার্ত্তং' বর্ত্তজীবনং তদভাবো অবর্ত্তিস্তদ্রহিতং যথাস্যং 'আগমিষ্ঠা' আগন্তৃতমৌ। আগত্য চ 'দাশুষে' হবির্দত্তবতে যজমানায় 'শম্ভবিষ্ঠা' সুখস্য ভাবয়িতারৌ ভবতঃ॥ (১৯অ—৪খ ৩সূ ২সা)॥

* \. *

দ্বিতীয় (১৭৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান ক'রতেছি,—"হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সংস্কৃত যজ্ঞের হিংসা করিও না, কিন্তু অতি শীঘ্র যজ্ঞসমীপে আগমনপূর্ব্বক স্তুতিভাজন হও। যাহাতে অন্নাভাব না হয়, তজ্জন্য দিবসের প্রারম্ভে রক্ষা সমভিব্যাহারে আগমন কর এবং হব্যদাতাকে সুখ প্রদান করিতে তৎপর হও।" 'সংস্কৃতং' পদে তাহাদিতে 'সৎকর্ম্ম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এখানে সৎকর্ম্মসাধককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভগবৎশক্তি কখনও সাধকের অনিষ্ট করেন না,—অধিকন্তু সাধকের পরম মঙ্গলসাধনেই

নিযুক্ত আছেন—ইহাই মন্ত্রাংশের অর্থ। 'গমিষ্ঠা' পদের ভাষ্যার্থ—'গন্তৃতমৌ' অর্থাৎ যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয়েন বা প্রাপ্ত করান। দেবানুভূতির পক্ষে উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত করানই সঙ্গত অর্থ। 'দিবাভিপিত্বে' পদের সাধারণ অর্থ দিবসের প্রারম্ভে। দিবসের প্রথমেই মানুষ কর্ম্মে রত হয়, তাই 'দিবাভিপিত্বে' পদের অর্থ দাঁড়ায়—"কর্ম্মজীবনারম্ভে"।

আমরা নিম্নে এতৎসহ একটী প্রচলিত ভাষ্যানুযায়ী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই, "হে অশ্বিনীকুমারো! সংস্কার কিয়ে হুএ বর্হিকো নষ্ট ন করো, কিন্তু বর্হিকে সমীপ ইস সময় ইস যজ্ঞমে অগ্নি পহুঁচনেওয়ালে তুম অশ্বিনীকুমার স্তুতি কিয়ে জাতে হো দিনকা প্রারম্ভকাল প্রাতঃকাল হোনে পর রক্ষাকরনেওয়ালে অন্নসহিত, জানেসে প্রাপ্ত জাতে হুএ কো অন্ন প্রাপ্ত হোতা হ্যায়, তাহ্মসে প্রাপ্ত হোতে হো আউর সারকর হবি দেনেওয়ালে যজমানকো সুখ দেতে হো।" (১৯প ৩খ ৩দ্—২সা)। *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২র ২র
উত যাতং সঙ্গবে প্রাতরহ্নো

৩১ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মধ্যন্দিন উদিতা সূর্য্যস্য।

২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
দিবা নক্তমবসা শন্তমেন

১র ২র ৩ ২ ৩ ১র ২র
নেদানীং পীতিরশ্বিনা ততান॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'সঙ্গবে' (দিবারাত্রয়োঃ সঙ্গমসময়ে, সন্ধ্যাকালে) 'প্রাতঃ' (প্রাতঃকালে) 'মধ্যন্দিনে' (মধ্যসময়ে) 'অহ্নঃ' (সায়াহ্নং) 'সূর্য্যস্য উদিতা' (সূর্য্যোদয়কালে) 'দিবা' (দিবাকালে) 'নক্তং' (রাত্রিং) সর্ব্বকালে ইত্যর্থঃ 'শন্তমেন' (সুখদায়িকয়া) 'অবসা'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ষট্সপ্ততিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(রক্ষাশক্ত্যা সহ) 'আয়াতং' (অস্মান্ প্রাপ্নুতং); 'উত' (অপিচ) 'অশ্বিনা' (আধিব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ!) 'ইদানীং ন' (ইদানীমেব, সাম্প্রতং, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'পীতিং' (পানং, গ্রহণং - অস্মাকং হৃদ্গিহিতং শুদ্ধসত্ত্বং ইতি যাবৎ। 'ততান' (গৃহ্ণীতাং ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বত্র সর্ব্বকালং ভগবতঃ রক্ষাশক্তিঃ অস্মান্ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৯অ - ৪খ ৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! সন্ধ্যাকালে, প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নসময়ে, সায়াহ্নে সূর্য্যোদয়-কালে, দিবাকালে, রাত্রিতে অর্থাৎ সর্ব্বকালে সুখদায়ক রক্ষাশক্তির সহিত আগমন করুন; অপিচ, আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! নিত্যকাল আমাদের হৃদ্গিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে ভগবানের রক্ষাশক্তি আমাদিগকে রক্ষা করুক।)। (১৯অ—৪খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অহো দ্বেধা, ত্রেধা, পঞ্চধা, পঞ্চদশধা,—ইতি নানাবিধা ভাগাঃ-সন্তি; ইহ পঞ্চধা বিভাগা আশ্রিতাঃ। 'উত' অপিচ 'আয়াতং' আগচ্ছতং। কদা? 'সঙ্গবে' সঙ্গব-কালে। সঙ্গচ্ছন্তে গাবো দোহ-ভূমিং যস্মিন্ কালে স সঙ্গবঃ। রাত্রি-পর-ভাগ-কালে গাবো বনে হিম-তৃণানি ভক্ষয়ন্তি, ভক্ষয়িত্বা দোহায় সঙ্গবে প্রতিনিবর্ত্তন্তে। তথা 'প্রাতঃ' কালেঽপি, তথা 'মধ্যন্দিনে' অহ্নো মধ্যকালে, 'সূর্য্যস্য' 'উদিতা' উদিতৌ অভ্যুদয়ে অত্যন্ত-প্রবৃদ্ধ-সময়ে অপরাহ্নে ইত্যর্থঃ। এতৎসায়াহ্নস্যাপ্যুপলক্ষণং। ন কেবলমুক্তেষ্বেব কালেষু, কিন্তর্হি? 'দিবা' 'নক্তং' সর্ব্বদা 'শন্তমেন' সুখতমেন 'অবসা' রক্ষণেন হবিষা বা নিমিত্তেন আয়াতং। কিমর্থমাগমন্যন্তে পূর্ব্বমেবান্যৈর্দ্দেবৈঃ স্বীকৃতত্বাৎ? নেত্যাহ—ইদানীমপি 'পীতিঃ' ইতর-দেবানাং পানং 'ন' 'ততান' তনোতি। 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ ইহ আয়াতমিতি শেষঃ। ৩।

ইতি একোনবিংশস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১৭৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

—————:•:—————

আলোচ্য মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রথমেই প্রদান করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই,—"তোমরা রাত্রিশেষে গোদোহন-সময়ে প্রত্যূষে অথবা সূর্য্য যৎকালে অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হয়েন, সেই মধ্যাহ্নসময়ে, কিম্বা দিবসে, বা রাত্রিকালে, যে কোনও সময়ে উপস্থিত হইবে, সুখকর রক্ষা সমভিব্যাহারে আগমন করিও; কারণ আমরা ব্যতিরেকে (অন্যান্য দেবগণ)

সোমরস পানে প্রবৃত্ত হয়েন না।" কিন্তু এই অনুবাদের সহিত ভাষ্যের যথেষ্ট অনৈক্য পরিদৃষ্ট হইবে। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইল, "হে অশ্বিনীকুমারো! দিনকে সন্ধ্যকালমে পিছলীরাতমে গৌএ ঠণ্ডা ঘাস খাকর দুহনেকে স্থান পর আতী হ্যায় উসকো সঙ্গবকাল কহতে হ্যায় উস সময় প্রাতঃকালমে মধ্যাহ্নমে সূর্য্যকী প্রচণ্ডতাকে সময় অপরাহ্নকালমে দিনমে রাতমে অর্থাৎ হরসময় পরমসুখদায়ক রক্ষা সহিত আও। আউর ইস সময় অন্যদেবতাওকে পানকী সমান সোমপান করো।"

এই উভয় অনুবাদেই সোমপানের উল্লেখ আছে, অথচ উভয়ের মধ্যে কত পার্থক্য! এক ব্যাখ্যা বলিতেছে - অন্য দেবতার মত সোম পান কর, অপরটী বলিতেছে,— অশ্বিনীকুমার না হইলে অন্য দেবতা সোমপানে প্রবৃত্ত হয়েন না! আমরা মন্ত্রে সোমরসের কোনও অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই নাই। সুতরাং এই উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটী সত্য তাহা বিচার করিতে অক্ষম। আমরা যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। (১৯অ—৪খ -৬সূ—৩সা)॥ *

— • —

তৃতীয়-সূক্তের গেয়গান।

১ ২ ১ ২ ২ ১২র ১ ২ ১র ২৲৩ ৪ ৫
আতা। ত্রিয়স্নিরুষসাম্। অ.া ৩ য়িকাম্। উবিপ্রাণাম্। দে ৩ বয়াঃ। বাচোঅস্থুঃ।

১ র র র ৭ ২ র ১২র ১ ২ ১ র ২n
অর্ব্বাঞ্চানূন৺রথ্যে। হয়া ২ ৩ তাদ। পীপিবা৺সাম্। অশ্বিনা। যা ৩ ৪ ৩।

২ ৪ ১২ ১ র ২ ২ ১২র১
যা ৩ যা ৫ হা ৬ ৫ ৬। সাসাদ। ক্রতুপ্রাসিমীতো। গমা ৩ য়িষ্ঠা। অশ্বিনূসাদ।

২ ১ র ২n৩ ৪ ৫ ১ র র ৭ ২ ১২১
অশ্বিনো। যষ্ঠতেহা। দিবাভিপিত্বেবসা। গমা ২ ৩ য়িষ্ঠা। প্রতাবর্ত্তাসিদ।

২র১ র ২ ২ ৪ ১২১র র
দাশুষে। শা ৩ ৪ ৩ ম ঙা ৩ বা ৫ য়িষ্ঠা ৬ ৫ ৬। উতযাত৺সঙ্গবেপ্রা।

২ ২ ১২১ ২ ১ র ২৲৩৪ ৫ ১ র র
তরা ৩ হ্নাঃ। মধ্যন্দিনাদি। উদিতা। সূর্য্যস্যা। দিবানক্তমবসাশা।

৭ ২ র১র২র১ ২ ১ ২
ন্তমে ২ ৩ মা। সেদানীপাদি। ত্রিরশ্বি। না ৩ ৪ ৩।

২ ৪
ভা ৩ ভা ৫ না ৬ ৫ ৬॥ ১২৩॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ষট্‌সপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা; "অশ্বিনম্"

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
এতা উ ত্যা উষসঃ কেতুমক্রত

১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পূর্ব্বে অর্দ্ধে রজসো ভানুমঞ্জতে।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩
নিষ্কৃণ্বানা আয়ুধানীব ধৃষ্ণবঃ

১ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
প্রতি গাবোঽরুষীর্যন্তি মাতরঃ॥ ১॥

মন্ত্রার্থশোধিনী ব্যাখ্যা।

'এতাঃ' (সর্ব্বত্রপ্রকাশমানাঃ) 'ত্যাঃ' (তাঃ, প্রসিদ্ধাঃ) 'উষসঃ' (জ্ঞানোন্মেষিকাঃ দেবতাঃ) 'কেতুং' (অজ্ঞানান্ধকারাবৃতস্য সর্ব্বস্য জ্ঞানং) 'অক্রত' (প্রকাশং কুর্ব্বন্তি); জ্ঞানোন্মেষিকায়াঃ বৃত্তেঃ অনুশীলনৈঃ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানৈঃ বা নরঃ অজ্ঞাননাশনসমর্থঃ সত্যজ্ঞানঞ্চ লভতে ইতি ভাবঃ; 'উ' (তথা, তাঃ জ্ঞানোন্মেষিকাঃ দেবতাঃ—ইতি যাবৎ) 'রজসঃ' (হৃদ্রূপস্য এতস্য অন্তরিক্ষলোকস্য, যদ্বা—রজোভাবস্য) 'পূর্ব্বে অর্দ্ধে' (প্রাচীনদিগ্বিভাগে, যদ্বা স্বহৃদয়ে) 'ভানুং' (জ্ঞানস্য প্রকাশং, পূর্ণজ্ঞানং) 'অঞ্জতে' (ব্যক্তীকুর্ব্বন্তি, প্রকাশয়ন্তি); উষাগমনেন সহ যথা পূর্ব্বদিগ্বিভাগে আলোকরশ্মিঃ বিচ্ছুরতি, জ্ঞানোন্মেষেণ সহ তদ্বৎ হৃদি জ্ঞানপ্রভা প্রকাশতি—ইতি ভাবঃ। 'ধৃষ্ণবঃ' (শত্রুধর্ষণশীলাঃ যোদ্ধারঃ) 'আয়ুধানীব' (অস্ত্রসংস্কারবৎ, যথা, শত্রুনাশায় অস্ত্রসংস্কারং কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ) 'নিষ্কৃণ্বানাঃ' (রিপুদমনায় অজ্ঞানান্ধকারনাশায় চ জ্ঞানজ্যোতিঃবিচ্ছুরণশীলাঃ) 'অরুষীঃ' (আরোচমানাঃ, স্বতঃদীপ্তি-সম্পন্নাঃ) 'মাতরঃ' (মাতৃস্থানীয়াঃ, জননীস্বরূপিণ্যঃ) 'গাবঃ' (জ্ঞানজ্যোতয়ঃ, উষসঃ ইতি ভাবঃ) 'প্রতি যন্তি' (উপাসকান্ অনুসরণকারিণঃ বা অভিমুখেন স্বতএব গচ্ছন্তি); আত্মীয়েন নিঃশক্তেন স্বরূপ রিপূন্ বিমর্দ্দয়িত্বা জ্ঞানং স্বতএব আত্মনঃ অনুসারিণঃ প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। (১অ-৫খ ১সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বত্র প্রকাশমান সেই প্রসিদ্ধ জ্ঞানোন্মেষক দেবতাগণ, অজ্ঞানান্ধকারাবৃত সকলের জ্ঞানকে প্রকাশ করেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তির অনুশীলনের দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা মনুষ্য অজ্ঞাননাশসমর্থ ও সত্ত্বসম্বুদ্ধ হয়); আর, সেই জ্ঞানোন্মেষক দেবতাগণ হৃদয় রূপ এই অন্তরিক্ষ-লোকের (অথবা—রজোভাবের) প্রাচীন-দিগ্বিভাগে (অথবা—অভ্যুদয়ে) জ্ঞানের প্রকাশকে পূর্ণজ্ঞানকে ব্যক্ত করেন—প্রকাশিত করেন; (ভাব এই যে,—উষা-সমাগমের সহিত যেমন পূর্ব্বদিগ্বিভাগে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, জ্ঞানোন্মেষের সহিত সেইরূপ হৃদয়ে জ্ঞানপ্রভা প্রকাশিত হইয়া থাকে)। শত্রুধর্ষণশীল যোদ্ধৃগণ যেমন শত্রুনাশের নিমিত্ত অস্ত্র-সংস্কার করেন, সেইরূপ রিপুদমনে অজ্ঞানান্ধকার-নাশে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণশীল স্বতঃদীপ্তিসম্পন্ন মাতৃস্থানীয়া জ্ঞানদ্যুতিসকল (উষাদেবতাগণ) উপাসকগণের অর্থাৎ অনুসরণকারিগণের অভিমুখে স্বতঃই গমন করেন; (ভাব এই যে,—আপনার শাণিত অস্ত্রের দ্বারা রিপুগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া জ্ঞান স্বতঃই আপনার অনুসারিগণকে প্রাপ্ত হয়েন)। (৯অ—৩খ—সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উ'—ইত্যেতৎ পদপূরণং। 'ত্যাঃ' তা 'এতাঃ' উষসঃ 'রজসঃ' অন্তরিক্ষলোকস্য 'পূর্ব্বে অর্দ্ধে' প্রাচীনে দিগ্‌ভাগে 'ভানুং' প্রকাশং 'অঞ্জতে' ব্যক্তীকুর্ব্বন্তি। 'ধৃষ্ণবঃ' ধর্ষণ-শীলাঃ যোদ্ধারঃ 'আয়ুধানীব' যথাসি-প্রভৃতীন্যায়ুধানি সংস্কুর্ব্বন্তি, এবং 'নিষ্কৃণ্বানাঃ' নিস্কুর্ব্বাণাঃ স্বভাসা জগৎ সংস্কুর্ব্বাণাঃ 'গাবঃ' গমন-স্বভাবাঃ 'অরুষীঃ' আরোচমানাঃ 'মাতরঃ' সূর্য্যপ্রকাশস্য নির্ম্মাত্র্যঃ জগজ্জনন্যো বা 'উষসঃ' 'প্রতিযন্তি' প্রতিদিবসং গচ্ছন্তি। এবং বিধা উষসঃ অস্মান্ রক্ষন্ত্বিত্যর্থঃ। অত্র নিরুক্তং—এতাস্তা উষসঃ কেতুমকৃষত প্রজ্ঞানমেকস্যা এব পূজনার্থে বহুবচনং স্যাৎ। পূর্ব্বে অর্দ্ধেঽন্তরিক্ষলোকস্য সমঞ্জতে ভানুনা। নিষ্কৃণ্বানা আয়ুধানীব ধৃষ্ণবঃ। নিরিত্যেষ সমিত্যেতস্য স্থানে। সমীদেষাং নিষ্কৃতং জারিণীবেত্যপি নিগমো ভবতি প্রতিযন্তি গাবো গমনাদরুষীরারোচনান্মাতরো ভাসো নির্ম্মাত্র্যঃ (নৈ০ ৬৭) ইতি। অকৃত-করোতের্লুঙি মন্ত্রে ঘস (২।৪।৮০) ইতি চ্লের্লুক্। নিষ্কৃণ্বানাঃ কৃঞি হিংসা-করণয়োশ্চ (ভ্বা০ প০), ধিন্বিকৃণ্ব্যোর চ (৩।১।৮০) ইতি উ-প্রত্যয়ঃ, অতো লোপঃ (৬।৪।৪৮), ইদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য (৮।৩।৪১) ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য ষত্বং, কৃত্বত্বং দ-প্রকৃতিস্বরত্বং (৬।২।১৩৯)॥ (১৯অ-৫খ-১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৭৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রতি পদের তাৎপর্য্যার্থ অনুধাবনীয়। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহার আভাষ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু বুঝিবার বা বুঝাইবার পক্ষে প্রতি পদের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। নচেৎ, মর্ম্মার্থ হৃদগত হওয়া সুকঠিন।

ব্যাখ্যা-উপলক্ষে মন্ত্রটীকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম অংশের প্রথম আলোচ্য 'উষসঃ' পদ। বহুবচনান্ত ঐ পদে সকলেই উষা-কালকে বুঝাইতেছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তিসমূহ (জ্ঞানোন্মেষক দেবতাগণ) এখানকার লক্ষ্যস্থল। 'কেতু' পদে জ্ঞানকে বুঝায়। যে জ্ঞান অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকে, এখানে তাবে সেই জ্ঞানকেই লক্ষ্য করিতেছে। তাহেও সে আভাষ প্রাপ্ত হই। 'অক্রত' পদের প্রতিবাক্যে 'প্রকাশ করেন' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা যায়। এইরূপে বুঝা যায় এখানে বলা হইয়াছে, -'জ্ঞানোন্মেষক দেবতাগণ অর্থাৎ আমাদিগের সদ্বৃত্তিসমূহ বা সৎকর্ম্মসকল, আমাদিগের জ্ঞানকে — যে জ্ঞান অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল - সেই জ্ঞানকে প্রকাশ করেন।' আমরা যদি সদ্বৃত্তির অনুগামী হই, সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করি, জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে স্বতঃই জাগিয়া উঠে। মন্ত্রের প্রথম অংশে "এতাঃ ত্যা উষসঃ কেতুং অক্রত" বাক্যাংশে, এই ভাব পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অংশে "উ রজসঃ পূর্ব্বে অর্দ্ধে ভানুং অঞ্জতে" পদ কয়টী গ্রহণ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, এখানেও সেই উষা দেবতাগণের ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিরূপ অবস্থায় কি ভাবে কি প্রকার জ্ঞানকে তাঁহারা প্রকাশ করেন, এখানে সেই তত্ত্ব বিবৃত দেখি। এ পক্ষে 'রজসঃ' 'পূর্ব্বে অর্দ্ধে' এবং 'ভানুং' এই কয়েকটী পদের মর্ম্মানুধাবন প্রধানতঃ প্রয়োজন। এখানে একটী রূপক-উপমা আছে মনে করিতে পারি। তাহাতে 'রজসঃ' পদে হৃদয়-রূপ অন্তরিক্ষকে বুঝায়। (রজসঃ) অন্তরিক্ষে আকাশে (পূর্ব্বে অর্দ্ধে) পূর্ব্বভাগে উষোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ভানুর উদয় হয়, হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তির স্ফুরণে হৃদয়ে সেইরূপ পূর্ণজ্ঞানকে (ভানুং) প্রতিষ্ঠিত করিতে আমরা সমর্থ হইয়া থাকি। এই এক ভাব ঐ মন্ত্রাংশে প্রাপ্ত হই। আর এক ভাব—'রজসঃ' পদের 'রজোভাব' অর্থে সংসূচিত হইতে পারে। রজোভাবের অভ্যুদয় - অন্ধকারময়। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, জ্ঞানোন্মেষিকা-বৃত্তির স্ফুরণে, সেই রজোভাব দূরে যায়,—অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যে জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশমান হয়েন। 'রজসঃ' ও 'ভানুং' পদের সম্বন্ধ এইরূপে খ্যাপন করা যায়।

অতঃপর মন্ত্রের তৃতীয় অংশের দ্বিতীয় চরণে কি ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহা বুঝিবার পক্ষে চেষ্টা করা যাইতেছে। এই অংশের "ধৃষ্ণবঃ আয়ুধানীব নিষ্কৃণ্বানাঃ" বাক্যাংশে একটী উপমার ভাব দেখিতে পাই। এখানকার সাধারণ অর্থ এই যে, শত্রুধর্ষণকারী যোদ্ধৃগণ যেমন শত্রুনাশের জন্য অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করিয়া লয়েন, উষা দেবতাগণও সেইরূপ, রিপুশত্রুনাশে—অজ্ঞানতা-বিধ্বংসীকরণে, আপনাদিগের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত

করিয়া লয়েন। মর্ম্ম এই,—জ্ঞানোন্মেষের সহিত সদ্বৃত্তির স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা, রিপুদমনের উপযোগী আয়ুধসকল প্রস্তুত হইতে থাকে। জ্ঞানোন্মেষই সেই আয়ুধ-সকলের চাকচিক্যসম্পাদনকারী হইয়া থাকে। 'অরুষীঃ', 'মাতরঃ' ও 'গাবঃ'—এই তিনটী পদ 'উষসঃ' পদেরই দ্যোতক। জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তি বা সৎকর্ম্ম যে দীপ্তিসম্পন্ন, 'অরুষীঃ' পদে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। সদ্বৃত্তসকলকে বা সৎকর্ম্মসমূহকে 'মাতরঃ' অভিধানে অভিহিত করায়ও বিশেষ তাৎপর্য্য লক্ষ্য করা যায়। মাতৃবৎ স্নেহে লালন পালন করিয়া, সুপথ-প্রদর্শন-দ্বারা, তাঁহারাই নূতন জীবন দান করেন—চতুর্ব্বর্গ ফলের অধিকারী করেন—মোক্ষধামে পৌঁছাইয়া দেন। 'গাবঃ' পদের জ্ঞানজ্যোতিঃ অর্থেই এখানেও সঙ্গতি দেখি। মাতৃস্থানীয় স্বতঃদীপ্তিসম্পন্ন জ্ঞানকিরণসমূহ যে সদ্বৃত্তির অনুসারী বা সৎকর্ম্মের অনুগামী হইয়া মনুষ্যগণকে প্রাপ্ত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই তত্ত্বই এখানে প্রখ্যাত দেখি। এইরূপে বুঝিতে পারা যায়, এই মন্ত্রে জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতার প্রভাব অর্থাৎ সদ্বৃত্তির স্ফুরণের বা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের শুভফল প্রকীর্ত্তিত রহিয়াছে। (১২অ ৫খ ১৭—১সা)। *

— — • — —

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
উদপপ্তন্নরুণা ভানবো বৃথা

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স্বায়ুজো অরুষীর্গা অযুক্ষত।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
অক্রন্নুষাসো বয়ুনানি পূর্ব্বথা

১ ২ ৩ ১র ২র
রুশন্তং ভানুমরুষীরশিশ্রয়ুঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(উষসাং প্রভাবেণ অনুকম্পয়া বা) 'অরুণাঃ' (আরোচমানাঃ, অজ্ঞানান্ধকারনাশিকাঃ) 'ভানবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'বৃথা' (অনায়াসেন, স্বয়মেব) 'উদপপ্তন্' (ঊর্দ্ধগতিং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রাপ্নুবন্তি, অনুসারিণং জনং ভগবতি নয়ন্তি ইতি ভাবঃ) ; তথা 'স্বায়ুজঃ' (সুষ্ঠুভাবেন হৃদি ভগবৎসম্বন্ধং আযোক্তুং শক্যাঃ) 'অরুষীঃ' (আরোচমানাঃ, অজ্ঞানান্ধকারনাশিকাঃ) 'গাঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'অযুক্ষত' (হৃদি স্বতঃসংযুক্তাঃ বিদ্যন্তে) ; জ্ঞানোন্মেষিকয়া বৃত্ত্যা সৎকর্ম্মপ্রভাবেন বা অজ্ঞানতা দূরীভবতি তথা জ্ঞানোদয়েন সহ নরঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ। 'অরুষীঃ' (আরোচমানাঃ, অজ্ঞানান্ধকারনাশিকাঃ) 'উষসঃ' (জ্ঞানোন্মেষিকাঃ দেবতাঃ) 'পূর্ব্বথা' (সর্ব্বাগ্রে, আদৌ) 'বয়ুনানি' (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং জ্ঞানানি) 'অক্রন' (অকার্ষুঃ, উন্মেষয়ন্তি), তদনন্তরং 'রুশন্তং' (শুভ্রং, অনাবিলং) 'ভানুং' (জ্ঞানসূর্য্যং) 'অশিশ্রয়ুঃ' (তেন জ্ঞানেন সহ একীভূতং কুর্ব্বন্তি) জ্ঞানোন্মেষিকাঃ দেবতাঃ অনুসারিণাং জনানাং হৃদি জ্ঞানোন্মেষণং কৃত্বা তজ্জ্ঞানং সর্ব্বথা ভগবৎসম্বন্ধযুতং কুর্ব্বন্তি তথা অনুসারিণং জনং ভগবতি সম্মিলয়ন্তি ইতি ভাবঃ ॥ (১৯অ ৫খ ১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(উষাদেবতাগণের প্রভাবে বা অনুকম্পায়) অজ্ঞানান্ধকারনাশক জ্ঞানরশ্মিসমূহ আপনিই ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়—অনুসারী জনকে ভগবানে লইয়া যায় ; এবং সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ে ভগবৎ সম্বন্ধকে সংযুক্ত করিতে সমর্থ অজ্ঞানান্ধকারনাশক জ্ঞানরশ্মিসমূহ হৃদয়ে স্বতঃসংযুক্ত হইয়া বিদ্যমান রহে ; (ভাব এই যে,—জ্ঞানোন্মেষক বৃত্তির দ্বারা অথবা সৎকর্ম্মের প্রভাবে অজ্ঞানতা দূর হয় এবং জ্ঞানোদয়ের সহিত মানুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়) ; অজ্ঞানান্ধকারনাশক জ্ঞানোন্মেষক দেবতাগণ সর্ব্বাগ্রে সকল প্রাণিগণের জ্ঞানসমূহকে উন্মেষণ করিয়া দেন ; তদনন্তর অনাবিল জ্ঞান-সূর্য্যকে সেই জ্ঞানের সহিত একীভূত করেন ; (ভাব এই যে—জ্ঞানোন্মেষক দেবতাগণ অনুসারী জনগণের হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষণ করিয়া সেই জ্ঞানকে সর্ব্বথা ভগবৎ-সম্বন্ধযুত করেন এবং অনুসারী জনকে ভগবানে সম্মিলন করিয়া দেন) । (১৯অ—৫খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অরুণাঃ' আরোচমানাঃ 'ভানবঃ' ঔষস্যো দীপ্তয়ঃ 'বৃথা' অনায়াসেন স্বয়মেব 'উদপপ্তন' উদগান্। তদনন্তরং উষসশ্চ 'স্বায়ুজঃ' সুখেন রথেন আযোক্তুং শক্যাঃ 'অরুষীঃ' শুভ্রবর্ণাঃ গাঃ পূর্ব্বমুত্থিতান রশ্মীন ঈদৃশীঃ স্ববাহন-ভূতাশ্চতুষ্পদো গা এব 'অযুক্ষত' অযোজয়ৎ। উক্তঞ্চ—'অরুণ্যোগাব উষসাং (নিঘ০ ১।১৫।৭) ইতি। এবং গোভির্যুক্তং রথমারুহ্য উষসঃ 'পূর্ব্বথা' পূর্ব্বেষ্বতীতেষ্বংসু 'বয়ুনানি' সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং জ্ঞানানি 'অক্রন' অকার্ষুঃ উষঃকালে জাতে হি সর্ব্বে প্রাণিনো জ্ঞানযুক্তা ভবন্তি, তদনন্তরং 'অরুষীঃ' আরোচমানাস্তা উষসঃ

'রুশন্তং'। রুশদিতি বর্ণনাম, রোচতের্জ্বলতি-কর্ম্মণঃ (নিরু০ নৈ০ ৬।১৩) ইতি যাস্কঃ। শুক্লবর্ণাঃ 'ভানবঃ' সূর্য্যাঃ 'অশিশ্রয়ুঃ' 'ভাসং' আলোকস্তু তেন সহৈকীভবন্তীত্যর্থঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৭৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্র পাঠ করিলে এবং ইহার ব্যাখ্যাদি দেখিলে, সহসা মনে হয় বটে - এখানে উষা-কালেরই বর্ণনা রহিয়াছে! পরন্তু প্রহেলিকা প্রতি পদে!

একে একে পদাবলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন। দেখিবেন—কবিত্বের ঝঙ্কার, রূপকের বাহার, উপমার অলঙ্কার - মন্ত্রের বর্ণে বর্ণে কেমন উদ্ভাসিত রহিয়াছে! সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বেশ বোধগম্য হইবে যে, এ বর্ণনা কেবল উষার বর্ণনা নহে—উষা-উপলক্ষে উষার অতীত এক অপার্থিব সামগ্রীর প্রতি এখানে কেমন লক্ষ্য আছে!

নিম্নে এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে উষার অনুপম বর্ণনা প্রতীত হইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার উষার অতীত সেই এক অপার্থিব সামগ্রীর প্রতিও দৃষ্টি পড়িবে। মন্ত্রের সেই ইংরাজী অনুবাদটী; যথা,—

"Readily have the purple beams of light shot up ; the Red Cows have they harnessed, easy to be yoked.

The Dawns have brought distinct perception as before ; red-hued, they have attained their fulgent brilliancy."

এইরূপ একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদের প্রতিও দৃষ্টি করুন। তাহাতেও বোধগম্য হইবে - কত রূপকের মধ্যে কি ভাবে মন্ত্রার্থে উষার বর্ণনা প্রকাশ পাইয়াছে? মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ ; যথা,—

"অরুণ ভানু কিরণ অনায়াসে উদিত হইল, পরে রথযোজনযোগ্য-শুভ্রবর্ণ গাভী সকলকে উষাদেবতাগণ রথে যোজিত করিলেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে জ্ঞানযুক্ত করিলেন; তৎপরে দীপ্তিযুক্ত উষাদেবতা সকল শুভ্রবর্ণ সূর্য্যকে আশ্রয় করিলেন।"

এখন, আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রটীর অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। তদ্বিষয়ে প্রথমতঃ পদাবলির বিশ্লেষণ আবশ্যক মনে করি।

মন্ত্রের একটী পদ—'অরুণাঃ'। সহসা মনে হয় বটে - উহা উষারই এক অবস্থা। যখন রক্তাভা উষা নেত্রপথে পতিতা হয়েন, তখনই তিনি 'অরুণাঃ' নামে অভিহিত হইতে পারেন। এ পক্ষে তাদের কোনই আপত্তি নাই। পক্ষান্তরে আবার দেখুন,—অজ্ঞানতার অন্ধকারে হৃদয় যখন আচ্ছন্ন ছিল, তখন যে জ্ঞানোন্মেষ, তাহা উষারই প্রথম বিকাশের ন্যায় আরোচমান অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার-নাশক। অন্ধকারের ক্রোড়ে যে প্রথম আলোক-দ্যুতি,

তাহা রক্তিমাভা প্রকাশ করে; অজ্ঞানতার মধ্যে জ্ঞানোদয়েও রক্তরাগ ফুটিয়া উঠে। তার পর দেখুন—'ভানবঃ' পদ। ঐ পদে 'ঔষস্যো দীপ্তয়ঃ' প্রতিবাক্য ভাষ্যে গৃহীত হইয়াছে। আমরা বলি, উহার লক্ষ্য—জ্ঞানরশ্মিসমূহ। 'উদপপ্তন' পদে উর্দ্ধগতি-প্রাপ্তির ভাব আসে। 'অরুণাঃ ভানবঃ' আপনা-আপনিই উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অনুসারী জনকে ভগবানে লইয়া যায় কি অবস্থায় অর্থাৎ কি হইলে? তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা 'উষসঃ প্রভাবেন অনুকম্পয়া বা' বাক্যাংশ গ্রহণ করিয়াছি। এ পক্ষে 'উষা' বলিতে 'জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী' অর্থে, জ্ঞানোন্মেষকারক সদ্বৃত্তি বা সৎকর্ম্ম ভাব প্রাপ্ত হই। 'উষসঃ' বহুবচনের পদে 'সদ্বৃত্তিসমূহ বা সৎকর্ম্মসমূহ' অর্থ আসে। মানুষের মধ্যে যদি জ্ঞানোন্মেষক দেবতার অভ্যুদয় ঘটে অর্থাৎ মানুষ যদি জ্ঞানোন্মেষক বৃত্তিসমূহের অধিকারী হয় এবং তদনুসারী সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; তাহা হইলে তাহার মধ্যে অজ্ঞানতা-নাশক জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া তাহাকে ভগবৎসমীপে লইয়া যায়। আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রথম অংশে, "অরুণাঃ ভানবঃ বৃথা উদপপ্তন্" বাক্যাংশে, এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, "স্বায়ুজঃ অরুণীঃ গাঃ অযুক্ষত:" পদচতুষ্টয় পরিগৃহীত হয়। এই অংশের ভাষ্যাদি-অনুমোদিত ভাব এই যে,—উষাদেবতাগণ শুভ্রবর্ণ গাভীসকলকে আপনাদিগের রথে যোজনা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এ কোনও অর্থই নহে; রূপক-স্বীকার ভিন্ন এখানে কোনই ভাব অধিগত হয় না। * কিন্তু আমরা বলি,—এখানেও জ্ঞানোন্মেষক সদ্বৃত্তির অনুশীলনের বা সৎকর্ম্ম সাধনার ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই 'গাঃ' অর্থাৎ জ্ঞানরশ্মিসমূহ—তাহারা কেমন? 'স্বায়ুজঃ' ও 'অরুণীঃ' অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে ভগবৎসম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত করিতে পারে এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করিতে সমর্থ হয়। তেমন যে 'গাঃ', তাহারা তখন হৃদয়ে সংযুক্ত হইয়া থাকে। উষা দেবতাগণের প্রভাবে সেই জ্ঞান-কিরণ হৃদয়ে অটুট হইয়া থাকে। ইহাই এখানকার তাৎপর্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীও দুই অংশে বিভক্ত করা গিয়াছে। জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতার অনুকম্পায়, জ্ঞানোন্মেষক কর্ম্মের বা সদ্বৃত্তির স্ফুরণে, মনুষ্যগণের মধ্যে যে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তাহার ফলে জ্ঞানসূর্য্যকে জ্ঞানময়কে মানুষ প্রাপ্ত হয়। দুই অংশে এই ভাবের পরিস্ফুটন দেখিতে পাই। এ পক্ষে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার বিশ্লেষণই অনুসরণীয়। বিস্তার বাহুল্য-মাত্র। ফলতঃ, জ্ঞানোন্মেষক কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞানময়কে প্রাপ্ত হওয়া যায়,—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। (১৯অ-৫খ—১সূ—২সা)। †

---

* এই অংশের 'গাঃ' পদের অর্থ সায়ণ 'স্ববাহনভূতাশ্চতুষ্পদীর্গা এব' লিখিয়া গিয়াছেন; এবং ইংরাজী ব্যাখ্যায় দেখিতে পাই "The Red Cows have they harnessed," এইরূপ অর্থ লিখিত আছে।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্স্ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম ।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ । প্রথমং সুক্তং । তৃতীয়ং সাম) ।

১ ২ ৩　১ ২ ৩ ২ ৩　২　৩ ১ ২
অর্চ্চন্তি নারীরপসো ন বিষ্টিভিঃ

৩ ২ ৩　১ ২ ৩ ১　২ ৩ ১ ২
সমানেন যোজনেনা পরাবতঃ ।

২ ৩　১ ৩　৩ ১ ২　৩ ১ ২ ৩
ইষং বহন্তীঃ সুকৃতে সুদানবে

২উ　৩ ১ ২　৩ ২
বিশ্বেদহ যজমানায় সুন্বতে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'নারীঃ' (তাঃ নেত্র্যঃ, সৎপথি পরিচালিকাঃ উষসঃ, জ্ঞানোন্মেষিকাঃ দেবতাঃ, সদ্বৃত্তয়ঃ সৎকর্ম্মপরায়ণতাঃ বা ইত্যর্থঃ), 'বিষ্টিভিঃ' (নিবেশকৈঃ স্বকীয়ৈঃ তেজোভিঃ শক্তিভিঃ বা) 'অপসঃ ন' (সত্ত্বভাবাঃ ইব, সর্বভাবাঃ যথা অভীষ্টসাধকাঃ তদ্বৎ) 'সুকৃতে' (সৎকর্ম্মকারিণে) 'সুন্বতে' (সত্ত্বানুসারিণে) 'সুদানবে' (শোভনদানশীলায়, ভগবতে উৎসৃষ্টকর্ম্মফলায় উপাসকায় ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বেদহ' (সর্ব্বমেব অন্নং বলং বা) 'বহন্তীঃ' (আবহন্ত্যঃ, প্রযচ্ছন্ত্যঃ) 'সমানেন যোজনেন' (তেন একেনৈব সহ সংযোগসাধনেন, ভগবতা সহ সম্মিলনং সাধয়িত্বা ইত্যর্থঃ) 'আ পরাবতঃ' (দূরাৎ ব্যাপ্য বর্ত্তি, সততাৎ সর্ব্বতোভাবেন তান উপাসকান্ রক্ষন্তি ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানোন্মেষকং কর্ম্ম উপাসকং ভগবতি লীনং করোতি—ইতি ভাবঃ । (১৯ম ৫খ—১প—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

সেই নেত্রীগণ (সৎপথে পরিচালনকারী জ্ঞানোন্মেষক দেবতাগণ অর্থাৎ সদ্বৃত্তিসমূহ বা সৎকর্ম্মপরায়ণতা সকল) নিবেশক আপনাদিগের তেজের বা শক্তির দ্বারা, সত্ত্বভাবসকল যেমন অভীষ্টসাধক হয় সেইরূপ-ভাবে, সৎকর্ম্মকারী সত্ত্বানুসারী শোভনদানশীল অর্থাৎ ভগবানে উৎসৃষ্ট-কর্ম্মফল উপাসকের জন্য, সকলপ্রকার অন্ন বা শক্তি প্রদান করিয়া,

বুঝিতে পারি, সেই স্থানে পৌঁছিবার উপযোগী সকল কর্ম্ম-সামর্থ্য সেই দেবতাগণই প্রদান করিয়া থাকেন। মানুষের সেই যে লক্ষ্যস্থান-ভগবৎপ্রাপ্তি; তাহার পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজন;-নেতৃস্থানীয় সেই দেবতাগণ হইতে অর্থাৎ আমাদিগের সদ্বৃত্তি বা সৎকর্ম্মসমূহ হইতেই আমরা তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। তাহাতে কি হয়? না 'সমানেন যোজনেন আপরাবতঃ'। যিনি সমান, যিনি সৎ, তাঁহার সহিত সংযোগ সাধন ঘটে। তাহারই ফল— 'আপরাবতঃ'; অর্থাৎ, দূর হইতে ভগবৎ-সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিলেও, নিকটে আনিয়া তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করেন। ভগবান হইতে দূরে থাকিলেও, সৎকর্ম্মের দ্বারা সদ্বৃত্তির অনুশীলনের ফলে, সৎস্বরূপ ভগবানে মিলিত হইয়া, আমরা রক্ষা প্রাপ্ত হই। এই ভাবই এখানে এই মন্ত্রাংশে প্রকাশমান দেখি।

তৃতীয়তঃ দেখুন,—সেই যে রক্ষা, কোন্ জন তাহা প্রাপ্ত হয়েন? "সুকৃতে সুহস্তে সুদানবে" পদত্রয়ে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। সুকর্ম্মকারী হইতে হইবে, সদ্বানুসারী হইতে হইবে, শোভনদানশীল অর্থাৎ ভগবানে সকল কর্ম্মফল সমর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ গুণান্বিত যিনি, তিনিই ভগবানে সম্মিলিত হইতে পারেন রক্ষা প্রাপ্ত হন। দেবতাগণ তাঁহাকেই দূর হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া ভগবানে লীন করিয়া দেন।

চতুর্থতঃ দেখুন,-কিরূপে কিভাবে সেই দেবতাগণ উপাসকের প্রতি ঐরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বলা হইয়াছে 'বিষ্টিভিঃ'; তাঁহারা আপনাদিগের তেজের বা শক্তির দ্বারা উপাসকের অনুসরণকারীর হৃদয়ে তেজঃ বা শক্তি সঞ্চার করেন। কেমন ভাবে কাহাদের মত? উপমা—"অপসঃ ন" অর্থাৎ,; সদ্ভাব-সকল যেমন স্বতঃই সত্বসমুদ্রে লীন হয়; ঐ দেবতাগণ, সেইরূপ আপনাদিগের শক্তির দ্বারা তেজের প্রভাবে, অনুসারী জনকে-সৎকর্ম্মান্বিত জনকে, সত্বসমুদ্ররূপ ভগবানে সম্মিলিত করিয়া দেন।

এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের ভাব এই যে, আমাদিগের নেতৃস্থানীয় জ্ঞানোন্মেষক দেবতাগণ অর্থাৎ আমাদিগের সদ্বৃত্তিনিচয় ও সৎকর্ম্মপরম্পরা আমাদিগকে দৃঢ়তার সহিত ভগবানে সম্মিলন করিয়া দেন আমাদিগের জন্য অনন্ত রক্ষার ব্যবস্থা করেন। যদিও আমরা দূরে পড়িয়া থাকি, যদিও আমরা ভগবান হইতে বিচ্যুত হইয়া কষ্ট পাইতে থাকি; কিন্তু সে অবস্থায়ও সে কষ্টের উপশম আছে; সে সঙ্কটেও পরিত্রাণ-লাভ করিতে পারি, যদি উষা দেবতাগণের অনুকম্পা-লাভে সমর্থ হই, অর্থাৎ, সৎকর্ম্মসাধন রূপ বা সদ্বৃত্তির পরিচালন-রূপ জ্ঞানোন্মেষক দেবতাগণের দেবভাবসমূহের অনুসরণেই সকল কষ্ট দূরীভূত হয়। আমরা বলি, ইহাই এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মর্ম্ম কিন্তু অন্যরূপ। দৃষ্টান্ত-স্থলে এই মন্ত্রের একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "নেত্রী উষা দেবতাগণ (উজ্জ্বল অস্ত্রধারী) যোদ্ধৃদিগের ন্যায়; এবং উদ্যোগ দ্বারাই দূরদেশ পর্য্যন্ত স্বীয় তেজের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন। তাঁহারা শোভনকর্ম্মকারী, সোম-দাতা, (দক্ষিণা) দাতা যজমানগণের সকল অন্ন প্রদান করেন"

(2) "They sing their song like women active in their tasks, along their common path hither from far away.

Bringing refreshment of the liberal devotee, yea, all things to the worshipper who pours the juice."

দেখুন - দুইরূপ ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ দুই নূতন ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মূলে আছে—'অর্চ্চন্তি' পদ। বঙ্গানুবাদটীতে 'ব্যাপ্ত করেন' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে; ইংরাজী অনুবাদে 'গান করেন' (Sing their songs) প্রতিবাক্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তার পর, আরও দেখুন, দুই প্রকারের ব্যাখ্যাতেই সোমরস মাদক দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ সূচনা করা হইয়াছে। অথচ মূলে সোমরসের উল্লেখ নাই। কি হইতে কি অর্থ আসিয়াছে, সায়ণের ভাষ্যের সহিত মিলাইলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। এ বিষয় আর অধিক আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। (১৯অ – ৫খ – ১সূ – ৩সা) *

— • —

প্রথম-সূক্তের গেয়গান।

২র ১ র ২ ১ ১র র র র ২ ১ --
এতোবা। উত্যাউব ।ঃ কায়ি। তুগক্রাতা ২। পূর্ব্বেঅর্দ্ধে রজসোতা। সুমপ্পাতা ২

১ র র র র ২ ১ ১ ২ ৪৫
য়ি। নিষ্ক এবাবানাআয়ুধানারি। বধুক্ষাবা ২ ৩ ঃ। প্রাতা ৩ য়িগাবাঃ।

২ ১ ১ ২ ৪ ২ ১ র
অরুষায়ির্যা ২ ৩. তায়িমা ৩ তা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ঃ॥ উদোবা। অপপ্রুমরুণাতা।

২ র ১ -- ১র র র ২ ১ -- ১ র ২
নবোবার্থা ২। সাযুক্তোঅরুণীগ গাঃ। অযুক্ষাতা ২। অক্রম যাসোবয়ুনা।

২ র ১ ১ ২ ৪৫ ২ ১ ১ ২ ৪
নিপূর্ব্বাথা ২ ৩। রূশা ৩ স্তাস্তা। সুগরূষা ২ ৩ য়িঃ। আশা ৩ য়িশ্রা ৫ য়ু

২ ১ ২ র ২ ১ -- ১র র র র
৬ ৫ ৬ ঃ॥ অর্চ্চোবা। জিনারীরপসো। নবিষ্টায়িভা ২ য়িঃ। সমানেনযোজনেনা।

২ র ১ -- ১ র ২ র ১ ১ ২ ৪৫
পরাবাতা ২ ঃ। ইগবহন্তীঃ সুকৃতায়ি সুদানাবা ২ ৩ য়ি। বায়িশ্বে ৩ দাহা।

২ ১ ১ ২ ৪
যজমানা ২ ৩। যাসু ৩ স্বা ৫ তা ৬ ৫ ৬ য়ি। ১২৩। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"উষ,"।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ : দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩
অবোধ্যগ্নির্জ্ম উদেতি সূর্য্যো

২ ২ ৩ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২
ব্যু৺ষাশ্চন্দ্রা মহ্যাবো অর্চ্চিষা।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
আযুক্ষাতমশ্বিনা যাতবে রথং

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
প্রাসাবীদ্দেবঃ সবিতা জগৎপৃথক্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'জ্মঃ' (পৃথিব্যাং, পৃথিব্যাঃ সাধকানাং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'অবোধি' (প্রবোধিতঃ, উদ্বুদ্ধঃ ভবতি); 'সূর্য্যঃ' (জ্ঞানং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'উদেতি' (আবির্ভূতং ভবতি); 'মহী' (মহতী) 'চন্দ্রা' (আনন্দদায়িনী) 'উষাঃ' (জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী) 'অর্চ্চিষা' (জ্যোতিষা) 'বি আবঃ' (তমঃ বিনাশয়তি); 'অশ্বিনা' (আধিব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ !) যুবাং 'আযুক্ষাতং' (সৎকর্ম্মসাধনস্থানং) 'যাতবে' (প্রাপ্তয়ে) 'রথং' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) প্রদেহি ইতি শেষঃ; 'দেবঃ সবিতা' (সৎকর্ম্মণি প্রেরকঃ দেবঃ) 'পৃথক্ জগৎ' (জগতঃ সর্ব্বান্ লোকান্ স্বস্বকর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'প্রাসাবীৎ' (নিয়োজয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ দিব্যজ্ঞানং লভন্তে; ভগবান্ হি সাধকানাং হিতার্থায় তান্ সৎকর্ম্মণি নিয়োজয়তি—ইতি ভাবঃ। (১৯অ—৫খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেব পৃথিবীর সাধকদিগের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েন; মহতী আনন্দদায়িনী জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী জ্যোতির দ্বারা তমো বিনাশ করেন; আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্ম্মসাধন-স্থান প্রাপ্তির জন্য সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন; সৎকর্ম্মে প্রেরক দেবতা

জগতের সর্ব্ব লোকদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ দিব্যজ্ঞান লাভ করেন; ভগবানই সাধকদিগের হিতের জন্য তাঁহাদিগকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করেন।)। (১৯অ—৫খ—২সূ—১সা।)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং 'অগ্নিঃ' নিহতঃ সন্ 'জ্মঃ' ভূম্যাঃ পৃথিব্যাঃ বেদি-লক্ষণায়াং সম্বন্ধী সন্ 'অবোধি' প্রবোধিতঃ। কিঞ্চ, 'সূর্য্যঃ' 'উদেতি'। ততো 'মহী' মহতী 'উষাঃ' 'অর্চ্চিষা' প্রকৃষ্টেন তেজসা 'চন্দ্রা' প্রাণিনামাহ্লাদনী সতী 'বি আবঃ' ব্যাবৃণোৎ তমাংসি নিবারয়তি স্ম। বৃণোতের্লুঙি মন্ত্রে ঘস (২।৪।৮০) ইতি চ্লের্লুক্ ছন্দস্যপি দৃশ্যতে (৬।৪।৭৩) ইত্যাড়াগমঃ। যতইত্থমুষা উদেতি যতশ্চায়মগ্নিঃ প্রবুদ্ধো ভবতি অতঃ কারণাৎ হে অশ্বিনৌ যুষ্মৎসম্বন্ধিনং 'রথং' 'যাতবে' দেব-যজন গমনায় যাগভাগায় 'আ যুক্তাথং' যুঞ্জাথাং। তথা 'সবিতা' সর্ব্ব-কর্ম্মণোহভ্যনুজ্ঞাতা 'দেবঃ' 'জগৎ' জঙ্গমং প্রাণিজাতং 'পৃথক্' স্ব-স্ব-কর্ম্মানুয়োগেন 'প্রাসাবীৎ' প্রসুবতু অনুজানাতু। (১৯অ-৫খ ২সূ-১সা)।

* . *

প্রথম (১৭৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে আংশিকভাবে নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং আংশিক ভাবে প্রার্থনামূলক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"ভূমির উপর অগ্নি জাগরিত হইলেন, সূর্য্য উদিত হইলেন। মহতী উষা তেজোদ্বারা সকলকে আহ্লাদিত করিয়া (তমঃ) দূরীকৃত করিতেছেন। হে অশ্বিদ্বয়! আগমনের জন্য তোমাদের রথ যোজিত কর, সবিতা সমস্ত জগৎকে (স্ব-স্ব-কর্ম্ম করণে) নিয়োজিত করুন।" কিন্তু এই অনুবাদের সহিত ভাষ্যাদির যথেষ্ট অনৈক্য লক্ষিত হইবে। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইল। অনুবাদটী এই,—"যহ অগ্নি স্থাপিত হোনেপর বেদীসে প্রজ্বলিত হুআ সূর্য্য উদয় হোতা হায় বড়ী ভারী তেজসে প্রাণিয়োঁকো আনন্দ দেতী হুই অন্ধকারকো দূর করতী হায়; ইসকারণ হে অশ্বিনীকুমার! রথকো যজ্ঞশালামে আনেকো লিয়ে জোড়ো; সকল কর্ম্মকো আজ্ঞা দেনেওয়ালা দেবতা সকল প্রাণিয়োঁকো অপনে অপনে কর্ম্মমে লগাবৈ।"

এই মন্ত্রের মধ্যে তিনস্থানে তিনজন বিভিন্ন দেবতার অথবা দেবশক্তির উল্লেখ আছে। প্রথমতঃ দেবী উষা অর্থাৎ জীবের হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষকারিণী দেবী। দ্বিতীয়তঃ অজ্ঞানাদিনাশক দেবদ্বয়ের উল্লেখ আছে; তৃতীয়তঃ—জগৎপ্রসবিতৃ অথবা সবিতাদেবের

মাহাত্ম্যকীর্ত্তন আছে। অগ্নি ও সূর্য্য দেবদ্বয় ভগবানের একই শক্তির প্রকাশক। আমরা এই ভাবেই মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি। (১৯অ-৫খ-২সূ ১সা)। ॰

———•———

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চম খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যদ্যুঞ্জাথে বৃষণমশ্বিনা রথং

৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
ঘৃতেন মধুনা ক্ষত্রমুক্ষতম্।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অস্মাকং ব্রহ্ম পৃতনাসু জিন্বতং

৩২উ ৩ ১ ২
বয়ং ধনা শূরসাতা ভজেমহি ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ!) 'যদ্' (যদা) যুবাং 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'রথং' (সৎকর্ম্মসামর্থ্যং) 'ঘৃতেন' (প্রদীপ্তেন, জ্যোতির্ম্ময়েন) 'মধুনা' (অমৃতেন সহ) 'যুঞ্জাথে' (সংযোজিতং কুরুথঃ) তদা অস্মাকং 'ক্ষত্রং' (বলং, শক্তিং) 'উক্ষতং' (রক্ষতং); 'ব্রহ্ম' (হে পরমব্রহ্ম!) 'পৃতনাসু' (রিপুসংগ্রামেষু) 'অস্মাকং জিন্বতং' (অস্মান জয়িনঃ কুরুতং); 'বয়ং' (প্রার্থনাপরায়ণাঃ বয়ং) 'শূরসাতা' (শূরসাতৌ, রিপুসংগ্রামে) 'ধনা' (ধনানি, পরমধনং) 'ভজেমহি' (প্রার্থয়ামঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! অস্মান্ সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষ; অস্মভ্যং পরমধনং প্রদেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৯অ-৫খ-২সূ-২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! যখন আপনারা অভীষ্টবর্ষক সৎকর্ম্মসামর্থ্যকে জ্যোতির্ম্ময় অমৃতের সহিত সংযোজিত করেন তখন আমাদের

• এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তপঞ্চাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

শক্তি রক্ষা করুন; হে পরমব্রহ্ম! রিপুসংগ্রামে আমাদিগকে জয়ী করুন; আমরা রিপুসংগ্রামে পরমধন প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন; আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন)॥ (১৯অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ! 'যৎ' যদা 'বৃষণং' বৃষ্ট্যাদিবর্ষকং 'রথং' 'যুঞ্জাথে' যোজয়থঃ, তদা 'নঃ ক্ষত্রং' অস্মদীয়ং বলং ক্ষত্রিয়জাতিং বা 'ঘৃতেন' উদকেন 'মধুনা' মধুরেণ 'উক্ষতং' সেচয়তং প্রবর্দ্ধয়তমিত্যর্থঃ। যদ্বা, 'ঘৃতেন' ক্ষরণরূপেণ 'মধুনা' অমৃতেন 'উক্ষতং' যুষ্মদ্রথস্থেনামৃতেনাস্মদীয়ং বলং প্রবর্দ্ধয়তমিত্যর্থঃ। অশ্বিনোঃ রথস্য মধুপূর্ণত্বং 'মধুবাহনো রথঃ'—ইত্যাদিষু প্রসিদ্ধং। কিঞ্চ, অস্মাকং 'পৃতনাসু' অস্মদীয়াসু পুত্রভৃত্যাদি-মনুষ্যরূপাসু প্রজাসু 'ব্রহ্ম' তেজঃ 'জিন্বতং'। যদ্বা, 'পৃতনাসু' পরকীয়াসু 'ব্রহ্ম' পরিবৃঢ়মস্মাকং জিন্বতং প্রীণয়তং। বয়ঞ্চ শূরসাতৌ শূরাণাং প্রেরয়িতৃ-দাস-যুদ্ধে সংগ্রামে 'ধনা' তদীয়ানি ধনানি বহুবিধানি 'ভজেমহি'॥ (১৯অ-৫খ-২সূ-২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (১৭৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার প্রথম অংশের ভাব এই যে, রিপুসংগ্রামে যেন আমাদের শক্তি অক্ষত থাকে, আমাদের সৎকর্ম্মাদি যেন অমৃতলাভের উপযুক্ত হয়। অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধন করিয়া আমরা যেন অমৃতলাভ করিতে পারি। দ্বিতীয় অংশের অর্থ—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক যেন আমাদিগকে রিপুসংগ্রামে জয়ী করেন। মানুষ চারিদিকে রিপুগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আছে, সেই ভয়ঙ্কর শত্রুগণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা পরিস্ফুট হয়।

আমরা এস্থলে বিভিন্ন ভাষার দুইটী অনুবাদ প্রদান করিতেছি। একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এই, 'হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন বৃষ্টিপ্রদ রথ যোজনা করিয়াছ, তখন মধুর জলদ্বারা আমাদিগের বল বর্দ্ধিত কর এবং আমাদিগের লোকগণকে অন্নদ্বারা প্রীত কর। আমরা যেন বীর যুদ্ধে ধন প্রাপ্ত হই।"

অন্য একটী ভাষ্যানুসারী হিন্দী অনুবাদ এই, "হে অশ্বিনীকুমারো! জব আপ বৃষ্টি জল দেনেওয়ালে রথকো জোড়তে হো তব হমারে বলকো বা হমারী ক্ষত্রিয় জাতিকো ঘৃতকী সমান হমারী পুত্র সেবকাদি প্রজাওঁ মেঁ ব্রহ্মতেজ বা অন্নকো দো আউর হম শূরোঁকে সংগ্রামোমেঁ উনকে ধনকো পাবেঁ।" 'ক্ষত্রং' পদে ভাষ্যকার 'বল' এবং 'ক্ষত্রিয়জাতি' এই

দুই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এখানে 'ক্ষত্রিয়জাতি' অর্থে কোনও সঙ্গতি লক্ষ্য করিতে পারি নাই। যাহা হউক, আমরা যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা যথাস্থানেই বিবৃত হইয়াছে। (১৯অ ৫খ-২সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চম খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২৩ ১ ২৩১২ ৩ ১ ২
অর্ব্বাঙ্‌ত্রিচক্রো মধুবাহনো রথো

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
জীরাশ্বো অশ্বিনোর্যাতু সুষ্টুতঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ত্রিবন্ধুরো মঘবা বিশ্বসৌভগঃ

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
শং ন আ বক্ষদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনোঃ' (আধিব্যাধিনাশকয়োঃ দেবয়োঃ) 'ত্রিচক্রঃ' (ভূর্ভুবঃস্বঃ চক্রত্রয়োপেতঃ, সর্ব্বত্র-গমনশীলঃ) 'মধুবাহনো' (অমৃতপ্রাপকঃ) 'জীরাশ্বঃ' (শীঘ্রগামাশ্বোপেতঃ, আশুমুক্তিদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'রথঃ' (সৎকর্ম্মরূপযানং) 'সুষ্টুতঃ' (সুষ্টুরূপেণ) 'অর্ব্বাঙ্ যাতু' (অস্মদভিমুখং আগচ্ছতু, অস্মান্ প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ); 'ত্রিবন্ধুরঃ' (জ্ঞানভক্তিবৈরাগ্যদায়কঃ) 'বিশ্বসৌভগঃ' (বিশ্বস্য সর্ব্বস্য পরমমঙ্গলসাধকঃ) 'মঘবা' (ধনবান্, পরমধনদাতা দেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) তথা 'দ্বিপদে চতুষ্পদে' (সর্ব্বজীবেভ্যঃ) 'শং' (পরমমঙ্গলং) 'আ বক্ষৎ' (বহতু, প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মান্ প্রাপ্নোতু, সঃ পরমদেবঃ অস্মাকং পরমকল্যাণং সাধয়তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৯অ-৫খ ২সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়ের সর্ব্বত্রগমনশীল অমৃতপ্রাপক আশুমুক্তি-দায়ক সৎকর্ম্মরূপযান সুষ্ঠুভাবে আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুক

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

অর্থাৎ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক; জ্ঞানভক্তিবৈরাগ্যদায়ক সকলের পরমমঙ্গলসাধক পরমধনদাতা দেব আমাদিগকে এবং সকল জীবকে পরমমঙ্গল প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; সেই পরমদেবতা আমাদিগের পরমকল্যাণ সাধন করুন।)॥ (১৯অ—৫খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'অর্ব্বাঙ' অস্মদভিমুখঃ অশ্বিনোঃ 'রথঃ' 'যাতু' অস্মদভিমুখো গচ্ছতু। কীদৃশঃ? 'ত্রিচক্রঃ' চক্রত্রয়-যুক্তঃ, 'মধুবাহনঃ' মধু-বোঢ়া, 'জীরাশ্বঃ' শীঘ্রগামাশ্বোপেতঃ, 'পুরুষ্টুতঃ' অতএবাস্মাভিঃ স্তূয়মানঃ, 'ত্রিবন্ধুরঃ' নিম্নোন্নত-কাষ্ঠ-ত্রয়োপেতঃ সারথ্যাশ্রয়-স্থানং বন্ধুরং তদ্যুক্তঃ, 'মঘবা' ধনবান, 'বিশ্বসৌভগঃ' সর্ব্ব-সৌভাগ্যোপেতঃ। ঈদৃশোঽশ্বিনোঃ রথঃ 'নঃ' অস্মাকং 'দ্বিপদে' পুত্রাদি-প্রজায়ৈ 'চতুষ্পদে' পশবে চ 'শং' সুখং 'আ বক্ষৎ' আবহতু বহেদিতি অভ্যাশসঃ॥ (১৯অ ৫খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৭৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। উহা দুই অংশে বিভক্ত। উভয় অংশেই ভগবানের নিকট সাক্ষাৎভাবে অথবা পরোক্ষভাবে প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'ত্রিচক্রঃ', 'ত্রিবন্ধুরঃ' প্রভৃতি পদ ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের অষ্টাধিকশততম সূক্তে পাওয়া যায়। আমরা তথায় দেখিয়াছি যে, 'ত্রিবন্ধুরঃ' পদে কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান এই তিন সারথিকে লক্ষ্য করে। এই তিন সারথি সৎকর্ম্মরূপ যানের পরিচালক হইলে মানুষ অনায়াসেই সংসারের দুর্গম সাধনমার্গ অতিক্রম করিয়া চরম গন্তব্য লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে। জ্ঞান ভক্তি ও বৈরাগ্য যাঁহার জীবনকে —কর্ম্মকে পরিচালিত করে তিনি অনায়াসেই আপনার লক্ষ্যসাধনে সমর্থ হয়েন। সেই 'রথ' অথবা সৎকর্ম্মরূপ যান 'ত্রিচক্রঃ' অর্থাৎ ত্রিভুবন, বিশ্ব অতিক্রম করিতে সমর্থ। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালকে তাহার তিনটী চক্র বলা যায়। এই বিশেষণের দ্বারা ইহাই পরিস্ফুট হইতেছে যে, সৎকর্ম্মসাধক সর্ব্বত্রই আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন, সর্ব্বত্রই তাহার অবাধগতি। তাহা হইতে সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে যে, জ্ঞানভক্তিবৈরাগ্যযুক্ত সৎকর্ম্মসাধক অনায়াসেই আপনার চরম অভীষ্টসিদ্ধ করিতে পারেন, মুক্তিলাভ করিয়া ধন্য হয়েন। 'ত্রিবন্ধুরঃ' এবং 'ত্রিচক্রঃ' পদদ্বয় এই বিশেষ ভাবই পরিস্ফুট করিতেছে।

আমরা এতৎসহ দুইটী প্রচলিত অনুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা হইতে মন্ত্রের প্রচলিত ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। একটী বঙ্গানুবাদ এই,—"অশ্বদ্বয়ের চক্রত্রয়বিশিষ্ট মধুপূর্ণ শীঘ্রগামী

অশ্ববিশিষ্ট প্রশংসিত ত্রিবন্ধুর ধনপূর্ণ সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্ন রথ আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুক এবং আমাদিগের দ্বিপদ (পুত্রাদির) ও চতুষ্পদ (গবাদির) সুখ সম্পাদন করুক।"

অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"অশ্বিনীকুমারোঁকা রথ হমারে সম্মুখ আওয়ে তীন পহিয়োওয়ালা আউর অমৃতকা ধারণ করনেওয়ালা শীঘ্রগামী ঘোড়োসে যুক্ত আউর হমারা স্তুতি কিয়াহুআ নীচে উঁচে তীন কাঠওয়ালা ধনভরা আউর সকলসৌভাগ্যযুক্ত ওয়াহ রথ হমারে দো পায়ে পুত্রাদি আউর চৌপায়ে গো ঘোড়ে আদিকো সুখ দেয়।" (১৯অ ৫খ-২য় ৩দ)। *

—— • ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২ ১ ২ র ১ -- ১ র র ২ ৩ ১ --
অবোবা। ধিয়ন্বিম্নুটদায়ি। হিস্বায়া২ঃ। বৃষাশ্চন্দ্র মত্যা। যোঅর্চ্চায়িষা২।

১র র র র ২ র ১ ১ ২ ৪ ৫ ২ ১
আয়ুক্ষাত্তামশ্বিনায়া। হবেয়াথা২৩ম। ঔহো৩ বাঁহোবাঃ সবাবিত্তা২৩।

১ ২ ৪ ২ ১ র র ২ র ১ --
আগা৩ ঙা৫ খা৬৫৬ক্। হস্তোবা। আথেবৃষণম্বা। খিনারাথা২ম।

১ র র র ২ ১ -- ১ র ২ র
ঘৃতেননোমধুনাক্ষা। ত্রমুক্ষাত্তা২ম। অস্মাকম্ব্রূসপৃতনা। সুঁজবাত্তা২৩ম।

১ ২ ৪ ৫ ২ র ১ ১ ২ ৪ ২ ১
বায়া৩ক্ষামা। শূরসাত্তা২৩। ভাজা৩ রিমা৫ কা৬৫৬ষি। অর্বোবা।

র ২ র ১ -- ১ র র র র ২ ১ —
ত্রিচক্রোমধুবা। হনোরাথা২। জীরাশ্বোঅশ্বিনোর্যা। ভুস্টুতা২ঃ।

১ র র ২ র ১ ১ ২ ৪ ৫ ২ ১
ত্রিবন্ধুরোমঘবাবাশ্বিখসৌভাগা২৩ঃ। শায়া৩ শাবা। অদ্দ্বিপাদা২৩রি।

১ ২ ৪
চাতু৩ ষ্পা৫দা৬৫৬য়ি॥ ১২৩॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়গান আছে। উহার নাম যথা;—"কাবম্"।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
প্র তে ধারা অসশ্চতো

৩ ১র ২র ৩ ১ ২
দিবো ন যন্তি বৃষ্টয়ঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অচ্ছা বাজং সহস্রিণম্ ॥ ১ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে পরমদেব! 'দিবঃ ন বৃষ্টয়ঃ' (দ্যুলোকস্য অমৃতধারা ইব) 'তে' (তব) 'ধারাঃ' (করুণাধারাঃ) 'অসশ্চতঃ' (সঙ্গরহিতাঃ, অবাধা ইত্যর্থঃ) 'প্রযন্তি' (আগচ্ছন্তু—অস্মান্ অভিলক্ষ্য ইতি ভাবঃ); ত্বং 'সহস্রিণং' (প্রভূতপরিমাণং) 'বাজং' (আত্মশক্তিং) 'অচ্ছা' (অস্মদভিমুখং অস্মভ্যং প্রদেহি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং আত্মশক্তিং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৯অ ৫খ—৩সূ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমদেব! দ্যুলোকের অমৃতধারার ন্যায় আপনার করুণাধারা অবাধে আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুক; আপনি প্রভূতপরিমাণ আত্মশক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন আত্মশক্তি প্রদান করুন।)। (১৯অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তে' তব 'অসশ্চতঃ' সঙ্গরহিতাঃ 'ধারাঃ' সহস্রিণং অপরিমিত-সংখ্যাকং 'বাজং' অন্নং যথা অস্মদর্থং 'প্র যন্তি' প্রগচ্ছন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'দিবো ন বৃষ্টয়ঃ' যথা দ্যুলোকাদ্ বর্ষধারা নিঃসৃতাঃ প্রজানামপরিমিতমন্নং প্রতিযন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। ১।

• • •

প্রথম (১৭৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—————

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই প্রার্থনার মধ্যে একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য স্বর্গের মন্দাকিনী ধারার সহিত ভগবৎকরুণার তুলনা করা। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রে কোন উপমা নাই বা থাকিতেও পারে না। কারণ স্বর্গীয় ধারা এবং ভগবানের করুণাধারা বলিতে একই বস্তুকে বুঝায়। সুতরাং এক বস্তুর মধ্যেই উপমা সম্ভবপর নয়। কেবলমাত্র মন্ত্রের ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য উপমার সাদৃশ্য আনয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রে ভগবানের করুণারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

আমরা এই সঙ্গে মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি; তাহা এই,—"স্বর্গের বৃষ্টিধারার ন্যায় তোমার ধারাগুলি অবাধে ক্ষরিত হইতেছে এবং আমাদিগকে অপরিমিত খাদ্যদ্রব্য দান করিতেছে।" অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"হে সোম! তেরী সঙ্গরহিত ধারৈঁ অপরিমিত অন্ন হমে দেতী হ্যায়, জ্যায়সে দ্যুলোককো বর্ষাকো ধারে প্রজাওঁ কো বহুতসা অন্ন দেতী হ্যায়।"

ভাষ্যে 'অসশ্চতঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে, 'সঙ্গরহিতঃ', কিন্তু 'সঙ্গরহিত ধারা' বলিলে কোন বিশেষ অর্থ অনুভূত হয় না। বঙ্গানুবাদকার এখানে 'অবাধে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা এই অর্থই সঙ্গতবোধে গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই প্রদত্ত হইয়াছে। (১ম খ—৩সূ—১সা)।*

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অভি প্রিয়াণি কাব্যা বিশ্বা চক্ষাণো অর্ষতি।

১ ২ ৩ ১র ২র

হরিস্তুঞ্জান আয়ুধা ॥ ২ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তপঞ্চাশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরিঃ' (পাপহারকঃ দেবঃ) 'প্রিয়াণি' (দেবপ্রিয়াণি, ভগবৎপ্রিয়াণি) 'বিশ্বা' (সর্ব্বাণি) 'কাব্যা' (কাব্যানি, কর্ম্মাণি) 'চক্ষাণঃ' (দর্শয়ন) 'অভ্যর্ষতি' (আগচ্ছতি সাধকান্ প্রতি ইতি শেষঃ); 'আয়ুধা' (আয়ুধানি, রক্ষাস্ত্রাণি) 'তুঞ্জানঃ' (প্রেরয়িত-রিপুনাশায় ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধনেন লোকাঃ ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি; ভগবান্ সাধকানাং রিপূন্ বিনাশয়তি - ইতি ভাবঃ। (১৯অ-৫খ ৩সূ-২সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

পাপহারক দেবতা ভগবৎপ্রিয় সর্ব্বকর্ম্ম দর্শন করিয়া সাধকদিগের প্রতি আগমন করেন; রক্ষাস্ত্রসমূহ রিপুনাশের জন্য প্রেরণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা লোকসমূহ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন; ভগবান্ সাধকদের রিপুসমূহ বিনাশ করেন।)। (১৯অ—৫খ—৩সূ—২সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হরিঃ' হরিত-বর্ণঃ সোমঃ 'বিশ্ব' বিশ্বানি 'প্রিয়াণি' দেবানাং প্রীতি-করাণি 'কাব্যা' কর্ম্মাণি 'চক্ষাণঃ' পশ্যন্ 'আয়ুধা' স্বকীয়ান্যায়ুধানি 'তুঞ্জানঃ' রাক্ষসান্ প্রতি প্রেরয়ন্ 'অভ্যর্ষতি' যাগং প্রতি গচ্ছতি। (১৯অ—৫খ-৩সূ-২সা)।

* . *

দ্বিতীয় (১৭৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— —— . —— ——

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। উহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ—পাপহারক দেবতা সকল কর্ম্ম দর্শন করেন, অর্থাৎ মানুষ যাহা করে, যাহা ভাবে, তাহার সমস্তই তিনি অবগত আছেন, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী। তিনি সর্ব্বজ্ঞ; তিনি সমস্ত অবগত আছেন বলিয়াই মানবের সর্ব্ববিধ কর্ম্মাকর্ম্মের পুরস্কার বা দণ্ডবিধান করিতে পারেন। তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী বলিয়াই বিশ্বের নিয়ন্তা। তাই মন্ত্রের প্রথম অংশে বলা হইয়াছে, "বিশ্বা কাব্যা চক্ষাণঃ" জগতের সমস্ত কর্ম্ম তিনি দর্শন করেন।

দ্বিতীয় অংশ—'আয়ুধা তুঞ্জানঃ'—রক্ষাস্ত্রসমূহ প্রেরণ করেন। রক্ষাস্ত্র প্রেরণের উদ্দেশ্য—রিপুনাশ, এবং রিপুগণের আক্রমণ হইতে মানবকে রক্ষা করা। তাই 'তুঞ্জানঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,-"রাক্ষসান্ প্রতি প্রেরয়ন্ অভ্যর্ষতি যাগং প্রতি গচ্ছতি।" 'আয়ুধা' পদের ভাষ্যার্থ "স্বকীয়ানি আয়ুধানি।"

মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এই,—“এই হরিতবর্ণ সোমরস দেবতাদিগের প্রীতিকর, সকল কার্য্যের প্রতিই মনোযোগী; ইনি অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে আসিতেছেন।” অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই,- “পাপহারী বা হরেবর্ণকা সোম সকল দেবতাওকে প্রিয় কর্ম্মোকো দেখতা হুআ অপনে শাস্ত্রকো রাক্ষসোকে উপর প্রেরণা করতা হুআ যজ্ঞমে আতা হ্যায়।” (১৯অ ৫খ—৩সূ ২সা)॥ *

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সুক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

স মর্ম্মৃজান আয়ুভিরিভো রাজেব সুব্রতঃ।

৩ ১র ২র

শ্যেনো ন বংসু ষীদতি ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘সুব্রতঃ’ (সৎকর্ম্মসাধকঃ) ‘ইভঃ’ (অভীঃ) ‘মর্ম্মৃজানঃ’ (বিশুদ্ধঃ, পবিত্রঃ, ‘রাজেব’ (রাজতুল্যঃ, সর্ব্বাধিপতিঃ) ‘শ্যেনঃ ন’ (শ্যেনবৎ শীঘ্রগামী, আশুমুক্তিদায়কঃ দেবঃ) ‘আয়ুভিঃ’ (আয়ুর্যুক্তৈঃ, সৎকর্ম্মসম্পন্নৈঃ সাধকৈঃ) আরাধিতঃ সন্ ইতি যাবৎ ‘সঃ’ (প্রসিদ্ধঃ সঃ দেবঃ) ‘বংসু’ (বসতিস্থানে, সাধকহৃদয়ে ইতি ভাবঃ) ‘সীদতি’ (উপবিশতি, আবির্ভবতি)। নিত্যসত্যমূলক অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন ভগবন্তং লভন্তে - ইতি ভাবঃ। (১৯অ - ৫খ - ৩সূ - ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসাধক, ভয়হীন, পবিত্র, সর্ব্বাধিপতি, আশুমুক্তিদায়ক দেব সৎকর্ম্মসম্পন্ন সাধকগণকর্তৃক আরাধিত হইয়া প্রসিদ্ধ সেই দেবতা সাধক-হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করিতে পারেন)। (১৯অ—৫খ—৩সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

‘সুব্রতঃ’ সুকর্ম্মা ‘সঃ’ সোমঃ ‘আয়ুভির্ম্মনুষ্যৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ ‘মর্ম্মৃজ্যমানঃ’ ‘ইভঃ’ গত-ভয়ঃ ‘রাজা ইব’ যথা রাজা, ‘শ্যেনো ন’ যথা শ্যেনঃ, তথা ‘বংসু’ কেষু বসতীবরীষু ‘সীদতি’। ৩।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তপঞ্চাশত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১৭৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীর মধ্যে আপাতঃপ্রতীয়মান দুইটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। একটী 'রাজেব' এবং অন্যটী 'শ্যেনঃন'। এই দুই পদের দ্বারা ভগবানের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। 'রাজেব' পদের অর্থ—রাজতুল্য। সাধারণতঃ পার্থিব মানব ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের সীমা রাজার মধ্যেই দেখিতে পায়। তাই সাধারণ মানুষকে ভগবদ্বিভূতি বুঝাইবার জন্যই 'রাজেব' উপমামূলক পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে সাধারণ মানবকে বুঝাইবার জন্য কিরূপ উপমার প্রয়োজন তাহা নিম্নলিখিত প্রচলিত গল্প হইতে পরিস্ফুট হইবে। গল্পটী এই,—একজন চাষা অন্য চাষাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুই রাজা দেখেছিস?" জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উত্তর দিল—"হাঁ নিশ্চয়ই দেখেছি, এই যে সেবার আমাদের ওখানে এসেছিল।" প্রথম ব্যক্তি বলিল—"রাজা দেখতে কিরূপ?" দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল—"ওঃ! দেখতে ভারি জমকালো, তাঁর কাঁধে রূপার লাঙ্গল, আর হাতে সোণার পাচনবাড়ি। তাঁর এক পাশে একধামা চিড়া আর অন্য পাশে এক হাঁড়ি গুড় আছে। যখন ইচ্ছা হয় তখনই তিনি চিড়া ও গুড় খান।" বেচারা চাষার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের কল্পনা, সোণার পাচনবাড়ী আর চিড়ার ধামাতে পর্য্যবসিত! আমাদের ভগবদ্জ্ঞানের সীমা সম্বন্ধেও এই ভাব প্রযুক্ত হইতে পারে। ভগবানের সম্বন্ধে আমরা যে সকল ধারণা পোষণ করি, তাহাও আমাদের সাংসারিক জ্ঞান হইতে উৎপন্ন ও তাহা দ্বারা পরিচালিত। সেই জন্যই আমাদিগকে—সাধারণ-মানবকে বুঝাইবার জন্য পার্থিব উদাহরণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। তাই মন্ত্রে 'রাজেব' এবং 'শ্যেনঃন' এই উভয় উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে মন্ত্রটীর যে ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"সোমরসের সকল কার্য্যই উত্তম। যখন যাজ্ঞিকেরা ইহাকে শোধন করিতে থাকেন, ইনি রাজার ন্যায় শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নির্ভয়ে যাইয়া আপন স্থান গ্রহণ করেন।" (১৯অ—৫খ—৩সূ ৩সা)॥ *

চতুর্থং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
স নো বিশ্বা দিবো বসূতো পৃথিব্যা অধি।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুনান ইন্দবা ভর ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তপঞ্চাশত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পুনানঃ সঃ' (পবিত্রকারকঃ প্রসিদ্ধঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'দিবঃ অধি' (দ্যুলোকস্য, দ্যুলোকস্থিতানি ইত্যর্থঃ) 'উত' (অপিচ) 'পৃথিব্যাঃ অধি' (পৃথিব্যাং স্থিতানি) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'বসু' (বসূনি, পরমধনানি) 'আভর' (আহর, প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৯অ—৫খ—৩সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ আপনি আমাদিগকে দ্যুলোকস্থিত অপিচ পৃথিবীতে বর্ত্তমান সকল পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (১৯অ—৫খ—৩সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'পুনানঃ' পূয়মানস্ত্বং 'দিবঃ অধি' 'পৃথিব্যাঃ' অধি পৃথিব্যাং স্থিতানি। অধীতি সপ্তম্যর্থানুবাদী। 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'বসু' বসূনি ধনানি 'নঃ' অস্মভ্যং 'আ ভর' আহর। (১৯অ—৫খ—৩সূ—৪সা)॥

ইতি একোনবিংশস্তাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥ ৪॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ॥ ১৯॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক-শ্রীবীর-বুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

— — • — —

চতুর্থ (১৭৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

———:*:———

পরমধন প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাই আলোচ্য মন্ত্রের সারমর্ম্ম। মন্ত্রটী শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে। পবিত্রকারক সেই পরমসত্ত্ব আমাদের মধ্যে উদিত হইলে, আমাদের সমগ্র সত্তা পবিত্র হয়, আমাদের বাক্য মন কর্ম্ম পবিত্রতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সুতরাং মানুষ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পরমধনলাভের উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়।

'দিবঃ অধি উত পৃথিব্যাঃ' মন্ত্রাংশের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বস্তুকে লক্ষ্য করে। কারণ তাহার পরেই আছে,—'বিশ্বা বসু' অর্থাৎ সমস্ত ধন। সাধকের প্রার্থনা হীন অকিঞ্চিৎকর বস্তুর জন্য নয়। পৃথিবীতে, স্বর্গে, যেস্থানে যে পবিত্র মহান বস্তু আছে, সেই পরমধনের জন্যই এই মন্ত্রে প্রার্থনা উত্থিত হইয়াছে। 'দিবঃ' পদের দ্বারা স্বর্গীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আছে, সাধক পার্থিব সাধারণ বস্তুর জন্য লালায়িত নহেন। তাঁহার চরম লক্ষ্য - দিব্যবস্তু, অপার্থিবধন। অথচ সাধক পার্থিব বস্তুকে উপেক্ষা করেন নাই, কারণ তিনি জানেন যে, পার্থিব মানব পার্থিব বস্তুর ভিতর দিয়াই সেই পরম বস্তুর সন্ধান পাইতে পারে। মানুষ যে পর্য্যন্ত সসীম, যে পর্য্যন্ত সে নিজকে জাগতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনাকে ঊর্দ্ধলোকে স্থাপন করিতে না পারিবে, যে পর্য্যন্ত না সে দেশ ও কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে পার্থিব জগতের বস্তুসমূহের মধ্য দিয়াই—সেই ধারণার সাহায্যেই অগ্রসর হইতে হয়। কারণ মানুষ যে অবস্থার মধ্যে, যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে অবস্থিতি করে, ইচ্ছামাত্রই সে তাহার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। তাই জ্ঞানী সাধক বলিতেছেন,—আমাকে স্বর্গীয় ধন দাও, পার্থিব ধন দাও। কারণ পার্থিব ধনের সাহায্যেই আমার মত ক্ষুদ্রহৃদয় হীনপ্রজ্ঞ ব্যক্তি তোমার দিব্যধনের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিবে।

এই বিষয়টী আমরা আরও একটু পরিস্ফুট করিতে পারি। বেদের অনেকস্থলেই আমরা দেখিতে পাই যে, পার্থিব বস্তুর উদাহরণ দিয়া অপার্থিব দিব্য বস্তুর বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহাই স্বাভাবিক। কারণ পার্থিব মানুষ পার্থিব বিষয়েই অভ্যস্ত, সুতরাং সেই অভ্যস্ত বিষয়ের সাহায্যে তাহার মনোমধ্যে অজানিত বিষয় সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মে। সেই ধারণাই তাহাকে বস্তু পরিচয়ের জন্য বহুপরিমাণে অগ্রসর করিয়া দেয়। তাই পার্থিব এবং অপার্থিব বস্তু একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। যে পার্থিব ধনরত্ন লাভ করিতে পারে, অথবা যে ধনরত্নাদি উপভোগ করিতে সমর্থ, সে রত্নলাভের অর্থ কি তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারে এবং এই ধনরত্নাদি দ্বারা মানবের পার্থিব বিষয়ে কি উপকার হয় তাহা সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। এই পার্থিব ধারণাকে অপার্থিবে পরিবর্ত্তিত করিলেই সাধকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। পরমধন লাভের দ্বারা সাধনজগতে কি মহোপকার লাভ করিবেন, তাহা অনুভব করিয়া তিনি কায়মনোবাক্যে সেই পরমবস্তু লাভের জন্য যত্নপরায়ণ হয়েন। পার্থিব এবং অপার্থিব বস্তু লাভের একত্র প্রার্থনার ইহাই অর্থ।

এই মন্ত্রটী প্রচলিত মতানুসারে যেভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত দুইটী অনুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। একটী বঙ্গানুবাদ এই,—"হে সোম! তুমি ক্ষরিত হইতে হইতে কি পৃথিবীস্থ কি স্বর্গলোকস্থ সমস্তধন সামগ্রী আমাদিগকে বিতরণ কর।" অন্য অনুবাদটী হিন্দী, তাহা এই,—"হে সোম! পূয়মান তু দ্যুলোকমে স্থিত আউর পৃথ্বীলোকমে স্থিত সকল ধন হমৈঁ দে।" (১৯অ-৫খ-৩হ-৪সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তপঞ্চাশত্তম সূক্তের ৪র্থ ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

———০ঃ*ঃ০———

উত্তরার্চ্চিকে—বিংশোঽধ্যায়ঃ।

———০ঃ*ঃ০———

যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং॥

* * *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ২ ৩ ১র ২র
প্রাস্য ধারা অক্ষরন্ বৃষ্ণঃ সুতস্যৌজসঃ।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
দেবাঁ অনু প্রভূষতঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকস্য) 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য, পবিত্রস্য) 'দেবান্ অনু প্রভূষতঃ' (দেবভাবান্ প্রযচ্ছতঃ ইত্যর্থঃ) 'অস্য' (প্রসিদ্ধস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'ধারাঃ' (অমৃতধারাঃ) 'ওজসঃ' (ওজসা, বলেন, আত্মশক্ত্যা সহ) 'প্রাক্ষরন্' (প্র ক্ষরন্তু, অস্মাকং হৃদি আবির্ভবন্তু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি – ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ ১খ–১সূ–১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক পবিত্র দেবভাবপ্রদানকারী প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের অমৃতধারা আত্মশক্তির সহিত আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (২০অ—১খ—.সু—১সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্য' সোমস্য 'ধারাঃ' 'ওজসা' ওজসা বলেন 'অক্ষরন্' অসিক্ষন্। কীদৃশস্য? 'বৃষ্ণোঃ' বর্ষকস্য 'সুতস্য' অভিষুতস্য 'দেবান্' 'অনু' 'প্র ভূষতঃ' ভবিতুমিচ্ছতঃ॥ ১ ॥

• • •

প্রথম (১৭৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের অমৃতধারালাভের জন্য, এবং আত্মশক্তির উন্মেষণের জন্য মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইতে পারি ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। মানুষ যখন শুদ্ধসত্ত্বলাভ করেন তখন তাঁহার জীবন পবিত্র হয়, ভগবৎকরুণালাভের উপযোগিতা লাভ করে।

ভগবান মানুষকে অমৃত প্রদান করেন সত্য, কিন্তু সেই মানুষের পক্ষে সেই অমৃতলাভের উপযোগিতা লাভ করা চাই। কারণ কোন বস্তু লাভ করিলেই তাহা উপভোগ করা যায় না। সেই লব্ধ বস্তু রক্ষা করার ও উপভোগ করার শক্তি সঞ্চয়ও করিতে হইবে। নতুবা কোন বস্তু লাভ করাই যথেষ্ট নয়।

আলোচ্য মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা মন্ত্রের সোমরসের কোনও সংশ্রব পাই নাই, অথবা মন্ত্রের প্রধান বিষয়কে সোমরস বলিয়া গ্রহণ করিলে মন্ত্রের কোনও সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"বর্ষণকারী এই অভিযুত সোমের ধারা দেবগণের উপর-স্ব-সামর্থ্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া ক্ষরিত হইতেছেন।" এই অনুবাদ যে কোন সুষ্ঠুভাব প্রকাশ করিতে পারে তাহা মনে হয় না। সোমরস যে কিরূপ বর্ষণকারী তাহা আমাদের অজ্ঞাত। এই সোমরস আবার দেবগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে ইচ্ছুক হইয়া ক্ষরিত হইতেছেন! যাহা হউক, আমরা যে ভাবে মন্ত্রটীকে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই প্রকাশিত হইয়াছে। (২০অ—১খ ১সূ—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের উনত্রিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, উনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২　৩ ১ ২　৩ ১ ২　৩ ১ ২　৩ ২
সপ্তিং মৃজন্তি বেধসো গৃণন্তঃ কারবো গিরা।
১ ২　৩ ২ ৩ক ২র
জ্যোতির্জ্জজ্ঞানমুক্‌থ্যম্॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বেধসঃ' (জ্ঞানিনঃ) 'গিরা' (স্তুত্যা) 'গৃণন্তঃ' (স্তুবন্তঃ, আরাধয়ন্তঃ, আরাধনাপরায়ণাঃ ইত্যর্থঃ) 'কারবঃ' (কর্ম্মকর্ত্তারঃ, সৎকর্ম্মসাধকাঃ) 'জ্যোতির্জ্জজ্ঞানং' (জ্যোতিরুৎপাদয়ন্তং, পরাজ্ঞানদায়কং ইত্যর্থঃ) 'উক্‌থ্যং' (পরমারাধনীয়ং) 'সপ্তিং' (সর্পণস্বভাবং, তীব্রশক্তি-সম্পন্নং, আশুমুক্তিদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং ইতি যাবৎ) মৃজন্তি' (পরিশোধয়ন্তি, হৃদি উৎপাদয়ন্তি, ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ সাধকাঃ আরাধনয়া পরাজ্ঞানদায়কং আকাঙ্ক্ষণীয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (২০অ-১খ—১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানিগণ, স্তুতিদ্বারা আরাধনাপরায়ণ সৎকর্ম্মসাধকগণ পরাজ্ঞানদায়ক পরমারাধনীয় আশুমুক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানী সাধকগণ আরাধনাদ্বারা পরাজ্ঞান-দায়ক আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (২০অ—১খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সপ্তিং' অশ্বস্থানীয়ং সর্পণ-স্বভাবং বা সোমং 'মৃজন্তি' শোধয়ন্তি। কে? 'গৃণন্তঃ' স্তুবন্তঃ 'বেধসঃ' বিধাতারঃ 'কারবঃ' কর্ম্ম-কর্ত্তারোঽধ্বর্য্যাদয়ঃ 'গিরা' স্তুত্যা সাধনেন। কীদৃশং সপ্তিং? 'জ্যোতিঃ' দীপ্যমানং সোমং 'জজ্ঞানং' জায়মানং প্রবৃদ্ধমিত্যর্থঃ। অথবা জ্যোতির্জায়-মানং 'অয়ং বৈ জ্যোতির্যৎসোমঃ'—ইতি শ্রুতেঃ। 'উক্‌থ্যং' স্তুত্যং॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৭৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

———:*:———

মন্ত্রে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, সাধকগণ, সৎকর্ম্ম-সম্পন্ন জ্ঞানিগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন। 'বেধস.' পদের তাৎপর্য্য—'বিধাতারঃ', উহার হিন্দী অনুবাদ "যজ্ঞকর্ম্মকে বিধাতা"। অর্থাৎ যাঁহারা সৎকর্ম্মসাধন করেন। কিন্তু 'কারবঃ' পদেই ঐ অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। 'বেধসঃ' পদের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। 'বেধসঃ' পদে জ্ঞানিগণকেই বুঝায়, আমরা উক্তপদে 'জ্ঞানিনঃ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি 'কারবঃ' পদের তাৎপর্য্য—'কর্ম্মকর্ত্তারঃ', আমরাও তাহার সমর্থন করি। জ্ঞানী সৎকর্ম্মসাধকগণ আপনাদের অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। 'জ্যোতির্জ্জজ্ঞানং' পদে জ্যোতির উৎপত্তিকে লক্ষ্য করে। পরাজ্ঞানই সেই জ্যোতির আধার। জ্ঞানের জ্যোতিঃই বিশ্বপ্রকাশক তমোনাশক। মানবহৃদয়ের ঘনান্ধকার দূরীভূত করিতে এই পরাজ্ঞানই সমর্থ। সেই জ্ঞানের বলেই মানুষ মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। 'সপ্তিং' পদে আশুমুক্তিদায়ক সেই পরম জ্ঞানকেই লক্ষ্য করে, আমরা সেই ভাবই অব্যাহত রাখিয়াছি। তাই সমগ্রমন্ত্রের ভাব দাঁড়ায় "সাধকগণ, সাধনাদ্বারা হৃদয়ে পরাজ্ঞানদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদিত করেন।"

মন্ত্রে যে ভাব প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত দুইটী অনুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। একটী বঙ্গানুবাদ এই,—"স্তুতিকারী, বিধাতা, কর্ম্মকর্ত্তা (অধ্বর্য্যুগণ) দীপ্যমান প্রবৃদ্ধ স্তুতিযোগ্য অশ্বসদৃশ সোমকে মার্জ্জিত করিতেছেন।" অন্যটী হিন্দী অনুবাদ, তাহা এই, "যজ্ঞকর্ম্মকে বিধাতা অধ্বর্য্যু আপ বাণীসে স্তুত করতে হুএ দীপ্যমান আউর চঢ়তে হুএ সোমকো শোধতে হ্যায়।" (২০অ—১খ—১সূ—২সা)॥ *

———•———

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২   ৩   ১ ২   ৩ ১ ২

সুষহা সোম তানি তে পুনানায় প্রভূবসো

১ ২   ৩ ১ ২

বর্দ্ধা সমুদ্রমুকৃথ্য ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ঊনত্রিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উক্থ্য' (আরাধনীয়) 'প্রভূবসো' (প্রভূতধনবান্, পরমধনসম্পন্ন) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পুনানায়' (পূয়মানস্য, পবিত্রকারকস্য) 'তে' (তব) তানি' (প্রসিদ্ধানি) 'সুষহা' (রক্ষাকারকাণি শক্ত্যাদীনি) 'সমুদ্রং' (অমৃতভাণ্ডং, অস্মাকং হৃদিস্থিতং অমৃতং) 'বর্দ্ধ' (প্রবর্দ্ধন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২০অ-১খ ১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আরাধনীয় পরমধনসম্পন্ন হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক আপনার প্রসিদ্ধ রক্ষাকারক শক্ত্যাদি আমাদের হৃদিস্থিত অমৃতকে প্রবর্দ্ধিত করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃত প্রদান করুন।)॥ (২০অ—১খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'উক্থ্য' স্তুত্য! 'প্রভূবসো' প্রভূত-ধন! 'পুনানায়' পূয়মানস্য 'তে' তব 'তানি' তেজাংসি 'সুষহা' শোভনাভিভাবুকানি। যস্মাদেবং তস্মাৎ 'সমুদ্রং' সমুদ্র-সদৃশং তং 'বর্দ্ধ' বর্দ্ধয় রসেন পূরয়েত্যর্থঃ। (২০অ-১খ-১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৭৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষের মধ্যেই অমৃতের প্রস্রবণ-অমৃতভাণ্ড লুক্কায়িত আছে। মৃগনাভি যেমন মৃগের শরীরের মধ্যেই থাকে, অথচ তাহারই সৌরভে আকুল হইয়া মৃগ দিগ্বিদিগ্জ্ঞানহারা হইয়া ছুটিতে থাকে, সে জানে না যে, যে পরম কাম্যবস্তু লাভের জন্য এত যত্ন পরিশ্রম, তাহা তাহার নিজের মধ্যেই আছে। মানুষও ঐ জাতীয় কস্তুরিকা মৃগ। তাহার অন্তরের মধ্যেই তাহার প্রার্থনীয় সমস্ত বস্তু আছে, যাহা তাহাকে তাহার জীবনের চরম সফলতা দান করিতে পারে তাহা তাহার মধ্যেই আছে। মানুষের মধ্যে পূর্ণত্বের বীজ আছে, সে আপনার অন্তরস্থিত শক্তির চালনা করিয়াই আপনার জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ। কিন্তু অজ্ঞানতাবশে মানুষ আপনাকে দীনদরিদ্র মনে করে, আপনার মধ্যে যে অমৃতের উৎস আছে তাহা জানিতে পারে না। বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই অমৃত উৎসের প্রতিই লক্ষ্য আছে সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে, বিশুদ্ধ জ্ঞানাগ্নি-প্রভাবে আমাদের অন্তরের অমৃত-প্রস্রবণ যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে ইহাই মন্ত্রান্তর্গত প্রার্থনার সারমর্ম্ম।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অন্যভাব পরিদৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে প্রভূতধনবিশিষ্ট সোম! শোধনকালে তোমার সেই তেজঃসকল অত্যন্ত অভিভবপর হয়, অতএব তুমি সমুদ্রসদৃশ স্তুতিযোগ্য দ্রোণকলসকে পূর্ণ কর।" (২০অ ১৭ ১সূ—৩সা)। *

—— ० ——

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩২ ৩ ২উ ৩১৩ ২ ৩
এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয় ইন্দ্রো

১ ২ ৩ ২ ৩
নাম শ্রুতো গৃণে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্) 'ঋত্বিয়ঃ' (সত্যস্বরূপঃ) যঃ 'ব্রহ্মা' (লোকানাং বিধাতা, অভীষ্টানাং পূরয়িতা ইত্যর্থঃ) যঃ 'নামশ্রুতঃ' (স্বনামপ্রসিদ্ধঃ, বিশ্ববিশ্রুতঃ ইতি ভাবঃ); 'এষঃ' (ভক্তিমতাং উদ্ধারকঃ) তং ভগবন্তং 'গৃণে' (আরাধয়ামি, অহমিতি শেষঃ)। অহং ভগবদনুসারী ভবেয়ং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ—১৭-২সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালী যে ভগবান্ সত্যস্বরূপ, যিনি লোকসমূহের বিধাতা অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্টপূরয়িতা, যিনি বিশ্ববিশ্রুত, ভক্তিজনের উদ্ধারকর্ত্তা, সেই ভগবানকে যেন আরাধনা করি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবদনুসারী হই।)। (২০অ—১৭—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' 'ইন্দ্রঃ'—ইতি 'নাম' 'শ্রুতঃ' দেব-সমূহৈঃ প্রখ্যাতঃ 'এষঃ' 'ঋত্বিয়ঃ' ঋতৌ বসন্তাদৌ কালে ভবঃ য এষঃ 'ব্রহ্মা' সর্ব্বতঃ পরিবৃঢ়ঃ, তমহং 'গৃণে' স্তৌমি। ১।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ঊনত্রিংশত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম (১৭৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান্ সত্য-স্বরূপ। তিনিই একমাত্র সত্য। জগতে যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা তাঁহারই প্রকাশ। মানুষের অন্তরে যে সত্যের বিকাশ হয়, তদ্দ্বারা ভগবানের সত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যের ভিতর দিয়াই মানুষের সহিত ভগবানের মিলন সাধিত হয়। তিনি 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং।' তিনি 'সৎ'—তিনি আছেন। যাহা সত্য, যাহা নিত্য, তাহাই প্রকৃতভাবে বর্ত্তমান থাকে। সত্যের দ্বারাই এই নিত্যত্ব ও অবিনশ্বরত্ব প্রখ্যাপিত হয়।

ভগবানই সমস্ত লোককে পরিচালনা করেন। তাঁহার কৃপাতেই জগৎ চলে, তাঁহাতেই জগৎ বিধৃত আছে। তাঁহার বিধানেই চন্দ্রসূর্য্য আলোক বিকীরণ করে, মেঘ বারি বর্ষণ করে। জগতের যাবতীয় বিধানের মূলেই আছেন - তিনি।

সাধারণ জীবের নিকট ভগবানের নামই প্রসিদ্ধ। ঐ নামের মধ্য দিয়াই 'নামিন্' মানুষকে দেখা দেন। নামই ভগবানের বাঙ্ময়-প্রতীক। তাই ভক্ত বলেন—

'যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি।'

ভগবানের উপাসনার প্রধান একটী অঙ্গ - নাম জপ। নামের পিছনে থাকেন - সেই নামধারী, যিনি সকল নাম-রূপের অতীত।

মানুষ আপনার সাধনার সুবিধার জন্য, সেই অচিন্তনীয়কে চিন্তা করিবার জন্য, ভগবানের নামরূপের সাহায্য গ্রহণ করে। মানুষ যে ভাবে, সেই অনন্তকে আপনার সান্ত জ্ঞান ও শক্তির মধ্যে পাইতে চায়, সেই ভাবেই সে ভগবানের নাম ও রূপের সাহায্য লয়; আর, পতিতপাবন দয়াল প্রভুও তাঁহার উপাসকগণের মঙ্গলের জন্য সেই নাম ও রূপ অঙ্গীকার করেন। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে সসীম সান্ত মানুষ সেই অসীম অনন্তকে ধরিতে পারিত না, ধরিবার চেষ্টা করিবারও উপায় থাকিত না। তিনিই দয়া করিয়া নাম-রূপের মধ্য দিয়া আপনাকে ধরা দিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ এখানে একটী বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল। জগতে সমস্ত ধর্ম্মই ভগবানের নামের সাহায্যে অর্থাৎ বাঙ্ময় প্রতীকের সাহায্যে উপাসনা করেন। হিন্দুধর্ম্ম নিম্নাধিকারীর জন্য মৃণ্ময় প্রতীকের সাহায্যে উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নামের সাহায্যের সঙ্গে যাহাতে মানুষ রূপের সাহায্যও পাইতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া জগতের সকলকেই ভগবদারাধনার সুযোগ দিয়াছেন। যাঁহারা রূপের সাহায্য নেওয়াকে, - মৃণ্ময় প্রতীকোপাসনাকে অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা নামের সাহায্য গ্রহণ করেন কিরূপে? বস্তুতঃ এই নামরূপের সাহায্যে ভগবানের আরাধনার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া, আপামর সাধারণ সকলকে ঈশ্বরারাধনার সুযোগ দিয়া, নিজের মহত্ত্ব ও দূর-দর্শিতারই পরিচয় দিতেছেন। (২০অ - ১খ ২প্র—১দ।)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ - ১০খ—১০দ—২সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়সাম।

(প্রথমং খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ২ ১ ২
ত্বামিচ্ছবসস্পতে যন্তি গিরো ন সংযতঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শবসস্পতে' (হে বলস্য অধিপতে! সর্ব্বশক্তিমন্ হে দেব!) 'সংযতঃ ন' (সুসংযতচিত্তঃ সাধকাঃ যথা) 'যন্তি' (ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি) তদ্বৎ 'গিরঃ' (অস্মদীয়া প্রার্থনা) 'ত্বাং ইৎ' (ত্বাং এব - প্রাপ্নুবন্তু—ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং প্রার্থনয়া ভগবন্তং লব্ধুং শক্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ—১খ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বশক্তিমন্ হে দেব! সুসংযতচিত্ত সাধক যেমন আপনাকে প্রাপ্ত হয়েন সেইরূপ আমাদের প্রার্থনা আপনাকেই প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে লাভ করিতে সমর্থ হই।)। (২০অ—১খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শবসঃ' বলস্য 'পতে' পালকেন্দ্র! অতিশয়েন বলবন্নিত্যর্থঃ। তথা শাখান্তরে বলেনোৎপত্তিরেবং শ্রূয়তে—'উরসো বাহুভ্যাং পঞ্চদশং নিরমিমীত, তমিন্দ্রো দেবতান্বসৃজ্যতে'—ইত্যারভ্য 'তস্মাত্তে বীর্য্যবন্তঃ'—ইতি শ্রুতেঃ। 'ত্বামিৎ' ত্বামেব 'সংযতঃ' ন সম্যঙ্ নিযচ্ছতঃ পুরুষস্যেব বেদস্য সম্বন্ধিনঃ 'গিরঃ' স্তুতয়ঃ 'যন্তি' প্রাপ্নুবন্তি ॥ (২০অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৭৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্য একটী উপমা দ্বারা পরিস্ফুট করা হইয়াছে। উপমার বিষয়—সংযতচিত্ত সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি। যিনি আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে সুপরিচালিত করিতে পারেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে আপনার মনের প্রভু, তিনিই রিপুগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়েন। তাই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"জিতঃ জগৎ কেন?—মনঃ হি যেন।" যিনি আপনার মনকে জয় করিতে

পারেন তিনি জগৎকে জয় করিতে সমর্থ হন। মানুষের অথবা প্রাণিজগতের সর্ব্বত্রই মনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মনোবৃত্তি জীবজগৎকে পরিচালিত করে। সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্ম সমস্ত মনের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। মানুষ যখন কোন কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহার পূর্ব্বে তাহাকে নানাবিধ মানসিক অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। যথা, মনন, সঙ্কল্প, প্রচেষ্টা ইত্যাদি। আবার এই সকলের উপরে আত্মার কর্তৃত্ব আছে। মন বল্গামুক্ত অশ্বের ন্যায় যদি ছুটিয়া চলে, তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলেই বিপথে যাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যিনি আত্মশক্তিতে বলীয়ান, যিনি মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন, তিনিই তাঁহার কর্ম্মপ্রণালীকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন, ভগবদভিমুখে আপনার চিত্তবৃত্তিকে পরিচালিত করেন। সেই পরিচালনার দ্বারা তিনি ভগবৎসামীপ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এই মন্ত্রের প্রার্থনার উদ্দেশ্য এই যে,—সংযতচিত্ত সাধকগণ যেমনভাবে ভগবৎলাভ করিতে সমর্থ হয়েন, আমরাও যেন আরাধনা প্রভৃতি দ্বারা তেমনভাবে ভগবানকে লাভ করিতে পারি। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। (২০অ-১খ-২সূ-২সা)।

—§•§—

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

২　৩ ২ ৩　১ ২　৩ ২
বি স্রুতয়ো যথা পথা০ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'পথা যথা স্রুতয়ঃ' (রাজমার্গাৎ যথা ক্ষুদ্রমার্গাঃ নির্গমন্তি তদ্বৎ) ত্বৎ-সকাশাৎ তব পরমকরুণাধারা 'বি' (বিশেষরূপেণ—অস্মান্ প্রাপ্নোতু ইতি শেষঃ)। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ-১খ—২সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! রাজমার্গ হইতে যেমন ক্ষুদ্রমার্গ নির্গত হয় সেইরূপ আপনার নিকট হইতে আপনার পরমকরুণাধারা বিশেষরূপে আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (২০অ—১খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইত্যাচঃ প্রতীকং, তস্যাদিতো ব্যাখ্যানং ছন্দসি দ্রষ্টব্যং ॥ (২০অ – ১খ – ২সূ – ৩স)॥

* * *

তৃতীয় (১৭৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—:○*○:—

আলোচ্য মন্ত্রটী ঐন্দ্রপর্ব্বে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান মন্ত্র ঐন্দ্রপর্ব্বেরমন্ত্রের একটী অংশ-মাত্র। পাঠকের সুবিধার জন্য সমগ্র মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম। সমগ্র মন্ত্রটী এই,—

২ ৩২৩ ১২ ৩২উ ৩ ১২ ১২
বি স্রুতয়ো যথা পথা ইন্দ্র ত্বদ্যন্তু রাতয়ঃ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা—'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন হে ভগবন!) 'পথা যথা স্রুতয়ঃ' (রাজমার্গাৎ যথা ক্ষুদ্রমার্গাঃ নির্গমন্তি তদ্বৎ) 'ত্বৎ' (তব সকাশাৎ) 'রাতয়ঃ' (পরমদানানি, মোক্ষরূপাণি ইত্যর্থঃ) 'বিযন্তু' (প্রবহন্তু, অস্মান্ প্রাপ্নুবন্তু ইত্যর্থঃ)। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ।

অথবা – (পরমৈশ্বর্য্যশালিন হে ভগবন) 'পথা যথা স্রুতয়ঃ' (ক্ষুদ্রমার্গাঃ যথা রাজমার্গং আশ্রয়ন্তি তদ্বৎ) 'রাতয়ঃ' (দানানি, শুদ্ধসত্ত্বানি) 'ত্বৎ' (ত্বৎসমীপে, ত্বাং ইত্যর্থঃ) 'বিযন্তু' (প্রকৃষ্টরূপেণ প্রবহন্তু, প্রাপ্নুবন্তু ইতি ভাবঃ)। হে ভগবন্! অস্মাকং হৃদিস্থিতং শুদ্ধসত্ত্বং ত্বং গৃহাণ ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ – পরমৈশ্বর্য্যশালিন হে ভগবন। রাজমার্গ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথসমূহ যেরূপে নির্গত হয়, সেইরূপ আপনার নিকট হইতে মোক্ষ প্রবাহিত হউক, অর্থাৎ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে, – হে ভগবন! কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)?

অথবা – পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! ক্ষুদ্রমার্গসমূহ যেমন রাজমার্গকে আশ্রয় করে; তেমনি আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আপনার সমীপে প্রবাহিত হউক অর্থাৎ আপনাকে প্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে,—হে ভগবন! আপনি আমাদের হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন)।

সায়ণ-ভাষ্যং – অথ সপ্তমী। কবষঐলূষঋষিঃ। ইয়ং বৈশ্বদেবী। হে 'ইন্দ্র'! 'ত্বৎ' ত্বত্তঃ সকাশাৎ 'রাতয়ঃ' দানানি 'বি যন্তু' বিবিধংগচ্ছন্তু। তত্র দৃষ্টান্তঃ – 'পথা' রাজমার্গাৎ ক্ষুদ্রমার্গাঃ যন্তি তদ্বৎ॥

মর্ম্মার্থ—ভগবান্ অনন্ত রত্নেরখনি। জগতের পরম শ্রেষ্ঠ রত্ন তাঁহার ভাণ্ডারেই আছে। সেই অফুরন্ত অনন্ত ভাণ্ডার হইতেই মানবের বাসনাকামনারূপ ধন বিতরিত হয়। পরম ঐশ্বর্য্যশালী দেবতা, তাঁহার সন্তানগণের মঙ্গলের জন্য অবারিতভাবে আপনার পরম সম্পৎ বিতরণ করিতেছেন। অনন্ত অক্ষয় রত্নপ্রবাহ অবিরত মানবের মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। যে

যতটুকু পারে, যার যতটুকু শক্তি, সে ততটুকু গ্রহণ করে। সে অনন্ত ভাণ্ডারের আদি নাই অন্ত নাই, ক্ষয় নাই অপচয় নাই। তিনি যেমন অনন্ত, তাঁহার রত্নভাণ্ডারও তেমনি অনন্ত, অক্ষয়। কল্পতরুর পাদমূলে দাঁড়াইয়া ঐকান্তিকভাবেকারে প্রার্থনা করিলে, কেহই বিফল-মনোরথ হয় না। কিন্তু প্রার্থনার মত প্রার্থনা করা চাই, নতুবা শুধু চাহিলেই পাওয়ার অধিকারী হওয়া যায় না।

ভগবানের দান তো অবারিতভাবে ক্ষরিত হইতেছে; কিন্তু সকলে তাহা পায় না কেন? ভগবানের দান গ্রহণ করিবার শক্তি সকলের নাই; তাই সকলে সে দান পায় না। অসীম সমুদ্র হইতে জল আনিতে গিয়া কেহ বা কলসী পূর্ণ করিয়া আনিল, কেহ বা ক্ষুদ্র ঘটীতে করিয়া জল আনিল। যে যতটুকু দান-গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, সে ততটুকুমাত্র গ্রহণ করিতে পারে। ভগবনের দানের কার্পণ্য নাই।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে,—ভগবান্ যদি কল্পতরু, তাঁহার অফুরন্ত ভাণ্ডার যদি জগদ্বাসীর জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত, তবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা কেন? প্রার্থিত বস্তু গ্রহণ করিলেই তো হয়? এই গ্রহণ-করাটাই শক্ত কাজ। ভগবানের পরমধন প্রার্থনার পশ্চাতে আসল প্রার্থনা থাকে—শক্তিলাভের। ভগবান্ কল্পতরু বটেন; কিন্তু তাঁহার দান গ্রহণ করিবার মত শক্তি থাকাও চাই। মোক্ষলাভের জন্য শুধু প্রার্থনা করিলেই তো হয় না—হৃদয় মন মোক্ষলাভের উপযোগী হওয়া চাই। ভগবানের নিকট মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা করার অর্থই এই যে, ভগবান যেন আমাদিগকে তাঁহার পরম-দান মোক্ষলাভ করিবার শক্তি দেন, আমরা যেন তাঁহার অভিমুখে চলিবার, সদ্ভাবে জীবনযাপন করিবার শক্তি লাভ করি। তাহা না হইলে মোক্ষ এমন কিছু একটা জিনিষ নয়, যাহা হাতে তুলিয়া দিলেই প্রার্থনাকারী লাভ করিতে পারেন।

এখানে একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকার উল্লেখ করিলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। মহাদেব দক্ষের জামাতা। দেবসভায় সকল দেবতা উপস্থিত আছেন, এমন সময় দক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকল দেবতাই দক্ষকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন, কেবলমাত্র মহাদেব দক্ষকে প্রণাম করিলেন না। ইহাতে বিস্মিত হইয়া অন্যান্য দেবগণ মহাদেবকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, মহাদেব উত্তর দিলেন—'দক্ষ আমার শ্বশুর প্রণম্য পূজনীয় ব্যক্তি, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার শরীরে রুদ্রতেজ নাই। সুতরাং তিনি আমার প্রণাম সহ্য করিতে পারিবেন না। সেইজন্য আমি তাঁহাকে প্রণাম করি নাই।" ভগবানের দানগ্রহণ করা সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। ভগবানের দান অবারিতভাবে প্রবাহিত হইতেছে সত্য; কিন্তু গ্রহণ করিবার শক্তি না থাকিলে তাহা কোনও উপকারে আসে না। তাই ভগবানের নিকট প্রর্থনার মূলে থাকে—সেই শক্তি প্রার্থনা।

ভগবানই কৃপা করিয়া মানুষকে তাঁহার দান গ্রহণ করিবার উপযোগী শক্তি প্রদান করেন। তাই মানুষ ভগবানের চরণে আপনার দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা, কামনা-বাসনা সমস্তই নিবেদন করে। এই মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই করা হইতেছে,—"ওগো প্রভু, তোমার পরমধন, তোমার শক্তি আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হউক; জগতের সকলে যেন তোমার পরমধন

গ্রহণ করিতে পারে। জগদ্বাসী যেন মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। আমরা সকলে যেন তোমার চরণে পৌঁছিবার অধিকার লাভ করিতে পারি।"

মন্ত্রের প্রার্থনার আর এক ভাব সূচিত হইতে পারে। 'রাতয়ঃ'—কেবল যে ভগবানেরই দান তাহা নহে। প্রার্থীও দাতাকে কোনও কোনও বিশেষ সামগ্রী দান করিতে সমর্থ। ভগবানের নিকট যেমন সম্ভাব প্রার্থনা করা যায়, তেমন আবার তাঁহাকে সম্ভাব প্রদান করাও চলে। মন্ত্রের উপমায় সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। ক্ষুদ্র নদী যেমন মহানদীতে মিলিত হয়, ক্ষুদ্র পথ যেমন বৃহৎ পথে মিশিয়া যায় তেমনি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র সম্ভাবটুকু বিরাট তোমাতে যাইয়া মিলিত হউক, তোমাকেই আশ্রয় করিয়া তোমাতে আত্মলীন বরুক,—উপমায় সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। (২০অ ১খ—২সূ ৩সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫র২ ৪৫ ১ ২ ১ ২ ১ ৩র২ A
এবা ৩ ব্রাহ্মা। যা ২ ৩ঃ। আ ৩। যা ২ ৩। যাঃ। ইন্দ্রোনামো। বা ৩ ৪ ৩

২A ৫ ৪ ৫২ ৪ ৫ ১ ২
ও ৩ ৪ বা। শ্রুতো ৫ গৃণায়ি॥ তুবা ৩ মায়িচ্ছা। বা ২ ৩। পা ৩ঃ।

১ ২ ১ ৩ ২ A ২A ৫ ৪ ৫২
পা ২ ৩। তায়ি। যন্তায়িগিরৌ। বা ৩ ৪ ও ৩ ৪ বা। নদা ৫ য়ন্তাঃ॥ বিস্র ৩

৪৫ ১ ২ ১ ২ ১ ৩ ২ A
তায়াঃ। যা ২ ৩। থা ৩। পা ২ ৩। থাঃ। ইন্দ্রাবন্তৌ। বা ৩ ৪ ৩

২A ৫ ৪ ৪
ও ৩ ৪ বা। তুয়া ৫ তয়াঃ। হো ৫ ঈ। ডা॥ ১।২।৩॥ †

—— • ——

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
আ ত্বা রথং যথোতয়ে০ ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—১১খ—১১দ—৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"কালেয়ম্"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'রথং যথা উতয়ে' (বিপন্নঃ জনঃ যথা বিপদাৎ আশুমুক্তিলাভায় সৎকর্ম্ম-রূপং যানং গৃহ্লাতি) তদ্বৎ বয়ং 'ত্বা' (ত্বাং) 'অ' (সম্যক্‌রূপেণ প্রাপ্নুয়াম ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবন্তং লভেমহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ—১খ-৩সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! বিপন্ন ব্যক্তি যেমন বিপদ হইতে আশুমুক্তিলাভের জন্য সৎকর্ম্মরূপ যান গ্রহণ করেন সেইরূপভাবে আমরা আপনাকে যেন সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হই (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে লাভ করি।)॥ (২০অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

—ইতি প্রতীকমত্র পঠ্যতে। তত্রাপি ব্যাখ্যাতা। হে ইন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং বয়ং 'আবর্ত্ত-য়ামসি' আবর্ত্তয়ামঃ। কিমর্থং? 'উতয়ে' অস্মাকং রক্ষণায় 'সুম্নায়' সুখায় চ। কিমিব? 'রথং যথা' উতয়ে সুখায় চাবর্ত্তয়তি তদ্বৎ। কীদৃশং ত্বাং? 'তুবিকূর্ম্মিং' বহুকর্ম্মাণং 'ঋতীষহং' হিংসকানামভিভবিতারং। হে ইন্দ্র! 'শবিষ্ঠ' অতিশয়েন বলবন্! হে 'সৎপতে' সতাং পালক! ত্বামিতি সমন্বয়ঃ॥ (২০অ-১খ—৩সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১৬৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—৹§ ⁐ §৹—

আলোচ্য মন্ত্রটী ঐন্দ্রপর্ব্বান্তর্গত একটী মন্ত্রের অংশ মাত্র। আমরা নিম্নে সমগ্র মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যাদি প্রদান করিলাম। মন্ত্রটী এই,—

২ ৩ ২৩ ২৩ ১২ ৩১২
আ ত্বা রথং যথোতয়ে সুম্নায় বর্ত্তয়ামসি।
৩ ১২৩২৩৩২ ৩ ১ ২
তুবিকূর্ম্মিমৃতীষহমিন্দ্র৮. শবিষ্ঠ সৎপতিম্।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা —হে দেব! 'উতয়ে' (অস্মাকং পরিত্রাণায়) 'রথং যথা' (সৎকর্ম্ম যথা কার্য্যকরং ভবতি, তথা) 'সুম্নায়' (অস্মাকং পরমসুখসাধনায়, মোক্ষায় ইতি যাবৎ) য়ং 'ত্বা' (ত্বাং, সুখস্বরূপং ত্বাং) 'আবর্ত্তয়ামসি' (প্রাপয়াম) 'শবিষ্ঠ' (বলবন্, হে সর্ব্ব-শক্তিমন্ দেব) 'তুবিকূর্ম্মিং' (বহুকর্ম্মাণং) 'ঋতীষহং' (হিংসকানাং অভিভবিতারং,

রিপুবিমর্দ্দকং) 'সৎপতিং' (সতাং পালকং, রক্ষকং) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং দেবং) ত্বাং বয়ং প্রাপয়েম—ইতি শেষঃ ; বয়ং ভগবচ্চরণং প্রাপয়েম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥

বঙ্গানুবাদ। - হে দেব! আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য সৎকর্ম্ম যেমন কার্য্যকরী হয় তেমনি আমাদিগের পরমসুখসাধনের নিমিত্ত অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আপনি সুখস্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত করান, অর্থাৎ আপনিই আপনাকে পাওয়াইয়া দেন। হে সর্ব্বশক্তিমন দেব! বহুকর্ম্মা, রিপুবিমর্দ্দক, সজ্জনের রক্ষক, বলৈশ্বর্য্যাধিপতি আপনাকে আমরা যেন প্রাপ্ত হই। (প্রার্থনার ভাব এই যে, - আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই ॥

সায়ণ-ভাষ্যং—তৃতীয়ং সাম। প্রিয়মেধ ঋষিঃ। হে ইন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং 'আবর্ত্তয়ামসি' আবর্ত্তয়ামঃ। কিমর্থং? 'উতয়ে' অস্মাকং রক্ষণায় 'সুম্নায়' সুখায় চ। কিমিব? 'রথং যথা' উতয়ে সুখায় চাবর্ত্তয়ন্তি তদ্বৎ! হে 'শবিষ্ঠ' বলবত্তমেন্দ্র, 'তুবিকূর্ম্মিং' বহু-কর্ম্মাণং 'ঋতীষহং' হিংসকানামভিভবিতারং। 'সৎপতিং' সতাং 'পালকমিন্দ্রং' ত্বামিতি সমন্বয়ঃ ॥

মর্ম্মার্থ।—এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত; প্রত্যেক ভাগেই ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে।

প্রথম অংশে ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রার্থনার সঙ্গে, ভগবৎ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্য-স্বরূপ দুইটী বিষয় ব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রথম,—পাপকবল হইতে রক্ষা; দ্বিতীয় পরমানন্দ লাভ। ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটিলে পাপের আক্রমণের ভয় থাকে না। পাপ তখন সাধকের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। পাপ মোহ প্রভৃতির যন্ত্রণা সাধককে সহ্য করিতে হয় না। কারণ, মোক্ষ-যাত্রার পথেই এই সমস্ত অসুরের উপদ্রব থাকে; গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলে আর সেই সকল উপদ্রব থাকে না; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পরমানন্দ লাভ। ব্রহ্মানন্দলাভের সঙ্গে পার্থিব কোন সুখ সম্পদের, কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না! সেই অতুলনীয় পরমানন্দলাভ হয়,—শুধু তাঁহার চরণপ্রাপ্তি ঘটিলে। তিনি আনন্দস্বরূপ - আনন্দের খনি। সুতরাং তাঁহাকে উপভোগজনিত যে আনন্দ লাভ হয়, তাহা আর কোথায়ও পাইবার উপায় নাই। সাধক সেই অমৃতেরই প্রার্থনা করিতেছেন।

মন্ত্রে 'রথং যথা' যে উপমা বাক্য আছে, তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করিলে আর এক তথ্যের বিকাশ হয়। সৎকর্ম্মে সৎস্বরূপকে পাওয়ার জন্য বেদমন্ত্র তারস্বরে তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। সৎকর্ম্মের প্রভাবে ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকার জন্মিলে, তিনি আপনিই আপনাকে পাওয়াইয়া দেন। তাঁহাকে পাইবার জন্য তখন আর বিশেষ আয়াস-স্বীকারের আবশ্যক হয় না।

কিন্তু সেই আনন্দ পাওয়া যায় কিরূপে? মুহূর্ত্তের সুখমাত্র নয়; পরিণামে দুঃখদায়ক আপাতঃ-মধুর তৃপ্তি নয়;—অনন্ত অবিচ্ছিন্ন অমিশ্রিত নিত্য সুখ পাওয়া যায় কিরূপে? মানুষ আনন্দের কণামাত্র অথবা আনন্দের ছায়ামাত্র লইয়া সন্তুষ্ট নয়; সে চায়—ভূমানন্দ। তাই মানুষ সেই ভূমানন্দের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিল, সন্ধানের ফলে, আনন্দ-সাগর আবিষ্কৃত হইল - যেখানে অবিনশ্বর অবিমিশ্র আনন্দ নিত্য বিরাজিত। সেই আনন্দ-প্রস্রবণ ভগবচ্চরণ। সুতরাং এই দিক দিয়া—মানুষের প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়া দেখিতে

গেলে, ভগবৎ-প্রাপ্তিকে উদ্দেশ্যরূপে কল্পনা করা অন্যায় নয়। কারণ, মানুষের মধ্যে যে আনন্দাকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা তো তাঁহারই দান।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে 'সৎপতিং' পদটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সমস্ত বিশেষণের সার ঐ একটী পদের মধ্যে নিহিত আছে॥ (২০অ-১খ-৩সূ-১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তুবিশুষ্ম তুবিক্রতো শচীবো বিশ্বয়া মতে॥

১ ২ ৩ ২
আ পপ্রাথ মহিত্বনা॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তুবিশুষ্ম' (প্রভূতধনশালিন) 'তুবিক্রতো' (প্রভূতকর্ম্মন্) 'শচীবঃ' (বহুকর্ম্মোপেত, পূজনীয়) 'মতে' (মাননীয়, পরমারাধনীয় হে দেব!) ত্বং 'বিশ্বয়া' (বিশ্বব্যাপ্তেন) 'মহিত্বনা' (মহত্ত্বেন) 'আ পপ্রাথ' (আ পূরয়সি, সর্ব্বং জগৎ সম্যকরূপেণ পূরয়সি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ স্বমহিম্না বিশ্বং প্রপূরয়তি—ইতি ভাবঃ॥ (২০অ—১খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতধনশালী প্রভূতকর্ম্মা পূজনীয় পরমারাধনীয় হে দেব! আপনি বিশ্বব্যাপ্ত মহত্ত্বের দ্বারা সর্ব্বজগৎকে সম্যক্‌রূপে পূর্ণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ মহিমা দ্বারা বিশ্বকে প্রপূরিত করেন।)॥ (২০অ—১খ—৩সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—১খ ১দ—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'তুবিশুষ্ম' প্রভূত-বল! অতএব 'তুবিক্রতো' বহুবিচিত্র-কর্ম্মবন! (অথবা বহুপ্রজ্ঞ! কর্ম্মণঃ পৃথগভিধানাৎ) হে শচীবঃ বহুকর্ম্মোপেত! পূজনীয়েন্দ্র! 'বিশ্বা' বিশ্বব্যাপ্তেন 'মহিত্বনা' মহত্ত্বেন 'আ পপ্রাথ' আপূরিতবানসি অবিশেষাদ্ বিশ্বমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

• • •

দ্বিতীয় (১৭৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রটীর ব্যাখ্যাতে প্রচলিত মতের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতদ্বৈধ ঘটে নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"হে প্রভূতবলশালী অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, বহুকর্ম্মা এবং পূজনীয় ইন্দ্র! তুমি বিশ্বব্যাপ্ত মহত্ত্বের দ্বারা (জগৎ) আপূরিত করিতেছ।" এতৎসহ অন্য একটী হিন্দী অনুবাদও প্রদান করিলাম; তাহা এই,—"মহান বলী আউর অনেকো বিচিত্র কর্ম্মওয়ালে অনেকো পরাক্রমোসে যুক্ত হে পূজনীয় ইন্দ্র! বিশ্বব্যাপী মহিমাসে তুমনে বিশ্বভরকো পূর্ণ করা হায়।"

মন্ত্রের ভগবানের মহিমা বিশেষভাবে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার মহিমায় জগৎ পরিপূরিত, তাঁহার প্রভায় জগৎ প্রকাশিত। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—"তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" তাঁহার দীপ্তিতে জগৎ দীপ্তিমান তাঁহার প্রভায় জগৎ সমুজ্জ্বল। মন্ত্রের মধ্যে অন্যবিধ ভাষায় এই এক মহান সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

তিনি 'তুবিশুষ্ম' প্রভূতশক্তির অধিকারী, সর্ব্বশক্তির অধিকারী, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। শুধু তাই নয়, তিনি 'তুবিক্রতো' মহান কর্ম্মসাধক। জগতে যাহা কিছু সম্পাদিত হয়, সেই সমস্ত তাঁহারই কর্ম্ম। এই অনন্ত বিশ্ব, তাঁহারই শক্তিবলে বিধৃত আছে ও পরিচালিত হইতেছে। তাই 'তুবিশুষ্ম' 'তুবিক্রতো' ও 'শচীবঃ' পদত্রয়ে তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। (২০অ—১খ—৩সূ—২সা)। *

— • —

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যস্য তে মহিনা মহঃ পরি জ্মায়ন্তমীয়তুঃ

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

হস্তা বজ্রং হিরণ্যয়ম্ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তপঞ্চাশত্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মহঃ' (মহতঃ) 'যস্ততে' (যস্য তব এব) 'হস্তা' (হস্তৌ) 'হিরণ্যয়ং' (হিতরমণীয়ং, পরমমঙ্গলসাধকং) 'বজ্রং' (রক্ষাস্ত্রং) 'জগ্রভুঃ' (পরিগৃহ্লীতঃ) সঃ ত্বং এব 'মহিনা' (স্বমহত্ত্বেন) 'জ্যায়ন্তং' (সর্ব্বং বিশ্বং) 'পরি' (প্রকৃষ্টরূপেণ ধারয়সি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ রক্ষাস্ত্রেণ বিশ্বং রক্ষতি— ইতি ভাবঃ॥ (২০অ—১খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! মহান্ যে আপনারই হস্তদ্বয় পরমমঙ্গলসাধক রক্ষাস্ত্র পরিগ্রহণ করে, সেই আপনিই স্বমহত্ত্বের দ্বারা সকল বিশ্বকে প্রকৃষ্টরূপে ধারণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ রক্ষাস্ত্রের দ্বারা বিশ্বকে রক্ষা করেন)। (২০অ—১খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মহঃ' মহতঃ 'যস্য' 'তে' তব। যচ্ছব্দঃ প্রকৃত-পরামর্শী, প্রকৃত-সূক্তমুগ্ যদ্বয়ং তত্রত্যা-ভুবিকূর্ম্মিমৃতীবদমিত্যাদ্যুক্ত লক্ষণস্য তব। 'মহিমা' মহত্ত্বেন 'হস্তা' তব হস্তৌ 'জ্যায়ন্তং' পৃথিব্যাং সর্ব্বতো ব্যাপ্নুবন্তং 'হিরণ্যয়ং' 'বজ্রং' হস্তৌ 'জগ্রভুঃ' পরিগৃহ্লীতঃ, সর্ব্বদাস্মাকং ভয়-নিবারণায়েতি ভাবঃ। (২০অ—১খ—৩সূ ৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৭৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান্ আপনার মহত্ত্বপ্রভাবে বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন এবং তাহাকে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। তিনি মহান, তিনি রক্ষাকর্ত্তা। ভগবান ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন রূপেই পরিচিত। তিনিই বিশ্বকে সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ আপনাকে জগদ্রূপে প্রকাশিত করেন, আপনার সেই সৃষ্টিকে তিনিই রক্ষা করেন, আবার প্রলয়কালে সেই সৃষ্টি তিনিই ধ্বংস করেন অর্থাৎ আপনার মধ্যে পুনর্গ্রহণ করেন। ইহাই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অর্থ। যাহা তাঁহাতে ছিল, তাহারই বহিঃপ্রকাশ হইয়াছিল, আবার তাঁহার মধ্যেই তাহা বিলয়-প্রাপ্ত হইল। তাই তিনিই একাধারে সৃষ্টিস্থিত-প্রলয়-কর্ত্তা।

বর্ত্তমান মন্ত্রে ভগবানের রক্ষাশক্তির মহিমাই পরিবর্ণিত হইয়াছে। তিনি জগৎকে সর্ব্ববিধ বিঘ্ন বিপদ হইতে রক্ষা করেন। তাঁহার মঙ্গলময় রক্ষাস্ত্র বজ্র সর্ব্বদাই জগৎকল্যাণ

সাধনের জন্য বিনিযুক্ত আছে। 'বজ্র' ভগবানের আয়ুধ, উহা যেমনভাবে দুষ্টের বিনাশ সাধনের জন্য প্রযুক্ত হয়, ঠিক তেমনিভাবে শিষ্টের রক্ষার জন্যও প্রযুক্ত হয়। যখন রিপুগণ, দৈত্যগণ সাধককে আক্রমণ করে, যখন তাহাদের আক্রমণে মানব বিভ্রান্ত হয়, অসহায় হইয়া পড়ে, তখন ভগবানের বজ্র সেই দুর্দ্দান্ত রিপুগণের বিনাশের জন্য প্রযুক্ত হয়। তাহার ফলে রিপুগণ বিনষ্ট হয়, এবং সাধকগণও সেই রিপুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন। মন্ত্রে ভগবানের সেই রক্ষাশক্তির মহিমাই বিবৃত হইয়াছে।

আমরা এতৎসহ মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই, —"তুমি মহান। তোমার মহত্ত্ব দ্বারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হিরণ্ময় বজ্র হস্তদ্বয়ে গ্রহণ কর।" (২০অ—১খ—৩সূ—৩সা)। *

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

আ যঃ পুরং নার্ম্মিণীমদী

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ২

দেদত্যঃ কবির্নভন্যোঽ৩ নার্ব্বা।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

সূরো ন রুরুক্বাং শতাত্মা ॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যেঃ দেবঃ) 'নার্ম্মিণীং' (পরমসুখদায়কং) 'পুরং' (স্থানং) স্বর্গং ইত্যর্থঃ, 'অদীদেদৎ' (দীপয়তি) 'কবিঃ যঃ' (প্রাজ্ঞঃ যঃ দেবঃ) 'অর্ব্বা নভন্যঃ ন' (শীঘ্রগতিসম্পন্নঃ বায়ুবৎ, আশুমুক্তিদায়কঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'শতাত্মা' (বহ্বাত্মা, অনন্তস্বরূপঃ) যঃ দেবঃ 'সূরঃ ন রুরুক্বাং' (সূর্য্যরূপেণ, জ্যোতিঃরূপেণ প্রকাশয়তি) সঃ পরমদেবঃ 'আ' (আগচ্ছতু—অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মুক্তিদায়কঃ জ্যোতিঃস্বরূপঃ পরমদেবঃ অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ ১খ ৪সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তপঞ্চাশত্তম (বালখিল্য সূক্তসহ অষ্টষষ্টিতম) সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা পরমসুখদায়ক স্থানকে অর্থাৎ স্বর্গকে দীপ্ত করেন, প্রাজ্ঞ সে দেবতা আশুমুক্তিদায়ক এবং অনন্তস্বরূপ যে দেবতা জ্যোতিঃরূপে প্রকাশিত হয়েন, সেই পরমদেবতা আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—মুক্তিদায়ক জ্যোতিঃস্বরূপ পরমদেবতা আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (২০অ—১খ—৯সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' অগ্নিঃ 'নার্ম্মিণীং' নর্ম্মবতাং যজমানানাং সম্বন্ধিনীমুত্তরবেদিং। যদ্বা নৃণাং মনসি স্থিতাং যজমানানাং যজ্ঞাস্থর্থং ভূমিং প্রত্যাগমন-মনীষা বিদ্যতে তাং। 'পুরঃ' তৎ স্থানং 'অদীদেদৎ' দীপয়তি। কীদৃশোঽয়ং ? 'অত্যঃ' অপেক্ষিত-দেশং প্রত্যাতনশীলঃ, 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'অর্ব্বা' অরণ-কুশলঃ, 'নভন্যঃ ন' নভস্যাকাশে ভবঃ নভন্যো বায়ুরিব। কিঞ্চ, 'শতাত্মা' যজমান-গৃহাপেক্ষয়া বা অপরিমিত-রূপত্বং। অথবা মিত্র-বরুণাদি-রূপ-ভেদেন। অগ্নের্মিত্রাদি-রূপত্বং 'ত্বমগ্নে বরুণোঽজায়ত'—ইতি, হে অগ্নে! ত্বং বরুণো জায়সে বরুণো ভবতি; যৎ যস্মাৎ 'ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুঃ' ইত্যাদিষু-শ্রুতিষু প্রসিদ্ধং, অগ্নিমেব ইন্দ্রাদ্যাত্মকমাহুরিতি দ্বিতীয়মন্ত্রস্যার্থঃ। তাদৃশোঽয়ং 'সূর্য্যো ন' সূর্য্যইব 'রুরুক্বান্' দীপ্যমানঃ। রুচ দীপ্তৌ (ভ্বা০ আ০), ছান্দসস্য লিটঃ ক্বসুঃ। অতস্তাদৃশোঽগ্নিরস্তি উৎকৃষ্টো বর্ত্তত ইতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥ (২০অ—১খ—৪সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (১৭৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

মন্ত্র-মধ্যে প্রার্থনার ভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইলেও উহার অন্তর্নিহিত ভগবন্মহিমা প্রখ্যাপনই বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বহ্বাত্মা-শতাত্মা, অর্থাৎ জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে তিনি বিরাজিত আছেন। তাঁহার সাধারণ আবির্ভাব-ব্যতীত জগতের কোন বস্তুর সত্তা অথবা অস্তিত্ব সম্ভবপর হয় না। তাই সাধক "অনল অনীলে চিরনভোনীলে ভূধরসলিলে গহনে, বিটপীলতায় জলদের গায়, শশীতারকায় তপনে" তাঁহার আবির্ভাব দর্শন করেন। তিনি বিশ্বব্যাপী—বিশ্বরূপ। জগতে তিনি; তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে। তাই তাঁহাকে 'শতাত্মা' বলা হইয়াছে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, তিনি যদি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকেন তবে তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রার্থনার অর্থ কি ? তিনি তো সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছেন, তবে তোমার বা আমার হৃদয়ে

আবার অর্থ কি? আলোক তো সর্ব্বত্রই আছে, পাপী তাপী ধনী নির্ধন সকলেই তো সূর্য্যকিরণ লাভ করিয়া ধন্য হয়, কিন্তু অন্ধ কি সেই আলোকের দ্বারা দেখিতে পারে? বর্ত্তমান স্থলেও এই কথা প্রযোজ্য। ভগবান্ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন বটে, কিন্তু তাঁহা উপলব্ধি করিবার শক্তি থাকা চাই। তাঁহাকে হৃদয়ে লাভ করিয়া উপভোগ করিবার যে শক্তি তাহা লাভ করা সাধনাসাপেক্ষ। তাই তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি না। তাঁহাকে লাভ করিবার প্রার্থনার মূলে ঐ শক্তিলাভের প্রার্থনাই নিহিত আছে। (২০অ-১খ-৪সূ-১সা)॥ *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
অভি দ্বিজন্মা ত্রীরোচনানি

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিশ্বা রজাᳬসি শুশুচানো অস্থাৎ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২ ১ ২
হোতা যজিষ্ঠো অপাᳬ সধস্থে॥ ২॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দ্বিজন্মা' (দ্বিজন্ম যস্য, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'ত্রীরোচনানি' (রোচমানানি ত্রিলোকানি, দীপ্তানি ত্রিলোকানি) তথা 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'রজাংসি' (তেজাংসি, জ্যোতীংষি) 'অভি শুশুচানঃ' (সম্যক্‌রূপেণ প্রকাশয়তি); 'হোতা' (দেবানাং আহ্বাতা, দেবভাব-প্রাপকঃ) 'যজিষ্ঠঃ' (পরমারাধনীয়ঃ দেবঃ) 'অপাং সধস্থে' (অমৃতস্থানে, অমৃতসমুদ্রে) 'অস্থাৎ' (বর্ত্তমানঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বিশ্বপ্রকাশকঃ জ্ঞানদেবঃ অমৃতপ্রাপকঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (২০অ-১খ-৪সূ-২সা)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞান দীপ্ত ত্রিলোককে এবং সর্ব্বজ্যোতিকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করেন; দেবভাবপ্রাপক পরমারাধনীয় দেবতা অমৃতসমুদ্রে বর্ত্তমান

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ঊনপঞ্চাশদধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

থাকেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—বিশ্বপ্রকাশক জ্ঞানদেব অমৃতপ্রাপক হয়েন।)। (২০অ—১খ—৪সূ—২সা)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়মগ্নিঃ 'দ্বিজন্মা' দ্বাভ্যামরণিভ্যাং জায়মানঃ যদ্বা, মথনাৎ প্রথমং জন্ম, উৎপত্ত্যনন্তরং আধান-পবমানেষ্ট্যাদি সংস্কার-রূপং দ্বিতীয়ং জন্ম, এবং দ্বিজন্মত্বং। অথবা, দ্যাবাপৃথিবী-ভ্যামুৎপন্নত্বাৎ, তাদৃশোঽগ্নিঃ। 'ত্রীরোচনানি' ত্রীণি রোচমানানি ক্ষিত্যাদি-স্থানানি গার্হপত্যাদীনি বা 'শুশুচানঃ' প্রকাশয়ন্ ন কেবলং ত্রীণ্যেব কিন্তু 'বিশ্বা' 'রজাংসি' সর্ব্বাণ্যপি রঞ্জনাত্মকানি ক্ষিত্যাদি-লোকান্ 'শুশুচানঃ' দীপয়ন্ 'হোতা' দেবানামাহ্বাতা 'যজিষ্ঠঃ' যষ্টৃতমঃ সন্ 'অপাং' প্রোক্ষণ্যাদ্যুদকানাং 'সধস্থে' সহস্থানে যাগ-দেশে 'অসদৎ' তিষ্ঠতি। (২০অ ১খ–৪সূ-২সা)।

* . *

দ্বিতীয় (১৭৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ——·:*:·—— ——

আলোচ্য মন্ত্রান্তর্গত 'দ্বিজন্মা' পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অনেক গবেষণার সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার একাধিক অর্থ করিয়াছেন, অন্যান্য ব্যাখ্যাতাগণও উক্ত পদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতেছি।

ভাষ্যকার 'দ্বিজন্মা' পদের অর্থ করিয়াছেন, 'দ্বাভ্যামরণিভ্যাং জায়মানঃ' অর্থাৎ দুইটী অরণিকাষ্ঠের ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি। যজ্ঞাদি কার্য্যের জন্য দুইখণ্ড অরণিকাষ্ঠ পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা হইত। দুইখণ্ড অরণিকাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন অগ্নিকে দ্বিজন্মা অর্থাৎ দুইজন হইতে উৎপন্ন অথবা দুইবার জন্মসম্ভূত বলা হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থ যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, সম্ভবতঃ তাহা অনুভব করিয়াই ভাষ্যকার নিজেই অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা এই,—'মথনাৎ প্রথমং জন্ম, উৎপত্ত্যনন্তরং আধানপবমানেষ্ট্যাদি সংস্কাররূপং দ্বিতীয়ং জন্ম।' এই ব্যাখ্যারও উদ্দিষ্ট সত্ত্ব অগ্নি। ইহার অর্থ এই যে, অরণিকাষ্ঠ সঙ্ঘর্ষণে অগ্নির যে জন্ম হয়, উহা তাহার প্রথম জন্ম; আবার আধানাদি সংস্কারকর্ম্মকে অগ্নির দ্বিতীয় জন্ম বলা হয়। কারণ এইরূপ সংস্কার-কর্ম্মের দ্বারাই অগ্নি যজ্ঞাদিকর্ম্মের উপযোগিতা লাভ করে। তাই সংস্কারপূত অগ্নিকে দ্বিজন্মা বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ উপনয়নাদি-সংস্কারকে ব্রাহ্মণের পক্ষে দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া গ্রহণ করা হয়। যথা—'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ উচ্যতে দ্বিজঃ' প্রত্যেক মানুষই শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সংস্কারের দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত ঘটে। তাই সংস্কারাদিকে দ্বিতীয় জন্ম বলা হয়। বিবরণকার 'দ্বিজন্মা' পদের অর্থ করিয়াছেন,—"কৃতোপনয়ন-সংস্কারঃ" অর্থাৎ যাহার উপনয়নাদি সংস্কার করা হইয়াছে। কিন্তু বিবরণকারের মতে উক্ত পদে দ্বিজকে বুঝায়, এই দ্বিজ—মানুষ, অগ্নি নহে। সুতরাং তাঁহাদের সহিত

বিবরণকারের মূলবিষয়গত অনৈক্য রহিয়াছে। কারণ ভাষ্যকারের লক্ষ্য বস্তু অগ্নি এবং বিবরণকারের উদ্দিষ্ট বস্তু—মানুষ। যাহা হউক, এই উভয় ভাবই যে আমাদের ব্যাখ্যার অনুকূল নহে তাহা বলা বাহুল্য। কারণ বেদের এই মন্ত্রের মধ্যে মানুষ বা অগ্নি কিছুরই উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না। ভাষ্যকার আবার তৃতীয় একটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা এই,—"দ্যাবাপৃথিবীভ্যামুৎপন্নত্বাৎ" অর্থাৎ দ্যুলোকভূলোক হইতে উৎপন্ন বলিয়া অগ্নি দ্বিজন্মা। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যারও কোন সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা মোটেই অগ্নির কোন প্রসঙ্গ দেখিতেছি না। দ্বিজন্মা বলিতে যে অগ্নিকে বুঝায় তাহা জ্ঞানাগ্নি। তাহা মানুষের জন্মের সঙ্গেই জন্মে, আবার গুরূপদেশে, শিক্ষায় সেই সুপ্ত অগ্নি নববল ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, ইহাই জ্ঞানাগ্নির দ্বিতীয় জন্ম। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, ভগবানের মধ্যে যে জ্ঞান আছে, তাহা মানবের অন্তরে যখন প্রোথিত হয়, তখন সেই জ্ঞানাগ্নি দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে। আমরা এই দিক দিয়াই দ্বিজন্মা বলিতে জ্ঞানাগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াছি।

'ত্রীরোচনানি' 'যজিষ্ঠঃ' প্রভৃতি পদসমূহের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের সহিত ভাষ্যাদির কোন অনৈক্য হয় নাই। এতৎসহ মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। তাহা এই,—"দ্বিজন্মা অগ্নি দীপ্যমান লোকত্রয়কে প্রকাশ করেন এবং সমস্ত রঞ্জনাত্মক লোকও প্রকাশ করেন। তিনি দেবতাগণের আহ্বানকর্ত্তা এবং যেস্থলে জল সংগৃহীত হয় তথায় বর্ত্তমান আছেন।" (২০অ—১খ—৪সূ ২সা) ॥ *

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
অয়ং স হোতা যো দ্বিজন্মা

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
বিশ্বা দধে বার্য্যাণি শ্রবস্যা।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মর্ত্ত্যো যো অস্মৈ সুতুকো দদাশ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ঊনপঞ্চাশত্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ দ্বিজন্মা' (যঃ জ্ঞানদেবঃ) 'অয়ং সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ) 'হোতা' (যজ্ঞনিষ্পাদকঃ, সৎকর্ম্ম-সাধকঃ দেবঃ) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'বার্য্যাণি' (বরণীয়াণি) 'শ্রবস্যা' (শক্ত্যাদীনি) 'দধে' (ধারয়তি, সাধকেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ) ; 'যঃ' 'মর্ত্তাঃ' (যঃ জনঃ) 'অস্মৈ' (প্রসিদ্ধায় অস্মৈ পরমদেবায়) 'দদাশ' (প্রযচ্ছতি, পূজোপচারং সমর্পয়তি ইত্যর্থঃ) সঃ জনঃ 'সুভূকঃ' (শোভন-পুত্রঃ, শোভনশক্তিঃ ইত্যর্থঃ) ভবতি - ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপরায়ণঃ জনঃ দিব্যশক্তিং লভতে ; ভগবান্ সাধকেভ্যঃ পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছতি - ইতি ভাবঃ। (২০অ - ১খ - ৪সূ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যিনি জ্ঞানদেব প্রসিদ্ধ সেই সৎকর্ম্মসাধক দেবতা সকল বরণীয় শক্ত্যাদি সাধকদিগকে প্রদান করেন ; যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ এই পরম-দেবতাকে পূজোপচার সমর্পণ করেন সেই ব্যক্তি শোভনশক্তি হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি দিব্যশক্তি লাভ করে ; ভগবান্ সাধকদিগকে পরমমঙ্গল প্রদান করেন)। (২০অ—১খ—৪সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দ্বিজন্মা' 'সঃ' এব 'হোতা' হোম-নিষ্পাদকঃ। আহ্বাতা বা দেবানাং অরণীভ্যামুৎ-পন্নত্বেন গার্হপত্য-দ্বারা আহবনীয়ত্বাং। সোঽয়ং 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'বার্য্যাণি' বরণীয়ানি কর্ম্মাণি। ঈড-বন্দ-বৃ-শংস-দুহাং ণ্যতঃ (৬।১।২১৪) ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। 'শ্রবস্যা' শ্রবণস্যা। শ্রবো হবির্লক্ষণং যশো বা তদিচ্ছায়াং শ্রবঃ-শব্দাৎ ক্যজন্তাদ্ অ প্রত্যয়াৎ (৩।৩।১০২) ইতি ভাবে অ-প্রত্যয়ঃ। অন্নায় যশসে বা 'দধে' ধারয়তি। 'অস্মৈ' উক্ত স্বরূপায়াগ্নয়ে 'যঃ' 'মর্ত্তাঃ' 'দদাশ' দদাতি স 'সুভূকঃ' শোভন-পুত্রো ভবতি। (২০অ ১খ - ৪সূ —৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৭৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে 'দ্বিজন্মা'কেই 'হোতা' বলা হইয়াছে। 'হোতা' শব্দের অর্থ - 'হোমনিষ্পাদক' অথবা 'দেবানাং আহ্বাতা'। উভয় অর্থই সঙ্গত। তাই 'দ্বিজন্মা' অর্থাৎ অগ্নিকেই প্রচলিত মতে 'হোতা' বলা হইয়াছে। কারণ অগ্নিই দেবতাদিগকে যজ্ঞে আহ্বান করেন, অগ্নিই দেবতাদের প্রতিনিধিরূপে হব্য গ্রহণ করেন, আবার অগ্নিই সেই হব্য দেবতাদের নিকটে পৌঁছাইয়া

দেন। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যজ্ঞে অগ্নির স্থান অতিশয় উচ্চে। শুধু তাই নয়, অগ্নি যজ্ঞের প্রাণস্বরূপ। অগ্নি না হইলে যজ্ঞ আরম্ভই হইতে পারে না। আবার যজ্ঞের প্রধান অংশসমূহ অগ্নির সাহায্যেই নিষ্পন্ন হয়, তাই অগ্নি হোমনিষ্পাদক।

কিন্তু আমাদের মতে 'দ্বিজন্মা' পদে জ্ঞানদেবতাকেই লক্ষ্য করে তাহা পূর্ব্বমন্ত্রেই বলিয়াছি। বর্ত্তমানস্থলেও এই অর্থেই সঙ্গতি লক্ষিত হয়। সেই জ্ঞানদেবই মানুষকে বরণীয় ধনের অধিকারী করেন, তিনিই "বিশ্বা বার্য্যাণি শ্রবস্যা দধে" সর্ব্ববিধ পরমমঙ্গলদায়ক শক্তিধারণ করেন তাহা সাধককে দান করেন।

যিনি ভগবানের আরাধনাপরায়ণ, যিনি ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করেন, ভগবানও তাঁহাকে সাদরে কোলে টানিয়া লয়েন, আপনার পরমধন তাঁহাকে প্রদান করেন। সুতরাং সাধক সাধনাদ্বারা পরমধনের অধিকারী হইতে সমর্থ হয়েন। ইহাই মন্ত্রের ভাব। আমরা এতৎসহ মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদও প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"যে অগ্নি দ্বিজন্মা, তিনিই হোতা, তিনি হব্যদাতের ইচ্ছায় সমস্ত বরণীয়ধন ধারণ করেন। যে মর্ত্ত্য অগ্নিকে হব্যদান করে, তাহার উত্তমপুত্র হয়।" (২অ—১খ—৪সূ—৩সা)। *

— —— • —— —

চতুর্থ সূক্তের গেয়-গান।

৫ র২র ৪র ৫ ৫ ১র র র র . ‥ ১ ২র ‥ ১
আয়ঃপু ৩ রন্নার্মিণী ৬ মা। দীদেদত্যঃকবির্নভন্যোনার্কা ২ বা। সূরোনা ২ রুরু।

২ ১ ৫ ৫ ৫ ২ ৪ র ৫
ক্বাঁ২ ২ ৩ হা ৩ ৪ ৩ য়ি। ত্মা ২ ৩ ৪ ঔ হো ৬ হায়ি। অভিদ্বা ৩ য়িজন্মাত্রী ৬

৫ ১ র র র র র র ‥ ১ ২ ‥ র ১
রো। চনানিবিখারজা৺ দিশুশুচানোঽজ্যাষো ২ ত্তা। যজ্ঞা ২ য়িষ্ঠোঽপা।

২৮ ১ ৫ ৫ ৫ ২ ৪র র র ৫
পা৺ ল্লা ২ ৩ হা ৩ ৪ ৩ য়ি। ধা ২ ৩ ৪ ঔ হো ৬ হায়ি॥ অয়৺ সা ৩ হোতায়োঽধা

৫ ১র র রর র র ‥ ১ ২ ‥ ১ র
৬ য়িষ্ঠা। স্মাবিশ্বাদধেবার্য্যাণিশ্রবস্যা মর্ত্তো ১ য়া। অস্মা ২ য়িতুভূ। কোদা

২৮ ১ ৫ ৫
২ ৩ হা ৩ ৪ ৩ য়ি। দা ২ ৩ ৪ ঔ হো ৬ হায়ি। ১।২।৩। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ঊনপঞ্চাশদধিক শততম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়গান আছে। উহার নাম যথা,—"দাক্ষ্যম্"

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২ ৩ ২৩২৩ ২উ ৩ ২ ৩
অগ্নে তমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈঃ ক্রতুং

২ ৩১ ২৩১২
ন ভদ্রꣳ হৃদিস্পৃশম্।

৩১২ ৩ ১২
ঋধ্যামা ত ওহৈঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) 'অশ্বং ন' (ক্ষিপ্রগমনশীলং, যথা ক্ষিপ্রং ভগবন্তং প্রাপয়িতারো জ্ঞানভক্তী ইব) 'ভদ্রং' (কল্যাণদায়কং, দীপ্তিমন্তং ইত্যর্থঃ) তথা 'ক্রতুং ন' (সত্ত্বভাবপ্রাপকং সৎকর্ম্ম ইব) 'হৃদিস্পৃশং' (অতিশয়েন প্রিয়তমং) 'ত্বং' (ত্বাং) 'অদ্য' (অস্মিন্দিনে, কর্ম্মণি বা, সদৈব ইত্যর্থঃ) 'ওহৈঃ' (ভগবৎপ্রাপকৈঃ) 'স্তোমৈঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'ঋধ্যাম' (আরাধয়েম) বয়ং ইতি শেষঃ। বয়ং নিত্যকালং সর্ব্বতোভাবেন ভগবদনুসারিণঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ। (২০অ-১খ-৫সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব! ক্ষিপ্রগমনশীল অথবা সত্বর ভগবৎপ্রাপক জ্ঞানভক্তির ন্যায় কল্যাণদায়ক অথবা দীপ্তিমন্ত এবং সত্ত্বভাবপ্রাপক সৎকর্ম্মের ন্যায় অতিশয় প্রিয়তম তোমাকে আমরা সদাকাল ভগবৎপ্রাপক স্তোত্রের দ্বারা যেন আরাধনা করি। (ভাব এই যে,—আমরা সদাকাল সর্ব্বতোভাবে যেন ভগবদনুসারী হই।)। (২০অ—১খ—৫সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'অদ্য' অস্মিন্নহনি বয়মৃত্বিগাদয়ঃ 'ওহৈঃ' ইন্দ্রাদি-প্রাপকৈরস্মাকং স্তোমৈঃ স্তোত্র-সমূহৈঃ 'তং' প্রসিদ্ধং ত্বাং 'ঋধ্যাম' সমর্দ্ধয়াম। কীদৃশং ত্বাং? 'অশ্বং ন বোঢ়ারং' অশ্বমিব হবিষো বাহকং, 'ক্রতুং ন' কর্ত্তারমিব উপকারিণমিত্যর্থঃ। তথা 'ভদ্রং' ভজনীয়ং 'হৃদিস্পৃশং' হৃদয়ঙ্গমং অতিশয়েন প্রিয়মিত্যর্থঃ। (২০অ-১খ ৫সূ ১সা)।

* * *

প্রথম (১৭৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিন পন্থার অনুসরণে ভগবানের চরণে পৌঁছান যায়। জ্ঞান মার্গের অনুসরণে সাধক ভগবানের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে পারেন। তাই শ্রুতি বলিতেছেন, 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম হয়েন। সসীমকে ছাড়াইয়া অসীমের রাজ্যে না পৌঁছাইলে, সান্তের মধ্যে অনন্তের বিকাশ সাধন করিতে না পারিলে, সেই অসীম অনন্তকে জানিতে পারা যায় না। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে অনন্তের বিকাশ হইয়াছে—তিনি ব্রহ্ম হইয়াছেন।

কর্ম্মের সাধনায় ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয়। কর্ম্ম মার্গের অনুসরণে সাধকের হৃদয় হইতে পাপ মলিনতা দূর হইলে ক্রমশঃ ভগবানের দিব্য-জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। সেই জ্যোতিঃ-বলে তিনি অভীষ্টলাভের সমর্থ হয়েন।

প্রার্থনার দ্বারা এবং ভক্তির সাহায্যেও সাধক ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারেন। এই ত্রিবিধ উপায়ে মুক্তি লাভ হয়, মন্ত্র উপমাচ্ছলে তাহাই খ্যাপন করিতেছেন। অবশ্য, এই ত্রিবিধ মার্গই পরস্পর হইতে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটী অন্যটীর সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। মন্ত্রের তাহারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (২০অ ১খ ৫সূ—১সা)।*

— — • — —

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমং খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ২
অধা হ্যগ্নে ক্রতোর্ভদ্রস্য দক্ষস্য সাধোঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
রথীর্ঋতস্য বৃহতো বভূথ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'হি' (এব) 'অধা' (ইদানীমেব, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'ভদ্রস্য' (কল্যাণরূপস্য, কল্যাণকামিনঃ ইত্যর্থঃ) 'দক্ষস্য' (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থস্য) 'সাধোঃ'

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের দশম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—৯খ ৯দ—৯সা) পরিদৃষ্ট হয়।

(সাধকস্য) 'বৃহতঃ' (মহতঃ) 'ঋতস্য' (সত্যস্বরূপস্য. সত্যপ্রাপকস্য) 'ক্রতোঃ' (সৎকর্ম্মসাধকস্য) রথী' (পরিচালকঃ) 'বভূথ' (ভবসি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি সাধকানাং পরিচালকঃ ভবতি ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—১খ ৫সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনিই নিত্যকাল কল্যাণকামী সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ সাধকের মহৎ সত্যপ্রাপক সৎকর্ম্মসাধনের পরিচালক হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সাধকদিগের পরিচালক হয়েন।)॥ (১০অ—১খ—৫সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অধা হি' ইদানীমেব হে 'অগ্নে'। 'ক্রতোঃ' অস্মদীয়যাগস্য 'রথী' নেতা 'বভূথ' ভবসি। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ (৩।৪।৬) ইতি ভবতের্বর্ত্তমানার্থে লিটি সিপস্থল্ আর্দ্ধধাতুকস্যেড্বলাদেঃ (৭।২।৩৫) ইতীড়াগমে প্রাপ্তে বভূথাততন্থ (৮।২।৬৪) ইতি নিপাতনাদিড়ভাবঃ। কীদৃশস্য যাগস্য? 'ভদ্রস্য' ভজনীয়স্য, 'দক্ষস্য' প্রবৃদ্ধস্য, 'সাধোঃ' অভীষ্ট-ফলানাং সাধকস্য সত্যভূতস্য, 'বৃহতঃ' মহতঃ। (২০অ ১খ—৫সূ ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৭৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——:○*○:——

মন্ত্রে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবানই সৎকর্ম্মসাধনের পরম সাহায্যকারী। ভগবানের কৃপাতেই মানুষ সেই পরমধনের অধিকারী হইতে পারে। আবার তাঁহার কৃপাতেই মানুষ সৎকর্ম্মসাধন করিতে সমর্থ হয়। তিনি মানবকে রিপুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন বলিয়াই মানুষ সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হয়। আমরা হিন্দু-শাস্ত্রে অন্বেষণ করিলে এসম্বন্ধে প্রভূতপরিমাণ উদাহরণ পাইতে পারি। আমরা একটা উদাহরণ দ্বারা বিষয়টী পরিস্কার করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তাঁহার আবির্ভাব সময়েও রাক্ষসদিগের উপদ্রব ছিল। রাক্ষস অথবা দস্যুগণ আর্য্যদের যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিঘ্ন উৎপাদন করিত। সুযোগ পাইলেই দলবদ্ধ হইয়া আর্য্যদের যজ্ঞক্ষেত্রে হানা দিত এবং যজ্ঞাদি নষ্ট করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিত ঋষিগণ রাক্ষসদের দ্বারা এইরূপে উৎপীড়িত হইয়া রামচন্দ্রের শরণাগত হইলেন। রামচন্দ্র রাক্ষস ও দস্যুদিগকে বিনাশ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্র নিষ্কণ্টক করিলেন। যুগে যুগে, সর্ব্বত্রই এইরূপে ভগবান্ মানবের কল্যাণার্থ ও রিপুগণের বিনাশার্থ

রক্ষাস্ত্র ধারণ করেন, কারণ তাঁহার শক্তি দ্বারা রক্ষিত হইয়াই মানব আপনার গন্তব্যপথে চলিতে সমর্থ হয়।

আমরা এইরূপে বহু উদাহরণ প্রদান করিতে পারি। জগতের প্রত্যেক সাধকের জীবনী এক একটী জীবন্ত উদাহরণ। ভগবান আপনিই সাধকের সৎকর্ম্মসাধনে সাহায্য করেন, তাঁহার কৃপাতে সাধকগণ সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়েন। আমরা এতৎসহ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"হে অগ্নি! তুমি এক্ষণেই ভজনীয় প্রবৃদ্ধ (অভীষ্টফল) সাধক সত্যভূত ও মহান যজ্ঞের নেতা হইয়াছ।" (২০অ—১খ-৫সূ—২সা)। *

— ০ —

তৃতীয় সাম

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ১র ১র ৩ ২
এভির্নো অর্কৈর্ভবা নো অর্ব্বাক্

১র ২র
স্বাঽঽর্ণ জ্যোতিঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে বিশ্বেভিঃ সুমনা অনীকৈঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে'! (হে জ্ঞানদেব!) 'নঃ' (অস্মাকং) 'এভিঃ' (উচ্চার্য্যমাণৈঃ এভিঃ) 'অর্কৈঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'নঃ অর্ব্বাক্' (অস্মাকং অভিমুখো) 'ভব'; হে দেব! 'জ্যোতিঃ স্বঃ ন' (জ্যোতির্ম্ময়ঃ সূর্য্য ইব, জ্যোতিঃস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'সুমনা' (শোভনমনস্কঃ ত্বং) 'বিশ্বেভিঃ (সর্ব্বৈঃ) 'অনীকৈঃ' (জ্যোতির্ভিঃ সহ) অস্মান প্রাপ্নুহি—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে দেব! জ্যোতিঃস্বরূপঃ ত্বং অস্মান্ প্রাপ্নুহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ-১খ—৫সূ ৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের দশম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদের উচ্চার্য্যমাণ এই সকল স্তোত্রের সহিত আমাদের অভিমুখী হউন; হে দেব! জ্যোতিঃস্বরূপ শোভন-মনস্ক আপনি সকল জ্যোতিঃর সহিত আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! জ্যোতিঃস্বরূপ আপনি আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।)॥ (২০অ—১খ—৫সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'জ্যোতিঃ' জ্যোতিষ্মান 'স্বঃ ন' সূর্য্য ইব, তথা 'বিশ্বেভিঃ' বিশ্বৈঃ সমস্তৈঃ 'অনীকৈঃ' তেজোভিঃ 'সুমনাঃ' শোভন-মনস্কস্ত্বং 'নঃ' অস্মদীয়ৈঃ 'এভিঃ' এতৈঃ 'অর্কৈঃ' অর্চ্চনীয়ৈঃ স্তোত্রৈঃ নানাবিধৈঃ হবির্লক্ষণৈঃ অন্নৈর্ব্বা। অথবেন্দ্রাদি-দেবৈঃ সহ মোহস্মকং 'অর্ব্বাক্' অভিমুখো ভবেতি। (২০অ—১খ—৫সূ ৩সা)।

ইতি বিংশস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১৭৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানই জ্যোতিঃর আধার। তাঁহার জ্যোতিঃতে বিশ্ব আলোকিত। মানবের অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে দিব্যজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত করিতে একমাত্র তিনিই সমর্থ। তিনি যখন কৃপা করেন তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে হাজার বৎসরের সঞ্চিত জমাটবাঁধা অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়। তাই আমরা দেখিতে পাই, চিরদিন অসৎকার্য্য করিয়া অসৎপথে জীবনাতিবাহিত করিয়া পাপী কোন এক অলৌকিক যাদুমন্ত্রে যেন মহাত্মায় পরিণত হইয়া গেল! এই অলৌকিক যাদুমন্ত্র সেই পরম যাদুকর বিশ্বদেবের করুণামাত্র। রত্নাকর দস্যু তাই মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। রত্নাকর চিরদিন পাপকার্য্য করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়াছে। নরহত্যা চুরি ইত্যাদি কোন পাপকার্য্যই তাহার অকরণীয় ছিল না। কিন্তু ভগবানের করুণাধারা একদিন তাহার উপর বর্ষিত হইল। দিব্যজ্যোতিঃ নামিয়া আসিল—তাহার চির ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে প্লাবিত করিতে। কথিত হয় যে, অবিরত পাপকার্য্যানুষ্ঠানের ফলে রত্নাকরের জিহ্বা এতই জড়তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, সে ভগবানের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারিত না। কিন্তু যখন দিব্যজ্যোতি তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল, তখন সেই রত্নাকর দস্যু মহামুনি বাল্মীকি বলিয়া পরিচিত

হইলেন। অসংখ্য নরঘাতী দস্যু রত্নাকরের কণ্ঠ হইতে উত্তরকালে পৃথিবীর আদি করুণ-রসাত্মক কবিতা বাহির হইল,—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"

কোথায় সেই পাষণ্ড নরঘাতী দস্যু, আর কোথায় এই ক্রৌঞ্চমিথুনের ব্যথায় কাতর হৃদয় বেদসদৃশ ঋষি। ভগবানের করুণা যখন মানবের মস্তকে বর্ষিত হয় তখন এরূপ পরিবর্তনই ঘটে। তাঁহার জ্যোতিঃ যখন নামিয়া আসে তখন সপ্তপাতালও আলোকিত হয়।

মন্ত্রের প্রধান ভাব এই যে, ভগবান যেন কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে আগমন করেন, আমাদের হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ প্রদান করেন। আমাদের প্রার্থনা আরাধনা যেন তাঁহার চরণে পৌঁছে, তিনি যেন কৃপা করিয়া এই হীন পতিত সন্তানকে তাঁহার জ্যোতিঃ দানে কৃতার্থ করেন। হে দেব! কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন, আমাদিগকে পরাজ্ঞান দান করিয়া ধন্য করুন—ইহাই প্রার্থনার সার মর্ম্ম।

কিন্তু প্রচলিত মন্ত্রাদির ভাব অন্যরূপ। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"হে অগ্নি! তুমি জ্যোতির্ম্মান সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত তেজোযুক্ত এবং প্রসন্নান্তঃকরণ। তুমি আমাদিগের এই স্তোত্রদ্বারা নীত হইয়া আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর।" ভাষ্যানু-যায়ী অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই, "হে অগ্নিদেব! জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকী সমান সকল তেজোসে শ্রেষ্ঠ মনওয়ালা তু হমারে ইন স্তোত্রোসে বা অন্নোসে অথবা হমারে পূজনীয় ইন ইন্দ্রাদি দেবতাও সহিত হমারে সম্মুখ হোও।" (২০অ—১খ ৫সূ ৩সা)॥ *

পঞ্চম-সূক্তের গেয়-গান।

৫ ২২ ৪র৫ ৫ ১র র ১— ২ —১
সয়েতা ৩ মন্তাধা ৬ মা। স্তোমৈঃক্রতুন্নভদ্র৮, হা ২ দ্দায়ি। স্পৃশা ২ মৃধা।

২.২ ১ ৫ ৫ ৫র২র ৪র৫
মাতা ২ ৩ হা ৩ ৪ ৩য়ি। ও ২ ৩ ৪ হো ৬ হায়ি। অধাহ্য ৩ অগ্নেক্রতো

৫ ১ রর — ১ ২ —১ র ২র
৬ র্ভা। ভদ্রস্যদক্ষস্যসাধোরথী ২ য়িরা। ভস্যা ২ বৃহা। তো২ ৩ হা

১— ৫ ৫ ৫র ২ ৪র৫ ৫
৩ ৪ ৩য়ি। ভূ ২ ৩ ৪ থো ৬ হায়॥ এভির্ম্মো ৩ অর্কৈর্ভবা ৬ নাঃ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের দশম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

১ র　র　—　১　২র　—　১　র　২র
অর্ব্বাঙ্ বর্ণজ্যোতিরগ্না ২ য়িবায়ি। খেতা ২ য়িঃ স্বয়া.। নাআ ২ ৩ হা

১　৫　৫
৩ ৪ ৫ য়ি। না২৩৪ য়িকো ৬ হায়ি। ১২।৩।৪।০

—— • ——

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২　৩　১২　৩১২　৩১র　২র
অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য।

২　৩ ১ ২　৩
আ দাশুষে জাতবেদো বহা

২ ৩ ২　৩ ১　২ ৩ ১ ২
ত্বমদ্যা দেবা উষর্বুধঃ ॥ ১ ॥ *

* • *

সুধাবর্ষিণী-ব্যাখ্যা।

'অমর্ত্ত্যঃ' (মরণরহিত, নিত্য) 'জাতবেদঃ' (জ্ঞানাধার) 'অগ্নে' (হে দেব !) 'দাশুষে' (উপাসকায়, মহ্যমিতি যাবৎ) 'উষসঃ' (উষোদেবতায়াঃ সকাশাৎ, জ্ঞানোন্মেষসম্বন্ধিনং ইতি ভাবঃ) 'চিত্রং' (বৈচিত্র্যসম্পন্নং, অনুপমং) 'রাধঃ' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'আ বহ' (আনীয় প্রাপয়); অপিচ, 'অদ্য' (অস্মিন দিনে, নিত্যমেব) 'উষর্ব্বুধঃ' (উষঃকালে প্রবুদ্ধান, জ্ঞানোন্মেষসাধকান) 'দেবান' (দীপ্তিদানাদিগুণান, দেবভাবান) 'আবহ' (আনীয় সর্ব্বতঃ প্রাপয়)। হে নিত্যসত্য জ্ঞানাধার দেব ! অস্মাকং হৃদি জ্ঞানোন্মেষং কুরু, দেবভাবান্ আনয়। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ ! (২০অ—২খ—১সূ—১সা) ॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

মরণরহিত (নিত্যস্বরূপ) জ্ঞানাধার হে অগ্নিদেব ! এই উপাসককে (আমাকে) জ্ঞানোন্মেষ-সম্বন্ধীয় অনুপম (বিচিত্র) পরমার্থ ধন প্রদান

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়গান আছে। উহার নাম যথা;—"সাকমশ্বম্।"

করুন; অপিচ, অদ্যই (নিত্যদিন) জ্ঞানোন্মেষ-সাধক দেবগণকে (দেবভাবসমূহকে) আনয়ন করিয়া সর্ব্বতোভাবে আমার অধিগত করুন (আমায় পাওয়াইয়া দেন)। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে নিত্যসত্য জ্ঞানাধার দেব! আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ করুন, দেবভাবসমূহ আনয়ন করুন।)॥ (২০অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। —

হে 'অগ্নে'! ত্বং 'উষসঃ' উষোদেবতায়াঃ সকাশাৎ 'রাধঃ' ধনং 'দাশুষে' হবির্দত্তবতে যজমানায় 'আ বহ' আবহনীয়ং প্রাপয়। সোঽগ্নির্বিশেষ্যতে 'অমর্ত্য' মরণ-রহিত! 'জাতবেদঃ' জাতানাং বেদিতঃ। তমেতং শব্দং যাস্কো ব্যাচষ্টে—জাতবেদাঃ কস্মাজ্জাতানি বেদ জাতানি চৈনং বিদুর্জাতে জাতে বিদ্যত ইতি বা জাতবিত্তো বা জাতধনো জাতবিদ্যো বা জাতপ্রজ্ঞানো যত্তজ্জাতঃ পশূনবিন্দতেতি তজ্জাতবেদসো জাতবেদস্ত্বমিতি ব্রাহ্মণং তস্মাৎ সর্ব্বানৃতূন পশবোঽগ্নিমভিসর্পন্তীতি চ (নিরু০ দৈ০ ১।১৯)—ইতি। কীদৃশং রাধঃ? 'বিবস্বৎ' বিশিষ্টনিবাসোপেতং, 'চিত্রং' নানাবিধং। কিঞ্চ, 'অদ্য' অস্মিন দিনে 'উষর্বুধঃ' উষঃকালে প্রবুদ্ধান্ দেবানাবহ। বিবস্বৎ—বিবাসনং বিবঃ তদ্বাস্তং, বস নিবাসে (ভ্বা০ প০) বি-পূর্ব্বাদস্মাদ্ভাবিত-ণ্যর্থাৎ সম্পদাদি-লক্ষণো ভাবে ক্বিপ্ (৩।৩।৯৪ বা০) তদস্যাস্তি (৫।২।৯৪) ইতি মতুপ্, মাদুপধায়াঃ (৮।২।৯) ইতি বত্বং, তসৌ মত্বর্থে (১।৪।১৯)—ইত্যেন পদত্বাভাবাৎ জশ্ত্বাভাবঃ, বৃষাদিত্বাৎ (৬।১।২০৩) আদ্যুদাত্তত্বং। জাতবেদাঃ জাতানি বেত্তীতি জাতবেদাঃ 'গতি-কারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঞ্চ (উ০ ৪।২২৬) ইত্যাদিঃ; যদ্বা বেদ ইতি ধননাম (নিঘ০ ২।১০), জাতং ধনং যস্য স জাতবেদাঃ, আমন্ত্রিত-নিঘাতঃ (৮।১।১৯)। বহ—দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ (৬।৩।১৩৫) ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। উষর্বুধঃ—উষসি বুধ্যন্ত ইত্যুষর্বুধঃ। বুধ অবগমনে (ভ্বা০ প০) ক্বিপ্ চ (৩।২।৭৬) ইতি ক্বিপ্, কৃদুত্তরপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং (৬।২।১৩৯)। (২০অ—২খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৭৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে, মন্ত্রে অগ্নিদেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—'হে অগ্নিদেব! আপনি উষা-দেবতার নিকট হইতে ধন আনিয়া যজমানকে প্রদান করুন; আর, যজ্ঞদিবসে উষাকালে দেবগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আনুন।' এদিকে অগ্নিদেবের বিশেষণ আছে, তিনি 'অমর্ত্য'—তিনি 'জাতবেদঃ'। প্রচলিত অর্থ পাঠ করিলে মনে হয়, ধনের অধিকারী যেন উষাদেবতা, অগ্নিদেব ধন বহন করিয়া আনেন মাত্র। অগ্নিদেবকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করিলে, এরূপ অর্থ পরিগ্রহ করা যায় বটে; কিন্তু সে পক্ষে আমার

'অমর্ত্যা' প্রভৃতি বিশেষণের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু এ অর্থে জলন্ত অগ্নিপক্ষেও সামঞ্জস্য রাখা যায় না।

আমরা তাই মনে করি, 'উষসঃ' পদে, 'উষাদেবতার নিকট হইতে'—এই অর্থ অপেক্ষা 'জ্ঞানোন্মেষ-সম্বন্ধীয়' অর্থই সমীচীন হয়। সংসারে দেখি, উষাই প্রথম আলোক-রশ্মি আনয়ন করেন; অথবা, উষার সঙ্গেই প্রথম জ্ঞান প্রাপ্ত হই। মানুষ অজ্ঞান-আঁধারে আচ্ছন্ন আছে। ভগবানের কৃপায়, উষার আলোকের ন্যায়, আদিতে প্রথম জ্ঞান-কিরণ তাহারা লাভ করে। এইরূপে প্রথমে যে জ্ঞানসঞ্চার হয়, 'উষসঃ' পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ঐ অংশের ('অমর্ত্যা' হইতে 'আ বহ' পর্য্যন্ত অংশের) মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে জ্ঞানদেব রাত্রির অন্ধকার নাশ করিয়া উষার আলোক যেমন জ্ঞানোন্মেষ করে, আমাতে তদ্রূপ জ্ঞানোন্মেষ সাধিত করিয়া, আপনি আমায় সেই দিব্য বিচিত্র পরম ধন প্রদান করুন।'

মন্ত্রের শেষাংশে ('অদ্য' হইতে 'আবহ' অংশে) 'সেই জ্ঞানোন্মেষের সহিত আমাতে দেবভাবের সমাবেশ হউক'—এবম্প্রকার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, সমগ্র মন্ত্রের ভাব এই যে, 'হে দেব! আমার হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হউক, আমাতে দেবভাব আশ্রয় লউক, ফলে আমি যেন পরমার্থ ধন লাভ করি।' (২অ ২খ ১৮ ১সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
জুষ্টো হি দূতো অসি

৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
হব্যবাহনোঽগ্নে রথীরধ্বরাণাম্।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
সজূরশ্বিভ্যামুষসা সুবীর্য্যমস্মে

২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ধেহি শ্রবো বৃহৎ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুশ্চত্বারিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব।) ত্বং 'হি' (নিশ্চিতং) 'জুষ্টঃ' (সেবিতঃ, পূজ্যঃ) 'অসি' (ভবসি), ত্বং হি 'দূতঃ' (দেবানাং বার্ত্তাহরঃ, দেবভাবানাং সংবাহকঃ), ত্বং হি 'হব্যবাহনঃ' (আহবনীয়ানাং বাহকঃ, সত্ত্বভাবানাং প্রদায়কঃ) 'অধ্বরাণাং' (যজ্ঞানাং, সৎকর্ম্মাদীনাং) 'রথীঃ' (রথস্থানীয়ঃ, আশ্রয়স্বরূপঃ) ভবসীতি শেষঃ। 'অশ্বিভ্যাং' (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকাভ্যাং দেবাভ্যাং, দেবভাবাভ্যাং) 'উষসা' (জ্ঞানোন্মেষকয়া দেবতয়া, সদ্বৃত্ত্যা) 'সজূঃ' (সহিতঃ, একীভূয় ইতি যাবৎ) 'সুবীর্য্যং' (সুষ্ঠু সামর্থ্যপ্রদং সৎকর্ম্মসাধনে শক্তিদায়কং) 'শ্রবঃ' (অন্নং শ্রেয়াংসং, মঙ্গলরূপং ধনং) 'অস্মে' (অস্মাসু, অস্মভ্যং) 'ধেহি' (প্রক্ষিপ, প্রযচ্ছ)। ভাবার্থঃ হে দেব! ত্বং হি সর্ব্বদেবানাং সকল-সদ্ভাবানাং বা প্রদাতা। অতঃ ত্বং অস্মভ্যং জ্ঞানোন্মেষকরং অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশমূলং পরমং ধনং প্রযচ্ছ ইত্যেবং প্রার্থনা। (২০অ—২খ ১সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি নিশ্চয়ই পূজনীয়; আপনি নিশ্চয়ই দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী, আপনিই নিশ্চয়ই সত্ত্বভাবসমূহের প্রদায়ক, আপনি নিশ্চয়ই যজ্ঞসমূহের (সৎকর্ম্ম-নিবহের) আশ্রয়স্বরূপ; অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক (অশ্বিদ্বয়ের) দেবভাবের সহিত, জ্ঞানোন্মেষকারিণী সদ্বৃত্তির (উষা-দেবতার) সহিত একীভূত হইয়া, সৎকার্য্য-সাধনে শক্তিদায়ক (সুবীর্য্য) মঙ্গলপ্রদ ধন (শ্রব) আমাদিগকে আপনি প্রদান করুন। (ভাবার্থ;—হে দেব! আপনিই সকল দেবের অথবা সকল দেবভাবের প্রদাতা। অতএব আপনি আমাদিগকে জ্ঞানোন্মেষকর অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশমূল পরমধন প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা।)॥ (২০অ—২খ—১সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! ত্বং জুষ্টত্বাদি-বিশেষণযুক্তোঽসি 'জুষ্টঃ'। নিত্যং মন্ত্রে (৬।১।২১০) ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সেবিত ইত্যর্থঃ 'অসি'। সিপি তাসস্ত্যোর্লোপঃ (৭।৪।৫০)—ইতি সলোপঃ, হি চ (৮।১।৩৪) ইতি নিঘাত-প্রতিষেধঃ। দূতঃ' দেবানাং বিশেষ-বার্ত্তাহরঃ, অতএব 'হব্যবাহনঃ' হব্যেঽনন্তঃপাদং (৩।২।৬৬)—ইতি ল্যুট্, যোরনাদেশঃ (৭।১।১), ণিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বে (৬।১।১৯৭), কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (৬।২।১৩৯)। হবিষো বোঢ়া, 'অধ্বরাণাং'

ক্রতূনাং 'রথী' রথ-স্থানীয়ঃ। তথা চ মন্ত্রান্তরং ব্রাহ্মণেনৈবং ব্যাখ্যাতং—'রথীরধ্বরাণাং' —ইত্যাদি এষ হি দেবরথঃ—ইতি, ব্রাহ্মণান্তরঞ্চ রথীরধ্বরাণামিত্যাহ রথোহ বা এষ ভূতো দেবেভ্যো হব্যং বহতি ইতি। তাদৃশস্ত্বং 'অশ্বিভ্যাং' দেবাভ্যাং 'উষসা' দেবতয়া চ 'সজূঃ' সহিতো ভূত্বা 'সুবীর্য্যং' শোভন-বীর্য্যোপেতং 'বৃহৎ' প্রভূতং 'শ্রবঃ' অন্নং অস্মে ধেহি অস্মাসু ক্ষিপ। (২০অ-২খ ১সূ ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৭৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে অগ্নিকে দূত বলা হইয়াছে, হব্যবাহক বলা হইয়াছে, এবং যজ্ঞের রথী বলা হইয়াছে। তাহা হইতে সাধারণতঃ অগ্নিকে মানুষভাবে বা ঋষিভাবে আমনন করা যায়। ভাব প্রকাশ পায়,—সেই অগ্নি ঋষি দূতরূপে দেবগণের নিকট যাতায়াত করেন, তাঁহাদিগের জন্য উপহারাদি লইয়া যান এবং তাঁহাদিগের রথীর কার্য্য করেন। সাধারণ জ্বলন্ত অগ্নি-পক্ষেও ঐ ভাব কল্পনা করিয়া লওয়া যায়। সে দিক দিয়া অর্থ করিলে, শব্দের প্রচলিত অর্থই পরিগৃহীত হইতে পারে।

তবে জ্ঞানমার্গে যাঁহারা কটু অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ অর্থে তৃপ্ত হইতে পারেন না। দূত সংবাদবাহক। যুদ্ধক্ষেত্রে সংবাদপরিচালনাই দূতের প্রধান কার্য্য। এখানে, এ আধ্যাত্মিক যজ্ঞে, দূত কি সংবাদ বহন করিয়া লইয়া কোথায় যাইবেন? মনে হইতে পারে, আমাদের সৎকর্ম্মের সমাচার, ব্যষ্টিস্বরূপ তিনি, সেই সমষ্টিস্বরূপ ভগবৎসমীপে লইয়া যাইবেন। তাহা হইতেই মর্ম্ম আসে এই যে, আমাতে দেবভাবের সত্ত্বভাবের সমাবেশ করিয়া আমাকে তিনি ভগবৎ-সমীপে পৌঁছাইয়া দিবেন। 'হব্যবাহনঃ' পদেও এই ভাব আসে। আমার হবনীয় দ্রব্য—শুদ্ধসত্ত্বভাব—তিনি বহন করিয়া লইবেন, আমাতে সত্ত্বভাব প্রদান করিয়া তাহাকে মিশিয়া যাইবেন এই তাৎপর্য্য এখানে পাওয়া যায়। আর তিনি কেমন? না—'অধ্বরাণাং রথীঃ'। সৎকর্ম্ম মাত্রের তিনি আশ্রয়দাতা ও রক্ষক—এ বাক্যে এই ভাব প্রকাশমান্।

এখন "অশ্বিভ্যাং উষসা সজূঃ" বাক্যে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, দেখা যাউক। পূর্ব্বেই আমরা অশ্বিদেবদ্বয়ের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছি। যাহাতে মনের ব্যাধি দূর হয়, যাহাতে দেহের ব্যাধি দূর হয়—সেই জ্ঞানদেবতাই তাহার বিধান করিয়া থাকেন। তিনিই জ্ঞানোন্মেষে সহায় হন,—উষাদেবতার সহিত তাঁহার আগমনের ইহাই মর্ম্মার্থ। ফলতঃ, জ্ঞানদেবতার কৃপা হইলে, অন্তরের ব্যাধি ও দেহের ব্যাধি উভয়ই দূর হয় এবং অন্ধকারের পর উষার উদয়ের ন্যায় হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হইতে থাকে। অতএব, সেই জ্ঞানদেবতা সর্ব্বপ্রকারেই আমাদিগের 'জুষ্টঃ' অর্থাৎ পূজনীয়। জ্ঞানদেবতাকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে, 'হে জ্ঞানদেব! আপনিই সকল দেবতার ও সর্ব্ববিধ সদ্ভাবের প্রদাতা।

অতএব, আমাদিগকে জ্ঞানোন্মেষকর অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশ-মূল পরমধন প্রদান করুন'। (২০অ—২খ ১সূ-২সা)। *

— * —

প্রথম-সূক্তের গেয়গান।

২ র র র ১ ৯ ৩ ৫ ২ র র ১ ৫
১। অগ্নেণিবাঔহোহায়ি স্বাদুষা ২ ৩ ৪ ণাঃ। চিত্র৬ রাধো অমর্ত্তায়ো ২ ৩ ৪ হায়ি।

১র র র র র র২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩
আদাশুষেজাতবেদোবহাতু ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ৭হু॥

৫ ২১র২র ১র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫
১ ৩ ৪ বাম্। অস্থাদে। বা৬ উষর্ব্বি, ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র ২ ৫র ৫ ২ র র র র ১ ২
ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ধাঃ। এহিয়া ৬ হা॥ অস্থাদেবা৬. ঔহোহায়ি।

৩ ৫ ২ ১ ৫ ১র র র ২
উষর্ব্বু, ২ ৩ ৪ ধাঃ। জুষ্টোহা ২ ৩ ৪ য়িহায়ি। দূতোঅণিহণ্যবাহা ৩ ৪।

৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২১র২ ১ ৭ ২
ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ নাঃ। অগ্নের। থায়িরধ্বরা ৩ ৪।

৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২ ৫র ৫
ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ণাম্। এহিয়া ৬ হা।

২ র র র ১ ২ ৯ ৩ ৫ ২ ১ ৫ ১ র
অগ্নেরথাঔহোহায়ি। আধ্বারা ২ ৩ ৪ ণাম্। সজু, রা ২ ৩ ৪ হা। খিভ্যাসুষ-

র র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১র২র
দাস্থবীরা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। বহুণা ২ ৩ ৪ রাণ। অস্মেধে।

১ ৭ র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
হায়িশ্রবোব ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫র ৫ ৪
হাৎ। এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

৩ র ৪ ২ ৪ ৫ ১ র র র র র র
২। আঃ ৫ মে। বিণা ৩ ম্বা ৩ সুষণাঃ। চায়ি। ত্র৬ রাধো অমর্ত্তিরআদাশুষেজাত-

র র ২র১ র ২ ১ র ২ ৩ র ২
বেদোবহাতু। ণাম্। ঔ ২ ৩ ৫োহায়ি। অস্থা ২ ৩ দেবা৬। উষোহো ৩।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুশ্চত্বারিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

১ — ১ ৫ ২ ৩ র র৪ ২ ৪ ৫
হুম্মা২। বূ২২পো৩৫হায়ি। আ২৫ভা। দেবা৩৮উ৩বর্দ্ধ্যাঃ।

১ র র র S২র ২ র২ ১ ২A
অ। দ্বৌহিদূতোঅসিহব্যবাহ। না। ঔ৩হোহায়ি। অগ্না২৩য়িরথায়িঃ।

৩ র ২ ১ — ১ A ২ ৩ ৪
অধ্বোহো৩। হুম্মা২। রা২২পো৩৫হায়ি। আ২৫পে। রথা৩

২ ৪র৫ ১S র র র২র S র২
য়িরা৩ধ্বরাণাম। না। অ্যরথিত্যামুবসাত্মবীয়ি। রাম। ঔ২৩হোহায়ি।

১ র৩ ৩র২ ১ — ১ A .২
অগ্না২৩য়িধেহায়ি। শ্রণোহো৩। হুম্মা২। বূ২২পো৩৫হায়ি॥

* * *

১র -- ১ ২২ ২র১ ২৩২১ র২র১র
৩। অগ্নেবিবা২স্বৎ। উষসোবা। চিত্র৮রাধো। অমর্ত্তিয়া। আদাশুষে-

২র র র১২১র২র১র ২ ১র -- ১র
জাতবেদোবহাত্বমত্মাদেবা৮উ। বা২৩ঃ। বুধাউবা। শ্রুধিয়া২॥ অগ্না-

র র -- ১ ২১র২১ ২র৩র২১ র২১র ২১র২১
দেবা৮২উ। বর্দ্ধ্যোবা। জুষ্টোহিদূ। তোঅসিহা। ব্যবাহনোগ্নেরথীরধ্ব।

১ ১র -- ১র -- র১ ২১র
রা২৩। ণাউবা। শ্রুধিয়া২॥ অগ্নেরথা২য়ির। ধ্বরাণোবা। সজূ-

২১ ২র৩২১ র২ ১রর২১ ২
রশ্বী। ভ্যামুষসা। সুবীরিয়মস্মেধেহিশ্র। বো২৩। বৃহাউবা।

১র — ১ ২ ১
শ্রুধিয়া২। এ২৩হিয়া৩৪৩। ও২৩৪৫ঈ। ডা॥১২॥*

—•—

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩১ ২৩র ২র ৩১র
বিধূং দদ্রাণ৮ সমনে বহূনাং

২র৩ ১২ ৩১ ২
যুবান৮ সন্তং পলিতো জগার।

৩১২ ৩ ১২ ৩২উ
দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বাদ্যা

৩২৩ ১র ২র
মমার স হ্যঃ সমান॥১॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "বারবন্তীয়ম্", (২) "সত্রাবামদেব্যম্" এবং (৩) "ক্রৌঞ্চম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সমনে' (রিপুসংগ্রামে) 'বহূনাং' (অসংখ্যানাং শত্রূণাং) 'দদ্রাণং' (পরাজয়কারিণং) 'বিধুং' (বিধাতারং—জগতঃ সৎকর্ম্মণাং বা) 'যুবানং' (চিরযৌবনসম্পন্নং, নিত্যং) 'সন্তং' (পুরুষং, দেবং) 'পলিতঃ' (জরাগ্রস্তঃ, পাপাৎ জীর্ণাত্মা অহং ইত্যর্থঃ) 'জগার' (স্তৌমি, আরাধয়ামি ইত্যর্থঃ) ; হে মম মনঃ! 'দেবস্য' (ভগবতঃ) 'মহিত্বা' (মহত্ত্বপূর্ণং) 'কাব্যং' (জ্ঞানং, সৃজন-রক্ষা-সামর্থ্যং) 'পশ্য' (উপলব্ধিং কুরু) ; 'সঃ' (যঃ জনঃ) 'অদ্য' (বর্ত্তমানকালে, এতন্মুহূর্ত্তে) 'মমার' (পাপাৎ পতিতঃ ভবতি) সঃ ভগবতঃ কৃপয়া 'হ্যঃ' (পরেদ্যুঃ, পরক্ষণং, পরমুহূর্ত্তে) 'সমান' (সম্যক্ জীবতি, পাপাৎ মুক্তঃ ভূত্বা নবজীবনং লভতে ইত্যর্থঃ) ভগবন্তং অহং আরাধয়ামি ; তৎকৃপয়া পাপী অপি পুণ্যজীবনং লভতে ; অহমপি পাপাৎ মুক্তিং প্রার্থয়ামি—ইতি ভাবঃ ॥ (২০অ - ২খ—২সূ—১সা) ।

অথবা,

'সমনে' (সংগ্রামে) 'বহূনাং' (অসংখ্যানাং শত্রূণাং) 'দদ্রাণং' (পরাজয়কারিণং) 'বিধুং' (বিধাতারং, শক্তিমন্তং) 'যুবানং' (যৌবনসম্পন্নং) 'সন্তং' (পুরুষং অপি) 'পলিতঃ' (পলিতত্বং, বার্দ্ধক্যং) 'জগার' (নিগিরতি, গ্রাসতি) ; হে মম মনঃ! 'দেবস্য' (ভগবতঃ) 'মহিত্বা' (মহত্ত্বেনোপেতং) 'কাব্যং' (সামর্থ্যং) 'পশ্য' (উপলব্ধিং কুরু) ; 'সঃ' (সঃ যুবা) 'অদ্য' (নিত্যকালং) 'মমার' (ম্রিয়তে) 'হ্যঃ' (তথা) 'সমান' (সম্যগ্ জীবতি, পুনঃ প্রাদুর্ভবতি ইত্যর্থঃ) ; ইদং জীবনং যৌবনং চঞ্চলং ; কিন্তু আত্মা অবিনশ্বরঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (২০অ - ২খ ২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রিপুসংগ্রামে অসংখ্য শত্রুর পরাজয়কারী জগতের (অথবা সৎকর্ম্মের) বিধাতা নিত্যপুরুষকে পাপবশতঃ জীর্ণাত্মা আমি যেন আরাধনা করিতে পারি ; হে মম মন! ভগবানের মহত্ত্বপূর্ণ সৃজন ও রক্ষাসামর্থ্য উপলব্ধি কর ; যে জন এই মুহূর্ত্তে পাপবশতঃ পতিত হয়, সে ভগবানের কৃপায়, পরমুহূর্ত্তে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নবজীবন লাভ করে ; (ভাব এই যে,—ভগবানকে যেন আমি আরাধনা করি ; তাঁহার কৃপায় পাপীও পুণ্য-জীবন লাভ করে ; আমিও পাপ হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি।)। (২০অ—২খ—২সূ—১সা) ।

অথবা,

সংগ্রামে অসংখ্য শত্রুর পরাজয়কারী শক্তিমান্ যৌবনসম্পন্ন পুরুষকেও বার্দ্ধক্য গ্রাস করে ; হে আমার মন! ভগবানের মহত্ত্বযুক্ত

সামর্থ্য উপলব্ধি কর; সেই যুবা নিত্যকাল মরিতেছে ও পুনঃপ্রাদুর্ভূত হইতেছে; (ভাব এই যে,—এই জীবন যৌবন চঞ্চল; কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর হয়েন।)। (২০অ—২খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অনয়া কালাত্মক ইন্দ্রঃ স্তূয়তে—'বিধুং' বিধারকং সর্ব্বস্য যুদ্ধাদেঃ কর্ত্তারং। বি-পূর্ব্বো দধাতিঃ করোত্যর্থে। তথা 'সমনে'। অননমনঃ প্রাণনং সম্যগননেনোপেতে। সংগ্রামে 'বহুনাং' শত্রূণাং 'দদ্রাণং' দ্রাবকং, ঈদৃক্-সামর্থ্যোপেতং 'যুবানং' 'সন্তং' পুরুষং 'পলিতঃ' জরা. 'জগার' নিগিরতীত্যাত্মনা। এবমুক্ত-লক্ষণং বক্ষ্যমাণ-লক্ষণঞ্চ দেবস্য কালাত্মকস্যেন্দ্রস্য 'মহিত্বা' মহত্ত্বেনোপেতং 'কাব্যং' সামর্থ্যং 'পশ্য'। হে জনাঃ। তথা জরসা প্রাপ্তঃ 'অদ্য' 'মমার' ম্রিয়তে, 'সঃ হ্যঃ' পরেদ্যুঃ 'সমান' সম্যক্ চেষ্টতে পুনর্জ্জন্মান্তরে প্রাদুর্ভবতীত্যর্থঃ। তদেবং চত্বারি নামানি শরীরাণ্যুক্তানি বহুষুমন্ত্রেষু। (২০অ—২খ—২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৭৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের বীজ আমরা এই মন্ত্রে পাই। আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, এই জীবনই বা কেন,—মানুষের মনে এই প্রশ্ন সর্ব্বদাই জাগে। মানুষ তাহার নিজের জীবনকে দুদিনের বলিয়া ভাবিতে রাজী নয়; 'দুদিনের খেলা, দু'দনে ফুরাবে' একথা ভাবিতে মানুষ চায় না। তাই, মানুষের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠে—'আমরা কি তবে সত্য সত্যই দুদিনের জন্য আসিয়া অনন্ত কালসাগরে জলবুদ্বুদের মত মিলাইয়া যাইব? আমি কি শুধু আমার এই দেহ-প্রাণ মন মাত্র। এই সকলেরই কি আত্যন্তিক বিনাশ হইবে? দেহ প্রাণ ব্যতীত কি আত্মা নাই? তবে এ দুদিনের ছেলেখেলা কেন?'

মানুষের অন্তরস্থ অমৃতের বীজ তাহাকে বলিয়া দিল—'না মানব, তুমি অমৃতের অধিকারী অনন্তের সন্তান। তোমার জরা নাই, মরণ নাই, ধ্বংস নাই—তুমি অজর অমর শাশ্বত নিত্য। অনুসন্ধান কর মানব। অমৃত লাভে ধন্য হইবে।'

ঋষিগণ সাধনা আরম্ভ করিলেন। জানিতে হইবে—মৃত্যুর পরপারে কি আছে। মানুষের ভাগ্য কোন শৃঙ্খলে বাধা, তাহা জানা চাই-ই চাই। জীবনের ও পরলোকের মাঝখানে যে ঘনতমসাবৃত অজ্ঞান কাল-যবনিকা রহিয়াছে, তাহা উত্তোলন করিতেই হইবে। অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্যোতির সন্ধান লইতে হইবে। তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন—"তমসো মা জ্যোতির্গময়।"

মহাপুরুষদের সেই প্রার্থনা ভগবান গ্রহণ করিলেন। বেদ বলিলেন,—

'বিধুং দদ্রাণং সমনে বহুনাং যুবানং সন্তং পলিতঃ জগার।
দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বা অদ্য মমার স হ্যঃ সমান॥'

ভয় নাই মানব! তোমরা অনিত্য জলবুদ্বুদ নও। তোমরা নিত্য, তোমরা অমৃতের অধিকারী। এই যে মৃত্যু দেখিতেছ, এ তো মৃত্যু নয়! এ যে নবযৌবন প্রাপ্তিমাত্র। ভয় পাইও না মানব! মৃত্যুর জন্য ভয় নাই। শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবরে তোমরা পৃথিবীর কর্ম্মভার বহিতে যখন অসমর্থ হও, তখন তোমাদিগের জন্য একটু বিশ্রামের আয়োজন মাত্র!"

মৃত্যুভয়-ভীত মানবের জন্য কি সান্ত্বনার বাণী! সংসারের মধ্যে থাকিয়া, প্রীতি-বন্ধনের মধ্য দিয়া, মানুষ আপনাকে আত্মীয়-স্বজনের সহিত এমনভাবে জড়িত করিয়া ফেলে যে, তাহাদিগের বিচ্ছেদাশঙ্কায় মানুষ অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। তারপর মৃত্যু-যবনিকার পরপারে কি আছে, তাহা জানিতে না পারিয়া সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার—মৃত্যুর—নামে মানুষ শিহরিয়া উঠে। আমার অমন প্রেমাস্পদদিগের বা কি অবস্থা হইবে, আবার আমি নিজেই বা কোথায় থাকিব? এই সব প্রশ্ন সাংসারিক মানুষকে আকুল করিয়া তুলে। তাহাদের সান্ত্বনার জন্যই বেদ বলিতেছেন—"অস্য মমার স হ্যঃ সমান।"

আজ পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই জড়বিজ্ঞানানুসৃত পন্থায় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা হইতেছে। জগতে আজ এমন সভ্যজাতি নাই—যাঁহারা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের চর্চ্চা না করেন। প্রাচীন গ্রীসেও আত্মার অবিনশ্বর-সম্বন্ধে আলোচনা অনেক হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে যেমন উন্নত অবস্থায় এই অধ্যাত্মজ্ঞান পৌঁছিয়াছিল, এমন আর কোন দেশে হয় নাই।

ভারতের চিন্তাধারাকে বৈদিক এই চিন্তা-ধারা পরিচালিত করিতেছে। ভারতের চিন্তা-ধারা অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ। পরবর্ত্তিকালের মহাভারত পুরাণাদি শাস্ত্রেও আত্মার এই অবিনশ্বরত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমাদের দেশের এই রত্নসমূহ সংগ্রহ করিয়া অন্য দেশের লোক সমৃদ্ধ হইতেছে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া উন্নত ও ধন্য হইতেছে। আর আমরা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত ধন উপভোগ করিতেও সমর্থ নই। তাঁহাদিগের পবিত্র রক্তধারা আমাদিগের শরীরে প্রবাহিত, তাঁহাদিগের উন্নত চিন্তা-ধারার উত্তরাধিকারী আমরা; কিন্তু সেই মহাপুরুষদিগের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিতে আমরা আজ অসমর্থ।

আত্মার অবিনশ্বত্ব—অধ্যাত্মবিজ্ঞানের গোড়ার কথা। আত্মা সেই নিত্য পরমপুরুষেরই প্রকাশ। সুতরাং আত্মা মরিতে পারে না,—তাঁহার ধ্বংস নাই। বেদের এই মহতী বাণী আমাদিগকে সঞ্জীবিত করুক!

এই মন্ত্রে আরও একটী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। তাহাতে পাপীকে উদ্ধারের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যত বড় পাপী হউক না কেন—ভগবান্ কৃপা করিলে সে-ও উদ্ধার পায়—চিরশান্তি লাভ করে॥ (২০অ ২খ ২সূ—১সা)॥ •

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের পঞ্চপঞ্চাশত্তম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, উনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ ১০দ ১০খ—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ
শাক্মনা শাকো অরুণঃ সুপর্ণ

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
আ যো মহঃ শূরঃ সনাদনীড়ঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
যচ্চিকেত সত্যমিত্তন্ন মোঘং বসু

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২র
স্পার্হমুত জেতোত দাতা ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ দেবঃ) 'মহঃ' (মহান্) 'শূরঃ' (শক্তিমান্) 'সনাৎ' (পুরাণঃ, নিত্যঃ) 'অনীড়ঃ' (নীড়রহিতঃ, সর্ব্বত্রবিদ্যমানঃ ইত্যর্থঃ) 'শাক্মনা শাকঃ' (বলেন বলীয়ান, পরমশক্তিসম্পন্নঃ) 'অরুণঃ' (অরুণবর্ণ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'সুপর্ণঃ' (সুন্দর-পক্ষযুক্তঃ, উর্দ্ধগতিপ্রাপকঃ) সঃ দেবঃ 'আ' (আগচ্ছতু, অস্মান্ প্রাপ্নোতু); সঃ দেবঃ 'যৎ চিকেত' (যৎ বিজ্ঞাপয়তি, যৎজ্ঞানং প্রযচ্ছতি) 'তৎ' (তৎ জ্ঞানং) 'সত্যং ইৎ' (সত্যমেব ভবতি ইতি শেষঃ) 'মোঘং ন' (মিথ্যা ন ভবতি ইত্যর্থঃ); 'উত' (অপিচ) সঃ 'স্পার্হং' (স্পৃহণীয়ং) 'বসু' (পরমধনং) 'জেতা' (জয়তি) 'উত' (তথা) 'দাতা' (তদ্ধনস্য দাতা ভবতি, তদ্ধনং প্রযচ্ছতি - সাধকেভ্যঃ ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমজ্যোতির্ম্ময়ঃ সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি – ইতি ভাবঃ। (২০অ—২খ—২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা মহান্ শক্তিমান্ নিত্য, সর্ব্বত্রবিদ্যমান পরমশক্তিসম্পন্ন জ্যোতির্ম্ময় উর্দ্ধগতি-প্রাপক, সেই দেবতা যে জ্ঞান প্রদান করেন সেই জ্ঞান সত্যই হয়, মিথ্যা হয় না; অপিচ তিনি স্পৃহণীয় পরমধন জয় করেন এবং সেই ধন সাধকদিগকে দান করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যমূলক। ভাব এই যে,—পরমজ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন।)। (২০অ—২খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শাক্মনা'। শক্নেণ শাক্ম', শাক্মনা। বলেন 'শাকঃ' শক্তঃ। স্ব-শক্তৌ চ সর্ব্বং কর্ত্তুং শক্ত ইত্যর্থঃ, নহীন্দ্রস্য সহায়ান্তরাপেক্ষাস্তি ইন্দ্রবাদেব। 'অরুণঃ' অরুণবর্ণঃ 'সুপর্ণঃ' কশ্চিৎ শোভন-পর্ণঃ পক্ষী 'আ' গচ্ছতীত্যধ্যাহারঃ। উপসর্গ-শ্রুতের্যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারাৎ। 'যঃ' 'মহঃ' মহান্ 'শূরঃ' বিক্রান্তঃ 'সনাৎ' পুরাণঃ 'অনীড়ঃ' নীড়স্যাকর্ত্তা। নহীন্দ্রোঽশ্বিবৎ কুত্রচিদপি যজ্ঞে নিকেতনং করোতি। এবং সুপর্ণরূপেণেন্দ্রমাহ। স পক্ষীন্দ্রো 'যৎ' 'চিকেত' কর্ত্তব্যত্বেন জানাতি তৎ 'সত্যা' 'ইৎ' সত্যমেব 'ন' তু 'মোঘং' ব্যর্থং ভবতি। স 'স্পার্হ' স্পৃহণীয়ং 'বসু' ধনং 'জেতা' জয়তি শত্রুভ্যঃ সকাশাৎ। 'উত' অপিচ 'দাতা' স্তোতৃভ্যঃ প্রযচ্ছতি। ন লোকাব্যয় (২৩৬৯) ইত্যাদিনা ষষ্ঠী — প্রতিষেধঃ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৭৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। তাহা এই,— "দেখ, উজ্জ্বল একটী পক্ষী আসিতেছে, তাহার অদ্ভুত বল, সে বৃহৎ, প্রাচীন ও বলশালী, তাহার তুলনায় কুত্রাপি নাই। সে যাহা ক'রতে চায়, তাহা সত্যই হইবে, বৃথা হইবে না। অতি চমৎকার সম্পত্তি সে জয় করে এবং দান করে।"

এই মন্ত্রটী যে একটী রূপক, তাহা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝা যায়। রূপকের ভাষার মধ্য দিয়া অনেকগুলি সত্যতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতেছি।

মন্ত্রের ব্যাখ্যার প্রথম অংশে 'সুপর্ণঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে - 'পক্ষী'। আমাদের ব্যাখ্যা — 'সুন্দর-পক্ষযুতঃ' অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতিদায়ক। 'পক্ষী' বা অন্য যে অর্থই করা যাউক না কেন, মন্ত্রটী যে রূপকের আবরণে আবৃত তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা প্রচলিত অর্থানুসারে মন্ত্রের উদ্দিষ্ট বস্তুকে পক্ষী বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। শ্রুতির অন্যত্রও পরমাত্মাকে পক্ষীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে সেই পক্ষী 'অনীড়ঃ' অর্থাৎ তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। কারণ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কোন বাসস্থান থাকিতে পারে না। তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তিনি সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে বর্ত্তমান আছেন। সুতরাং তাঁহার কোন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে না। তাই তাঁহাকে 'অনীড়ঃ' বলা হইয়াছে।

তাঁহার অন্য বিশেষণ — 'অরুণঃ' অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়। তিনিই জ্যোতিঃর আধার। তাঁহার জ্যোতিঃকণা লাভ করিয়া মানব আলোকের, জ্ঞানের অধিকারী হয়। তিনিই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি মানবকে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান করেন, তাহা তাহাকে তাহার চরম গন্তব্যস্থানে লইয়া যায়। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'যৎ চিকেত তৎ সত্যং ইৎ' – তিনি যাহা প্রকাশিত করেন, তাহা সত্যই হয়, তাহা কখনও মিথ্যা হয় না। অর্থাৎ তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি যাহা করেন, তিনি যাহা মানবকে দান করেন তাহা সমস্তই সত্য হয়, কারণ সত্যস্বরূপের কার্য্যাবলী কখনও মিথ্যা দোষযুক্ত হইতে পারে না। এই মন্ত্রাংশের দ্বারা ভগবানের

সত্যস্বরূপের বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। 'মোষং ন' পদদ্বয়ের দ্বারা এই ভাবই আরও পরিস্ফুট হইয়াছে।

শুধু তাই নয়, তিনি 'স্পাহং জেতা' অর্থাৎ স্পৃহণীয় বরণীয় ধনের জেতা। তিনিই পরম ধনের অধিপতি অর্থাৎ মানব তাঁহার কৃপায় পরমধন লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাই তাহার পরের অংশ—'উত দাতা' অর্থাৎ তিনি কেবলমাত্র পরমধনের অধিপতি নহেন, তাহা তিনি মানবকে দানও করেন। এই দান করাতেই তাঁহার মাহাত্ম্য এবং ধনের সার্থকতা। ভগবানই মানবকে পরমধনের অধিকারী করেন। মন্ত্রে এই সমস্ত সত্যই পরিবর্ণিত হইয়াছে। (২০অ—২খ—২সূ—২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২৩ ১ ২ ৩
এভির্দ্দদে বৃষ্ণ্যা পৌংস্যানি

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
যেভিরৌক্ষদ্বৃত্রহত্যায় বজ্রী।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১
যে কর্ম্মণঃ ক্রিয়মাণস্য মহ্ন

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ঋতেকর্ম্মমুদজায়ন্ত দেবাঃ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যেভিঃ' (যাভিঃ শক্তিভিঃ সহ) 'বজ্রী' (বজ্রধারী, রক্ষাস্ত্রধারী দেবঃ) 'বৃত্রহত্যায়' (জ্ঞানাবরকশত্রুনাশায়, অজ্ঞানতানাশায়) 'অক্ষোৎ' (বর্ষতি, সাধকেভ্যঃ অভীষ্টং প্রযচ্ছতি) 'এভিঃ' (তাভিঃ শক্তিভিঃ সহ) 'বৃষ্ণ্যা' (বৃষ্ণ্যাণি, অভীষ্টদায়কানি) 'পৌংস্যানি' (বলানি, শক্ত্যাদীনি) 'দদে' (সাধকেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ); 'যে মহ্নঃ দেবাঃ' (যে মহান্তঃ দেবাঃ) 'ক্রিয়মাণস্য' (সম্পদ্যমানস্য) 'কর্ম্মণঃ' (সৎকর্ম্মণঃ ইতি ভাবঃ) 'ঋতেকর্ম্মং' (সত্যসাধনং) 'উদজায়ন্ত' (উন্মুখং কুর্ব্বন্তঃ, সম্পাদয়ন্তি ইত্যর্থঃ) তেঃ দেবাঃ অস্মান প্রাপ্ত বন্তু ইতি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের পঞ্চপঞ্চাশত্তম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মেঘঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অভীষ্টদায়কাঃ সত্যপ্রাপকাঃ দেবভাবাঃ অস্মান্ প্রাপ্নুবন্তু —ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২০অ—২খ—২সূ—৩সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে শক্তির সহিত রক্ষাস্ত্রধারী দেব অজ্ঞানতানাশের জন্য সাধকদিগের অভীষ্ট প্রদান করেন, সেই শক্তির সহিত অভীষ্টদায়ক শক্ত্যাদি সাধককে প্রদান করেন; যে মহান্ দেবতাগণ সম্পদ্যমান সৎকর্ম্মের সত্যসাধন সম্পাদন করেন, সেই দেবগণ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—অভীষ্টদায়ক সত্যপ্রাপক দেবভাবসমূহ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক) (২০অ—২খ—২সূ—৩সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রঃ 'এভিঃ' মরুদ্ভিঃ সহ 'পৌংস্যানি' বলানি 'আ দদে' আদত্তে। 'যেভিঃ' যৈঃ মরুদ্ভিঃ সহিতঃ 'বৃত্রহত্যায়' প্রাণ্যুপকারক বৃষ্ট্যা আবরকস্য বৃত্রো মেঘঃ, তস্য হত্যায়ৈ মনুষ্যাণামুপদ্রব-শমনায়েত্যর্থঃ। তথা চ 'বজ্রী' বজ্রবান্ ইন্দ্রঃ 'উক্ষৎ' সর্বতি। 'যে' চ মরুতঃ 'দেবাঃ' 'মহঃ' মহতা তত্রেণ ক্রিয়মাণস্য বৃষ্টি-প্রদান-লক্ষণস্য কর্ম্মণঃ সাধনার্থং 'ঋতেকর্ম্ম' ঋত-কর্ম্ম-বৃষ্টি-প্রদান-কর্ম্ম প্রতি 'উদজায়ন্ত' উন্মুখা জায়ন্তে। স্বয়মেব তৈরেভির্দদে ইতি সম্বন্ধঃ। (২০অ—২খ—২সূ—৩সা)॥

• • •

তৃতীয় (১৭৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এই,—"বজ্রধারী ইন্দ্র এই সকল মরুৎদেবতাদিগের এতাদৃশ বল প্রাপ্ত হইলেন, যাহাতে বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন এবং বৃত্রকে বধ করিয়া পৃথিবীকে অভিষিক্ত করিলেন। মহীয়ান্ ইন্দ্র যখন সেই কার্য্য করেন, তখন মরুৎগণ আপনা হইতেই বৃষ্টি উৎপাদন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।" এতৎসহ একটী হিন্দী অনুবাদও প্রদত্ত হইল,—"ওয়াহ ইন্দ্র ইন মরুতোকে সাথ বর্ষা করনেওয়ালে বলোকো গ্রহণ করতা হ্যায় জিন মরুতোকে সহিত প্রাণিয়োকা উপদ্রব শান্ত করনেকে লিয়ে বজ্রধারী ইন্দ্র বর্ষা করতা হ্যায়, জো মরুৎ দেবতা মহান্ ইন্দ্র করকে কিয়ে জাতে হুএ বর্ষারূপ কর্ম্মকী সহায়তাকে লিয়ে বর্ষারূপ কর্ম্মমে উন্মুখ হোতে হ্যায়।"

এই উভয় ব্যাখ্যাতেই 'যেভিঃ' এবং 'এভিঃ' পদদ্বয়ে মরুৎদেবগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত মতানুসারে মরুৎদেবগণ ইন্দ্রদেবের নিত্যসহচর। ইন্দ্রদেবের সহিত,

তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই মরুদ্গণ সহায়করূপে উপস্থিত থাকেন। এখানেও এই চিত্রই কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু মূল মন্ত্রে মরুদ্গণ অথবা ইন্দ্রের কোনও প্রসঙ্গ নাই। আমরা মনে করি, মন্ত্রে একটী প্রার্থনার ভাব নিহিত আছে, তাহা এই যে,—ভগবান্ যেন সর্ব্ববিধ অভীষ্ট-প্রাপক শক্তি আমাদিগকে প্রদান করেন। তিনি যেন কৃপাপূর্ব্বক আমাদের দীন হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। আমরা কি অর্থে, এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে। (২০অ ২খ—২সূ ৩সা)। *

— - • ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ. তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২　৩　১　২　৩২　৩　১র　২র　৩　১　২

অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ পিবন্ত্যস্য মরুতঃ।

৩　২　৩　১　২　৩　১　২

উত স্বরাজো অশ্বিনা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অয়ং' (অস্মাকং কর্ম্মণা সঞ্জাতঃ, স্বতঃপরিদৃষ্টঃ যঃ ইতি ভাবঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'অস্তি' (বিদ্যতে), 'অস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য অংশং ইতি ভাবঃ) 'স্বরাজঃ' (স্বয়ং দীপ্যমানাঃ, সর্ব্বত্রপ্রকাশশীলাঃ) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ) 'পিবন্তি' (স্বতএব গৃহ্ণন্তি), 'উত' (অপিচ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধি-নাশকৌ দেবৌ অপি) তং পিবতং ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—সৎকর্ম্মণা হৃদি কস্যচিদপি শুদ্ধসত্ত্বস্য সঞ্চারে সতি নরঃ বিবেকস্য অনুকম্পাং লভতে, তথা অন্তর্ব্বাহ্য সর্ব্বা ব্যাধিঃ বিনশ্যতি। (২০অ—২খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব থাকে, সেই শুদ্ধসত্ত্বের অংশকে স্বয়ং-দীপ্যমান্ (সর্ব্বত্র-প্রকাশশীল) মরুদ্গণ (বিবেকরূপী দেবতারা) স্বতঃই গ্রহণ করেন, এবং অশ্বিদ্বয়ও (অন্তর্ব্যাধি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের পঞ্চপঞ্চাশত্তম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (অষ্টমাষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত))।

ও বহির্ব্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়ও) তাহা গ্রহণ করেন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ে একটু শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হইলেই বিবেকের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং আন্তর বাহ্য সকল ব্যাধিই নাশ-প্রাপ্ত হয়।)॥ (২০অ—২খ—৩সূ—১সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অয়ং' পুরোবর্ত্তী সোমঃ 'সুতঃ' মরুদর্থমস্মাভিরভিষুতঃ 'অসি' বিদ্যতে। তস্মাদ্ 'অস্য' অস্মাদেশে এনং সুতং সোমং 'স্বরাজঃ' স্বয়ং দীপ্যমানাঃ স্ব-তেজসা নান্যদীয়েনেত্যর্থঃ। তাদৃশাঃ 'মরুতঃ' 'পিবন্তি'। 'উত' অপিচ 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ চ সোমং পিবতঃ॥ ১।

* * *

প্রথম (১৭৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—০§ ঃ §০—

যেখানে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হয়, যেখানে আপনার কর্ম্মের দ্বারা মানুষ শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে সমর্থ হয়; সেখানেই মানুষের হৃদয়ে বিবেকের ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে, সেখানেই অন্তর্ব্ব্যাধি ও বহির্ব্ব্যাধি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির শান্তি আনয়ন করে। এই নিত্যসত্য তত্ত্বই এই মন্ত্রে প্রখ্যাত আছে বুঝিতে পারি।

যদি আমরা দেখিতে পাই, যদি আমরা বুঝিতে পারি—"অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ" অর্থাৎ এই শুদ্ধসত্ত্বভাব আমাদিগের মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছে; তখনই বুঝা যায় "পিবন্ত্যস্য মরুতঃ উত স্বরাজো অশ্বিনা", অর্থাৎ—মরুদ্দেবগণ তাহা পান করিতেছেন, আর অশ্বিদ্বয় তাহা গ্রহণ করিতেছেন। ভাব এই যে,—সেই অবস্থাতেই আমাদিগের মধ্যে বিবেকরূপী দেবগণের ক্রিয়া উপস্থিত হয়, সেই অবস্থাতেই অন্তরের ও বাহিরের সকল ক্লেদকালিমা দূরে যায়। মরুদ্দেবগণকে এবং অশ্বিদ্বয়কে আমরা যথাক্রমে বিবেকরূপী দেবগণ ও অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। তদ্বিষয়ে আমাদিগের যুক্তি প্রভৃতির পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। বিবেক স্বতঃপ্রকাশসম্পন্ন, বিবেকরূপী দেবগণকে (মরুদ্গণকে) তাই 'স্বরাজঃ' অভিধায়ে অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহারা সোমপান করেন, বলিতে, 'হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবের সহিত তাঁহাদিগের সম্মিলন হয়'—ইহাই ভাবার্থ। হৃদয় নির্ম্মল হইলে, হৃদয়ে বিবেকের প্রতিষ্ঠা ঘটিলে, ব্যাধি-বিপত্তির বিভীষিকা আপনিই বিদূরিত হয়। "উত অশ্বিনা"—এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাবাপন্ন। সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য অভিষব-ক্রিয়া দ্বারা সংশোধিত অর্থাৎ পরিশ্রুত হইলে, মরুৎনামক দেবগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহা পান

করেন ;—এইরূপ অর্থই এখন গৃহীত হইয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য, আমরা সে অর্থ অনুমোদন করি না। (২অ-২খ-৩সূ-১সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২

পিবন্তি মিত্রো অর্য্যমা তনা পূতস্য বরুণঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২

ত্রিষধস্থস্য জাবতঃ॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মিত্রঃ' (মিত্রভূতঃ দেবঃ) 'অর্য্যমা' (পরমগতিদায়কঃ দেবঃ) তথা 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ) 'ত্রিষধস্থস্য' (ত্রিস্থানস্য, ত্রিলোকস্থিতস্য) 'পূতস্য' (পবিত্রস্য জনস্য ইতি যাবৎ) সর্ব্বেষাং জনানাং ইত্যর্থঃ 'জাবতঃ' (স্তুত্যা জননস্থং, সাধনয়া উৎপন্নং ইত্যর্থঃ) শুদ্ধসত্ত্বং ইতি যাবৎ 'তনা' (ত্মনা, স্বয়মেব ইত্যর্থঃ) 'পিবন্তি' (গৃহ্নন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মাকং হৃন্নিহিতং শুদ্ধসত্ত্বরূপং পূজোপচারং গৃহ্নাতি—ইতি ভাবঃ। (২অ-২খ-৩সূ-২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্ন্নবতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (২অ-৭খ-৭দ-১০সা) পরিদৃষ্ট হয়।

ঋষি-সম্বন্ধে "পূতদক্ষস্য সু কক্ষ বা ইদমার্ষম্"—বিবরণকার এইরূপ মত প্রকাশ করেন। (এই মন্ত্রের প্রচলিত অনুবাদাদি নিম্নে দ্রষ্টব্য)।

মন্ত্রে 'পিবন্তি' ক্রিয়াপদ আছে। কিন্তু অনুবাদাদিতে ঐ লটের পদের পরিবর্ত্তে লোটের পদ অধ্যাহার করিয়া মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়। যথা,—

"এই সোম অভিষুত হইয়াছে, স্বভাবতঃ দীপ্ত মরুৎগণ এবং অশ্বিদ্বয় ইহার অংশ পান করুন।"

মন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদে 'স্বরোজঃ' পদটীকে মূলের অনুবর্ত্তনে সমস্যার মধ্যেই রাখা হইয়াছে। যথা,—

"Here is the Soma ready pressed: of this the Maruts, yea of this.
Self-luminous the Asvins drink."

বঙ্গানুবাদ।

মিত্রভূতদেব, পরমগতিদায়ক দেব এবং অভীষ্টবর্ষক দেব ত্রিলোকস্থিত পবিত্র জনের অর্থাৎ সকল লোকের সাধনার দ্বারা উৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বকে স্বয়ংই গ্রহণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক, আমাদিগের হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপচার গ্রহণ করেন।)। (২০অ—২খ—৩সূ—২সা)॥

•.•

সায়ণ-ভাষ্যং।

ন কেবলং মরুত এব সোম-পাতারঃ কিন্তু এতেঽপি ইত্যাহ—'মিত্রঃ' সর্ব্বেষাং স্ব-স্ব-কর্ম্মণি প্রবর্ত্তকত্বাৎ সখিভূতঃ। যদ্বা, যজ্ঞ-সম্বন্ধিনঃ এতৎসংজ্ঞকো দেবঃ। 'অর্য্যমা' চ, 'বরুণঃ' দুঃখাদীনাং শত্রূণাং বা চরিতানি বারকঃ, এতন্নামকাস্ত্রয়ো দেবাঃ 'তনা' তনেন ঊর্ণা-স্তুক-নির্ম্মিতেন দশা-পবিত্রেণ। সুপাং সু-লুক্ (৭।১।৩৯) ইতি আলাদেশঃ, তেনাত্রাদাত্তঃ, তনা। 'পূতস্য' পরিশোধিতস্য 'ত্রিষধস্থস্য'। সহ তিষ্ঠন্ত্যত্রেতি সধস্থং স্থানং, সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসি (৬।৩।৯৬)-ইতি সহ শব্দস্য সধাদেশঃ, দ্রোণকলশাধবনীয়-পূতভৃতাখ্যকানি ত্রীণি স্থানানি ভবন্ত্যস্য। তাদৃশং 'আবতঃ' স্তুত্যা জনসবন্তং ইমং সোমং পিবন্তু। দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠ্যাঃ (২।৩।৬৫)। (২০অ ২খ—৩সূ ২সা)।

•.•

দ্বিতীয় (১৭৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

আলোচ্য মন্ত্রটীর নিম্নলিখিত একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণ দশাপবিত্রদ্বারা শোধিত স্থানত্রয়ে অবস্থাপিত স্তুত্যজনবিশিষ্ট সোমপান করিতেছেন।" মন্ত্রের মধ্যে সোমরস বা সোমপানের কোনও প্রসঙ্গ নাই। আবার 'ত্রিষধস্থস্য' পদের ব্যাখ্যায় প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ নানাবিধ অর্থ করিয়াছেন ভাষ্যকারের অর্থ—দ্রোণকলশাদি তিনস্থান; বিবরণকারের মত—"ত্রিভিঃ স্থানৈঃ স্থিতস্য প্রাতঃসবনাদিভিঃ"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে পরস্পরের সহিত কোনও ঐক্য নাই। বাঙ্গালা ব্যাখ্যাকার 'স্থানত্রয়' বলিয়াই তর্কবিতর্কের হাত এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও সুফল হয় নাই। কারণ 'স্থানত্রয়' বলিতে কি বুঝায়, তাহা তিনি মোটেই পরিষ্কার করেন নাই।

আমরা মনে করি, 'ত্রিষধস্থস্য' বলিতে ত্রিলোকস্থিত অর্থই প্রকাশ পায়। কারণ স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল এই ত্রিভুবনস্থিত সর্ব্বলোকের পূজোপচারই ভগবান গ্রহণ করেন। 'আবতঃ' পদের ভাষ্যার্থ "স্তুত্যা জনসবন্তং" আমরাও এই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। সাধকগণ আন্তরিক

সাধনার দ্বারা যে শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপন্ন করেন তাহাই ভগবদারাধনার প্রকৃত উপকরণ। ভগবান স্বয়ংই সেই উপকরণ কৃপাপূর্ব্বক সাধকদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করেন—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (২০অ ২খ—৩সূ ২সা)॥

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২

উতো স্বস্য জোষমা ইন্দ্রঃ সুতস্য গোমতঃ।

৩ ১র ২র

প্রাতর্হোতেব মৎসতি ॥ ৩ ॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রাতঃ' (প্রাতঃকালে, জীবনারম্ভে, সাধনারম্ভে ইত্যর্থঃ) 'হোতা ইব' (যজ্ঞনিষ্পাদকঃ, সৎকর্ম্মসাধকঃ যথা ভগবন্তং প্রাপ্তুং ইচ্ছতি তদ্বৎ) 'ইন্দ্রঃ' (বলাধিপতিঃ দেবঃ ভগবান ইত্যর্থঃ) 'স্ম' (অপি) সাধকেভ্যঃ 'অস্ত' (প্রসিদ্ধস্য) 'গোমতঃ' (জ্ঞানযুতস্য) 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য সত্ত্বভাবস্য) 'জোষং' (পানং, গ্রহণং ইত্যর্থঃ) 'আ' (সম্যক্‌রূপেণ) 'মৎসতি' (ইচ্ছতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ যথা ভগবৎপ্রাপ্তিং কাময়ন্তে, ভগবান্ অপি তদ্বৎ সাধকানাং পূজারাধনাং ইচ্ছন্তি—ইতি ভাবঃ। (২০অ-২খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধনারম্ভে সৎকর্ম্মসাধক যেমন ভগবানকে পাইতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপভাবে বলাধিপতি দেব অর্থাৎ ভগবানও সাধকদিগের নিকট হইতে প্রসিদ্ধ জ্ঞানযুত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের গ্রহণ সম্যগ্‌রূপে ইচ্ছা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ যেমন ভগবৎপ্রাপ্তি কামনা করেন ভগবানও সেইরূপভাবে সাধকদিগের পূজারাধনা ইচ্ছা করেন।)। (২০অ—২খ—৩সূ—৩সা)।

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্র্যশীতিতম (বালখিল্য-সূক্ত সহিত চতুর্নবতিতম) সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উতো' অপিচ 'ইন্দ্রঃ' 'সুতস্য' অভিষুতস্য 'গোমতঃ' গব্যৈর্মিশ্রণবতঃ 'অস্য'। অধ্যাদেশঃ পূর্ব্ববৎ। দশাপবিত্রেণ পূতস্য সোমস্য 'জোষং' পানরূপাং সেবাং 'প্রাতঃ' সবনে 'মু' ক্ষিপ্রং 'আ মৎসতি'। মদি স্তুত্যাদিষু (ভ্বা০ আ০)। আভিমুখ্যেন স্তৌতি। যদ্বা সোম-সেবাং কাময়তে। তত্র দৃষ্টান্তঃ -'হোতা ইব' যথা হোতা প্রাতঃসবনে দেবানভিষ্টৌতি দেবাংস্তোতুং বাঞ্ছিবাঞ্ছন্তি তদ্বৎ। (২০অ—২খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৭৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে যে ভাবটী বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহার অর্থ এই যে, মানুষই যে কেবলমাত্র ভগবানকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টিত তাহা নয়, ভগবানও মানুষকে আপনার কোলে টানিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। প্রেম কেবলমাত্র একপক্ষের দ্বারা সম্ভবপর নয়, উভয় পক্ষের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিলে যখন উভয় আকর্ষণবিকর্ষণ এক হইয়া যায়, তখনই প্রেম পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। তখনই প্রেমের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। সুতরাং মানুষ যখন ভগবানের কৃপালাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে অথবা যখন তাঁহার প্রেমের পরশ লাভ করিয়া ধন্য হয়, তখন ভগবানের প্রেমাকর্ষণ স্বীকার করিতে হয়। মানুষ যেমন তাঁহার প্রতি প্রধাবিত হয়, তিনিও সেইরূপভাবে মানবের দিকে অগ্রসর হয়েন। তাহা না হইলে সাধারণ মানুষের কি সাধ্য যে, সেই অনন্ত অসীমের সন্ধান পায়? তিনি কৃপা করিয়া মানুষের নিকট আপনাকে ধরা দেন বলিয়াই মানুষ তাঁহাকে ধরিতে পারে। এ যেন ছেলেদের সহিত কাণামাছি খেলা। একটী ছেলে চোক বাঁধিয়া চারিদিকে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে, পিতা ইচ্ছা করিয়া তাহার নিকটে ধরা দিলেন। ছেলে হয়তঃ কখনই তাঁহাকে ছুঁইতে পারিত না, কিন্তু ছেলের নিকট ধরা দেওয়াতেই যে তাঁহার আনন্দ! মানব ভগবানের সন্তান, তিনি মানবের পিতা। মানুষ যখন তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়ায় তখন তিনি আপনা হইতে আসিয়া তাহাকে দেখা দেন, তাহাকে কোলে তুলিয়া নেন। শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে এই সত্য বহু বহু উদাহরণের দ্বারা পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

উদাহরণস্বরূপ ধ্রুবের উপাখ্যানের উল্লেখ করা যায়। ধ্রুব রাজা উত্তানপাদের ঔরসে এবং সুনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বিমাতার জন্য ধ্রুব পিতার নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার জননী সুনীতিদেবী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,— "দুঃখ করোনা বাছা, তুমি পিতৃকোলে স্থান পাও নাই বলিয়া দুঃখিত হইতেছ, তুমি এমন স্থান পাইবার জন্য চেষ্টা কর, যাহা দেবতাগণের দুর্ল্লভ।" মায়ের উপদেশে ধ্রুব ভগবানের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন, তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। 'কোথায় ভগবান্ অনাথের নাথ, বিপদের বন্ধু, আমায় দেখা দাও'—ইহাই তাঁহার জপমন্ত্র। পাহাড় পর্ব্বত, বন জঙ্গল, গিরি কান্তার সেই এক দেবতার অন্বেষণে পরিভ্রমণ করিলেন। যাহার সাক্ষাৎ

পান, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন—'ওগো তোমরা কি জান—কোথায় গেলে শ্রীহরির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়?' বনের পশুপক্ষী, তৃণ-লতাকে পর্য্যন্ত সেই একই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রেমোন্মাদনা চরমে উঠিল, ধ্রুব আপনাকে ভুলিতে বসিলেন। প্রেমের প্রস্রবণ জগৎপিতা আর থাকিতে পারিলেন না, আপনি আসিয়া ধ্রুবকে কোলে করিলেন, ধ্রুবের চিরদিনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, তিনি অমৃতলাভ করিলেন। তিনি এমন পদের অধিকারী হইলেন, যাহা তাঁহার পিতা কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

কিন্তু উদাহরণের মধ্যে আমরা কি দেখিতে পাই? বালক ধ্রুব, ভগবানকে লাভ করিবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষায় ছুটিয়া চলিয়াছে, সে জানে না যে, কোথায় তাহার চিরবাঞ্ছিতের দর্শন মিলিবে। তাহার সাধ্য নাই যে, তাহার ক্ষুদ্রশক্তির দ্বারা সেই অসীমকে আয়ত্ত করিতে পারে, বা তাহার সন্ধান পায়। কিন্তু ভগবানও তো নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়া নাই। তিনিও তাঁহার ভক্তের দিকে অগ্রসর হয়েন। তাই তো বালক ধ্রুবের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা দর্শন করিয়া ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া তাহার নিকট ধরা দিলেন। কিন্তু কখন? যখন ধ্রুবের ব্যাকুলতা চরমে গিয়াছে, তাহার নিজের আত্মবিস্মৃতি আসিতেছে, যখন তিনি পরিপূর্ণভাবে আপনাকে বিতরণ করিয়া—ভগবচ্চরণে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন, তখনই ভগবান্ আসিয়া তাহাকে কোলে করিলেন। যে পর্য্যন্ত না ধ্রুবের হৃদয়ে তীব্রতম আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত না আন্তরিক আকর্ষণের চরম পরিণতি ঘটিয়াছে, সে পর্য্যন্ত তিনি ভগবৎসাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই।

এই উপাখ্যান হইতে আমরা প্রধানতঃ দুইটী বিষয় বুঝিতে পারি। প্রথম কথা,—মানুষ যেমন ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়, ভগবানও তেমনি তাঁহার সন্তান মানবের দিকে অগ্রসর হয়েন। তাহা না হইলে মানুষের পক্ষে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ সম্ভবপর হইত না। ভগবানের কৃপাতেই মানুষ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে, অন্যথায় নহে। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, চাহিবামাত্রই ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। তার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা ও সাধনা চাই।

আমরা অন্য একদিক দিয়া বিষয়টীর আলোচনা করিতে পারি। ভগবানও মানুষের দিকে অগ্রসর হয়েন—তাহার অর্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ভগবানের সহিত মানবের সম্বন্ধের একটু বিচার করিতে হইবে। বিশ্ব, ভগবানেরই বিকাশ। সুতরাং ভগবান যখন মানবের দিকে অগ্রসর হয়েন, তখন তিনি নিজকেই উপভোগের জন্য প্রস্তুত হন। সসীম মানব, সসীম বিশ্ব, সেই অসীমেরই একবিধ বিকাশমাত্র। ভগবান্ নিজকে উপভোগ করিতে পারেন—এই বিশ্বের ভিতর দিয়া। তাই সাধক বলেন—আর সত্যভাবেই তাহা অনুভব করিয়া বলেন,—"আমি না হলে তোমার প্রেম হয় যে মিছে।" অর্থাৎ প্রেম আস্বাদন করিবার জন্য দুই পক্ষ চাই। একপক্ষ ভগবান্ নিজে, অপরপক্ষ মানব। এখানে একটা কথা বুঝিতে হইবে যে, বিশ্বের ভিতর দিয়া সেই চরম একত্বেরই আস্বাদ করা হয়, সেই একই আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া আপনাকে আপনি উপভোগ করেন। এই বিশ্ব সেই বহুধা-বিভক্ত একেরই একটা বিভেদমাত্র! মানব তাঁহারই প্রতিরূপ, মানবের প্রেম

আস্বাদন করাও তাঁহার নিজের মাধুর্য্য উপভোগ করা। এই সসীম ও অসীমের খেলা, তাঁহার লীলামাত্র। লীলার দিক দিয়াই এই সকল তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝা যায়। লীলা স্বীকার না করিলে বিশ্বসৃষ্টির কোনও সদর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হয় নাস্তিকের জড়বাদ গ্রহণ করিতে হয়, অথবা বিশ্বসৃষ্টির মূলে লীলা স্বীকার করিতে হয়। মানবও ভগবানের প্রেম-সম্ভোগ সেই লীলারই রূপভেদ।

আমরা দেখিয়াছি যে, সাধক যখন ব্যাকুলভাবে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টান্বিত হয়েন, অর্থাৎ যখন তাঁহার প্রেম পূর্ণতালাভ করে, তখনই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আবার প্রাকৃতিক নিয়মবশে মধুর রসের কার্য্যকরী শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাই ভগবদারাধনায়—ভক্তির সাধনায় মধুর রসকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়াছে। মধুর রসের সাধনার পরিণতিতে সাধক ও সাধ্যের মধ্যে বিভেদ-জ্ঞান থাকে না - উভয়তঃ স্বরূপতঃ এক হইয়া যান। আমরা পূর্ব্বে ধ্রুবের উদাহরণ প্রদান করিয়াছি। এখানে আবার একটী উদাহরণ দিয়া আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান উদাহরণ রাধিকার প্রেম। রাধিকা মানবাত্মার প্রতিভূ। সেই মানবাত্মা আপনহারা হইয়া বিশ্বাত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথমে একটুখানি আত্মবোধ ছিল, কিন্তু শেষ অবস্থায় আত্মবোধও বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রেমের তীব্রতা ও প্রেমের পরিপূর্ণতা প্রদর্শন করিবার জন্য মানবাত্মাকে রাধিকারূপে, নারীরূপে, প্রকৃতিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। পুরুষ সেই জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ। তিনি তাঁহার দিকে বিশ্বকে আকর্ষণ (কৃষ্ ধাতু আকর্ষণার্থক) করেন বলিয়াই তিনি কৃষ্ণ। কিন্তু তিনি আকর্ষণ করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন। তিনিও আকৃষ্ট হইতেছেন, তিনি মুরলীধ্বনি করিয়াই বসিয়া নাই—একপা একপা করিয়া জীবনযমুনার কূলে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন। রাধিকা যেমন তাঁহার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি রাধিকার দিকে অগ্রসর হইতেছেন—পরিশেষে উভয়ের পরিপূর্ণ মিলন।

এই মিলন, এই একাত্মতা, এই দ্বিত্ব বা বহুত্বের মধ্যে একত্ব বুঝাইবার জন্য সাধক রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকে মানবীয় প্রেম বলিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন, আর মধুর রসের সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্য উহাকে নায়কনায়িকার প্রেম বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। এই পরিপূর্ণ মিলন বুঝাইবার জন্য রাধিকার মুখ দিয়া সাধক বলিতেছেন, গলার হার যে মিলনের অন্তরায়, তাহা দূর করিয়া ফেলিয়া দাও। অর্থাৎ সাধ্য ও সাধকের মধ্যে কোনও ব্যবধান থাকিবে না। এই পূর্ণমিলনই সাধকের কাম্য।

কিন্তু যে ভাবের সাধনা হউক না কেন ভগবান মানবের দিকে অগ্রসর হয়েন, নতুবা মানবের শক্তি নাই যে, সে অনন্তকে ধরিতে পারে। ধ্রুবের অথবা রাধিকার এই উভয়ের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য।

আমরা এই সত্যটীই মন্ত্রের মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট দেখি। সাধক যেমন ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়েন, ভগবানও তেমনি সাধকের দিকে অগ্রসর হয়েন, তাই আরাধ্য ও আরাধকের মধ্যে মিলন সম্ভবপর হয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করা

হয়, তাহা নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"ইন্দ্র প্রাতঃকালে হোতার ন্যায় অভিষুত এবং গব্যযুক্ত সোম সেবার প্রশংসা করিতেছেন।" আমরা কিন্তু সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ পাই নাই। যাহা হউক, আমাদের ব্যাখ্যা ও মতামত পরিষ্কার করিবার পক্ষে আমরা যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। (২০অ—২খ—৩সূ—৩সা)।*

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বণ্মহাঁ২ অসি সূর্য্য বড়াদিত্য মহাঁ২ অসি।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মহস্তে সতো মহিমা পনিষ্টম
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মহ্না দেব মহাঁ অসি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্য' (হে জ্ঞানাধার!) বট্ 'মহান্' (মহত্ত্বসম্পন্নঃ, জ্ঞানরূপস্য শ্রেষ্ঠৈশ্বর্য্যস্য অধিকারী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) 'বট্' (ইদং সত্যং); 'আদিত্য' (অনন্তস্য অঙ্গীভূত হে দেব!) বট্ 'মহান্' (মহত্ত্বসম্পন্নঃ, অনন্তসৎকর্ম্মরূপস্য শ্রেষ্ঠস্য বলস্য অধিকারী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) 'বট্' (ইদং সত্যং); 'মহঃ' (মহতঃ) 'সতঃ' (সৎস্বরূপস্য) 'তে' (তব) 'মহিমা' (মহত্ত্বং—বলৈশ্বর্য্যপ্রদঃ ইত্যর্থঃ) 'পনিষ্টম' (পনস্যতি, স্তোতৃভিঃ স্তূয়তে, সাধকৈঃ পরিস্তূয়তে ইত্যর্থঃ); 'দেব' (হে দীপ্তিদানাদিগুণান্বিত!) বট্ 'মহ্না' (মহত্ত্বেন—জীবহিতসাধনেন ইত্যর্থঃ) 'মহান্' (প্রসিদ্ধঃ, শ্রেষ্ঠঃ) 'অসি' (ভবসি)। মন্ত্রোঽয়ং ভগবন্মাহাত্ম্য-খ্যাপকঃ; অন্তর্নিহিত প্রার্থনা—হে ভগবন্! অস্মান্ প্রতি ভবতঃ সর্ব্বং মাহাত্ম্যং প্রকটং ভবতু। (২০অ—২খ—৪সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানাধার! আপনি মহত্ত্বসম্পন্ন অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ শ্রেষ্ঠৈশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েন—ইহা সত্য; অনন্তের অঙ্গীভূত হে দেব! আপনি মহত্ত্ব-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অশীতিতম (বালখিল্যসূক্ত সহিত চতুর্নবতিতম) সূক্তের দশমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সম্পন্ন অর্থাৎ অনন্ত-সৎকর্ম্ম-রূপ শ্রেষ্ঠ বলের অধিকারী হয়েন—ইহা সত্য; মহৎ সৎস্বরূপ আপনার বলৈশ্বর্য্যপ্রদ মহত্ত্ব সাধকগণ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হয়; হে দীপ্তিদানাদিগুণান্বিত আপনি মহত্ত্বের দ্বারা—জীবের হিত-সাধনের দ্বারা—মহান্ প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ হইয়া আছেন। (মন্ত্রটী ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক; অন্তর্নিহিত প্রার্থনা—হে ভগবন্! আমাদিগের প্রতি আপনার সকল মহিমা প্রকট হউক।)॥ (২০অ—২খ—৪সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সূর্য্য'! ত্বং 'মহান্' তেজসা অধিকঃ 'অসি' 'বট্' সত্যং নৈতস্মিন্মিথ্যোক্তার্থঃ। হে 'আদিত্য' অদিতেঃ পুত্র! ত্বং 'মহান্' বলেনাপ্যধিকঃ 'অসি' 'বট্' সত্যমেব। হে 'সনিষ্টম' অতিশয়েন স্তোতৃভিঃ স্তুত্যঃ। যদ্বা, অতিশয়েন ব্যবহারকুশলঃ। 'মহঃ' মহতঃ 'সতঃ' ভবতঃ 'তে' তব 'মহিমা' স্তোতৃভিঃ স্তূয়তইতি শেষঃ। সনিষ্টম স্তোতৃভিরস্মাভিঃ স্তূয়ত ইতি বা। হে 'দেব' দ্যোতনাদি-গুণ-যুক্ত! ত্বং 'মহ্না' মহত্ত্বেন 'মহান্' সর্ব্বৈঃ পূজনীয়ঃ 'অসি' ভবসি। (২০অ—২খ—৪সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৭৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

———:*:———

এই সাম-মন্ত্রে যে কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, তাহার মধ্যে 'সূর্য্য' ও 'আদিত্য' পদ প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐন্দ্র সূক্তের মধ্যে এই মন্ত্রের সন্নিবেশ দেখি। তাহাতে ইন্দ্রই 'সূর্য্য' সম্বোধনে আহূত হইয়াছেন—প্রতিপন্ন হয়।

এইখানে দেবতত্ত্বের বিষয় প্রণিধান করার আবশ্যক হয়। দেবতাই বা কে, আর ভগবানই-বা কে? ইন্দ্রই বা কে, আর সূর্য্য বরুণ মিত্র বায়ু অগ্নি প্রভৃতিই বা কে? নাম রূপ বিভিন্ন হইলেও বস্তুগত যে কোনও পার্থক্য নাই, তাই স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়। সাগরের জলও জল, নদীর জলও জল, হ্রদ-তড়াগ-পুষ্করিণীর জলও জল। নাম-রূপের পার্থক্য হইলেও, জল যে বস্তু, তাহাতে কোনই পার্থক্য নাই। এই জন্যই নদীর জলকেও জল বলে, সমুদ্রের জলকেও জল বলে, হ্রদ-তড়াগ পুষ্করিণীর জলকেও জল বলে। স্রষ্টার সহিত সৃষ্ট বস্তুর উপমা-বিন্যাস করিতেছি;—সে কেবল আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞেরই বোধোদয়ের জন্য। দেবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলেই ইন্দ্রও যে সূর্য্য-সম্বোধনে সম্বোধিত হইতে পারেন, তাহা আপনিই হৃদয়-দর্পণে প্রতিভাত হয়। ভগবদ্বিভূতি সদ্ভাব—যতই বিচ্ছিন্ন অবস্থিত হউক না কেন, মূলতঃ সকলই অভিন্ন। এই আলোচনায় তাহাই উপলব্ধি হয়।

যেমন 'সূর্য্য' ও 'আদিত্য' পদ অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করিতেছে, সেইরূপ মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী 'মহান্' পদ বহির্দৃষ্টি উন্মুক্ত করিতেছে। মন্ত্রে প্রথম বলা হইয়াছে,—'হে সূর্য্যদেব!

তুমি মহান্—ইহা সত্য!' তার পর, আবার বলা হইয়াছে,—'হে আদিত্য! তুমি মহান—ইহা সত্য।' একই 'মহান' শব্দ দুইবার প্রয়োগে কি সার্থকতা আছে—এখানে তাহাই বিবেচনার বিষয়। সংসারী মানব প্রধানতঃ দুইটী বিষয়ের কামনা করে। সে চায়—ঐশ্বর্য্য। সে চায়—শক্তিসামর্থ্য। ঐশ্বর্য্য ও বল এই দুইটী মানুষের প্রধান আকাঙ্ক্ষণীয়। এখানে সূর্য্য সম্বোধনে দেবতাকে যে 'মহান' বলা হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম তিনি শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। একটু বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়, সে ঐশ্বর্য্য—জ্ঞান। তাই তাঁহার সম্বোধন—হে সূর্য্য (হে জ্ঞানধার)। দ্বিতীয়তঃ 'আদিত্য' সম্বোধনে তাঁহাকে যে 'মহান' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, সে 'মহান' পদের ভাব—তিনি শ্রেষ্ঠ বলের অধিকারী। বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়—শ্রেষ্ঠ কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ বলের উৎপাদক, অশেষ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম মানুষকে অশেষ বলে বলী করে। তাই দেবতার সম্বোধন 'আদিত্য'—অনন্তের অঙ্গীভূত অশেষ কর্ম্মের প্রাপক।

মন্ত্রের উপসংহারে আছে—'মহ্না মহান্'। এখানে সম্বোধন পদ 'দেব'। দেবতার মহান মহত্ব দীপ্তিদানাদি। 'দেব' সম্বোধনে এখানে তাঁহার দাতৃত্বের মহিমাই ব্যক্ত করিতেছে। যিনি জ্ঞানের আধার, জ্ঞানবিতরণেই তাঁহার মহত্ব প্রকটিত। যিনি বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি, বলৈশ্বর্য্য প্রদানে তাঁহার মহত্ব প্রকাশ পায়। যিনি দেব, দীপ্তিদানাদিই তাঁহার মহত্বের বিদ্যোতক। এইরূপে বিভিন্ন 'মহান' পদে দেবতার অশেষ জ্ঞানের ও বলৈশ্বর্য্যের এবং জীবহিতসাধনে তাহা বিনিয়োগের ভাব প্রাপ্ত হই। মন্ত্রটী দেবতার মাহাত্ম্যপ্রকাশক হইলেও, একটি প্রার্থনার ভাব উহার অন্তর্নিহিত আছে। সে প্রার্থনা,—"হে ভগবন্! আমাদিগের প্রতি আপনার সকল মাহাত্ম্য প্রকট হউক।" (২০অ—২খ—৪সূ—১সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১　২　৩　১২　৩১
বট্ সূর্য্য শ্রবসা মহাঁ২

২　৩১　২　৩১　২
অসি সত্রা দেব মহাঁ২ অসি।

৩２　৩১２　৩ক২র　১২১
মহ্না দেবানামসুর্য্যঃ পুরোহিতো

৩২উ　৩১২
বিভু জ্যোতিরদাভ্যম্॥ ২॥

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাধিকশততম সূক্তের একাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—৫দে—৫খ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'মহ্না' পদ 'অদ্ধা' রূপ গ্রহণ করিয়া আছে দেখা যায়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্য' (হে জ্ঞানদেব!) বৎ 'সট্' (সত্যমেব) 'শ্রবসা' (বলেন, শক্ত্যা) 'মহান্' 'অসি' (ভবসি); 'সত্রা' (সত্যমেব) 'দেব' (হে দেব!) বৎ 'মহান্' 'অসূর্য্যঃ' (অসুরাণাং হন্তা, অজ্ঞানতানাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); 'মহ্না' (মহত্ত্বেন) 'দেবানাং' (দেবতাবানাং) 'পুরোহিতঃ' (অগ্রবর্ত্তী, শ্রেষ্ঠতমঃ ইত্যর্থঃ) ভবসি ইতি শেষঃ; অপিচ তব 'জ্যোতিঃ' 'বিভু' (সর্ব্বত্রব্যাপ্তং) তথা 'অদাভ্যং' (কেনাপি অহিংসিতং, সর্ব্বৈরাকাঙ্ক্ষণীয়ং ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানং হি পরমং বল', জ্ঞানাৎ পরতরং নহি—ইতি ভাবঃ॥ (২০অ-২খ-৪সূ-২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি সত্যই শক্তিদ্বারা মহান্ হয়েন; সত্যই হে দেব! আপনি মহান্ হয়েন, অজ্ঞানতানাশক হয়েন; মহত্ত্বের দ্বারা দেবতাগণসমূহের শ্রেষ্ঠতম হয়েন; অপিচ, আপনার জ্যোতিঃ সর্ব্বত্র-ব্যাপ্ত এবং সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানই পরমবল, জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই।)। (২০অ—২খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সূর্য্য'! 'শ্রবসা' শ্রবণেন 'মহান্' সর্ব্বাধিকঃ 'অসি'। যদ্বা, 'শ্রবসা' অন্নেন 'মহান্' দাতা 'অসি' স্তোতৃভ্যো দদাসি। 'সট্' সত্যং। হে 'দেব' দ্যোতমান! সূর্য্য! ত্বং 'দেবানাং' মধ্যে 'মহ্না' মহত্ত্বেন মহানধিকঃ 'অসি' 'সত্রা' সত্যমেব। 'অসূর্য্যঃ' অসুরাণাং হন্তা চাসি। কিঞ্চ, 'দেবানাং' কাময়মানানাং স্তোতৃণাং বা 'পুরোহিতঃ' অসি হিতোঽসি হিতোপদেষ্টাসি বহু-হিত-কার্য্যসি। অথবা 'পুরোহিতঃ' পুরতো নিহিতোঽসি। কিঞ্চ তব 'জ্যোতিঃ' তেজঃ 'বিভুঃ' ব্যাপ্তং সর্ব্বতঃ 'অদাভ্যং' কেনাপ্যহিংস্যঞ্চ। ২।

ইতি বিংশাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বিতীয় (১৭৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

আমরা প্রথমেই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"হে সূর্য্য! তুমি শ্রবণে মহান্, একথা সত্য। তুমি দেবগণের মধ্যে মহিমায় মহান্, একথা সত্য। তুমি শত্রুবিনাশী, তুমি দেবগণের হিতোপদেষ্টা, তোমার তেজ মহৎ এবং অহিংসনীয়।" অন্ত

একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"হে সূর্য্য! তুম অন্নকে দ্বারা বড়ে দাতা হো ইয়াহ বাত সত্য হ্যায়। হে দ্যুতিমান্ সূর্য্য তুম দেবতাওমে মহত্বকে কারণ সবসে বড়ে হো ইয়াহ সত্য হী হ্যায়। অসুরোকা নাশকর্ত্তা আউর দেবতাওকা বড়া হিতকারী হ্যায় তুম্হারা তেজ ব্যাপ্ত আউর কিসীসে ন দবনেওয়ালা হ্যায়।"

উভয়ত্রই সূর্য্যের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সূর্য্য কে? যাঁহার কৃপায় জগৎ প্রকাশিত হয়, যাঁহার কৃপায় বিশ্ব আলোক লাভ করে, সেই সূর্য্যদেবই এই মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা। সেই মহান্ দেবতার মহিমা মন্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদে 'শ্রবসা' পদের অর্থ করা হইয়াছে—'শ্রবণে'; কিন্তু শ্রবণে মহান এই অংশ দ্বারা কোনও সুষ্ঠুভাবই পরিস্ফুট হয় না। ভাষ্যকারও এই অর্থ দিয়াছেন বটে, কিন্তু এই সঙ্গে আর একটী অর্থও দিয়াছেন, তাহা—'অন্নেন'। 'অন্ন' শব্দ শক্ত্যর্থক। আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। (২০অ—২খ—৪সূ-২সা)। *

—— * ——

চতুর্থ সূক্তের গেয়-গান।

৫　৩র ২　৪৫র　১র　র　১ র২
বণ্ম ৫৮ মা ৩। সিস্থরিয়া। বড়াদিত্যামহা৮ অসা ২৩ য়ি। মাহস্তেসা ৩১২৩।

৪র　১র র২　৪ ৫　৪
হোমহিত্যাপনা ৫ য়িইবা। মাহাদেবা ৩১২৩। মহোবা। আ ৫ গো ৬

৫　৫র　৫র২　৪র ৫　১র র র
হারি। মহা। দেবা ৩। মহা৮ অসারি　মহ্নদেবমহা৮ অসা ২৩

১র ২　৪র　১র র২
য়ি। বাম্বর্যাশ্রা ৫১২৩। বসামহা৮ ৫ অসারি। সাত্রাদেবা ৩১২৩।

৪ ৫　৪　৫　৫র　৩র২　৪র ৫
মহোবা। আ ৫ যো ৬ হারি। সত্রা। দেবা ৩। মহা৮ অসারি।

১র র　র　১র র২　৪র
সত্রাদেবমহা৮ অসা ২৩ য়ি। মাহ্নাদেবা ৩১২৩। নামসূর্য্যাপুপুরো ৫ হিতাঃ।

১　র ২　৪ ৫　৪　৫
সাহিভুজোতা ৩১২৩ য়িঃ। অদোবা। ভা ৫ যো ৬ হায়ি॥ ২৩॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের নবতিতম (বালখিল্যসূক্তসহিত একাধিকশততম) সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়গান আছে। উহার নাম যথা;—"গৌরীবিতম্"।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
উপ নো হরিভিঃ সুতং যাহি মদানাং পতে।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
উপ নো হরিভিঃ সুতম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদানাং পতে' (আনন্দানাং অধিস্বামিন, হে পরমানন্দনিলয়) ত্বং 'হরিভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ সহ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতং' (শুদ্ধসত্বং, সৎকর্ম্ম) 'উপ যাহি' (প্রতি আগচ্ছ); 'উপ' (উপেত্য, আগত্য চ) 'হরিভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ, জ্ঞানকিরণবিস্তারৈঃ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতং' (শুদ্ধসত্বং সুকর্ম্ম বা) পরিপোষয় ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং কর্ম্ম জ্ঞানেন সহ মিলিতং ভবতু; তেনৈব পরমানন্দং লভেমহি॥ (২০অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আনন্দের অধিস্বামিন্ (পরমানন্দনিলয়)! আপনি জ্ঞানকিরণ-বিস্তারের সহিত আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বের বা সৎকর্ম্মের প্রতি আগমন করুন; এবং আগমন করিয়া, জ্ঞানকিরণ-বিস্তারের দ্বারা আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বকে বা সুকর্ম্মকে পরিপোষণ করুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম জ্ঞানের সহিত মিলিত হউক; তদ্দারাই আমরা যেন পরমানন্দ প্রাপ্ত হই)॥ (২০অ—৩খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'মদানাম্পতে'। মাদ্যন্ত্যনেনেতি মদাঃ সোমাঃ। মদোহনুপসর্গে (৩,৩৬৭) ইতি করণে অপ্ প্রত্যয়ঃ। সোমানাং স্বামিন্! ইন্দ্র! 'হরিভিঃ'। আশ্রিতেন হরিরিত্যাদিষু বহুনামখ্যানাং শ্রুতেরত্রাপি শত-সহস্র-সংখ্যাকৈঃ সহ 'নঃ' অস্মাকং যজ্ঞে 'সুতং' অভিষুতং সোমং 'উপ যাহি' তৎপানার্থং শীঘ্রমাগচ্ছ। পুনরুপনইত্যাদিরাদরার্থা॥ ১॥

* * *

প্রথম (১৭৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রে যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে দেবতার প্রতি অভক্তি আসে এবং দেবপূজকগণের প্রতি অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। মূলে 'মদানাং পতে' পদ আছে। তাহা হইতে 'মাদ্যন্ত্যনেনেতি মদঃ সোমঃ' এইরূপ ব্যাখ্যা-মূলে সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের অধিস্বামী বলিয়া দেবতাকে নির্দ্দেশ করা হয়। সোমরস-মাদক-দ্রব্য পাইলেই যেন সে দেবতার তৃপ্তি হয়। তাহাতেই যেন তিনি বিভোর হইয়া আছেন। এইরূপ ভাব পরিগ্রহণানন্তর সেই দেবতাকে যেন বলা হইতেছে,—'আমরা সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি; আপনি আপনার ঘোটকসমূহে আরোহণ করিয়া শীঘ্র আসিয়া তাহা পান করুন।' মূলে দুইবার 'উপ নঃ সুতং' বাক্যাংশ আছে। তাহাতে যেন সেই মন্ত্রপাঠী বা মন্ত্রের অধিকারী দেবতাকে আসিবার জন্য আদর করিয়া পুনঃপুনঃ আহ্বান করা হইয়াছে।

কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ অন্য ভাব দ্যোতনা করে। প্রথমতঃ 'মদানাং পতে' পদদ্বয়ে সেই পরমানন্দের অধিপতি আনন্দের নিলয়-স্বরূপ ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। সে আনন্দ—তুচ্ছ মাদক দ্রব্য পানের আনন্দ নহে; মানুষের দুঃখনাশজনিত যে আনন্দ—সেই আনন্দের বিষয়ই এখানে প্রখ্যাত দেখি 'হরিভিঃ' পদে 'ঘোটকসমূহের দ্বারা' অর্থ আমরা গ্রহণ করি না। ঐ দেবতাকে মনুষ্য-প্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিলেও এককালে একাধিক ঘোটকে কেমন করিয়া তিনি আরোহণ করিবেন, তাহাও কল্পনা করিতে পারি না। ঐ 'হরিভিঃ' পদ বেদের বহুস্থলে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার সর্ব্বত্রই ঐ পদে 'জ্ঞানকিরণসমূহের দ্বারা' অর্থই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। ভাব এই যে,—'আমাদিগের কর্ম্ম জ্ঞানসমন্বিত হউক; অর্থাৎ, জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিভিন্ন দিক্ দিয়া বিভিন্ন প্রকারে বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদিগের কর্ম্মকে বিশুদ্ধ ভাব প্রদান করুক। ফলতঃ, অজ্ঞানতা-বশে আমরা যেন কোনও অপকর্ম্ম করিয়া না ফেলি।' এইরূপে, আপনি সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া, আপনাকে সৎকর্ম্মে লীন করিয়া, আপনার মধ্যে ভগবানকে পাইবার কামনা করা হইয়াছে। তাহাই এখানকার প্রার্থনা। সেই প্রার্থনার বিষয়ও বিবেচনা করিয়া দেখুন। সে প্রার্থনা কি? না 'উপ নঃ সুতং যাহি।' যেখানেই 'সুতং' পদ দেখিয়াছি, তাহার সর্ব্বত্রই শুদ্ধসত্ত্ব, ভক্তি বা সৎকর্ম্ম অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানেও 'সুতং' পদে সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। বলা হইতেছে,—আমাদিগের ভক্তির নিকট, আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বের নিকট, আমাদিগের সৎকর্ম্মের নিকট, আপনি আগমন করুন। অর্থাৎ, আমাদিগের সকল কর্ম্ম ভগবৎসম্বন্ধযুত হউক;—এইরূপ প্রার্থনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

'উপ নঃ হরিভিঃ সুতং" বাক্যাংশ মন্ত্রে দুই বার প্রযুক্ত হইয়াছে। সকলেই মনে করেন—উহা একই উদ্দেশ্যসাধক। উহা দ্বারা 'এস—তুমি এস' এই বাক্য যেন দুই বার

উচ্চারণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ বাক্যাংশ দুই বার প্রয়োগে দুই প্রকার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম বলা হইয়াছে,–'এস, হে ভগবন্, এস আমার কর্ম্মের মধ্যে জ্ঞান-সম্বন্বিত হইয়া এস; আমার কর্ম্ম যেন তোমার সহিত কদাচ সম্বন্ধশূন্য না হয়।' তার পর, দ্বিতীয় প্রার্থনায় বলা হইতেছে,–'আমার কর্ম্মকে তুমি জ্ঞানের দ্বারা পরিপোষণ কর; অর্থাৎ, আমার কর্ম্ম যেন জ্ঞান পরিশূন্য না হয়; আমি যেন অজ্ঞানের স্থায় কর্ম্ম কদাচ না করি।' মন্ত্রাংশের পুনরুল্লেখে, এই দুই রূপ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (২০অ ৩খ–১সূ—১সা) । *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ২র ২র৩ ১ ২ ৩১র ২র ৩ ১ ২

দ্বিতা যো বৃত্রহন্তমো বিদ ইন্দ্রঃ শতক্রতুঃ

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ॥ ২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতুঃ' (বহুকর্ম্মা, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'বৃত্রহন্তমঃ' (নিঃশেষং পাপনাশকঃ) 'যঃ ইন্দ্রঃ' (যঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'দ্বিতা বিদে' (উগ্রঃ তথা শান্তঃ ইতি দ্বিপ্রকারেণ সর্ব্বৈঃ জ্ঞায়তে) সঃ দেবঃ 'হরিভিঃ' (পাপহারকৈঃ জ্ঞানকিরণৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতং' (বিশুদ্ধং – হৃদ্বিহিতং শুদ্ধসত্ত্বং ইতি যাবৎ) 'উপ' (উপাগচ্ছতু গ্রহণার্থং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ বজ্রাদপি কঠোরঃ কুসুমাদপি কোমলঃ ভবতি; সঃ কৃপয়া অস্মাকং পূজোপচারং গৃহ্ণাতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ ৩খ ১সূ –২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রিনবতিতম সূক্তের একত্রিংশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (২অ ৪খ–৪দ–৬সা) পরিদৃষ্ট হয়।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। অনুবাদাদি উদ্ধৃত করা বাহুল্য-মাত্র।

'হরিঃ' শব্দ উপলক্ষে পণ্ডিতগণের নানা গবেষণা দেখিতে পাই। নিরুক্তে (নি০ ১।১৫।১) হরি ইন্দ্রের অশ্ব নামে অভিহিত হয়। কিন্তু ইন্দ্রই বা কি, আর অশ্বই বা কি, তাহা বিশ্লেষণ করিলেই মূল-তত্ত্ব বোধগম্য হয়।

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন, নিঃশেষে পাপনাশক যে ভগবান্ ইন্দ্রদেব উগ্র এবং শান্ত এই দুই প্রকারে সকলের দ্বারা জ্ঞাত হয়েন, সেই দেবতা পাপহারক জ্ঞানকিরণের সহিত আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের জন্য আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল হয়েন; তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের পূজোপচার গ্রহণ করুন।)॥ (২০অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বৃত্রহন্তমঃ' অতিশয়েন বৃত্রস্য হন্তা 'শতক্রতুঃ' নানাবিধ-কর্ম্মা 'যঃ ইন্দ্রঃ' 'দ্বিতা' দ্বিধা 'বিদে'। বৃত্র-বধাদৌ উগ্রকর্ম্মা, জগদ্রক্ষণ-কালে শান্তকর্ম্মেতি দ্বি-প্রকারেণ বিদে। সর্ব্বৈর্জ্ঞায়তে। বিদ জ্ঞানে (অদা০ প০), কর্ম্মণি লিটি তস্য ত-প্রত্যয়স্য লোপস্ত আত্মনেপদেষু (৭।১।৪১) ইতি ত-লোপঃ। স ত্বং 'হরিভিঃ' সহ 'সুতং' সোমং 'নঃ' অস্মাকং 'উপ' যাহি॥ (২০অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৭৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

———— •:‡ • ‡:• ————

'বৃত্রহন্তমঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'অতিশয়েন বৃত্রস্য হন্তা' অর্থাৎ যিনি বিশেষভাবে বৃত্রকে বিনাশ করেন। 'বৃত্র' যদি প্রচলিত মতানুযায়ী অসুরবিশেষ হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যাখ্যায় 'অতিশয়েন' পদের কি সার্থকতা থাকিতে পারে? বৃত্র নামক অসুরকে নিধন করিলে সে তো মরিয়াই গেল, তবে তাহাকে আবার বিশেষভাবে নিধন করার দ্বারা কি ভাব বুঝাইতে পারে। 'বৃত্র' বলিতে যদি বহু অসুর বুঝায় অথবা বৃত্রবংশীয় অসুরসমূহকে লক্ষ্য করে, তাহা হইলে বলা যায় যে, 'অতিশয়েন' পদের একটা সার্থকতা আছে। কারণ সেই পদের দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, ইন্দ্রদেব সেই সমস্ত অসুর অথবা সেই অসুরবংশকে নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। কিন্তু কোথায়ও এরূপ ইঙ্গিত পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না যে, 'বৃত্র' নামধেয় বহু অসুর আছে অথবা 'বৃত্রবংশ' নামে কোনও অসুরবংশ আছে। সুতরাং ভাষ্যের এই ব্যাখ্যা যদি গ্রহণ করিতে হয়, তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, 'বৃত্র' বলিতে প্রচলিত অর্থে গৃহীত বৃত্রাসুর ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু বুঝায়, যাহার আংশিক ধ্বংস এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস এই উভয়ই সম্ভবপর। একটী প্রচলিত হিন্দী ব্যাখ্যাতে 'বৃত্রহন্তমঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে "বৃত্রাসুর বা পাপকা অত্যন্তনাশক"। এই ব্যাখ্যাকার উভয়দিক বজায় রাখিবার চেষ্টায় দুইটী অর্থ প্রদান করিয়াছেন আমাদের মতে দ্বিতীয় অর্থাৎ 'পাপনাশক' অর্থই সঙ্গত। ভাষ্যকারও কোন কোনও স্থলে এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, 'বৃত্রহন্তমঃ' পদের অর্থ 'বৃত্রনাশকঃ' গৃহীত হইলেও 'বৃত্র' শব্দে হাত-পাবিশিষ্ট কোনও অসুরকে বুঝায় না। 'তম' প্রত্যয়ান্ত পদের অন্যবিধ অর্থ সঙ্গত হয় না। আমরা পূর্ব্বাপরই 'বৃত্র' পদে 'পাপ' 'অজ্ঞানতা' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, বর্ত্তমানক্ষেত্রেও তাহার অন্যথার কোন কারণ দেখা যায় না।

মন্ত্রান্তর্গত 'দ্বিতাবিদে' পদদ্বয় বিশেষভাবে প্রনিধান-যোগ্য। উহার ভাষ্যার্থ, "বৃত্রবধাদৌ উগ্রকর্ম্মা জগদ্রক্ষণকালে শান্তকর্ম্মেতি দ্বিপ্রকারেণ সর্ব্বৈঃ জ্ঞায়তে।" অর্থাৎ বৃত্রবধাদি সময়ে তিনি উগ্রকর্ম্মা, আবার জগৎরক্ষার সময় শান্তকর্ম্মা। ভগবান্ প্রয়োজনবশে বজ্র হইতেও কঠোর হয়েন, আবার স্থলবিশেষে মাতা অপেক্ষাও কোমল হৃদয়। পাপবিনাশের সময় তাঁহার প্রলয়বিষাণ গর্জ্জিয়া উঠে, ধ্বংসের উন্মাদনায় জগৎ কম্পিত হয়, আবার যখন তিনি ভক্তের নিকট, সাধকের নিকট উপস্থিত হয়েন, তখন তাঁহার স্নেহকোমলহৃদয় মাতৃহৃদয়কেও পরাজিত করে। তাই মানুষ তাঁহাকে দুইরূপে, রুদ্র ও শান্তরূপে দেখিতে পায়। 'দ্বিতাবিদে' পদদ্বয়ে এই দুই রূপের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে, সেই পরম দয়াল প্রভু কৃপা করিয়া দীন অকিঞ্চন আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপহার যেন গ্রহণ করেন। আমাদের নিজস্ব বলিতে কিছুই নাই। তাঁহার চরণে নিবেদন করিবার মত কোন বস্তু নাই। হৃদয়ের ভাব-কুসুমাঞ্জলি ইহাও তাঁহারই দান। তাঁহারই দেওয়া উপচার দিয়া তাঁহারই পূজা করিবার চেষ্টা করিতেছি, তিনি দয়া করিয়া আমাদের এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

এই মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদ একটী—"শ্রেষ্ঠ বৃত্রহা শতক্রতু ইন্দ্র দুই প্রকারে জ্ঞাত হয়েন। সেই তুমি হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিষুত সোমের নিকট আগমন কর।" অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"বৃত্রাসুর পাপকা অত্যন্ত নাশক আউর অনেকো প্রকারকে পরাক্রমওয়ালা জো ইন্দ্র বৃত্রবধ আদিমে উগ্র আউর জগৎকো রক্ষাকে সময় শান্ত ইসপ্রকার দো রূপওয়ালা সবোসে জানা জাতা হায়। অশ্বোকে দ্বারা হমারে যজ্ঞমে অভিষুত সোমকে পীনেকো শীঘ্র আওয়ে।" (২০-৩খ-১সূ-২সা)। *

— — • — —

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১র ২র ৩র ২র ২র ৩ ১ ২
ত্বং হি বৃত্রহন্নেষাং পাতা সোমানামসি।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বাসপ্ততম (বালখিল্য সূক্তসমেত ত্রিনবতিতম) সূক্তের দ্বাত্রিংশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহন্' (পাপনাশক হে দেব!) 'ত্বং হি' (ত্বমেব) 'এষাং' (অস্মদীয়ানাং হৃন্নিহিতানাং) 'সোমানাং' (শুদ্ধসত্ত্বানাং) 'পাতা' (রক্ষকঃ অথবা পাতা, গ্রহীতা) 'অসি' (ভবসি); হে দেব! 'হরিভিঃ' (পাপহারকৈঃ জ্ঞানকিরণৈঃ সহ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতং' (বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং—পাতুং, গ্রহীতুং ইতি যাবৎ) 'উপ' (উপাগচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মাকং হৃন্নিহিতং শুদ্ধসত্ত্বরূপং পূজোপচারং গৃহ্লাতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ-৩খ-১সূ-৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপনাশক হে দেব! আপনিই আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের রক্ষক (অথবা গ্রহীতা) হয়েন; হে দেব! পাপহারক জ্ঞান-কিরণের সহিত আমাদের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব গ্রহণ করিবার জন্য আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপচার গ্রহণ করুন।)॥ (২০অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বৃত্রহন্' বৃত্রস্য পাপস্য বা হন্তঃ! ইন্দ্র! 'হি'-শব্দো হেত্বর্থে। যস্মাৎ ত্বং 'এষাং' অস্মদীয়ানাং 'পাতা' পানকর্ত্তা 'অসি' ভবসি। এষামিতি ইদমোঽন্বাদেশে অশাদেশোঽনুদাত্তশ্চ (২।৪।৩২)। অতস্ত্বমশ্বৈঃ সহ সোমং পাতুমুপযাহি আগচ্ছ। (২০অ-৩খ—১সূ-৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৭৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানকে লাভ করিবার উপায় যেমন শুদ্ধসত্ত্ব, তেমনি আমাদের হৃন্নিহিত সেই পরমবস্তুটী ভগবানের কৃপাতেই রক্ষিত হয়। আবার তাঁহার পূজার জন্যই ইহার সত্তিকার প্রয়োজন। মন্ত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—'ত্বং হি সোমানাং পাতা'—আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের একমাত্র রক্ষক ও গ্রহীতা। 'পাতা' শব্দের দুইটী অর্থ সম্পাদিত হয়। 'পাতা' শব্দ 'পা' ধাতু-নিষ্পন্ন। 'পা' ধাতুর দুইটী অর্থ হয়, একটীর অর্থ পালন করা, অন্যটীর অর্থ পান করা। বর্ত্তমানস্থলে 'পা' ধাতুর এই উভয় অর্থই সঙ্গতবোধে গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান্ আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বকে রিপুর-পাপের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, সেইজন্য তিনি শুদ্ধসত্ত্বের রক্ষক। আবার মানুষের মনে সৎপ্রবৃত্তিবিকাশের সাহায্য করিয়া তাহা

পালনও করেন। এই দিক দিয়া 'পা' ধাতুর পালনার্থক এবং রক্ষার্থক অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

অপরপক্ষে ভগবানের জন্য, হৃদয়ে তাঁহার স্পর্শলাভ করিবার জন্যই মানুষের শুদ্ধসত্ত্বের সার্থকতা। ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠতম উপকরণ—শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবান যখন আমাদের পূজা আরাধনা গ্রহণ করেন, তখনই সেই আরাধনা পূজা সার্থক হয়। ভগবানের গ্রহণের জন্যই হৃদয়ের পবিত্র ভাবকুসুমাঞ্জলি রক্ষিত হয়, এবং তাঁহার গ্রহণেই ইহার সার্থকতা। তাই এখানে 'পাতা' পদের 'গ্রহীতা' অর্থও সঙ্গত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে যথা—"হে বৃত্রহা, যেহেতু তুমি এই সোম-সমূহের পানকর্ত্তা, অতএব হরিগণের সহিত অভিষুত সোমের নিকট আগমন কর।" (২০অ—৩থ—১সূ-৩সা)॥ *

—•—

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩

প্র বো মহে মহে বৃধে ভরধ্বং

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

প্রচেতসে প্র সুমতিং কৃণুধ্বম্।

১ ২ ৩ ১র ২র

বিশঃ পূর্ব্বীঃ প্রচর চর্ষণিপ্রাঃ॥ ১॥

* * *

মন্ত্রার্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যূয়ং) 'মহেবৃধে' (মহতাং ধনানাং বর্দ্ধয়িত্রে, পরমধনদাত্রে) 'মহে' (মহতে, মহত্ত্বসম্পন্নায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্র ভরধ্বং' (প্রকর্ষেণ সম্পাদয়ত—আরাধনাং ইতি যাবৎ) 'প্রচেতসে' (প্রকৃষ্টজ্ঞানায়, সর্ব্বজ্ঞায় দেবায় পরমজ্ঞানদাত্রায় বা) 'সুমতিং' (সুষ্ঠু স্তুতিং, সৎকর্ম্মাত্মকাং প্রার্থনাং) 'প্রকৃণুধ্বং' (বিশেষেণ কুরুত, সম্পাদয়ত); হে দেব! 'চর্ষণিপ্রাঃ' (সাধকানাং আত্মোন্নয়নকারী, অভীষ্টপূরকঃ বা) ত্বং, 'পূর্ব্বীঃ' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'বিশঃ' (লোকান্, অস্মান্ ইত্যর্থঃ) 'প্রচর' (অভ্যাগচ্ছ,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বাশীতিতম (বালখিল্যসূক্তসমেত ত্রিনবতিতম) সূক্তের ত্রয়স্ত্রিংশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রাপয়) হে দেব! ত্বৎপ্রাপ্তয়ে বয়ং সৎকর্ম্মসাধনেন সমর্থাঃ ভবেম; ত্বং কৃপয়া অস্মান্ প্রাপয়। ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ ৩খ—২সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ। তোমরা পরমধনদাতা সত্ত্বসম্পন্ন দেবতার জন্য অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য, আরাধনা প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন কর; পরমাত্মান লাভের জন্য সৎকর্ম্মাত্মিকা প্রার্থনা বিশেষরূপে সম্পন্ন কর; হে দেব! সাধকদিগের আত্মোন্নয়নকারী আপনি, প্রার্থনাকারী আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনাকে পাইবার জন্য আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হই; আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন) (২০অ—৩খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মদীয়া জনাঃ। 'বঃ' যূয়ং 'মহে বৃধে' মহতাং ধনানাং বর্দ্ধয়িত্রে অতএব 'মহে' মহতে ইন্দ্রায় 'প্রভরধ্বং' সোমান্ প্রণয়ত। 'প্রচেতসে' প্রকৃষ্ট-মতয়ে ইন্দ্রায় সুমতিং সুষ্ঠু মননীয়ং স্তোত্রং 'প্র কৃণুধ্বং' প্রকুরুত। অথ প্রত্যক্ষ-স্তুতিঃ হে ইন্দ্র! 'চর্ষণিপ্রাঃ'। চর্ষণয়ো মনুষ্যাঃ। কামৈঃ প্রজানাং পূরয়িতা ত্বং 'পূর্ব্বীঃ' পূরয়িত্রীঃ 'বিশঃ' প্রজাঃ 'প্রচর' অভিগচ্ছ। (২০অ-৩খ-২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৭৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে আত্মোদ্বোধন ও প্রার্থনা মিশ্রিতভাবে আছে। মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়. প্রথম দুইভাগে আত্মোদ্বোধন আছে এবং শেষাংশে আছে—প্রার্থনা।

প্রথমভাগে ভগবানকে পাইবার উপায়ভূত আরাধনা প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য, সাধক আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে জাগরিত করিতেছেন। আরাধনা প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন করার অর্থ কি? ভগবানের আরাধনার অর্থ ই, চিত্তবৃত্তিসমূহকে ঈশ্বরাভিমুখী করা। যে উপায়ে মানুষের মন ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যে ভাবে চলিলে মানুষ ঈশ্বর-সান্নিধ্যের দিকে অগ্রসর হয়, তাহাই ভগবানের আরাধনা। যখন মানুষের মন ভগবান ব্যতীত আর কিছুতেই আকৃষ্ট হয় না, ভগবদালোচনা ভগবদুপাসনা ব্যতীত অন্য কোন দিকেই যাইতে চায় না, যখন প্রাণধারণের উপযোগী কর্ম্মসমূহকেও তাঁহারই কাজ বলিয়া গ্রহণ করে,—তখনই প্রকৃষ্টরূপে ভগবানের আরাধনা করা হয়। সাধক নিজকে ভগবদনুভূতির সেই উচ্চ স্তরে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

দ্বিতীয় অংশেও আত্মোদ্বোধন আছে। এই অংশে পরাজ্ঞান লাভের উপায়ভূত সৎকর্ম্মাত্মিকা প্রার্থনায় আত্মনিবেশ করিবার জন্য, সাধক নিজের মনকে উদ্বোধিত করিতেছেন। ভগবান-প্রাপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় পরাজ্ঞান। পরাজ্ঞানলাভ ও ভগবৎপ্রাপ্তির মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নয়। এই পরাজ্ঞান-লাভের উপায় —সৎকর্ম্মসাধন ও ভগবানের চরণে প্রার্থনা। এই সৎকর্ম্ম ও প্রার্থনা বিশেষরূপে সাধন করার অর্থ ভগবানের অভিমুখে সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া, ভগবানের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করা ; সৎভাবে সচ্চিন্তায় আত্ম-নিয়োগ করা। শুধু সৎকর্ম্ম করিলেই বা প্রার্থনা করিলেই হয় না, তাহার পিছনে থাকা চাই - সৎসঙ্কল্প, সাধু উদ্দেশ্য ও হৃদয়ের পবিত্রতা। তবেই সৎকর্ম্ম ও প্রার্থনা অভীষ্ট ফল প্রদান করিতে পারে। মানুষের উন্নতির প্রকৃত কারণ—ভগবান্ নিজে। তাই তাঁহাকে 'চর্ষণিপ্রাঃ' বলা হইয়াছে। ভাষ্যে 'চর্ষণিপ্রাঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে—'কামৈঃ প্রজানাং পূরয়িতা।' আমাদিগের পরিগৃহীত 'সাধকানাং আত্মোন্নয়নকারী অভীষ্টপূরকঃ বা' অর্থ ভাষ্যার্থ হইতে ভিন্ন নয়। 'চর্ষণি' পদের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মত কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই আমরা এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিলাম। মন্ত্রস্থিত 'বঃ' পদের ভাষ্যানু-যায়ী অর্থই আমরা গ্রহণ করিয়াছি॥ (২০অ-৩খ—২সূ—১সা)।*

—— ० ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
উরুব্যচসে মহিনে সুবৃক্তি-

২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মিন্দ্রায় ব্রহ্ম জনয়ন্ত বিপ্রাঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তস্য ব্রতানি ন মিনন্তি ধীরাঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপ্রাঃ' (প্রাজ্ঞাঃ, জ্ঞানিনঃ) যস্মৈ 'মহিনে' (মহতে) 'উরুব্যচসে' (সর্ব্বত্রব্যাপ্তয়ে, সর্ব্বব্যাপিনে) 'ইন্দ্রায়' (বলাধিপতিদেবায় তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'সুবৃক্তিং' (শোভনাং,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের একত্রিংশত্তম সূক্তের দশমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের ষোড়শ-বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প-১০খ-১০দ-৬সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মঙ্গলদায়িকাং) 'ব্রহ্ম' (স্তুতিং) 'জনয়ন্ত' (উৎপাদয়ন্তি, উচ্চারয়ন্তি ইত্যর্থঃ) 'তস্য' (তস্য ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'ব্রতানি' (কর্ম্মাণি, আরাধনাঃ ইত্যর্থঃ) 'ন মিনন্তি' (ন হিংসন্তি, সম্পাদয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ সাধকাঃ ভগবৎপ্রাপ্তয়ে আরাধনাপরায়ণাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ ॥ (২০অ—৩খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানিগণ যে মহান্ সর্ব্বব্যাপী বলাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য মঙ্গলদায়ক স্তুতি উচ্চারণ করেন, সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের আরাধনা সাধকগণ সম্পাদন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানী সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আরাধনাপরায়ণ হয়েন।)॥ (২০অ—৩খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উরুব্যচসে' পৃথু-ব্যাপ্তয়ে 'মহিনে' মহতে যস্মৈ 'ইন্দ্রায়' 'সুবৃক্তিং' শোভনাং স্তুতিং 'ব্রহ্ম' অন্নং হবিশ্চ 'বিপ্রাঃ' প্রাজ্ঞাঃ 'জনয়ন্ত' জনয়ন্তি। 'তস্য' ইন্দ্রস্য 'ব্রতানি' দক্ষিণাদীনি কর্ম্মাণি 'ধীরাঃ' প্রাজ্ঞাঃ দেবা অপি 'ন' 'মিনন্তি' হিংসন্তি॥ (২০অ—৩খ—২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৭৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞানিগণ আপনাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞানপ্রভাবে চরম মঙ্গলের উপায় স্থির করিতে পারেন। সেই উপায়—ভগবদারাধনা। ভগবদারাধনা বলিতে কি বুঝায় তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। মানুষও ভগবানের অংশ, মানুষ তাঁহারই বিভূতির একবিধ বিকাশমাত্র। উভয়ের মধ্যেই ইহাই মিলনসূত্র,—মিলনের সাধারণ ভিত্তিভূমি। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও অনেক। আরাধনা দ্বারা সেই পার্থক্যকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করা হয়, এবং আরাধনা সফল হইলে সেই পার্থক্য দূরীভূত হইয়া সাধক ভগবানের সহিত একাত্মতা লাভ করেন। আরাধনার ইহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু পার্থক্য কি, এবং কিরূপে সেই পার্থক্য দূরীভূত হয়, তাহা দেখা যাউক। প্রথমতঃ মানুষ সসীম, সান্ত ভগবান অসীম অনন্ত। মানুষ সসীম এবং সান্ত হইলেও তাহার মধ্যে অসীমত্বের অনন্তত্বের বীজ রহিয়াছে, এবং সেই জন্যই সে অসীমকে অনন্তকে হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে। মানুষের হৃদয়ে অনন্তের অনুভূতি আছে বলিয়াই সে অনন্তের দিকে যাইতে পারে অনন্তকে লাভ করিতে অর্থাৎ উপলব্ধি করিতে পারে। মানুষের মধ্যে যে শক্তিবীজ আছে আরাধনা দ্বারা তাহাকে বিকশিত করিতে

পারিলেই মানুষ নিজকে অনন্তের মধ্যে সমাহিত করিতে পারে এবং ইহাই সাধনার চরম লক্ষ্য।

দ্বিতীয় পার্থক্য—মানুষ মোহাচ্ছন্ন, অজ্ঞান, ভগবান্ মুক্ত জ্ঞানস্বরূপ। মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলেও অবিদ্যার দ্বারা মায়ার দ্বারা মোহগ্রস্ত হইয়া আছে বলিয়া সে আপনাকে জানিতে পারে না এবং সেইজন্যই যত অশান্তি ও পাপের সৃষ্টি হয়। আরাধনা দ্বারা মানুষের এই অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। আরাধনার অর্থ আরাধ্যের অনুসরণ। ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাতে অজ্ঞানতা অবস্থা কল্পনা করাও যায় না। সেই জ্ঞানস্বরূপের ধ্যানে, চিন্তায়, তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে মানবও তাহার সঙ্কীর্ণতা হীনতার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহাই আরাধনার প্রধান উদ্দেশ্য।

সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জ্ঞানিগণ ভগবানের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারা জ্ঞানবলে জীবনের উদ্দেশ্য অবধারণ করিতে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত অনুবাদ দুইটী হইতে পরিস্ফুট হইবে। একটী বঙ্গানুবাদ এই,—"যে ইন্দ্র প্রভূত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও মহান্, তাঁহার উদ্দেশে মেধাবীগণ স্তুতি ও হব্য উৎপাদন করিতেছেন। প্রাকৃতলোকে তাঁহার ব্রত হিংসা করিতে পারে না।" অন্যটী হিন্দী অনুবাদ; তাহা এই, "ঋত্বিজ জিনকী বড়ী ভারী ব্যাপকতা হ্যায়, এ্যায়সে মহান্ ইন্দ্রকে অর্থ শ্রেষ্ঠ স্তুতি আউর হবিরূপ অন্ন অর্পণ করতে হ্যায় উস ইন্দ্রকে দক্ষিণাদি কর্ম্মোকো দেবতা ভী নহী রোকতে হ্যায়!" (২০অ—৩খ—২সূ—৩সা)। *

--- • ---

তৃতীয়ং সাম

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ইন্দ্রং বাণীরনুত্তমন্যুমেব

৩ ১র ২র ৩ ১ ২
সত্রা রাজানং দধিরে সহধ্যৈ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২
হর্য্যশ্বায় বর্হয়া সমাপীন্॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের একত্রিংশত্তম সূক্তের একাদশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহৈধ্য' (স্তোতৄণাং শত্রূণামভিভবিতুং, সাধকানাং রিপুনাশায় ইত্যর্থঃ) 'বাণীঃ' (স্তোত্ৰাং প্রার্থনাঃ) 'সত্রা রাজানং' (সর্ব্বস্য জগতঃ ঈশ্বরং, বিশ্বপতিং ইত্যর্থঃ) 'অপ্রতিমন্যুং এব' (অপ্রতিহতক্রোধং, অপ্রতিহতশক্তিং এব) 'ইন্দ্রং' (বলাধিপতিং দেবং) 'দাধরে' (ধারয়ন্তি, অনুসরন্তি ইতি ভাবঃ); হে মম মনঃ! 'হর্য্যশ্বায়' (পাপহারকজ্ঞানভক্তিদাত্রে দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'আপীন্' (বন্ধুভূতাঃ সদ্বৃত্তীঃ) 'সং বর্হয়' (প্রকৃষ্টরূপেণ উদ্বোধয় ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ বিশ্বাধিপতিং ভগবন্তং আরাধয়ন্তি; বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম - ইতি ভাবঃ। (২০অ - ৩খ - ২সূ - ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের রিপুনাশের জন্য, তাঁহাদের প্রার্থনা বিশ্বপতি অপ্রতিহত-শক্তি বলাধিপতি দেবকে অনুসরণ করে; হে আমার মন! পাপহারক-জ্ঞানভক্তিদাতা দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য বন্ধুভূত সদ্বৃত্তিসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে উদ্বোধিত কর। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক এবং আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—সাধকগণ বিশ্বাধিপতি ভগবানকে আরাধনা করেন; আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই।)॥ (২০অ—৩খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সত্রা রাজানং' সর্ব্বস্য জগত ঈশ্বরং, 'অপ্রতিমন্যুং'। কেনাপ্যপ্রতিহতো মন্যুঃ ক্রোধো যস্য সঃ। তমেব, 'ইন্দ্রং' 'বাণীঃ' স্তুতয়ঃ 'সহৈধ্য' স্তোতৄণাং শত্রূনভিভবিতুং 'দাধরে' পুরো দধিরে। অতঃ হে স্তোতঃ। ত্বমপি 'হর্য্যশ্বায়' ইন্দ্রায়। হর্য্যশ্বমিন্দ্রং স্তোতুমিত্যর্থঃ। 'আপীন্' বন্ধূন্ 'সং বর্হয়' প্রবর্দ্ধয়॥ (২০অ - ৩খ - ২সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৭৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত।—প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, সাধকগণ ভগবানের আরাধনা করেন। এই অংশের যে ব্যাখ্যা গৃহীত হয়, তাহা এই,—"সর্ব্বপ্রকারে (জগতের) ঈশ্বর, অপ্রতিহতক্রোধ ইন্দ্রের স্তুতিসকল শত্রুদিগের অভিভবার্থ ধৃত হয়।" 'সত্রা রাজানং' পদদ্বয়ের অর্থ, সমস্ত জগতের অধিপতি, উহার ভাষ্যার্থও তাই; আমরা এই অর্থই সঙ্গত মনে করি। 'সত্রা' শব্দে সমগ্র অর্থ প্রকাশ

করে। 'রাজানং' পদের সহিত 'সত্রা' শব্দের সংযোগ হওয়াতে উভয় শব্দের স্বাভাবিক অর্থ দাঁড়ায় 'বিশ্বপতিং'। মন্ত্রের ভাবও এই অর্থের সমর্থন করে। সাধকদিগের উচ্চারিত বাণী অর্থাৎ প্রার্থনা সেই বিশ্বাধিপতি ভগবানের চরণে নিবেদিত হয়। তাহার উদ্দেশ্য পরিব্যক্ত হইয়াছে -'সহৈধা' পদে। উহার তাৎপর্যের সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। সাধকদিগের রিপুনাশের জন্য, তাহাদিগকে রিপুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মানুষ ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করে। তিনি সর্ববিপদহারী, তাই মানুষ বিপদের কাণ্ডারী বলিয়া তাঁহাকে ডাকে। 'সহৈধা' পদে তাহাই বলা হইয়াছে।

'অনুত্তমন্যুং' পদের অর্থ—'অপ্রতিহতক্রোধং' অর্থাৎ যাঁহার ক্রোধ অথবা শক্তি কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। যিনি অপ্রতিহতশক্তি, অথবা সর্বশক্তিমান্, তাঁহার প্রতিই এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয়। যিনি রিপুনাশক, তিনিই অপ্রতিহতক্রোধ। অর্থাৎ তাঁহার ক্রোধ রিপুবিনাশের জন্যই প্রযুক্ত হয়। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সেই পরমদেবতার আরাধনা করিবার জন্য আত্মোদ্বোধন আছে। (২০অ—৩খ—২সূ—৩সা)। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩১র ২র
যদিন্দ্র যাবতস্ত্বমেতাবদহমীশীয়।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
স্তোতারমিদ্দধিষে রদাবসো

১ ২র ৩ ১ ২
ন পাপত্বায় রংসিষম্ ॥ ১ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'ত্বং' যাবতঃ' (যস্য পরমধনস্য - স্বামী ভবসি ইতি শেষঃ); 'অহং' (প্রার্থনাকারী অহমপি) 'এতাবৎ' (তদ্ধনস্য) 'ঈশীয়' (স্বামী, অধিকারী —ভবেয়ং ইতি শেষঃ); 'রদাবসো' (পরমধনদাতঃ হে দেব। 'স্তোতারং' (প্রার্থনাকারিণে, মহ্যং ইতি যাবৎ) ত্বং 'যৎ ইৎ' (যৎ জ্ঞানং) 'দধিষে' (ধারয়সি, প্রযচ্ছসি) তৎ 'পাপত্বায়'

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের একত্রিংশত্তম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

(পাপকর্ম্মণে) 'ন রংসিষং' (কিঞ্চিদপি অহং ন দত্তাম্, অমং ন করবাণি, পাপিনা সহ মম কিমপি সম্বন্ধং ন ভবেৎ ইত্যর্থঃ)। হে ভগবন্! কৃপয়া মাং পরমধনস্য পূর্ণাধিকারিণং কুরু; অহং পাপসম্বন্ধশূন্যঃ ভবেয়ং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ—৩খ—৩সূ—১সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! আপনি যে পরমধনের অধিকার, প্রার্থনাকারী আমিও সেই ধনের অধিকারী যেন হই; পরমধনদাতা হে দেব! প্রার্থনাকারী আমাকে আপনি যে জ্ঞান প্রদান করেন, তাহা যেন আমি পাপকার্য্যে কিছুই ক্ষয় না করি, অর্থাৎ পাপীর সহিত যেন আমার কোনও সম্বন্ধ না হয়। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাকে পরমধনের পূর্ণ অধিকারী করুন; আমি যেন পাপসম্বন্ধশূন্য হই।)। (২০অ—৩খ—৩সূ—১সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'। 'যৎ' যতঃ 'যাবতঃ' ধনস্য ঈশিষে 'এতাবৎ'। ষষ্ঠ্যা লুক্ (৭।১।৩৯)। এতাবতো ধনস্য 'অহং' 'ঈশীয়' ঈশ্বরো ভবেয়ং। হে 'রদাবসো' রদতি দদাতি সম্ভনীতি রদদ্বসুঃ ভতোঽহং অস্মদীয়ং 'স্তোতারং' 'ইৎ দধিষে' ধন-প্রদানেন ধারয়েয়মেব। কিঞ্চ, 'পাপত্বায়' ক্ষীণত্বায় 'ন রংসিষং' ন দদ্যাং। (২০অ—৩খ—৩সূ—১সা)।

• . •

প্রথম (১৭৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ পরমধনের অধিকারী। অজ্ঞানতা ও মোহ প্রভৃতি দ্বারা তাহার হৃদয়-মন আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া সে আপনাকে জানিতে পারে না। মানুষ সেই অনন্ত-স্বরূপ ভগবান্ হইতে আসিয়াছে। তাহার ভিতরে সেই অনন্ত-সত্তার শক্তিবীজ নিহিত আছে। উপযুক্ত উপায়ে সেই বীজকে অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিলে, সে তৎ-সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে। মানুষ যে পর্য্যন্ত আপনাকে ভুলিয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত আপনার গৌরবময় অধিকারের কথা তাহার হৃদয়ে উদিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত সে নিজকে ক্ষুদ্র হীন ভাবে,—তাহার মধ্যে যে সেই পরম পুরুষের শক্তি ও প্রেরণা আছে, তাহা সে ভাবিতেও পারে না। আর, তাহা ভাবিতে পারে না বলিয়াই, আপনার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকে বলিয়াই, সে ক্ষুদ্রতার ও নীচতার দিকে গমন করে,—আপনাকে সত্যসত্যই হীন দুর্ব্বল করিয়া তুলে। কিন্তু সে যদি জানিতে পারে

যে,—সে প্রকৃতপক্ষে সিংহ—শৃগাল নয়, তাহা হইলে অমনি আপনার অধিকার পূর্ণভাবে লাভ করিবার জন্য—আপনার গৌরবময় অবস্থায় উন্নীত হইবার জন্য—আত্মনিয়োগ করে। জীবনে এমন সময় আসে, এমন প্রেরণা আসে, যখন মানুষ আপনার সত্তা-স্বরূপ কুহেলিকা-বিজড়িত স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় একটু একটু অনুভব করিতে পারে। তখন হয় তো সে এই অর্দ্ধ সুপ্ত, অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থা হইতে জাগিবার চেষ্টা করে, এবং ভগবানের কৃপায় তাহাতে সফলকামও হয়। জাগরিত হইয়াই সে আপনার পূর্ণ গৌরবের দাবী করে। অথবা ভাগ্যবশে, ভগবানের কৃপায়, কোনও মহাপুরুষ আসিয়া তখন তাহাকে সচেতন করাইতে চেষ্টা করেন, বজ্রগম্ভীর-স্বরে মানুষকে ডাকিয়া বলেন—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' হে অমৃতের পুত্রগণ! তোমরাও অমৃতের অধিকারী। তোমরা তো ছোট নও, হীন নও, জাগ মানব! আপনার অধিকার পূর্ণভাবে গ্রহণ কর। অমৃতের সন্তান, তোমরা বিষপান কর কেন? পরমধনের অধিকারী তোমরা—ভিখারীর বেশে আছ কেন? জাগ, উঠ, আত্মপ্রতিষ্ঠ হও—তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।

অমৃতের এই আহ্বান শুনিয়া মানুষ জাগিয়া উঠে; আপনার অবস্থা বুঝিতে পারে; আর, অমনি প্রার্থনা করে—"ত্বং যাবতঃ অহং এতাবৎ ঈশীয়'। তুমি যে ধনের অধিকারী, আমিও তাহা চাই। বটে! তুমি বুঝি তোমার রাজৈশ্বর্য্য লইয়া থাকিবে, আর আমরা দীন ভিখারীর মত দ্বারে দ্বারে ঘুরিব, পরের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিব! মা, না—তা হয় না! আমরা কে, তাহা আমরা জানিয়াছি। এবার তোমার ভাণ্ডারের পূর্ণ অধিকার আমরা চাই। ঘুমিয়ে ছিলাম মা, এবার জেগেছি; খেলায় মত্ত ছিলাম, তাই বুঝি তুমি খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলে? কিন্তু আর নয়!" এই অবস্থা যখন সাধক নিজে উপলব্ধি করেন, তখনই গাহেন,—

"আমরা, রাজরাণীর ছেলে কাঙ্গাল সেজে
ঘুরব কোথায় কাহার দ্বারে!"

এই যে মধুর আবদার, এই যে স্নেহ-ভক্তির মান অভিমান, তাহা কত মধুর, কত অমৃতময়! পূর্ব্বে (৩অ—৮খ—৮দ—৭সা) বলিয়াছি, এই মধুর সম্বন্ধ—ভক্তির এই চরম উৎকর্ষ—ভারতীয় আর্য্যদিগের নিজস্ব-ধন। অন্য কোথায় তাহার ছিটেফোঁটা পড়িলেও তাহা মানুষের মনকে এমন মধুরভাবে রঞ্জিত করিতে পারে নাই। ভক্তি-প্রবণতা ভারতের বিশেষত্ব। আবার, প্রেমিক মহাপুরুষের আবির্ভাবে পবিত্র এই বাঙ্গালাতে এই বৈদিক ভক্তি-স্রোত সহস্রধারায় বিসর্পিত হইয়া ভক্তি প্লাবনে বাঙ্গালাকে চিরমধুরত্ব দান করিয়াছে। সেই ভক্তিপ্রবাহেই "শান্তিপুর ডুবুডুবু ন'দে ভেসে যায়।" বাঙ্গালাতে প্রাচীন বৈদিক যাগ-যজ্ঞ না থাকিলেও এই ভক্তি-প্রবাহই আমাদিগের সহিত প্রাচীন আর্য্যদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করিতেছে।

মানুষ যখন সত্য সত্য জাগে, তখন তাহার নিকট পাপ আসিতে পারে না, এবং পাপের ছায়া দেখিলেও সাধক ভয় পান। তাই প্রার্থনা করিতেছেন—"পাপত্বায় ন রংসিষং"—আমি যেন পাপের সংস্রবেও না যাই। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ স্থলে ভাষ্যের অনুসরণ করিলেও

কোনও কোনও স্থলে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মতানৈক্য আছে। তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। (২০অ—৩খ—৩সূ—১সা)।

—§•§—

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২　৩ ১ ২　৩ ১র　২উ ৩ ১ ২
শিক্ষেয়মিন্মহয়তে দিবেদিবে রায় আ কুহচিদ্বিদে।

২উ　৩ ১ ৩　৩ ২ ৩　২ ৩
ন হি ত্বদন্যন্মঘবন্ন আপ্যং বস্যো

১ ২　৩ ২　৩ ২
অস্তি পিতা চ ন ॥ ২ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মঘবন্!' (পরমধনদাতঃ হে দেব! ত্বং এব 'কুহচিদ্বিদে' (কুত্রচিৎ বিদ্যমানায়, সর্ব্বস্মৈ ইত্যর্থঃ) 'মহয়তে' (পূজাপরায়ণেভ্যঃ, সাধকেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'দিবেদিবে' (নিত্যকালং) 'রায়ঃ' (পরমধনং) 'আশিক্ষেয়ং ইৎ' (সম্যকরূপেণ প্রযচ্ছসি); হে দেব! 'ত্বদন্যৎ' (ত্বত্তঃ অন্যঃ কোঽপি জনঃ) 'হি' (এব) অস্মাকং 'আপ্যং' (বন্ধুঃ) 'ন' (ন ভবতি); 'চ' (অপিচ) 'বস্যঃ' (প্রশস্যঃ, প্রশংসনীয়ঃ, পরমারাধনীয়ঃ) 'ন' (ন ভবতি); 'পিতা' (পালকঃ, রক্ষকঃ) কোঽপি 'ন অস্তি' (ন বিদ্যতে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি অস্মাকং পালকঃ রক্ষকশ্চ ভবতি। সঃ হি সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ। (২০অ—৩খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনদাতা হে দেব! আপনিই সকল সাধককে নিত্যকাল পরম-ধন সম্যক্রূপে প্রদান করেন; হে দেব! আপনি ব্যতীত অন্য কেহই

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশ সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ-৮খ-৮দ-৮সা) পরিদৃষ্ট হয়।

আমাদের বন্ধু নহেন; অপিচ পরমারাধনীয় নহেন; পালক কেহই বিদ্যমান নাই। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই আমাদের পালক ও রক্ষক হয়েন। তিনিই সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন।)॥ (২০অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কুহচিদ্বিদে' কুত্রচিৎ বিদ্যমানঃ কুহচিদ্বিৎ তস্মৈ যত্র ক্কাপি বিদ্যমানায়েত্যর্থঃ। 'মংহয়তে' পূজয়তে জনায় 'দিবে-দিবে' প্রতিদিনং 'রায়ঃ' ধনানি 'শিক্ষেয়ং ইৎ' দদ্যামেব 'আ'-কারঃ পাদ-পূরণঃ। এবমিন্দ্রস্য বাক্যং শ্রুত্বা ঋষির্বদতি হে 'মঘবন' ইন্দ্র! 'ত্বদন্যং' অস্মাকং 'আপ্যং' বন্ধুং 'ন হি অস্তি' 'বস্যঃ' প্রশস্যঃ 'পিতা চ ন' পালয়িতা চ ত্বদন্যো নাস্তীত্যর্থঃ। ২।

• • •

দ্বিতীয় (১৭৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে ভগবন্মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে দুইটী ভাব প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। প্রথমটী এই যে ভগবান সাধককে সর্ব্বত্র সর্ব্বকাল পরমধনের অধিকারী করেন। 'কুহচিদ্বিদে' পদে আমরা বুঝিতে পারি যে, সাধক যেস্থানেই অবস্থান করুন না কেন, তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেন। 'দিবেদিবে' পদের দ্বারা কালকে লক্ষ্য করিতেছে। এই পদ ইঙ্গিত করিতেছে যে, সাধক সর্ব্বসময়েই ভগবানের কৃপাভাজন হয়েন। 'কুহচিদ্বিদে এবং 'দিবেদিবে' এই পদদ্বয় দ্বারা স্থান ও কাল এই উভয়টী উল্লেখ করিতেছে। যে কোন' ঘটনা ঘটুক না কেন, যে কোন অবস্থা আসুক না কেন, সসীম মানুষ এই দুই অবস্থার স্থান-কালের—অধীনে থাকিবেই থাকিবেই। তাই মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—সাধক সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের কৃপাবলে রক্ষিত হয়েন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে আত্মনিবেদন আছে। ভগবান্ ব্যতীত মানবের অন্য কোন বন্ধু নাই, রক্ষক নাই। তিনিই একমাত্র পালক ও রক্ষক। তাই মন্ত্র বলিতেছেন,—'ন পিতা ন আপ্যং ত্বদন্যং'—আপনি ব্যতীত আমাদের কোনও বন্ধু নাই। আত্মীয় নাই, পালক নাই। আপনিই আমাদের একমাত্র বন্ধু তাই আপনার চরণে শরণ গ্রহণ করিতেছি। এতৎসহ এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম. তাহা এই,—"যে কোন স্থানে বিদ্যমান পূজাকারী লোকের উদ্দেশে প্রত্যহ ধনদান করিব। হে ইন্দ্র! তুমি ভিন্ন আমাদের বন্ধু প্রশস্ত পিতা নাই।" (২০অ ৩খ—৩সূ—২সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশ সূক্তের ঊনবিংশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১র　২র　　৩ ২উ　৩　২　৩
শ্রুধী হবং বিপিপানস্যাদ্রেবোধা

২ ৩ ১ ২　　৩ ২
বিপ্রস্যার্চ্চতো মনীষাম্।

৩ ২উ　৩　১ ২ ৩　২ ৩ ২
কৃষা দুবা৲স্যন্তমা সচেমা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'বিপিপানস্য' (পানকারিণঃ, শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণকারিণঃ) 'অদ্রেঃ' (কঠোরসাধনা-পরায়ণস্য জনস্য ইতি যাবৎ) 'হবং' (পূজাং, আহ্বানং বা) 'শ্রুধী' (শৃণোষি, গৃহ্লাসি); 'বিপ্রস্য' (জ্ঞানিনঃ, জ্ঞানার্থিনঃ ইত্যর্থঃ) 'অর্চ্চতঃ' (পূজাপরায়ণস্য মম) 'মনীষাং' (স্তুতিং) 'বোধ' (গৃহাণ); 'সচা' (বন্ধুভূতঃ সন্ হে দেব!) মম 'ইমা' 'দুবাংসি' (আরাধনাঃ) 'অন্তমা কৃষা' (নিকটতমাঃ কুরু, গৃহাণ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং প্রার্থনাং পূজোপকরণং চ গৃহাণ - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ - ৩খ - ৪সূ - ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণকারী কঠোরসাধনাপরায়ণ জনের পূজা (অথবা আহ্বান) আপনি গ্রহণ করেন; জ্ঞানার্থী পূজাপরায়ণ আমার স্তুতি গ্রহণ করুণ; বন্ধুভূত হইয়া হে দেব! আমার এই আরাধনা গ্রহণ করুণ। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের প্রার্থনা ও পূজোপকরণ গ্রহণ করুন।)॥ (২০অ—৩খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে ইন্দ্র! 'বিপিপানস্য' বিপীতবতো বিপিবতো বা মমাদ্রেগ্রাবিণঃ 'হবং' আহ্বানং 'শ্রুধি' শৃণু। গ্রাবভ্যো বাচং বদতা বদদ্ভ্যঃ—ইতি হি নিগমান্তরং। 'বিপ্রস্য' প্রাজ্ঞস্য বশিষ্ঠস্য 'অর্চ্চতঃ' স্তুবতঃ 'মনীষাং' স্তুতিং 'বোধ' বুধ্যস্ব চ। 'ইমা' ইমানি ক্রিয়মাণানি 'দুবাংসি' পরিচরণানি 'অন্তমা' অন্তিকতমানি বুদ্ধ্যাহানি বা 'সচা' সহায়ভূতঃ সন্ 'কৃষ্ব' কুরু চ ॥ ১ ॥

* . *

প্রথম (১৭৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

———:*:———

আরাধনা প্রার্থনা যখন ভগবানের চরণতলে পৌঁছে, তখনই সেই প্রার্থনা পূজা সার্থক হয়। ভগবানের নিকট পৌঁছিবার জন্যই সাধক আপনার প্রার্থনা উচ্চারণ করেন। ভগবান্ যখন সেই পূজোপকরণ গ্রহণ করেন, যখন সাধক আপনার সমস্ত ভগবানের চরণে নিবেদন করেন, আর তাহা গৃহীত হয়, তখনই সেই পূজা সার্থক হয়। অর্থাৎ শুধু পূজা করিলেই হয় না, প্রার্থনা করিলেই ফললাভ হয় না, পূজার মত পূজা, প্রার্থনার মত প্রার্থনা করা চাই। মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলে বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে। 'বিপিপানস্য' পদের ভাষ্যার্থ—'বিপীতবতো' অর্থাৎ পানকারী। প্রচলিত অন্যান্য ব্যাখ্যাদিতে সোমপানকারী অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। সোমপানকারীর পূজার মধ্যে যে কোনও বিশেষত্ব আছে, তাহা বুঝা যায় না। যিনি ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছেন, যিনি শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী, তাঁহার পূজা আরাধনা ভগবান্ গ্রহণ করেন। তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—"বিপ্রস্য অর্চ্চতঃ মনীষাং বোধ"—প্রার্থনাকারী আমার স্তুতি গ্রহণ করুন। আমি সাধক নই, আমি পূজার্চ্চনা জানি না, কিন্তু আপনার কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই আমার প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি,—হে দেব! কৃপাপূর্ব্বক আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন, আমার দীন পূজোপকরণ গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। 'অন্তমা কৃষ্ব' পদদ্বয়ের অর্থ—'নিকটস্থ করুন'। প্রার্থনা নিকটস্থ করার অর্থ—সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা। আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। একতৎসহ মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"হে ইন্দ্র! আমি সোমপান করিয়াছি, তুমি আমার প্রস্তরের আহ্বান শ্রবণ কর, স্তুতিকারী বিপ্রের স্তুতি অবগত হও। এই যে পরিচর্য্যা করিতেছি, সহায়ভূত হইয়া ইহা সমস্ত বুদ্ধিস্থ কর।" (২০অ—৩খ—৪সূ—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২　৩　২　৩　১　২
ন তে গিরো অপি মৃষ্যে

২ ৩ ২　১　২ ৩　১ ২৩ক২র　৩ ২
তুরস্য ন সুষ্টুতিমসুর্য্যস্য বিদ্বান্।

১ ২　৩　১ ২
সদা তে নাম স্বযশো বিবক্মি ॥ ২ ॥

সর্ব্বানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'তুরস্য' (ত্বরমাণস্য, আশুমুক্তিদায়কস্য) 'তে' (তব) 'অসুর্য্যস্য' (বলং, শক্তিং) 'বিদ্বান্' (জানন) অহং 'গিরঃ' (স্তুতীঃ, প্রার্থনাঃ ইত্যর্থঃ) 'ন' 'মৃষ্যে' (ন পরিত্যজামি); 'অপি' (তথা) 'সুষ্টুতিং' (শোভনাং স্তুতিং, মঙ্গলদায়িকাং প্রার্থনাং) 'ন' (ন মৃষ্যে, ন পরিত্যজামি); অতঃ সর্ব্বাবস্থায়াং সর্ব্বত্রং প্রার্থনাপরায়ণঃ ভবানি ইত্যর্থঃ; 'স্বযশঃ' (অসাধারণযশঃ, সর্ব্বলোকবিদিত হে দেব!) 'সদা' (নিত্যকালং) 'তে' (তব) 'নাম' (মাহাত্ম্যং) 'বিবক্মি' ব্রবীমি, উচ্চারয়ামি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অহং ভগবৎপরায়ণঃ ভবিতুং শক্নবানি — ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ—৩খ—৪সূ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আশুমুক্তিদায়ক আপনার শক্তি জানিয়া আমি প্রার্থনা পরিত্যাগ করিব না; এবং মঙ্গলদায়ক প্রার্থনা পরিত্যাগ করিব না; অর্থাৎ আমি যেন সর্ব্বাবস্থাতে সর্ব্বত্র প্রার্থনাপরায়ণ হই; সর্ব্বলোকবিদিত হে দেব! নিত্যকাল আপনার মাহাত্ম্য উচ্চারণ করিব। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমি যেন ভগবৎপরায়ণ হইতে সমর্থ হই।)। (২০অ—৩খ—৪সূ—২সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'তুরস্য' শত্রূণাং হিংসকস্য 'তে' তব 'গিরঃ' স্তুতীঃ 'অসুর্য্যস্য'। দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী (৩।১।৮৫)। বলীয়ং অসুর্য্যং বলং 'বিদ্বান্' জানন্ অহং 'ন অপি মৃষ্যে'। মৃষির্ম্মার্জ্জনকর্ম্মা (ক্র্যা০ প০)। ন মার্জ্জয়ামি ন পরিত্যজামীত্যর্থঃ। 'সুষ্টুতিং' শোভনাং স্তুতিঞ্চ 'ন' অপি মৃষ্যে। মৃষের্ম্মার্জ্জন-কর্ম্মত্বমন্যত্রাপি দৃশ্যতে। তদ্যথা—মা নো অগ্নে সখ্যা পিত্র্যাণি

প্রমর্দ্দিষ্টা—ইতি। কিন্তু যে 'স্বযশঃ' অসাধারণ-যশঃ। 'তে' তব 'নাম' স্তোত্রং 'সদা' এব 'বিবক্মি' ব্রবীমি। (২০অ—৩খ—৪সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৭৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মূলভাব এই যে,—আমি যেন কখনও ভগবানের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে বিরত না হই ; ভগবানের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় লাভ করিয়া যেন আমরা তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হই।

'তুরস্ত' পদের অর্থ 'ত্বরমাণস্ত' অর্থাৎ যিনি আশুমুক্তিদান করেন। ভগবান মানবের অসীম কল্যাণের জন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই আপনার মঙ্গলময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে চাহেন। তাঁহার শরণাগত হইলে, কায়মনোবাক্যে আপনাকে তাঁহার চরণে সমর্পণ করিতে পারিলে আর ভবব্যাধির ভয় থাকে না। শোকদুঃখ প্রভৃতির হাত হইতে যেমন উদ্ধার লাভ করা যায়, তেমনিভাবে অন্তর্বিধ রিপুগণের আক্রমণ হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়। তিনি ভবভয়হারী রিপুনাশক বিপদ হইতে রক্ষাকারী পরমদেবতা। তিনি অসীম শক্তিসম্পন্ন এবং মানবের সর্ব্ববিধ বিপদনাশক ও মুক্তিদায়ক। সেইজন্যই বলা হইতেছে—"গিরঃ ন মৃষ্যে"—প্রার্থনা পরিত্যাগ করিব না, অর্থাৎ সর্ব্বদা প্রার্থনানিরত থাকিব। ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের ভাব। এই ভাব 'সুষ্টুতিং' এবং 'গিরঃ' এই পদদ্বয়ের দ্বারা পরিস্ফুট করা হইয়াছে। এই উভয় পদের সহিত 'ন মৃষ্যে' মন্ত্রাংশ অন্বিত হইয়াছে। আপাতঃদৃষ্টিতে উহা দ্বিরুক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা দ্বিরুক্তি নয়। প্রার্থনার আবেগ, ভাবের ঐকান্তিকতা বুঝাইবার জন্য প্রার্থনামূলক পদ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। এই মন্ত্রের নিম্নোদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে। তাহা এই,—"হে ইন্দ্র। তুমি (শত্রু) হিংসক, আমি সর্ব্বদা তোমার অসাধারণ যশোবিশিষ্ট নাম উচ্চারণ করিব।" (২০অ—৩খ—৪সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ভূরি হি তে সবনা মানুষেষু

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ভূরি মনীষী হবতে ত্বামিৎ।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মারে অস্মন্মঘবন্ জ্যোক্কঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মঘবন্' (হে পরমধনদাতঃ দেব! 'তে' (তব) 'হি' (এব) 'সবনা' (সবনানি, শুদ্ধসত্ত্বাঃ ইত্যর্থঃ) 'ভূরি' (প্রভূতপরিমাণেন) 'মাদ্রযেষু' (অস্মাসু ইত্যর্থঃ) উৎপন্নাঃ ভবন্তু—ইতি শেষঃ; 'মনীষী' (জ্ঞানী সাধকঃ) 'ত্বামিৎ' (ত্বামেব) 'হবতে' (আরাধয়তি); হে দেব! 'অস্মৎ' (অস্মত্তঃ) 'জ্যোক্' (চিরকালং) 'আরে মা কঃ' (আত্মানং দূরে মা কার্ষীঃ); অস্মাকং সমীপং আগচ্ছ, ত্বং অস্মান্ প্রাপয় ইত্যর্থঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি; ভগবান্ অস্মান্ প্রাপ্নোতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ—৩খ-৪সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমধনদাতা দেব! আপনারই শুদ্ধসত্ত্ব প্রভূতপরিমাণে আমাদিগের মধ্যে উৎপন্ন হউক; জ্ঞানী সাধক আপনাকেই আরাধনা করেন; হে দেব! আমাদিগের নিকট হইতে চিরকাল আপনাকে দূরে রাখিবেন না অর্থাৎ আপনি আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি; ভগবান্ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন)॥ (২০অ—৩খ—৪সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'মঘবন'! 'তে' তব 'সবনা' সবনানি সোমাভিষবণানি 'ভূরি' ভূরীণি 'মাদ্রযেষু' অস্মাসু বর্ত্তন্ত ইতি শেষঃ। 'মনীষী' স্তোতা 'ত্বামিৎ' ত্বামেব 'ভূরি হবতে' নিতরাং স্তৌতি হ্বয়তি বা। অতঃ 'অস্মাৎ' অস্মত্তঃ 'আরে' দূরে 'জ্যোক্' চিরকালং 'মা কঃ' আত্মানং মা কার্ষীঃ ক্ষিপ্রমাত্মানমস্মদাসন্নং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। (২০অ-৩খ-৪সূ-৩সা)।

ইতি বিংশত্যধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১৭৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মূলভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের কৃপায় শুদ্ধসত্ত্বলাভ করিতে পারি। মন্ত্রের যে সকল প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটী প্রধান ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম। একটী অনুবাদ বাঙ্গালা; তাহা এই,—"হে ইন্দ্র! মনুষ্যের মধ্যে তোমার অভিষব অনেক। মনীষী তোমাকেই অত্যন্ত আহ্বান করিতেছে। অতএব আপনাকে আমাদের হইতে দূরে (স্থাপন) করিও না।" অন্য ব্যাখ্যাটী হিন্দী; তাহা এই,—"হে ইন্দ্র! হম যজমানোকে বহুঁ। তুম্হারে বহুতসে সোমাভিষব

হ্যায়; যোতো তুমকো হী অধিকতর আহ্বান করতা হ্যায়, ইসকারণ হমসে দূর চিরকাল পর্য্যন্ত মৎ রহো।"

মন্ত্রের প্রথমাংশের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভাষ্যকার 'বর্ত্তন্তে' এই ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিয়াছেন। তাহাতে প্রচলিত অর্থ দাঁড়াইয়াছে — প্রচুরপরিমাণে সোমাভিষব হয়। কিন্তু এই অংশের দ্বারা কোন সুষ্ঠু ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা মনে করি, 'উৎপন্নাঃ ভবন্তু' পদদ্বয় অধ্যাহার করিলেই সঙ্গত অর্থ হয়। মন্ত্রের শেষাংশে যে প্রার্থনা আছে তাহার ভাব এই যে, আমরা যেন কখনও ভগবানের নিকট হইতে দূরে না থাকি, ভগবান যেন আমাদিগকে তাঁহার মঙ্গলময় ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন। (২০অ-৩খ ৪সূ-৩সা)॥ *

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

২ ১ ২র ১ র২ ১র২ ১রর
১। হাউস্ত্রধায়ি। হাবংবিপিপা। না। স্তাস্ত্রা ৩ য়ি। স্তাস্ত্রায়িঃ। বোধাবি-

র র ২ — — ১রর ২
প্রস্তার্চিতোমা। নী ১ যা ২। নীয়া ২। কুঘাহুবাঔ সায়ি। অত্তমা ৩।

১ ২ ১ A ৩ ৫রর ১ ০২ ১ র২
অতমা ৩। সচে ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। হাউসত্তায়ি। পায়িয়োঅপিষু।

১ ২ ১২ ১ ২ —
ষ্যায়ি। তুরঙ্গা ৩। তুরন্তা। সঙ্গুভিমন্থর্বাহ্বায়ি। দূ ১ যা ২ ন্।

১ -- ১ররর ২ ১২ ১ A ৩
দূণা ২ ন্। সদাত্তেনামা। স্বধশা ৩ঃ। স্বধশা ৩ঃ। বিশা ২ শ্মী ২ ৩ ৪

৫রর ১ ২ ১ র২র ১ র২ ১র২ ১র রর
ঔহোবা॥ হাউত্তুরায়িহিয়েতেসবনা। মা। সুবেষু ৩। সুবেষু। তুবিমনীদী-

র ২ -- ১ ১রর ২
হবেতু। যা ১ মা ২ য়িৎ। ত্বামা ২ য়িৎ। মারেঅশ্মাৎ। মঘবা ৩ ম্।

১২ ১ A ৩ ৫রর ৩১১১১
মঘা ৩ ন্। জ্যো ২ ক্কা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২ররর র র ১২ ১
২। শ্রাধায়ি। হবাণ। বিপিপানস্যাদ্রেঃ। দ্রেঃ। দ্রেঃ। গোধা। নিয়া।

র২র৫ব র র ৫১ ১ ২'২ রর র র
স্তার্চিগোমনীষা। ষ। যা। কাঘা। চগা। সীভমানহেমা। যা। যা॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

১২ ১ ৪র ১২ ১ ২১
কাক্রাযি। গিরো। অশিমুক্তেতুরুকজাত। গাহ। হুভারি। অহু।

২ র র র ১২ র১ ২র
ধাতবিষান্। যান। যান্। সাদা। ভেনা। মঘবশোবিবঙ্ম্বিক্সিম্বি।

১২ ১ ২১র ২র র ১২ ১র র২র
হুকারি। হিতাম্বি। নগনা। মাক্রযেযুযু। ছুরাম্বি। অনী। বীহবভো-

১২ ১ ২ র
মিৎ। মিৎ। মিৎ। মারে। অম্মাৎ। মঘবঞ্জোকঃ। কঃ। কো।

S S
হাউহাউ। বা৩। ঔ২৩৪৫॥১২।৩।* /

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩১র ২র ৩১২
প্রো ঘস্মৈ পুরোরথমিন্দ্রায় শূষমর্চ্চত।

৩ ১ ২ ৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩২
অভীকে চিদু লোককৃৎসঙ্গে সমৎসু বৃত্রহা।

৩ ১ ২ ৩১র ২র
অস্মাকং বোধি চোদিতা নভন্তা-

৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১২
মন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! যূয়ং 'অস্মৈ ইন্দ্রায়' (প্রসিদ্ধায়, ভগবতে ইন্দ্রদেবায়—তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পুরোরথং' (শ্রেষ্ঠতমং সৎকর্ম্ম) তথা 'সু শূষং' (শোভনবলং, আত্মশক্তিং

---

* এই ছন্দআর্চ্চিকগত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথা,—(১) "মহাবৈশ্বিতৃহস্য" এবং (২) "সমায়ম্"।

ইত্যর্থঃ) 'প্রো অর্চ্চত' (প্রকৃষ্টরূপেণ ভজত); আত্মশক্তিদায়কং সৎকর্ম সম্পাদয়ত ইত্যর্থঃ; 'লোককৃৎ' (লোকপালকঃ) 'বৃত্রহা' (পাপনাশকঃ দেবঃ) 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামেষু) 'অতীকে নঃ চিৎ উ' (অস্মাকং নিকটবর্ত্তী, অস্মাকং সহায়ভূতঃ ভবতু ইত্যর্থঃ) হে দেব! ত্বং 'অস্মাকং' (প্রার্থনাকারিণাং অস্মাকং ইত্যর্থঃ) 'চোদিতা' (প্রেরয়িতা, উদ্বুদ্ধা সন্ ইত্যর্থঃ) 'বোধি' (অস্মাকং প্রার্থনাং গৃহাণ ইতি ভাবঃ); 'অন্যকেষাং' (অন্যবিধলোকানাং, শত্রূণাং ইত্যর্থঃ) 'জ্যা অধি ধন্বসু' (ধনুষু অধিরোপিতাঃ জ্যাঃ) 'নভন্তাং' (নশ্যন্তু) শত্রবঃ নশ্যন্তু ইত্যর্থঃ। প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সৎকর্মপরায়ণাঃ ভবেম; ভগবান্ অস্মাকং প্রার্থনাং গৃহ্ণাতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২০অ—৪খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা প্রসিদ্ধ ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠতম সৎকর্ম এবং আত্মশক্তিকে প্রকৃষ্টরূপে ভজনা কর অর্থাৎ আত্মশক্তিদায়ক সৎকর্ম সম্পাদন কর; লোকপালক পাপনাশক দেব রিপুসংগ্রামে আমাদের সহায়ভূত হউন; হে দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদের উদ্বুদ্ধা হইয়া আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করুন; শত্রুদের ধনুতে অধিরোপিত জ্যা নাশপ্রাপ্ত হউক অর্থাৎ শত্রুগণ বিনষ্ট হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্মপরায়ণ হই, ভগবান্ আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করুন)॥ (২০অ—৪খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্মৈ' ইন্দ্রায়। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। অস্যেন্দ্রস্য 'পুরঃ রথং' রথস্য পুরস্তাৎ। পুরোহব্যয়ং (১।৪।৬৭)—ইতি গতিত্বাৎ গতিসমাসঃ (২।১।১৮)। রথস্য অগ্রে বর্ত্তমানং 'শূষং' বলং 'সু প্রোর্চ্চত' হে স্তোতারঃ। সুষ্ঠু প্রপূজয়ত। 'প্র'-'উ'-ইতি নিপাতসমুদায়ঃ। প্রো ইতি স্তুৎ (১।১।১৫) ইতি প্রগৃহ্য-সংজ্ঞা। ইন্দ্রো বিশিষ্যতে—'সমৎসু'। সমানং মাদ্যন্ত্যত্রেতি সমদঃ সংগ্রামাঃ ঔণাদিকোঽধিকরণে ক্বিপ্ (৩।১।৭৬), সমানস্য ছন্দসি (৬।৩।৮৪)—ইতি স-ভাবঃ, সমৎসু। সংগ্রামেষু 'সঙ্গে' সঙ্গমনীয়ে শত্রু-বলে। ডে অন্যত্রাপি দৃশ্যতে (৩।২।৪৮ বা০) গমের্ডঃ। 'অতীকে চিৎ' অন্তার্যেঽপি নিকটং প্রাপ্তেঽপি 'লোককৃৎ' স্থানকৃৎ পালয়িতা। স্থিতা চ 'বৃত্রহা' বৃত্রাণামাবরকাণাং শত্রূণাং হন্তা, এবম্বিধঃ স ইন্দ্রঃ 'অস্মাকং' স্তোতৄণাং 'চোদিতা' ধনানাং প্রেরয়িতা সন্ 'বোধি' অস্মাভিঃ কৃতানি পরিচরণানি বুধ্যতাং। বুধেশ্ছান্দসে লুঙি দীপ-জন-বুধ (৩।১।৬১)—ইত্যাদিনা কর্ত্তরি চ্লেশ্চিণাদেশঃ, বহুলছন্দস্যমাঙ্যোগেঽ-

পীতাম্ভাগঃ। অপিচ 'অস্তকেষাং'। কুৎসিতা অন্তে অস্তকে অব্যয়-সর্ব্বনাম্নাং (৫।৩।৭১) ইতি কুৎসনার্থে প্রাক্ টেরকচ্, তন্মধ্যপতিতস্তদ্গ্রহণেন গৃহ্যত ইতি সর্ব্বনাম-সংজ্ঞায়ামামঃ সুড়াগমঃ, অস্তকেষাং। কুৎসিতানামন্তেষাং শত্রূণাং 'ধন্বসু' অধিরোপিতা 'জ্যাকাঃ' কুৎসিতাজ্যাঃ 'নভন্তাং' নশ্যন্তু জ্যা-শব্দাৎ কুৎসায়াং প্রাগিবাৎ কঃ (৫।৩।৭০), নভ হিংসায়াং ভৌবাদিকঃ (আ০), ব্যত্যয়েন শপ্ (৩।১।৮৫)। (২০অ—৪খ - ১প্র — ১মা)।

* * *

প্রথম (১৭৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে আত্মোদ্বোধনা আছে, প্রার্থনা আছে এবং এই উভয়ের সহিত ভগবন্মাহাত্ম্য প্রখ্যাপনও আছে। আমরা ক্রমশঃ প্রত্যেক অংশের আলোচনা করিতেছি।

মন্ত্রের প্রথম অংশ—"অস্মৈ ইন্দ্রায় পুরোরথং সুশূষং প্রো অর্চ্চত"। 'অস্মৈ ইন্দ্রায়' পদদ্বয় চতুর্থ্যন্ত; কিন্তু ভাষ্যকার বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকার করিয়া উক্ত পদদ্বয়কে ষষ্ঠ্যন্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে 'অস্মৈ ইন্দ্রায় পুরোরথং' মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'এই ইন্দ্রের পুরোভাগস্থিত রথের অগ্রে বর্ত্তমান।' এই অংশকে বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়া 'শূষং' পদকে বিশেষ্যরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাহাতে অর্থ দাঁড়ায়—'ইন্দ্রদেবের অগ্রভাগস্থিত বলকে পূজা কর।' একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ-গ্রন্থে আছে—"ইন্দ্রের যে সৈন্য তাঁহার রথের সম্মুখভাগে আছে, উত্তমরূপ তাঁহার পূজা কর।" দেখা যাইতেছে। এই দুই ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান আছে। অবশ্য বাঙ্গালা অনুবাদকার 'শূষং' পদের 'সৈন্য' অর্থ করিয়াছেন। একদিক দিয়া এই অর্থ অসঙ্গত নয়। কারণ বল অথবা শক্তি বলিতে যাহা বুঝায়, 'সৈন্য' শব্দ তাহারই প্রতিরূপ। কিন্তু এই সৈন্য দ্বারা কাহাকে বুঝায়, অথবা কোন বস্তুকে নির্দ্দেশ করে? আমরা এই অংশের অর্থ করিয়াছি—'প্রসিদ্ধ ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠতম সৎকর্ম্মকে এবং আত্মশক্তিকে প্রকৃষ্টরূপে ভজনা কর অর্থাৎ আত্মশক্তিদায়ক সৎকর্ম্ম সম্পাদন কর।' আমরা মনে করি, "অস্মৈ ইন্দ্রায়" পদদ্বয়ের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। চতুর্থ্যন্ত অর্থেই মন্ত্রের ভাব সমধিকপরিমাণে রক্ষা পায় অথবা প্রকৃত ভাব প্রকাশ করে। ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে লাভ করিবার জন্য সৎকর্ম্ম সাধন করা, আত্মশক্তিলাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন। 'প্রো অর্চ্চত' পদের সাধারণ অর্থ—পূজা করা, অর্চ্চনা করা। 'সৎকর্ম্মকে ও আত্মশক্তিকে পূজা কর' বলিলে কি বুঝায়? 'পূজা করা' দ্বারা ফুল জল দিয়া পূজা করা নিশ্চয়ই বুঝায় না। আমরা যাহার পূজা করি, তাহার সমীপস্থ হইবার চেষ্টা করি। অথবা সেই আরাধ্য বস্তুর সান্নিধ্যলাভ করিতে বা তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করি। এখানে সেই অভীষ্টবস্তু সৎকর্ম্ম এবং আত্মশক্তি। এই উভয় বস্তুই আমাদের আরাধ্য অথবা কাম্য। সুতরাং এই মন্ত্রাংশের ভাব দাঁড়াইতেছে—ভগবান্

ইন্দ্রদেবকে লাভ করিবার জন্য যেন আমরা সৎকর্ম্মপরায়ণ হই, এবং আত্মশক্তিলাভের চেষ্টা করি। কারণ এই উভয় উপায় দ্বারাই ভগবল্লাভ সম্ভবপর হয়।

যাঁহারা সৎকর্ম্মপরায়ণ, যাঁহারা আত্মশক্তিলাভে তৎপর তাঁহারাই ভগবৎসমীপে পৌঁছিতে পারেন, তাঁহারাই আপনাদের জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন। মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম কাম্য দেবত্বলাভ—ভগবচ্চরণ প্রাপ্তি। সুতরাং প্রত্যেক মানবেরই সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য চেষ্টান্বিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, অথবা জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। মানুষকে একদিন সেই চরম গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতেই হইবে। একদিন তাহাকে সেই বিশ্বাধিরাজের চরণতলে নতমস্তকে দাঁড়াইতে হইবে। কারণ ইহাই মানবের চরম পরিণতি—মানুষ সেই পরিণতি লাভের দিকেই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে যাইতেছে, অথবা যাইতে বাধ্য। যে পর্য্যন্ত না মানব, সেই চরমাশ্রয় লাভ করিতে পারে, সেই পর্য্যন্ত তাহাকে সংসারের এই মায়ামোহের জালে আবদ্ধ থাকিতে হয়, পার্থিব সর্ব্ববিধ সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়। তাই যত শীঘ্র এই ভবনদীর পরপারে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু ইচ্ছা করিলে মানুষ পরপারে যাইতে পারে না। সীমাবদ্ধ জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে মানবের জীবন আবদ্ধ নয়, তাহাকে এরূপ বহুজীবন অতিক্রম করিতে হয়,—যে পর্য্যন্ত না সে সেই চিরবিশ্রামাগারে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু চিরশান্তিনিলয় ভগবচ্চরণে পৌঁছিবার জন্য সাধন চাই। সেই সাধনার কথাই মন্ত্রের প্রথমাংশে উল্লিখিত হইয়াছে। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধনার প্রয়োজন, তাই চতুর্থ্যন্ত 'সত্যৈ ইন্দ্রায়' পদদ্বয়ের ব্যবহার সঙ্গত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—"লোককৃৎ বৃত্রহা সমৎসু অভীকে সচে চিৎ উ"। উহার প্রচলিত অর্থের ভাব এই যে,—ইন্দ্রদেব যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যসমূহের নিকটবর্ত্তী থাকেন, তিনি বৃত্রকে বধ করেন—ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রের দ্বারা যে ভাব অভিব্যক্ত হয় তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য। ভগবান্ আমাদের রিপুসংগ্রামে সহায় হইয়া আমাদিগকে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা করুন, ইহাই মন্ত্রের ভাব।

তৃতীয় অংশের ভাব বহুপরিমাণে দ্বিতীয় অংশের অনুরূপ। শত্রুর অধিরোপিত জ্যা যেন নষ্ট হয়, অর্থাৎ শত্রুর অনিষ্টসাধিনী শক্তি যেন বিনষ্ট হয়, রিপুগণ যেন আমাদের কোনও অনিষ্ট করিতে না পারে—ইহাই মন্ত্রাংশের ভাব। যাহা হউক, এই মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"ইন্দ্রের যে সৈন্য তাঁহার রথের সম্মুখভাগে আছে, উত্তমরূপ তাহার পূজা কর। যুদ্ধের সময় দুই শত্রু নিকটবর্ত্তী হইয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়া যায় তখন তিনি পলায়ন করেন না। এইরূপে বৃত্রকে বধ করেন। আমাদিগের প্রভু সেই ইন্দ্র আমাদিগের সংবাদ লউন। বিপক্ষদিগের ধনুর্গুণ ছিন্ন হইয়া যাউক।" (২০অ ৪খ ১সূ ১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্রয়োত্রিংশদধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২উ　৩ ১ ২　৩ ২ ৩　২ ৩ ১ ২
ত্ব৺ সিন্ধূ৺রবাসৃজোঽধরাচো অহন্নহিম্।

৩ ১ ২　৩ ১২　৩ ১ ২
অশত্রুরিন্দ্র জজ্ঞিষে বিশ্বং পুষ্যসি বার্য্যম্।

২ ৩ ১ ২　৩ ১ ২
ত্বং ত্বা পরি ষ্বজামহে নভন্তা-

৩ ১ ২　৩ ২উ　৩ ১ ২
মন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'ত্বং' 'অধরাচঃ' (অধোমুখমঞ্চতো গচ্ছতঃ দীনতা-সম্পন্নেভ্যঃ অস্মভ্যং ইতি ভাবঃ) 'সিন্ধূং' (অমৃতপ্রবাহং) 'অবাসৃজঃ' (নিরগময়, প্রদেহি ইত্যর্থঃ); 'অহিং' (রিপূন—অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'অহন' (বিনাশয়); ত্বং 'অশত্রুঃ' (শত্রুরহিতঃ, অজাতশত্রুরূপেণ) 'জজ্ঞিষে' (উৎপন্ন ভবসি, বিদ্যমানঃ ভবসি ইত্যর্থঃ); 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'বার্য্যং' (বরণীয়ং বস্তুজাতং) 'পুষ্যসি' (পোষয়সি, পালয়সি); 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরিষ্বজামহে' (স্তুতিভিঃ আলিঙ্গনং কুর্ম্মঃ, প্রার্থনয়া প্রাপ্নুয়াম ইত্যর্থঃ); 'অন্যকেষাং' (অন্যবিধলোকানাং, শত্রূণাং ইত্যর্থঃ) 'অধি ধন্বসু জ্যাকাঃ' (ধনুঃষু অধিরোপিতাঃ জ্যাঃ) 'নভন্তাং' (নশ্যন্তু) শত্রুবলং নশ্যতু ইত্যর্থঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতং প্রযচ্ছতু; বয়ং রিপুজয়িনঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ-৪খ-১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! আপনি দীনতাসম্পন্ন আমাদিগকে অমৃতপ্রবাহ প্রদান করুন; আমাদিগের রিপুদিগকে বিনাশ করুন; আপনি অজাত-শত্রুরূপে বিদ্যমান আছেন; সকল বরণীয় বস্তুজাত পালন করেন, প্রসিদ্ধ আপনাকে প্রার্থনাদ্বারা প্রাপ্ত হইব; শত্রুদিগের ধনুতে অধিরোপিত জ্যা নাশপ্রাপ্ত হউক, অর্থাৎ শত্রুবল বিনষ্ট হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক।

প্রার্থনার ভাব এই, যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃত প্রদান করুন; আমরা যেন রিপুজয়ী হই।)॥ (২০অ—৪খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র। ত্বং 'সিন্ধূন' স্যন্দন-শীলান্ জলপূরান্ 'অধরাচঃ' অধরমধোমুখমঞ্চতো গন্তৄন 'অবাসৃজঃ' মেঘান্নিরগময়ঃ। যতঃ ত্বং 'অহিং' অন্তরিক্ষং গচ্ছন্তং মেঘং 'অহন' হতবানসি। যদ্বা, অহিমান্ধকারং সর্ব্বস্য জগতঃ আবরকং বৃত্রমসুরমহন্ হতবানসি। অতো হে ইন্দ্র! ত্বং 'অশত্রুঃ' শত্রু-রহিতঃ 'অজিষে' জায়সে। ন সন্তি শত্রবোঽস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যাং (৬।২।১।৭২) ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। তাদৃশং ত্বাং 'পরিষজামহে' হবির্ভিঃ স্তুতিভিশ্চা-লিঙ্গনং কুর্ম্মঃ বশীকুর্ম্মঃ। ষঞ্জ পরিষঙ্গে (ভ্বা০ প্যা০), দংশ-সঞ্জ-স্বঞ্জাং শপি (৬।৪।২৫) —ইত্যনুনাসিক-লোপঃ। সিদ্ধমন্যৎ॥ (২০অ-৪খ-১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৮০০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী কয়েকটী অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ—"ত্বং অধরাচঃ সিন্ধূন অবাসৃজঃ"—আপনি দীনতাসম্পন্ন আমাদিগকে অমৃত প্রদান করুন। যাঁহারা দীনতাসম্পন্ন, যাঁহারা বিনয়নম্র হৃদয়ে ভগবানের চরণতলে আপনাকে নিবেদন করিয়া দেন, তাঁহারাই তাঁহার কৃপালাভের অধিকারী। কিন্তু প্রচলিত মতে ইহার ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। উপরোক্ত অংশের বঙ্গানুবাদ এই,—"যে সকল জলরাশি নীচে আসে, তাহা তুমিই মোচন করিয়া দাও।" 'সিন্ধু' শব্দে প্রচলিত মতে নদীপ্রবাহকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আবার 'অধরাচঃ' পদের অর্থ—'অধোমুখে গমনকারী। কিন্তু নতমস্তকে কাহারা ভগবানের চরণতলে সমবেত হয়? যাঁহাদের মধ্যে আত্মজ্ঞানবিকাশোন্মুখ হইয়াছে, যাঁহারা নিজেদের ভুলভ্রান্তি ও অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করিয়া ভগবানের নিকট আপনাদের দৈন্য, আপনাদের অপরাধ নিবেদন করিবার জন্য অগ্রসর হন, তাঁহাদের মাথা স্বতঃই অবনমিত হইয়া পড়ে। 'অধরাচঃ' পদে সেই দীনতাসম্পন্ন সাধকদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু এই দীনতাই অভীষ্টলাভের উপায়। ভগবান তাঁহাদের প্রতি বিশেষ করুণাপরায়ণ এই শ্রেণীর সাধকগণ আপনাদের দৈন্য, শক্তিহীনতা অনুভব করিতে পারিয়া উচ্চজীবন লাভের জন্য সমধিক যত্নপরায়ণ হয়েন, ভগবানও তাঁহাদের ঐকান্তিক সাধনা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন।

এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব—"আমরা দীনহীন তাহা জানি, আমরা অজ্ঞান হীনমতি তাহা জানি, কিন্তু ইহাও জানি প্রভু, তুমি দীনদয়াল, তুমি পতিতপাবন, তাই তো তোমার দুয়ারে জীবনের যত দুর্ব্বসহ বোঝা নামাইতে আসি আমরা জানি, আমরা যতই পাপী হই না কেন, যতই পতিত অপরাধী হই না কেন, হতাশহৃদয়ে তোমার নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত

হইব না। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিয়াছি, প্রভু, জগতে একমাত্র একটী শান্তিপ্রদ স্থান আছে, তাহা তোমার চরণাশ্রয়। তাই তো,—

সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়ে তোমারি দুয়ারে এসেছি।

আমাদিগকে বিমুখ করোনা প্রভো, তোমার স্নেহশীতল ক্রোড়ে আমাদিগকে তুলিয়া লও।"

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে আমরা এই মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা দেখিতে পাই, তাহার ভাব সম্পূর্ণ পৃথক্। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"যে সকল জলরাশি নীচে আসে, তাহা তুমিই মোচন করিয়া দাও এবং বৃত্রকে বধ কর। হে ইন্দ্র! তুমি অজেয় ও শত্রুর অবাধ্য হইয়া জন্মিয়াছ, বিশ্বকে পালন করিয়া থাক। তোমাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ জানিয়া আমরা নিকটে আসিয়াছি। বিপক্ষদিগের ধনুর্গুণ ছিন্ন হইয়া যাউক।" (১০ম—৪খ—১সূ—২সা)।*

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

২উ　৩　১২　৩　১　২　৩　১২

বি ষু বিশ্বা অরাতয়োঽর্য্যো নশন্ত নো ধিয়ঃ।

১২　৩　১২　৩১র　২র　৩　১২

অস্তাসি শত্রবে বধং যো ন ইন্দ্র জিঘাꣳসতি।

১　২　৩　২৩২উ　৩　১২

যা তে রাতির্দ্দদির্ব্বসু নভন্তা-

৩১　২　৩২উ　৩　১২

মন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'নঃ' (অস্মাকং) 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বে) 'অরাতয়ঃ' (শত্রুভূতাঃ) 'অর্য্যঃ' (নরাঃ, জনাঃ) 'সু' (সুষ্ঠু, সম্যগ্রূপেণ) 'বি নশন্ত' (বিনশ্যন্তু); হে দেব! অস্মাকং 'ধিয়ঃ' (প্রার্থনাঃ) স্বদর্থং উদ্গতাঃ ভবন্তু; 'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেবঃ!) 'যঃ' (যঃ শত্রুঃ) 'নঃ' (অস্মান) 'জিঘাংসতি' (হিংসতি) তস্মৈ 'শত্রবে' (রিপবে) 'বধং' (বিনাশং) 'অস্তা অসি' (ক্ষেপ্তা ভবসি, প্রেরয়সি ইত্যর্থঃ) ত্বং বিনাশয়সি ইত্যর্থঃ; 'তে' (তব) 'যা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্রয়োত্রিংশদধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

রাতিঃ' (যৎ দানং) তৎ দানং অস্মভ্যং 'বসু' (পরমধনং) 'দদিঃ' (দাতা ভবতু, প্রযচ্ছতু); 'অন্যকেষাং' (অন্যদীয়ানাং, শত্রূণাং ইত্যর্থঃ) 'অধিধন্বসু জ্যাকাঃ' (ধন্বঃসু অধিরোপিতাঃ জ্যাঃ) 'নভন্তাং' (বিনশ্যন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং রিপুজয়িনঃ ভবেম; ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু -ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২০অ -৪খ—১সূ - ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমাদের সকল শত্রুভূত মানব সম্যক্‌রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হউক; হে দেব! আমাদের প্রার্থনা আপনার জন্যই উদ্গত হউক; বলাধিপতি হে দেব! যে শত্রু আমাদিগকে হিংসা করে সেই শত্রুর জন্য বিনাশ প্রেরণ করেন, অর্থাৎ তাহাকে বিনাশ করেন; আপনার যে দান, সেই দান আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুক; শত্রুদের ধনুতে অধিরোপিত জ্যা বিনাশপ্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন রিপুজয়ী হই; ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (২০অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ অরাতয়ঃ অদাতার্যঃ 'অর্য্যঃ' অভিগন্ত্র্যঃ 'নঃ' অস্মাকং শত্রুভূতাঃ প্রজাঃ 'সু' সুষ্ঠু 'বি নশন্ত' বিনশ্যন্তু. হে ইন্দ্র! ত্বদর্থং 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি স্তুতয়ো বা প্রবর্ত্ততাং। হে 'ইন্দ্র'! 'যঃ' 'নঃ' অস্মান 'জিঘাংসতি' হন্তুমিচ্ছতি। হন্তেঃ সন অজ্‌ঝনগমাং সনি (৬।৪।১৬)—ইতি বা দীর্ঘঃ] অভ্যাসাচ্চ (৭।৩।৫৫)—ইতি কুত্বং। তস্মৈ 'শত্রবে' 'বধং' হননসাধনমায়ুধং 'অস্তা অসি' ক্ষেপ্তা ভবসি। অসু ক্ষেপণে (দি০ প০), তাচ্ছিলিকস্তুন (৬।৪।১৬), 'তে' তব 'যা' রাতিঃ' ধনপ্রদান-হেতুর্হস্তঃ। রা দানে (অদা০ প০), করণে ক্তিন, (৩।৩।৯৪), মন্ত্রে বৃষেষ-পচ-মন-বিদ-ভূ-বী-রা উদাত্তঃ (৩।৩।৯৬) ইতিক্তিন-সউদাত্তত্বং। সা রাতিঃ 'বসু' ধনং 'দদিঃ' অস্মভ্যং দাতা ভবতু। আদৃ গম-হন (৩।২।১৭১)—ইতি দদাতেঃ কি প্রত্যয়ঃ, ন লোকাব্যয় (২।৩।৬৯) ইতি বসু শব্দাৎ ষষ্ঠ্যাভাবঃ। সিদ্ধমন্যৎ। (২০অ - ৪খ - ১সূ - ৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৮০১) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর প্রথম অংশ - "সঃ বিশ্বা অরাতয়ঃ অর্য্যঃ সু বিনশন্ত" আমাদের সর্ব্ববিধ শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক। মন্ত্রের শেষাংশ—"অন্যকেষাং অধিধন্বসু জ্যাকাঃ নভন্তাং"

—শত্রুগণের ধনুতে অধিরোপিত জ্যা বিনষ্ট হউক। এই উভয় অংশের ভাব এক। উভয়ত্রই রিপুনাশের, রিপুর শক্তিনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মানুষের অসংখ্য রিপু। তাহার চারিদিক হইতে মানুষকে বিব্রত করিতেছে। তাহাদের আক্রমণ হইতে সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। কারণ মানুষ যে পর্য্যন্ত রিপুগণের প্রভাবাধীন থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত সে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারিবে না। রিপুগণ পদে পদে তাহাকে বাধা দিবে। সেই জন্যই প্রথমে রিপুনাশের দরকার। যুদ্ধক্ষেত্রে রিপুনাশের জন্য গমন করিতে হইলে যেমন যথাযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র এবং বর্ম্মাদির প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনিভাবে সাধনমার্গের অন্তরায় রিপুকুল বিনাশ করিতে হইলে নিজকে জ্ঞানভক্ত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র এবং শমদমাদি বর্ম্মের দ্বারা সুরক্ষিত করিতে হইবে। শত্রুকে বিনাশ করা চাই, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার সুবন্দোবস্ত করা চাই। হিন্দুদের দেবার্চ্চনাদিতে আমরা এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিতে পারি। ভূতশুদ্ধি প্রক্রিয়া এই আত্মরক্ষারই উপায়ান্তর মাত্র। এতদ্ব্যতীত পূজাদির প্রাথমিক কয়েকটী কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই অনুভব করা যায় যে, এই সমস্ত রিপুগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার উপায় মাত্র। প্রত্যেক সাধনকার্য্যে তাহা খুবই প্রয়োজন। কারণ প্রথমে আত্মশুদ্ধি না করিলে পবিত্র কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যায় না। কথায় বলে, যে সর্ষপ দিয়া ভূত তাড়ান যাইবে, সেই সর্ষপের মধ্যেই যদি ভূত থাকে, তবে ভূত তাড়াইবে কিরূপে? এখানেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। যে আত্মশক্তির সাহায্যে রিপুগণকে বিনাশ করিবে, সেই আত্মাই যদি রিপুদের আশ্রয়স্থল হয়, তাহা হইলে রিপুবিনাশ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? তাই সর্ব্বাগ্রে চাই আত্মশুদ্ধি। যাহাতে রিপুগণ আমাদের আত্মাকে পরাভূত করিয়া তাহা অধিকার করিতে না পারে তাহার উপায় করা চাই। মানবাত্মা দুর্গস্বরূপ, যখন যে পক্ষের অধিকারে থাকে, তখন সে পক্ষেরই আশ্রয়স্বরূপ হয়। সেই জন্যই মানুষ সু অথবা কু সর্ব্ববিধ কর্ম্মই করিতে পারে।

কিন্তু মানুষ যদি আপনাকে সত্ত্বাস ও উচ্চ পবিত্র শক্তির বর্ম্মে আবৃত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অন্যবিধ রিপুশক্তি কিছুতেই আক্রমণ করিতে পারে না, অথবা আক্রমণ করিলেও তাহাদের অস্ত্রাদি সাধকের বর্ম্মে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়। তাই প্রথমেই রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের শেষাংশে যে প্রার্থনা আছে, তাহা প্রণিধানযোগ্য। 'শত্রুদিগের ধনুতে আরোপিত যে জ্যা তাহা বিনষ্ট হউক'—ইহাই প্রার্থনা। এখানে শত্রুদিগকে ধনুর্ব্বাণধারী রিপু বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তাহার তীক্ষ্ণ শর দ্বারা আমাদের হৃদয় বিদ্ধ করে, আমাদের হৃদয়স্থ সদ্বৃত্তিরাজিকে ধ্বংস করে। তাহাদের সেই অধিরোপিত জ্যা যদি বিনষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ যদি তাহাদের অনিষ্টকারিণী শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে মানুষ তাহাদের কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারে। সর্পের বিষদন্ত ভগ্ন হইলে যেমন তাহাদ্বারা অনিষ্ট সম্ভবপর হয় না, অন্ততঃ অনিষ্ট তত তীব্র হয় না, সেইরূপভাবে যদি কোন উপায়ে রিপুর অনিষ্টকারিণী শক্তি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা মানবের অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্ট হয়। শত্রু ধনুতে বাণ-

যোজনা করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, শরই তাহার প্রধান অস্ত্র, সেই শর যদি স্থানচ্যুত হয়, অথবা তা যদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে মানুষ বহুপরিমাণে রিপুর আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। কিন্তু কি উপায়ে শত্রুকে হীনবল করা যায়? সাধনাদ্বারা রিপুনাশের শক্তি যেমন বর্দ্ধিত হয়, ঠিক সেইভাবে শত্রুদিগের শক্তিও বিনষ্ট হয়। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যটীই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

কিরূপে এই শত্রুনাশ ঘটে, তাহার আভাষ মন্ত্রেই প্রদত্ত হইয়াছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ভাব এই যে,—আমাদের প্রার্থনা ভগবানের উদ্দেশে উচ্চারিত হউক, অর্থাৎ আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই, ভগবানের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করি। ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে রিপুর আক্রমণের ভয় কমিয়া যায়, সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিলে রিপুভয় একেবারেই থাকে না! কারণ ভগবচ্চরণরূপ সুদৃঢ় দুর্গের আশ্রয়লাভ করিলে কোন শত্রুই তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। তাই রিপুগণের আক্রমণনাশের জন্যই মন্ত্র বলিতেছেন—"সেই পরম প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ কর, সেই দেবতা তোমাকে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।"

মন্ত্রের পরের অংশও রিপুনাশসম্বন্ধীয়। এই অংশ,—"যঃ নঃ জিঘাংসতি শত্রবে বধং অস্তা অসি"—যে শত্রু আমাদিগকে হিংসা করে, সেই শত্রুকে বিনাশ করুন। আমাদিগের চারিদিকেই রিপুকুল আছে তাহারা আমাদিগকে সর্ব্বদাই বিব্রত করিতেছে। তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তাই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে—আমাদের পরমপিতা যেন আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন। শত্রুকুলের আক্রমণ যেন প্রতিহত হয়। ভগবানের বজ্র যেন রিপুকুলকে ধ্বংস করে। ইহাই মন্ত্রাংশের প্রার্থনার অর্থ।

মন্ত্রের পরের অংশ—"তে যা রাতিঃ বসু দদিঃ"—আপনার যে মহাদান, সেই দানের ফলে যেন আমরা পরমধন লাভ করিতে পারি। ভগবান্ মানবকে শ্রেষ্ঠতম ধন প্রদান করেন, যে ধন মানুষ কখনও অন্য উপায়ে লাভ করিতে পারে না। সাধকগণই ভগবানের কৃপায় সেই শ্রেষ্ঠধন লাভ করিতে পারেন। মন্ত্রে সেই ধনলাভের প্রার্থনাই আছে। সাধকগণ তাহাদের সাধনাবলে যে পরমধনের অধিকারী হয়েন, আমরা অকৃতি অভাজন যেন ভগবানের কৃপাবলে সেই পরমধন লাভ করিয়া কৃতার্থ হই ইহাই প্রার্থনার মর্ম্ম।

এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ একটী—"যাহারা দান করে না, এতাদৃশ ভাবৎশত্রু দৃষ্টিপথ হইতে দূর হউক। আমাদিগের স্তবগুলি চলিতে থাকুক। হে ইন্দ্র! যে শত্রু আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তুমি তাহার প্রতি মৃত্যু প্রেরণ কর।" তোমার যে দানশীলতা তাহা আমাদিগকে ধনদান করুক। বিপক্ষদিগের ধনুর্গুণ ছিন্ন হইয়া যাউক।" (২০অ—৪খ—১সূ - ৩সা) ॥*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
রেবাঁ, ইদ্রেবত স্তোতা স্যাত্বাবতো মঘোনঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
প্রেদু হরিবঃ সুতস্য ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরিবঃ' (পাপহারক হে দেব!) 'রেবতঃ' (রশ্মিমতঃ, পরমধনসম্পন্নস্য) তব 'স্তোতা' (উপাসকঃ) 'রেবান্' (রশ্মিমান, পরমধনসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) 'ইৎ' (এব) 'স্যাৎ' (ভবতি); 'ত্বাবতঃ' (ত্বৎসদৃশস্য) 'মঘোনঃ' (পরমধনবতঃ) 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য, পবিত্রকারকস্য দেবস্য) স্তোতা 'প্রেদু' (ভবতি—ধনসম্পন্নঃ ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎ-পরায়ণাঃ জনাঃ পরমধনং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (২০অ—৪খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপহারক হে দেব! পরমধনসম্পন্ন আপনার উপাসক পরমধন-সম্পন্নই হয়েন; আপনার সদৃশ পরম ধনবান্ পবিত্রকারক দেবতার স্তোতা ধনসম্পন্ন হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ পরমধন লাভ করেন।)। (২০অ—৪খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'হরিবঃ' হরিবন্! মতুবসোঃ (৮।৩।১) সকারস্যোত্বং। হরি-নামকাশ্বসমিন্দ্র! 'রেবতঃ' রয়িমতঃ বহু-ধনোপেতস্য তব 'স্তোতা' 'রেবান্ স্যাৎ' রয়িমান্ ভবেৎ 'ইৎ' শব্দোঽবধারণে। রয়িমান্ ভবেদেব ন তু দারিদ্র্যং প্রাপ্নোতি। উক্তমেবার্থং কৈমুতিকন্যায়েন দ্রঢয়তি— 'ত্বাবতঃ' ত্বৎসদৃশস্য। যুষ্মদস্মদোঃ ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানং (৫।১।৬১ বা০) ইতি মতুপ্। 'মঘোনঃ' মঘবতঃ ধনাঢ্যস্য 'সুতস্য'। ষু প্রসবৈশ্বর্য্যয়োঃ (তু০ প০)। স্তোতব্যস্য ঐশ্বর্য্যো-পেতস্য অন্যস্যাপি স্তোতা 'প্রেদু'। 'স্যাৎ' -ইত্যনুবর্ত্ততে। প্রস্যাৎ প্রভবেদেব নতু নিহীয়তে কিমু বক্তব্যং তব স্তোতা ধনবান্ ভবেদেবেতি। (২০অ—৪খ—২সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৮০২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। যিনি যে ভাবের অনুসরণ করেন তিনি সেইভাব প্রাপ্ত হয়েন। যে সাধক যে দেবতার উপাসনা করেন, তিনি সেই দেবতার সাযুজ্য এবং সারূপ্য লাভ করেন। এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, পরমধনসম্পন্ন দেবতার উপাসক ধনলাভ করেন।

একটু আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে,—এই কথার অর্থ কি। ইহা বুঝিবার জন্য আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, আরাধনার অর্থ কি। দেবপূজার অর্থ দেবতার গুণাবলীর অনুসরণ করা। প্রশ্ন হইতে পারে যে,—মানুষ কিরূপে দেবতার গুণাবলীর অনুসরণ করিবে? কোথায় হীন পতিত মানব, আর কোথায় পরমশক্তিশালী দেবতা। মানুষ ও দেবতার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। সেই পার্থক্যই কি মানুষকে দেবত্বলাভের পথে বাধা দিবে না? মানুষ ও দেবতার মধ্যে পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, মানুষ মূলতঃ দেবতা। মানুষ ও দেবতার মধ্যে আপতঃপ্রতীয়মান যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, এই উভয়ের মধ্যে স্বরূপতঃ পার্থক্য নাই। একজন অন্য জনেরই বিকাশমাত্র। অথবা মানুষই দেবতা, কেবলমাত্র মায়ামোহ ও অজ্ঞানতার আবরণে আবদ্ধ আছে বলিয়া নিজকে জানিতে পারে না। তাই সিংহশিশু নিজকে শৃগালভ্রমে মায়াজালে পড়িয়া ছটফট করিতেছে। যখন মায়ার এই ঘোর কাটিয়া যাইবে, যখন কুয়াশা অপসারিত হইবে, তখন সে বুঝিতে পারিবে, মায়ার বশে সে অসত্যের দাসত্ব করিয়াছে, সে তো সত্যসত্যই হীন পতিত নয়! তখন এই মানুষ দিব্যজ্ঞানবলে দেবতা হয়। দেবত্বলাভের জন্য, আপনার অন্তর্নিহিত সুপ্ত মহাশক্তিকে জাগরিত করিবার জন্যই সাধনার প্রয়োজন। সাধনার অর্থ—মানবের অন্তর্নিহিত ভগবদ্দত্ত মহাশক্তির উদ্বোধন ও তাহার সদ্ব্যবহার। কোন উচ্চ মহান্ আদর্শের অনুসরণে তাহা সম্ভবপর হয়। সেই উচ্চ আদর্শ—দেবতা। দেবতার আরাধনার অর্থ—দেবভাবের অনুসরণ, দেবপূজার অর্থ—নিজের মধ্যে দেবত্বের উদ্বোধন।

সুতরাং যে দেবতা যে গুণ বা ভাবসম্পন্ন, তাঁহার সাধকও সেই গুণ বা ভাব প্রাপ্ত হইবেন। যিনি ধনের আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি ধন পাইবেন। যিনি জ্ঞানের প্রার্থী, তিনি জ্ঞানলাভ করিবেন। তাই বলা হয়—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিঃ ভবতি তাদৃশী।'

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—দেবতা কি বহু? দেবতা অর্থাৎ ভগবান্ বহু নহেন,—তিনি এক, অব্যয়। তাঁহার বিভূতি বহু। সাধক আপনার শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী সেই পূর্ণস্বরূপের কোন বিশেষ বিভূতির আরাধনা করেন। ভগবানের পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি করিবার শক্তি সকলের নাই। সুতরাং সকল শ্রেণীর সাধক পূর্ণব্রহ্মের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন না। তাই বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর আদর্শ। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন,—'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা'—সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপকল্পনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম, অরূপ অনাম। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং,

—এক এবং অদ্বিতীয়। তবে আমরা বহুর পরিচয় পাই কিরূপে? সে একেরই বিকাশ বহু। সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের বিভূতি বিভিন্ন সাধক কর্তৃক বিভিন্ন নামে পূজিত হয়। কিন্তু এই আংশিক ব্রহ্মানুভূতি অথবা ব্রহ্মোপাসনা মানুষকে পূর্ণ-মুক্তি দিতে পারে না। তাই বলা হয় দেবতার উপাসনায় দেবতাকেই পাওয়া যায়, মুক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু তবুও এই দেবোপাসনা মানুষকে ভগবদভিমুখে লইয়া যায়, অবস্থ হইতে সবস্থর দিকে তাহাকে প্রেরণা দেয়। এই দিক দিয়া দেবোপাসনার মূল্য অসীম, কারণ তাহাই সাধককে পরিণামে ব্রহ্মোপাসনায় পৌঁছাইয়া দেয়। মন্ত্রে এই দেবোপাসনারই মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

এই মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল; তাহা এই,—"হে হর্য্যশ্ব! তুমি ধনবান, তোমার স্তোতা ধনবান হয়। তোমার ন্যায় ধনবান প্রসিদ্ধ লোকের স্তোতা প্রভু হয়।" (২০অ-৪খ-২সূ—১সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

উক্থং চ ন শস্যমানং নাগোরয়িরা চিকেত।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

ন গায়ত্রং গীয়মানম্ ॥ ২ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাগোঃ' (অস্তোতুঃ, অভক্তস্য অজ্ঞস্য বা) 'অয়িঃ' (অরিঃ স ভগবান্) 'শস্যমানং' (পঠ্যমানং উচ্চারিতং বা—নাগবা তেন ইতি যাবৎ) 'উক্থং চ' (শস্ত্রমপি, দেবমন্ত্রমপি) 'ন আচিকেত' (ন অভিজানাতি, ন গৃহ্ণাতি ইতি ভাবঃ); তথা 'গীয়মানং' (গাতব্যং—তেন গবা ইতি যাবৎ) 'গায়ত্রং' (গায়ত্রাখ্যং সাম) 'ন' (ন শৃণোতি ইতি ভাবঃ)। হৃদি যদি ভক্তিঃ ন সঞ্জায়তে, তদা মন্ত্রোচ্চারণেন নাস্তি ফলং ইতি ভাবঃ। (২০অ-৪খ ২সূ ২সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

অভক্তের (অস্তোতার) শত্রু সেই ভগবান্, অভক্তের পঠ্যমান্ বা উচ্চারিত বেদমন্ত্রও গ্রহণ করেন না, এবং গীয়মান্ সাম মন্ত্রও শ্রবণ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

করেন না। (ভাব এই যে,—হৃদয়ে যদি ভক্তি সঞ্জাত না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রোচ্চারণে কোনই ফল নাই।)। (২০অ—৫খ—২সূ—২সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

(গায়ত্তের্গোঃ) 'অগোঃ' অস্তোতুঃ 'রয়িঃ', 'শস্যমানং' হোত্রা পঠ্যমানং 'উক্থং চ' নিশস্তমপি 'আ চিকেত' অভিজানাতি। কিত জ্ঞানে (ভ্বা॰ প॰) ছান্দসো লিট্ (৬।২।১০৫)। নেতি সম্প্রত্যর্থে। 'ন' সম্প্রতি প্রস্তোত্রাদিভিঃ 'গীয়মানং' 'গায়ত্রং' গাতব্যং সাম (যদ্বা, গায়ত্রাখ্যামপি) আচিকেতেত্যেব। অতঃ কারণাৎ বয়মপি তমিন্দ্রং স্তুমইত্যর্থঃ। (২০অ - ৪খ ২সূ—২সা)।

. . .

দ্বিতীয় (১৮০৩) সামের মন্ত্রার্থ।

এই মন্ত্রটীর একটী অভিনব পদ—'নাগোঃ। ঋগ্বেদে উহা 'আগোঃ' রূপে পঠিত হয়। সায়ণের ভাষ্যে এখানে 'অগোঃ' পাঠ গ্রহণ-পূর্ব্বকই অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। তদনুসারে ঐ পদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'অস্তোতুঃ' (অস্তোতার)। এখানে 'রয়িঃ' পাঠ আছে। ঋগ্বেদে 'রয়িঃ' পাঠ দৃষ্ট হয়। বাতাসের দ্বারা 'র' স্থানে য-কার হইয়াছে—পাণিনির সূত্রানুসারে ঐ দুই পদই একার্থবোধক এইরূপ সিদ্ধান্তিত হয়। মন্ত্রের প্রথম চরণে 'চ' ও 'ন' পদদ্বয় আছে। সেই দুই পদকে যুগ্মভাবে গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের 'অপি' অর্থ গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় চরণের 'ন' পদটীকে 'সম্প্রতি'-অর্থ-জ্ঞাপক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। 'অগোঃ' পদের ব্যুৎপত্তি-উপলক্ষে 'গায়তের্গোঃ' বাক্য প্রযুক্ত দেখি। তাহাতে গো-শব্দে গরু অর্থ গ্রহণ করিয়া 'বাক্য' বা 'স্তুতি' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে বুঝা যায়। * এইরূপে ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—"অস্তোতার শক্র ইন্দ্র হোতার পঠ্যমান্ শস্ত্রকেও (মন্ত্রকেও) জানিতে থাকেন; সম্প্রতি প্রস্তোতাদিগের দ্বারা গীয়মান গাতব্য সাম অথবা গায়ত্রাখ্য সাম জানিতেছেন। এই কারণে আমরাও সেই ইন্দ্রকে স্তব করি।" এবম্বিধ

---

* সামবেদের ইংরাজী অনুবাদক গ্রিফিথ্ সাহেব কিন্তু 'গো' শব্দের গরু অর্থ এখানেও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য তাঁহার ব্যাখ্যা আর এক মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া আছে। তাঁহার ব্যাখ্যার ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'যাহার ভাণ্ডারে গাভী নাই, তাহার ধনসম্পত্তি কখনও প্রকৃত স্তুতিকে প্রাপ্ত হয় না; অথবা গাতব্য সাম-গানও প্রাপ্ত হয় না।' তাঁহার (গ্রিফিথ্-এর) সেই ইংরাজী অনুবাদও নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

"His wealth who hath no store of kine
Hath ne'er found out recited loud,
Nor song of praises that is sung."

ভাষ্যার্থেরই অনুসরণে মন্ত্রের যে বাঙ্গালা ও হিন্দী অনুবাদ প্রচারিত আছে, তাহারও দুইটী আদর্শ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা—

(১) "ইন্দ্র স্তুতিশূন্য লোকের শত্রু, তিনি উচ্চার্য্যমাণ উক্থ জানিতে পারেন, সম্প্রতি গায়ত্রও গান করা হইতেছে।"

(২) "স্তুতি ন করনেবালেকা শত্রু ইন্দ্র হোতাকে পঢ়েহুএ স্তোত্রকোভী জানতা হৈঁ, ইস সময় প্রস্তোতা আদিকে গায়ে হুএ গায়ত্র সামকো জানতা হী হৈ, ইস কারণ হম্‌ভী উস ইন্দ্রকী স্তুতি করতে হৈঁ।"

কি ভাবে মন্ত্রার্থ প্রচারিত আছে, উপরি উক্ত আলোচনায় তাহা বোধগম্য হইবে। কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে সম্পূর্ণ অন্য ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। তদ্বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা প্রধানতঃ অনুসরণীয়। 'নাগোঃ' ও 'অগোঃ' পদে একই অর্থ গ্রহণ করা হয়। আমরাও তাহাই অনুসরণ করিলাম। যাহার জ্ঞান নাই, যাহার ভক্তি নাই, সুতরাং যে অকর্ম্মকারী, সেই 'নাগোঃ' বা অস্তোতা। সেইরূপ অস্তোতার বা অভক্তের 'অরিঃ' বা নাশক বা নিমর্দ্দক যিনি, এখানে 'নাগোঃ অরিঃ' এই পদদ্বয়ে তাঁহাকেই (ভগবানকেই) নির্দ্দেশ করিতেছে। মন্ত্রে যে দুইটী 'ন' পদ আছে, সেই দুইটীকেই 'না'-অর্থ-জ্ঞাপক বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করি। 'চ' পদে অপি প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে পারি। 'শস্যমানং' পদের সম্বন্ধে 'হোত্রা' পদ অধ্যাহার না করিয়া 'নাগবা তেন' পদ ব্যবহারে ভাব সুরক্ষিত হয় বলিয়া মনে করি। 'ন' এবং 'আচিকেত' পদদ্বয়ে না-জানার অর্থাৎ না-গ্রহণ করার ভাব প্রকাশ পায়। এইরূপ, শেষ চরণের 'ন' পদ উপলক্ষে 'ন আচিকেত' হইতে ভাবে 'ন শৃণোতি' বাক্য অধ্যাহার করিতে পারি। ফলতঃ অভক্তের উচ্চার্য্যমাণ স্তোত্র তিনি গ্রহণ করেন না এবং তাহার গাতব্য গানও তিনি শ্রবণ করেন না,—মন্ত্রার্থে এই ভাবই সর্ব্বথা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'অন্তরে অনুধ্যান কর, মুখে মন্ত্র উচ্চারিত বা গীত হউক, তবে তাহলেই ভগবান তাহা গ্রহণ করিবেন।' (২০অ—৬খ—২স্—১সা)। *

— • —

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
মা ন ইন্দ্র পীয়ত্নবে মা শর্দ্ধতে পরাদাঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
শিক্ষা শচীবঃ শচীভিঃ ॥ ৩ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের চতুর্দ্দশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, উনবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (২অ ১২খ—১২দ—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'পীয়ত্নবে' (বধশীলায়, রিপবে ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা পরাদাঃ' (মা পরিত্যাক্ষীঃ) রিপুকবলাৎ অস্মান্ উদ্ধারয়—ইতি ভাবঃ; তথা 'শর্দ্ধতে' (অভিভবিত্রে, দুর্দ্দর্ষায় রিপবে, ভীষণরিপুকবলে ইত্যর্থঃ) 'মা' (মা পরিত্যাক্ষীঃ ইতি শেষঃ); 'শচীবঃ' (হে শক্তিমন্ দেব!) ত্বং 'শচীভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ) অস্মান্ 'শিক্ষ' (উপদিশয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ রিপুকবলাৎ উদ্ধারয়—অস্মভ্যং পরাশক্তিং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২০অ—৪খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! রিপুর জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না অর্থাৎ রিপুকবল হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করুন, এবং ভীষণকবলে পরিত্যাগ করিবেন না; হে শক্তিমান্ দেব! আপনি সৎকর্ম্মের দ্বারা আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করুন—আমাদিগকে পরাশক্তি প্রদান করুন।)। (২০অ—৪খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! ত্বং 'পীয়ত্নবে'। পীয়তির্ব্বধকর্ম্মা (নিরু০ ৪।২৫) বধ-শীলায় হিংসা-কারিণে শত্রবে 'নঃ' অস্মান্ 'মা পরাদাঃ' মা পরিত্যাক্ষীঃ; 'মা' চ 'শর্দ্ধতে' অভিভবিত্রে অস্মান্ মা পরাদাঃ। শৃধু প্রহসনে (ভ্বা০ আ০) ইতি ধাতুঃ। অপিতু 'শচীবঃ' শক্তির্ম্মন্ত্র! 'শচীভিঃ'-রাত্মীয়ৈঃ কর্ম্মভিঃ 'শিক্ষ' অস্মানমুশাধি। যদ্বা, শিক্ষতির্দ্দানকর্ম্মা (৩।২০।৮ অতীহং ধনসমস্তাং দেহি; যদ্বা, শত্রূন্ জেতুং শিক্ষ শক্তান্ কর্ত্তুমিচ্ছ। শকেঃ সন্নন্ত সনি মী মা (৭।৪।৫৪)-ইতি ইসাদেশঃ, অভ্যাস-লোপে চ কৃতে লোটি রূপমেতৎ॥৩।

* * *

তৃতীয় (১৮০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর প্রথম অংশ,—"পীয়ত্নবে নঃ মা পরাদাঃ"—ভীষণ রিপুদিগের জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। রিপুদিগের জন্য পরিত্যাগ করার অর্থ কি? রিপুদিগের কবলে পড়িলে তাহারা মানুষকে তাহাদের ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার করে। ছেলেদের হাতে পুতুল প্রভৃতির যে অবস্থা, রিপুকরতলগত মানবেরও সেই অবস্থা হয়। তাহাদের কোনও

স্বাধীন সত্তা থাকে না। রিপুগণের দাসরূপে তাহার জীবনের সকল সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। তাই প্রার্থনায় বলা হইয়াছে, রিপুদিগের কবলে আমাদিগকে সমর্পণ করিবেন না। আমরা তো রিপুদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়াই আছি, তবে রিপুকবলে আবার পরিত্যাগ করার অর্থ কি? রিপুকবলে আমরা আছি সত্য, কিন্তু ভগবান্ কৃপা করিলে রিপুদের আক্রমণ হইতে, তাহাদের প্রভাব হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন। এই প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে ভগবান্ যেন দয়া করিয়া আমাদিগকে রিপুদের কবল হইতে উদ্ধার করেন।

'মা শর্দ্ধতে' মন্ত্রাংশেও একই মর্ম্ম। ভীষণ রিপুগণের কবলে যেন আমরা পতিত না হই, ইহাই মন্ত্রাংশের ভাবার্থ। মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনা—সৎকর্ম্মদ্বারা আমাদিগকে যেন ভগবান্ শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্য-রিপুকবল হইতে আত্মরক্ষা। ভগবান্ নিজে কৃপা করিয়া আমাদিগকে রিপুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন সত্য, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের মধ্যে সৎকর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া দিতে পারেন। তিনি সৎকর্ম্মের অধিপতি, অর্থাৎ তিনিই মানবকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করেন, তাই তাঁহাকে 'শচীবঃ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গ্রহণ করা হয়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! তুমি বধকারী শত্রুর হস্তে পরিত্যাগ করিও না, অভিভবকারীর হস্তে পরিত্যাগ করিও না, হে শক্তিমান্ ইন্দ্র! তুমি স্বীয় কর্ম্মবলে আমাদিগকে ধনদান কর।" (২০অ—৪খ-২সূ—৩সা)।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ২
এন্দ্র যাহি হরিভিরুপ কণ্বস্য সুষ্টুতিম্।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয দিবাবসো॥ ৩॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব!) 'হরিভিঃ' (জ্ঞানভক্ত্যাদিভিঃ, সদ্বৃত্তিভিঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'কণ্বস্য' (অতিক্ষুদ্রস্য, অভাজনস্য, অজ্ঞানান্ধস্য মম) 'সুষ্টুতিং' (প্রার্থনাং প্রতি) উপ আয়াহি' (আগচ্ছ, প্রার্থনাকারিণং মাং প্রাপয় ইত্যর্থঃ); 'দিবাবসো' (দিবা-

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের পঞ্চদশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

জ্যোতিঃসম্পন্ন হে দেব!) 'দিবঃ অমুষ্য' (স্বর্গলোকস্য, স্বর্গলোকং ইত্যর্থঃ) 'শাসতঃ' (শাসনং কুর্ব্বতঃ, শাসনকারিণঃ, রক্ষকস্য তব ইত্যর্থঃ) 'দিবং' (দেবত্বাদং) 'যয়' (মহ্যং প্রযচ্ছ); হে ভগবন্! অজ্ঞানস্য মম প্রার্থনাং শৃণু, মহ্যং সর্ব্বথা সত্ত্বভাবং প্রযচ্ছ— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২০অ ৪খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! জ্ঞানভক্ত্যাদির সহিত অজ্ঞানান্ধ আমার প্রার্থনার প্রতি আগমন করুন, অর্থাৎ প্রার্থনাকারী আমাকে প্রাপ্ত হউন; দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন হে দেব! স্বর্গলোকের রক্ষক আপনার দেব-ভাব আমাকে প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! অজ্ঞান আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন, আমাকে সর্ব্বপ্রকারে সত্ত্বভাব প্রদান করুন।)॥ (২০অ—৪খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'কণ্বস্য' 'সুষ্টুতিং' শোভনাং স্তুতিং 'হরিভিঃ' অশ্বৈঃ 'উপ যাহি' আগচ্ছ। 'দিবঃ' দ্যুলোকং। দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী (৩।১।৮৫) 'অমুষ্য' অমুষ্মিন্নিন্দ্রে 'শাসতঃ' শাসতি সতি। বিভক্তি-ব্যত্যয়ঃ (৩।১।৮৫)। তত্র বয়ং সুখমাস্মহে। হে 'দিবাবসো' দীপ্ত-হবিষ্কেন্দ্র! 'দিবং' স্বর্গং 'যয' যূয়ং গচ্ছত। বহুবচনং পূজার্থং। যদ্বা, হে 'দিবাবসো!' দিবো দ্যুনামকমমুং লোকং 'শাসতঃ' শাসনং কুর্ব্বন্তঃ যূয়ং 'দিবং' স্বর্গং 'যয' গচ্ছত॥ ১॥

* * *

প্রথম (১৮০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় ভাগে দেবত্বাদ প্রদানের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষ যখন আপনার দুর্ব্বলতা-দীনতা বুঝিতে পারিয়া সেই হীনতা-দুর্ব্বলতা পরিহারের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে; আর সেই প্রার্থনা যদি হৃদয়ের প্রার্থনা হয়, ঐকান্তিক প্রার্থনা হয়, তাহা হইলে প্রার্থনাকারী যতই ক্ষুদ্র ও পতিত হউক না কেন, সে উদ্ধার পায়। বিশেষভাবে মানুষ আপনার অসম্পূর্ণতা—আপনার অভাব অনুভব করিতে পারিয়া, তাহা দূর করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে ভগবান্ তাহার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। নিজের এই দৈন্যের জ্ঞান সহজে জন্মে না। মানুষ নিজেকে বড় বলিয়া—জ্ঞানী গুণী বলিয়া, ভাবিতেই অভ্যস্ত। অন্যের নিকট দূরে থাকুক, নিজের নিকটেও মানুষ আপনার দৈন্য স্বীকার করিতে

চায় না। সে নিজেকে বড় ভাবিয়া আত্ম-প্রবঞ্চনার দ্বারা নিজেকে অধঃপাতের দিকে প্রেরণ করে। সুতরাং যিনি নিজের দৈন্য বুঝিতে পারেন, তিনি অন্তরের সহিতই ভগবানের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা করেন। নিজের অজ্ঞানতা-অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য তিনি ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করেন।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের যথেষ্ট অনৈক্য ঘটিয়াছে। 'কণ্বস্থ' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার মন্ত্রের ঋষি কণ্বকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'কণ্ব' পদে 'অতি ক্ষুদ্র অভাজন' অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

'দিবঃ অমুষ্য শাসতঃ দিবং যয়' পদসমূহের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার দুই প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়াছেন—তাহাও আবার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া! ভাষ্যকার 'শাসতঃ' পদে প্রথমা বিভক্তি গ্রহণ করিয়া পূজার্থে বহুবচনান্ত ক্রিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদিগের মতে, এই সকল কষ্ট-কল্পনার কোনও প্রয়োজন নাই। ব্যাখ্যায়ও যে খুব অর্থ-সঙ্গতি আছে, তাহাও মনে করা যায় না। এখানে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে ইন্দ্র! তুমি অশ্বগণের সহিত কণ্বের সুন্দর স্তুতির অভিমুখে আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও। এখানে 'দীপ্তহব্যবিশিষ্ট' পদ ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিতেছে। নতুবা, হঠাৎ একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলার অর্থ থাকে না। কিন্তু ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া একটু তরল ভাষায় বলিতে গেলে—ধুলোপায়েই বিদায় দিবার অর্থ কি? আবার সেই অর্থ করা হইয়াছে—বহু কষ্ট-কল্পনার সাহায্য লইয়া। আমরা এত কষ্ট-কল্পনার কোনও প্রয়োজন মনে করি না। আমাদিগের মত, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে॥ (২০অ—৪খ—৩সূ—১সা)। *

— — • — —

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অত্রা বি নেমিরেষামুরাং ন ধূনুতে বৃকঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃকঃ ন উরাং' (বৃকঃ যথা মেষীং কম্পয়তি তদ্বৎ) 'অত্র' (অস্মিন্ স্থানে, ইহজগতি) 'এষাং' (পার্থিবজনানাং ইত্যর্থঃ) 'নেমিঃ' (বজ্রচক্রং, বজ্রদণ্ডং ইত্যর্থঃ) 'বি ধূনুতে' (বি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের একাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—১২খ—১২দ—৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

কম্পয়তি—রিপুঃ ইতি শেষঃ); 'দিব্যবসো' (দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন হে দেব!) 'দিবঃ অমুষ্য' (স্বর্গলোকস্য, স্বর্গলোকং ইত্যর্থঃ) 'শাসতঃ' (শাসনং কুর্ব্বতঃ, শাসনকারিণঃ, রক্ষকস্য তব ইত্যর্থঃ) 'দিবং' (দেবভাবং) যব (অস্মভ্যং প্রযচ্ছ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। মানবাঃ রিপুপরিবেষ্টিতাঃ ভবন্তি; ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং দেবভাবং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ। (২০অ—৪খ-৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বৃক যেমন মেষীকে কম্পিত করে, সেইরূপভাবে ইহজগতে পার্থিব-জনের হৃদয়কে রিপু কম্পিত করে; দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন হে দেব! স্বর্গলোককে শাসনকারী আপনার দেবভাব আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—মানবগণ রিপুপরিবেষ্টিত আছে, ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে দেবভাব প্রদান করুন।)। (২০অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অত্র' অস্মিন্ যজ্ঞে 'এষাং' অভিষব-গ্রাবণাং 'নেমিঃ' শোম-শব্দাৎ 'বি ধূনুতে' বিশেষেণ কম্পয়তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'উরাং' মেষীং 'বৃকঃ ন' বৃকইব যথা বৃকঃ তদ্বৎ বিধূনুতে। (২০অ—৪খ—৩সূ—২সা)

* * *

দ্বিতীয় (১৮০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। প্রথম অংশ,—"বৃকঃ ন উরাং বিধূনুতে"—ব্যাঘ্র যেমনভাবে দুর্ব্বল মেষীর হৃদয়কে কম্পিত করে, যেরূপভাবে মরণভয়ে ভীত করে, ভীষণ রিপুগণ সেরূপভাবে মানুষকে, মানুষের হৃদয়কে কম্পিত করে। এই উপমার সার্থকতা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। বৃক, অর্থাৎ নেকড়েবাঘ মেষাদি পশুর প্রাণবধ করে। বৃকের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কেবলমাত্র স্বাভাবিক হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই পশুবধ করে। বৃকের পক্ষে যাহা ক্রীড়ামাত্র, মেষাদির পক্ষে তাহাই মৃত্যু। মানুষের পক্ষেও রিপুর সহিত এই সম্বন্ধই পরিলক্ষিত হয়। রিপুকবলে পতিত হইলে, মানুষের মৃত্যু-আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটে। সেই ভীষণ পরিণামের ভয়ে মানবের অন্তরাত্মা কাঁপিতে থাকে। মানুষ নিজে হয়তঃ সকল সময় পরিষ্কারভাবে বিপদের ভীষণতা বুঝিতে পারে না, কিন্তু তাহার অন্তঃপুরুষ রিপুগণের আক্রমণের ভীষণতা অনুভব করিয়া

কম্পিত হয়েন। এই ভীষণ রিপুগণের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে, তাহার অনিবার্য্যফল - মৃত্যু। রিপুগণের তাহাতেই আনন্দ ও তৃপ্তি। মানবকে বিপথগামী করাতে শয়তানের—'মারের' কোনও লাভ নাই, কিন্তু অনিষ্ট করাতেই তাহার আনন্দ, তাহার অস্তিত্বের সার্থকতা। তাই রিপুর সহিত বৃকের তুলনা অতি সঙ্গতই হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশে একটী প্রার্থনা আছে। প্রার্থনাটীর মূল ভাব এই,-'দিবং যয'—দেবভাব আমাদিগকে প্রদান কর। কে প্রদান করিবে?—'দিবাবসো'—দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন দেবতা। আরও বলা হইয়াছে—তিনি 'দিবঃ অমুষ্য শাসতঃ' স্বর্গলোকের শাসনকারী। সুতরাং তিনিই আমাদিগকে দেবভাব প্রদান করিতে পারেন।

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে—মন্ত্রের প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় অংশের কি সম্পর্ক আছে। প্রথম অংশের উপমায় রিপুর আক্রমণের স্বরূপ বর্ণনা আছে। আর দ্বিতীয় অংশে আছে - দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা। এই দুয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে? রিপুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য দেবভাবের প্রয়োজন। কারণ দেবভাবই রিপুর আক্রমণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। তাই প্রথম অংশে রিপুর ভীষণতা বর্ণনা করিয়া তাহার কবল হইতে উদ্ধারলাভ করিবার উপায়ভূত দেবভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সুতরাং এই উভয় অংশের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

এই মন্ত্রটীর যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই,—"বৃক যেরূপ মেষীকে কম্পিত করে সেইরূপ এই যজ্ঞে অভিষব-প্রস্তর সোমলতাকে কম্পিত করিতেছে। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তধনবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।" (২০অ—৪খ—৩সূ ২সা)।*

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
আ ত্বা গ্রাবা বদন্নিহ সোমী ঘোষেণ বক্ষতু।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয দিবাবসো॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'সোমী' (সোমসম্পন্নঃ, শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্নঃ) 'বদন্' (প্রার্থয়ন্, প্রার্থনাপরায়ণঃ সাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'গ্রাবা' (পাষাণকঠোরসাধনেন ইত্যর্থঃ) তথা 'ঘোষেণ' (ধ্বনিনা,

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রার্থনয়া ইত্যর্থঃ) 'ইহ' (ইহজগতি) 'ত্বা' (ত্বাং)] 'আবক্ষতু' (প্রাপ্নোতি); 'দিবাবসো' (দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন হে দেব!) 'দিবঃ অমুষ্য' (স্বর্গলোকস্য, স্বর্গলোকং ইত্যর্থঃ) 'শাসতঃ' (শাসনং কুর্ব্বতঃ, শাসনকারিণঃ, রক্ষকস্য তব ইত্যর্থঃ) 'দিবং' (দেবভাবং) অস্মভ্যং 'যয' (প্রযচ্ছ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ কঠোরসাধনেন ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি; হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং দেবভাবং প্রদেহি —ইতি ভাবঃ। (২০অ-৪খ—৩সূ—৩সা)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন প্রার্থনাপরায়ণ সাধক পাষাণকঠোর-সাধনের দ্বারা এবং প্রার্থনাদ্বারা ইহজগতে আপনাকে প্রাপ্ত হয়েন; দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন হে দেব! স্বর্গলোকের রক্ষক আপনার দেবভাব আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনা-মূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ কঠোরসাধনের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন; হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে দেবভাব প্রদান করুন।)॥ (২০অ—৪খ—৩সূ—৩সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং 'ইহ' যজ্ঞে 'গ্রাবা' সোমাভিষব-পাষাণঃ 'সোমী' সোমবান্ 'বদন' শব্দং কুর্ব্বন্ 'ঘোষেণ' ধ্বনিনা সহ 'আ বক্ষতু' ত্বাং প্রাপয়তু। (২০অ-৪খ—৩সূ—৩সা)।

• . •

তৃতীয় (১৮০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা। প্রথম অংশ, "সোমী গ্রাবা ইহ ঘোষেণ ত্বা আবক্ষতু"—শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন কঠোরসাধনাপরায়ণ ব্যক্তি আপনাকে লাভ করেন। কিরূপে লাভ করেন? তাহার উত্তর দেওয়া হইতেছে—'গ্রাবা'-'কঠোরসাধনাদ্বারা। সাধনাদ্বারা মানুষ আপনার অন্তরস্থিত মলিনতা কালিমা দূরীভূত করিতে সমর্থ হয়। মানুষ যখন আপনার হীনতা দূর করিতে সমর্থ হয়, যখন সে আপনার অন্তরের দৈন্য নিরাকৃত করিতে পারে, তখনই সে ভগবৎসামীপ্যলাভের জন্য উপযুক্ত শক্তিলাভ করে। শুধু তাই নয়, 'ঘোষেণ' অর্থাৎ প্রার্থনার দ্বারাও ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। 'গ্রাবা' ও 'ঘোষেণ' পদদ্বয় একত্র প্রযুক্ত হওয়াতে তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে—সাধনা এবং প্রার্থনা দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ এরূপভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে যে, তাহাতে মনে হয়, ঐ অংশে প্রার্থনা করা হইয়াছে। লোট বিভক্তির 'আবক্ষতু' ক্রিয়াপদ থাকায় ঐ অর্থই আপাততঃ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, ঐ মন্ত্রাংশে প্রার্থনার ভাব নাই এবং থাকিতে পারে না। কারণ, কে কাহার জন্ত প্রার্থনা করিতেছে? প্রচলিত মতানুসারে প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'শুদ্ধসত্বসম্পন্ন সাধক সাধনা ও প্রার্থনা দ্বারা যেন আপনাকে (অর্থাৎ ভগবানকে) প্রাপ্ত হয়েন।" তৃতীয় ব্যক্তির জন্ত এই প্রার্থনার কোন মূল্য আছে কি? যিনি শুদ্ধসত্বসম্পন্ন, যিনি প্রার্থনা-পরায়ণ তিনি তো ভগবানকে লাভ করিবেনই, সুতরাং তাঁহার জন্ত আমাদের–হীন পতিত জনের প্রার্থনার কি সঙ্গত অর্থ থাকিতে পারে? বরং ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাকি যে,—সাধকগণের কিরূপে ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে, উক্ত মন্ত্রাংশে তাহাই বিবৃত হইয়াছে? আমি এই ভাবেই মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা আছে। এই প্রার্থনাংশ বর্ত্তমান মন্ত্রের পূর্ব্বের দুই মন্ত্রেও আছে। 'দিবাবসো' পদের দ্বারা ভগবানের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনিই দিব্য-জ্যোতিঃর আধার, সেই জন্তই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রার্থনার বিষয়—দেব-ভাব। তিনি দেবভাবের—মঙ্গলের আধার। তাই তাঁহার চরণে—এই প্রার্থনা।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। তাহা এই,—"এই যজ্ঞে সোমবান অভিষবপ্রস্তর শব্দ করতঃ ধ্বনির সহিত তোমাকে দান করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।" এই ব্যাখ্যার প্রথম অংশের যে কোন সুষ্ঠু অর্থ হইতে পারে, তাহা আমরা মনে করি না। সোমবান্ অভিষবপ্রস্তর 'তোমাকে' দান করুন। এই 'তোমাকে' শব্দে কাহাকে বুঝায়? আবার 'শব্দ করতঃ ধ্বনির সহিত' অংশেই কি ভাব প্রকাশ করে। এই ব্যাখ্যার প্রথম অংশ আমাদের নিকট অর্থহীন শব্দসমষ্টি বলিয়াই মনে হয়। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদও প্রদান করিতেছি। তাহা এই,—"হে ইন্দ্র! ইস্ যজ্ঞমে সোমওয়ালা শব্দ করতা হুআ অভিষব কা পাষাণ ধ্বনিকে সাথ তুঝে সোম পহুঁচাওয়ে। ইস ইন্দ্রকে দ্যুলোককা শাসন করনে সমর্থ হম বড়ে সুখসে রহতে হ্যায়। হে দীপ্ত ধনওয়ালে ইন্দ্র! তুম স্বর্গলোককো পধারো।" (২০অ—৪খ—৩সূ—৩সা)॥ *

—•—

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবস্ব সোম মন্দয়ন্নিন্দ্রায় মধুমত্তমঃ॥ ১॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশত্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'মধুমত্তমঃ' (অমৃতোপমঃ) ত্বং 'মন্দয়ন্' (পরমানন্দং প্রযচ্ছন্) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায় — তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব — ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২০অ - ৪খ - ৪সূ - ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতোপম আপনি পরমানন্দ প্রদান করিয়া ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হই।)॥ (২০অ—৪খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'মধুমত্তমঃ' অতিশয়েন মধুর-রসবান্ ত্বং মন্দয়ন্ মাদয়িতা ভবন 'ইন্দ্রায়'। ক্রিয়া-গ্রহণং কর্ত্তব্যং (১।৪।৩২ পা০)—ইতীন্দ্রস্য সম্প্রদানসংজ্ঞা। ইন্দ্রং মোদমানঃ সন 'পবস্ব' ইন্দ্রার্থমাগচ্ছ॥ (২০অ—৪খ - ৪সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৮০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব ও ভাষা সরল। সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার হৃদয়ে যেন শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চারিত হয়। শুদ্ধসত্ত্বকে 'মধুমত্তমঃ' অর্থাৎ মধুর হইতেও মধুর বলা হইয়াছে, তাহা আবার পরমানন্দদায়ক। তাই সেই পরমবস্তুকে লাভ করিবার জন্য তাহার নিকটেই সাক্ষাৎভাবে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই প্রার্থনাদ্বারা ইহাই স্পৃষ্টীকৃত হইয়াছে যে,—শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়মাত্র, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করাটাই জীবনের চরম সার্থকতা নয়, উহা দ্বারা অন্য উচ্চতর মহত্তর বস্তু লাভ করাই চরম উদ্দেশ্য। অবশ্য শুদ্ধসত্ত্ব সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরম সহায়। তাই প্রথমে শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এখন সোমের যে কয়েকটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। প্রথম বিশেষণ—'মধুমত্তমঃ' অর্থাৎ মধুর হইতেও মধুরতম, যাহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই, তাহাকেই 'মধুমত্তমঃ' পদে নির্দ্দেশ করিতেছে। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের পক্ষে অমৃততুল্য। কারণ শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে পরমবস্তু দিতে পারে। মানুষের হৃদয়ে যখন বিশুদ্ধসত্ত্বভাব উপজিত হয়, তখন তাহার মন আপনা হইতেই ভগবদভিমুখী হইয়া যায়।

হৃদয় পবিত্র হয়, বাক্য চিন্তা কর্ম্ম পবিত্র হয়, সাধকের সমগ্র সত্তা ভগবানের অভিমুখে ছুটিয়া যায়। সেই পবিত্র শক্তির প্রেরণায় মানুষ অমৃতত্বলাভ করে। যাহা মানুষকে জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু দান করিতে পারে তাহা মধুর হইতেও মধুরতম নয় কি? আবার দুঃখের অত্যন্তাভাবই পরমসুখ, অথবা প্রকৃত সুখ। দুঃখমিশ্রিত যে সুখ তাহা দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। মানুষ যখন পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন তখন তিনি 'ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ং'-এর হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন বিমল সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়েন, তখনই তাঁহার প্রকৃত সুখ লাভ হইয়াছে বলা যায়। অর্থাৎ তখন তাঁহার পরমানন্দ লাভ হয়। এই পরমানন্দ দান করিতে পারে - শুদ্ধসত্ত্ব। অথবা শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেই মানুষ সেই পরমানন্দের অধিকারী হয়। তাই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধে 'মন্দয়ন্' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

এই মন্ত্রটীর যে সকল বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে দুই ভাষার দুইটী ভিন্ন ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথমটী বাঙ্গালা অনুবাদ; তাহা এই; -"হে সোম! তোমার তুল্য মধুর বস্তু আর কিছুই নাই; তুমি ইন্দ্রের আনন্দবিধানের জন্য রক্ষিত হও।" 'ইন্দ্রায়' পদের অর্থ করা হইয়াছে -ইন্দ্রের আনন্দবিধানের জন্য। কিন্তু 'ইন্দ্রায় মন্দয়ন' পদ 'সোম' পদের সহিত সংস্পৃষ্ট। 'ইন্দ্রায়' পদের অর্থ ইন্দ্রকে লাভ করিবার জন্য। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতির লক্ষ্য - মাদকদ্রব্য সোমরস, এবং তাহা ইন্দ্রের আনন্দের জন্য কল্পিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা। তাই প্রচলিত অর্থের ভাব বিসদৃশ আকার ধারণ করিয়াছে। যাহা হউক, এস্থলে হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা এই,-"হে সোম! অত্যন্ত মধুর রসওয়ালা তু হর্ষদায়ক হোতাহুআ ইন্দ্রকে নিমিত্ত আও।" (২০অ - ৪খ - ৪সূ—১সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়া সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তে সুতাসো বিপশ্চিতঃ শুক্রা বায়ুমসৃক্ষত ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতাসঃ' (বিশুদ্ধাঃ পবিত্রকারকাঃ ইত্যর্থঃ) 'বিপশ্চিতঃ' (মেধাবিনঃ, পরাজ্ঞানদায়কাঃ) 'শুক্রাঃ' (শুভ্রবর্ণাঃ, নির্ম্মলাঃ) 'তে' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ ইত্যর্থঃ) 'বায়ুং' (বায়ুসমুক্তিং, আশুমুক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অসৃক্ষত' (সৃজন্তি, প্রযচ্ছন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ আশুমুক্তিং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (২০অ - ৪খ - ৪সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তষষ্টিতম সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক, পরাজ্ঞানদায়ক, নির্ম্মল শুদ্ধসত্ত্ব আশুমুক্তি প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব আশুমুক্তি প্রদান করেন।)। (২০অ—৪খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিপশ্চিতঃ' মেধাবিনঃ 'সুতাসঃ' অভিষুতাঃ 'শুক্রাঃ' শুক্লবর্ণাঃ অভিষবেণ নির্ম্মলত্বাৎ দীপ্যমানা ইত্যর্থঃ। 'তে' সোমাঃ 'বায়ুং' দেবং 'অসৃক্ষত' অসৃজন্ অকার্ষুঃ। অথবা বায়ুমেব সোম-পানার্থমসৃজন। সোমেষু সুতেষু সৎসু বায়ুস্তৎপানার্থমাগচ্ছতি খলু॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৮০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

আমরা প্রথমেই আলোচ্য মন্ত্রটীর একটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই;— "সেই সমস্ত নিষ্পীড়িত সোমরস, যাহাদিগের তুল্য আনন্দকর পদার্থ আর কিছুই নাই, তাহারা প্রস্তুত হইবার সময়ে শব্দ করিতে লাগিল।" কিন্তু মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের দ্বারা এই অর্থ কিছুতেই সমর্থিত হইতে পারে না। "যাহাদিগের তুল্য আনন্দকর পদার্থ আর কিছুই নাই"—এই অর্থ-জ্ঞাপক কোনও পদ মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং এই অংশ ব্যাখ্যাকার কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? ভাষ্যেও ইহার অর্থবোধক কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ভাষ্যের প্রায় অনুগামী একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ এই,—"বিশেষ বুদ্ধিবর্দ্ধক আউর অভিষব কিয়ে হুএ নির্ম্মল বহ সোম বায়ুকো প্রকট করতে হুএ।" কিন্তু এই ব্যাখ্যাও মূলানুগত নয়। ভাষ্যকার 'বিপশ্চিতঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন 'মেধাবিনঃ'। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারেও যদি উক্ত মন্ত্রের সোমার্থক ব্যাখ্যাই গৃহীত হয় তথাপি 'বিপশ্চিতঃ' পদের 'মেধাবিনঃ' অর্থ করিলে কোন ভাবই পাওয়া যায় না। কারণ 'সোমরস' মেধাবী হয় কিরূপে? আবার শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধেও এই অর্থ প্রযুক্ত হইতে পারে না। 'বিপশ্চিতঃ' পদের স্বাভাবিক অর্থ 'মেধাবিনঃ' 'জ্ঞানিনঃ' হয় সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানস্থলে জ্ঞানদায়ককেই লক্ষ্য করিতেছে। তাই আমরা উক্ত পদে 'পরাজ্ঞানদায়ক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

'সুতাসঃ' পদের 'পবিত্রকারকাঃ' অর্থেই সঙ্গতি লক্ষিত হয়। 'শুক্রাঃ' পদের স্বাভাবিক অর্থ—শুভ্রবর্ণাঃ' কিন্তু শুভ্রতা পবিত্রতাও নির্ম্মলতার চরম আদর্শ বলিয়া 'শুক্রাঃ' পদে 'নির্ম্মলাঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। (২০অ-৪খ-৪সূ ২সা)॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তষষ্ঠিতম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অসৃগ্রং দেববীতয়ে বাজয়ন্তো রথা ইব॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রথা ইব' (সৎকর্ম্মসাধনং যথা আত্মশক্তিং উৎপাদয়তি তদ্বৎ) 'বাজয়ন্তঃ' (আত্মশক্তি-সম্পন্নাঃ—সাধকাঃ ইতি যাবৎ) 'দেববীতয়ে' (দেবস্য পানায়, ভগবতঃ গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) শুদ্ধসত্ত্বং তেষাং হৃদি 'অসৃগ্রং' (সমুৎপাদয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ।" সাধকাঃ ভগবৎপ্রাপ্তয়ে হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সমুৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (২০অ-৪খ ৪সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসাধন যেমন আত্মশক্তি উৎপাদন করে, সেইরূপভাবে আত্মশক্তিসম্পন্ন সাধকগণ ভগবানের গ্রহণের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব তাহাদের হৃদয়ে সমুৎপাদিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত করেন।)॥ (২০অ—৪খ—৪সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

এতে অভিষুতাঃ সোমাঃ 'বাজয়ন্তঃ' যজমানানামন্নমিচ্ছন্তঃ সন্তঃ 'দেববীতয়ে' দেবানাং পানায় 'অসৃগ্রন্' বিসৃজ্যন্তে ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রদীয়ন্তে। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'রথাইব বাজয়ন্তঃ' সংগ্রামে অন্নানি বলানি বা স্বামিন ইচ্ছন্তো রথা দেববীতয়ে দেবানাং গমনায় যথা বিসৃজ্যন্তে তদ্বৎ। ৩॥

ইতি বিংশস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১৮১০) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রে সাধনপদ্ধতির একটী ক্রম পরিবর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে বলা হইয়াছে—'রথা ইব' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা যেমন আত্মশক্তি উৎপন্ন হয়। ইহার পরের অংশে সেই আত্মশক্তি হইতে সমুৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি, প্রথমে সৎকর্ম্ম, তারপর সেই সৎকর্ম্মের ফলে আত্মশক্তিলাভ। যাঁহারা আত্মশক্তিসম্পন্ন,

তাঁহারা অনায়াসেই ভগবদুপাসনার অথবা ভগবদারাধনার উপকরণ শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত করিতে সমর্থ হয়েন। শুদ্ধসত্ত্বই ভগবদারাধনার শ্রেষ্ঠতম উপচার।

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা উপলক্ষে আমাদের সহিত ভাষ্যাদির যথেষ্ট পার্থক্য ঘটিয়াছে। 'বাজয়ন্তঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন, 'যজমানানাং অন্নমিচ্ছন্তঃ'' অর্থাৎ যজমান বা ভক্তকে শক্তিদান করিতে ইচ্ছাকারী। এই ইচ্ছাকারী কে? ভাষ্যকার বলিতে-ছেন,—'সোমাঃ' অর্থাৎ সোমরস। সোমরস কিরূপে যজমানকে শক্তিদান করিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা মনে করি, 'বাজয়ন্তঃ' পদে আত্মশক্তিসম্পন্ন সাধককেই লক্ষ্য করে। 'দেবপীতয়ে' পদের অর্থ দেবতার—ভগবানের পানের নিমিত্ত। ভগবান্ যাহাতে আমাদের পূজোপচার গ্রহণ করেন, সেইজন্যই সাধকের প্রার্থনা। নিম্নোদ্ধৃত ব্যাখ্যা দুইটী হইতে মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব অধিগত হইবে। একটী বাঙ্গালা অনুবাদ এই,—"এই সকল সোমরস দেবতাদিগের উদ্দেশে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহারা রথের ন্যায় বিপক্ষ-দিগের নিকট হইতে সম্পত্তি হরণ করিয়া আনিয়া দেয়।" (২০অ—৪খ—৪সূ—৩সা)। *

—— • ——

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১র   ২র   ৩   ১ ২ ৩   ১ ২   ৩ ১র
অগ্নিং হোতারং মন্যে দাস্বন্তং বসোঃ সূনুং

২র   ৩ ১ ২ ৩   ২ ৩   ২   ৩ ১ ২
সহসো জাতবেদসং বিপ্রং ন জাতবেদসম্।

২   ৩ ১ ২   ৩ ২   ৩ ১ ২   ৩ ২
য ঊর্দ্ধয়া স্বধ্বরো দেবাচ্যা কৃপা।

৩ ২ ৩   ১ ২ ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
ঘৃতস্য বিভ্রাষ্টিমনু শুক্রশোচিষ

৩ ১ ২   ৩ ১ ২
আজুহ্বানস্য সর্পিষঃ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হোতারং' (দেবানাং দেবভাবানাং সা আহ্বাতারং জনকং বা ইতি যাবৎ) 'দাস্বন্তং' (অতিশয়েন দানবন্তং, পরমধনস্য বিধাতারং) 'বসো.' (বাসকং, সর্ব্বেষাং নিবাসহেতুভূতং) 'সহসঃ সূনুং' (সর্ব্বশক্তেরাধারং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রজনকং ইত্যর্থঃ) 'জাতবেদসং বিপ্রঃ ন' (সর্ব্বতত্ত্বদর্শিনং আত্মোৎকর্ষসম্পন্নং সাধকমিব) 'জাতবেদসং' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং) 'অগ্নিং' (প্রজ্ঞানস্বরূপং ভগবন্তং) 'মন্যে' (স্তৌমি); 'যঃ' (পূর্ব্বোক্তপ্রভাবসম্পন্নঃ সঃ ভগবান্) 'স্বধ্বরঃ' (সৎকর্ম্মসু বিশেষেণ উদ্বোধনায় ইত্যর্থঃ) 'ঊর্দ্ধয়া' (উৎকৃষ্টতরং) 'দেবাচ্যা' (দেবান পূজয়ন্ত্যা, যদ্বা—দেবভাবানাং উৎপাদকং ইত্যর্থঃ) 'কৃপা' (সামর্থ্যং—জনয়তি, সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ); অপিচ, স দেবঃ 'শুক্রশোচিষঃ' (প্রদীপ্ততেজস্কস্য) 'আজুহ্বানস্য' (বিশেষেণ হূয়মানস্য, যদ্বা,—জ্ঞানভক্তিসহযোগেন দীয়মানস্য ইত্যর্থঃ) 'সর্পিষঃ' (গতিশীলস্য, ভগবৎসম্বন্ধযুতস্য ইতি ভাবঃ) 'ঘৃতস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'বিভ্রাষ্টিং অনু' (অনুক্রমেণ গ্রহীতা ভবতি ইতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ—ভগবদনুসরণং হি জ্ঞানপ্রাপ্তিমূলকং; অতঃ সাধবঃ সজ্জ্ঞানলাভায় ভগবন্তং আরাধয়ন্তি। তেষাং পদাঙ্কানুসরণায় বয়ং জ্ঞানার্থিনঃ ভবাম। অতঃ প্রার্থনাঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ জ্ঞানসম্পন্নান্ কুরু; তেন অস্মাসু পরমার্থসমাবেশং ভবতু। (২০অ ৫খ -১সূ -১সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

দেবগণের আহ্বানকারী অর্থাৎ দেবভাবসমূহের জনক, অতিশয়িতরূপে দাতা অর্থাৎ পরমধনপ্রদাতা, সকলের নিবাসহেতুভূত, সকল শক্তির আধার অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য-প্রজননকারী, তত্ত্বদর্শী আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকের ন্যায় সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে স্তুতি করি। পূর্ব্বোক্ত-প্রভাবসম্পন্ন সেই ভগবান্ সৎকর্ম্মসমূহে বিশেষরূপে উদ্বোধিত করিবার নিমিত্ত, সাধক-হৃদয়ে দেবভাবের উৎপাদক সামর্থ্য উৎপাদন করেন; এবং সেই ভগবান্ প্রদীপ্ততেজস্ক জ্ঞানভক্তিসহযোগে দীয়মান ভগবৎসম্বন্ধযুত শুদ্ধসত্ত্বের অনুক্রমে গ্রহীতা হয়েন অর্থাৎ গ্রহণ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুসরণ জ্ঞানপ্রাপ্তিমূলক। এই জন্যই সাধুগণ সজ্জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ভগবানকে আরাধনা করেন। তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে আমরা যেন জ্ঞানার্থী হই। হে ভগবন্! আমাদিগকে জ্ঞানসম্পন্ন করুন; তাহাতে আমাদিগের মধ্যে পরমার্থসমাবেশ হউক)॥ (২০অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অগ্নিং' সর্ব্বাসাং দেব-সেনানামগ্রণ্যং যজ্ঞেষগ্রে নীয়মানং বা 'হোতারং' অস্মদ্যাগং প্রতি দেবানামাহ্বাতারং। যদ্বা, হোম-নিষ্পাদকং হোতারং হ্বাতারং জুহোতের্হোতেত্যৌর্ণবাভঃ (নিরু০ দৈ০ ১।১৫) ইতি যাস্কঃ। অগ্নিমদ্যহোতারমবৃণীত ইতি শ্রুতেঃ, অগ্নিমগ্ন আবহ—ইতি চ, অগ্নেরাহ্বাতৃত্বং প্রসিদ্ধং। 'অগ্নিং হোতারং মন্যে' ইত্যেবং প্রতিবিশেষণং মন্যে ইতি সম্বন্ধঃ। যদ্বা, যাগ-নিষ্পত্তেরেবোপলক্ষিতত্বাৎ এতদেব বিধেয়-বিশেষণং, ইতরাণি বক্ষ্যমাণ-বিশেষণানি স্তুতি-পরাণি। 'দাস্বন্তং' অতিশয়েন দানবন্তং, 'বসোঃ' বসুং নিবাস-হেতুং, 'সহসঃ সূনুং' বলস্য পুত্রমগ্নিং। মন্থন-কালে বলেন মথ্যমান উৎপদ্যতে ইতি পুত্রত্বমুপচর্য্যতে। 'জাতবেদসং' জাতানাং বেদিতারং জাত-প্রজ্ঞং জাত-ধনং বা। জাতবেদঃ-শব্দো যাস্কেন বহুধা নিরুক্তঃ। অগ্নের্জ্জাতবেদস্ত্বে দৃষ্টান্তঃ—'বিপ্রং ন' জাতবিদ্যং মেধাবিনং ব্রাহ্মণমিব, তং যথা বহু মন্যতে তথা ত্বামপি স্তৌমীত্যর্থঃ। উক্ত-গুণ বিশিষ্টো 'যো দেবঃ' 'স্বধ্বরঃ' শোভন-যজ্ঞবান্ যজ্ঞং সম্যগ্ নির্ব্বহন্ 'ঊর্দ্ধয়া' উন্নতয়া উৎকৃষ্টয়া 'দেবাচ্যা' দেবান্ পূজয়ন্ত্যা দেবান্ প্রত্যক্তয়া বা 'কৃপা' কৃপয়া সামর্থ্য-লক্ষণয়া। দেবান্ প্রত্যক্তয়া কৃপয়া—ইতি (নিরু০ নৈ০ ৬।৮) যাস্কঃ। তেভ্যো হবির্ব্বহন-বুদ্ধ্যা যুক্তঃ সন 'শুক্রশোচিষঃ' দীপ্ততেজস্কস্য 'আজুহ্বানস্য' আ সমন্তাৎ হূয়মানস্য 'সর্পিষঃ' সরণশীলস্য 'ঘৃতস্য' বিলাপনেন দীপ্যমানস্য 'বিভ্রাষ্টিং' বিশেষেণ ভ্রাজনং 'অনু' স্বয়মপি তৎ আজ্যং বহ্নি কাময়তে স্বীকরোতীতি শেষঃ॥ (২০অ–৫খ–১সূ–১সা)॥

* * *

প্রথম (১৮৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল—উচ্চভাবপ্রকাশক। মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যায় মাত্র ভাষ্যকারের সহিত আমাদের কথঞ্চিৎ মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। আমরা ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মন্ত্রটীকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম ভাগে প্রার্থনা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে নিত্য-সত্য ও আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে অগ্নির যে সকল বিশেষণ পদ প্রযুক্ত আছে, বেদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ঐ সকল পদের ব্যাখ্যা বহুত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ সকল বিশেষণের তাৎপর্য্যও আমরা সেই সেই স্থলে প্রকাশ করিয়াছি। বাহুল্যভয়ে এ প্রসঙ্গে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। প্রথমাংশে ভগবানের পূজার সঙ্কল্প আছে। সেখানে যদিও নির্গুণে গুণের সমাবেশ করা হইয়াছে, তথাপি সেই সগুণত্বের মধ্যে তত্তদ্‌গুণে গুণান্বিত হইবার উদ্বোধনাই দেখিতে পাই। পুনঃ পুনঃ গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে, গুণময় গুণাতীতের গুণ-বিশেষণের আলোচনায় রত হইতে হইতে যদি সে গুণের আভাষ-মাত্রও পাইতে পারি,—এই উদ্দেশ্যেই ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন, নির্গুণ গুণাতীতকে সগুণ গুণময় ভাবে পরিদর্শন সেই গুণময়ের স্তুতি করি, প্রার্থনার বা সঙ্কল্পের তাৎপর্য্য, আপনাকে সেই গুণের অংশভাগী করিবার উদ্বোধনা। যদি সে গুণের কণামাত্র আমাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হইতে পারে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে এক নেওয়া দেওয়ার অভিনয় দেখিতে পাই। দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে—ভগবান সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য উৎপন্ন করেন, সাধকের হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া দেন। তৃতীয় অংশে বলা হইতেছে, সাধক জ্ঞানভক্তিসহযোগে ভগবৎ-সম্বন্ধযুত যে সদ্ভাব প্রদান করেন, ভগবান্ তাহা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হন। তাঁহারই দেওয়া সামগ্রী তিনিই আবার গ্রহণ করেন—ইহার মধ্যে এক উচ্চভাব নিহিত রহিয়াছে। সংসারের যাবতীয় সামগ্রী তিনিই তো প্রদান করিয়াছেন। সকলই তো তাঁহারই দেওয়া। তিনি সে সকলই গ্রহণ করেন কি? আমরা সকলেই তো ভগবানের পূজা করি, সকলেই তো তাঁহার উদ্দেশ্যে কত সামগ্রী নিবেদন করিয়া থাকি। কিন্তু সে সকলই তিনি গ্রহণ করেন কি? আমরা নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম্মে কত সামগ্রী ভগবানকে নিবেদন করিয়া থাকি, কত প্রকারে প্রার্থনা জানাই—ভগবন্, আমার উপহৃত সমস্ত সামগ্রী আপনি গ্রহণ করুন; কিন্তু কৈ, যেখানকার সামগ্রী, সেখানেই পড়িয়া থাকে; তাঁহাকে তাহা তো কৈ গ্রহণ করিতে দেখি না! ইহার তাৎপর্য্য কি? ভগবানকে কি তবে বধির বলিয়া মনে করিব? তবে কি তাঁহাকে জড়পিণ্ড বলিয়া তাঁহাতে অক্ষমতার আরোপ করিব? তাহা নহে। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে, ভগবান তাহা শুনিতে পান; দিবার মত দিতে পারিলে, ভগবান তাহা গ্রহণ করেন। ভক্ত প্রহ্লাদ, ভক্ত বিদুর, ভক্ত বিল্বমঙ্গল প্রভৃতির আহ্বান ভগবান্ শুনিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে বধির বা জড়পিণ্ড কিরূপে বলিব? যতক্ষণ 'আমার সামগ্রী' বলিয়া মনে হয়, যতক্ষণ আমার 'আমিত্ব' বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ তাহা ভগবানের গ্রহণীয় নহে। যখন 'অমিত্ব' দূর হইয়া আমরা বলিতে পারি, 'তোমারই সামগ্রী তোমাকে প্রদান করি—তোমারই দেওয়া এ দেহ-মন তোমাকেই উৎসর্গ করি'; তখনই ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন। ফলতঃ নিঃস্বার্থ দান, নিষ্কাম প্রার্থনাই ভগবানের গ্রহণযোগ্য। তদ্ভিন্ন কোনও দানই তিনি গ্রহণ করেন না। চাই—আত্মদান, চাই—সর্ব্বস্ব সমর্পণ, চাই,—'আমিত্ব' ঘুচাইয়া তন্ময়তা। এই ভাবে ভগবানকে যাহা নিবেদন করিবে, তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন। মনে এই ভাবের উদয় হইলেই, এই পরমজ্ঞান লাভ হইলেই, পরমার্থ সমাবেশে ভগবান্ আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন। মন্ত্রের মধ্যে এই নিগূঢ় তত্ত্বের বিকাশ হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'সহসঃ সূনুং' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ সকলেই অগ্নিকে 'বলের পুত্র' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অগ্নির বিবিধ পর্য্যায়, নির্দ্দিষ্ট হয়। তন্মধ্যে মন্থনাগ্নিকে তাঁহারা 'সহসঃ সূনুং' বলিয়া অভিহিত করেন। কাষ্ঠ মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদনকালে বলের আবশ্যক হয়। তাহা হইতে অগ্নির ঐরূপ আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে। আমাদের মতে, এ অগ্নি সাধারণ অগ্নি নহে। আমরা এ অগ্নিকে 'জ্ঞানাগ্নি' বলিয়া অভিহিত করি। তাই 'সহসঃ সূনুং' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা আমাদের মতে স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

তিনি সকল শক্তির আধার। তাঁহাতে কোন্ শক্তির অভাব? জড়জগতে যখন তাঁহার শক্তিমত্তার তুলনা নাই; অধ্যাত্ম-জগতেও তেমনি তাঁহার প্রভূত শক্তিসামর্থ্যের পরিচয় পাই।

বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয় পোত, তাড়িত শক্তি, বিমান-বিহার প্রভৃতি জড়জগতে যেমন অগ্নিদেবের অশেষ শক্তির নিদর্শন; তেমনি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জনগণের পরমপদপ্রাপ্তিতে অধ্যাত্মজগতেও সে পরিচয় পূর্ণ বিদ্যমান। ফলতঃ, কি আত্মতত্ত্ব লাভের পথে, কি কর্ম্মসাফল্যলাভের জন্য—উভয়ত্রই আবশ্যকানুরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন। উভয়বিধ জ্ঞান বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হইলেও, উভয়েরই বল বা শক্তি যে অপরিসীম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই—'সহসঃ সূনুং' পদের এবম্বিধ অর্থে 'হোতারং' পদের এক সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হয়। হৃদয়ে সৎজ্ঞানের উদয় না হইলে, তাঁহার কর্ম্ম যে তিনিই সম্পাদন করেন—এ অনুভূতি জন্মিতে পারে না। তিনিই তো হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশ করিয়া দেন। তিনিই তো 'অধ্বরো' দেবভাবসমূহকে আনয়ন করেন। নচেৎ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি। কতটুকু শক্তি-সামর্থ্য আমার যে, তাঁহার যজ্ঞ সম্পন্ন করিব? এ কি অহমিকা আমার! তাঁহার কার্য্য তিনি সম্পাদন না করিলে আমার কি সাধ্য যে, সে কার্য্য সম্পন্ন করি! আমি তো নিমিত্ত-মাত্র। মন্ত্রে তাই নিত্যসত্য-খ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মোদ্বোধনার প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে—'কোথা ভগবান! একবার দেখা দাও! দেখি দেখি দেখা পাই না; জানি জানি—জানা হয় না; ধরি ধরি—ধরিতে পারি না। এ কি প্রহেলিকা! অজ্ঞান আঁধার দূর করিয়া দাও। মোহের আবরণ উন্মোচন কর। জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হউক! আমি যেন তোমায় চিনিতে পারি—আমি যেন তোমায় দেখিতে পাই। আরও, আমার এই আরব্ধ কর্ম্মের ফলে আমার হৃদয়ে যেন সদ্ভাবের উদয় হয়। সর্ব্বত্যাগী ঋষিগণ যে ভাবে আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন, যোগপরায়ণ যোগিগণ আপনার যে সূক্ষ্ম সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, সত্বভাবাপন্ন সাধকগণ আপনার যে শুদ্ধসত্বভাব অনুধ্যান করেন; আমরা যেন সেই ভাবে আপনার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি,—আমরা যেন সেই ভাবে আপনার অনুধ্যানে নিয়োজিত থাকিতে সমর্থ হই।'

মন্ত্রের প্রচলিত একটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি; যথা,—

"কৃতবিদ্য বিপ্রের ন্যায় প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, বলের পুত্রস্বরূপ, সকলের নিবাসভূমিস্বরূপ, এবং অত্যন্ত দানশীল অগ্নিকে আমি হোতা বলিয়া সম্মান করি। যজ্ঞনির্ব্বাহকারী অগ্নি উৎকৃষ্ট দেবপূজা সমর্থ হইয়া, চতুর্দ্দিক প্রসৃত ঘৃতের দীপ্তি অনুসরণ করিয়া নিজ শিখা দ্বারা তাহা প্রার্থনা করিতেছেন।"

ব্যাখ্যার ভাব ব্যাখ্যায়ই পরিব্যক্ত। তৎসম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমরা মন্ত্রে যে ভাবের অনুসরণ করি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে॥ (২০অ—৫খ—১সূ ১সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তবিংশাধিক শততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—১২খ—১০দ—৯সা) পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে মন্ত্রের কিঞ্চিৎ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। সেখানে 'বসো' স্থলে 'বসু' এবং 'মন্দ্রশুক্রশোচিষ আজুহ্বানস্য' স্থলে 'মন্দ্রবহ্নিশোচিষাজুহ্বানস্য' পাঠ পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যজিষ্ঠং ত্বা যজমানা হুবেম জ্যেষ্ঠমঙ্গিরসাং

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিপ্র মন্মভির্ব্বিপ্রেভিঃ শুক্র মন্মভিঃ।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
পরিজ্মানমিব দ্যাং হোতারং চর্ষণীনাম্।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২উ ৩
শোচিষ্কেশং বৃষণং যমিমা বিশঃ

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্রাবন্তু জূতয়ে বিশঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শুক্র' (জ্যোতির্ম্ময়) 'বিপ্র' (জ্ঞানী, পরাজ্ঞানদায়ক হে দেব!) 'অঙ্গিরসাং জ্যেষ্ঠং' (জ্ঞানীনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমং- জ্ঞানস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'যজিষ্ঠং' (পরমারাধনীয়ং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মন্মভিঃ' (মন্ত্রৈঃ, প্রার্থনাভিঃ) 'যজমানাঃ' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'হুবেম' (আরাধয়েম); 'বিপ্রেভিঃ' (জ্ঞানযুক্তৈঃ) 'মন্মভিঃ' (মন্ত্রৈঃ) আরাধয়েম ইতি শেষঃ; 'দ্যাং ইব পরিজ্মানং' (দ্যুলোকঃ ইব পরিতঃ গচ্ছন্তং, দেবতাঃ ইব কৃপাপরায়ণং, যথা - উন্নতিবিধায়কং) 'চর্ষণীনাং' (জ্ঞানীনাং, আত্মোৎকর্ষসাধকানাং) 'হোতারং' (দেবানাং আহ্বাতারং, দেবভাবপ্রদায়কং) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'শোচিষ্কেশং' (পরমজ্যোতির্ম্ময়ং) 'যং' (যং দেবং) 'ইমা বিশঃ' (ইমা প্রজাঃ, সর্ব্বেলোকাঃ) 'প্রাবন্ত' (প্রকর্ষেণ নীয়ন্ত, প্রকৃষ্টরূপেণ পূজয়ন্তি ইত্যর্থঃ) 'বিশঃ' (লোকাঃ, প্রার্থনাপরায়ণাঃ বয়ং) তং দেবং 'জূতয়ে' (মোক্ষলাভায়) আরাধয়েম ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবন্তং আরাধয়িতুং সমর্থাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ- ৫খ—১সূ- ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় পরাজ্ঞানদায়ক হে দেব! জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ পরমারাধনীয় আপনাকে মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনাকারী

আমরা যেন আরাধনা করি; জ্ঞানযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা যেন আরাধনা করি; দেবভাবতুল্য উন্নতিবিধায়ক আত্মোৎকর্ষসাধকদিগের দেবভাবপ্রদায়ক অভীষ্টবর্ষক পরমজ্যোতির্ম্ময় যে দেবতাকে সকল লোক প্রকৃষ্টরূপে পূজা করেন, প্রার্থনাপরায়ণ আমরা সেই দেবতাকে মোক্ষলাভের জন্য যেন আরাধনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা করিতে সমর্থ হই।)। (২০অ—৫খ—১সূ—২সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বিপ্র' মেধাবিন্! 'শুক্র' দীপ্তজ্বালাগ্নে 'যজিষ্ঠং' অতিশয়েন যষ্টৃতমং 'ত্বা' ত্বাং 'যজমানাঃ' বয়ং 'হুবেম' আহ্বয়ামঃ। যতো বয়ং যজমানা অতস্ত্বাং যজিষ্ঠমাহ্বয়াম ইত্যভিপ্রায়ঃ। কীদৃশং ত্বাং? 'অঙ্গিরসাং' অঙ্গিরো গোত্রোৎপন্নানাং মধ্যে 'জ্যেষ্ঠং' অতিশয়েন প্রশস্যং। যদ্বা, অঙ্গিরনামঙ্গারাণাং মধ্যে জ্যেষ্ঠং জ্বালা-যুক্তত্বাৎ। অঙ্গিরা অঙ্গারস্তঃ (নিরু• ন• ৩।১৭) -ইতি যাস্কঃ॥ যেঽঙ্গিরা আসংস্তেঽঙ্গিরসো ভবন্, -ইতি শ্রুতেঃ। কেন সাধনেন? ইত্যুচ্যতে—'মন্মভিঃ' মনন সাধনৈঃ 'বিপ্রেভিঃ' বিপ্রৈঃ বিশেষেণ প্রীণয়িতৃভিঃ 'মন্মভিঃ' মন্ত্রৈঃ। যদ্বা, বিপ্রেভিঃ মেধাবিভির্ঋত্বিগ্‌ভির্মন্মভির্মন্ত্রৈশ্চ সহিতা বয়মিতি সম্বন্ধঃ. অথাহ্বানানন্তরং 'পরিজ্মানঃ' পরিতো গচ্ছন্তং 'ত্বাং ইব' সূর্য্যমিব 'হোতারং'। কেষামর্থে? 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণাং অর্থে পশ্চাদ্ যাগাদি-সাধনেন দেবত্বমাপন্নানাং দেবানামাহ্বাতারং তথা ''শোচিষ্কেশং' কেশবদত্যন্ত-জ্বালোপেতং, 'বৃষণং' কামানাং বর্ষিতারং; এবং রূপং ত্বাং 'বিশঃ' যাগেষু নিবিশমানাঃ 'বিশঃ' প্রজাঃ 'জূতয়ে' স্বর্গাভিমত-ফল-প্রাপ্তয়ে 'প্র অবন্তু' প্রকর্ষেণ নীয়ন্তু। তাদৃশং ত্বাং হুবেমেতি সম্বন্ধঃ॥ ২॥

* . *

দ্বিতীয় (১৮১২) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

প্রথমে আমরা মন্ত্রটীর দুইটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি। একটী বাঙ্গালা অনুবাদ; তাহা এই, "হে মেধাবী শুভ্রদীপ্ত অগ্নি। আমরা যজমান, আমরা মনুষ্যদিগের উপকারার্থ মননসাধন অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ মন্ত্রদ্বারা অঙ্গিরাগণের জ্যেষ্ঠস্বরূপ তোমাকে আহ্বান করি। সর্ব্বতোগামী সূর্য্যের ন্যায় তুমি যজমানদিগের জন্য দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক। তুমি কেশবৎ জ্বালাবিশিষ্ট ও অভীষ্টবর্ষী। যজমানগণ অভিমত ফলপ্রাপ্তির জন্য তোমাকে প্রীত করুক।"

অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"হে মেধাবী আউর প্রজ্বলিত জ্বালাওয়ালে অগ্নিদেব! হম যজন করনা চাহতে হ্যাঁয় ইস কারণ মনন হ্যায় সাধন জিনকা এয়সা ঋত্বিজোঁসে আউর

মন্ত্রোসে যুক্ত হুএ অগ্নায়োমে জ্বালাযুক্ত পরমপূজনীয় তুম্হারা আহ্বান করতে হ্যায়। তদনন্তর স্বর্গকী সমান চারো ওরকো জানেওয়ালে পহিলে মনুষ্য আউর পীছে যজ্ঞাদি করনেসে দেবতাবকো প্রাপ্ত হোনেওয়ালোকা আহ্বান করনেওয়ালে কেশোকী সমান লম্বী লপটোওয়ালে আউর অভীষ্টফল বরসানেওয়ালে আপকী ওরকো প্রবেশ করনেওয়ালী যহ প্রজায়ে স্বর্গ আদি ইপ্সিতফল পানেকে লিয়ে আপকো তৃপ্ত করেঁ।

এখন ভাষ্যের আলোচনা করা যাউক। এই সঙ্গে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার সহিত পার্থক্য ও তাহার কারণও উপলব্ধ হইবে। 'অঙ্গিরসাং' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,— "অঙ্গিরা অঙ্গারঃ, যে অঙ্গিরা আসংস্তেঽঙ্গিরসঃ অভবন্"; কিন্তু 'অঙ্গিরা' শব্দে যে জ্ঞানীকে লক্ষ্য করে, তাহা বহুবার উল্লেখ করা হইয়াছে। 'অঙ্গিরসাং জ্যেষ্ঠং' পদদ্বয়ে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানীকে বুঝায়। শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী অর্থাৎ জ্ঞানের চরমোৎকর্ষস্থান ভগবান। তাই উক্ত পদদ্বয়ে— "জ্ঞানীনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমং, জ্ঞানস্বরূপং" অর্থ সঙ্গত মনে করি। মন্ত্রের লক্ষ্য ভগবান্। তিনিই জ্ঞানের উৎস, জ্ঞানের অনন্ত নিধান। জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিতে তাঁহাকেই বুঝায়।

অতঃপর 'যজিষ্ঠং' অর্থাৎ যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম আরাধনায়, যাঁহার অপেক্ষা পূজ্য আর কেহ নাই অথবা থাকিতে পারে না। এমন কোন দেবতা আছেন, যিনি মহতঃ মহীয়ান্'—যাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ কেহ নাই? জগতের পিতা ও রক্ষক, কারণের কারণ, সেই পরমপুরুষ ভগবান্ ব্যতীত আর কে এমন থাকিতে পারেন—যিনি জগতের একমাত্র আরাধ্য দেবতা? সমগ্র মন্ত্রটীই ভগবানের আরাধনা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই 'যজিষ্ঠং' পদেও তাঁহাকেই লক্ষ্য করে। মন্ত্রের প্রথমাংশ—"যজিষ্ঠং ত্বা যজমানাঃ মন্মভিঃ হুবেম"—সর্ব্বারাধনায় পরমপূজ্য আপনাকে আমরা যেন মন্ত্র প্রার্থনা প্রভৃতির দ্বারা আরাধনা করিতে পারি। এখানে প্রার্থনার মূল লক্ষ্য—ভগবদারাধনায় উপযুক্ত, শক্তিলাভ। 'হুবেম' পদের দ্বারা তাহাই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা শক্তিহীন দুর্ব্বল, ভগবানের আরাধনা করিবার শক্তি আমাদের নাই, আমাদের মনের মধ্যে ভগবদারাধনায় প্রবল ইচ্ছা কখন সঞ্জাত হইলেও শক্তির অভাবে সেই সদিচ্ছাকে আমরা পূর্ণ করিতে পারি না। যাহাতে আমরা ভগবদারাধনা করিবার শক্তিলাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারি, মন্ত্রের মধ্যে সেই জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

কিন্তু কাহাকে ভজনা করিব? দুইটী সম্বোধন পদের দ্বারা আরাধ্যদেবতার স্বরূপ নির্ণয় হইয়াছে। প্রথম সম্বোধন—'বিপ্র' অর্থাৎ জ্ঞানী। এই বিশেষণই 'অঙ্গিরসাং জ্যেষ্ঠং' পদদ্বয়ে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্য সম্বোধন পদ—'শুক্রঃ' অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তিনিই সর্ব্বজ্যোতির আধার, তাঁহার জ্যোতিঃতেই জগৎ জ্যোতিষ্মান। চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদি তাঁহারই জ্যোতিঃকণা লাভ করিয়া জ্যোতিষ্মান হইয়াছে। তিনিই সর্ব্ববিধ জ্যোতির উৎস। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিতেছেন,—

> ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতঃ ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

কিন্তু সাধনপদ্ধতি কিরূপ? ভগবৎপূজার শক্তিলাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কিরূপভাবে সেই পূজা সম্পন্ন করিতে হইবে, অথবা কোন সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহার পূজায় ব্রতী হইতে হইবে? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—"বিপ্রেভিঃ মন্মভিঃ" জ্ঞানযুক্ত প্রার্থনাদ্বারা। ভগবানের আরাধনা করিতে হইবে, সেই প্রার্থনার সহিত জ্ঞান থাকা চাই, তাই 'বিপ্রেভিঃ মন্মভিঃ' বলা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশেও প্রার্থনার ব্যপদেশে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'চর্ষণীনাং হোতারং' পদদ্বয়ের ভাব এই যে,—যাঁহারা আত্মোৎকর্ষসাধনশীল, তাঁহাদিগকে যিনি দেবত্বাদি প্রদান করেন, সেই দেবতাকে যেন আমরা পূজা করি। কি উদ্দেশ্যে? তাহার উত্তর—'ঊতয়ে'—মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য। ভগবদারাধনা দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। 'ঊতয়ে' পদে, তাহাই উক্ত হইয়াছে।

'শোচিষ্কেশং' পদের ভাষ্যার্থ—"কেশবদভাবজ্বালোপেতং"; কিন্তু তাহাদ্বারা কোন ভাব অধিগত হয় না। 'শোচিস্' শব্দের অর্থ জ্যোতিঃ। যাঁহার শিরোদেশে জ্যোতিঃ আছে, অর্থাৎ জ্যোতিঃই যাঁহার শ্রেষ্ঠ বস্তু অথবা জ্যোতিঃই যাঁহার শোভা, সেই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমদেবতাকে 'শোচিষ্কেশং' পদে বুঝাইতেছে। (২০অ—৫খ—১সূ—২সা)। *

— — • — —

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

২উ ৩২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
স হি পুরূচিদোজসা বিরুক্মতা

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
দীদ্যানো ভবতি দ্রুহন্তরঃ পরশুর্ন দ্রুহন্তরঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
বীড়ুচিদ্যস্য সমৃতৌ শ্রুবদ্বনেব যৎ স্থিরম্।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২
নিষহমাণো যমতে নায়তে ধন্বাসহা নায়তে ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তবিংশাধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স হি' (সঃ এব, ভগবান্ এব) 'বিরুক্মতা (জ্যোতির্ম্ময়েণ) 'ওজসা' (তেজসা, শক্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'পরশুঃ ন দ্রুহন্তরঃ' (কুঠারঃ যথা বৃক্ষাণাং ছেত্তা ভবতি তদ্বৎ) 'পুরুচিৎ' (শ্রেষ্ঠতমঃ) 'দ্রুহন্তরঃ ভাতি' (শত্রূণাং বিনাশয়িতা ভবতি); 'যস্ত' (যস্ত দেবস্ত) 'সমৃতৌ' (সঙ্গলাভে, কৃপালাভে ইত্যর্থঃ) 'বীড়ুচিৎ' (দৃঢ়মপি পাষাণঃ, পাষাণহৃদয়ঃ পাপী অপি ইত্যর্থঃ) 'শ্রুবৎ' (শীর্য্যেৎ বিগলিত, সুশীলঃ ভবতি ইতি ভাবঃ) তথা 'যৎ স্থিরং বনেব' (দৃঢ়পাষাণাদি অপি জলবৎ বিগলিতঃ ভবতি) সঃ জ্ঞানদেবঃ 'নিঃষহমাণঃ যমেত' (শত্রূন্ বিনাশ্য ক্রীড়তি, সমূলং রিপূন্ বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ) 'ন অয়তে' (ন পলায়তি) 'ধন্বসহা ন অয়তে' (ধানুষ্কঃ বীরপুরুষঃ ইব ন পলায়তি, শত্রূন্ বিনাশয়তি এব ন তু পলায়তি—ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপালাভেন পাপিনঃ অপি সাধবঃ ভবন্তি; ভগবান্ এব সাধকানাং রিপূন্ বিনাশয়তি - ইতি ভাবঃ॥ (২০অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানই জ্যোতির্ম্ময় শক্তিদ্বারা, কুঠার যেমন বৃক্ষের ছেদক হয়, সেইরূপভাবে শ্রেষ্ঠতম শত্রুনাশক হয়েন; যে দেবতার কৃপালাভে পাষাণহৃদয় পাপীও সুশীল হয়, এবং পাষাণাদিও জলবৎ বিগলিত হয়, সেই জ্ঞানদেব সমূলে রিপুগণকে বিনাশ করেন, পলায়ন করেন না, অর্থাৎ শত্রুগণকে বিনাশই করেন, কিন্তু পলায়ন করেন না। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপালাভে পাপিগণও সাধু হইয়া যায়; ভগবানই সাধকদিগের রিপুগণকে বিনাশ করেন।)। (২০অ—৫খ—১সূ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স হি' স এব পূর্ব্বঃ স্তুতএবাগ্নিঃ 'বিরুক্মতা' বিশেষেণ রোচনবতা 'ওজসা' জ্বালা-রূপেণ বলেন 'পুরুচিৎ' অত্যাধিকমেব 'দীদ্যানঃ' দীপ্যমানঃ 'দ্রুহন্তরঃ' দ্রোগ্ধৃণাং তরিতা নিস্তারয়িতা ভবতি অস্মাসু দ্রোহং কুর্ব্বতাং শত্রূণাং হিংসকো ভবতীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'দ্রুহন্তরঃ' দ্রোগ্ধৃণাং ছেদনায় প্রযুক্তঃ 'পরশুঃ ন' পরশুরিব ছিনত্তি তথায়মপি কিঞ্চ, যস্যাগ্নেঃ 'সমৃতৌ' সঙ্গতৌ সংযোগে 'বীড়ুচিৎ' দৃঢ়মপি পাষাণাদিকং 'শ্রুবৎ' গচ্ছেৎ শীর্য্যেত। তথা 'যৎ স্থিরং' যচ্চ পর্ব্বতাদি স্থিরমবিচালিতং তদপি শ্রুবৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ - 'বনেব' উদকমিব, উদকং যথাগ্নি-সংযোগে শুষ্যতি তথেত্যর্থঃ অত্যন্তদৃঢ়ং স্থিরমপি ছিনত্তি স্বদ্দ্রোগ্ধারং শত্রুং ছিনত্তীতি কিমু বক্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। কিঞ্চায়মগ্নিঃ 'নিষহমাণ' শত্রূন্ নিঃশেষেণাভি-

ভবন্ 'যমতে' উপ রমতে শত্রুষু মধ্যে ক্রীড়তি তানেব নাশয়তি। তথা কুর্ব্বন 'ন অয়তে' ন গচ্ছতি শত্রোঃ সকাশাৎ পলায়তে। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'ধন্বসহা ন অয়তে'। ধনুষা শত্রূনভিভবতীতি ধন্বসহাঃ। ধানুষ্কঃ। সহতেরসুন, ছান্দসোঽস্ত্য-লোপঃ। স যথা শত্রোরভিমুখং বিধ্যতি ন পলায়তে। যদ্বা, দৃঢ়-ধনুর্ব্বহন-ক্ষমো ধন্বসহাঃ, অস্মিন্ পক্ষে পচাদ্যচ্ (৩।১।১৩৪), সুপাং সু-লুক্ (৭।২।৩৯),—ইত্যাকারঃ দৃঢ়-ধন্বা সন্ ন অয়তে ন চলতি। ৩॥

* * *

তৃতীয় (১৮১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচনার প্রথমেই আমরা মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি। প্রথম ব্যাখ্যাটী বাঙ্গালা ভাষায়, তাহা এই,—"অগ্নিবিশেষ দীপ্তিবিশিষ্ট জ্বালা দ্বারা বিশেষরূপে দীপ্যমান; তিনি বিদ্রোহীদিগের ছেদনার্থে পরশুর ন্যায় বিনাশে অমোঘ; তাঁহার সহিত মিলিত হইলে দৃঢ় ও স্থির বস্তুও জলের ন্যায় শীর্ণ হয়। শত্রুপরাভবকারী ধনুর্দ্ধর যেরূপ পলায়ন করে না, অগ্নিও সেইরূপ (শত্রুদিগের) অভিভবকার্য্য হইতে বিরত হয়েন না।

অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"বহ স্তুতি কিয়াহুআ অগ্নি অবশ্য হী বিশেষ দীপতে হুএ জ্বালারূপ বলকরকে অত্যন্ত অধিক দীপ্ত হোতা হুআ দ্রোহ করনেওয়ালোকো কাটনেওয়ালে ফরসেকী সমান হমসে দ্রোহকরনেওয়ালে শত্রুওকা নাশক হোতা হ্যায়। জিসকা সঙ্গ হোনেপর দৃঢ়পাষাণ আদিভী জলকী টুটজাতা হ্যায়; জো অবিচল পর্ব্বত আদি হ্যায়, বহভী জলকী সমান ছিন্নভিন্ন হো জাতা হ্যায়, ইস কারণ যহ অগ্নি শত্রুওকো নিঃশেষ করতা হুআ ক্রীড়া করতা হ্যায় পলায়ন নহী করতা হ্যায় ধনুধারীকা সমান শত্রুওকো সামনেসে নহী ভাগতা হ্যায়।"

এখন আমরা ভাষ্যের সহিত আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার আলোচনা করিব। মন্ত্রের প্রথম অংশ—"স হি বিরুক্মতা ওজসা ক্রুৎস্বরঃ ভবতি"—তাঁহার দীপ্ত তেজের দ্বারা তিনি শত্রুনাশক হয়েন, অর্থাৎ তাঁহার পুণ্যজ্যোতিঃবলে পাপ দূরীভূত করেন। তাঁহার দীপ্ত পুণ্যজ্যোতিঃর নিকট পাপ পরাভূত হয়। কিরূপে পাপ অথবা রিপুবিনাশ করেন, তাহা একটী উপমা দ্বারা বুঝান হইয়াছে। সেই উপমাটী—'পরশুঃ ন', পরশু অর্থাৎ কুঠার যেমনভাবে বৃক্ষাদি ছেদন করে, তেমনভাবে ভগবান সমূলে পাপ ধ্বংস করেন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—'যস্য সমৃতৌ বীড়ু চিৎ শ্রবৎ'—যাঁহার সংস্পর্শে পাষাণকঠোর হৃদয়ও বিগলিত হয়, অথবা যাঁহার করুণাকণা লাভ করিয়া ভীষণপাপীও পুণ্যাত্মা হইয়া যায়। জগতের ইতিহাস তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিতেছে। ভীষণ নরঘাতক দস্যু ভগবানের পুণ্য পরশে নবজীবন লাভ করিয়াছে, দেবতায় পরিণত হইয়াছে। জগাই মাধাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চিরজীবন পাপকার্য্যে রত থাকিয়া এই দুই ভাই নরকের কীটে পরিণত হইয়াছিল।

তাহাদের অকরণীয় পাপকার্য্য জগতে কিছুই ছিল না। তাহারা সর্ব্ববিধ পাপ ও অন্যায় কার্য্যের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিল। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন নগরকীর্ত্তনে বর্হির্গত হইয়াছেন। সুমধুর হরিধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ হইয়াছে, ভক্তগণ স্বর্গীয়ভাবে বিভোর। জগাই মাধাই নামে দুই ভাই এই স্বর্গীয়দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না। পাপীর কর্ণে ভগবৎ-নামকীর্ত্তন বিষবৎ বোধ হইল। কৃমির নিকট অমৃত বিষবৎ প্রতীয়মান হয়। এই দুই ভাই-এর অবস্থাও তাই। তাহারা সঙ্কীর্ত্তনে বাধা দিতে আসিল। ভাঙ্গা কলসী লইয়া ছুড়িয়া মারিল। নিত্যানন্দের মাথায় লাগিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। সঙ্গীয় ভক্তগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাষণ্ডদ্বয়কে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ বলিলেন,—"ওরে, মেরেছে কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না? হরিবল ভাই, হরিবল।" এই প্রেম, এই করুণা, পাষণ্ডদ্বয়ের মরুহৃদয়ে স্নেহশীতল অমৃতবর্ষণ করিল। নিত্যানন্দের মধ্যদিয়া অমৃতধারা তাহাদের মস্তকে পতিত হইল। চিরপাপী পুণ্যের পবিত্র পরশে দেবত্ব-লাভ করিল, জগাই মাধাই গৌরাঙ্গের ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিলেন। ভগবানের কৃপায় পাপী উদ্ধার লাভ করিল। এই উদাহরণ দ্বারা মন্ত্রের 'ক্রুহন্তরঃ ভবতি' অংশেরও অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। ভগবান্ পাপ বিনাশ করেন, এবং পাপের বিনাশের সঙ্গে পাপীরও বিনাশ ঘটে, কারণ যে পাপী ছিল, তাহার মধ্য হইতে পাপের তিরোভাব ঘটায়, সে তো আর পাপী নয়, তখন সেই পাপী পুণ্যাত্মা হইয়া যায়। তাই ভগবান্ সম্বন্ধে 'ক্রুহন্তরঃ' পদের প্রয়োগ করা যায়। যিনি সৌভাগ্যবশে ভগবানের কৃপালাভ করিতে পারেন, যিনি তাঁহার করুণার আস্বাদ লাভ করিতে পারেন, তাঁহার জীবনই ধন্য হয়, সার্থক হয়। তাঁহার জীবন পাষাণসদৃশ হইলেও তাহা গলিয়া যায়, ভগবানের অর্ঘ্যরূপে সেই জীবন উৎসর্গীকৃত হয়।

মন্ত্রের পরের অংশ—"বীড়ু চিৎ শ্রুবৎ'—দৃঢ় পাষাণকঠোর হৃদয়ও বিগলিত হয়। কিরূপ-ভাবে বিগলিত হয়, তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে—"বনেব" অর্থাৎ জলের ন্যায়। পাষাণ তাঁহার পরশে জল হইয়া যায়। এখানে পাষাণ বলিতে পাষাণকঠোর মানবহৃদয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভগবান সেই শত্রুগণ অথবা পাপীদিগকে বিনাশ করেন। এই বিনাশের অর্থ কি তাহা আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। আবার, তিনি অপরাজিত চিরজয়শীল। সর্ব্বত্রই তাঁহার জয়লাভ হয়। অর্থাৎ যখন পাপের, অধর্ম্মের সহিত পুণ্যের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয় তখন সেই পুণ্যশক্তিই জয়যুক্ত হয়, পাপ পরাজিত হয়। পুণ্যের, ধর্ম্মের জয় হয় বলিয়াই জগৎ বর্ত্তমান আছে, নতুবা পাপের দ্বারা বিশ্ব ধ্বংসমুখে পতিত হইত। বিশ্বমঙ্গলনীতির বশে পুণ্যের জয় হইয়া থাকে। আজ হউক, কাল হউক, পাপের বিনাশ অনিবার্য্য—ইহাই ভগবানের মঙ্গলময় নীতি। মন্ত্রে সেই মঙ্গলনীতির মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে। (২০অ—৫খ—১সূ—৩সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তবিংশাধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২ ৩ ২৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে তব শ্রবো বয়ো মহি

৩ ১ ২
ভ্রাজন্তে অর্চ্চয়ো বিভাবসো।

১২ ৩ ১২৩ ১২৩ ২
বৃহদ্ভানো শবসা বাজমুক্থ্যাᳬং

১২ ৩ ১
দধাসি দাশুষে কবে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব !) 'তব' 'বয়ঃ' (বলং, শক্তিং) 'শ্রবঃ' (প্রশস্যং, আকাঙ্ক্ষণীয়ং) ভবতি ইতি শেষঃ ; 'বিভাবসো' (জ্যোতিঃধনসম্পন্ন, পরমজ্যোতির্ম্ময় হে দেব !) তব 'অর্চ্চয়ঃ' (কিরণাঃ) 'মহি' (মহৎ) 'ভ্রাজন্তে' (দীপ্যন্তে, আলোকং বিতরন্তি ইত্যর্থঃ) ; 'বৃহদ্ভানো' (পরমজ্যোতির্ম্ময়) 'কবে' (প্রাজ্ঞ, জ্ঞানদাতঃ হে দেব !) ত্বং 'শবসা' (স্বশক্ত্যা) 'উক্থ্যং' (প্রশংসনীয়ং) 'বাজং' (শক্তিং) 'দাশুষে' (হবির্দ্দত্তবতে, আরাধনাপরায়ণায়, সাধকায়) 'দধাসি' (প্রযচ্ছসি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ বিশ্বে আলোকং বিতরতি ; তৎকৃপয়া সাধকাঃ আত্মশক্তিং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (২০অ-৫খ-২সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব ! আপনার শক্তি আকাঙ্ক্ষণীয় হয় ; পরমজ্যোতির্ম্ময় হে দেব ! আপনার কিরণ আলোক বিতরণ করে ; পরমজ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানদাতা হে দেব ! আপনি স্বশক্তির দ্বারা প্রশংসনীয় শক্তি আরাধনা-পরায়ণ সাধককে প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ বিশ্বে আলোক বিতরণ করেন ; তাঁহার কৃপায় সাধকগণ আত্মশক্তি লাভ করেন।)॥ (২০অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'। 'তব' 'বয়ঃ' অন্নং 'শ্রবঃ' শ্রবণীয়ং প্রশস্তং হবিরাত্মকস্য তস্য মন্ত্র-সংস্কৃতত্বেন প্রশস্তত্বাৎ অন্নেষু তবৈবান্নং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। হে 'বিভাবসো'। বিশিষ্টা দীপ্তির্বিভা সৈব বসু ধনং যস্য। তাদৃশাগ্নে 'অর্চ্চয়ঃ' দীপ্তয়ঃ 'মহি' মহৎ বহুলং 'ভ্রাজন্তে' দীপ্যন্তে। ভ্রাজৃ দীপ্তৌ, অনুদাত্তেৎ ভৌবাদিকঃ। হে 'বৃহদ্ভানো' প্রৌঢ়-দীপ্ত 'কবে' ক্রান্ত-দর্শিন্নগ্নে! এবম্মহানুভাবস্ত্বং 'শবসা' বলেনোপেতং 'উক্থ্যং' প্রশস্তং। যদ্বা, উক্থো যজ্ঞস্তদ্যোগ্যং। 'বাজং' অন্নং 'দাশুষে' হবীংষি দত্তবতে যজমানায় 'দধাসি' প্রযচ্ছসি॥ ১॥

* * *

প্রথম (১৮১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——— ———•:*:•——— ———

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে ভগবানের জ্ঞানস্বরূপের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই জ্ঞানস্বরূপকেই সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটী উচ্চারিত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে অগ্নির গুণবর্ণনাসূচক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব বোধগম্য হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তোমার প্রশস্ত অন্ন আছে; তোমার শিখাগুলি বিলক্ষণ দীপ্তি পাইতেছে; উজ্জ্বলাই তোমার সম্পত্তি। তোমার দীপ্তি প্রকাণ্ড; তুমি ক্রিয়াকুশল; তুমি দাতা ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট অন্ন ও বল দাও।"

'অগ্নি' বলিতে কোন বস্তুকে লক্ষ্য করে তাহা আমরা বহুবার বলিয়াছি। মানুষের অন্তরে থাকিয়া যে অগ্নি তাহার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতেছে, যে অগ্নির তেজোপ্রভায় মানুষ মোহকুহেলিকার মায়াজাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়, যে অগ্নিতে মানবের সর্ব্ববিধ পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়, বেদে 'অগ্নি' বলিতে সেই অগ্নিকেই বুঝাইতেছে। মন্ত্রান্তর্গত প্রত্যেক পদে এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রের প্রথম অংশ—'অগ্নে তব বয়ঃ শ্রবঃ'—হে জ্ঞানদেব! আপনার শক্তি পরমা-কাঙ্ক্ষণীয়।" জ্ঞান পরমধন, তাহা জগতের সকলেই পাইতে চায়। পরবর্ত্তী কয়েক অংশে সেই একভাবই বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। মন্ত্রের শেষাংশে বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। শেষাংশে বলা হইয়াছে—আরাধনাপরায়ণ সাধককে ভগবান শক্তিদান করেন। উহাই মন্ত্রের মূলভাব। (২০অ—৫খ—২সূ—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের চত্বারিংশদধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩
পাবকবর্চ্চাঃ শুক্রবর্চ্চাঃ

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অনূনবর্চ্চা উদিয়র্ষি ভানুনা।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
পুত্রো মাতরা বিচরন্নুপাবসি

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
পৃণক্ষি রোদসী উভে॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'পাবকবর্চ্চাঃ' (পবিত্রকারকজ্যোতিঃসমন্বিতঃ, পবিত্রজ্যোতিষ্কঃ) 'শুক্রবর্চ্চা' (নির্ম্মলদীপ্তঃ) 'অনূনবর্চ্চাঃ' (পূর্ণতেজস্কঃ) ত্বং 'ভানুনা' (জ্যোতিষা দিব্যজ্যোতিষা ইত্যর্থঃ) 'উদিয়র্ষি' (উদিতঃ ভবসি, আবির্ভবসি সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ) 'পুত্রঃ মাতরা বিচরন্ উপাবসি' (পুত্রঃ যথা তস্য মাতাপিতরৌ সর্ব্বপ্রযত্নেন রক্ষতি, তদ্বৎ ত্বং সর্ব্বান লোকান রক্ষসি); ত্বং 'উভে রোদসী' (দ্যুলোকভূলোকৌ, বিশ্বং ইত্যর্থঃ) 'পৃণক্ষি' (রক্ষসি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান, সাধকহৃদি আবির্ভবতি, সঃ বিশ্বং রক্ষতি—ইতি ভাবঃ। (২০অ—৫খ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! পবিত্রজ্যোতিষ্ক নির্ম্মলদীপ্ত পূর্ণতেজস্ক আপনি দিব্য-জ্যোতিঃর সহিত সাধক হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন; পুত্র যেমন তাহার মাতাপিতাকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করে সেইরূপভাবে আপনি সমস্ত লোককে রক্ষা করেন; আপনি বিশ্বকে রক্ষা করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকহৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, তিনি বিশ্বকে রক্ষা করেন।)॥ (২০অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পাবকবর্চ্চাঃ' শোধক-দীপ্তিঃ 'শুক্রবর্চ্চাঃ' নির্ম্মল-তেজস্কঃ, 'অনূনবর্চ্চাঃ' সম্পূর্ণতেজস্কঃ, হে অগ্নে! ঈদৃশস্ত্বং 'ভানুনা' তেজসা 'উদিয়র্ষি' উদগচ্ছসি। ঋ স্থ গতৌ, জৌহোত্যাদিকঃ (পা০) অর্ত্তি-পিপর্ত্ত্যোশ্চ (৭।৪।৭৭)—ইত্যভ্যাসস্যেত্বং। স ত্বং 'পুত্রঃ' সন্ 'মাতরা' মাতৃভূতয়োররণ্যোঃ 'বিচরন্' যাগাবসানে বিশেষেণ প্রাপ্নুবন্ 'উপাবসি' উপগতান্ যজমানান্ রক্ষসি। তথা 'উভে' 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'পৃণক্ষি' সংযোজয়সি; হবিষা দ্যুলোকং বৃষ্ট্যা ইমং লোকঞ্চ পূরয়সীত্যর্থঃ। পৃচী সম্পর্কে রৌধাদিকঃ (পা০)॥২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৮১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য ঘটিয়াছে। আমরা প্রথমে দুই একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া আমাদের পরিগৃহীত ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করিব। একটী বাঙ্গালা অনুবাদ এই,—"হে অগ্নি! যখন তুমি দীপ্তির সহিত উদয় হও, তখন তোমার তেজঃ সকলকে পরিশুদ্ধ করিতে থাকে। ইহা শুক্রবর্ণ ধারণপূর্ব্বক বৃহৎ হইয়া উঠে। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক স্পর্শ করিতে থাক; তুমি যেন পুত্র, তাঁহারা যেন মাতা, সেই নিমিত্ত যেন তুমি ক্রীড়াকরতঃ তাহাদিগকে আলিঙ্গন কর।"

এই ব্যাখ্যাকার মন্ত্রটীকে অগ্নির প্রতি প্রযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু একটু আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, অনেকাংশে মন্ত্রটী অগ্নির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। প্রথমে বলা হইয়াছে, অগ্নি যখন দীপ্তির সহিত উদয় হয়েন, তখন সকলকে পরিশুদ্ধ করিতে থাকেন। অগ্নি পবিত্রকারক বলিয়া গৃহীত হয়েন। সুতরাং অগ্নির আবির্ভাবে যে সকলে পবিত্রতালাভ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠে, এই অগ্নি কি? অথবা 'অগ্নি' বলিতে কি বুঝায়? আমরা যদি 'অগ্নি' শব্দে কাষ্ঠাদি দাহনশীল অগ্নিকে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, এখানে ঐ অর্থ গৃহীত হইতে পারে না। কারণ যে অগ্নি সমস্ত ভস্মীভূত করে, সেই অগ্নি পবিত্র করিবে কিরূপে? বস্তুর অস্তিত্ব যে নষ্ট করিয়া দেয়, সে কি পবিত্র করিবে? 'অগ্নি' শব্দের প্রকৃত অর্থ মানবের অন্তর্নিহিত জ্ঞানাগ্নি। সেই জ্ঞানাগ্নি অন্তরের সর্ব্ববিধ পাপ অপবিত্রতা ভস্মীভূত করে, মানবের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে। যাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহার সর্ব্ববিধ হীনতা মলিনতা নষ্ট হইয়া যায়। তিনি বিশুদ্ধান্তঃকরণে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। এই অগ্নি সেই জ্ঞানাগ্নি - কাষ্ঠাদিদাহনশীল পরিদৃশ্যমান অগ্নি নহে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে বলা হইয়াছে, অগ্নি যখন দীপ্তির সহিত উদিত হয়েন, তখন তাঁহার তেজ সকলকে পরিশুদ্ধ করিতে থাকে। সত্যই তো তাই, জ্ঞান যখন হৃদয়ে প্রবেশ করে, অথবা হৃদয়স্থিত সুপ্ত জ্ঞানাগ্নি যখন প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখনই মানুষ সেই দিব্যজ্যোতিঃবলে

সত্যদর্শন করিতে পারে। সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে মানুষের অশুচিতা, অপবিত্রতা দূরীভূত হয়। কারণ সত্যজ্ঞান মানুষকে তাহার জীবনের চরমলক্ষ্য পথ প্রদর্শন করিতে পারে। মানুষ সেই জ্ঞানাগ্নির তেজোশিখায় দেখিতে পায় যে, অসত্য, অপবিত্রতা তাহার সাধনপথের অথবা লক্ষ্যসাধনের অন্তরায়, তাই তাহা দূরে পরিহার করিবার জন্য প্রযত্ন আসে। আলোর মধ্যে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে জ্ঞানের আবির্ভাবে অজ্ঞানতা থাকিতে পারে না। অজ্ঞানতা অপবিত্রতার জনক। সুতরাং অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে, পাপ ও অপবিত্রতার কারণ সমূলে দূর হয়। সুতরাং জ্ঞানাগ্নি শ্রেষ্ঠতম বিশুদ্ধিতা সম্পাদক।

কিন্তু কাহার ভাগ্যে সেই পরমবস্তু লাভ ঘটে? যাঁহারা সৎ, যাঁহারা সাধনাপরায়ণ তাঁহাদের হৃদয়েই জ্ঞানাগ্নির আবির্ভাব ঘটে। জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ তাঁহার দিব্যজ্যোতিঃর সহিত সাধকের হৃদয়কেই আলোকিত করিতে আবির্ভূত হয়েন। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—"ভানুনা উদিয়র্ষি—আপনার দিব্যজ্যোতিঃর সহিত উদিত হয়েন। ভগবানের প্রিয় স্থান ভক্তের হৃদয়, তাই ভগবদ্বাক্য—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

"হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, যোগিগণের হৃদয়েও বাস করি না; আমার ভক্ত যেখানে বাস করেন, আমিও তথায় থাকি।" এই বাক্য দ্বারা ভগবানের ভক্তপ্রীতি স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ভক্তবৎসল ভগবান্ সাধকের হৃদয়েই আবির্ভূত হয়েন—তাঁহার হৃদয়কে জ্ঞানজ্যোতিঃতে আলোকিত করেন—মন্ত্রাংশের ইহাই তাৎপর্য্য।

"পুত্রঃ মাতরাঃ বিচরন্ উপাবসি" অংশের প্রচলিত ভাব এই যে,—অগ্নি, পুত্র এবং যে অরণীকাষ্ঠ হইতে অগ্নির উৎপত্তি তাহা অগ্নির মাতৃস্বরূপা। সুতরাং অগ্নি যেন ক্রীড়াচ্ছলে তাহাদিগকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু এরূপ অর্থ যে অত্যন্ত কষ্টকল্পনাপ্রসূত তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ 'পুত্রঃ মাতরাঃ বিচরন্ উপাবসি' মন্ত্রাংশের মধ্যে অগ্নি এবং অরণীকাষ্ঠের সম্বন্ধ কিরূপে আসিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের ধারণা 'উপাবসি' এবং 'পৃণক্ষি' পদদ্বয় দ্বারা একভাবই প্রকাশ করিতেছে, সেই ভাব—রক্ষা করা। পুত্র যেমন একান্তভাবে আপনার হৃদয়াবেশে তাহার মাতাপিতার সেবা করে, অথবা মাতাপিতাকে রক্ষা করে ভগবান্ও ঠিক তেমনিভাবে স্নেহের সহিত তাহার সন্তানসদৃশ জনগণকে রক্ষা করেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—উপমাতে পিতা ও পুত্রের স্নেহকে এক করা হইয়াছে। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, ভগবান্ মানবের পিতামাতা ভ্রাতা সমস্তই। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে সকল সম্বন্ধই প্রযুক্ত হইতে পারে।

এই রক্ষার ভাব মন্ত্রের শেষাংশে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই অংশ,—"উভে রোদসী পৃণক্ষি"—আপনি এই দ্যুলোক ও ভূলোককে রক্ষা করেন। এই রক্ষা করাটাই মন্ত্রাংশের সার। কেহ কেহ 'উভে রোদসী' পদদ্বয়কে 'অগ্নির' পিতৃমাতৃস্থানীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের কল্পনামাত্র। কারণ 'উভে রোদসী'র সহিত অগ্নির এই

সম্বন্ধসূচক কোনও পদ মন্ত্রে নাই। যাহা হউক, এই মন্ত্রের ভাষ্যানুগত একটী হিন্দী অনুবাদও প্রদান করিতেছি, তাহার সহিত উপরে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদের তুলনা করিলেই উভয়ের পার্থক্য অনুভূত হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নে! শুদ্ধ করনেওয়ালী হ্যায় দীপ্তি জিসকী য্যায়সা, নির্ম্মল হ্যায় তেজ জিসকা য্যায়সা, পূর্ণতেজস্বী তু তেজকে সাথ প্রকট হোতা হ্যায় য্যায়সা তু পুত্ররূপসে যজ্ঞমে মাতৃরূপা অরণিয়োঁসে প্রাপ্ত হোতা হুআ সমীপকে যজমানোকো রক্ষা করতা হ্যায়। দোনো দ্যাবাপৃথিবীকো সংযুক্ত করতা হ্যায়, অর্থাৎ হবিসে দ্যুলোককো আউর বৃষ্টিসে ইসলোককো পূর্ণ করতা হ্যায়।" (২০অ-৫খ-২য় ২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

২

ঊর্জ্জো নপাজ্জাতবেদঃ

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

সুশস্তিভির্ম্মন্দস্ব ধীতিভির্হিতঃ।

২উ ৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ত্বে ইষঃ সং দধুর্ভূরিবর্পসশ্চিত্রোতয়ো বামজাতাঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঊর্জ্জঃ নপাৎ' (শক্তেঃ পুত্র, শক্তিস্বরূপ ইতি ভাবঃ) 'জাতবেদঃ' (জাতপ্রজ্ঞ, জ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) 'সুশস্তিভিঃ' (প্রার্থনাভিঃ—অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'মন্দস্ব' (প্রসন্নঃ ভব); 'ধীতাভিঃ' (প্রার্থনাভিঃ, যদ্বা—প্রজ্ঞাভিঃ) 'হিতঃ' (নিহিতঃ, আবির্ভূতঃ—অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) ভব ইতি শেষঃ; 'ভূরিবর্পসঃ' (বহুবিধরূপাঃ, সর্ব্ববিধাঃ ইত্যর্থঃ) 'চিত্রোতয়ঃ' (বিচিত্ররক্ষাশক্তিসমন্বিতাঃ) 'বামজাতাঃ' (সুজাতাঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধয়ঃ) 'ত্বে' (ত্বয়ি) 'সন্দধুঃ' (সন্দধাতু, নিহিতাঃ ভবন্তি, বর্ত্তমানাঃ ভবন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান প্রার্থনয়া প্রীতঃ সন অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু, স এব সর্ব্বেষাং রক্ষকঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (২০অ-৫খ-২য়-৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের চত্বারিংশদধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আমাদের প্রার্থনার দ্বারা (অথবা প্রজ্ঞার দ্বারা) আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; সর্ব্ববিধ বিচিত্ররক্ষাশক্তি-সমন্বিত সুজাত সিদ্ধি আপনাতে বর্ত্তমান আছে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ প্রার্থনার দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন, তিনিই সকলের রক্ষক হয়েন।)॥ (২০অ—৫খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'উর্জো নপাৎ' উর্জঃ অন্নস্য পার্থিবস্য অরণ্যাদেঃ পুত্র! হে 'জাতবেদঃ' জাতানাং বেদিতরগ্নে 'সুশস্তিভিঃ' সুশংসনৈঃ অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণৈঃ 'মন্দস্ব' মোদস্ব। তথা 'ধীতিভিঃ' অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণৈরগ্নিহোত্রাদিভিঃ কর্ম্মভিঃ 'হিতঃ' সুহিতঃ তৃপ্তো ভব। অপি চ 'ভূরিবর্পসঃ'। বর্প ইতি রূপনাম (নিঘ• ৩ ৭ ৩)। বহুবিধরূপাঃ 'চিত্রোতয়ঃ' চিত্রা উতয়স্তৃপ্তির্যাভিঃ ইড়ভিস্তথোক্তাঃ 'বামজাতাঃ' বামং বননীয়ং জাতং জন্ম যাসাং তা ঈদৃশীঃ 'ইষঃ' অন্নানি হবির্লক্ষণানি 'ত্বে' ত্বয়ি 'সন্দধুঃ' সন্দধতি সম্যক্ জুহ্বতি যজমানাঃ। যদ্বা, ভূরিবর্পস ইত্যাদিকং কর্ত্তৃবিশেষণং তদানীং চিত্রোতয় ইত্যস্য বিচিত্ররক্ষা ইতি যোজ্যং॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (১৮১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে দুইটী প্রার্থনা আছে এবং দ্বিতীয় অংশে নিত্য-সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। প্রথম অংশ,—"সুশস্তিভিঃ মন্দস্ব" অর্থাৎ আমাদের প্রার্থনার দ্বারা প্রসন্ন হউন"। সাধক প্রার্থনা করেন বটে; কিন্তু সেই প্রার্থনা ভগবানের চরণতলে পৌঁছে কি না, মানুষ তাহা বলিতে পারে না। যখন ভগবৎপূজা তাঁহার চরণে পৌঁছে, তখনই পূজা সার্থক হয়।

এই মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। একটী বঙ্গানুবাদ এই,—"হে তেজের পুত্র জাতবেদা! উৎকৃষ্ট স্তব পাঠ সহকারে তোমাকে সংস্থাপন করা হইয়াছে, তুমি আনন্দ কর। তোমার উপরেই নানাবিধ ও নানাপ্রকার সংগৃহীত উত্তম যজ্ঞসামগ্রী হোম করা হইয়াছে।"

অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—হে পার্থিব অন্নরূপ অরনির্য়োঁকে পুত্র! হে প্রাণিমাত্রকে জ্ঞাতা অগ্নিদেব! শ্রেষ্ঠ স্তুতি করণেওয়ালে হমারে কিয়ে হুএকো স্বীকার করো হমারে কিয়ে হুএ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসে তৃপ্ত হোও অনেকো রূপওয়ালে আউর জিনসে রক্ষা

তুমি হোতা হায় যায়সে শ্রেষ্ঠ অন্নওয়ালে অগ্নোকো যজমান তুম্হারে বিষয়ে হী হোমতে হায়।" (২০অ-৫খ-২সূ—৩সা)। *

—— • ——

চতুর্থং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২৩ ১ ২র
ইরজ্যন্নগ্নে প্রথয়স্ব জন্তুভিরস্মে রায়ো অমর্ত্ত্য।

১ ২৩২ ৩ ১২ ৩ ১ ১
স দর্শতস্য বপুষো বি রাজসি

৩১ ২ ৩১ ২র
পৃণক্ষি দর্শতং ক্রতুম্॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অমর্ত্ত্য' (মরণরহিত, অমৃতস্বরূপ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব !) 'জন্তুভিঃ ইরজ্যন্' (শত্রুভিঃ সহ ঈর্ষ্যন্, শত্রূন্ বিনাশয়ন্ ইত্যর্থঃ ; ত্বং 'অস্মে' (অস্মভ্যং) 'রায়ঃ' (পরমধনং) 'প্রথয়স্ব' (বিস্তারয়, প্রদেহি ইত্যর্থঃ) ; 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ ত্বং) 'দর্শতস্য' (দর্শনীয়স্য, দর্শনীয়েন, পরমরমণীয়েন) 'বপুষঃ' (শরীরেণ —জ্যোতির্ম্ময়েণ প্রকাশেন ইত্যর্থঃ) 'বিরাজসি' (বর্ত্তমানঃ ভবসি) ; 'দর্শতং ক্রতুং' (দর্শনীয়ং কর্ম্ম, অস্মাকং অনুষ্ঠিতং সৎকর্ম্ম) 'পৃণক্ষি' (সুফলেন সহ সংযোজয়সি) ! প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং তথা সৎকর্ম্মজনিতং সুফলং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২০অ—৫খ-২সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতস্বরূপ হে জ্ঞানদেব ! শত্রুগণকে বিনাশকারী আপনি আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন ; প্রসিদ্ধ আপনি পরমরমণীয় শরীরের সহিত অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশের সহিত বর্ত্তমান আছেন ; আমাদের অনুষ্ঠিত

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চত্বারিংশদধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সৎকর্ম্মকে সুফলের সহিত সংযোজিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন এবং সৎকর্ম্মজনিত সুফল প্রদান করুন।)॥ (২০অ—৫খ—২সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'জন্তুভিঃ জাতৈঃ শত্রুভিঃ সহ 'ইরজ্যন' ঈর্ষ্যাম্ স্পর্দ্ধাং কুর্ব্বন। ঈর্ ঈর্ষ্যায়াং কণ্ড্বাদিঃ। যদ্বা, ঈরজ্যতিরৈশ্বর্য্যকর্ম্মা (নিঘ০ ২।২১।১), জন্তুভির্জায়মানৈরাজ্যৈস্তেজোভিরিরজ্যন ঈশ্বরো ভবন। হে 'অমর্ত্ত্য' মরণরহিতাগ্নে! 'অগ্নে' অস্মাকং। সুপাং সু-লুক (৭।১।৩৯) ইতি ষষ্ঠ্যাঃ শে-আদেশঃ। 'রায়ঃ' ধনানি 'প্রথয়স্ব' বিস্তারয়। রৈ শব্দাচ্ছসঃ স্থানে রায়তাম্নেন জস্, শস্বেন বা রায়াম্নেন উড়িদং (৬।১।১৭১) ইত্যাদিনা বিভক্ত্যুদাত্তত্বং ন ক্রিয়তে। স ত্বং 'দর্শতস্য' দর্শনীয়স্য চ 'বপুষঃ' তেজোময়স্য শরীরস্য 'বি রাজসি' তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী (৩।১।৮৩)। ঈদৃশেন শরীরেণ বিশেষেণ দীপ্যসে। যদ্বা, রাজতিরৈশ্বর্য্যকর্ম্মা (নিঘ০ ২।২১।৪), বপুরিতি রূপ-নাম (নিঘ০ ৩।৭।৪), দর্শনীয়েন রূপেণ বিরাজসি বিশেষেণ ঈশিষে। অতএব 'দর্শতং' দর্শনীয়ং 'ক্রতুং' কর্ম্ম 'পৃণক্ষি' অস্মাভিঃ সহ পর্চ্চয়সি ফলেন বা সংযোজয়সি। (২০অ ৫খ—২সূ—৪সা);

* * *

চতুর্থ (১৮১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের মধ্যে দুইটী ভাব নিহিত আছে। প্রথম ভাব - শত্রুনাশ। ভগবান্ রিপুনাশক। তাঁহার অপার করুণাবলেই মানুষ রিপুনাশ করিতে সমর্থ হয়। তাই বলা হইয়াছে,—'জন্তুভিঃ ইরজ্যন' - শত্রুদিগকে বিনাশ করতঃ, অথবা শত্রুগণের বিনাশকারী। দ্বিতীয় ভাব—পরমধন-লাভের প্রার্থনা। 'অগ্নে রায়ঃ প্রথয়স্ব" - আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। ভাষ্যকার 'অগ্নে' পদে ষষ্ঠ্যন্ত 'অস্মাকং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু 'প্রথয়স্ব' ক্রিয়াপদের সহিত ষষ্ঠ্যন্ত অস্মাকং পদের সুসঙ্গতি হয় না। ষষ্ঠ্যন্ত প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়া যদি উক্ত অংশের অর্থ করা হয়—"আমাদের ধন বিস্তার করুন", তাহা হইলেও মূলতঃ আমাদের পরিগৃহীত অর্থেই উপনীত হওয়া যায়।

মন্ত্রের মধ্যে যে অন্য একটী প্রার্থনা আছে, তাহার অর্থ এই যে,—আমাদের কর্ম্মাদি যেন সুফলপ্রদ হয়। মানুষ কর্ম্ম করিবার অধিকারী, ফলদাতা ভগবান্। আমরা যাহাতে আমাদের কর্ম্মের সুফল লাভ করিতে পারি, মন্ত্রে তাহারই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদও এতৎসহ প্রদান করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই,—হে অমর অগ্নি। নবজাত কিরণমণ্ডলে বিভূষিত হইয়া আমাদিগের নিকট ধন বিস্তার কর, তুমি অদৃশ্য মূর্ত্তিতে সুশোভিত হইয়াছ, সর্ব্বফলদাতা যজ্ঞকে সংস্পর্শ করিতেছ।*

—§•§—

পঞ্চমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমং সাম)।

৩ ১ ২　৩ ২ ১　১ ২ ৩ ১ ২ ৩　১ ২ ৩ ১
ইষ্কর্ত্তারমধ্বরস্য প্রচেতসঙ্ক্ষয়ন্তঁ রাধসো মহঃ।

৩ ২　৩ ১ ২　৩ ১ ২　৩ ২উ ৩
রাতিং বামস্য সুভগাং মহীমিষং

১ ২　৩ ২　৩ ২
দধাসি সানসিঁ রয়িম্॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'অধ্বরস্য' 'ইষ্কর্ত্তারং' (সৎকর্ম্মণঃ সংস্কর্ত্তারং, সৎকর্ম্মণি প্রবর্ত্তকং ইত্যর্থঃ) 'প্রচেতসং' (প্রজ্ঞানস্বরূপং) 'মহঃ' (মহতঃ) 'রাধসঃ' (ধনস্য) 'ক্ষয়ন্তং' (স্বামিনং) 'বামস্য রাতিং' (পরমধনস্য দাতারং) ত্বাং বয়ং আরাধয়াম ইতি শেষঃ; ত্বং 'সুভগাং' (সৌভাগ্যদায়িকাং) 'মহী' (মহতীং) 'ইষং' (সিদ্ধিং) তথা 'সানসিং' (সম্ভজনরূপং, সম্ভোগযোগ্যং, উপভোগ্যং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'দধাসি' (প্রযচ্ছসি—সাধকেভ্যঃ ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং আরাধনাপরায়ণাঃ ভবেম; ভগবান্ হি পরমধনদাতা ইতি ভাবঃ। (২০অ—৫খ—২সূ—৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তক প্রজ্ঞানস্বরূপ মহান্ ধনের স্বামী, পরমধনদাতা আপনাকে আমরা যেন আরাধনা করি; আপনি সৌভাগ্যদায়িকা মহতী সিদ্ধি এবং উপভোগ্য পরমধন সাধকদিগকে প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং আত্মোদ্বোধক।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের চত্বারিংশদধিকশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ভাব এই যে,—আমরা যেন আরাধনাপরায়ণ হই ; ভগবানই পরম-ধনদাতা।)॥ (২০অ—৫খ—২সু—৫সা) ॥

*

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইষ্কর্ত্তারং' নিষ্কর্ত্তারং। ছান্দসো বর্ণলোপঃ (৩।১।৮৫)। 'অধ্বরস্য' যজ্ঞস্য নিষ্কর্ত্তারং সংস্কর্ত্তারং 'প্রচেতসং' প্রকৃষ্টজ্ঞানং, 'মহঃ' মহতঃ 'রাধসঃ' ধনস্য ক্ষয়ন্তং ঈশ্বরং। ক্ষয়তিরৈশ্বর্য্যকর্ম্মা (নিঘ০ ২।২১৩)। 'বামস্য' বননীয়স্য 'রাতিং' দাতারং। রাতেঃ কর্ত্তরি ক্তিন্ (৩।৩।৯৬)। ঈদৃশং ত্বাং স্তুম ইতি শেষঃ। স ত্বং 'সুভগাং' সৌভাগ্যোপেতাং 'মহীং' মহতীং 'ইষং' অন্নং 'সানসিং' সম্ভক্তরূপাং 'রয়িং' ধনং চ 'দধাসি' স্তোতৃভ্যো দদাসি। (২০অ--৫খ-২সূ ৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১৮।১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর প্রচলিত দুই একটী ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আমাদের আলোচনা আরম্ভ করিতেছি। প্রথমে একটী বাঙ্গালা অনুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞের শোভা-সম্পাদক। জ্ঞানী প্রচুর অন্নদান করিয়া থাক, উত্তম বস্তুও দান কর। এতাদৃশ তোমাকে স্তব করি। অতি সুন্দর প্রচুর অন্ন দাও এবং সর্ব্বফলোৎপাদক ধন দান কর।"

অন্য একটী ভাষ্যানুগত হিন্দী অনুবাদ এই,—"যজ্ঞকা সংস্কার করনেওয়ালে, শ্রেষ্ঠজ্ঞান-ওয়ালে আউর বহুতসে ধনকে ঈশ্বর আউর ধনদেনেওয়ালে তুম্হারী হম স্তুতি করতে হ্যায়, যায়সে তুম সৌভাগ্যযুক্ত বহুতসা ধন আউর ভোগনেযোগ্য ধন স্তুতি করনেওয়ালোকো দেতে হো।"

এই উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দী ব্যাখ্যা ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছে। আমাদের মতে ভাষ্যার্থই এই উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে অধিকতর সঙ্গত। আমাদের ব্যাখ্যা অনেকাংশে ভাষ্যানুসারী। মন্ত্রের মধ্যে দুইটী ভাব আছে। প্রথম অংশ আত্মোদ্বোধক। আমরা যেন পরমমঙ্গলময় জগৎপিতার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করি—ইহাই প্রথম অংশের মর্ম্ম। দ্বিতীয় অংশের ভাব এই যে,-ভগবান সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন। মন্ত্রের এই অংশে ভগবানের এই মাহাত্ম্যই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। (২০অ-৫খ ২সূ ৫সা)।*

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের চত্বারিংশদধিক শততম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ষষ্ঠং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ১ ২   ৩ ২   ৩ ১ ২ ৩ ১
ঋতাবানং মহিষং বিশ্বদর্শতমগ্নি৺
৩ ১ ২   ৩ ১   ২র
সুম্নায় দধিরে পুরো জনাঃ।
১ ২   ৩ ১ ২   ৩ ২উ
শ্রুৎকর্ণ৺ সপ্রথস্তমং ত্বা গিরা
৩   ১ ২   ৩ ২
দৈব্যং মানুষা যুগা ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জনাঃ' (লোকাঃ, সাধকাঃ ইতি ভাবঃ) 'ঋতাবানং' (সৎকর্ম্মসাধকং, যদ্বা - সত্যবানং, সত্যস্বরূপং) 'মহিষং' (মহান্তং) 'বিশ্বদর্শতং' (সর্ব্বদর্শকং, সর্ব্বস্য দ্রষ্টারং) 'অগ্নিং' (জ্ঞান-দেবং) 'সুম্নায়' (সুখায়, পরমসুখলাভায়) 'পুরঃ' (অগ্রতঃ) 'দধিরে' (স্থাপয়ন্তি); হে দেব! 'শ্রুৎকর্ণং' (সাধকানাং প্রার্থনাং শৃণ্বন্) 'সপ্রথস্তমং' (প্রখ্যাতং, সর্ব্ব-বিদিতং) 'দৈব্যং' (দিব্যভাবযুতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'যুগা' (যোজকেন, ভগবৎপ্রাপিকয়া) 'গিরা' (প্রার্থনয়া) 'মানুষাঃ' (লোকাঃ) আরাধয়ন্তি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরমসুখলাভায় সত্যস্বরূপং জ্ঞানদেবং প্রার্থনয়া আরাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ ॥ (২০অ ৫খ - ২সূ ৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধক (অথবা সত্যস্বরূপ মহান্) সর্ব্বদ্রষ্টা জ্ঞান-দেবকে পরমসুখলাভের জন্য অগ্রে স্থাপন করেন; হে দেব! সাধকদিগের প্রার্থনা শ্রবণকারী সর্ব্ববিদিত দিব্যভাবযুত আপনাকে ভগবৎ-প্রাপিকা প্রার্থনার দ্বারা মানবগণ আরাধনা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরমসুখলাভের জন্য সত্যস্বরূপ জ্ঞান-দেবকে প্রার্থনার দ্বারা আরাধনা করেন।) ॥ (২০অ—৫খ—২সূ—৬সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ঋতাবানং' সত্যবানং সত্যযজ্ঞং যজ্ঞবন্তং বা। ছন্দসি বনিপৌ (৫ ২।১২২ বা০) ইতি মত্বর্থীয়ো বনিপ্। 'মহিষং' মহান্তং পূজ্যং বা 'বিশ্বদর্শতং' বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈর্দর্শনীয়ং। যদ্বা, বিশ্বং দর্শনং যস্য বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং (৬ ২ ১১৬) ইতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। ঈদৃশং 'অগ্নিং' 'সুম্নায়' সুখায় সুখার্থং 'জনাঃ' ঋত্বিগ্‌যজমানরূপাঃ 'পুরো দধিরে' পুরো দধতে সর্ব্ব কর্ম্মেভ্য পুরস্তাৎ ধারয়ন্তি। যদ্বা পুরঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি আহবনীয়রূপেণ ধারয়ন্তি। পুরোঽর্দ্ধর্চ্চঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ। অপিচ হে অগ্নে! 'শ্রুৎকর্ণং' শ্রুতঃ স্তুতীং সম্যক্ শৃণন্ কর্ণঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং যস্য তাদৃশং, 'সপ্রথস্তমং' অতিশয়েন প্রখ্যাতং। যদ্বা সর্ব্বতো বিস্তার্য্যমাণং। 'দৈব্যং' দেবানাং হবির্বোঢ়ৃত্বেন সম্বন্ধিনং ঈদৃশং 'ত্বা' ত্বাং 'মানুষা' মানুষাণি মনোরথত্যানি 'যুগা' 'যুগানি' যুগলানি পত্নীযজমানরূপাণি 'গিরা' স্তুত্যা স্তুবন্তীতি শেষঃ। ৬।

ইতি বিংশত্যধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

* * *

ষষ্ঠ (১৮১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রের মধ্যে দুইটী বিভাগ আছে। প্রথম অংশে আছে— "জনাঃ ঋতাবানং মহিষং বিশ্বদর্শতং অগ্নিং সুম্নায় পুরঃ দধিরে"—মানবগণ সত্যস্বরূ মহান সর্ব্বদর্শক জ্ঞানদেবতাকে অগ্রে স্থাপন করে। কেন? 'সুম্নায়' অর্থাৎ পরম সুখলাভের জন্য। মন্ত্রের এই অংশ দুইটী ভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রথম ভাব ভগবানের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, এবং দ্বিতীয় ভাব সাধকগণের আরাধনা। সাধকগণ পরম সুখলাভের জন্য কাহাকে আরাধনা করেন? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—'ঋতাবানং'—সত্যস্বরূপং। এই পদের ভাষ্যার্থ 'যজ্ঞবন্তং' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসমন্বিত। কিন্তু জ্ঞানদেবতাকে যজ্ঞসমন্বিত বলাতে তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হয় বটে, কিন্তু অত্যন্ত দূরার্থ গ্রহণ করিতে হয়। 'যজ্ঞবন্তং' অর্থ জ্ঞানদেবতার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে এই অর্থে যে, জ্ঞানই মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। জ্ঞানের উন্মেষ না হইলে মানুষ সাধারণতঃ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না, অথবা করেনা। জ্ঞানই মানুষকে তাহার জীবনের কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শন করে, সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। জ্ঞানের সম্যক বিকাশ না হইলে মানুষ পূর্ণভাবে আপনার জীবনের গতি সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। জ্ঞান যখন মানুষের জীবনের নিয়ন্তা হয়, তখনই মানুষ প্রকৃতভাবে সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। এই দিক্ দিয়া জ্ঞানদেবতাকে, অথবা ভগবানের জ্ঞানস্বরূপকে 'যজ্ঞবন্তং' অথবা সৎকর্ম্মযুক্তং বলা যাইতে পারে। কিন্তু সৎকর্ম্মসাধনকর্ত্তা বলিলে কোনও সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণ ভগবান নিজে কর্ম্মাকর্ম্মের উপরে, সৎকর্ম্ম অথবা অসৎকর্ম্ম তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। কর্ম্মাকর্ম্ম সমস্তই তাঁহার লীলা, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। তাই মন্ত্রাংশের মধ্যে 'ঋতাবানং' পদ সেই সর্ব্ব-

যজ্ঞেশ্বর ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে। তিনি নিজেই সৎকর্ম্মসম্পাদন করেন বলিয়া নহে, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি কর্ম্মাকর্ম্মের উপরে। তাঁহার প্রভাবে, তাঁহার কৃপায় মানুষ সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সৎকর্ম্মসম্পাদন করিতে পারে, সেইজন্তই তাঁহাকে 'ঋতাবানং' বলা হইয়াছে। আমরা এই অর্থেই উক্তপদে 'সৎকর্ম্মসাধকং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'ঋত' শব্দে 'সত্য' অর্থও প্রকাশ করে। তাই যথা অভিপ্রায়ে 'সত্যস্বরূপং' অর্থও গৃহীত হইয়াছে। তিনি সত্যস্বরূপ,—তিনি সৎকর্ম্মবিধাতা।

মন্ত্রান্তর্গত অন্য একটী পদ 'মহিষং'। উহার ভাষ্যার্থ 'মহান্তং' 'পূজ্যং'। আমরাও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। যাঁহারা মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বর্ত্তমান সময়ের আভিধানিক অর্থের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, তাঁহারা এস্থলে 'মহিষ' শব্দের কি অর্থ করিবেন। প্রচলিত মতানুসারে মন্ত্রটীকে না হয় অগ্ন্যর্থক বলিয়া গ্রহণ করা গেল। কিন্তু তাহা হইলেও অগ্নিকে মহিষ বলার কোনও সার্থকতা আছে কি? কিন্তু যাঁহারা প্রচলিত মতানুসারী তাঁহাদিগকে এই অর্থই গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ভাষ্যকারও বর্ত্তমান স্থলে মহিষ শব্দের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

মন্ত্রাংশের তৃতীয় পদ—'বিশ্বদর্শতং'। এই পদও ভগবানের মাহাত্ম্য-সূচক। তিনি বিশ্বকে—বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে দর্শন করেন, অর্থাৎ সমগ্রজগৎই তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত। ভগবান্ নিজে জ্ঞানস্বরূপ সুতরাং বিশ্ব তাঁহার চৈতন্যের মধ্যে অবস্থিত আছে। জ্ঞান তাঁহার বিভূতি, সুতরাং জ্ঞানের বলে সমগ্রজগতেই তাঁহার মানসরাজ্যে বিরাজিত আছে। শুধু তাই নয়। সমগ্র বিশ্ব তাঁহাতে অবস্থিত আছে, সুতরাং এই দিক দিয়াও তাঁহাকে 'বিশ্বদর্শতং' বলা যায়।

সেই পরম জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে মানুষ উপাসনা করে। কেন? তাহার উত্তর—'সুম্নায়' —সুখলাভের জন্য কি করেন? সেই জ্ঞানদেবকে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করেন—অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মে জ্ঞানেরই প্রাধান্য প্রদান করেন। সাধকের সকল কর্ম্মই জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়, ইহাই মন্ত্রাংশের অর্থ। "সুম্নায় পুরঃ দধিরে"—পরমসুখলাভের জন্য সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করেন। কাহাকে? 'অগ্নিং'—জ্ঞানদেবকে। অর্থাৎ সাধকগণ যে কার্য্যই করুন না কেন তাহাতে জ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাঁহারা আপনাদের জীবনের পরিণতি অবধারণ করিতে পারেন। তাই জ্ঞানকেই তাঁহারা সর্ব্বকর্ম্মে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করেন। মন্ত্রের মধ্যে যে অগ্নের যে জ্ঞানাগ্নির উল্লেখ আছে তাহা ভগবানেরই বিভূতি। তাই এই মন্ত্রাংশে প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা এই ভাবেই মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ,—'শ্রুৎকর্ণং সপ্রথস্তমং দৈব্যং ত্বা যুগা গিরা মানুষাঃ' এই অংশে আমরা 'আরাধয়ন্তি' পদ অধ্যাহার করিয়াছি—এবং প্রত্যেক ব্যাখ্যাকারই কোনও না কোনও পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। বর্ত্তমান স্থলে মন্ত্রের মূলভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে আরাধনামূলক ক্রিয়াপদই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই অংশের পদগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। প্রথম পদ—'শ্রুৎকর্ণং'। ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন,—'শ্রুতাঃস্তুতীঃ সম্যক্ শৃণ্বন্ কর্ণঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং যস্য তাদৃশং' অর্থাৎ যাঁহার কর্ণ সাধকদিগের স্তুতি সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করে, সেই দেবতাকে। এই একটী পদের দ্বারা ভগবানের মহিমা, লোকের প্রতি তাঁহার করুণার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু প্রার্থনা করিলেই হয় না। ভগবানের চরণে সেই প্রার্থনা পৌঁছান চাই, ভগবান্ যেন সেই প্রার্থনা গ্রহণ করেন। এই মন্ত্র বলিতেছেন—তিনি 'শ্রুৎকর্ণং' অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদাই মানবের প্রার্থনা শ্রবণ করিতেছেন। এই মন্ত্র সাধারণ মানবকে আশ্বাস দিতেছেন—মানব ভয় নাই, তুমি হীন পতিত বলিয়া নিরাশ হইও না, তোমার কাতর প্রার্থনাও ভগবানের চরণতলে পৌঁছে, তিনি তোমার সুখ দুঃখে উদাসীন নহেন। জগতের সকলব্যক্তির প্রার্থনাই তিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার কৃপা অবারিতভাবে পাপীতাপী সকলেই লাভ করিতে পারে। আর পাপীতাপীর দগ্ধহৃদয়ে শান্তি-প্রলেপ প্রদান করিতে পারেন বলিয়াই তো তাঁহার মাহাত্ম্য। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা শক্তিশালী তাঁহারা তো আপনাদের শক্তিবলে, পুণ্যবলে নিজের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারেন। কিন্তু যে দীনহীন, যে অধম পতিত, তাহাকে কৃপা করাতেই তো তাঁহার প্রকৃত মাহাত্ম্য, তাঁহার পতিতপাবন নামের সার্থকতা! মন্ত্রে তাই ভগবানের মাহাত্ম্য খ্যাপন-ব্যপদেশে সাধারণ মানবকে আশ্বাস দান করিতেছেন।

মন্ত্রের এই অংশের ভাব এই যে,—মানবগণ, সাধকগণ সেই পরম দেবতার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিরূপ আরাধনা? তাহার উত্তর-স্বরূপ বলা হইয়াছে—'যুগা গিরা' অর্থাৎ ভগবানের সহিত সংযোজনসাধক প্রার্থনাদ্বারা। যে প্রার্থনা ঐকান্তিকতার সহিত উচ্চারিত হয়, যে প্রার্থনার উদ্দেশ্য থাকে ভগবৎপ্রাপ্তি, সেই প্রার্থনাই সাধককে ভগবানের চরণতলে লইয়া যাইতে পারে, সেই প্রার্থনাই মানব ও ভগবানের মধ্যে মিলন সাধন করিতে সমর্থ হয়। তাই 'যুগা গিরা' পদদ্বয়ে প্রার্থনার স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে।

যাহা হউক, আমরা এ স্থলে মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। একটী প্রচলিত বাঙ্গালা অনুবাদ এই,—"যজ্ঞোপযোগী সর্ব্বত্রই প্রকাণ্ড অগ্নিকে মনুষ্যগণ সুখের জন্য আধান করিয়াছি। তোমার কর্ণ সকলি শুনে, তোমার মত বিস্তারশালী কিছু নাই, তুমি দেবলোকবাসী, এতাদৃশ তোমাকে মনুষ্যেরা স্ত্রী পুরুষে স্তব করে।" অন্য একটী হিন্দী অনুবাদ এই,—"ঋত্বিজ যজমান আদি যজ্ঞকে সম্বন্ধী আউর পূজনীয় বিশ্বভরকে দর্শনীয় অগ্নিকো সুখকে লিয়ে সব কর্ম্মোমে প্রথম পূর্ব্বদিশামে স্থাপন করতে হ্যায় আউর হে অগ্নে! স্তুতিয়োকো ভলেপ্রকার সুননেওয়ালা হ্যায় কান জিনকা ঐসে আউর অত্যন্ত প্রসিদ্ধ দেবতাওকে সম্বন্ধী তুম্হে পতিপত্নী যুগলরূপ যজমান বেদবাণীসে স্তুতি করতে হ্যায়।" (২০অ—৫খ—২সূ ৬সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের চত্বারিংশদধিকশততম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১র ২র ৩ ১ ৩ ১ ২
প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সুবীরাভিস্তরতি বাজকর্ম্মভিঃ।

২ ৩ ২ ২ ১র ২র
যস্য ত্বꣳ সখ্যমাবিথ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'ত্বং যস্য' (ত্বং যস্য জনস্য) 'সখ্যং' (সখিত্বং, মিত্রত্বং) 'আবিথ' (প্রাপ্নোষি ইত্যর্থঃ, যো জনঃ তবানুগ্রহং লভতে ইতি ভাবঃ; 'সঃ' (স জনঃ এব) 'তব সুবীরাভিঃ' (ত্বদীয়স্য শোভনবীর্য্যোপেতাভিঃ) 'বাজকর্ম্মভিঃ' (সত্ত্বাবজননসমর্থাভিঃ) 'উতিভিঃ' (রক্ষাভিঃ) 'প্রতরতি' (প্রবর্দ্ধতে)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানদেব সর্ব্বরক্ষণসমর্থঃ; অতঃ বয়ং তস্য অনুগ্রহেণ সংসারসমুদ্রস্য পারং কাময়ামহে॥ (২০অ—৬খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি যে জনের মিত্রত্ব প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ যে জন আপনার অনুগ্রহ-লাভ করে), সেই জনই আপনার শোভনবীর্য্যোপেত সত্ত্বাবজননসমর্থ রক্ষার দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেব সর্ব্বরক্ষণক্ষম; অতএব, আমরা তাঁহার অনুগ্রহের দ্বারা সংসার-সমুদ্রের পার কামনা করিতেছি।)॥ (২০অ—৬খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'তব' 'উতিভিঃ' 'সঃ' যজমানঃ 'প্র তরতি' প্রবর্দ্ধতে উত্তরো নিশিষ্যতে—'সুবীরাভিঃ' শোভনাঃ বীরাঃ পুত্রাদয়ো যাসু তাভিঃ যোক্তাভিঃ, 'বাজকর্ম্মভিঃ' বাজানামন্নানাং

বা কর্ম্ম কারণং যাসু তাদৃশীভিঃ ; হে অগ্নে 'ত্বং' 'যস্ত' যজমানস্ত 'সখ্যং' সখিত্বং মিত্রত্বং 'আবিথঃ' প্রাপ্নোষি স তরতীত্যর্থঃ ॥ (২০অ - ৬খ - ১সূ - ১সা) ॥

* * *

প্রথম (১৮২০) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যের অর্থে মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, তাহা এই,—'হে অগ্নি, তুমি যাহার সখিত্ব প্রাপ্ত হও, সে তোমার অন্ন বা বলের রক্ষাকারী পুত্রাদি-রূপ রক্ষার দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়।' অর্থাৎ—তোমার মিত্রভূত ব্যক্তি এতাদৃশ রক্ষার দ্বারা রক্ষিত হয় যে, তাহাতে তাহার বল সঞ্চিত হইয়া যায়। ভাষ্যানুসরণে একজন ব্যাখ্যাকার মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা আমনন করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—"হে অগ্নি! তুমি যাহার সখ্য গ্রহণ কর, তোমার বীরযুক্ত এবং অন্নপূর্ণ রক্ষা দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়।"

আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুবীরাভিঃ' পদের অর্থ, ভাষ্যকারের মতে, 'শোভনবীরাঃ পুত্রাদয়োঃ যাসু তাভিস্তথোক্তাভিঃ' ; আর 'বাজকর্মভিঃ' পদের তিনি অর্থ করিয়াছেন,—'বাজানামন্নানাং বলানাং বা কর্ম্ম রক্ষণং যাসু তাদৃশীভিঃ'। তাহাতে ঐ দুই পদে ভাব হয় এই যে,—'যাহারা বল বা অন্নের রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ শোভনবীর্য্যসম্পন্ন পুত্রাদি দ্বারা'। বলা বাহুল্য, আমরা এ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মন্ত্রের পদ—'সুবীরাভিঃ' ও 'বাজকর্মভিঃ'। তাহা হইতে পুত্রাদির প্রসঙ্গ কেন টানিয়া আনা হয়? আমরা ঐ দুই পদের যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা পরিস্ফুট হইবে।

মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'যে ব্যক্তির সখ্যতা ভগবান্ প্রাপ্ত হন, অথবা যিনি ভগবানের সখ্যতা লাভ করেন, তিনি শোভনবীর্য্যোপেত রক্ষার দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়েন'। ইহাতে কি ভাব প্রকাশ পায়? তাঁহার প্রভাবে হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়। সত্ত্বের অধিকারী হইলেই সৎস্বরূপকে লাভের সামর্থ্য আসে। ভগবান্ সৎস্বরূপ ; তাঁহার সকল কর্ম্ম—সৎ ; তাঁহার সকল কর্ম্ম শোভন-কর্ম্ম। তাঁহার বীর্য্য শোভন-বীর্য্য। তিনি যে ভাবে যাহাকে রক্ষা করেন, তাহা সুশোভন আদর্শ মধ্যেই পরিগণিত। ইহাতে বিশেষণ-বিরহিতের বিশেষণ-সমূহে, তত্তদ্বিশেষণে বিশেষিত হইবার উপদেশ আছে বুঝা যায়। উহাতে আর এক উদার ভাবও পরিব্যক্ত দেখি। উহাতে বুঝা যায়,—ভগবানের করুণা যেমন সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ষিত হয়, তিনি যেমন সকলকে সমভাবে রক্ষা করেন, তুমিও সেইরূপ সর্ব্বজীবে সমদর্শী হও, পরোপকারে, আর্ত্তের দুঃখ-বিমোচনে, অভাবগ্রস্তের অভাব-দূরীকরণে জীবন-মন উৎসর্গ কর। ভগবানের সখিত্ব লাভ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, আমি সর্ব্বভূতেই বিদ্যমান আছি, আমার নিকট সকলই সমান—'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু'। এই জানিয়া এই বুঝিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও। তাঁহার প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে

পারিলেই, তাঁহার সখিত্ব—তাঁহার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হইবে। ভক্ত ভিন্ন, সাধক ভিন্ন, সৎকর্ম্মশীল ভিন্ন, তাঁহার সখিত্ব কে লাভ করিতে পারে? ভক্তের ভগবান্ বলিয়াই তিনি ভক্তসখা। ভক্তিতেই মুক্তি—ভক্তিতেই সখ্যতা। একমাত্র ভক্তি-ডোরেই তাঁহাকে বাঁধিতে পারা যায়। শ্রীভগবান্ তাই নারদের প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন,—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

সত্য-জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞতা। অজ্ঞতাই সকল দুঃখের আকর। অজ্ঞতা দূর করিতে না পারিলে, সত্যের নির্ম্মল জ্যোতিঃ হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে, শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানতার বিনাশসাধন না হইলে সত্যের সন্ধান মিলে না। অজ্ঞানতার বিনাশসাধনে সত্য-জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে—রিপু-দস্যুর ধ্বংস-সাধনে সমুৎসুক থাকিলে, সত্যের সন্ধান প্রথম প্রয়োজন। সত্যের অনুসন্ধান—সতের অনুসন্ধান—ধর্ম্মের অনুসন্ধান সৎস্বরূপের অনুস্মরণ। অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায়,—একমাত্র সত্যের দ্বারাই লোক-সমূহ বিধৃত বা সংরক্ষিত হইয়া আছে। যাঁহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে, তিনিই ধৃত বা সংরক্ষিত হন; অর্থাৎ, তিনিই মোক্ষলাভের অধিকারী হইতে পারেন। সত্য জ্ঞানেরই নামান্তর। সত্যকে চিনিবার পক্ষে—জ্ঞানকে বুঝিবার পক্ষে—সত্যই প্রধান সহায় জ্ঞানই প্রধান অবলম্বন। সত্যের সাহায্যে সৎকে পাইতে পারি; আবার জ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞানলাভ হইতে পারে। ফলতঃ, আলোক-সাহায্যেই আলোক-লাভ সম্ভবপর; আলোক লাভ না করিলে জ্ঞানলাভ না হইলে—সত্যের অনুসরণ না করিলে—সৎস্বরূপকে কখনই পাওয়া যায় না। তাই মন্ত্রের 'বাজকর্ম্মভিঃ' বিশেষণের সার্থকতা। কিন্তু হৃদয়ে অজ্ঞানতা থাকিলে অথবা অজ্ঞানান্ধকার আসিয়া উপস্থিত হইলে, জ্ঞানলাভে অশেষ অন্তরায় উপস্থিত হয়। দেবতাকে তাই বলা হইতেছে, 'আপনি এমনভাবে আমাদিগকে রক্ষা করুন, যাহাতে আমাদের হৃদয়ে অনায়াসে জ্ঞানের উদয় হইতে পারে—যাহাতে হৃদয়ে অবাধে অনাবিল সদ্ভাবের উদয় হয়; যাহাতে আমাদের হৃদয়ে ভগবানকে ধারণার সামর্থ্য জন্মে এবং সৎকর্ম্মের সুফল লক্ষিত হয়।'

মন্ত্রের মধ্যে যে প্রার্থনার ভাব নিহিত আছে, তাহা এই,—'হে দেব! আপনি আমাদের মিত্রভূত হউন। আপনি মিত্রভূত না হইলে, আপনার অনুগ্রহ লাভ না করিলে, আমাদের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইবে না। তাই প্রার্থনা,—আপনার রক্ষায় সুরক্ষিত হইয়া, আপনার কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া, আমরা যেন আপনাতে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই।' (২০অ-৬খ-১সূ—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের উনবিংশ সূক্তের ত্রিংশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুস্ত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ-১প্র ১২খ—১২দ—১সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

তব দ্রপ্সো নীলবান্বাশ ঋত্বিয় ইন্ধানঃ সিষ্ণবা দদে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র

ত্বং মহীনামুষসামসি প্রিয়ঃ ক্ষপো বস্তুষু রাজসি॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সিষ্ণো' (সিঞ্চনশীল, অভীষ্টবর্ষণশীল হে দেব!) 'দ্রপ্সঃ' (সর্ব্বজ্ঞ দ্রষ্টা, সর্ব্বদর্শকঃ) 'নীলবান্' (পরমধনসম্পন্নঃ যঃ দেবঃ তত্ ইতি যাবৎ) 'তব' 'বাশঃ' (কাম্যং, রমণীয়ং) 'ঋত্বিয়ঃ' (সত্যভূতং) 'ইন্ধানঃ' (জ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) 'আদদে' (প্রদত্তং ভবতি - সাধকেভ্যঃ ইতি যাবৎ); হে দেব! 'ত্বং' 'মহীনাং' (মহতীনাং) 'উষসাং' (জ্ঞানোন্মেষিকানাং দেবীনাং ইত্যর্থঃ) 'প্রিয়ঃ অসি' (প্রিয়ঃ ভবসি, উদ্বুদ্ধা ভবসি ইত্যর্থ) তথা 'ক্ষপঃ' (ক্ষপায়াং, অন্ধকারে, অজ্ঞানান্ধকারে ইত্যর্থঃ) 'বস্তুষু বিরাজসি' (বস্তূনি প্রকাশয়সি) অজ্ঞানতাং বিনাশ্য সর্ব্বাণি বস্তুজাতানি জ্ঞানালোকেন প্রকাশয়সি ইত্যর্থঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ! সাধকাঃ ভগবতঃ দিব্যজ্যোতিঃ প্রাপ্নুবন্তি; ভগবান জনানাং অজ্ঞানতাং বিনাশয়তি—ইতি ভাবঃ। (২০অ—৬খ—১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষণশীল হে দেব। সর্ব্বদর্শক পরমধনসম্পন্ন যে দেবতা, সেই আপনার রমণীয় সত্যভূত জ্যোতিঃ সাধকদিগকে প্রদত্ত হয়; হে দেব! আপনি মহতী জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীগণের উদ্বুদ্ধ হয়েন এবং অজ্ঞানান্ধকারে বস্তুসমূহকে প্রকাশিত করেন অর্থাৎ অজ্ঞানতা বিনাশ করিয়া সকল বস্তুজাতকে জ্ঞানালোকে প্রকাশিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবানের দিব্যজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়েন; ভগবান্ জনগণের অজ্ঞানতা বিনাশ করেন।)॥ (২০অ—৬খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সিন্ধো!' (সিধিঃ সেচনার্থঃ) সোমেনাভিষিচ্যমানাগ্নে 'দ্রপ্সঃ' দ্রবণশীলঃ, 'নীলবান্' শকট-নীলেহবস্থানাং তদ্বান, 'বাশঃ' কান্তঃ শব্দায়মানে বা, 'ঋত্বিয়ঃ' ঋতৌ বসন্তাদি-কাল-বিশেষে ভবঃ, 'ঈধানঃ' সন্দীপয়ন, এবম্ভূতস্তব সোমঃ 'আ দদে' তুভ্যং হোমায়ার্য্যুণা আদীয়তে। অপিচ ত্বং 'মহীনাং' মহতীনাং 'উষসাং' 'প্রিয়ঃ' মিত্রভূতঃ 'অসি।' উষসি হি অগ্নয়ো হোমায় প্রজ্বাল্যন্তে। তথা 'ক্ষপঃ' ক্ষপায়া রাত্রেঃ সম্বন্ধিষু 'বস্তুষু' আচ্ছাদকেষু তমস্সু সৎসু ত্বং 'রাজসি' প্রকাশসে। যদ্বা, রাত্রি-সম্বন্ধীনি বস্তূনি পদার্থ-জাতানি ত্বং প্রকাশয়সি। (২০অ-৬খ-১সূ ২সা)।

* . *

দ্বিতীয় (১৮২১) সামের মর্ম্মার্থ।

——————:*:——————

আমরা প্রথমে মন্ত্রটীর দুইটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল, "হে সোমসিক্ত! দ্রবণবান নীতবান কমনীয়, ঋতুজাত, দীপ্ত অগ্নি, তোমার জন্য সোম গৃহীত হইতেছে; তুমি মহতী উষাসমূহের প্রিয়, রাত্রিকালের বস্তুতে প্রকাশিত হও।" কিন্তু এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। আমরা নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"হে সোমসে সীঞ্চে জানেওয়ালে অগ্নিদেব! বহনেওয়ালা শকটরূপী স্থানমে স্থিত হুআ শব্দায়মান আর বসন্তাদি ঋতুবিশেষমে উৎপন্ন হুআ দিপ্তা হুআ সোম তুম্হারে লিয়ে হোমনেকে লিয়ে অধ্বর্য্যুসে গ্রহণ কিয়া জাতা হ্যায় তু বড়ে বড়ে উষঃকালোকা মিত্র হ্যায়, ক্যোঁকি উষঃকালমে অগ্নিয়ে হোমকে লিয়ে প্রজ্বলিত কী জাতী হ্যায়. রাত্রিসম্বন্ধী ঢেকনেওয়ালী বস্তুকে হোনে পর তু প্রকাশিত হোতা হ্যায়।"

একটু অনুধাবন করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, উপরোক্ত বাঙ্গালা অনুবাদই ভাষ্যানুবাদ হইতে অধিকতর সঙ্গত। ভাষ্যকার মন্ত্রের দেবতাকে অগ্নি বলিয়াই সাব্যস্থ করিয়াছেন, কিন্তু মন্ত্রে তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই। যাহা হউক, আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ-গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও তাহার বঙ্গানুবাদের অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। (২০অ-৬খ-১সূ—২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ঊনবিংশ সূক্তের একত্রিংশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
তমোষধীর্দ্দধিরে গর্ভমৃত্বিয়ং

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তমাপো অগ্নিং জনয়ন্ত মাতরঃ।

১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
তমিৎ সমানং বনিনশ্চ বীরুধোঽ-

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ন্তর্ব্বতীশ্চ সুবতে চ বিশ্বহা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ওষধীঃ' (ফলপাকান্তাঃ বৃক্ষাদয়ঃ, মোক্ষপ্রাপিকাঃ ভক্ত্যাদয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'ঋত্বিয়ং' (ঋতজাতং, সত্যজাতং) 'গর্ভং' (গর্ভভূতং, সর্ব্বেষাং বীজরূপং) 'তং' (প্রসিদ্ধং তং জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'দধিরে' (ধারয়ন্তি); 'তং' (প্রসিদ্ধং তং) 'অগ্নিং' (পরাজ্ঞানং) 'মাতরঃ' (ধারকাঃ সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'আপঃ' (অমৃতং) 'জনয়ন্ত' (জনয়ন্তি, হৃদি উৎপাদয়ন্তি ইত্যর্থঃ); 'চ' (তথা) 'বনিনঃ' (বননীয়ঃ, জ্যোতির্ম্ময়াঃ সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'ইৎ' (অপি) 'সমানং' (সমানরূপং, এবম্বিধউপায়েন ইত্যর্থঃ) 'তং' (তং অমৃতং ইত্যর্থঃ) লভন্তে ইতি শেষঃ। 'চ' (অপিচ), 'অন্তর্ব্বতীঃ বীরুধঃ' (অন্তর্শক্তিযুতাঃ সাধকপ্রবরাঃ) 'বিশ্বহা' (বিশ্বপাপনাশকং, সর্ব্বপাপবিনাশকং—জ্ঞানং ইতি যাবৎ) 'সুবতে' (জনয়ন্তি, উৎপাদয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ সাধকাঃ অমৃতং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (২০অ—৬খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মোক্ষপ্রাপক ভক্ত্যাদি, সত্যজাত বীজরূপ প্রসিদ্ধ সেই জ্ঞানকে ধারণ করেন; প্রসিদ্ধ সেই পরাজ্ঞানধারক সাধকগণ অমৃত হৃদয়ে উৎপাদন করেন; এবং জ্যোতির্ম্ময় সাধকগণও এবম্বিধ উপায়ে সেই অমৃত লাভ করেন; অপিচ, অন্তর্শক্তিযুক্ত সাধকপ্রবর সর্ব্বপাপবিনাশক জ্ঞান উৎপাদন

করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানী সাধকগণ অমৃত লাভ করেন।)। (২০অ—৮খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ঋত্বিয়ং' ঋতৌ প্রাপ্তং 'গর্ভং' গর্ভভূতং 'তং' প্রকৃতং 'অগ্নিং' 'ওষধীঃ' ওষধ্যঃ 'দধিরে' ধারয়ন্তি। 'তং' এব অগ্নিং 'মাতরঃ' ধারকত্বেন মাতৃস্থানীয়াঃ 'আপঃ' 'জনয়ন্ত' জনয়ন্তি। কিঞ্চ, 'বনিনঃ' বনস্পতয়ঃ 'চ' 'সমানং' গর্ভভাবেন প্রবেশাৎ তত্তুল্যং 'তমিৎ' তমেবাগ্নিং 'অন্তর্বতীঃ' গর্ভভবাঃ 'বীরুধঃ' ওষধয়শ্চ 'বিশ্বহা' সর্ব্বদা 'সুবতে' জনয়ন্তি। ১।

* * *

প্রথম (১৮২২) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমে আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। তাহা এই,—"ওষধিগণ সেই অগ্নিকে যথাকালে গর্ভস্বরূপ ধারণ করে, জলগণ জননীর ন্যায় তাঁহাকে জন্মদান করে। বনস্থিত লতাগণ গর্ভবতী হইয়া নির্দ্দিন একভাবে তাঁহাকে প্রসব করে।"

স্পষ্টতঃ এখানে অগ্নির জন্মবিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সেই জন্মবিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। প্রচলিত মতানুসারে মন্ত্রে কাষ্ঠাদিদাহনশীল অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, সুতরাং আমরা এই মত গ্রহণ করিয়াই ব্যাখ্যার আলোচনা করিব।

ভাষ্যেও এই ভাবই অনেকাংশে গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যে ও এই ব্যাখ্যার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা পরে আলোচনা করিব। এখন এই বঙ্গানুবাদের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। "ওষধিগণ সেই অগ্নিকে যথাকালে গর্ভস্বরূপ ধারণ করে"—ইহাই ব্যাখ্যার প্রথমাংশ। ভাষ্যকার বা অনুবাদকার এ সম্বন্ধে অন্য কিছুই বলেন নাই। অগ্নিকে ওষধিগণ কিরূপে গর্ভস্বরূপ ধারণ করে, তৎসম্বন্ধে ভাষ্যকার নীরব। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারে তাহার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অগ্নি কাষ্ঠাদির মধ্যে নিহিত থাকে। পূর্ব্বকালে যজ্ঞাদি কার্য্যের জন্য দুই খণ্ড অরণীকাষ্ঠ একত্র সংঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা হইত। কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি বর্ত্তমান থাকে বলিয়া অগ্নিকে কাষ্ঠের গর্ভস্বরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু অনুবাদকার 'যথাকালে' পদ কোথায় পাইলেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। যাহা হউক, প্রচলিত মতানুসারে ব্যাখ্যার প্রথমাংশে একটা অর্থ পাওয়া যায়।

ইহার দ্বিতীয় অংশ,—"জলগণ জননীর ন্যায় তাঁহাকে জন্মদান করে।" এই অংশের কোন যৌক্তিকতা কেহই প্রদান করেন নাই; এবং প্রচলিত মতানুসারেও দুর্ব্বোধ্য। কারণ জল কিরূপে অগ্নির জন্মদান করিবে? অগ্নিকে অনেকস্থলে 'অপাংনপাতং' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ অগ্নি জলের পৌত্র অথবা প্রপৌত্র। তাহার ব্যাখ্যা এইরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। জল হইতে বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়, সেই বৃক্ষ হইতে অগ্নির উৎপত্তি; সুতরাং অগ্নি জলের পৌত্র।

অন্য মতে জল হইতে তৃণাদি উৎপন্ন হয়, তৃণ ভক্ষণ করিয়া গাভী দুগ্ধ দেয়। তদুৎপন্ন ঘৃত-দ্বারা অগ্নি প্রবর্দ্ধিত হয়, সুতরাং অগ্নি জলের প্রপৌত্র। এই সকল ব্যাখ্যার মূল্য কত তাহা না বলিলেও চলে। কিন্তু অগ্নিকে জলের পুত্র বলা যায় কিরূপে? জল হইতে কিরূপে অগ্নির উৎপত্তি সম্ভবপর? প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ বাড়বানল হইতে তাঁহাদের মত সমর্থন করিতে পারেন। সেখানে জল হইতেই আগুনের উৎপত্তি হয়। এই দিক দিয়া ব্যাখ্যার দ্বিতীয় অংশও সমর্থিত হইতে পারে।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশ—"বনস্থিত লতাগণ গর্ভবতী হইয়া দিনদিন একভাবে তাহাকে প্রসব করে।" কিন্তু এই লতাগণকে বৃক্ষাদির সমপর্য্যায়ে গ্রহণ করা হইয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর প্রচলিত মতানুসারে মন্ত্রটী অগ্নির জন্মবিবরণ প্রদান করিতেছে।

আমরা এস্থলে মন্ত্রের ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদও প্রদান করিতেছি। তাহা এই, "ঋতুমে প্রাপ্ত হএ গর্ভরূপ তিন অগ্নিকো ধারণ করতী হ্যায়, উন অগ্নিকো ধারণকর্তা কোনেসে মাতাকী সমান জল উৎপন্ন করতে হ্যায়, বনস্পতিভী গর্ভভাবসে প্রবেশকরনেকে কারণ অপনে তুল্য তিন অগ্নিকো হী উৎপন্ন করতে হ্যায় গর্ভবতী ওষধিয়ে ভী বিশ্বদাহক তিন অগ্নিকো হী উৎপন্ন করতী হ্যায়।"

এখানে দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালা ও হিন্দী অনুবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। বাঙ্গালা অনুবাদকার সম্ভবতঃ 'ঋত্বিয়ং' পদের অর্থ করিয়াছেন—'যথাকালে'। কিন্তু তিনি আবার 'বিশ্বহা' পদের অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন; এবং মন্ত্রের যাহা ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, প্রচলিত মতানুসারেও তাহাকে সঠিক অনুবাদ বলা যায় না।

কিন্তু মন্ত্রের এই ব্যাখ্যাদ্বয়ের কোনটীর সহিতই আমরা একমত হইতে পারি নাই। মন্ত্রে অগ্নির জন্মবিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে কোন অগ্নির বিবরণ? আমরা বহুবার বলিয়াছি যে, বেদে অগ্নি বলিতে মানবের অন্তর্নিহিত অথবা বিশ্বস্থিত জ্ঞানাগ্নিকেই লক্ষ্য করে। আমরা ক্রমশঃ মন্ত্রটীর আলোচনা করিতেছি।

'ওষধীঃ' পদে মোক্ষপ্রাপক ভক্তি প্রভৃতিকে বুঝায়। ওষধি শব্দের সাধারণ অর্থ—"ফলপাকান্তাঃ বৃক্ষাদয়ঃ" ফল পাকিলে যে সকল বৃক্ষ মরিয়া যায়। এখানে ভক্তি প্রভৃতি সদ্বৃত্তিনিচয়কে এই শব্দে নির্দ্দেশ করিতেছে। কারণ ভক্তি প্রভৃতির চরম অবস্থায়, পূর্ণ-বিকশিত অবস্থায় সাধকের পার্থিব অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়, তিনি দিব্যজীবন লাভ করেন। তাই ভক্তি প্রভৃতি সদ্ভাবনিচয়কে 'ওষধীঃ' বলা হইয়াছে।

'ঋত্বিয়ং' পদের অর্থসম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। 'ঋত' শব্দের অর্থ সত্য। সুতরাং 'ঋত্বিয়ং' পদের অর্থ—"ঋতজাতং, সত্যজাতং, সত্যোৎপন্নং।" পরাজ্ঞানসম্বন্ধেই এই বিশেষণটী প্রযুক্ত হইয়াছে। নতুবা অগ্নিকে 'সত্যোৎপন্ন' অথবা প্রচলিত মতানুসারে 'ঋতু হইতে উৎপন্ন' বলার কোনও সার্থকতা থাকে না।

'গর্ভং' পদের দ্বারা জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। জ্ঞানই বিশ্বের বীজস্বরূপ। সাধকগণ সেই পরমবস্তু লাভ করেন—জ্ঞানের সাহায্যে। 'মাতরঃ' পদে সাধকদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'মাতরঃ' শব্দের ভাষ্যার্থ ধারকত্বেন মাতৃস্থানীয়া—অর্থাৎ ধারণকারী।

আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু বাঙ্গালা অনুবাদে 'মাতরঃ' পদের সাধারণ আভিধানিক অর্থই গৃহীত হইয়াছে। তাই মন্ত্রের এই অংশের ভাব এই যে,—সাধকগণ ভক্তি প্রভৃতি সদ্ভাবসমূহের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ভাব—সাধকগণও এক উপায়ের দ্বারা অমৃত লাভ করেন। অমৃতত্ব লাভ মানবের সাধনাসাপেক্ষ। মানব যখন সাধনায় রত হয়েন, তখন তেমনি ফল লাভ করেন। অমৃতপ্রাপ্তির দুইটী উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম উপায়—জ্ঞানলাভ, দ্বিতীয় উপায়—সাধনা। জ্ঞান স্বভাবতঃই অমৃতের পথে মানবকে পরিচালিত করে। সাধনার ফলও তাহাই। মন্ত্রের এই অংশে অমৃতপ্রাপ্তির এই দুই পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মন্ত্রের শেষাংশে 'বিশ্বহা' পদ আছে। উহার প্রচলিত অর্থ বিশ্বনাশক। কিন্তু ভগবানের কোন শক্তিই বিশ্বকে বিনাশ করে না, অধিকন্তু ভগবৎশক্তি বিশ্বকে রক্ষাই করে। 'বিশ্বহা' পদের প্রকৃত অর্থ বিশ্বের পাপনাশক। বিশ্বের পাপ নাশ করিয়াই ভগবান্ বিশ্বকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করেন। বিশেষতঃ মন্ত্রটী পরাজ্ঞান-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং বিশ্বধ্বংসমূলক শব্দ একেবারেই অব্যবহার্য্য।

মন্ত্রের কয়েকটী অংশের মূলভাব একই। সেই ভাব—জ্ঞানোৎপাদন। কাহারা জ্ঞানলাভের অধিকারী, কি উপায়ে জ্ঞানলাভ হয়, ইত্যাদি বিষয়ই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (২০অ-৬খ-২সূ—১সা)। *

—•—

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১র ২র　　৩ ২ ৩ ১র　　২র
অগ্নিরিন্দ্রায় পবতে দিবি শুক্রো বি রাজতি।
১ ২ ৩ ১ ২
মহিষীব বি জায়তে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নিঃ' (পরাজ্ঞানং) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পবতে' (আবির্ভবতি—সাধকহৃদি ইতি যাবৎ); তথা 'শুক্রঃ' (দীপ্তং, জ্যোতির্ম্ময়ং জ্ঞানং) 'দিবি' (দ্যুলোকে) 'বিরাজতি' (বিশেষেণ বর্ত্ততে); অপিচ 'মহিষী' (মহান্) 'বিজায়তে'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের একসপ্ততিতমসূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

(ভবতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানপ্রভাবেন সাধকাঃ পরাজ্ঞানং লভন্তে, পরাজ্ঞানেন ভগবৎপ্রাপ্তিঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (২০অ—৬খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞান ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, এবং জ্যোতির্ময় জ্ঞান দ্যুলোকে বিশেষরূপে বর্ত্তমান আছে, অপিচ, মহান্ হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানপ্রভাবে সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন, পরাজ্ঞানের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হয়)। (২০অ—৬খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

'অগ্নিঃ' যজ্ঞেষু প্রথমং প্রণেতা অগ্নিঃ 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'পবতে' অস্মাভির্দ্দত্তেন চর্ব্বাদিনা পুরোডাশেন দেবানামধিকং ক্ষরতি। অগ্নিঃ 'শুক্রঃ' দীপ্তঃ সন্ 'দিবি' স্বর্গে 'বিরাজতি' বিশেষেণ প্রকাশয়তি। যদ্বা, দিবি' অন্তরিক্ষাদি-লোকেষু স্থিতেষু দেবেষু মধ্যেষু 'শুক্রঃ' দীপ্তঃ সন্ 'বিরাজতি'। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'মহিষীব' যথা মাহিষী তৃণাদিনা বিবিধানি পয়োঘৃতাদীনি জনয়তি তথা 'বি জায়তে' দেবানামুপভোগার্থং বিবিধান্যন্নানি জনয়তি॥ (২০অ—৬খ—৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৮২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মূলভাব জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রচার করা। সাধকগণ জ্ঞানলাভ করিয়া ধন্য হয়েন। সেই জ্ঞানের বলে তাঁহারা ভগবচ্চরণে পৌঁছিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু প্রচলিত মত ভিন্ন। আমরা নিম্নে একটা প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি; তাহা এই,—"যজ্ঞমে অগ্রণী অগ্নি ইন্দ্রকে লিয়ে হমারে দিয়ে হুএ পুরোডাশমে অধিক দিপতা হ্যায়, দীপ্ত হো কর অন্তরীক্ষমে বিশেষ প্রকাশিত হোতা হ্যায়। জৈসে মহিষী তৃণাদিসে দুধ ঘী আদি উৎপন্ন করতী হ্যায় ত্যায়সে হী দেবতাওঁকে অর্থ অনেকো অন্ন উৎপন্ন করতা হ্যায়।"

এই হিন্দী ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুগত। সুতরাং ভাষ্যের আলোচনা করিলেই ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়ের মর্ম্ম অবগত হওয়া যাইবে। "অগ্নিঃ ইন্দ্রায় পবতে"—মন্ত্রের প্রথমাংশ। ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—যজ্ঞেষু প্রথমং প্রণেতা অগ্নিঃ ইন্দ্রায় ইন্দ্রার্থং পবতে অস্মাভির্দ্দত্তেন চর্ব্বাদিনা পুরোডাশেন দেবানামধিকং ক্ষরতি" এখানে 'পবতে' অথবা 'ক্ষরতি' পদের দ্বারা কি অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা বুঝা যায় না। কারণ প্রচলিত মতানুসারে 'পবতে' পদের অর্থ করা হয়—ক্ষরিত হওয়া। কিন্তু আগুন তো তরলদ্রব্য নয় যে ক্ষরিত হইবে। সুতরাং এখানে প্রচলিত অর্থ কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে? আমরা মনে করি, উক্ত মন্ত্রাংশে জ্ঞানের

প্রয়োজনীয়তা বিবৃত হইয়াছে। জ্ঞান কিসের জন্য? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—'ইন্দ্রায়' —ইন্দ্রার্থং, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য। অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্যই জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। মন্ত্রের মধ্যে এই ভাবই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। (২০অ—৬খ—৩সূ—১সা)।

—§•§—

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। চতুর্থ সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩
যো জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তে

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যো জাগার তমু সামানি যন্তি।

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
যো জাগার তময়৺ সোম

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ দেবঃ) 'জাগার' (নিত্যজাগরূকঃ, চৈতন্যস্বরূপঃ) 'ঋচঃ' (প্রার্থনাঃ) 'তং' (তং দেবং) 'কাময়ন্তে' (প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি); 'যঃ' (যঃ দেবঃ) 'জাগার' (চিরজাগরূকঃ, প্রজ্ঞানস্বরূপঃ) 'সামানি' (সামমন্ত্রাঃ, প্রার্থনাঃ ইত্যর্থঃ) 'তং উ' (তমেব) 'যন্তি' (প্রাপ্নুবন্তি); 'যঃ' (যঃ দেবঃ) 'জাগার' (চিরজাগরূকঃ) 'তং' (তং দেবং) 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ, সাধকহৃদয়স্থিতঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অহং' 'তব' 'সখ্যে' (সখিত্বে) 'ন্যোকাঃ' (নিত্যকালং) 'অস্মি' (ভবামি ইত্যর্থঃ) ইতি 'আহ' (বদতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। [illegible] সাধকাঃ চৈতন্যস্বরূপং ভগবন্তং আরাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ॥ (২০অ—৬[illegible]—১সা)।

বঙ্গানুবাদ

যে দেবতা চৈতন্যস্বরূপ, প্রার্থনা সেই দেবতাকে পাইতে ইচ্ছা করে; যে দেবতা প্রজ্ঞানস্বরূপ প্রার্থনা সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হয়; যে দেবতা চিরজাগরূক সেই দেবতাকে সাধকহৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব

বলে—'আমি আপনার সখিত্বে নিত্যকাল থাকিব।' (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সাধকগণ চৈতন্যস্বরূপ ভগবানকে আরাধনা করেন।)। (২০অ—৬খ—৪সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' দেবঃ 'জাগার' সর্ব্বদা বিনিদ্রো জাগরূকো গৃহে বর্ত্ততে 'তং' 'ঋচঃ' সর্ব্ব-সম্বন্ধিকাঃ 'কাময়ন্তে'। 'যঃ' 'জাগার' 'তং উ' তমেব 'সামানি' স্তোত্র-রূপাণি 'যন্তি' প্রাপ্নুবন্তি। 'যঃ' 'জাগার' 'তং' 'অয়ং' অভিষুতঃ 'সোমঃ' 'আহ' বক্তি স্বীকুর্ব্বিতি। হে অগ্নে! তাদৃশস্য 'তব' 'সখ্যে' সমান-খ্যাতে হিত-করণে 'ওকাঃ' নিয়ত-স্থানঃ 'অহং' 'অস্মি' ভবামি। ১।

* * *

প্রথম (১৮২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে ভগবানের মাহাত্ম্যের একটী দিকই বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সেই দিক—ভগবানের নিত্যচৈতন্য অথবা প্রজ্ঞানস্বরূপত্ব। মন্ত্রে 'যঃ জাগার' এই অংশ তিনবার উল্লিখিত হইয়াছে। 'জাগার' পদের ভাষ্যার্থ—'সর্ব্বদা বিনিদ্রঃ' অর্থাৎ যাঁহার কখনও নিদ্রা হয় না, অথবা জ্ঞানলোপ হয় না। সাধারণ মানব অজ্ঞানতা ও মোহের প্রভাবাধীন। কিন্তু ভগবান্ সেই অজ্ঞানতা ও মোহের প্রভাব হইতে চিরমুক্ত। অথবা তিনি জ্ঞানস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ; সুতরাং জ্ঞান ও চৈতন্য যে স্থানে বর্ত্তমান আছে সেখানে অজ্ঞানতা অথবা মোহ আসিতে পারে না। আলোর মধ্যে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, তেমনি ভগবানে অজ্ঞানতা থাকে না বা থাকিতে পারে না। 'যঃ জাগার' পদদ্বয়ে ভগবানের সেই পরমশক্তিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

প্রথম অংশ,—'যঃ জাগার ঋচঃ তং কাময়ন্তে'—যিনি চৈতন্যস্বরূপ, প্রার্থনা তাঁহাকে কামনা করে। ভগবানই বিশ্বচৈতন্য। মানবও সেই চৈতন্যস্বরূপের অংশ, তাই মানবের প্রার্থনা সেই পরমদেবতারই চরণে নিবেদিত হয়। পরমদেবতা মানবকে তাঁহার নিকটে পৌঁছিবার উপায় প্রদান করিয়াছেন। সেই উপায়—প্রার্থনা। তাই মন্ত্রের প্রথম দুই অংশে বলা হইয়াছে—সেই পরমদেবতার চরণেই মানবের চরম প্রার্থনা—আকুল আকাঙ্ক্ষা নিবেদিত হয়।

পরের অংশের ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সাধকগণ সর্ব্বদা—নিত্যকাল ভগবানের সখ্যলাভের জন্য চেষ্টান্বিত থাকেন। কিন্তু এই মন্ত্রের যে প্রচলিত ভাব আছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী অনুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। অনুবাদটী এই,—"জো সদা জাগৃত রহতা হ্যায় উসকো ঋচাএঁ চাহতী হ্যায় জো জাগৃত রহতা হ্যায় উসকো হী স্তোত্ররূপ সাম প্রাপ্ত হোতে হ্যায়, জো জাগৃত রহতা হ্যায় উসসে যহ সোম কহতা হ্যায় কি মুঝে স্বীকার করো

হে অগ্নে! এ্যায়সে আপকে মিত্রভাবকো প্রাপ্ত হোনেপর মৈঁ নিয়ত স্থানওয়ালা হোঁউ'। (২০অ-৬খ-৪সূ-১সা)॥ *

— ০ —

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩
অগ্নির্জ্জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তেঽ-

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
গ্নির্জ্জাগার তমু সামানি যন্তি।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩
অগ্নির্জ্জাগার তময়ꣳ সোম আহ

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'জাগার' (চিরজাগরূকঃ, চৈতন্যস্বরূপঃ-ভবতি ইতি শেষঃ); 'ঋচঃ' (অস্মদীয়াঃ প্রার্থনাঃ) 'তং' (তং জ্ঞানদেবং) 'কাময়ন্তে' (প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি); 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'জাগার' (চিরজাগরূকঃ, প্রজ্ঞানস্বরূপঃ-ভবতি ইতি শেষঃ); 'সামানি' (সামমন্ত্রাঃ, প্রার্থনাঃ ইত্যর্থঃ) 'তং উ' (তং জ্ঞানদেবং এব) 'যন্তি' (প্রাপ্নুবন্তি); 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'জাগার' (চিরজাগরূকঃ-ভবতি ইতি শেষঃ); 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ, সাধকহৃদিস্থিতঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অহং তব' 'সখ্যে' (সখিত্বে) 'ন্যোকাঃ' (নিত্যকালং) অস্মি' (ভবামি) ইতি 'তং' (তং জ্ঞানদেবং ইত্যর্থঃ) 'আহ' (বদতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বে লোকাঃ পরাজ্ঞানং প্রার্থয়ন্তি, শুদ্ধসত্ত্বঃ পরাজ্ঞানেন সহ মিলিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (২০অ-৬খ-৫সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেব চৈতন্যস্বরূপ হয়েন; আমাদের প্রার্থনা সেই জ্ঞানদেবকে পাইতে ইচ্ছা করে; জ্ঞানদেব প্রজ্ঞানস্বরূপ হয়েন; প্রার্থনা সেই জ্ঞান-

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের চতুশ্চত্বারিংশত্তম সূক্তের চতুর্দ্দশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দেবকেই প্রাপ্ত হয়; জ্ঞানদেব চিরজাগরূক হয়েন; প্রসিদ্ধ সাধক-হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব—"আমি আ... ...মাতে যেন নিত্যকাল থাকি" এইরূপ সেই জ্ঞানদেবকে বলে ... ...টী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সকল লোকে পরাজ্ঞান ... করে, শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়।)॥ (২০অ—৩খ—৬সু—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সা নিগদ-ব্যাখ্যাতা (১৩)॥ ১॥

* * *

প্রথম (১৮২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রটী পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রেরই অনুরূপ। শুধু অনুরূপ নয়, এই মন্ত্র পূর্ব্বমন্ত্রকে পরিস্ফুট করিয়াছে। পূর্ব্বমন্ত্রে আমরা যাহা বলিয়াছি বর্ত্তমান মন্ত্রে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই,—

"মন্ত্রে ভগবানের মাহাত্ম্যের একটী দিকই বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সেই দিক—ভগবানের নিত্যচৈতন্ত অথবা প্রজ্ঞানস্বরূপত্ব। মন্ত্রে 'যঃ জাগার' এই অংশ তিনবার উল্লিখিত হইয়াছে। 'জাগার' পদের ভাষ্যার্থ—'সর্ব্বদা বিনিদ্রঃ' অর্থাৎ যাঁহার কখনও নিদ্রা হয় না, অথবা জ্ঞানলোপ হয় না। সাধারণ মানব অজ্ঞানতা ও মোহের প্রভাবাধীন। কিন্তু ভগবান সেই অজ্ঞানতা ও মোহের প্রভাব হইতে চিরমুক্ত। অথবা তিনি জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্তস্বরূপ। সুতরাং জ্ঞান ও চৈতন্ত যে স্থানে বর্ত্তমান আছে সেখানে অজ্ঞানতা অথবা মোহ আসিতে পারে না। আলোর মধ্যে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, তেমনি ভগবানে অজ্ঞানতা থাকে না বা থাকিতে পারে না। 'যঃ জাগার' পদদ্বয়ে ভগবানের সেই পরমশক্তিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

প্রথম অংশ, -'যঃ জাগার ঋচঃ তং কাময়ন্তে'—যিনি চৈতন্তস্বরূপ, প্রার্থনা তাঁহাকে কামনা করে। ভগবানই বিশ্বচৈতন্ত। মানবও সেই চৈতন্তস্বরূপের অংশ, তাই মানবের প্রার্থনা সেই পরমদেবতারই চরণে নিবেদিত হয়। পরমদেবতা মানবকে তাঁহার নিকটে পৌছিবার উপায় প্রদান করিয়াছেন। সেই উপায়—প্রার্থনা। তাই মন্ত্রের প্রথম দুই অংশে বলা হইয়াছে—সেই পরমদেবতার চরণেই মানবের প্রার্থনা নিবেদিত হয়।

পরের অংশের ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সাধকগণ সর্ব্বদা—নিত্যকাল ভগবানের সখালাভের জন্য চেষ্টান্বিত থাকেন। কিন্তু এই মন্ত্রের যে প্রচলিত ভাব আছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। অনুবাদটী এই,—'জো সদা জাগৃত রহতা হ্যায় উসকো ঋচাএঁ চাহতী হ্যায় জো জাগৃত রহতা হ্যায় উসকো হী স্তোত্ররূপ সাম

প্রাপ্ত হোতে হ্যায়. জো জাগৃত রহতা হ্যায় উসসে যহ সোম কহতা হ্যায় কি মুঝে স্বীকার করো হে অগ্নে! এ্যায়সে আপকে মিত্রভাবকো প্রাপ্ত হোনেপর মৈঁ নিয়ত স্থানওয়ালা হোঁউ।"

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পূর্ব্বমন্ত্রের ব্যাখ্যা বর্ত্তমান মন্ত্রে পরিস্ফুট করিবার জন্ত পূর্ব্বমন্ত্রের 'যঃ' পদ স্থলে বর্ত্তমান মন্ত্রে 'অগ্নিঃ' পদ প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বমন্ত্রে 'যঃ' পদদ্বারা ভগবানের জ্ঞানশক্তিকে পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছিল, কিন্তু এখানে প্রত্যক্ষভাবে 'অগ্নিঃ' পদই ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই উভয় মন্ত্রের ভাব এক এবং একটী অন্যটীর অর্থ বিশদ করিতেছি।

আলোচ্য মন্ত্রে একটী ভাব বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা এই যে, জ্ঞান ও সত্ত্বভাব পরস্পর পরস্পরের অনুগামী। যেখানে জ্ঞান আছে, সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব থাকিবে, অথবা একটীর দ্বারা অন্যটীকে লাভ করা যায়। জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব এই উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে তাহাই মন্ত্রের শেষাংশে বিবৃত হইয়াছে।

বর্ত্তমান মন্ত্রে ও তাহার পূর্ব্বমন্ত্রে যে এক ভাবই প্রকটিত হইয়াছে, তাহা প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণও স্বীকার করেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাই এই;—"অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন, ঋক্‌সকল তাঁহাকে কামনা করে, অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন ও সামগান সকল তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন ও সোম তাঁহাকে এই কথা বলে, হে দেব! আমি যেন নিরন্তর তোমার সহবাসে থাকি।" (২০অ-৬খ-৫সূ-১সা)॥ *

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১২　　৩ ১ ২　　　৩ ২ ৩　　১ ২　　　　৩ ১ ৩
নমঃ সখিভ্যঃ পূর্ব্বসদ্ভ্যো নমঃ সাকন্নিষেভ্যঃ।

৩ ১র　　২র　　৩ ১ ২
যুঞ্জে বাচꣳ শতপদীম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পূর্ব্বসদ্ভ্যঃ' (পূর্ব্ববর্ত্তিভ্যঃ, নিত্যকালবর্ত্তমানেভ্যঃ) 'সখিভ্যঃ' (বন্ধুস্বরূপেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (বয়ং নমস্কারং কুর্ম্মঃ); 'সাকংনিষেভ্যঃ' (অন্তিকে স্থিতেভ্যঃ, নিত্যসহচররূপেভ্যঃ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের চতুঃচত্বারিংশত্তম সূক্তের পঞ্চদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (বয়ং নমস্কারং কুর্ম্মঃ); বয়ং 'শতপদীং' (বহুমুখীং প্রভূতপরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'বাচং' (প্রার্থনাং) 'যুঞ্জে' (যোজয়াম, উচ্চারয়াম)। আত্মনিবেদনমূলকঃ তথা আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবতি ভক্তিপরায়ণাঃ তথা প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ॥ (২০অ-৬খ-৬সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নিত্যকাল-বর্ত্তমান বন্ধুস্বরূপ দেবতাগণকে আমরা নমস্কার করিতেছি; নিত্যসহচররূপ দেবতাগণকে আমরা নমস্কার করিতেছি; আমরা যেন প্রভূতপরিমাণ প্রার্থনা উচ্চারণ করিতে পারি। (মন্ত্রটী আত্মনিবেদনমূলক এবং আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানে ভক্তিপরায়ণ এবং প্রার্থনাপরায়ণ হই।)॥ (২০অ—৬খ—৬সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পূর্ব্বসদ্ভ্যঃ' যে যজ্ঞে প্রারম্ভাৎ পূর্ব্বং সীদন্তি তিষ্ঠন্তীতি পূর্ব্বসদনঃ তেভ্যঃ 'সখিভ্যঃ' সমান-খ্যানেভ্যঃ সখিবন্মিত্রভূতেভ্যো দেবেভ্যো 'নমঃ' বয়ং নমস্কারং কুর্ম্ম। কিঞ্চ, 'সাকন্নিষেভ্যঃ' যস্মিন্ যজ্ঞে সহ নিষণ্ণেভ্যঃ 'নমঃ'। কিঞ্চ 'শতপদীং' অস্মভ্যং ফল-প্রদানায় অপরিমিত-মার্গাং 'বাচং' স্তুতি-রূপাং ঋচং 'যুঞ্জে' যোজয়ামি॥ ১॥

* * *

প্রথম (১৮২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—————:*:—————

আলোচ্য মন্ত্রের বিশেষ ভাব—ভগবানের চরণে দৈন্যনিবেদন ও ভক্তিপ্রদর্শন। 'নমঃ সখিভ্যঃ'—সখিস্থানীয়, বন্ধুস্বরূপ দেবগণকে প্রণিপাত করিতেছি। এই অংশের মধ্যে 'সখিভ্যঃ' পদই বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। দেবতাগণকে অথবা দেবভাবসমূহকে সখিস্থানীয় বলা হইয়াছে। দেবতা অথবা দেবভাব প্রকৃতভাবেই মানবের বন্ধু। কারণ এই দেবভাবের সাহায্যেই মানুষ আপনার জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে। যাহা মানুষকে আপনার জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করিবার পক্ষে সহায়তা করে, অথবা যাহা দ্বারা সেই পূর্ণতা লাভ হয়, তাহার মত প্রকৃত বন্ধু আর কে হইতে পারে? তাই বলা হইয়াছে—সখিভ্যঃ পূর্ব্বসদ্ভ্যঃ' নিত্যকাল বর্ত্তমান দেবতাগণকে নমস্কার করি, তাঁহারাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশ—"নমঃ সাকন্নিষেভ্যঃ"—যাঁহারা আমাদের নিকটে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম

করিতেছি। কাহারা আমাদের নিকটে আছেন? দেবভাব, দেবত্ব, অথবা দেবগণ আমাদিগকে ঘিরিয়া আছেন, তাঁহারা আমাদিগকে সর্ব্ববিধ আপদবিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। দেবগণ শুধু যে চিরবর্ত্তমান, তাহা নয়, তাঁহারা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, চিরকাল তাঁহারা আমাদিগকে ঘিরিয়া আছেন, রক্ষা করিতেছেন।

দেবতার অস্তিত্ব আজকালি কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপর নির্ভর করে না। বৈজ্ঞানিক উপায়েও দেবতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দ্বারা আজকাল প্রত্যক্ষসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেবতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে। তাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা আমাদিগকে ঘেরিয়া আছেন, আমরা ইচ্ছা করিলে সাধনার দ্বারা তাঁহাদের কৃপালাভ করিতে পারি—এই সমস্ত সত্য বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য। সেই দেবতাগণের চরণে আমি প্রণিপাত করিতেছি, তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিবার যোগ্যতা যেন লাভ করিতে পারি—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য। (২০অ—৬খ—৬সূ—১সা)।*

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যুঞ্জে বাচং শতপদীং গায়ে সহস্রবর্ত্তনি।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২
গায়ত্রং ত্রৈষ্টুভং জগৎ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

অহং 'শতপদীং' (অসংখ্যমার্গং, সর্ব্বতোমুখীং) 'বাচং' (প্রার্থনাং) 'যুঞ্জে' (যোজয়ামি, উচ্চারয়ামি ইত্যর্থঃ); 'গায়ত্রং ত্রৈষ্টুভং জগৎ' (গায়ত্র্যাদিছন্দোগ্রথিতান মন্ত্রান্ ইত্যর্থঃ) অহং 'সহস্রবর্ত্তনি' (সহস্রমার্গেণ, সর্ব্বতোভাবেন) 'গায়ে' (গানং করোমি, উচ্চারয়ামি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অহং আরাধনাপরায়ণঃ ভবানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (২০অ—৬খ—৬সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমি যেন সর্ব্বতোমুখী প্রার্থনা উচ্চারণ করি; গায়ত্র্যাদি-ছন্দে গ্রথিত মন্ত্রসমূহ যেন আমি সর্ব্বতোভাবে উচ্চারণ করি। (মন্ত্রটী

প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন আরাধনাপরায়ণ হই।) ॥ (২০অ—৬খ—৬সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শতপদীং' অপরিমিত-সংখ্যাক মার্গাং 'বাচং' স্তোত্রং 'যুঞ্জে' তেভ্যঃ প্রকৃতেভ্যো বক্ষ্যমাণেভ্যোঽহং যোজয়ে। 'গায়ত্রং' গায়ত্র্যাখ্যং 'ত্রৈষ্টুভং' ত্রৈষ্টুভাখ্যঞ্চ 'জগৎ' জাগতঞ্চ সামরূপাং তাসৃচং সাম বা 'সহস্রবর্ত্তনি' অপরিমিত-মার্গং যথা ভবতি তথা 'গায়ে' অহং গানং করোমি ॥ (২০অ-৬খ-৬সূ ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৮২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনাকারীর ব্যাকুলতার ভাব পূর্ণ প্রকটিত। মন্ত্রে দুইটী অংশ আছে। উভয় অংশেই প্রার্থনার ভাব পরিস্ফুট। প্রথম অংশ—'যুঞ্জে বাচং শতপদীং'—আমরা শতমুখে যেন প্রার্থনা করিতে পারি, আমাদের প্রার্থনা যেন শতধারায় প্রবাহিত হয়। সেই প্রবাহ যেন ভগবানের চরণতলে পৌঁছে।

'শতপদীং' পদের দ্বারা সাধকের মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে। অবসরমত, বাঁধাধরা নিয়মের খাতিরে একটুখানি প্রার্থনা করিয়াই তিনি তৃপ্ত নহেন। তিনি চান—প্রার্থনার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা—তাঁহার আত্মা মন প্রাণ ভগবদারাধনায় ডুবিয়া যাউক। তাঁহার হৃদয় যেন ভগবৎপ্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্মে অগ্রসর না হয়। 'শতপদীং' পদের দ্বারা সাধকের মনের ভাব সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে—শতমুখে, সহস্রমুখে, সর্ব্বদিকে, সর্ব্বভাবে আমাদের প্রার্থনা জ্যোতিঃর ন্যায় বিচ্ছুরিত। আমাদের প্রার্থনা যেন জগতের পাপ তাপ মলিনতা সব মুছিয়া ফেলিতে পারে। মন্ত্রের প্রথমাংশের ইহাই মর্ম্ম।

দ্বিতীয় অংশ—"গায়ত্রং ত্রৈষ্টুভং জগৎ গায়ে সহস্রবর্ত্তনি"—শতশ্রমুখে, সহস্রভাবে আমরা যেন গায়ত্রী প্রভৃতি বৈদিক ছন্দে গ্রথিত পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারি। এখানে প্রার্থনার পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। পবিত্র নিত্য সনাতন বেদমন্ত্রের সাহায্যে আমরা যেন আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করি।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদও আছে। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"অসংখ্যো মার্গোঁওয়ালা স্তোত্র প্রস্তুত আউর বক্ষ্যমাণ দেবতাওকে অর্থ প্রয়োগ করতা হুঁ গায়ত্র নামক ত্রৈষ্টুভ নামক আউর জগৎ নামক সামকো ঋচাকো জিস প্রকার কি—বহ অনেকোঁ মার্গোসে হবে সতোইফল দেয় তিন প্রকার উনকা গান করতা হুঁ।" (২০অ—৬খ—৬সূ—২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
গায়ত্রং ত্রৈষ্টুভং জগদ্বিশ্বা রূপাণি সম্ভৃতা।
৩ ১র ২র ৩ ২
দেবা ওকাংসি চক্রিরে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'গায়ত্রং ত্রৈষ্টুভং জগৎ' (গায়ত্র্যাদিছন্দগ্রথিতৈঃ) 'বিশ্বা রূপাণি' (সর্ব্ববিধানি রূপাণি, সর্ব্ববিধৈঃ মন্ত্রৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সম্ভৃতা' (উদ্বুদ্ধা ইতি ভাবঃ) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ) 'ওকাংসি' (স্থানানি, আশ্রয়স্থানানি, পরমাশ্রয়ং ইত্যর্থঃ) 'চক্রিরে' (কুর্ব্বন্তি, সাধকেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনয়া তথা দেবভাবেন পরমাশ্রয়ং লভ্যতে —ইতি ভাবঃ। (২০অ—৬খ—৬সূ-৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

গায়ত্র্যাদি-ছন্দ-গ্রথিত সর্ব্ববিধ মন্ত্রের দ্বারা উদ্বুদ্ধ দেবভাবসমূহ পরমাশ্রয় সাধকদিগকে প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—প্রার্থনা এবং দেবভাবের দ্বারা পরমাশ্রয় লাভ হয়।)। (২০অ—৬খ—৬সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গায়ত্রং', 'ত্রৈষ্টুভং', জাগতং—ঋক্সমূহং 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'রূপাণি' উদ্গাত্রা 'সম্ভৃতা' সম্ভৃতানি নানারূপাণি কৃতানি 'দেবাঃ' অগ্ন্যাদয়শ্চ 'ওকাংসি' আশ্রিতানি স্থানানি 'চক্রিরে' কুর্ব্বন্তি। (২০অ—৬খ—৬সূ—৩সা)।

• • •

তৃতীয় (১৮২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———•———

আলোচ্য মন্ত্রের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী মন্ত্রের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বর্ত্তমান। মন্ত্রের গঠনের দিক দিয়াও এই কথা প্রযোজ্য। কারণ বর্ত্তমান সূক্তের প্রথম মন্ত্রের শেষ পদ, দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথমপদ-রূপে গৃহীত হইয়াছে। আবার, দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষপদ, তৃতীয় মন্ত্রের প্রথম-

পদরূপে পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং মন্ত্র গঠনের দিক দিয়া এই তিনটী মন্ত্রের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে।

কিন্তু শুধু পদসমূহে এই সমতাব পর্য্যবসিত হয় নাই। ভাবের দিক দিয়াও মিলন পরিলক্ষিত হয়। প্রথমমন্ত্রে দেবতাগণকে অথবা দেবভাবকে নমস্কার করা হইয়াছে, দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই নমস্কার অথবা প্রার্থনার পদ্ধতি নিরূপিত হইয়াছে; আবার তৃতীয় মন্ত্রে সেই প্রার্থনার ফল পরিবর্ণিত দেখিতে পাই। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, এই তিনটী মন্ত্রের মধ্যেই একটা ভাবের যোগসূত্র বর্ত্তমান।

তৃতীয় মন্ত্রে প্রার্থনা আরাধনার ফল বর্ণিত হইয়াছে। সেই ফল কি? প্রার্থনার, সাধনার ফল - পরমাশ্রয়, পরমপদলাভ। প্রার্থনার দ্বারা হৃদয়ে দেবভাবকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে তদ্দ্বারা জীবনের চরমাশ্রয় লাভ ঘটে, ইহাই মন্ত্রের বিশেষ ভাব। মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ আছে, তাহা আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"গায়ত্রী ত্রিষ্টুভ আউর জগতী ছন্দওয়ালী ঋচাওকে সমূহরূপ উদ্গাতাকরকে নিয়ত কিয়ে হুএ অনেকোস্বরূপওয়ালে স্থানোকো অগ্নি আদি দেবতা করতে হুায়॥ (২০অ-৬খ-৬সূ-৩সা)।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। সপ্তমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
অগ্নির্জ্জ্যোতির্জ্জ্যোতিরগ্নিরিন্দ্রো জ্যোতির্জ্জ্যোতিরিন্দ্রঃ।
২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সূর্য্যো জ্যোতির্জ্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যঃ 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) স এব 'জ্যোতিঃ' (দৃশ্যমান জ্যোতিঃস্বরূপঃ) যঃ চ 'জ্যোতিঃ' (দৃশ্যমান জ্যোতিঃরূপঃ) স এব 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; যঃ 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) স এব 'জ্যোতিঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপঃ) তথা যঃ 'জ্যোতিঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপঃ) স এব 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; যঃ 'সূর্য্যঃ' (সূর্য্যদেবঃ) স এব 'জ্যোতিঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপঃ) তথা যঃ 'জ্যোতিঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপঃ) স এব 'সূর্য্যঃ' (সূর্য্যদেবঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। একঃ পরমদেবঃ হি বহুরূপেণ প্রকাশয়তি—ইতি ভাবঃ। (২০অ-৬খ ৭সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যিনি জ্ঞানদেব, তিনিই দৃশ্যমান জ্যোতিঃস্বরূপ; এবং যিনি দৃশ্যমান্ জ্যোতিঃরূপ, তিনিই জ্ঞানদেব হয়েন; যিনি ভগবান্ ইন্দ্রদেব তিনিই জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনিই ভগবান্ ইন্দ্রদেব হয়েন; যিনি সূর্য্যদেব তিনিই জ্যোতিঃস্বরূপ; এবং যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ তিনিই সূর্য্যদেব হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—এক পরমদেবই বহুরূপে প্রকাশিত হয়েন।) (২০অ—৬খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

এষা স্পষ্টা ॥ (২০অ-৬খ—১সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১৮২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

——————:*:——————

এই মন্ত্রের চারিটী অংশ অগ্নিহোত্র হোমের মন্ত্র। ইহার প্রথম অংশটী সায়ংকালীন হোমে এবং দ্বিতীয় অংশটী প্রাতঃকালীন হোমে প্রযুক্ত হয়। তৃতীয় অংশে ব্রহ্মবর্চ্চসকামী অর্চ্চনাকারী সায়ংকালীন হোম এবং প্রাতঃকালীন হোম সম্পন্ন করিবেন। চতুর্থ অংশ দ্বিতীয় মন্ত্রের বিকল্পে ব্যবহৃত হয়।

এই চারিটী অংশেরই মর্ম্মার্থ অভিন্ন। যাঁহাকে আমরা সূর্য্যদেব বলিয়া উপাসনা করি, যাঁহাকে আমরা অগ্নিদেব বলিয়া পূজা করি, যাঁহাকে আমরা জ্যোতিঃ বলিয়া অথবা তেজঃ বলিয়া ধারণা করি, তাঁহারা ভিন্ন নহেন—অভিন্ন ও এক। এই মন্ত্রের অংশকয়েকটী সেই শিক্ষা প্রদান করিতেছে। যিনিই জ্যোতিঃরূপে প্রকাশমান, তিনিই অগ্নিদেব; তেজঃ যাঁহার অভিব্যক্তি, তিনিই অগ্নিদেব; আবার তিনিই সূর্য্য, তিনিই জ্যোতিঃ। একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপে প্রকাশমান মাত্র। যাঁহারা হিন্দুদিগকে জড়ের উপাসক বলিয়া বিদ্রূপ করেন, তাঁহারা এই মন্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন—চৈতন্যের কি জড়ের, কাহার উপাসনার বিষয় বেদে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তিনিই জড়, তিনিই চৈতন্য, আবার তিনি জড়-চৈতন্যের অতীত। অধিকারিভেদে সাধকের ধ্যান-ধারণার যোগ্যতা অনুসারে, তিনি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকট আছেন। ইহাই মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রটী অগ্নিদেবের ও সূর্য্যদেবের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়। তদনুসারে অর্থ হইয়া থাকে,—'অগ্নিই জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্যোতিঃই অগ্নি। অগ্নিদেবতার উদ্দেশে প্রমত্ত আহুতি সুহুত হউক' এইরূপ,—'সূর্য্যই জ্যোতিঃ। জ্যোতিঃই সূর্য্য।

সূর্য্যদেবের উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতি সুহুত হউক।' ইত্যাদি। যাহা হউক, মূল লক্ষ্য উভয়ত্রই যে অভিন্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। (২০অ—৬খ—৭সূ—১সা)।*

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। সপ্তমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পুনরূর্জ্জা নি বর্ত্তস্ব পুনরগ্ন ইষায়ুষা।

১ ২ ৩ ১ ২

পুনর্নঃ পাহ্যꣳহসঃ ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'উর্জ্জা' (বলেন, শক্ত্যা) 'পুনঃ নিবর্ত্তস্ব' (অস্মান্ পুনঃ প্রাপয়); 'আয়ুষা পুনঃ' (জীবনেন, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যেন সহ অস্মান্ পুনঃ প্রাপয় ইত্যর্থঃ); 'পুনঃ ইষা' (সিদ্ধ্যা সহ পুনঃ অস্মান্ প্রাপয় ইত্যর্থঃ); 'নঃ' (অস্মান্) 'অংহসঃ' (পাপাৎ) 'পাহি' (পালয়, রক্ষ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্ পতিতেভ্যঃ অস্মভ্যং আত্মশক্তিং পরাসিদ্ধিং চ প্রযচ্ছতু তথা অস্মান্ পাপকবলাৎ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২০অ—৬খ—৭সূ—২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব। শক্তির সহিত আমাদিগকে পুনঃ প্রাপ্ত হউন; সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যের সহিত আমাদিগকে পুনঃ প্রাপ্ত হউন; সিদ্ধির সহিত আমাদিগকে পুনঃ প্রাপ্ত হউন; আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানস্বরূপ ভগবান পতিত আমাদিগকে আত্মশক্তি ও পরাসিদ্ধি প্রদান করুন এবং আমাদিগকে পাপকবল হইতে রক্ষা করুন।)॥ (২০অ—৬খ—৭সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'উর্জ্জা' বলেন 'ইষা' অন্নেন 'আয়ুষা' জীবনেন চ 'পুনঃ' অস্মান্ 'নিবর্ত্তস্ব' অস্মান্ প্রত্যাগচ্ছ। কিঞ্চ ত্বং 'নঃ' অস্মান্ 'অংহসঃ' পাপাৎ 'পাহি' পালয়। পুনঃ-শব্দস্যাবৃত্তিরাদরার্থা। (২০অ—৬খ—৭সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতায় (৩অ ৯ক—১০ম) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় (১৮২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই প্রার্থনার মধ্যে 'পুনঃ' শব্দ তিনবার ব্যবহৃত হইয়াছে। এই 'পুনঃ' শব্দটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মানব পতিত অবস্থায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে—'হে ভগবন! আপনার কৃপায় আমরা যেন, পুনরায় আমাদের আয়ুঃশক্তি প্রভৃতি ফিরিয়া পাই।' এই 'পুনঃ' বলার তাৎপর্য্য কি? এই 'পুনঃ' শব্দের দ্বারা ইহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে. মানুষ এক সময়ে মহান্ পবিত্র ছিল, এখন সে হীন পতিত হইয়াছে।

একটু অনুসন্ধান করিলেই আমরা ইহার কারণ—এই 'পুনঃ' শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা—উপলব্ধি করিতে পারিব। মানুষ স্বরূপতঃ দেবতা, ভগবানেরই অংশ। ভগবানের নিকট হইতে মানুষ আসিয়াছে, সে তাঁহারই সন্তান, সুতরাং ভগবৎশক্তি ও পবিত্রতার অধিকারী। মানুষ একদিন চির পবিত্রতার আধার ছিল। পাপের মোহের আক্রমণে ভুলিয়া সে সেই শক্তি ও পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে। তাই পুনঃ সেই বিনষ্ট ধন লাভ করিবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষ ভগবানের অংশ, তাই মানুষও পবিত্র, শক্তিমান। মানুষের মধ্যে সর্ব্ববিধ সদ্গুণের, সদ্বৃত্তির বীজ নিহিত আছে। সাধনাদ্বারা ভগবানের কৃপায় মানুষ সেগুলির বিকাশ সাধন করিতে পারে। আবার মোহের বশে, পাপের আক্রমণে মানুষ যেমন আপনার শক্তি নষ্ট করে, ঠিক তেমনভাবে আবার সাধনার দ্বারা তাহা পুনঃ লাভ করিতে পারে, ভগবানের কৃপায় মানুষ আবার তাহার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারে। তাই সেই নষ্টাবস্থা পুনঃ প্রাপ্তির জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। এতৎসহ মন্ত্রের একটী প্রচলিত হিন্দী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল,—"হে অগ্নিদেব! বলসহিত হমেঁ ফির প্রাপ্ত হোও অন্ন আউর আয়ুসহিত ফির প্রাপ্ত হোও হমেঁ ফির পাপসে রক্ষা কর।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। মোহের বশে, পাপের তাড়নায়, রিপুর আক্রমণে সে আপনাকে ভুলিয়া যায়, নিজেকে দীনহীন মনে করে। কিন্তু তাহার মন হইতে পূর্ব্বের সুখস্মৃতি, গৌরবময় অতীতের স্মৃতি একেবারে মুছিয়া যায় না। অবস্থার আবর্ত্তনে পড়িয়া তাহা ঢাকা থাকে মাত্র। প্রত্যেক মানবের জীবনেই এমন সময় আসে, যখন সে নিজের অন্তরে কিসের একটা অতৃপ্তি, কি যেন এক অনির্দ্দেশ্য অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। নিজের অন্তরে তাহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে। কোন সময় সৌভাগ্যবশে, সে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারে, এবং তদনুযায়ী সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, আবার কখনও সে পুনরায় মোহের ঘোরে আপাতঃমনোহর সুখের অন্বেষণে আপনাকে নিযুক্ত করে।

এই অতৃপ্তি, এই অস্বাচ্ছন্দ্য সাংসারিক সুখের অভাবজনিত নহে। ভোগের চরমাবস্থায়, ঐশ্বর্য্যের কোলে [illegible] অতৃপ্তি এই অস্বা[illegible]

জাগে। এই অবস্থা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কারণ মানবের মন হইতে কখনই পূর্ব্বস্মৃতি একেবারে মুছিয়া যায় না - যাইতে পারে না। তাই ঘুমের ঘোরে অর্দ্ধসুপ্তাবস্থায় মধুর সঙ্গীত শুনিয়া জাগিয়া উঠে, কেহ বা স্বপ্নের ঘোর বলিয়া তাহা উপেক্ষা করে, কেহ বা সৌভাগ্যবশে তাহাকে জীবনের কর্ত্তব্যের আহ্বান মনে করিয়া তাহার অনুসরণ করে। আমাদের মনে বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নের ন্যায়, সেই অতীতের স্মৃতি ভাসিয়া উঠে, গভীর নিশিথে দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় স্বর্গের মধুর রব আমাদের হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলে। যখনই আমরা সেই স্বর্গের আহ্বানে সাড়া দেই তখনই পৃথিবীর পাপতাপ, ধূলিমলিনতা পরিত্যাগ করিয়া সেই পরম বিমলানন্দের সন্ধানে ছুটিয়া যাই। সেই সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়া ধন্য হই, কৃতার্থ হই।

মহাপুরুষদের জীবনে আমরা এই সত্য বিশেষভাবে বিকশিত দেখিতে পাই। গৌতম সিদ্ধার্থ রাজার ছেলে ছিলেন। সাংসারিক সুখসৌভাগ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার তাঁহার করতলে ছিল। মানুষ ইহজীবনে যে সুখের যে সম্পদের কামনা করিতে পারে, সে সমস্তের কোনটীরই তাঁহার অভাব ছিল না। স্নেহময় পিতা, সুখের সংসার, পতিপ্রাণা লোকললামভূতা পত্নী গোপা, আবার এই স্নেহময় পবিত্র বন্ধনের পূর্ণতার চিহ্নস্বরূপ পুত্র রাহুল - এই সমস্তই সিদ্ধার্থের নিকট অকিঞ্চিৎকর, অতৃপ্তিজনক বলিয়া মনে হইল। সকলই পাইয়াছি, অথচ কি যেন নাই, যাহার অভাবে সকল পাওয়া ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সেই সকল পাওয়ার মধ্যে যেন কিসের অভাব, যে অভাবের জন্য সকল সুখসম্পৎ গজভুক্তকপিত্থবৎ অসার প্রতীয়মান হইতেছে। কি সে বস্তু, যাহার অভাবে জগৎ বিষময় বলিয়া মনে হইতেছে? কোথায় সেই তৃপ্তিদায়ক স্বর্গীয় ধন লাভ করিতে পারিব? ওগো, কে আমাকে সেই পথ দেখাইয়া দিবে? সিদ্ধার্থের মনের মধ্যে এই সকল প্রশ্ন উঠিল, তাঁহাকে স্থির থাকিতে দিল না। প্রাণের মধ্যে সেই অনন্ত বাঁশরী ধ্বনিত হইয়া উঠিল "তোরা কে যাবি গো আয়, এই যে, বেলা ব'য়ে যায়।" তাই তো বেলা যে আর নাই, কি করিতে আসিয়াছিলাম, আর কি করিতেছি? আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথা যাইব? কে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবে? সিদ্ধার্থ স্থির থাকিতে পারিলেন না। জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ সমস্যা তাঁহার মনকে আন্দোলিত করিতেছে, তাহার মীমাংসা না করা পর্য্যন্ত তিনি থাকিতে পারিলেন না। আপাতঃমনোহর সুখের, আনন্দের প্রলোভন তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। স্নেহময়ী গোপার প্রেম, রাহুলের স্বর্গীয় মুখচ্ছবি তাঁহাকে রাখিতে পারিল না। জীবন-প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে আর কি ঘরে থাকা যায়। যে অনন্তের বংশীধ্বনি শুনিয়াছে, তাহার জীবনযমুনা উজান বহিবেই, সে চুপ করিয়া থাকিবে কিরূপে?

কিন্তু কিসের জন্য এই আবেগ উদ্বেগ? কোন্ বস্তু লাভ করিবার জন্য এই সাধনা? তাহার উত্তর বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে পাওয়া যায়। 'পুনঃ' শব্দের মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত রহিয়াছে। এই সাধনা, এই আকুলতার উদ্দেশ্য স্বরূপলাভ। যাহা ছিলাম, তাহাই আবার হইতে চাই, যাহা হারাইয়াছি তাহাই আবার লাভ করিতে চাই। পাপের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, সেই পাপকে দূরীভূত পরাজিত করিতে চাই। পাপকে জয়

করিব, পুণ্যজীবন লাভ করিব—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। সেই অনন্তপুরুষের বংশীধ্বনি শুনিয়াছি। তাহার অনুসরণে যেন চলিতে পারি। তাই প্রার্থনা—"পুনঃ নিবর্ত্তস্ব, নঃ পাহি অংহসঃ"। (২০অ-৬খ-৭সূ—২সা)। *

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। সপ্তমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩২ ৩১র ২১র৩ ২ ৩ ১২৩ ১ ২
সহ রয্যা নিবর্ত্তস্বাগ্নে পিন্বস্ব ধারয়া।
৩১ ২ ৩২৩ ১ ২
বিশ্বপস্ন্যা বিশ্বতস্পরি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'রয্যা সহ' (পরমরমণীয়েন ধনেন সহ) 'নিবর্ত্তস্ব' (অস্মান্ প্রাপয়); 'বিশ্বতঃ পরি' (সর্ব্বতঃ উপরি, সর্ব্বান লোকান্ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বপস্ন্যা' (বিশ্বপোষিকয়া) 'ধারয়া' (অমৃতধারয়া, অমৃতপ্রবাহেণ ইত্যর্থঃ) 'পিন্বস্ব' (অভিসিঞ্চ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং—বিশ্বস্থিতেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ লোকেভ্যঃ অমৃতং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ—৬খ—৭সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! পরমরমণীয় ধনের সহিত আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; সমস্ত লোককে বিশ্বপোষক অমৃতপ্রবাহের দ্বারা অভিসিঞ্চিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে—বিশ্বস্থিত সকল লোককে অমৃত প্রদান করুন।)। (২০অ—৬খ—৭সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নবম কণ্ডিকা।

আলোচ্য মন্ত্রটির মনুসংহিতাবিহিত একটী প্রয়োগ আছে। তাহা এই, ব্রহ্মচারীদের স্বপ্নে রেতঃক্ষরণে এই মন্ত্র জপ করিতে হয়। তাহার বিধান এই,—

"স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চ্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্মামিত্যৃচং জপেৎ।"

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! ত্বং 'রষ্যা' রমণীয়েন ধনেন 'সহ' 'নিবর্ত্তস্ব' তৎ অস্মান প্রাপয়েত্যর্থঃ। কিঞ্চ, 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'পরি' উপরি। পরীতি সপ্তম্যর্থানুবাদকঃ। 'বিশ্বপ্স্ন্যা'। প্সা ভক্ষণে (অদা০ প০)। বিশ্বস্য উপভোক্ত্র্যা 'ধারয়া' 'পিন্বস্ব' অস্মান্ সিঞ্চ ॥ ৩॥

ইতি বিংশস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১৮৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের ভাব বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। মন্ত্রের মধ্যে একটী বিশ্বজনীন ভাব সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথম অংশ,—"রষ্যা সহ নিবর্ত্তস্ব" পরমধনের সহিত আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন অর্থাৎ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। কি প্রদান করিতে হইবে এবং কাহাকে প্রদান করিতে হইবে তাহা পরবর্ত্তী অংশে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই অংশ এই, "বিশ্বতঃ পরি বিশ্বপ্স্ন্যা ধারয়া পিন্বস্ব"। 'বিশ্বতঃ পরি' পদদ্বয়ে বিশ্বের সকল লোককে বুঝাইতেছে বিশ্বের সকল লোককে অমৃতসিঞ্চনে অভিষিক্ত কর। সেই অমৃতধারা কিরূপ? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে,—'বিশ্বপ্স্ন্যা' অর্থাৎ যাহা বিশ্বকে পোষণ করিতে পারে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, দুইটী পদের দ্বারা বিশ্বজনীন ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই দুই পদ—'বিশ্বতঃ' এবং 'বিশ্বপ্স্ন্যা'। প্রথমটীর দ্বারা বুঝাইতেছে যে, জগতের পাপীতাপী ধনী দরিদ্র, সকলেই যেন ভগবানের করুণালাভ করিয়া ধন্য হয়। কি উপায়ে বিশ্বের সকলে সেই করুণালাভে সামর্থ হইবে তাহা 'বিশ্বপ্স্ন্যা' পদে বিবৃত হইয়াছে। যে অমৃতধারায় বিশ্ব প্লাবিত হইবে, তাহা বিশ্বপোষক, অর্থাৎ বিশ্বের সকল লোককে প্রতিপালন করিতে, সঞ্জীবিত করিতে সমর্থ। তাই মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে এই দুইটী পদ পরিগৃহীত হইয়াছে। এই দুই পদের দ্বারা মন্ত্রের সার্ব্বজনীন ভাব বিকাশ লাভ করিয়াছে।

এই সার্ব্বজনীনতাই হিন্দুত্বের আদর্শ ও বিশেষত্ব। হিন্দু জানেন, তিনি বিশ্বে একা নহেন, বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিদ্যমান। কাহাকেও ফেলিয়া অগ্রের অগ্রসর হইবার উপায় নাই। যদি অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে বিশ্বের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। যে পতিত থাকিবে, সে অগ্রবর্ত্তীকে পশ্চাতে টানিবে। সুতরাং পূর্ণমুক্তিলাভের জন্য বিশ্বের মুক্তির প্রয়োজন। তাই এই সার্ব্বজনীন প্রার্থনা।

এই সার্ব্বজনীন ভাব কেবলমাত্র ধর্ম্মজগতে নয়, হিন্দুর প্রত্যেক কার্য্যে পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক পঞ্চযজ্ঞে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দু-শ্রাদ্ধতর্পণাদির মন্ত্র একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই এই বিশ্বজনীনভাব পরিস্ফুট হয়। হিন্দুর প্রত্যেক কার্য্যই এরূপ উদারতামূলক। এই উদারতার উপরেই হিন্দুর সমাজ ও সংসারনিয়ম প্রতিষ্ঠিত

আছে। বর্ত্তমান সময়ের আচার ব্যবহারের মূল প্রাপ্ত হওয়া যায় বেদে। আমরা আলোচ্য মন্ত্রে প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার একটী বিশিষ্ট উদাহরণ পাই।

মন্ত্রের প্রচলিত একটী হিন্দী অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নিদেব! রমণীয় ধনসহিত হমেঁ প্রাপ্ত হোও, সবোঁকে উপর বিশ্বম্ভরকা উপভোগ করনেওয়ালী ধারাসে হমেঁ সীচো।" (২০অ-৬খ-৭সূ—৩সা)। *

—-•—

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয় বস্ব এক ইৎ।

৩ ২ ৩ ১ ২
স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ॥ ১॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্!) 'যৎ' (যদি) তব 'স্তোতা' (স্তবকারী, ভক্তঃ সাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'মে' (মম) 'গোঃ' (জ্ঞানস্য, যথা জ্ঞানোন্মেষস্য) 'সখা' (সুহৃৎ, সহায়কঃ, সখীভূত ইতি ভাবঃ) 'স্যাৎ' (ভবেৎ), তর্হি হে দেব! 'ত্বং' (ভবান্) 'যথা' (যাদৃশঃ) 'একঃ' (অদ্বিতীয়ঃ) 'ইৎ' (জ্ঞাতা, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'বস্ব' (ধনবান, পরমৈশ্বর্য্য-রূপধনবানিতি ভাবঃ) তথা 'অহং' (ত্বদীয় সেবকঃ অহমপি) 'ঈশীয়' (ঐশ্বর্য্যাদিযুক্তঃ স্যাম, তন্ময়ো ভবেয়মিতি ভাবঃ)। হে ইন্দ্র! ভবন্তং স্তোতুং ন জানামি; যদি কোঽপি তব স্তবকার্য্যে জ্ঞানোন্মেষণে বা মম শিক্ষকঃ স্যাৎ, তর্হি অহমপি ত্বাদৃশো তন্ময়ো বা ভবিতুমর্হামি। মন্ত্রোঽয়ং ভগবৎসকাশে পিতরং পুত্রবৎ সাধকস্যাত্মশ্লাঘাসূচকমাত্মনিবেদনং সূচয়তি। (২০অ-৭খ-১সূ-১সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ দেব! যদি তোমার স্তবকারী ভক্ত বা সাধক আমার জ্ঞানোন্মেষণের সহায় (সখীভূত) হইতেন; তাহা হইলে, হে দেব! আপনি যেমন অদ্বিতীয় সর্ব্বজ্ঞ ও ধনবান্ অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্য-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ের দশমী কণ্ডিকা।

রূপ ধনবান্, আমিও সেইরূপ (আপনার ঐশ্বর্য্যে) ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইতে পারিতাম অর্থাৎ তন্ময় হইতাম। (ভাবার্থ—হে ইন্দ্রদেব! আপনাকে স্তব করিতে জানি না, অর্থাৎ আমি অজ্ঞান; যদি কেহ আপনার স্তবকার্য্যে—আমার জ্ঞানোন্মেষণ-কার্য্যে আমার শিক্ষক হইতেন, তাহা হইলে আমিও আপনার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যযুক্ত অর্থাৎ আপনাতে তন্ময় হইতে পারিতাম। এই মন্ত্রটী—পিতার কাছে পুত্রের আব্দারের মত, ভগবানের কাছে সাধকের আত্মশ্লাঘাসূচক আত্মনিবেদনরূপ আব্দার সূচনা করিতেছে। (২০অ—৭খ—১সূ—১সা।) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'যথা' 'ত্বং' 'একইৎ' একএব কেবলং 'বস্বঃ' বসুনঃ ধনস্য 'ঈশিষে' ঈশ্বরো ভবসি, এবমহমপি 'যদ্' যদি 'ঈশীয়' ঐশ্বর্য্য-যুক্তঃ স্যামিতি তদানীং 'মে' মম 'স্তোতা' 'গোসখা স্যাৎ' গোভিঃ সহিতো ভবেৎ। ঈশ্বরস্য তব স্তোতা কুতো হেতোর্গো-সহিতো ন ভবেৎ অপিতু ভবেদেবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ (২০অ—৭খ—১সূ—১সা।)।

* * *

প্রথম (১৮৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

পুত্র যেমন পিতার কাছে আব্দার করিয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে, সাধক তেমনই আজ ভগবানের কাছে আত্মশ্লাঘা করিয়া বলিতেছেন—'আমার যদি কেহ সহায় হইত; তাহা হইলে, হে ভগবন্! আমিও তোমার মত ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারিতাম।' সাধক শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—'এবার কালী তোরে খাব। তোর মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা দিব।' ইত্যাদি। এই সাম-মন্ত্রে এইরূপ ভাবটী দ্যোতিত হইতেছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও তাহার বঙ্গানুবাদ পড়িয়া একটু অনুধাবন করিলে, এই ভাবই উপলব্ধ হইবে।

ভাষ্যের ব্যাখ্যা অনুসরণে এ মন্ত্রটীর যে অর্থ সম্পন্ন হয়, তাহা এই,—'হে ইন্দ্র! যেরূপ তুমি একমাত্র ধনের ঈশ্বর, সেইরূপ আমিও যদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত হই; তখন আমার স্তবকারীও গোসখা হয়েন অর্থাৎ বহু গরুযুক্ত হয়েন। ঈশ্বর তুমি! তোমার স্তোতা কি জন্য গরুযুক্ত না হইবেন? অবশ্যই হইবেন।'

এই মন্ত্র-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, মন্ত্রের "বস্ব এক ইৎ" ও "স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ" এই দুই অংশে ভাষ্যকারের ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদিগের সহিত আমাদের একটু মত-

বিরোধ ঘটিতেছে। ভাষ্যকার 'বস্বঃ' পদে 'বসুনঃ ধনস্য ঈশিষে' অর্থাৎ ধনের ঈশ্বর বা স্বামী এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা মনে করি, ভগবানকে 'সাধারণ ধনের ঈশ্বর' বলা অপেক্ষা, যে ধন অসাধারণ (পরমৈশ্বর্য্য-রূপ ধন) সেই ধনের 'ঈশ্বর' বা অধিপতি বলাই সঙ্গত। তাহাতেই ভাবটী পরিস্ফুট হয়। তারপর ভাষ্যে "এক ইৎ" বাক্যের "এক এব কেবলঃ" প্রতিবাক্যে 'একমাত্র' এই অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। ঐ এক-শব্দেই তো 'সজাতীয় দ্বিতীয়-রহিত' (অর্থাৎ যাহার সমকক্ষ দ্বিতীয় নাই) একমাত্র এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। 'ইৎ' শব্দের 'এব' (কেবল) অর্থ পুনরুক্ত হইয়া পড়ে। সেই জন্য আমরা 'ইৎ' শব্দে 'এতি জানাতি-ইতি সঃ' অর্থাৎ যিনি সকলই জানেন—এই ব্যুৎপত্তি মূলে সর্ব্বজ্ঞ অর্থ প্রকটিত করিয়াছি। কারণ ব্যাকরণের নিয়ম আছে—"যে গত্যর্থাস্তে জ্ঞানার্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাশ্চ"; অর্থাৎ, যে সব গত্যর্থক গতিবাচক ধাতু আছে, তাহাদের জ্ঞান ও প্রাপ্তি অর্থও হয়। তাহা হইলে পুনরুক্তি দোষও থাকিল না, পরন্তু আর এক উচ্চভাব প্রকট হইয়া পড়িল। 'তুমিই যে একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ—এরূপ নয়, কৃপা হইলে আমরাও তোমার মত হইতে পারি।' এ উক্তি বড়ই সত্য। যখন পরমার্থ-তত্ত্ব জ্ঞান হয়, তখন আর জীব-ব্রহ্মের ভেদবুদ্ধি থাকে না;—জীবই পরমব্রহ্ম হইয়া বিরাজিত হয়েন। এই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত।

এখন শেষ আলোচ্য—"স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ"—মন্ত্রের এই শেষাংশ। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"মে মম স্তোতা 'গোসখা স্যাৎ' গোভিঃ সহিতো ভবেৎ"; অর্থাৎ 'আমার স্তবকারী বহু গরুযুক্ত হয়েন।" তারপর লিখিয়াছেন 'ঈশ্বরস্য তব স্তোতা কুতোহেতো-র্গোসহিতো ন ভবেৎ? অপিতু ভবেদেবেত্যভিপ্রায়ঃ' অর্থ 'ঈশ্বর তুমি, তোমার স্তোতা কেন গো-যুক্ত না হইবে? অবশ্যই হইবে এইরূপ অভিপ্রায়।' ইহাতে কি উচ্চভাব পরিব্যক্ত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তবে মনে হয়—'আমার স্তোতা গরুযুক্ত হয়' লিখিয়া, যখন "ঈশ্বর তুমি, তোমার স্তবকারী কেন গোযুক্ত হইবে না? হইবেই"—এইরূপ লিখিয়াছেন; তখন, 'আমিও ঐশ্বর্য্যলাভ করিলে ঈশ্বরই (তুমিই) হইব, সুতরাং আমার স্তবকারী—তোমারই স্তবকারী হইবেন।' এইরূপ তাঁহার (ভাষ্য-কারের) অভিপ্রায় মনে হয়। জীবের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধ হইলে, ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় সত্য; কিন্তু তাঁহার (জীবব্রহ্মের) স্তবকারী বহুগরুযুক্ত হয়েন, ইহার তাৎপর্য্য কি! ঈশ্বরকে স্তব করিয়া কেবল গোটাকতক গরু পাইলেই কি পাওয়া হইল? তাঁহার অভীষ্ট যত কিছু, এমন কি পরমৈশ্বর্য্য পর্য্যন্তও তো লাভ করিতে পারেন। সেই জন্য আমরা 'স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ' এই মন্ত্রাংশের পূর্ব্বে একটী "তব" পদ অধ্যাহার করিয়া তোমার স্তোতা, আমার (মে) "গোসখা" (গো—স্তববাক্য, জ্ঞানোন্মেষণ, তাহার সখা বা সহায়ক অর্থাৎ স্তবের বা জ্ঞানোন্মেষণের সহায়ক হইত)—এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাৎপর্য্য এই যে,—'আমি অজ্ঞ অধম। দেব! তোমার স্তবের বিষয় (আরাধনা) আমি কিছু জানি না। তুমি তো নানারূপে—কখনও গুরু বা শিক্ষকরূপে, কখনও শিষ্য বা উপদেষ্টরূপে বিরাজ কর। তাই বলি, উপদেশক বা সত্যপথ-প্রদর্শক মনীষিরূপে আমার কাছে এস, পথ দেখাও। অজ্ঞানতা দূর হইয়া জ্ঞানোন্মেষ হউক; ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হউক। ফলে,

তোমাতে ও আমাতে এক হইয়া যাই।' মন্ত্রে এই প্রার্থনাই প্রকটিত বলিয়া মনে করি। (২০অ—৭খ—১সূ-১সা)।*

—§ ০ §—

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

শিক্ষেয়মস্মৈ দিৎসেয়ং শচীপতে মনীষিণে।

২ ৩১র ২র ৩ ২

যদহং গোপতিঃ স্যাম্॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শচীপতে' (যজ্ঞাধিপতে হে দেব!) 'দিৎসেয়ং' (দাতুমিচ্ছন্, পরমধনদাতা ত্বং) 'যৎ' (যথা, যেন প্রকারেণ) 'অহং' 'গোপতিঃ' (জ্ঞানাধিপতিঃ, পরাজ্ঞানসম্পন্নঃ) 'স্যাম' (ভবেয়ং) তেন প্রকারেণ 'মনীষিণে' (স্তোত্রে, প্রার্থনাকারিণে) 'অস্মৈ' (অস্মৈ জনায়, মহ্যং ইতি ভাবঃ) 'শিক্ষেয়ং' (প্রদেহি—পরাজ্ঞানং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া মহ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ—৭খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যজ্ঞাধিপতি হে দেব! পরমধনদাতা আপনি, যে প্রকারে আমি পরাজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারি, সেইরূপভাবে প্রার্থনাকারী

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (২অ—১খ—১দ ৮সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বস্বঃ' পদ ব্যত্যয়ে পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত (৩।৪।৯৮) 'জসাদিষু ছন্দসি বা বচনং' (৭।৩।৯৭) কাত্যায়নের এই বচনানুসারে গুণের অভাব হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টম সাম-মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই,—

একটি বঙ্গানুবাদ; যথা,—যেরূপ একমাত্র তুমিই ধনস্বামী, সেইরূপ যদি আমি ঐশ্বর্য্যযুক্ত হই, তবে আমার স্তোতা যেন গোযুক্ত হয়।"

একটী ইংরাজী অনুবাদ; যথা,—"If I, O Indra, were like the single ruler over wealth, my worshippers should be rich in kine."

আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (২০অ—৭খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শচীপতে' শক্তিমন্ ইন্দ্র! 'অস্মৈ' 'মনীষিণে' মনস ঈশিত্রে স্তোত্রে 'দিৎসেয়ং' দাতুমিচ্ছেয়ং, তদনন্তরং 'শিক্ষেয়ং' প্রার্থিতং ধনং দদ্যাঞ্চ 'যদ্' যদি 'অহং' 'গোপতিঃ' গবামধিপতিঃ ত্বৎপ্রসাদাৎ ভবেয়ং॥ (২০অ ৭খ-১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৮৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানকে 'শচীপতে' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ভাষ্যকার উহার অর্থ করিয়াছেন—"শক্তিমন"। আমরাও তাহা স্বীকার করি। পুরাণাদির "সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরঃ হরিঃ" বাক্য আপামর সাধারণ সকলেই জানেন। সৎকর্ম্মের অধিপতি ভগবান। অর্থাৎ সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইলে, তাহা ভগবানের কৃপাতেই সম্ভবপর হয়। ভগবানের দয়া লাভ করিতে না পারিলে মানুষ অভীষ্টানুরূপ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না। 'সৎকর্ম্মে শতবাধা' এই প্রবাদবাক্যটী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রিপুগণ সর্ব্বদাই মানবকে উদ্‌ভ্রান্ত, বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিতেছে। মোহমায়াদি রিপুগণ মানবকে আপাতঃমধুর প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করে। এমন কি সৎকর্ম্মসাধন ব্যপদেশে শয়তান মানুষের অন্তরকে কলুষিত করে। একটা উদাহরণ গ্রহণ করা যাউক। আমি আজ অনেক দরিদ্র অন্ধ আতুর প্রভৃতিকে ভোজন করাইয়া বস্ত্রাদি দান করিলাম। সৎকার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু শয়তানের কারসাজিতে এই সৎকার্য্যটি ভিন্নরূপ ধারণ করিতে পারে। দরিদ্র ভোজনের পর এই সময়েই আমি মনে করিতে পারি 'ও! আমি তো সহজ ব্যক্তি নই, দয়াপরবশ হইয়া আমি একজন দরিদ্রের সেবা করিলাম, তাহাদিগকে ধন বস্ত্র দান করিলাম, নিশ্চয়ই আমার যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে'। এই মনোভাব, এই আত্মম্ভরিতা—ইহাই শয়তানের কার্য্য। এই ভাব সতিকার সৎকার্য্যকে হীন করিয়া দিল, কর্ম্মকর্ত্তার অধঃপতনের কারণ হইল। কারণ এই মনোবৃত্তি, এই আকাঙ্ক্ষা কর্ম্মসাধককে যে শুধু বদ্ধ করিবে তাহা নয়, তাহাকে অধঃপতনের পথেও লইয়া যাইবে। সেই জন্যই হিন্দু কর্ম্মযোগে নিষ্কাম কর্ম্মের এত মাহাত্ম্য। হিন্দু কর্ম্ম করেন বটে, কিন্তু ফলাশায় নয়, তিনি কর্ম্ম করেন ভগবানের প্রীতির জন্য। তাই সর্ব্বকর্ম্মশেষে হিন্দু বলেন—'শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু'। মন্ত্রের অন্তর্গত 'শচীপতে' পদে তাহারই আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে।

মন্ত্রের 'দিৎসেয়ং' পদটীও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পদ দ্বারা মন্ত্র ভগবানের

করুণার পরিচয় দিতেছেন। ভগবান্ মানুষকে পরমধন দান করিবার জন্যই প্রস্তুত আছেন, মানুষ সেই দান গ্রহণ করিবার উপযুক্ততা লাভ করিলেই হয়। কারণ দান গ্রহণ করিবার অথবা তাহা রক্ষা করিবার শক্তি না থাকিলে সেই দান পাইয়া তো লাভ নাই। ভগবানের করুণাধারা অজস্রধারায় প্রবাহিত হইতেছে, তাহা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন কর, দেখিবে তাঁহার অমৃতসিঞ্চনে অভিষিক্ত হইবে। তাঁহার অফুরন্ত ভাণ্ডারদ্বার সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। মানব অগ্রসর হও, ভগবানের পরমদান গ্রহণ কর। তিনি 'দিৎসেয়ং'- সর্ব্বস্ব তাঁহার সন্তানগণকে বিলাইয়া দিতেই তিনি প্রস্তুত আছেন। মন্ত্রের এই অন্তর্যামী মানব গ্রহণ করিতে পারিলে তাহার জীবন সার্থক হইবে।

মন্ত্রের মধ্যে পরমদাতা ভগবানের সেই পরমধন লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে "হে ভগবন্! যাহাতে আমি পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। আমাকে এমন সাধনশক্তি প্রদান করুন, আমাকে এমনভাবে পরিচালিত করুন যে, আমি যেন আপনার চরণপ্রান্তে পৌঁছিবার উপযোগী জ্ঞান লাভ করিতে পারি। আপনার করুণা ব্যতীত আমার কি শক্তি আছে যে, নির্ব্বিঘ্নে আপনার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি। চারিদিকে রিপুগণের আক্রমণ, মোহের প্রলোভন বর্ত্তমান আছে। তাহাদের ভীষণ আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারি, আমার এমন শক্তি নাই। হে প্রভো, হে দয়াময়! আমাকে আপনার শক্তি দান করিয়া, আপনার মহাজ্ঞান দান করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন। যাহাতে আমি আপনার সেবকের যোগ্য হইতে পারি, তাহার বিধান করুন মন্ত্রের মধ্যে বিশেষভাবে এই প্রার্থনাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে শক্তিমান্! যদি আমি গোপতি হই, তবে এই স্তোত্রকে দান করিতে ইচ্ছা করিব এবং (প্রার্থিতধন) দান করিব।" দেবতাকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলার উদ্দেশ্য কি? প্রচলিত মতানুসারে মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক নহে; অধিকন্তু ইহাই মনে হয় যে, মন্ত্রোচ্চারণকারী যেন দেবতাকে নীতিশিক্ষা দিতেছেন। আমাদের কথার ভাব বর্ত্তমান মন্ত্রের ঠিক পূর্ব্বমন্ত্রের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিবেন। ইহার পূর্ব্বমন্ত্রটীর নিম্নরূপ প্রচলিত ব্যাখ্যা পরিদৃষ্ট হয়,—"হে ইন্দ্র! যেরূপ একমাত্র তুমিই ধনস্বামী, সেইরূপ যদি আমি ঐশ্বর্য্যযুক্ত হই, তবে আমার স্তোতা যেন গোযুক্ত হয়।" অর্থাৎ ভাবখানা এই যে,—আমাকে তোমার সমগ্র ঐশ্বর্য্য দাও, অথবা আমি যদি প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতাম তাহা হইলে আমার নিকট প্রার্থনাকারীকে খুব দান করিতাম, তাহার সকল অভাব পূর্ণ করিতাম। কিন্তু তুমি এত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও আমাদিগকে উপযুক্ত পরিমাণে ধনদান করিতেছ না। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে যেন ইহাই বলা হইতেছে, ভগবানের চেয়ে, আমার বুদ্ধি, উদারতা অনেক বেশী, এবং তাঁহার অপেক্ষাও আমার কর্ম্মশক্তি প্রবলতর। অথবা ইহাও বুঝা যাইতে পারে যে, মানুষ কোন জিনিষ আদায় করিবার নিমিত্ত যেমন শিশুকে ভুলাইবার চেষ্টা করে, এই মন্ত্রেও দেবতাকে ভুলাইবার ঠিক সেইরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে। আলোচ্য মন্ত্রেও এই ভাবই

প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের মত যথাস্থানেই বিবৃত হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (২০অ-১খ-১সূ-২সা)।*

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ধেনুষ্ট ইন্দ্র সূনৃতা যজমানায় সুন্বতে।
১র ২র ৩ ১ ২
গামশ্বং পিপ্যুষী দুহে॥৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'পিপ্যুষী' (পোষয়িত্রী, আত্মপোষণসমর্থং ইত্যর্থঃ) 'সূনৃতা' (সত্যস্বরূপং) 'তে' (তব, ত্বৎসম্বন্ধীয়ং) 'ধেনুঃ' (জ্ঞানং) 'সুন্বতে' (শুদ্ধসত্ত্ব-সম্পন্নায়) 'যজমানায়' (সাধকায়) 'গাং অশ্বং' (পরাজ্ঞানং তথা ব্যাপকজ্ঞানং, সর্ব্ববিধং জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'দুহে' (প্রযচ্ছতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্নাঃ সাধকাঃ পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (২০অ-১খ-১সূ-৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! আত্মপোষণসমর্থ সত্যস্বরূপ আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞান, শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন সাধককে পরাজ্ঞান এবং ব্যাপকজ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্ববিধ জ্ঞান প্রদান করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব-সম্পন্ন সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (২০অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'তে' তব 'সূনৃতা' স্তুতি-রূপা বাক্ 'ধেনুঃ' দোগ্ধ্রী গৌর্ভূত্বা 'সুন্বতে' সোমাভিষবং কুর্ব্বতে 'যজমানায়' 'গাং' 'অশ্বং' চ। উপলক্ষণমেতৎ। গবাশ্বাদিকং সর্ব্বমভি-লষিতং 'দুহে' দুগ্ধে। কিংকুর্ব্বতী? 'পিপ্যুষী' তমেব যজমানং প্রবর্দ্ধয়িত্রী॥৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্দ্দশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১৮৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবৎজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সেই জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। মন্ত্রে সেই জ্ঞানের স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। প্রথমে বলা হইয়াছে,—সেই জ্ঞান 'সূনৃতা' অর্থাৎ সত্যস্বরূপ। ইহাই ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের উপযুক্ত বিশেষণ। তার পরেই বলা হইয়াছে –'পিপ্যুষী'। এই পদের ভাষ্যার্থ,—"যজমানং প্রবর্দ্ধয়িত্রী" অর্থাৎ যাহা যজমান অথবা সাধককে প্রবর্দ্ধিত করে, উন্নত করে। ভগবৎজ্ঞানের ন্যায় উন্নতিসাধক আর কি থা'কতে পারে? যাঁহার হৃদয়ে সেই জ্ঞানের আলোক বিকাশলাভ করিয়াছে, যিনি সেই পরমজ্যোতিঃ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি ক্রমশঃই উন্নত হইতে উন্নতর লোকে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়েন। জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষ প্রকৃত উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। 'পিপ্যুষী' পদের অর্থ 'পোষণকারী'। যে বস্তু সাধকের আত্মাকে পরিপোষণ করে, সেই বস্তুকে 'পিপ্যুষী' বলা যায়। জ্ঞানই মানবাত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পোষণকারী, কারণ এই জ্ঞানের বলেই মানুষ তাহার স্বরূপাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞানই মানুষকে দেখাইয়া দেয় যে, সে হীন পতিত নয়, সে শৃগালশাবক নয়, সে সিংহ। জন্মজরামরণকবলিত দুর্ব্বল জীব নয়, সে অজর অমর শাশ্বত নিত্যজীব! মানুষের এহেন পরিবর্ত্তন কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভবপর হয়। মন্ত্রে জ্ঞানের মহিমাই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

এতৎসহ একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল, তাহা এই,–"হে ইন্দ্র! তোমার সত্যপ্রিয় এবং প্রবর্দ্ধক (স্তুতিরূপ) দেহ সোমাভিষবকারীকে গাভী ও অশ্ব দান করে।" (২০অ—১৭খ–১সূ—৩সা)। *

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
মহে রণায় চক্ষসে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যুয়ং যা 'আপঃ' (অমৃতপ্রবাহাঃ) 'ময়োভুব' (সুখস্য হেতুভূতাঃ, পরমসুখদায়কাঃ) 'স্থ' (ভবথ) 'তাঃ' যূয়ং 'হি' (এব) উর্জ্জে' (আত্মশক্তয়ে, আত্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'নঃ'

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্দ্দশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

(অস্মান্) 'দধাতন' (যোগ্যান্ কুরুত); 'মহে' (মহতে) 'রণায়' (রমণীয়ায়) 'চক্ষসে' (দর্শনায়, জ্ঞানলাভায় ইত্যর্থঃ) অস্মান্ যোগ্যান্ কুরুত ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অমৃতেন সহ পরাজ্ঞানং লভেমহি - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২০অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আপনারা যে অমৃতপ্রবাহ পরমসুখদায়ক হয়েন, সেই আপনারাই আত্মশক্তিলাভের জন্য আমাদিগকে যোগ্য করুন; মহান্ রমণীয় জ্ঞান লাভের জন্য আমাদিগকে যোগ্য করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। আমরা অমৃতের সহিত পরাজ্ঞান যেন লাভ করি।)। (২০অ—১খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হি' যস্মাৎ কারণাৎ 'আপঃ' যা যূয়ং ময়োভুবঃ' ময়সঃ সুখস্য ভাবয়িত্র্যঃ 'স্থ' ভবথ, 'তাঃ' তাদৃশ্যো যূয়ং 'নঃ' অস্মান্ 'ঊর্জ্জে' অন্নায় 'দধাতন' ধত্ত অন্ন-প্রাপ্তি-যোগ্যানস্মান্ কুরুত অন্নমস্মভ্যং দত্তেত্যর্থঃ 'মহে' মহতে 'রণায়' রমণীয়ায় 'চক্ষসে' দর্শনায় সম্যক্ জ্ঞানং প্রতি যোগ্যান কুরুতেত্যর্থঃ॥ (২০অ ১খ ২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৮৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

মন্ত্রে অমৃতস্বরূপ ভগবানের নিকট শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। অমৃতকে 'ময়োভুবঃ' অথবা সুখের হেতুভূত বলা হইয়াছে। আমরা এখানে দেখিতে চেষ্টা করিব যে, সুখ কি বস্তু এবং অমৃতত্বই বা কি এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধই বা কি।

অমৃত বলিতে সাধারণতঃ এমন বস্তুকে বুঝায় যাহা পান করিলে মানুষ অমরত্ব লাভ করে, মৃত্যুর অধীন হয় না। কিন্তু কি সেই বস্তু যাহা মর মানুষকে অমরত্ব দান করে?

সকল মানুষই অথবা সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই কায়িক মৃত্যুর অধীন। কিন্তু স্বরূপতঃ কোন বস্তুরই ধ্বংস নাই, ধ্বংস থাকিতে পারে না। যাহা আছে, তাহার আত্যন্তিক বিনাশ সম্ভবপর নয়। সুতরাং একদিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায়, বস্তুমাত্রেই অমর, ধ্বংসহীন। তাহাই যদি হয়, তবে অমরত্বের জন্য এত আকুলতা কেন? বস্তু আত্যন্তিক ধ্বংসহীন সত্য, কিন্তু পরিবর্ত্তনের অধীন। এই পরিবর্ত্তনই মানুষকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, অথবা এই

পরিবর্ত্তনকেই মানুষ মৃত্যু নামে অভিহিত করে। মানুষ যে অবস্থায় আছে, যে জগতে, যে নির্দ্দিষ্ট ধারায় সে জীবন অতিবাহিত করিতেছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অজানিত, সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ বিভিন্ন জীবনের আরম্ভ করিতে মানুষ ইচ্ছুক নয়। তাই মানুষ মৃত্যুনামে পরিচিত পরিবর্ত্তনকে এত ভয় করে। বাস্তবিকপক্ষে মৃত্যু দুঃখজনক না হইলেও ব্যবহারিক হিসাবে, সংসারের অথবা সাধনার দিক দিয়া এই পরিবর্ত্তন জীবের পক্ষে অশান্তিজনক বটে। সেই জন্যই উচ্চশ্রেণীর সাধকগণও ইহজগতে দীর্ঘজীবনের কামনা করেন, এমন কি অমরত্বও প্রার্থনা করেন। অবশ্য সাধকদের অমরত্ব তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত অবস্থায় পৌঁছাইয়া দেয়।

কিন্তু অমরত্ব প্রাপ্তির জন্য যে প্রার্থনা তাহার একটা বিশেষ অর্থ আছে। এই জন্মজরামরণরূপ পরিবর্ত্তনের হাত হইতে চিরতরে উদ্ধারলাভ করাই, অমরত্ব প্রাপ্তির উদ্দেশ্য। মানুষ যদি এই সকল পরিবর্ত্তনকে পরিত্যাগ করিতে পারে, অথবা এই সকল পরিবর্ত্তন যদি মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারে তাহা হইলে মানুষ এই সকল দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। এই দিক দিয়াও অমরত্ব লাভ বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু অমরত্ব লাভের ইহাপেক্ষা গভীরতর ও মহত্তর উদ্দেশ্য বর্ত্তমান আছে। প্রকৃত অমর কে? যাঁহার ধ্বংস নাই, পরিবর্ত্তন নাই, অক্ষয় অব্যয়, তিনিই অমর। সামান্য মানব কিরূপে সেই অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে? হাঁ, পারে। মানুষ সামান্য জীব নয়, মানুষ ভগবানেরই অংশ, সুতরাং যে অমৃতস্বরূপ হইতে সে আসিয়াছে, মোহমায়ার শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া সে আবার তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইতে পারে। সেই ফিরিয়া যাওয়াই অমৃতত্ব প্রাপ্তি। মানুষ সেই অবস্থা প্রাপ্তির জন্যই প্রার্থনা করে। অর্থাৎ মানুষ আপনার স্বরূপত্ব লাভ করিতে চায়। এই অবস্থায় পৌঁছিতে পারিলে মানুষ শুধু যে তথাকথিত ধ্বংস অথবা পরিবর্ত্তনের হাত হইতে রক্ষা পান, তাহা নয়, তখন তিনি রিপু প্রভৃতির আক্রমণের বহির্ভূত হইয়া যান। তাঁহার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই সুখ। তাই, অমৃতের সহিত সুখের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে।

মন্ত্রের মধ্যে দুইটী বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ অমৃতত্বপ্রাপ্তি, দ্বিতীয়তঃ পরাজ্ঞান লাভ। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। এই উভয় বস্তুলাভের উপযোগী শক্তি লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। যাহা হউক, এই মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে আমরা একটী বঙ্গানুবাদও নিম্নে প্রদান করিলাম। তাহা এই,—"হে জল! তুমি সুখের আধারস্বরূপ। তুমি অন্নসঞ্চয় করিয়া দাও। তুমি অতি চমৎকার বৃষ্টিদান কর।" (২০অ—১৭খ—২সূ ১সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের নবম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)। শুক্লযজুর্ব্বেদের একাদশ অধ্যায়ের ত্রিংশী কণ্ডিকায় পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩১২৩ ২৩১২ ৩১ ২
যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
৩ ১ ২ ৩১২
উশতীরিব মাতরঃ॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'যঃ রসঃ' (যং অমৃতং) 'শিবতমঃ' (পরমমঙ্গলদায়কং—ভবতি ইতি যাবৎ) 'উশতঃ ইব মাতরঃ' (পুত্রমঙ্গলকামিন্যঃ মাতরঃ যথা পুত্রেভ্যঃ স্তন্যসুধাং প্রযচ্ছন্তি তদ্বৎ যূয়ং) 'নঃ' (অস্মান্) 'তস্য' (প্রসিদ্ধং তৎ অমৃতং ইতি ভাবঃ) 'ভাজয়ত' (প্রাপয়ত)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২০অ—১খ—২সূ—২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! আপনাদের যে অমৃত পরমমঙ্গলদায়ক, পুত্রমঙ্গলকামী মাতা যেমন পুত্রদিগকে স্তন্যসুধা প্রদান করেন সেইরূপভাবে আপনারা আমাদিগকে প্রসিদ্ধ সেই অমৃত প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃত প্রদান করুন।)॥ (২০অ—৭খ—২সূ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে আপঃ 'বঃ' যুষ্মাকং স্বভূতঃ 'যঃ' 'রসঃ' 'শিবতমঃ' সুখতমঃ 'ইহ' অস্মিন্ লোকে 'তস্য' তং রসং 'নঃ' অস্মান্ 'ভাজয়ত' সেবয়ত উপযোজয়তেত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'উশতীরিব' পুত্রসমৃদ্ধিং কাময়মানাঃ 'মাতরঃ' স্তন্যং রসং যথা ভাজয়ন্তি প্রাপয়ন্তি তদ্বৎ। ২॥

দ্বিতীয় (১৮৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমে আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। তাহা এই—"হে জলগণ! তোমরা স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, তোমাদিগের যে রস অতি সুখকর আমাদিগকে তাহার ভাগী কর।" মন্ত্রের মধ্যে জলবাচক কোন শব্দ নাই। সুতরাং অনুবাদকার

এবং ভাষ্যকারও 'জল' শব্দ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা মনে করি, দেবগণকেই সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে। 'তাঁহাদের অমৃত' বলিতে অমৃতপ্রবাহকেই লক্ষ্য করে, এবং দেবগণই মানুষকে অমৃত দিতে সমর্থ। কিন্তু ভাষ্যকার যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা কোন সুষ্ঠু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না দেখা যাউক।

ভাষ্যকার জলকে সম্বোধন করিয়া তাহাকে স্নেহময়ী জননীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। আবার সেই জলের যে 'রস' তাহার অংশ পাইবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'জল' তরলপদার্থ, তাহা নিজেই রস, তবে তাহার আবার রস থাকিবে কিরূপে?

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, 'জল' শব্দকে সাধরণ অর্থে গ্রহণ করিলে কোন অর্থই পাওয়া যায় না। কিন্তু এই জল কি পদার্থ, যাহার স্বতন্ত্র 'রস' পাইবার জন্য সাধক প্রার্থনা করিতেছেন? আমরা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই 'আপঃ নারায়ণঃ স্বয়ং" অর্থাৎ জলই নারায়ণ। ইহার অর্থ কি? 'জলই নারায়ণ' হইবেন কিরূপে? একটু ভাবিয়া দেখা যাউক। অন্যত্র শ্রুতি বলিতেছেন—'রসঃ বৈ সঃ"—তিনি রসস্বরূপ। সুতরাং বুঝিতে পারি নাকি 'রস' শব্দে কি পদার্থ বুঝায়? 'রস' সেই পরমপুরুষের শক্তিকেই বুঝায়, তাঁহার শক্তিই যেন তাঁহা হইতে একটু পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সেই শক্তিও শক্তিমান্ অভিন্ন। লীলার জন্য, ব্যবহারিক হিসাবে বুঝিবার জন্য শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ কল্পনা করি। যাহা হউক, আমরা দেখিলাম যে, 'রস' শব্দে ভগবানের শক্তিকেই লক্ষ্য করে।

কিন্তু ভাষ্যাদিতে জলও রসের মধ্যে পার্থক্য কল্পিত হইয়াছে। জল ও রসকে পৃথকভাবে গ্রহণ করার কারার কারণ এই যে, 'জল' বলিতে যাহা বুঝায়, 'রস' শব্দে তাহার গাঢ়তর বিকাশ বুঝায়। মোটের উপর 'বঃ রসঃ' পদদ্বয়ে অমৃতকেই লক্ষ্য করিয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী শব্দ লক্ষ্য করুন; পরবর্ত্তী শব্দ 'শিবতমঃ' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম মঙ্গলদায়ক অথবা মঙ্গলস্বরূপ। এই পরম মঙ্গলের মূলীভূত কারণ কি হইতে পারে? আবার সেই 'রস' প্রার্থনার ভাবও লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'উশতীঃ মাতরঃ যথা' অর্থাৎ পুত্রের বৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করিয়া মাতা যেমন তাহাকে আপনার স্নেহভাণ্ডারের অমৃত দান করেন, ঠিক তেমনিভাবে যেন আমরা সেই অমৃত প্রাপ্ত হই। মাতার স্নেহের সহিত তুলনা দেওয়ায় 'রস' অথবা 'জল' শব্দের সার্থকতা লক্ষিত হইতে পারে। কারণ ভগবানের করুণাকে অমৃতপ্রবাহরূপে গ্রহণ করা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত এই অর্থের মধ্যেও সত্য আছে, যদি সেই সত্য উপযুক্ত উপায়ে নিষ্কাশিত করা যায়।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, মন্ত্রের এত দুরার্থ গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। মন্ত্রের প্রার্থনা ভগবানের উদ্দেশেই উচ্চারিত হইয়াছে। 'বঃ' তাই 'যুষ্মাকং' অর্থাৎ দেবতাদিগের অর্থই সঙ্গত। অবশ্য এখানে বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই ভগবান্ বহু নহেন। 'গৌরবে বহুবচনম্' সূত্রানুসারে বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে—হে ভগবন্! আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃত প্রদান করুন, মাতা যেমন সস্নেহে তাঁহার সন্তানের মঙ্গলকামনায় তাঁহার আয়ত্তাধীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু দান

করেন, তদ্রূপ আপনি আমাদিগকে আপনার করুণার ধারায় অভিষিক্ত করিয়া কৃতার্থ করুন।" (২০অ—১খ—২সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।

১ ২ ৩ ১ ২
আপো জনয়থা চ নঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আপঃ' (অমৃতস্বরূপাঃ হে দেবাঃ) যূয়ং 'যস্য' (যস্য পাপস্য) 'ক্ষয়ায়' (বিনাশায় বিনাশে ইত্যর্থঃ) 'জিন্বথ' (প্রীণয়থ) 'তস্মৈ' (তাদৃশায় পাপক্ষয়ায়) 'অরং' (ক্ষিপ্রং) 'বঃ' (যুষ্মান্) বয়ং 'গমাম' (প্রাপয়াম, প্রাপ্নুয়াম); 'চ' (তথা) হে দেবাঃ! 'নঃ' (অস্মাকং) 'জনয়থ' (উৎপাদয়—পাপনাশিকাং শক্তিং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে দেব! অস্মভ্যং পাপনাশিকাং শক্তিং প্রদেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ—১খ-২সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতস্বরূপ হে দেবগণ! আপনারা যে পাপের বিনাশে প্রীত হয়েন, সেই পাপক্ষয়ের জন্য ক্ষিপ্র আপনাদিগকে যেন প্রাপ্ত হই; এবং হে দেবগণ! আমাদের পাপনাশিকা শক্তি উৎপাদন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে পাপনাশিকা শক্তি প্রদান করুন।)॥ (২০অ—১খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'আপঃ'! যূয়ং 'যস্য' পাপস্য 'ক্ষয়ায়' বিনাশায় 'জিন্বথ' অস্মান্ প্রীণয়থ, 'তস্মৈ' তাদৃশায় পাপ-ক্ষয়ায় 'অরং' ক্ষিপ্রং 'বঃ' যুষ্মান্ 'গমাম' গময়ামাস বয়ং শিরসি প্রক্ষিপামেত্যর্থঃ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের নবম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

যথা, যস্মাদ্বয় ক্ষয়ায় নিবাসার্থং যূয়মোষধীর্জিন্বথ তর্পয়থ, তস্মৈ তদন্নমুদ্দিশ্য বয়মলং পর্য্যাপ্তং যথা ভবতি তথা বো যুষ্মান্ গমাম গচ্ছাম। কিঞ্চ, হে আপঃ! 'নঃ' অস্মান্ 'জনয়থ' পুত্র-পৌত্রাদি-জননে প্রযোজয়তেত্যর্থঃ। (২০অ—১খ-২সূ-৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৮৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার প্রধানভাব এই যে, ভগবানের কৃপায় আমরা যেন আমাদের মধ্যে পাপনাশিকা শক্তি সমুৎপাদিত করিতে পারি। অমৃতস্বরূপ দেবতাকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটী উচ্চারিত হইয়াছে। ভগবানের একটী বিশেষভাব মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রকাশিত হইয়াছে। মন্ত্রের সেই অংশটী এই,—"যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ" যাহার বিনাশে আপনি প্রীতিলাভ করেন। এখানে 'যস্য' পদে ভাষ্যকার 'যস্য পাপস্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মতেও এই অর্থই এখানে সঙ্গত। কারণ একমাত্র পাপের অন্যায়ের বিনাশে ভগবান্ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন।

কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া মন্ত্রের অকথিত পদ অধ্যাহার করা যাইতে পারে তাহার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই মন্ত্রে পাওয়া যায়। ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম এই যে,—পদ-সমূহের একত্র সন্নিবেশ দ্বারা যখন ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কোন একটী পদাংশ বা পদ অধ্যাহার করিলে বাক্য পূর্ণতা লাভ করে, তখন সেই পদ বা পদাংশকে অধ্যাহার করা যায়। যেমন কোন বাক্য দ্বারা যখন গমন অর্থ প্রকাশ করে, অথচ সেই বাক্যে গমনার্থক কোন ধাতু নাই, হয় কেবলমাত্র একটা উপসর্গ আছে, তখন সেই বাক্যার্থ সম্পূর্ণ করিবার জন্য গমনার্থক ধাতু অধ্যাহার করা যায়।

ব্যাকরণের দিক হইতে যেমনভাবে পদ অধ্যাহার করা যায়, ঠিক সেইরূপভাবে অর্থ ও ভাবের দিক দিয়াও পদ অধ্যাহার করা যায়। তাহার উদাহরণ বর্ত্তমান মন্ত্রে পাওয়া যায়। মন্ত্রের প্রথমাংশে আছে-"যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ"-তাহার সাধারণ অর্থ—'যাহার ক্ষয়ে প্রীত হও।' কিন্তু এখানে 'যস্য' পদে কি অর্থ প্রকাশ করে? অথবা কোন বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে 'যস্য' এই সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হইয়াছে? এখানে দেখিতে হইবে, সমগ্র মন্ত্রটীর ভাব কি? এই মন্ত্রের মূলভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই উক্ত পদ অধ্যাহারের মর্ম্ম অধিগত হইবে। ভগবান্ কিসের বিনাশে প্রীত হইতে পারেন? এই জগতের মানব তাঁহার সন্তান, সুতরাং তাহাদের কোন অনিষ্ট সাধিত হইলে ভগবানের প্রীতি লাভের সম্ভাবনা নাই, বরং তাহাদের অমঙ্গলে তিনি অসুখী হইবেন।

সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, কিসের বিনাশে তিনি সুখী হইতে পারেন? বিশ্বমঙ্গল নীতি অনুসারে বিশ্ব পরিচালিত হয়। তাহাতে অমঙ্গলের স্থান নাই। যাহাতে অমঙ্গল দূরীভূত হয়, পাপ বিনষ্ট হয়, তাহাই ভগবানের ইচ্ছা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পাপের বিনাশেই ভগবানের প্রীতিলাভ সম্ভবপর। তাহার অন্যবিধ কারণ

আছে। পাপ বিনষ্ট হইলে মানব, ভগবানের সন্তান, সেই ভীষণ রিপুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার লাভ করে। তাহার জন্যও ভগবানের প্রীতি লাভ হয়। সুতরাং ভাষ্যকার 'যস্য' পদের সঙ্গে 'পাপস্য' পদ অধ্যাহার করিয়া সঙ্গত কাজই করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার এই মত সমর্থন করি।

এই মন্ত্রের প্রথমাংশ এই,—"যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ তস্মৈ অরং বঃ গমাম" অর্থাৎ যে পাপের ক্ষয়ে আপনি (অথবা আপনারা) প্রীত হয়েন, সেই পাপক্ষয়ের জন্য যেন আমরা আপনাকে প্রাপ্ত হই পাপক্ষয়ে ভগবান্ প্রীত হয়েন সত্য, কিন্তু মানুষের পক্ষে সেই শক্তি লাভ করা ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ। মানুষ সেই শক্তি লাভের জন্য ভগবানের চরণেই প্রার্থনা করিতে পারে এবং ভগবানের কৃপাতেই তাহা লাভ করা সম্ভবপর। তাই বলা হইয়াছে "তস্মৈ বঃ গমাম" সেই উদ্দেশ্যে সেই পাপবিনাশের জন্য যেন আমরা আপনার চরণে উপস্থিত হইতে পারি; অথবা আপনার চরণাশ্রয়ে থাকিয়া যেন আমরা পাপের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারি—পাপবিনাশ করিতে পারি: হে প্রভো! আপনি তো পাপের ধ্বংসে প্রীতিলাভ করেন, আমাদিগকে সেই পরমা শক্তি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা পাপবিনাশ করিতে পারি। নিষ্পাপ অবস্থা লাভ থাকিয়া আপনার চরণে উপনীত হইতে পারি।" মন্ত্রের প্রথমাংশে এই প্রার্থনাই উচ্চারিত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের প্রার্থনার ভাবও প্রথমাংশেরই অনুরূপ। দ্বিতীয়াংশ—'নঃ চ জনয়থ'. এখানে 'চ' অব্যয়টী সংযোজক। প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় অংশের সংযোগ সাধন করিতেছে। সুতরাং প্রথমাংশের ভাবের সহিত দ্বিতীয় অংশের ভাবের ঐক্য থাকিবে. তাই উক্ত অংশের অর্থ দাঁড়ায়—'আমাদের মধ্যে সেই পাপনাশিকা শক্তি উৎপাদন করুন' অর্থাৎ আমরা যেন আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা পাপবিনাশে সমর্থ হই। আমাদের মধ্যে ভগবান্ যেন শক্তির অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আমাদিগকে পাপ ধ্বংস করিবার শক্তিদান করেন।

জগতের মধ্য দিয়া, মানুষের মধ্য দিয়াই ভগবৎশক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। মানুষের মধ্যে যে শক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়, তাহা ভগবানেরই শক্তি। তাই ভগবানের শক্তি-লাভের কামনাই মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী ব্যাখ্যাও প্রদান করিতেছি। প্রথমটী বাঙ্গালা অনুবাদ। তাহা এই,—"হে জলগণ! যে পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত তোমরা প্রস্তুত আছ, সেই পাপক্ষয় কামনায় আমরা তোমাদিগকে মস্তকে নিক্ষেপ করি। তোমরা আমাদিগের বংশ বৃদ্ধি কর" এখানে ব্যাখ্যাকার 'জল'কে সম্বোধন করিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু 'জল' শব্দে যদি সাধারণ পানীয় বস্তু জল বুঝায়, তাহা হইলে উহা বহুবচনে ব্যবহৃত হইবে কেন, তাহা বুঝা যায় না। বিশেষতঃ এই ব্যাখ্যাটী পড়িলে মনে হয়, উহা যেন একটা স্নানের মন্ত্র. শরীরে জল দেওয়ার পূর্ব্বে মন্ত্রটী উচ্চারণ করা হইতেছে। কিন্তু সাধারণ জলের পাপনাশিকা কি শক্তি থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আবার এই ব্যাখ্যার শেষ অংশ আরও অদ্ভুত। শেষ অংশে বলা হইয়াছে সেই জল যেন আমাদের বংশ বৃদ্ধি করে। এই কথার কি অর্থ বা

কি সার্থকতা থাকিতে পারে, তাহা বুঝা দুষ্কর। যাহা হউক, আমরা এস্থলে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। সেই অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নে! তুম জিস্ পাপকে বিনাশকে লিয়ে হমেঁ প্রেরণা করতে হো উস পাপক্ষয়কে লিয়ে শীঘ্র হী তুম্হে হম অপনে শিরপর ডালতে হ্যায়। হে অগ্নে হমেঁ পুত্র পৌত্রাদিকো উৎপন্ন করনেমে প্রযুক্ত করো।" (২০অ—৭খ—২সূ—২সা)॥ *

—•—

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বাত আ বাতু ভেষজ৺ শম্ভু ময়োভু নো হৃদে।

২ ৩ ১ ২
প্র ন আয়ূ৺ষি তারিষৎ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ভবৎকৃপয়া 'বাত' (বায়ুঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'হৃদে' (হৃদয়ে) 'শম্ভু' (রোগশমনস্য ভাবয়িতৃ, ব্যাধিনাশকং) 'ময়োভু' (সুখস্য ভাবয়িতৃ, সুখসাধকং) 'ভেষজং' (ঔষধং) 'আবাতু' (আনয়তু); তথা 'নঃ' (অস্মাকং) 'আয়ূংষি' (জীবনকালানি) 'তারিষৎ (প্রবর্দ্ধয়তু)। সর্ব্বত্রসঞ্চালনপরঃ বায়ুঃ অস্মাকং প্রাণশক্তিপ্রদঃ ভবতু - ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (২০অ—৭খ—৩সূ—১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার কৃপায় বায়ু আমাদিগের হৃদয়ে ব্যাধিবিনাশক শান্তিপ্রদ ঔষধ আনয়ন করুন; এবং আমাদিগের জীবনকালকে প্রবর্দ্ধিত করুন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—বায়ু আমাদিগকে প্রাণশক্তি দান করুন।)॥ (২০অ—৭খ—৩সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের নবম সূক্তের তৃতীয়া ঋক (সপ্তম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত); শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতার একাদশ অধ্যায়ের দ্বিপঞ্চাশী কণ্ডিকায়ও পরিদৃষ্ট হয়।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাতঃ' বায়ুঃ 'নঃ' অস্মাকং 'হৃদে' হৃদয়ায় 'ভেষজং' ঔষধং উদকং বা 'আ বাতু' আগময়তু। কীদৃগ্‌ভূতং? 'শম্ভু' রোগ-শমনস্য ভাবয়িতৃ, 'ময়োভু' ময়ঃ সুখস্য চ ভাবয়িতৃ। অপিচ 'নঃ' অস্মাকং 'আয়ূংষি' অন্নানি বা 'প্র তারিষৎ' প্রবর্দ্ধয়তু॥ ১॥

* * *

প্রথম (১৮৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সাধারণ প্রার্থনামূলক। বায়ু সর্ব্বব্যাপী। বায়ু প্রাণরূপে অবস্থিত। সুতরাং বায়ু যদি মানুষের ব্যাধিনাশক ও সুখসাধক হয়, তাহা হইলে উদ্বেগের কারণ আর বিশেষ কিছু থাকে না। তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে, 'বায়ু আমাদিগের ঔষধ-স্বরূপ হউক।' যাহার মধ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করিতে হয়, যাহার মধ্যে সর্ব্বদা বিরাজমান আছি, সে যদি ব্যাধিনাশক এবং শান্তিপ্রদায়ক হয়, তাহা হইলে ভাবনার কারণ কিছুই থাকে না। জীব বায়ু-সমুদ্রে নিমজ্জমান; বায়ু চারিদিকে ঘেরিয়া আছে; বায়ু ভিন্ন নিমেষমাত্র অবস্থানের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বায়ুর নিকট অথবা বায়ুর সম্বন্ধে মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে; বলা হইয়াছে,—'বায়ু আমাদিগের ব্যাধিনাশক ও সুখসাধক হউক।'

এখানে একটী বিষয় প্রধানতঃ লক্ষ্য করিবার আছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় ভাষ্যাদিতে এই মন্ত্রটীর দেবতা 'বায়ু' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে 'ইন্দ্রই' দেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যদিও ভাষ্যাদিতে সে ভাব প্রকাশ নাই, কিন্তু তাৎপর্য্যার্থে তাহাই সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে। অথচ, বায়ুও একজন দেবতা। বায়ু যখন নিজেই একজন দেবতা, তখন তাঁহার শান্তিপ্রদ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য, অপরের নিকট অর্থাৎ অন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হয় কেন? এই সমস্যার সমাধানে দ্বিবিধ ভাব মনে আসিতে পারে। প্রথমতঃ, দেবতত্ত্ব যাঁহার অধিগত হইয়াছে, 'সর্ব্বদেবময় ব্রহ্ম' বলিয়া যাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে; তিনি, কি বায়ুকে, কি অগ্নিকে, অথবা অন্য যে কোনও দেবতাকে, মূলতঃ সর্ব্বাধার সেই ভগবানকে, সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন; কেন-না, তাঁহার নিকট ভেদ-ভাব নাই—তাঁহার নিকট সকলই সমান। সুতরাং ইন্দ্রেরই হউক আর বায়ুরই হউক, অথবা ইন্দ্র ও বায়ু যাঁহার রূপ-বিভূতি, তাঁহারই—উপাসনা তিনি করিতেছেন মনে করা যায়। আমরা সেই দৃষ্টিতেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদিগের ব্যাখ্যায়, 'হে ভগবন্' সম্বোধন সেই দৃষ্টিতেই সূচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, যাঁহাদিগের সমদৃষ্টি সঞ্জাত হয় নাই, যাঁহারা দেবতায় ভেদভাব পরিকল্পনা করেন, ইন্দ্রদেবের উপাসক হইলে, তাঁহারা ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন করিয়াই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিয়াছেন মনে করা যাইতে পারে; অথবা, বায়ু-দেবতার উপাসক হইলে, তাঁহাকে

সম্বোধন করিয়াই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন মনে করিতে পারি। ফলতঃ বিভিন্ন স্তরের উপাসকের পক্ষে মন্ত্রের সম্বোধন বিভিন্ন প্রকারে পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু সে সকল সংশয় দূর হয়—যদি সাধারণতঃ ভগবৎ-সম্বোধনে মন্ত্রের প্রযুক্তি স্বীকার করি। আমরা সেই দৃষ্টিতেই মন্ত্রার্থ নিষ্কর্ষ করিলাম।

প্রার্থনা—ভেষজের। কিন্তু সে ভেষজ (ঔষধ) কেমন হওয়ার প্রয়োজন? তাহারই সম্বন্ধে 'শম্ভু' ও 'ময়োভু' পদ দেখিতে পাই; অর্থাৎ, সেই ঔষধ শান্তিপ্রদ ও সুখদায়ক হউক—এই প্রার্থনা। এ পক্ষে একটী পদ বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। সেটি,—'হৃদে' পদ। যে ঔষধ প্রার্থনা করা হইতেছে, তাহা যেন হৃদয়ে আসে—ইহাই এখানকার আকাঙ্ক্ষা। হৃদয় কি প্রকারে ব্যাধিমুক্ত হয়, হৃদয়ে কেমন করিয়া শান্তি আসিতে পারে, সেই প্রার্থনাই এখানে প্রকট দেখি। সুতরাং এখানে প্রার্থী কি সামগ্রী চাহিতেছেন, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। হৃদয় নির্ম্মল হউক, হৃদয়ের কলুষকালিমা দূরে যাউক, হৃদয়ে চিরশান্তি বিরাজ করুক, এই প্রার্থনাই এখানেই প্রকাশমান। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (২০অ ৭খ ৩সূ ১সা)। *

—o—

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩২উ ৩ ২ ৩ ১২
উত বাত পিতাসি ন উত ভ্রাতোত নঃ সখা।
১ ২ ৩ ১ ২
স নো জীবাতবে কৃধি॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৮৬ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ৪৪ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (২অ—৭খ—৭দ—১০সা) পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে "প্র ণ আয়ূংষি" পাঠ দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যের অর্থের অনুসারী হইতে হইলে, পক্ষান্তরে এখানে জলের (বৃষ্টির) কামনা প্রকাশ পাইয়াছে প্রতিপন্ন হয়। কেন-না, ভাষ্যে "ভেষজং" পদের প্রতিবাক্যে "ঔষধং উদকং বা" পদ-সমষ্টি দৃষ্টি হয়। মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদে এই অনুসরণই দেখিতে পাই। কিন্তু প্রচলিত বাঙ্গালা বা ইংরাজী অনুবাদে সে ভাব প্রকাশমান নহে। নিম্নে তিন ভাষার তিনটী অনুবাদে প্রকাশ করিতেছি। তাহাতেই সেই তত্ত্ব বোধগম্য হইবে। যথা,—

(১) "বায়ু হমারে হৃদয়কে অর্থ রোগশান্তি করনেবালে সুখ দেনেবালে ঔষধ বা জলকো প্রাপ্ত করাবেঁ ঔর হমারী আয়ুওঁকো বঢ়াবেঁ।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাত' (বায়ো, হে আশুমুক্তিদায়ক দেব!) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'পিতা' (পালকঃ তথা জনয়িতা) 'অসি' (ভবসি); 'উত' (অপিচ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ভ্রাতা' (ভ্রাতৃস্বরূপঃ স্নেহপরায়ণঃ—ভবসি); 'উত' (তথা) অস্মাকং 'সখা' (বন্ধুস্বরূপঃ - ভবসি ইতি শেষঃ); 'উত' (অপিচ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'জীবাতবে' (জীবনায়, দীর্ঘজীবনং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'কৃধি' (কুরু, সম্পাদয়)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি লোকানাং পিতাভ্রাতাবন্ধুস্বরূপঃ ভবতি; সঃ অস্মভ্যং প্রভূতং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ॥ (২০অ—৭খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আশুমুক্তিদায়ক দেব! আপনি আমাদের পালক এবং জনয়িতা হয়েন; অপিচ আমাদের ভ্রাতৃস্বরূপ স্নেহপরায়ণ হয়েন; এবং আমাদের বন্ধুস্বরূপ হয়েন; অপিচ প্রসিদ্ধ সেই আপনি আমাদের সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্য সম্পাদন করুন। (এই মন্ত্র নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই লোকদিগের পিতাভ্রাতা-বন্ধুস্বরূপ হয়েন; তিনি আমাদিগকে প্রভূত সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন।)॥ (২০অ—৭খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ হে 'বাত'! ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'পিতা অসি' উৎপাদকোঽসি পালয়িতা বা। 'উত' অপিচ 'ভ্রাতা' অসি। 'উত' অপিচ 'নঃ' অস্মাকং 'সখা' সমান-খ্যানশ্চ অসি। 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মান্ 'জীবাতবে' জীবনহেতবে যাগায় 'কৃধি' কুরু। করোতেশ্ছান্দসো বিকরণস্য লুক্ (২।৪।৭৩), শ্রু-শৃ-ণু-পৃ-কৃ-বৃভ্যশ্ছন্দসি (৬।৪।১০২) ইতি হের্দ্ধিরাদেশঃ॥ ২॥

* * *

---

(2) May Vata breathe his balm on us, healthful, delightful to our heart:
May he prolong our days of life."

(৩) "বায়ু ঔষধের ন্যায় হইয়া বহিতে থাকুন, তিনি কল্যাণকর সুখকর হউন। তিনি দীর্ঘ আয়ুঃ দান করুন।"

দ্বিতীয় (১৮৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। মন্ত্রের সম্বোধ্য পদ 'বাত' অর্থাৎ বায়ু। ভগবানের বিভিন্ন বিভূতির বিভিন্ন বিকাশের উপাসনা বেদের নানা স্থলে পরিদৃষ্ট হয়। 'বায়ু' ভগবানেরই একবিধ বিভূতি। এইরূপে ভগবান্ সাধকের অভীষ্ট শীঘ্র সম্পাদন করেন, অথবা বায়ুর তীব্রগতির দ্বারা ভগবানের আশুমুক্তির স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া 'বায়ু'কে আশুমুক্তিদায়ক বলা হয়। অগ্নিরূপে আমরা ভগবানের জ্ঞানের জ্যোতির সন্ধান পাই, 'ইন্দ্ররূপে' তাঁহার ঐশ্বর্য্যের, বীর্য্যের পরিচয় পাই। সেইরূপভাবে আমরা বায়ুরূপে তাঁহার অন্য একটী বিভূতির সহিত পরিচিত হই, তাহা তাঁহার আশুমুক্তিদায়ক শক্তি। বায়ুরূপে তাঁহারই প্রকাশ। মন্ত্রে এই ভগবদ্বিভূতিরই আরাধনা পরিদৃষ্ট হয়।

মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাত হইয়াছে। তিনি মানবের পিতা, মাতা, ভ্রাতা বন্ধু সকলই। পিতারূপে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, মাতারূপে তিনি পালন করিতেছেন। পিতার শাসন ও মাতার স্নেহই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, ভগবান একাধারে জগতের পিতা ও মাতা। আবার তিনিই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বন্ধু। মানুষকে বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে সন্মার্গে মোক্ষমার্গে প্রেরণ করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধুর কাজ। ভগবান্ নিয়তই তাহার সন্তানকে সৎপথে পরিচালিত করিতেছেন। মানুষ মোহমায়ার আচ্ছন্ন হইয়া ভ্রান্তপথে চলিলেও তিনিই দয়াবশে তাহাকে ভ্রান্তমার্গ হইতে সন্মার্গে আনয়ন করেন। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এমন অকৃত্রিম করুণা আর কোথায় পাওয়া যায়? তাই সাধক তাঁহার দয়ার, তাঁহার মহিমার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া ভক্তিগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলেন,—

"কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি,
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি।"

তিনি কেবলমাত্র কোন ব্যক্তিবিশেষের বন্ধু নহেন, তিনি বিশ্বপতি, তিনি বিশ্বের পিতা। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, সৌভাগ্যের সময়েই মানুষের বন্ধুলাভ হয়, সকলেই সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির বন্ধুত্ব লাভ করিতে ব্যগ্র হয়। কিন্তু সৌভাগ্যের অবসানে, দৈন্যদুর্দ্দশার সময় সেই সকল বন্ধুদের দর্শন পাওয়া যায় না। মধুহীন বাসি ফুল যেমন সকলের অবহেলার বস্তু, দুঃখদৈন্য মানবও সেইরূপ হীন বস্তুর ন্যায় পরিত্যক্ত হয়। কেহ তাহার সঙ্গে বন্ধুতা করিতে দূরে থাকুক, পূর্ব্বের ঘনিষ্ঠতম সুহৃদগণও তাহাকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু অ-মানব এমন একজন আছেন যিনি সেই বন্ধু-পরিত্যক্ত দুঃখদুর্দ্দশাগ্রস্ত মানবকে অপার স্নেহে কোলে টানিয়া লয়েন, তাঁহার মঙ্গলহস্তের স্পর্শে মানবের দগ্ধহৃদয় শান্তি লাভ করে। সেই পরমদেবতাকে, মানবের অকৃত্রিম বন্ধুকেই এই মন্ত্রে সম্বোধন করা হইয়াছে।

সেই বিশ্ববন্ধুর নিকট আরও একটী প্রার্থনা করা হইয়াছে—তাহা এই যে, তিনি যেন কৃপা করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘজীবন প্রদান করেন। সৎকর্ম্মের দ্বারাই মানবের আয়ুঃ

নিরূপিত হয়। যে হাজার বৎসর পৃথিবীতে থাকিয়াও কোন সৎকার্য্য করিতে পারিল না, তাহাকে জীবন্মৃত বলা যাইতে পারে, অথবা, তাহার অস্তিত্বই কল্পনা করা বৃথা। অপরপক্ষে অল্পসময় জীবনধারণ করিয়া যিনি সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিলেন, তাঁহার জীবন ধারণই সার্থক। তাই দ্বাত্রিংশ বৎসর মাত্র আয়ুষ্কাল লাভ করিয়া শঙ্করাচার্য্য অমর হইয়া রহিয়াছেন। আমরা এইদিক দিয়াই 'জীবাতবে' পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই সঙ্গে আমরা আলোচ্য মন্ত্রের একটী প্রচলিত বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি। বাঙ্গালা অনুবাদটী এই,—"হে বায়ু! তুমি আমাদের পিতাও বট, ভ্রাতাও বট, বন্ধুও বট, এতাদৃশ তুমি আমাদের জীবনের ঔষধ করিয়া দাও।" (২০অ—৭খ—৩সূ—২সা)। *

— • —

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

২ ৩ ১　২　　৩ ২　২ ৩　১ ২ ৩　১ ২
যদদো বাত তে গৃহে৩ঽমৃতং নিহিতং গুহা।
১ ২　　　৩ ১ ২
তস্য নো ধেহি জীবসে॥ ৩॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাত' (হে বায়ো, আশুমুক্তিদায়ক হে দেব!) 'তে' (তব) 'গৃহে' (স্থানে) 'গুহানিহিতং' (গহ্বরে নিহিতং, নিগূঢ়ং) 'যদদঃ' 'অমৃতং' (যৎ অমৃতং) বর্ত্ততে ইতি যাবৎ, 'জীবসে' (জীবনায়, সৎকর্ম্মসাধনায় ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'তস্য' (তৎ অমৃতং ইতি ভাবঃ) 'ধেহি' (প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ—৭খ—৩সূ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিদায়ক হে দেব! আপনার স্থানে নিগূঢ় যে অমৃত আছে সৎকর্ম্মসাধনের জন্য আমাদিগকে সেই অমৃত প্রদান করুন। (মন্ত্রটী

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ষড়শীত্যধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুঃচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃত প্রদান করুন।)॥ (২০অ—৭খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বাত' বায়ো! 'তে' তব 'গৃহে' স্থানে 'যদদঃ' যদিদং 'অমৃতস্য'। কর্ম্মণি ষষ্ঠী (৩।১।৮৫)। অবিনাশি 'গুহা' গুহায়াং গহ্বরে হিতং নিহিতং বর্ত্ততে। হে 'বিভাবসো' বিশিষ্ট-প্রকাশ-ধনবন্! বায়ো! 'তস্য' তদ্ধনং। কর্ম্মণি ষষ্ঠী (৩।১।৮৫)। 'নঃ' অস্মাকং 'দেহি' দেহি প্রযচ্ছেত্যর্থঃ॥ (২০অ-৭খ-৩সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৮৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

বকরূপী ধর্ম্ম যখন পরীক্ষাচ্ছলে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'কঃ পন্থা', তখন সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান-প্রসঙ্গে একটী সত্য বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা এই—'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং'—ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহানিহিত। বর্ত্তমান মন্ত্রে দেখিতে পাই—"যদদঃ অমৃতং গুহা নিহিতং" অর্থাৎ সেই অমৃত গুহানিহিত অর্থাৎ লুক্কায়িত, যাহা লাভ করা কঠোরসাধনাসাপেক্ষ। ধর্ম্মের তত্ত্বও কেবলমাত্র কঠোরসাধনা দ্বারাই লাভ করা যায়। যিনি সেই তত্ত্ব অবগত আছেন তিনিই অমৃতলাভে সমর্থ হয়েন। সেই ধর্ম্মতত্ত্ব অধিগত হয়—কঠোরসাধনা এবং সৎসঙ্গ দ্বারা। সাধুগণই ধর্ম্মের তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, সুতরাং সাধুসঙ্গের দ্বারা সেই পরমতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। তাই সাধুসঙ্গের এত মহিমা পরিকীর্ত্তিত হয়।

মন্ত্রের সম্বোধ্যদেবতা—বায়ু। ইহার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বমন্ত্রেই আলোচনা করিয়াছি। 'বায়ু' বলিতে ভগবানেরই বিভূতিবিশেষকে বুঝায়। এখানেও সেই এক কথাই বলা চলে। অথবা সেই এক বিভূতিকেই লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে। সেই প্রার্থনা—"তস্য নঃ ধেহি জীবসে"—দীর্ঘায়ুঃ লাভের জন্য আমাদিগকে সেই পরম অমৃত প্রদান করুন। অমৃতপ্রাপ্তি শুধু দীর্ঘায়ুঃ লাভের কারণ নয়—অমরত্ব লাভের হেতুও বটে। অর্থাৎ অমৃতের দ্বারা অমরত্ব প্রাপ্তি ঘটে। তাহাও পূর্ব্বমন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। এতৎসহ আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদও প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"হে বায়ু! তোমার গৃহমধ্যে ঐ যে অমৃতের নিধি সংস্থাপিত আছে, তাহা হইতে অমৃত লইয়া দাও, আমাদিগকে জীবন দান কর।" (২০অ—৭খ—৩সূ—৩সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ষড়শীত্যধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুশ্চত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থঃ সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অভি বাজী বিশ্বরূপো জনিত্রং

৩ ২ ৩ ২৩ ১ ২ ৩ ২
হিরণ্যয়ং বিভ্রদৎকং সুপর্ণঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ১র ৩
সূর্য্যস্য ভানুমৃতুথা বসানঃ

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
পরি স্বয়ং মেধমৃজ্রো জজান ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুপর্ণঃ' (শোভনপর্ণঃ, উর্দ্ধগতিপ্রাপকঃ) 'বিশ্বরূপঃ' (বহুরূপঃ, সর্ব্বত্রপ্রকাশশীলঃ) 'বাজী' (বলবান্, পরমশক্তিসম্পন্নঃ ভগবান্ ইতি যাবৎ) 'জনিত্রং' (সর্ব্বোৎপাদকং, সর্ব্বস্য মূলীভূতং) 'হিরণ্যয়ং' (হিতরমণীয়ং, পরমকল্যাণদায়কং) 'বিভ্রৎ অৎকং' (জ্যোতিঃধারকং, জ্যোতির্ম্ময়ং—পরাজ্ঞানং ইতি যাবৎ) 'অভি' (অভিতঃ, অস্মান্ অভিতঃ, অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) প্রযচ্ছতু—ইতি শেষঃ; 'ঋতুথা বসানঃ' (কালে কালে আচ্ছাদয়ন্, সর্ব্বকালে প্রকাশমানং) 'ঋজ্রঃ' (ঋজতি ইতি ঋজ্রঃ, উজ্জ্বলং) 'মেধং জজান' (আবরণং অপসরন্, অজ্ঞানতানাশকং ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যস্য ভানুং' (জ্ঞানদেবস্য প্রকাশং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'স্বয়ং' (স্বয়মেব, পূর্ণতেজসা ইত্যর্থঃ) 'পরি' (পরিতঃ—অস্মান্ ইতি যাবৎ) আগচ্ছতু—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলক অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমকল্যাণদায়কং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ—৭খ—৪২—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

উর্দ্ধগতিপ্রাপক সর্ব্বত্রপ্রকাশশীল পরমশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ সকলের মূলীভূত পরমকল্যাণদায়ক জ্যোতির্ম্ময় পরাজ্ঞান আমাদিগকে প্রদান করুন; সর্ব্বকালে প্রকাশমান্ উজ্জ্বল অজ্ঞানতানাশক পরাজ্ঞান পূর্ণতেজের সহিত আমাদের অভিমুখে আগমন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক।

প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরম-কল্যাণদায়ক পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (২০অ—৭খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুপর্ণঃ' সুপতনঃ শোভন-পতনো গরুত্মান্ ইব, 'বাজী' বেগবান্ বলবানন্নবান বা, 'বিশ্বরূপঃ' নানাবিধ-প্রকাশঃ; সহি চিত্রভানুঃ 'গর্ভঃ' গর্জো ভর্জ্জনে (ভ্বা॰ আ॰), ভ্রস্জপাকে (তু॰ উভ॰) গর্জতি ভৃজ্জতি পচতীতি গর্ভঃ। অগ্নিঃ সঃ স্বকীয়ং 'জনিত্রং' জনন-স্থানং অরণি-দ্বিলং 'অৎকং' স্বতেজসা ব্যাপ্তং অতএব 'হিরণ্যয়ং' হিরণ্ময়মিব স্থিতং 'অভি' অভিতঃ লাকলোন 'বিভ্রৎ' পুষ্যন্ 'সূর্য্যস্য ভানুং' সবিতুঃ প্রকাশং 'ঋতুথা' কালেকালে রাত্রৌ 'বসানঃ' বস্ত্রবদাচ্ছাদয়ন্। অগ্নিশ্চাদিত্যং সায়ং প্রবিশতি তস্মাদগ্নির্দ্দূরান্নক্তং দদৃশে—ইতি শ্রুতেঃ। 'মেধং পরি' যজ্ঞং লক্ষীকৃত্য স্বয়ং 'জগান' উপগচ্ছত। (২০অ—৭খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৮৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

আলোচ্য মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। উভয় অংশেই জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথম অংশের প্রার্থনা সাক্ষাৎভাবে ভগবানের চরণে নিবেদিত হইয়াছে, আর দ্বিতীয় অংশে সেই এক প্রার্থনাই একটু ভিন্নভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। আমরা ক্রমশঃ উভয় অংশেরই আলোচনা করিতেছি।

প্রথম কয়েকটী পদে ভগবানের মহিমা পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'বাজী' 'বিশ্বরূপঃ' 'সুপর্ণঃ' পদত্রয় ভগবানের মহিমাদ্যোতক। 'বাজী' শব্দের অর্থ 'বলবান্'। চরমোৎকর্ষের প্রতীক, যাঁহাতে শক্তি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, অথবা যিনি শক্তির উৎস, তাঁহাকেই এই 'বাজী' শব্দে বুঝাইতেছে। ভগবানই শক্তির আধার, তাঁহা হইতেই সমগ্রবিশ্ব শক্তিলাভ করে। তাই তাঁহাকে 'বাজী' বলা হইয়াছে। আবার তিনি 'বিশ্বরূপঃ' অর্থাৎ সর্ব্ববিধরূপধারণক্ষম। বিশ্বের সমস্তই তাঁহার প্রতীকমাত্র। তিনি যেমনভাবে আপনাকে প্রকাশিত করিতে চাহেন, ঠিক তেমনভাবেই আপনাকে প্রকাশিত করেন। যাহা বিশ্বে পরিদৃষ্ট হয়, যাহা কিছু আছে, বা হইতে পারে, সমস্ত তাঁহারই বিকাশমাত্র। সুতরাং তিনি বিশ্বরূপ বই আর কি হইতে পারেন? তাই তো সাধক বলেন,—'যেখানে যা দেখি, তোমারি প্রকাশ, মা গো, সত্তারূপে তুমি জ্ঞানদায়িনী।' বিশ্বে একমাত্র তাঁহারই প্রকাশ আছে—জগতের সমস্ত তাঁহারই বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন ভাবের বিকাশমাত্র।

আবার 'সুপর্ণঃ' পদের যে বিশেষ অর্থ আছে, উক্ত পদের দ্বারা আমরা ভগবানের যে ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক রূপের ভাব গ্রহণ করি, মন্ত্রে এই পদে তাহারই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

প্রথম অংশের দ্বিতীয় ভাগে আছে,—"হিরণ্যয়ং বিভ্রৎ অৎকং অভি"- আমাদিগকে সেই পরমরমণীয় পরাজ্ঞান প্রদান করুন। 'হিরণ্ময়ং' পদে ভাষ্যকার "হিরণ্ময়মিব স্থিতং" অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু 'হিরণ্ময়' শব্দে হিতকারক এবং রমণীয় বস্তুকেই বুঝায়। সেই পরম বস্তু জ্ঞান। 'বিভ্রৎ অৎকং' পদদ্বয়ে সেই বস্তুকেই লক্ষ্য করিতেছে। এই জ্ঞানের আরও একটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা 'জনিত্রং' অর্থাৎ জগতের কারণভূতং। জ্ঞান হইতে জগতের উৎপত্তি। জ্ঞানের দ্বারাই বিশ্ব বিধৃত আছে। জ্ঞানের অভাবে জগৎ ধ্বংসমুখে পতিত হয়। জ্ঞান, আলোকই জীবন অন্ধকার, অজ্ঞানতা মৃত্যু। তাই জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া 'জনিত্রং' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ভাব—'পরাজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক।' ইহা ভগবানের নিকট পরোক্ষভাবে জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম ও দ্বিতীয় এই উভয় অংশে এক প্রার্থনাই বিভিন্ন শব্দের ও ভাবের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে তাহার আর পৃথক্ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি। তাহা এই,—"গরুড়কী সমানবেগ বা বলওয়ালা অনেকোপ্রকারকে প্রকাশওয়ালা পাককারী অগ্নি অপনে উৎপত্তিস্থান অরণিকে বলকো অপনে তেজসে ব্যাপ্ত আউর ইসী কারণ মানো সুবর্ণকী সমান দমকতা সময় সময় পর রাত্রিমে বস্ত্রকী সমান টকতাহুআ বা ধারণ করতাহুআ যজ্ঞকে নিমিত্ত স্বয়ং প্রকট হোতা হ্যায়।" (২০অ—৭খ ৪সূ -১মা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩
অপ্সু রেতঃ শিশ্রিয়ে বিশ্বরূপং
১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তেজঃ পৃথিব্যামধি যৎ সম্বভূব।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
অন্তরিক্ষে স্বং মহিমানং মিমানঃ
১র ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কনিক্রন্তি বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী অন্য কোনও বেদ-সংহিতা-গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না।

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বরূপং' (সর্ব্বরূপধারণসমর্থং) 'রেতঃ' (সারভূতং, শক্তিরূপং) 'যৎ' 'তেজঃ' (জ্যোতিঃ) 'অপ্সু' (অমৃতেষু) 'শিশ্রিয়ে' (মিশ্রিতং সৎ) 'পৃথিব্যাং অধি' (ভূলোকস্থ সর্ব্বজনেষু ইত্যর্থঃ) 'সম্ভূব' (সম্বর্ত্ততে, বর্ত্তমানং ভবতি) তৎ তেজঃ এব 'স্বং মহিমানং' (স্বমহিম্না) 'অন্তরিক্ষে' (দ্যুলোকে) 'মিমানঃ' (ব্যাপ্নোতি) পরাজ্ঞানেন লোকাঃ মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ। 'বৃষ্ণো' (অভীষ্টবর্ষকস্থ) 'অশ্বস্থ' (ব্যাপকজ্ঞানস্থ, জ্ঞানদায়কস্থ দেবস্থ) 'রেতঃ' (সারভূতা শক্তিঃ) 'কনিক্রন্তি' (শব্দং করোতি, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি) জ্ঞানদায়িকা ভবতি ইতি ভাবঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবতঃ দিব্যশক্তিঃ দ্যুলোকভূলোকয়োঃ বর্ত্তমানা ভবতি; তয়া লোকাঃ মোক্ষং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (২০অ-৭খ-৪সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বরূপধারণসমর্থ শক্তিরূপ যে জ্যোতিঃ অমৃতে মিশ্রিত হইয়া ভূলোকের সকল মানুষে বর্ত্তমান থাকে, সেই তেজঃই নিজ মহিমায় দ্যুলোকে ব্যাপ্ত হয়, অর্থাৎ পরাজ্ঞানের দ্বারা লোকসমূহ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়; অভীষ্টবর্ষক জ্ঞানদায়ক দেবতার সারভূত শক্তি জ্ঞান প্রদান করে, অর্থাৎ জ্ঞানদায়িকা হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের দিব্যশক্তি দ্যুলোকভূলোকে বর্ত্তমান থাকে; তাহা দ্বারা লোকগণ মোক্ষ লাভ করে)। (২০অ—৭খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'রেতঃ' সারভূতং 'বিশ্বরূপং' নানারূপং 'যৎ' জলাত্মকং 'তেজঃ' 'অপ্সু' 'শিশ্রিয়ে' আশ্রয়তে। স নিলীয়তে সোমঃ প্রাবিশৎ-ইতি শ্রুতেঃ। যচ্চ 'পৃথিব্যামধি' ভূমৌ 'সম্ভূব' তিষ্ঠতি। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানঃ (নিরু॰ দৈ॰ ১।১৪)—ইতি হি নিরুক্তং। সঃ 'অন্তরিক্ষে' আকাশে 'স্বং' 'মহিমানং' কিরণ-জালং 'মিমানঃ' ব্যাপারয়ন 'বৃষ্ণঃ' অশ্বস্থ 'রেতঃ' সোমাহুতিং প্রতি। সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্থ রেতঃ—ইতি শ্রুতেঃ। 'কনিক্রন্তি' যাচমান ইব পুনঃ পুনঃ ক্রন্দতে শব্দং করোতি, যথা আহ্বয়ন্নিব ভৃশং শব্দায়তে॥ (২০অ-৭খ—৪সূ ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৮৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

—§ ০ §—

ভগবানের শক্তি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে। সেই শক্তিকে বিশ্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 'বিশ্বরূপ' এই জন্ত যে, উহা সর্ব্ববিধ রূপের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে। মানুষ,

পশুপক্ষী হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণগুল্ম প্রস্তর পর্য্যন্ত, যাহা কিছু দৃশ্য ও অদৃশ্য আছে, তাহা সমস্তই সেই এক অদ্বিতীয়ের বিকাশ। সুতরাং সেই পরমপুরুষের শক্তি এই সমস্ত বস্তুতেও বর্ত্তমান থাকে। অথবা সেই একই শক্তি লীলায় বহুরূপ ধারণ করে। সেই জন্যই শক্তিকে 'বিশ্বরূপং' বলা হইয়াছে।

কিন্তু এই শক্তি কিরূপে জগতে প্রকাশিত হয়? জ্যোতিঃরূপে, জ্ঞানরূপে, চৈতন্যরূপে এই শক্তি বিশ্বে প্রকাশিত হয়। বিশ্ব একচৈতন্যস্বরূপের বিকাশমাত্র। জগতের সমস্ত বস্তুতে সেই চৈতন্য প্রকাশিত আছেন। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'বিশ্বরূপং তেজঃ'। সেই চৈতন্যশক্তি যখন অমৃতপ্রবাহের সহিত মিলিত হয়, তখন মানুষ ঊর্দ্ধলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়, মোক্ষলাভ করে। মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে—ভগবানের জ্ঞানশক্তিই মানুষকে জ্ঞানসম্পন্ন করে, অর্থাৎ ভগবানের শক্তিই মানবের মধ্যে বিসর্পিত হয়। অথবা মানব ভগবানের নিকট হইতেই পরাজ্ঞান লাভ করে।

মন্ত্রের একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ এতৎসহ প্রদত্ত হইল। অনুবাদটী এই,—"নারভূত নানাপ্রকারকা অন্নরূপ তেজ জলোকা আশ্রয় করকে রহতা হ্যায়, জো ভূতল পরস্থিত হ্যায় বহ আকাশমে অপনী কিরণোঁকে সমূহকো ফৈলাতাহুআ সোমকী আহুতিকা আহ্বান করতা হুআ অত্যন্ত শব্দ করতা হ্যায়।" (২০অ-৭খ-৪সূ-২সা)। *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩
অয়ং সহস্রা পরি যুক্তা বসানঃ

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সূর্য্যস্য ভানুং যজ্ঞো দাধার।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সহস্রদাঃ শতদা ভূরিদাবা

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ধর্ত্তা দিবো ভুবনস্য বিশ্‌পতিঃ ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী অন্য কোনও বেদ-সংহিতা-গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ ভুবনস্য' (দ্যুলোকভূলোকয়োঃ) 'ধর্ত্তা' (ধারণকর্ত্তা) 'বিশ্‌পতি' (লোকানাং অধিপতিঃ) 'সহস্রদাঃ শতদাঃ ভূরিদাবা' (প্রভূতদাতা, অসীমদাতা, কল্পতরুসদৃশঃ ইত্যর্থঃ) 'সংস্রা' (সহস্রেণ, বহুবিধয়া) 'যুক্তা' (শক্ত্যা যুক্তঃ ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞঃ' (সৎকর্ম্মসাধকঃ যদ্বা সৎকর্ম্মাধিপতিঃ) 'সূর্য্যস্য ভানুং পরিবসানঃ' (জ্ঞানদেবস্য কিরণং ধারয়ন, জ্ঞানাধিপতিঃ) 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ মহান্ দেবঃ) 'দধার' (জ্ঞানং প্রযচ্ছতি—সাধকেভ্যঃ ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া সাধকাঃ পরাজ্ঞানং লভন্তে-ইতি ভাবঃ। (২০অ-৭খ-৪সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকভূলোকের ধারণকর্ত্তা, লোকসমূহের অধিপতি, কল্পতরু-সদৃশ, বহুবিধশক্তিযুক্ত সৎকর্ম্মসাধক (অথবা সৎকর্ম্মাধিপতি) জ্ঞানাধিপতি প্রসিদ্ধ মহান্ দেবতা সাধকদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন।)। (২০অ—৭খ—৪সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দিবঃ' স্বর্গস্য অথ 'ভুবনস্য' ভূতজাতস্য লোকস্য 'ধর্ত্তা' ধারয়িতা, 'বিশ্‌পতিঃ' বিশাং প্রজানাং পালয়িতা, 'সহস্রদাঃ শতদাঃ ভূরিদাবা' যো যাবৎ প্রার্থয়তে সহস্রং শতং ভূরি অপরিমিতং বা তস্মৈ তস্মৈ তাবদ্দাতা 'যজ্ঞঃ' যজতি যঃ 'অয়ং' অগ্নিঃ 'যুক্তা' যুক্তানি স্বাত্মনা সম্বদ্ধানি 'সহস্রা' সংস্রাণি স্বকীয়-কিরণ-জালানি 'পরি বসানঃ' পরিতঃ আচ্ছাদয়ন 'সূর্য্যস্য ভানুং' রাত্রৌ সূর্য্যস্যাপি প্রকাশং 'দধার' স্বয়মেব ধারয়তি। (২০অ ৭খ—৪সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৮৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই বিশ্ব ভগবানেই অবস্থিত আছে, তাই গীতা বলিয়াছেন,—সমগ্রজগৎ আমার একাংশে অবস্থিত আছে। বর্ত্তমান মন্ত্রে বলিতেছেন,-'দিবঃ ভুবনস্য ধর্ত্তা'-দ্যুলোকভূলোকের ধারণকর্ত্তা। শুধু দ্যুলোকভূলোক নয়, সপ্তলোক, সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল—এককথায় বলিতে গেলে সমগ্র নিখিলবিশ্ব তাঁহার মধ্যে অবস্থিত আছে, তিনি তাহা ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু ধারণ করাই যথেষ্ট নয়, তিনি বিশ্বকে রক্ষণ ও পালন করেন। তিনি বিশ্বপতি-বিশঃ

পতি। 'পতি' শব্দের অর্থ কেবলমাত্র প্রভুত্বসূচক নয়। পালনার্থক 'পা'ধাতু হইতে 'পতি' শব্দ নিষ্পন্ন। সুতরাং বিশ্পতিপদের মধ্যে পালন অর্থই প্রধানভাবে প্রকাশিত।

সেই পালনকার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা 'শতদা, সহস্রদা, ভূরিদা বা' পদসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধক যেন ভগবানের মহান্ দানের পরিমাণ ব্যক্ত করিতে যাইয়া আপনার বর্ণনাশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। প্রথমে বলিলেন,—'শতদা' অর্থাৎ ভগবান্ শতসংখ্যক ধন দান করেন। অবশ্য 'শত' শব্দে এখানে কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাকে বুঝাইতেছে না। প্রভূত-পরিমাণ দাতা' অর্থই প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু সাধক 'শতদা' পদ ব্যবহার করিয়া তৃপ্ত নহেন। এই সঙ্গেই বলিতেছেন—'সহস্রদা' অর্থাৎ 'শতদা' পদে যাহা বুঝায় তার অপেক্ষাও বেশী। কিন্তু এই পদ ব্যবহার করিয়াও সাধক সন্তুষ্ট নহেন, কারণ ভগবানের অসীমশক্তি, অসীম করুণা, তাঁহার দানও অসীম। সীমাসূচক কোন সংখ্যা বা পরিমাণ দ্বারা ভগবানের করুণা বর্ণিত হইতে পারে না। মানুষের জ্ঞান যতই হউক না কেন, তাহা সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। সুতরাং সীমার দ্বারা সেই অসীমকে প্রকাশ করা যায় না, তাহা অনুভব করিয়াই সাধক বলিতেছেন,—'ভূরিদা' অর্থাৎ তিনি খুব দান করেন, প্রভূতপরিমাণে দান করেন, এত বেশী পরিমাণে দান করেন যে, তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি না। তাই বলিতেছি—'ভূরিদা'। ছোট ছেলে কোন বস্তুর পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া তাহার ক্ষুদ্র হাত দুই খানি বিস্তার করিয়া যেমন বলে—'এত বড়!'—এই 'ভূরিদা' পদও ঠিক যেন সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে আমরা কি ভগবানের নিকট ছোট ছেলের মতই নই? অথবা ছোট শিশু অপেক্ষাও অবোধ। তাই তো সাধক আপনার অক্ষমতায় বলিতেছেন,—তিনি দানের সাগর, কল্পতরু। যে তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই লাভ করে। ভাষ্যকার তাই উক্ত পদসমূহের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"যঃ যাবৎ প্রার্থয়তে তস্মৈ তস্মৈ তাবদ্দাতা"। আমরা তাঁহাকে 'কল্পতরু' বলিয়াছি। কল্পতরু বলিয়া জগতে যদি কেহ থাকেন তাহা হইলে ভগবানকেই সেই নামে অভিহিত করা যায়। কল্পতরুমূলে যে যাহা কামনা করে, তাহার সেই কামনা সিদ্ধ হয়। সুতরাং সকলের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণকারী একমাত্র ভগবানকেই এই নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমদেবতা মানবকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন, অর্থাৎ সেই পরমপুরুষ হইতেই জ্ঞান মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। মন্ত্রের শেষাংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদও প্রদান করিতেছি। তাহা এই,—"স্বর্গকা আউর সকল ভুবনোকা ধারণ করনেওয়ালা প্রজাওকা পালনকরনেওয়ালা যাচকোকো উনকা ইচ্ছানুসার সহস্র সো বা অসংখ্য ধন দেনেওয়ালা যজন করনেওয়ালা যহ অগ্নি অপনেসে মিলাহুই সহস্রো কিরণোকো চারো ওর ফেলাতা হুআ রাত্রিমে স্বর্গকো ভী প্রকাশ কো স্বয়ং হী ধারণ করতা হ্যায়।" (২০অ—৭খ—৪সূ—৩সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী অন্য কোনও বেদ-সংহিতা গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩২উ ৩ ১র ২র
নাকে সুপর্ণমুপ যৎ পতন্তং
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা।
১ ২ ৩ ১ ১ ২ ৩ ২
হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
যমস্য যোনৌ শকুনম্ভুরণ্যুম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'হৃদা' (সর্ব্বান্তঃকরণেন) 'বেনন্তঃ' (ত্বাং কাময়মানাঃ স্তোতারঃ, সাধকাঃ) 'যৎ' (যদা) 'সুপর্ণং' (ঊর্দ্ধগমনশীলং, ঊর্দ্ধনয়নসমর্থং, মুক্তিদাতারং ইত্যর্থঃ) 'নাকে' (স্বর্গে, শুদ্ধসত্ত্বনিলয়ে) 'পতন্তং' (গচ্ছন্তং, নিবসন্তং) 'হিরণ্যপক্ষং' (রমণীয়াং শক্তিং যস্য তং, সর্ব্বশক্তিমন্তং ইত্যর্থঃ) 'বরুণস্য দূতং' (অভীষ্টবর্ষকস্য দূতং, দেবভাবস্য মিলনসাধকং — সাধকেন সহ ইতি যাবৎ, দেবভাবপ্রদায়কং ইত্যর্থঃ) 'শকুনং' (স্তোতৃণাং সাধকানাং, আত্মোন্নয়নকারিণাং) 'ভুরণ্যুং' (জগৎপালকং, 'যমস্য যোনৌ' (সর্ব্বনিয়ামকস্য উৎপত্তিস্থানে, সর্ব্বনিয়ন্তারং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভ্যচক্ষত' (অভিপশ্যন্তি, আরাধয়ন্তি) তদা ত্বং 'উপ' (উপগচ্ছসি, তান্ সাধকান্ প্রাপ্নোষি); ভগবৎপরায়ণাঃ সাধকাঃ মোক্ষং লভন্তে — ইতি ভাবঃ। (২০অ-৭খ-৫সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে কাময়মান সাধকগণ যখন মুক্তিদাতা, শুদ্ধসত্ত্বনিলয়ে নিবাসকারী, সর্ব্বশক্তিমান্, দেবভাবপ্রদায়ক, সাধকদিগের আত্মোন্নয়নকারী, জগৎপালক, সর্ব্বনিয়ন্তা আপনাকে আরাধনা করেন, তখন আপনি সেই সাধকদিগকে প্রাপ্ত

হয়েন; (ভাব এই যে—ভগবৎ-পরায়ণ সাধকগণ মোক্ষ লাভ করেন।)॥ (২০অ—৮খ—৫সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বেন! 'ত্বা' ত্বাং 'হৃদা' হৃদয়েন মনসা 'বেনন্তঃ' কাময়মানাঃ স্তোতারঃ 'নাকে' অন্তরিক্ষে 'অভ্যচক্ষত' অভিপশ্যন্ত। তদানীং ত্বমুপাগচ্ছসীতি শেষঃ? কথম্ভূতং?' 'সুপর্ণং' শোভন-পতনং, 'পতন্তং' অন্তরিক্ষে গচ্ছন্তং, 'হিরণ্যপক্ষং' হিরণ্ময়াভ্যাং পক্ষাভ্যামুপেতং, 'বরুণস্য' জলাভিমানো দেবস্য 'যমস্য' নিয়ামকস্য বৈদ্যুতাগ্নেঃ 'যোনৌ' স্থানেঽন্তরিক্ষে 'শকুনং' পক্ষিরূপেণ বর্তমানং 'ভুরণ্যুং' ভর্তারং যদ্বা, বৃষ্টি-প্রদানাদিনা সর্ব্বস্য জগতঃ পোষকং। ভুরণ-ধারণ-পোষণয়োঃ কণ্বাদিঃ, অস্মাদৌণাদিক যু-প্রত্যয়ঃ॥ ১॥

* * *

প্রথম (১৮৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে আমরা ভগবানের কয়েকটী বিশেষণ দেখিতে পাই। এক একটী করিয়া আলোচনা করা যাউক।

তিনি 'সুপর্ণ' ঊর্দ্ধগমনই যাঁহার প্রকৃতি, যিনি সাধকদিগকে ঊর্দ্ধে লইয়া যান। ব্যবহারিক হিসাবে আমরা যাহাকে ঊর্দ্ধে বা নীচে বলি, সে হিসাবে নিশ্চয়ই এ ঊর্দ্ধ নয়—এ আত্মার ঊর্দ্ধগমন। পতিত পাপ-গ্রস্ত অথবা সাধারণ প্রার্থনাকারীকে তিনি অসার মায়া-মোহের আবাস হইতে ঊর্দ্ধে সত্ত্বলোকে লইয়া যান—তাঁহার চরণে আশ্রয় প্রদান করেন অর্থাৎ মুক্তি দান করেন। মানুষের পক্ষে ইহার অপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর কিছুই হইতে পারে না। তিনি স্বর্গে বা শুদ্ধসত্ত্বনিলয়ে লইয়া যান কেন? যেহেতু, তিনি শুদ্ধসত্ত্বনিলয়ে নিবাস করেন, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবই তাঁহার আশ্রয়। তাই সাধককেও সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের আশ্রয়ে লইয়া যান, আর তাহাই প্রকৃত পক্ষে আত্মার ঊর্দ্ধগমন।

তিনি 'হিরণ্যপক্ষ'—হিতকারক ও রমণীয় শক্তির অধিকারী তিনি। জগতের মঙ্গলের মূল রহিয়াছে—তাঁহার এই শক্তিতে। প্রতিকূল শক্তিকে পরাজিত করিয়া, জগতে মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করা—সর্ব্বশক্তিমানের কাজ। হিরণ্যপক্ষ তিনি—তাঁহার প্রভাবে জগতের অমঙ্গল দূর হইতেছে—বিশ্ব এক চরমমঙ্গলের দিকে চলিতেছে। তাঁহার উপাসনায় চরম-মঙ্গলই লাভ হয়।

তিনি 'বরুণের দূত'—দেবভাবের মিলন-সাধক। কাহার সহিত দেবভাবের সাধন হইবে?—সাধকের সহিত। অর্থাৎ, তিনি সাধকদিগের হৃদয়ে দেবভাব প্রদান করেন। যিনি নিজে সত্ত্বভাবের দেবভাবের উৎস; যিনি সেই দেবভাব প্রদানের শক্তি ধারণ করেন, তিনি 'বরুণের দূত'—ভগবান্ স্বয়ং। মুক্তিলাভের প্রধান উপায়—হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন।

ভগবান মানুষের হৃদয়ে এই দেবভাব সঞ্চার করিতে পারেন—আর সাধকের মঙ্গলের জন্য তাহা করেন; সেই জন্য তাঁহাকে দেবভাব-প্রদাতা বলা হইয়াছে।

তিনি 'শকুন'—সাধকদিগের আত্মোন্নয়ন-বিধায়ক। প্রচলিত ভাষ্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে 'শকুনং পক্ষিরূপেণ বর্তমানং।' কিন্তু নিরুক্তে আছে—'শক্নোত্যুন্নেতুমাত্মানং'। তাই আমরা 'শকুনং' পদে 'সাধকানাং আত্মোন্নয়নকারিণং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

তিনি 'ভুরণ্যু'—জগৎপালক। তাঁহার শক্তিতে, তাঁহার কৃপায় জগৎ পরিপালিত হইতেছে—জগৎ পরিচালিত হইতেছে। তাঁহার শক্তি না হইলে জগৎ নির্জ্জীব, অচল। তিনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, জগৎ পোষণ করিতেছেন। তিনি জগতের পিতা; জগতের মঙ্গলের জন্য, জগতের রক্ষার জন্য একমাত্র তাঁহার শক্তিই ক্রিয়াশীল। তাই তিনি 'ভুরণ্য'।

তিনি 'যমস্য যোনৌ'-সর্ব্বনিয়ন্তা, বিশ্বের নিয়ামক। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার আদেশে চন্দ্রসূর্য্য উদিত হয়, তাঁহার ইঙ্গিতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাঁহারই মঙ্গলনির্দ্দেশে জগৎ পরিচালিত হয়। তাঁহা ভিন্ন অন্য শক্তি জগতে নাই। তিনিই জগতের সর্ব্বনিয়ন্তা।

সেই পরমদেবতাকে কামনাকারী সাধকগণ, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। সেই সাধক কিরূপ? তাঁহারা 'হৃদা বেনন্তঃ'—তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানকে কামনা করেন। শুধু ডাকিলেই হয় না; 'তনুমন প্রাণ সব সমর্পণ' করিয়া তাঁহাকে ডাকা চাই—তবেই তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়-লাভ ঘটিয়া থাকে। (২০অ—৭খ-৫সূ-১সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২
ঊর্দ্ধো গন্ধর্ব্বো অধি নাকে অস্থাৎ

৩ ২ ৩ ১র ২র ১ ২
প্রত্যঙ্‌চিত্রা বিভ্রদস্যায়ুধানি।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
বসানো অৎকং সুরভিং দৃশেকং

১র ২র ৩ ১ ২
স্বাহর্ণং নাম জনত প্রিয়াণি ॥ ২ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্রয়োবিংশাধিকশততম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ-৯খ-৮সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (অস্য দেবস্য, তস্য ইতি ভাবঃ) 'চিত্রা' (চিত্রাণি, বিচিত্রাণি) 'আয়ুধানি' (অস্ত্রশস্ত্রাণি, রক্ষাস্ত্রাণি ইত্যর্থঃ) 'বিভ্রৎ' (ধারয়ন্) 'গন্ধর্ব্বঃ' (উদকানাং ধর্ত্তা, জ্ঞানদায়কঃ দেবঃ) 'ঊর্দ্ধঃ' (ঊর্দ্ধলোকে) 'নাম' (ইত্যর্থঃ) 'নাকে' (অন্তরিক্ষে, দ্যুলোকে ইত্যর্থঃ) 'প্রত্যঙ্' (অস্মাকং অভিমুখঃ সন্) 'অধি অস্থাৎ' (বর্ত্তমানঃ ভবতি); 'দৃশে' (দর্শনায়, পরাজ্ঞানপ্রদানায়) 'সুরভিং কং শংকং বসানঃ' (শোভনসর্ব্বত্রব্যাপ্তসুখদায়কঃ, পরমসুখদায়কঃ দেবঃ) 'স্বঃন' (দ্যুলোকঃ ইব দিব্যানি ইত্যর্থঃ) 'প্রিয়াণি' (প্রিয়বস্তূনি) 'জনত' (উৎপাদয়তি, সাধকেভ্যঃ প্রযচ্ছতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ॥ (২০অ—১খ—৫সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

তাঁহার বিচিত্র রক্ষাস্ত্রসমূহ ধারণ করিয়া জ্ঞানদায়ক দেবতা ঊর্দ্ধলোকে অর্থাৎ দ্যুলোকে আমাদের অভিমুখ হইয়া বর্ত্তমান আছেন; পরাজ্ঞান-প্রদানের জন্য পরমসুখদায়ক দেব দিব্য প্রিয়বস্তুসমূহ সাধকদিগকে প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন।)॥ (২০অ—১খ—৫সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ঊর্দ্ধঃ' উপরি দেশে বর্ত্তমানঃ 'গন্ধর্ব্বঃ' গবামুদকানাং ধর্ত্তা। 'গবি ধৃঞো বঃ ইতি' গো-শব্দোপপদাৎ ধৃঞ্ ধারণে (ভ্বা০ উ০) ইত্যস্মাৎ ব-প্রত্যয়ঃ উপপদস্য গন্তাবশ্চ। ঈদৃশো বেনঃ 'প্রত্যঙ্' অস্মান্ প্রত্যঞ্চন্নভিমুখঃ সন্ 'নাকে অধি' অন্তরিক্ষে 'অস্থাৎ' তিষ্ঠতি। কিং কুর্ব্বন্? 'অস্য' আত্মনঃ স্বভূতানি 'চিত্রা' চিত্রাণি আশ্চর্য্যভূতানি বা 'আয়ুধানি' 'বিভ্রৎ' ধারয়ন্। বিভর্ত্তেঃ শতরি ভৃঞামিৎ (৬ ৪ ৭৬) ইত্যভ্যাসস্যেত্বং, নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ (৭।১ ৭৮) ইতি নুং প্রতিষেধঃ, অভ্যস্তানামাদিঃ (৬।১।১৮৯) ইত্যাদি রুদাত্তঃ। তথা 'সুরভিং' শোভনং 'অৎকং' আত্মীয়ং ব্যাপ্তং রূপং 'বসানঃ' সর্ব্বত্রাচ্ছাদয়ন্। কিমর্থং? 'দৃশে' দর্শনার্থং। দৃশেবিখ্যে চ (৩ ৪ ১১) ইতি নিপাত্যতে। 'কং' (—ইতি পূরকং) তত্র দৃষ্টান্তঃ— 'স্বর্ণঃ' শোভনারণ আদিত্যঃ স যথা আত্মীয়ং রূপং দর্শনায় সর্ব্বত্রাচ্ছাদয়তি তদ্বৎ। তদনন্তরং 'নাম' নামানি নমনশীলান্যুদকানি 'প্রিয়াণি' সর্ব্বেষামনুকূলানি 'জনত' জনয়তি বৃষ্টি-মুত্পাদয়তীত্যর্থঃ। (২০অ—১খ—৫সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৮৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান দ্যুলোকের অধিবাসী, মর্ত্ত্য মানবের জন্য তিনি পৃথিবীতে নামিয়া আসেন। তাঁহার কৃপায় মানব জ্যোতিঃর সন্ধান পায় অথবা, জ্ঞানই দিব্যজ্যোতিঃ। মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে সেই পরমজ্ঞান তাঁহার রক্ষাস্ত্রের সহিত আমাদের অভিমুখী হইয়া আছেন অর্থাৎ আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবানের জ্ঞানশক্তি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে। ভগবান্ সর্ব্বদাই আমাদিগকে তাঁহার দিব্যজ্যোতিঃর দ্বারা পরিচালিত করিতে উৎসুক এবং যাঁহারা তাঁহার সেই পরিচালনাধীনে থাকেন, তাঁহাদিগকে ভগবান্ সততই সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন। কারণ জ্ঞানের শক্তি বিপদ নাশ করে। মানুষ অজ্ঞানতার প্ররোচনায় পাপ পথে পদার্পণ করে, নিরয়গামী হয়, আবার যখন সে ভগবানের কৃপায় সৎপথের সংবাদ জানিতে পারে, তখন সেই পথেই চলিতে চায়। কারণ মানুষ বাস্তবপক্ষে পাপী নয়, অথবা অসৎপথে চলাই তাহার প্রকৃতি নয়। কিন্তু যখন রিপুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় যখন মায়ার জালে আবদ্ধ হয়, তখনই সে নিম্নপথগামী হয়। কিন্তু জ্ঞানের মহিমাবলে মানুষ সেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, তাই জ্ঞানকে রক্ষাস্ত্রধারী বলা হইয়াছে।

আবার সেই পরমদেবতা, মানবকে কেবলমাত্র জ্ঞানের অধিকারী করেন না, মানবকে তাহার অভীষ্ট বস্তুও প্রদান করেন। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। তাহা এই,—"সেই গন্ধর্ব্বরূপী যেন স্বর্গের উন্নত প্রদেশে উন্নতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন তিনি আপনার অতি সুন্দর মূর্ত্তি আচ্ছাদন করিয়াছেন। এইরূপে অবস্থিত হইয়া তিনি অভিলষিত বৃষ্টিবারি উৎপাদন করিতেছেন।"

কিন্তু এই ব্যাখ্যাটী ঠিক মূলানুগত তো বলা যায়ই না, অধিকন্তু ভাষ্যের সহিতও এই বঙ্গানুবাদের যথেষ্ট অনৈক্য রহিয়াছে। আমরা নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই হিন্দী অনুবাদটী এই,—

"উপর বর্ত্তমান অলোকা ধারণ করনেওয়ালা বেন হমারে অভিমুখ হোতা হুআ অন্তরিক্ষ মে স্থিত হোতা হ্যায়। ক্যা করতা হুআ অপনে আশ্চর্য্যভূত আয়ুধোকো ধারণ করতা হুআ দর্শনকে লিয়ে সুন্দর আউর ফৈলানেওয়ালে অপনে রূপকো সর্ব্বত্র আচ্ছাদন করতা হুআ জ্যায়সে সূর্য্য অপনে রূপকো দিখানে কে লিয়ে সর্ব্বত্র ব্যাপজাতা হ্যায় ত্যায়সে। তদনন্তর অলোকো সবকে অনুকূল করতা হ্যায় অর্থাৎ বর্ষা করতা হ্যায়।" (২০অ—৭খ—৫ৎ—২সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩
দ্রপ্সঃ সমুদ্রমভি যজ্জিগাতি
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পশ্যন্ গৃধ্রস্য চক্ষসা বিধর্ম্মন্।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা চকান-
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স্তৃতীয়ে চক্রে রজসি প্রিয়াণি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিধর্ম্মন্' (বিধারকে, অন্তরিক্ষে স্থিতঃ, দ্যুলোকস্থঃ) 'দ্রপ্সঃ' (দ্রবণশীলঃ, অমৃতদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'গৃধ্রস্য' (রসানভিকাঙ্ক্ষতঃ সূর্য্যস্য, জ্ঞানদায়কস্য দেবস্য) 'চক্ষসা' (জ্যোতিষা) 'পশ্যন্' (প্রকাশমানঃ বিশ্বপ্রকাশকঃ মহান্ দেবঃ) 'যদ্' (যদা) 'সমুদ্রং' (অমৃতসমুদ্রং) 'অভিজিগাতি' (প্রাপ্নোতি, সাধকান প্রাপয়তি) তদা 'চকানঃ' (দীপ্যমানঃ) 'ভানুঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'শুক্রেণ শোচিষা' (উজ্জ্বলেন তেজসা, দিব্যজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) 'তৃতীয়ে রজসি' (তৃতীয়লোকে, স্বর্লোকে ইতি ভাবঃ) 'প্রিয়াণি' (সাধকানাং অভীষ্টানি) 'চক্রে' (করোতি, সম্পাদয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান কৃপয়া সাধকেভ্যঃ দিব্যজ্ঞানং তথা পরমাভীষ্টানি প্রযচ্ছন্ তেষাং প্রার্থনাঃ পূরয়তি—ইতি ভাবঃ॥ (২০ম ১খ—৫সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকস্থ-অমৃতদায়ক জ্ঞানদায়ক দেবতার জ্যোতিঃর সহিত বিশ্ব-প্রকাশক মহান্ দেবতা যখন সাধকদিগকে অমৃতসমুদ্র প্রাপ্ত করান, তখন দীপ্যমান জ্ঞানদেব উজ্জ্বল তেজের সহিত স্বর্লোকে সাধকের অভীষ্ট সম্পাদন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক ভাব এই যে,— ভগবান কৃপাপূর্ব্বক সাধকদিগকে দিব্যজ্ঞান এবং পরম অভীষ্ট প্রদান করতঃ তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন।)॥ (২০অ—১খ—৫সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'বিধর্ম্মন্' বিধর্ম্মণি বিধারকেঽন্তরিক্ষে স্থিতঃ 'দ্রপ্সঃ' দ্রবণশীলঃ। যদ্বা দ্রপ্সা বিন্দবস্তদ্বান্, অর্শআদিভ্যোঽচ্ (৫।২।১২৭)। 'গৃধ্রস্য' গৃধ্রো রসানভিকাঙ্ক্ষতঃ সূর্য্যস্য 'চক্ষসা'

তেজসা 'পশ্যন্' প্রকাশমানো বেনঃ 'যদ্ঃ' যদা 'সমুদ্রং' সমুন্দন-শীলং মেঘং 'অভি জিগাতি' অভিগচ্ছতি তদানীং 'ভানুঃ' সূর্য্যঃ 'শুক্রেণ' 'শোচিষা' তেজসা 'তৃতীয়ে' 'রজসি' লোকে 'চকানঃ' দীপ্যমানঃ 'প্রিয়াণি' সর্ব্বেষামভীষ্টানি উদকানি 'চক্রে' করোতি ॥ ৩ ॥

ইতি বিংশস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক-শ্রীবীর-বুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে বিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

তৃতীয় (১৮৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভগবান্ সকলকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া, অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিয়া, তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। ইহাই মন্ত্রের প্রধান মর্ম্ম।

আমরা প্রথমে মন্ত্রের একটী বাঙ্গালা অনুবাদ প্রদান করিতেছি। তাহা এই,—"বেনদেব জলরূপী, তিনি নিজকর্ম্ম সাধনকালে গৃধ্রের তুল্য দূরবিস্তারি চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি করিতে করিতে আকাশস্বরূপ সমুদ্রের দিকে গমন করেন। তিনি শুভ্রবর্ণ আলোকের দ্বারা দীপ্যমান হয়েন। দীপ্যমান হইয়া তিনি তৃতীয় লোকে অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ হইতে সর্ব্বলোক-বাঞ্ছিত বলের সৃষ্টি করেন।

কিন্তু এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের পার্থক্য আছে। নিম্নোদ্ধৃত ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"অন্তরিক্ষমে স্থিত আউর জলকী বিন্দুওয়ালা, রসকো চাহেনেওয়ালে সূর্য্যকে তেজসে প্রকাশিত হুআ বেন জব মেঘকী ওরকো জাতা হ্যায়, তব সূর্য্য স্বচ্ছ তেজসে তীসরে লোকমে দীপ্ত হোতা হুআ সবকে প্যারে জলকো বর্ষা করতা হ্যায়।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে 'গৃধ্রস্য' পদে 'গৃধ্র' নামে পরিচিত পক্ষীবিশেষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার উহার অর্থ করিয়াছেন,—'রসানভিকাঙ্ক্ষতঃ সূর্য্যস্য'; আমাদের মনে হয় এই অর্থই সঙ্গত। আমরা এই ভাবেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সাধক যখন ভগবানের কৃপায় উপযুক্ত শক্তি লাভ করিয়া, জ্ঞানলাভ করিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমনে সমর্থ হয়েন। ভগবানের এই করুণার বিষয়ই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (২-অ-৭খ-৫সূ—সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকঃ—অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

মন্ত্র-সূচী।

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
অ।	
অগ্ন আ যাহ্যগ্নিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে। আ ত্বামনক্তু প্রযতা হবিষ্মতী যজিষ্ঠং বর্হিরাসদে॥	৪০
অগ্নি প্রত্নেন জন্মনা শুম্ভানস্তন্ব৺ং স্বাম্। কবির্বিপ্রেণ বাবৃধে॥	৪২৫
অগ্নিং তং মন্যে যো বসুরস্তং যং যন্তি ধেনবঃ। অস্তমর্বন্ত আশবোহস্তং নিত্যাসো বাজিন ইষ৺ স্তোতৃভ্য আ ভর॥	৪৮৫
অগ্নিং সূনুং সহসো জাতবেদসং দানায় বার্য্যাণাম্। দ্বিতা যো ভূদমৃতো মর্ত্ত্যেষ্বা হোতা মন্দ্রতমো বিশি॥	৪৮
অগ্নি৺ হোতারং মন্যে দাস্বন্তং বসোঃ সূনু৺ সহসো জাতবেদসং বিপ্রং ন জাতবেদসম্। য ঊর্দ্ধ্বয়া স্বধ্বরো দেবাচ্যা কৃপা। ঘৃতস্য বিভ্রাষ্টিমনু শুক্রশোচিষ আজুহ্বানস্য সর্পিষঃ॥	৬৬৪
অগ্নিঃ প্রিয়েষু ধামসু কামো ভূতস্য ভব্যস্য। সম্রাডেকো বি রাজতি।	৪২৩
অগ্নিরিন্দ্রায় পবতে দিবি শুক্রো বি রাজতি। মহিষীব বি জায়তে।	৬৯৯
অগ্নির্জ্জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তেঽগ্নির্জ্জাগার তমু সামানি যন্তি। অগ্নির্জ্জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ।	১০৩
অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিরিন্দ্রো জ্যোতির্জ্যোতিরিন্দ্রঃ। সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ॥	১১০,
অগ্নির্হি বাজিনং বিশে দদাতি বিশ্বচর্ষণিঃ অগ্নী রায়ে স্বাভুব৺ সপ্রীতো যাতি। বার্য্যং ইষ৺ স্তোতৃভ্য আ ভর।	৪৮৮
অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসো যহো। অস্মে দেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ।	৬২
অগ্নে তব শ্রবো বয়ো মহি। ভ্রাজন্তে অর্চ্চয়ো বিভাবসো। বৃহদ্ভানো শবসা বাজমুক্থ্যাং দধাসি দাশুষে কবে।	৬১৬

—•—

ঈ।

—•—

উ।

ঊ।

ঋ।

এ

দ।

ধ।

ন।

প।

ভ।

র।

শ।

স ।

মন্ত্র-সূচী সমাপ্তঃ।

সামবেদ-সংহিতা।

———:*:———

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ।)

——*——

মূল-গেয়গান-মর্ম্মানুসারিণীব্যাখ্যা-বঙ্গানুবাদ-
সায়ণভাষ্য-টীপ্পনী-মর্ম্মার্থঞ্চ সমেতা।

* * *

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

——*——

১৩৩৩ সালাব্দাঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা।
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥

হাওড়া সহরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস'-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।